অমল পুরাণ

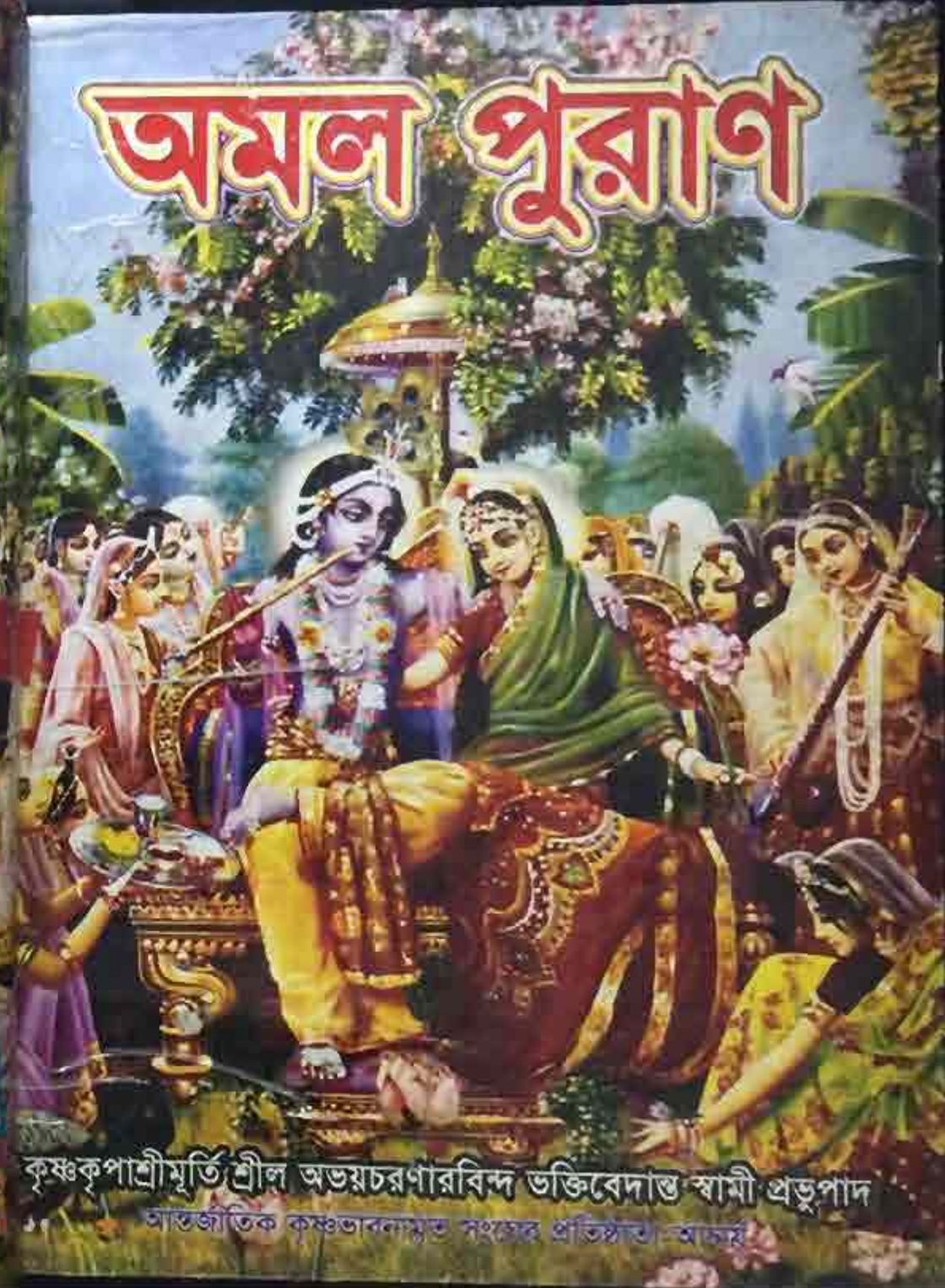

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

সমস্ত বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সারাতিসার

অমল পুরাণ

(অখণ্ড সংস্করণ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ইংরেজী শ্রীমদ্ভাগবতের সহজ-সরল প্রাঞ্জলপূর্ণ
বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে গল্পাকারে সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত পাবলিশিং হাউস

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

AMAL PURAN (BENGALI)

প্রকাশক :
তেজোগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ : শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব।
২১ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ,
৭ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ,
২৯ গোবিন্দ ৫২১ গৌরাব্দ,
৫০০০ কপি।

গ্রন্থ-স্বত্ব :
২০০৮ ভক্তিবেদান্ত পাবলিশিং হাউস
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পৃষ্ঠাসজ্জা : রাধিকেশ দাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ :
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎(০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	(১৩)
প্রথম স্কন্ধ	**১**
প্রথম অধ্যায়	
ঋষিদের প্রশ্ন	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
দিব্য ভাব ও দিব্য সেবা	৩
তৃতীয় অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস	৬
চতুর্থ অধ্যায়	
শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব	৮
পঞ্চম অধ্যায়	
ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ	১০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন	১৩
সপ্তম অধ্যায়	
দ্রোণপুত্র দণ্ডিত	১৫
অষ্টম অধ্যায়	
কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা	১৮
নবম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ	২২
দশম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা	২৫
একাদশ অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ	২৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম	৩০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন	৩২
চতুর্দশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা	৩৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	
যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ	৩৮
ষোড়শ অধ্যায়	
কিভাবে পরীক্ষিত কলিযুগের সম্মুখীন হন	৪২
সপ্তদশ অধ্যায়	
কলির দণ্ড এবং পুরস্কার	৪৪
অষ্টাদশ অধ্যায়	
মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত	৪৭
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব	৫০
দ্বিতীয় স্কন্ধ	**৫৩**
প্রথম অধ্যায়	
ভগবদ্-উপলব্ধির প্রথম স্তর	৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান	৫৬
তৃতীয় অধ্যায়	
শুদ্ধ ভক্তি : হৃদয়ের পরিবর্তন	৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	
সৃষ্টি-প্রকরণ	৬০
পঞ্চম অধ্যায়	
সর্ব কারণের কারণ	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি	৬৫
সপ্তম অধ্যায়	
বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ	৬৭
অষ্টম অধ্যায়	
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন	৭২
নবম অধ্যায়	
ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর	৭৪
দশম অধ্যায়	
শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর	৭৬
তৃতীয় স্কন্ধ	**৮১**
প্রথম অধ্যায়	
বিদুরের প্রশ্ন	৮২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ	৮৫
তৃতীয় অধ্যায়	
বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়	
মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন	৮৯
পঞ্চম অধ্যায়	
বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ	৯১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
বিশ্বরূপের সৃষ্টি	৯৫
সপ্তম অধ্যায়	
বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন	৯৭
অষ্টম অধ্যায়	
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব	৯৯
নবম অধ্যায়	
সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা	১০২
দশম অধ্যায়	
সৃষ্টির বিভাগ	১০৫
একাদশ অধ্যায়	
পরমাণু থেকে কালের গণনা	১০৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি	১০৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব	১১২
চতুর্দশ অধ্যায়	
সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ	১১৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	
ভগবদ্ধামের বর্ণনা	১১৮
ষোড়শ অধ্যায়	
বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ	১২২
সপ্তদশ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়	১২৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	
বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ	১২৭
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
হিরণ্যাক্ষ বধ	১২৯
বিংশতি অধ্যায়	
মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ	১৩১
একবিংশতি অধ্যায়	
মনু-কর্দম সংবাদ	১৩৪
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়	১৩৭
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
দেবহূতির অনুতাপ	১৩৯
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
কর্দম মুনির বৈরাগ্য	১৪৩
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
ভগবদ্ভক্তির মহিমা	১৪৬
ষড়বিংশতি অধ্যায়	
জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব	১৪৮
সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি	১৫২
অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ	১৫৪
ঊনত্রিংশতি অধ্যায়	
ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা	১৫৭
ত্রিংশতি অধ্যায়	
ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা	১৬০
একত্রিংশতি অধ্যায়	
জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ	১৬২
দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়	
সকাম কর্মের বন্ধন	১৬৫
ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়	
কপিলদেবের কার্যকলাপ	১৬৭
চতুর্থ স্কন্ধ	**১৭১**
প্রথম অধ্যায়	
মনুকন্যাদের বংশাবলী	১৭২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ	১৭৫
তৃতীয় অধ্যায়	
শিব এবং সতীর বার্তালাপ	১৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	
সতীর দেহত্যাগ	১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়	
দক্ষযজ্ঞ নাশ	১৮১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন	১৮৩
সপ্তম অধ্যায়	
দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান	১৮৬
অষ্টম অধ্যায়	
ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন	১৯১
নবম অধ্যায়	
ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন	১৯৬
দশম অধ্যায়	
যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ	২০১
একাদশ অধ্যায়	
ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ	২০৩
দ্বাদশ অধ্যায়	
ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন	২০৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা	২০৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
বেণ রাজার কাহিনী	২১২
পঞ্চদশ অধ্যায়	
পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক	২১৫
ষোড়শ অধ্যায়	
বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি	২১৭
সপ্তদশ অধ্যায়	
পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ	২১৯
অষ্টাদশ অধ্যায়	
পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন	২২২
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ	২২৪
বিংশতি অধ্যায়	
পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব	২২৭
একবিংশতি অধ্যায়	
পৃথু মহারাজের উপদেশ	২৩০
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন	২৩৩
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন	২৩৮
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
রুদ্রগীত কীর্তন	২৪১
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী	২৪৬
ষড়বিংশতি অধ্যায়	
পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন ও তাঁর মহিষীর ক্রোধ	২৫০
সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ এবং কালকন্যার উপাখ্যান	২৫২
অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি	২৫৪
ঊনত্রিংশতি অধ্যায়	
নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন	২৫৮
ত্রিংশতি অধ্যায়	
প্রচেতাদের কার্যকলাপ	২৬৪
একত্রিংশতি অধ্যায়	
প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ	২৬৮
পঞ্চম স্কন্ধ	**২৭১**
প্রথম অধ্যায়	
মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ	২৭২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা	২৭৬
তৃতীয় অধ্যায়	
মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব	২৭৮
চতুর্থ অধ্যায়	
ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা	২৮০
পঞ্চম অধ্যায়	
পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ	২৮৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ	২৮৭
সপ্তম অধ্যায়	
মহারাজ ভরতের চরিত্রকথা	২৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	
ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা	২৯০
নবম অধ্যায়	
জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র	২৯৩
দশম অধ্যায়	
জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ	২৯৬
একাদশ অধ্যায়	
মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ	২৯৯
দ্বাদশ অধ্যায়	
মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ	৩০১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ	৩০৩
চতুর্দশ অধ্যায়	
সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য	৩০৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	
মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা	৩১২
ষোড়শ অধ্যায়	
জম্বুদ্বীপের বর্ণনা	৩১৪
সপ্তদশ অধ্যায়	
গঙ্গার অবতরণ	৩১৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	
ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা	৩১৯
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা	৩২৩
বিংশতি অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা	৩২৬
একবিংশতি অধ্যায়	
সূর্যের গতির বর্ণনা	৩৩১
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
গ্রহগণের কক্ষপথ	৩৩২
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
শিশুমার-চক্র	৩৩৪
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
পাতাললোকের বর্ণনা	৩৩৫
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
ভগবান অনন্তদেবের মহিমা	৩৩৯
ষড়বিংশতি অধ্যায়	
নরকের বর্ণনা	৩৪০
ষষ্ঠ স্কন্ধ	**৩৪৫**
প্রথম অধ্যায়	
অজামিলের উপাখ্যান	৩৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার	৩৫০
তৃতীয় অধ্যায়	
যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ	৩৫৩
চতুর্থ অধ্যায়	
ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা	৩৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	
নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ	৩৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
দক্ষকন্যাদের বংশ	৩৬৪
সপ্তম অধ্যায়	
দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান	৩৬৭
অষ্টম অধ্যায়	
নারায়ণ-কবচ	৩৬৯
নবম অধ্যায়	
বৃত্রাসুরের আবির্ভাব	৩৭২
দশম অধ্যায়	
দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ	৩৭৭
একাদশ অধ্যায়	
বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী	৩৭৯
দ্বাদশ অধ্যায়	
বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু	৩৮১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ	৩৮৪
চতুর্দশ অধ্যায়	
মহারাজ চিত্রকেতুর শোক	৩৮৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	
রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ	৩৮৯
ষোড়শ অধ্যায়	
ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার	৩৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশ অধ্যায়	
চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ	৩৯৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	
দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত	৩৯৯
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি	৪০৩
সপ্তম স্কন্ধ	**৪০৭**
প্রথম অধ্যায়	
ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী	৪০৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু	৪১১
তৃতীয় অধ্যায়	
হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা	৪১৫
চতুর্থ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস	৪১৮
পঞ্চম অধ্যায়	
হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ	৪২১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ	৪২৫
সপ্তম অধ্যায়	
প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল	৪২৭
অষ্টম অধ্যায়	
ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ	৪৩১
নবম অধ্যায়	
প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম	৪৩৬
দশম অধ্যায়	
ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ	৪৪১
একাদশ অধ্যায়	
আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য	৪৪৫
দ্বাদশ অধ্যায়	
আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম	৪৪৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
সিদ্ধ পুরুষের আচরণ	৪৪৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন	৪৫২
পঞ্চদশ অধ্যায়	
সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ	৪৫৫
অষ্টম স্কন্ধ	**৪৬১**
প্রথম অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ	৪৬২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
গজেন্দ্রের সঙ্কট	৪৬৪
তৃতীয় অধ্যায়	
গজেন্দ্রের স্তব	৪৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	
গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন	৪৬৯
পঞ্চম অধ্যায়	
ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা	৪৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি	৪৭৪
সপ্তম অধ্যায়	
বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা	৪৭৬
অষ্টম অধ্যায়	
ক্ষীরসমুদ্র মন্থন	৪৭৯
নবম অধ্যায়	
মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার	৪৮২
দশম অধ্যায়	
দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ	৪৮৪
একাদশ অধ্যায়	
দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার	৪৮৬
দ্বাদশ অধ্যায়	
মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন	৪৮৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ভাবী মনুদের বর্ণনা	৪৯২
চতুর্দশ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি	৪৯৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	
বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়	৪৯৪
ষোড়শ অধ্যায়	
পয়োব্রত	৪৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশ অধ্যায়	
ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার	৪৯৯
অষ্টাদশ অধ্যায়	
বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ	৫০১
উনবিংশতি অধ্যায়	
বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা	৫০৩
বিংশতি অধ্যায়	
বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ	৫০৬
একবিংশতি অধ্যায়	
ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন	৫০৮
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ	৫১০
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি	৫১২
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
ভগবানের মৎস্যাবতার	৫১৪
নবম স্কন্ধ	**৫১৯**
প্রথম অধ্যায়	
রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি	৫২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মনুপুত্রদের বংশ	৫২২
তৃতীয় অধ্যায়	
সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ	৫২৩
চতুর্থ অধ্যায়	
অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ	৫২৫
পঞ্চম অধ্যায়	
দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা	৫৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
সৌভরি মুনির অধঃপতন	৫৩২
সপ্তম অধ্যায়	
মান্ধাতার বংশধরগণ	৫৩৫
অষ্টম অধ্যায়	
ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ	৫৩৭
নবম অধ্যায়	
অংশুমানের বংশ	৫৩৯
দশম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা	৫৪২
একাদশ অধ্যায়	
শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন	৫৪৬
দ্বাদশ অধ্যায়	
শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী	৫৪৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
মহারাজ নিমির বংশ	৫৫০
চতুর্দশ অধ্যায়	
উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা	৫৫১
পঞ্চদশ অধ্যায়	
ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম	৫৫৪
ষোড়শ অধ্যায়	
ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ	৫৫৭
সপ্তদশ অধ্যায়	
পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ	৫৫৯
অষ্টাদশ অধ্যায়	
রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি	৫৬০
উনবিংশতি অধ্যায়	
রাজা যযাতির মুক্তিলাভ	৫৬৩
বিংশতি অধ্যায়	
পূরুর বংশ বিবরণ	৫৬৫
একবিংশতি অধ্যায়	
ভরতের বংশ বিবরণ	৫৬৭
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
অজমীঢ়ের বংশ বিবরণ	৫৬৯
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ	৫৭২
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	৫৭৪
দশম স্কন্ধ	**৫৭৯**
প্রথম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব : ভূমিকা	৫৮০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা	৫৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৫৮৭
চতুর্থ অধ্যায়	
কংসের অত্যাচার	৫৯০
পঞ্চম অধ্যায়	
নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন	৫৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
পূতনা বধ	৫৯৫
সপ্তম অধ্যায়	
তৃণাবর্তাসুর বধ	৫৯৮
অষ্টম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন	৬০১
নবম অধ্যায়	
মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন	৬০৪
দশম অধ্যায়	
যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার	৬০৬
একাদশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	৬০৯
দ্বাদশ অধ্যায়	
অঘাসুর বধ	৬১৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ	৬১৬
চতুর্দশ অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব	৬২১
পঞ্চদশ অধ্যায়	
ধেনুকাসুর বধ	৬২৬
ষোড়শ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন	৬২৯
সপ্তদশ অধ্যায়	
কালিয়ের ইতিহাস	৬৩৪
অষ্টাদশ অধ্যায়	
শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ	৬৩৫
উনবিংশতি অধ্যায়	
দাবানল গ্রাস	৬৩৭
বিংশতি অধ্যায়	
বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু	৬৩৮
একবিংশতি অধ্যায়	
গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন	৬৪১
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ	৬৪৩
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ	৬৪৬
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
গিরি-গোবর্ধন পূজা	৬৪৯
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন	৬৫১
ষড়বিংশতি অধ্যায়	
অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ	৬৫৩
সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা	৬৫৫
অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার	৬৫৬
উনত্রিংশতি অধ্যায়	
রাসনৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন	৬৫৭
ত্রিংশতি অধ্যায়	
গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ	৬৬০
একত্রিংশতি অধ্যায়	
গোপীগণের বিরহ গীতি	৬৬৩
দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়	
পুনর্মিলন	৬৬৪
ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়	
রাসনৃত্য	৬৬৬
চতুর্ত্রিংশতি অধ্যায়	
নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ	৬৬৮
পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়	
কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি	৬৭০
ষট্‌ত্রিংশতি অধ্যায়	
অরিষ্টাসুর বধ	৬৭২
সপ্তত্রিংশতি অধ্যায়	
কেশী ও ব্যোমাসুর বধ	৬৭৪
অষ্টত্রিংশতি অধ্যায়	
অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন	৬৭৬
উনচত্বারিংশতি অধ্যায়	
অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন	৬৭৮
চত্বারিংশতি অধ্যায়	
অক্রূরের প্রার্থনা	৬৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
একচত্বারিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ	৬৮৩
দ্বিচত্বারিংশতি অধ্যায়	
যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ	৬৮৬
ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়	
কুবলয়াপীড় বধ	৬৮৮
চতুশ্চত্বারিংশতি অধ্যায়	
কংস বধ	৬৯০
পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন	৬৯২
ষট্‌চত্বারিংশতি অধ্যায়	
উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন	৬৯৫
সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়	
ভ্রমর সঙ্গীত	৬৯৭
অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন	৭০২
ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়	
অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন	৭০৪
পঞ্চাশতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন	৭০৬
একপঞ্চাশতম অধ্যায়	
মুচুকুন্দের উদ্ধার	৭০৯
দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা	৭১৩
ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন	৭১৫
চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ	৭১৮
পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়	
প্রদ্যুম্নের ইতিকথা	৭২১
ষট্‌পঞ্চাশতম অধ্যায়	
স্যমন্তক মণি	
সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়	
সত্রাজিৎ হত্যা ও মণি প্রত্যর্পণ	৭২৪
অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন	৭২৬
ঊনষষ্টিতম অধ্যায়	
নরকাসুর বধ	৭২৯
ষষ্টিতম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণী রুক্মিণীকে উদ্ধার করলেন	৭৩২
একষষ্টিতম অধ্যায়	
শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন	৭৩৪
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়	
ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন	৭৩৮
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন	৭৪১
চতুষষ্টিতম অধ্যায়	
রাজা নৃগ উদ্ধার	৭৪৩
পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়	
শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন	৭৪৬
ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়	
নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক	৭৪৮
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়	
শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন	৭৫০
অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়	
সাম্বের বিবাহ	৭৫৩
ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়	
নারদমুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন	৭৫৪
সপ্ততিতম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ	৭৫৭
একসপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন	৭৬০
দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়	
জরাসন্ধ বধ	৭৬৩
ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়	
মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা	৭৬৬
চতুর্সপ্ততিতম অধ্যায়	
রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার	৭৬৮
পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়	
দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন	৭৭০
ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়	
শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ	৭৭৩
সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন	৭৭৫
অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়	
দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ	৭৭৭
ঊনাশীতিতম অধ্যায়	
শ্রীবলরামের তীর্থে গমন	৭৭৯
অশীতিতম অধ্যায়	
ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন	৭৮১
একাশীতিতম অধ্যায়	
সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন	৭৮৩
দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়	
কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন	৭৮৬
ত্র্যশীতিতম অধ্যায়	
দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন	৭৮৮
চতুর্শীতিতম অধ্যায়	
কুরুক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা	৭৯১
পঞ্চশীতিতম অধ্যায়	
বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার	৭৯৪
ষড়শীতিতম অধ্যায়	
অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান	৭৯৮
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়	
মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা	৮০২
অষ্টাশীতিতম অধ্যায়	
বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন	৮০৫
ঊননবতিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন	৮১০
নবতিতম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার	৮১২
একাদশ স্কন্ধ	**৮১৯**
প্রথম অধ্যায়	
যদুবংশের প্রতি অভিশাপ	৮১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ	৮২০
তৃতীয় অধ্যায়	
মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ	৮২২
চতুর্থ অধ্যায়	
নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের ব্যাখ্যা শোনান	৮২৭
পঞ্চম অধ্যায়	
বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ	৮৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান	৮৩৫
সপ্তম অধ্যায়	
উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	৮৪০
অষ্টম অধ্যায়	
পিঙ্গলা কাহিনী	৮৪৪
নবম অধ্যায়	
জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি	৮৪৯
দশম অধ্যায়	
সকাম কর্মের প্রকৃতি	৮৫৩
একাদশ অধ্যায়	
বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি	৮৫৬
দ্বাদশ অধ্যায়	
সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে	৮৫৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন	৮৬৪
চতুর্দশ অধ্যায়	
শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগপদ্ধতি বর্ণন	৮৬৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন	৮৭০
ষোড়শ অধ্যায়	
পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য	৮৭৩
সপ্তদশ অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন	৮৭৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	
বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা	৮৭৭
ঊনবিংশতি অধ্যায়	
পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা	৮৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিংশতি অধ্যায়	
শুদ্ধভক্তি : জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	৮৮৭
একবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা	৮৯০
দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
জড় সৃষ্টির উপাদান	৮৯২
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত	৮৯৬
চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
সাংখ্য দর্শন	৯০০
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে	৯০২
ষড়বিংশতি অধ্যায়	
ঐল গীত	৯০৪
সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	৯০৭
অষ্টাবিংশতি অধ্যায়	
জ্ঞানযোগ	৯১০
উনত্রিংশতি অধ্যায়	
ভক্তিযোগ	৯১৩
ত্রিংশতি অধ্যায়	
যদুবংশের অন্তর্ধান	৯১৬
একত্রিংশতি অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান	৯১৯
দ্বাদশ স্কন্ধ	**৯২৩**
প্রথম অধ্যায়	
কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ	৯২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কলিযুগের লক্ষণ	৯২৫
তৃতীয় অধ্যায়	
ভূমি গীতা	৯২৮
চতুর্থ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়	৯৩১
পঞ্চম অধ্যায়	
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ	৯৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ	৯৩৫
সপ্তম অধ্যায়	
পৌরাণিক গ্রন্থাবলী	৯৪০
অষ্টম অধ্যায়	
নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা	৯৪১
নবম অধ্যায়	
মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন	৯৪৫
দশম অধ্যায়	
ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা	৯৪৭
একাদশ অধ্যায়	
বিরাট পুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৯৫০
দ্বাদশ অধ্যায়	
শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ	৯৫২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা	৯৫৬
অমল পুরাণ মাহাত্ম্য	**৯৫৯**
প্রথম অধ্যায়	
শাণ্ডিল্য মুনি কর্তৃক ব্রজভূমির বর্ণনা	৯৬০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী পরীক্ষিৎ ও কৃষ্ণ-ভার্যাগণের উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ	৯৬২
তৃতীয় অধ্যায়	
বক্তা ও শ্রোতার গোলোকধাম প্রাপ্তি	৯৬৪
চতুর্থ অধ্যায়	
শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ এবং শ্রবণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা	৯৬৭
পঞ্চম অধ্যায়	
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলাফল ও এই শ্রবণ-বিরোধীদের অবস্থার বর্ণনা	৯৬৯
বংশপরম্পরা সারণী	**৯৭১**

ভূমিকা

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হাজার হাজার ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। আর অগণিত নিত্য নতুন ভুঁইফোড় ধর্ম সম্প্রদায়ও দিকে দিকে গজিয়ে উঠছে। আর তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষেরা দিকভ্রান্ত হয়ে বিপথে চালিত হয়ে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। আর সেইসাথে তথাকথিত অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে দিনদিন ক্রমশঃ হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্তিকর এক অশান্তি ও অরাজকতার দাবানল দিকে দিকে প্রজ্বলিত হচ্ছে। কলিযুগ ক্রমশঃ যত অগ্রসর হবে ততই এর প্রভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে। তথাকথিত ধর্মধ্বজী সাধু বেশধারী প্রতারকেরা প্রকৃত ধর্ম প্রচারের পরিবর্তে নাস্তিক্যবাদ ও অধর্মকে ধর্ম হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে, যেকথা হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক শাস্ত্রে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আজ আমরা কলিযুগের সূচনাতে একজন অন্ধ যেমন আর একজন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গর্তের মধ্যে পতিত হয়, সেইরকম একই দৃশ্য সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান দেখছি।

প্রকৃতপক্ষে, কোন সাধারণ বদ্ধ জীব কখনও কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করতে পারেন না। *ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবদ্ প্রণীতম্*—ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং ভগবানই কেবল প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন যুগে স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে ভগবান স্বয়ং নিজে কিম্বা তাঁর কোন একজন শক্ত্যাবেশ অবতারের মাধ্যমে জগতে প্রকৃত ধর্মকে স্থাপন করেন। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৪/৭) স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞান এই জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যিনি স্বয়ং তাঁর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন তাঁকে প্রদান করেন। *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাই সনাতন ধর্ম নিত্য। জীব ভগবানের অংশসম্ভূত হওয়ার ফলে যেমন নিত্য, সনাতন ধর্মও ভগবান প্রদত্ত সর্বপ্রথম উপদিষ্ট হওয়ার ফলে তেমনই নিত্য। ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টির আগে প্রথমে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন। তারপর সেই দিব্য বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, এইভাবে গুরুপরম্পরা ধারায় শ্রবণের মাধ্যমে গুরু থেকে শিষ্যের মধ্যে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। তাই বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'।

কিন্তু কলিযুগ যেই শুরু হলো তখন মানুষের মধ্যে কলির প্রভাবে সমস্ত সদ্গুণাবলী ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এবং তারা ক্রমশঃ গভীরভাবে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকে।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বেদ ও পুরাণ আদি শাস্ত্র গ্রন্থাবলী প্রদান করেছেন।

বৈদিক জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত ও অসীম। তথাপি এই জগতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান কেবল একটি মাত্র বেদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই বেদের অপর আর এক নাম হচ্ছে 'জ্ঞান', যা থেকে আমরা সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হতে পারি। কিন্তু কলিযুগের মায়াবদ্ধ সাধারণ জীবেদের পক্ষে সেই বেদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই যাতে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই সেই বৈদিক জ্ঞান সহজে লাভ করতে পারেন সেজন্য প্রথমে বেদকে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারভাগে ভাগ করা হয়। তারপর সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য বেদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন কাহিনী সংকলন করে ১৭টি পুরাণ রচিত হয়। এছাড়াও ১০৮টি উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র, মহাভারত আদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হয় যাতে সমাজের এমনকি সর্ব নিম্ন স্তরের শূদ্র, স্ত্রী ও দ্বিজবন্ধুরাও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ব্যাসদেব সকলের হিতার্থে সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করা সত্ত্বেও নিজে আত্মতৃপ্ত লাভের পরিবর্তে

হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করেন। যখন তিনি তার এই অসন্তোষের কারণ তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি তাঁকে বেদের অন্তর্নিহিত সারমর্ম স্বরূপ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা সমন্বিত শুদ্ধ প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' উপস্থাপনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তখন শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বৈদিক জ্ঞানের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক ভাষ্য সমন্বিত এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বৃক্ষের সুপক্ক ফলরূপে পরিচিত গ্রন্থরাজ, অমল পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রণয়ন করেন।

সাধারণতঃ বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্রগ্রন্থে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তথাকথিত বেদের অনুগামী ধার্মিক ব্যক্তিরা বেদের নির্দেশিত সেই সমস্ত যাগ-যজ্ঞ আদি বিভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড় জোর স্বর্গ সুখভোগ লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাদের কখনও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি রূপ সংসার-চক্রের বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না।

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্থ ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

সেইজন্য যে সমস্ত তথাকথিত শাস্ত্রগ্রন্থে পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করা হয় না, তা হচ্ছে অর্থহীন। যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোনরকম আনন্দ অনুভব করেন না। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন; কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গ-বিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন? ভগবানকে ছাড়া যা কিছু বর্ণনা করা হোক না কেন তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে। ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তাদের ভোগকে অনুপ্রাণিত করা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হবে। কেননা তার ফলে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবেন না।

পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু, সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায় এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাই সমস্ত বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্যই আস্বাদন করবেন। কেননা তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার ফলে এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যা মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(ভাঃ ১/২/৮)

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

(ভাঃ ১/৭/৬)

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত-সংহিতা সংকলন করেছেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

(ভাঃ ১/৩/৪৩)

ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন কালে, পারমার্থিক দৃষ্টিরহিত কলিযুগের জীবদের হিত সাধনের জন্য এই পুরাণরূপ সূর্য উদিত হয়েছে।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥

(ভাঃ ১/৩/৪০)

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের চরম মঙ্গল সাধন করা এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ।

'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে'

(ভাঃ ১২/১৩/১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থরাজি এবং পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ ততদিনই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, যতদিন পর্যন্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথরূপে শ্রুত এবং উপলব্ধ না হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমৃতের মহাসাগর এবং পরম গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত সশ্রদ্ধ শ্রবণ, কীর্তন এবং বিতরণ জগতকে পবিত্র করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, জগতে সমস্ত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেলেও কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন ও উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৬)

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৭)

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনই সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়, কেননা এতে পরমহংসদের গ্রাহ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সঙ্গে জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন।

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপদ্মজে

পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ সদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি

তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই জ্ঞান পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের জন্য ইংরেজীতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ ও বিদগ্ধ ভাষ্যসহ বিশদ আকারে প্রদান করেন। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তাঁর গ্রন্থাবলী। দিব্য জ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা, গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিদ্বান সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বে অন্য কেউ এমন বিশদ আকারে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য প্রদান করেন নি। শ্রীল প্রভুপাদের, সময়োপযোগী সহজ, সরল ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত ভাষ্য সারা জগতে এক দিব্য পারমার্থিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই 'অমল পুরাণ' গ্রন্থটি হলো সর্বমোট আঠারো হাজার শ্লোকসমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের প্রতিটি শ্লোকের শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক সহজ, সরল ইংরেজী গদ্যানুবাদের বর্ণনা সমৃদ্ধ অখণ্ড সংস্করণ। যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রন্থরাজ, অমল পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনার ব্রতে ব্রতী হয়েছেন, তারা যেন সবাই ভগবান থেকে অভিন্ন এই অমূল্য গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-কে সর্বদা জীবনসঙ্গী হিসেবে বরণ করতে পারেন, সেইজন্য আমরা সামান্য প্রয়াস করেছি মাত্র। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে যদি একজনও ব্যক্তি কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল 'অমল পুরাণ' আস্বাদন করে প্রেমময়ী ভগবদ্ সেবায় যুক্ত হয়ে পরম পুরুষার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় ভগবদ্ধামে কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

সুমেধা সম্পন্ন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অবগত করানো যায় যে, যাঁরা এই অমল পুরাণের বিশ্লেষণ মূলক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে চান তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রণীত অষ্টাদশ খণ্ডে বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে অবশ্যই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রথম স্কন্ধ

(সৃষ্টি)

প্রথম অধ্যায়

ঋষিদের প্রশ্ন

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন। এক সময় শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু-তীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিরা হুতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে সমাদৃত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল সূত গোস্বামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে পরম শ্রদ্ধেয় সূত গোস্বামী, আপনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সদ্‌গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তা আপনি ব্যাখ্যাও করেছেন।"

"হে সর্বপ্রবীণ বেদান্তবিদ সূত গোস্বামী, আপনি ভগবানের অবতার ব্যাসদেবের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং যে সমস্ত ঋষিরা ভৌতিক এবং আধিভৌতিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আপনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু আপনি শ্রদ্ধাশীল এবং বিনীত, তাই আপনার গুরুদেবেরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কেন না, স্নিগ্ধ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেন। হে আয়ুষ্মান! আপনি জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়, তা সহজবোধ্যভাবে আমাদের কাছে শোনান।"

"হে মহাজ্ঞানী, এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দগতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত। বহুবিধ শাস্ত্র রয়েছে এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রে নানা রকমের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বহু বছর ধরে বিভাগক্রমে পাঠ করার ফলে কেবল জানতে পারা যায়। তাই হে মহর্ষি, দয়া করে আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য বিশ্লেষণ করে শোনান, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সুপ্রসন্ন হতে পারে।"

"হে সূত গোস্বামী! আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক।

আপনিও অবগত আছেন যে কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাঁর অবতার এবং আবির্ভাব সমস্ত জীবের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের লীলাসমূহ শ্রবণ করতে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ করে গুরু-পরম্পরায় লব্ধ সেই জ্ঞান আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, কেন না তা শ্রবণ ও কীর্তনে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।"

"জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন। হে সূত গোস্বামী, যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে অর্থাৎ দর্শন মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু সুরধুনী গঙ্গার জল সাক্ষাৎ সেবা অর্থাৎ স্পর্শন, অবগাহন আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে। কলিযুগের পাপ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী এমন কে আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক? পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত মহৎ ও উদার এবং নারদ আদি মহান ঋষিরা তা কীর্তন করেন। তা শ্রবণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়েছি, দয়া করে আপনি বিভিন্ন অবতারে তাঁর বিভিন্ন লীলাবিলাসের কথা আমাদের বলুন।"

"হে মহাজ্ঞানী সূত গোস্বামী, দয়া করে আপনি আমাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য অবতারের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মঙ্গলময় লীলাবিলাস সম্পাদিত হয় তাঁর চিৎ-শক্তি যোগমায়ার দ্বারা। উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেছেন, এবং এইভাবে তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন। কলিযুগের আগমন হয়েছে জেনে আমরা এই বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি; এখন আমাদের হরিকথা শ্রবণের অবসর লাভ হয়েছে। আমরা মানুষের সদ্‌গুণ অপহরণকারী কলিকাল-রূপ দুর্লঙ্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন। পরম ব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিত্য ধামে অন্তর্ধান রূপ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছে, তা আমাদের বলুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্য ভাব ও দিব্য সেবা

রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত গোস্বামী) শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই সব প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"আমি সেই মহর্ষিকে (শুকদেব গোস্বামী) আমার প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার

আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে 'হে পুত্র! হে পুত্র!' বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহকাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল। সংসাররূপ গভীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র। সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন। ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়। যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল। তাই একাগ্র চিত্তে, নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেই বা রতিযুক্ত হবে না?"

"হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন। নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সবরকম জড়-বন্ধন মুক্ত

হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে। পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন। কাঠ হচ্ছে মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে শ্রেয়। আর অগ্নি তার থেকেও শ্রেয়, কেন না অগ্নির দ্বারা (বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনই, রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেয়; কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।"

"পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন। যারা রজ ও তমোগুণের অধীন, তারা পিতৃপুরুষ, ভূত এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত।"

"বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (বাসুদেব) নিজেকে বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানারূপে প্রকাশিত হয়েছেন। পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান। এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহ লোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বেও অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।"

❀ ❀ ❀

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।"

"পুরুষাবতারের এক অংশ গর্ভোদকে শয়ন করে যোগনিদ্রা বিস্তার করেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের বিরাট শরীরে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই জড় উপাদানের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই। তাঁর শরীর পরম উৎকর্ষ সহকারে পরা-প্রকৃতিতে অবস্থিত। ভক্তরা তাঁদের বিজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখ যুক্ত পুরুষের দিব্য রূপ দর্শন করেন। সেই শরীরে অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং মালিকার দ্বারা শোভিত। এই রূপ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য অবতারদের উৎস এবং অবিনশ্বর বীজ। এই রূপের অংশ এবং কলা থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে।"

"সৃষ্টির আদিতে প্রথমে ব্রহ্মার চারজন অবিবাহিত পুত্র (চতুঃসন বা কুমারেরা) ছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই পৃথিবী যখন রসাতলে পতিত হয়েছিল, তখন এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে উদ্ধার করতে উদ্যুক্ত হয়ে সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন। ঋষিকল্পে পরমেশ্বর ভগবান দেবর্ষি নারদরূপে তাঁর তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতারে আবির্ভূত হন। বেদের যে সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সংকলন করেছিলেন। চতুর্থ অবতারে ভগবান ধর্মরাজের পত্নীর গর্ভে নর এবং নারায়ণ নামক যমজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পঞ্চম অবতারে তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীকপিল নামে অবতরণ করেন। তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন, কেন না কালের প্রভাবে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরম পুরুষের ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সপ্তম অবতার হচ্ছেন প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকূতির পুত্র যজ্ঞ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র যাম আদি দেবতারা তাঁকে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন। ভগবানের অষ্টম অবতার হচ্ছেন মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব। এই অবতারে ভগবান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যে পন্থা সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের দ্বারা পূজিত পরমহংসেরা অবলম্বন করে থাকেন।"

"হে বিপ্রগণ, ঋষিদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে নবম অবতারে ভগবান পৃথুরূপে রাজদেহ ধারণ করেছিলেন। এই পৃথিবীর ওষধীসমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন। তাই পৃথিবী তখন পরম কমনীয় হয়ে উঠেছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন মহাপ্লাবন হয় এবং সমস্ত পৃথিবী জলের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, তখন ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। একাদশ অবতারে ভগবান কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন, যা সমুদ্র-মন্থনকারী দেবতা এবং দানবেরা মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিল। দ্বাদশ অবতারে ভগবান ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপে অসুরদের সম্মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করতে দিয়েছিলেন। চতুর্দশ অবতারে ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সুদৃঢ় শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন সূত্রধর এরকা তৃণ বিদীর্ণ করে। পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন অধিকার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। ষোড়শ অবতারে ভগবান ভৃগুপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। তারপর সপ্তদশ অবতারে ভগবান শ্রীব্যাসদেবরূপে পরাশর মুনির পত্নী সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভূত হন। মানবকুলের ভিতর বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা দর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন। অষ্টাদশ অবতারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সেতুবন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। ঊনবিংশতি এবং বিংশতি অবতরণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিকুলে (যদু-বংশে) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন। সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যে মানুষ মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্বক পাঠ করেন, তিনি জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন।"

"জড় জগতে ভগবানের যে বিরাট রূপের ধারণা, তা কল্পনাপ্রসূত। তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের (এবং নব্য ভক্তদের) ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই। মেঘ এবং ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু ধূলাচ্ছন্ন। তেমনই, তারা আত্মার জড় শরীরের ধারণা আরোপ করে। এই স্থূল রূপের ধারণার ঊর্ধ্বে আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, যার কোন পরিণত রূপ নেই এবং যা দেখা যায় না, যাকে শোনা যায় না এবং যা অপ্রকাশিত। এই সূক্ষ্ম স্তরের ঊর্ধ্বে হচ্ছে জীবের স্বরূপ, তা না হলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে পারত না। আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে। ভগবানের কৃপায় যখন মায়াশক্তির প্রভাব প্রশমিত হয় এবং জীব পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হন। এইভাবে বিদ্বানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন, যা বৈদিক শাস্ত্রেও অনাবিষ্কৃত। তিনিই হচ্ছেন হৃদয়েশ্বর।"

"যাঁর চরিত্র সর্বদাই নির্মল এবং নিষ্কলঙ্ক, সেই ভগবান ষড় ইন্দ্রিয়ের এবং ষড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন এবং তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। নটবৎ অভিনয়পরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত স্বভাব বিকৃত

মনোভাবাপন্ন মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না। তারা তাদের জল্পনা-কল্পনায় অথবা বাক্যের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করতে পারে না। যাঁরা দুরন্তবীর্য রথচক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকূলভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।"

"এই ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমেই কেবল এই জগতে সফল হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেন না এই ধরনের প্রশ্ন জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম বিকশিত করে এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।"

"এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণিস্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।"

"হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, (মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিবিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম এবং তাই সেই মহান শক্তিশালী বিপ্রর্ষির কৃপায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব।"

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব

সূত গোস্বামীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান শৌনক মুনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—"হে সূত গোস্বামী, যাঁরা আবৃত্তি করতে পারেন এবং বলতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সব চাইতে ভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধার্হ। আপনি দয়া করে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করুন, যা মহান শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল। কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, আর কেনই বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল? মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন? তাঁর (ব্যাসদেবের) পুত্র ছিলেন এক মহান্ ভক্ত, এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁর চিত্ত ছিল সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র। তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং যদিও তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একজন মূঢ় লোক বলে মনে হত। শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁর পুত্রকে অনুসরণ করছিলেন, তখন নগ্ন অবস্থায় স্নানরতা সুন্দরী যুবতীরা, যাঁরা ব্যাসদেবের নগ্ন যুবক-পুত্রকে দেখে কোন

রকম লজ্জা অনুভব করেননি, তাঁরা অনগ্ন ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জাবশত তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই যুবতীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং পুরুষে কোন ভেদ ছিল না, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে সেই ভেদ ছিল। কুরু এবং জাঙ্গল প্রদেশে উন্মাদ, মূক এবং জড়ের মতো বিচরণ করে তিনি যখন হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) নগরে প্রবেশ করলেন, তখন পুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন? কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্যাস (শ্রীমদ্ভাগবত) তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল? তিনি (শুকদেব গোস্বামী) গোদোহনকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের দুয়ারে অবস্থান করতেন এবং তিনি তা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য।"

"কথিত আছে যে, অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তাঁর জন্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত। দয়া করে আপনি আমাদের তাঁর কথা বলুন। তিনি ছিলেন এক মহান সম্রাট এবং তাঁর রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনি এতই মহিমান্বিত ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডু-বংশের মান বর্ধন করেছিলেন। তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন? তিনি ছিলেন এতই মহান এক সম্রাট যে, তাঁর সমস্ত শত্রুরা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা কেবল অপরের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ-প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন যাপন করেন না। তাই মহারাজ (পরীক্ষিৎ) যদিও সব রকম জড়-জাগতিক বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তাঁর দেহত্যাগ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ? আমরা জানি যে, বেদের কয়েকটি অংশ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী এবং তাই আমরা আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করেছি তার উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ত্রেতা এবং দ্বাপরের যুগপর্যায়ে বসু-দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে মহর্ষির (ব্যাসদেবের) জন্ম হয়। একসময়ে তিনি (ব্যাসদেব) সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীর জলে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন করলেন। কালের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে তা হয়ে থাকে। পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন। তিনি দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য। জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য কর্ণনাগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, পৈল ঋষি হলেন ঋক্‌বেদের অধ্যাপক, জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমান্বিত হলেন। সুমন্ত মুনি অঙ্গিরা, যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবাপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ ঋষির হাতে পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল। সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অনন্ত শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়। এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা

হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।"

"হে দ্বিজগণ, যদিও তিনি সমস্ত মানুষদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন। কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি। আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।"

"এইভাবে ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।"

* * *

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

সূত গোস্বামী বললেন—"তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ? তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে প্রভু, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিব্রতগ্রস্ত হয়েছ?"

শ্রীল ব্যাসদেব বললেন—"আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। হে প্রভু! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত। সূর্যের মতো আপনি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন এবং বায়ুর মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া

করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন। হে মহান ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি। যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন?"

"হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার। ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।"

"পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না। যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড় সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।"

"হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো (সকাম কর্মী ইত্যাদি) সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না, কেন না, যে মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বলেছি। তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি আত্মার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা-অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে

আবির্ভূত হয়েছ। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর। তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা।"

"হে মুনিবর, পূর্বকল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না। একবার কেবল অনুমতি গ্রহণ পূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম এবং তার ফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।"

"হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে। হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, যেন না ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত। এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ—এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল। আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম। দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন। সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। তা জানার ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।"

"হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞরা বলে গেছেন যে ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা। হে ভগবান-নিষ্ঠ ব্যাসদেব, যেই দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না? মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়। এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।"

"প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক; আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি। এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিবিহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।"

"হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন এবং তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন। তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?' "

"হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?"

"হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।"

"আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী; আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।"

"এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে। সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।"

"গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম। আমি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম, এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত

স্বর্গের দেবতাদের উপযুক্ত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলাম। তারপর আমি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র। এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম। তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম। আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

"হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম। সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য বললেন, 'হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে। হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেননা তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে। অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয়, তা হলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।' "

"তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম। এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।"

"হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক যেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।"

"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়। কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।"

"৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম। তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেন না আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি। এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে স্বয়ংব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি। যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগবাসনায় আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে—তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা। যোগ-প্রণালীর দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুশীলনের মাধ্যমে কাম এবং লোভের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ পরিতৃপ্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়; এই পরিতৃপ্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।"

"হে ব্যাসদেব, তুমি নিষ্পাপ। তাই তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি আমার জন্ম এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার সন্তুষ্টিবিধানেরও সহায়ক হবে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বাসবী-সুত ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীল নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। শ্রীল নারদ মুনির সাফল্য জয়যুক্ত হোক, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জগতকে আনন্দ দান করেন।"

সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন। এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল। এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ

করে। জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম-তত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন। কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক, মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পুনর্বিচারপূর্বক তা সংশোধন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করান, যিনি ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন।"

শ্রীশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। তা হলে কেন তাঁকে এই বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"সমস্ত আত্মারামেরা, বিশেষ করে যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে নিরত, সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমন কি মুক্ত পুরুষদেরও। ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবত-পুরাণ অত্যন্ত বিশাল হলেও তা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ফলে তিনি বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। এখন মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাতে উদিত হয় সেইভাবে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত এবং দেহত্যাগ বা মুক্তিবৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করব।"

"কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে হত হয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হন এবং যখন ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন উরু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শোক করতে করতে ধরাশায়ী হয়, তখন দ্রোণাচার্যের পুত্র (অশ্বত্থামা) দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে তাদের মস্তক তার প্রভুকে পুরস্কারস্বরূপ দান করে। মূর্খের মতো সে মনে করেছিল যে তার ফলে দুর্যোধন প্রসন্ন হবে। দুর্যোধন কিন্তু তার এই গর্হিত কর্ম অনুমোদন করেনি এবং সে তাতে মোটেই প্রীত হয়নি। পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শান্ত করার চেষ্টায় অর্জুন তাঁকে বললেন, 'হে ভদ্রে, আমার গাণ্ডীবের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর দিয়ে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মস্তক ছেদন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব। তারপর, তোমার পুত্রদের মৃতদেহ সৎকার করে তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে স্নান করো।' অর্জুন, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅচ্যুত সখা এবং সারথিরূপে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধরনের বাক্যের দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হয়ে রথে চড়ে তিনি তাঁর অস্ত্রগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। রাজপুত্রদের হত্যাকারী অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য রথে করে পলায়ন করে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন। দ্বিজপুত্র (অশ্বত্থামা) যখন দেখল যে তার অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিবেচনা করল যে ব্রহ্মশির নামক (পারমাণবিক অস্ত্র) চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই। তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংবরণ করা যায়। তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি। তুমিই হচ্ছ সেই আদি পুরুষ ভগবান যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং যিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির

অতীত। তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছ। তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত। যদিও তুমি এই জড়া প্রকৃতির অতীত, তবুও বদ্ধ জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্বর্গাদি অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর। এইভাবে ভূ-ভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের ও তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করাবার জন্য তুমি অবতরণ কর। হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে? তা আসছে কোথা থেকে? আমি তা বুঝতে পারছি না।' "

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সে তার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে। হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত কর।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কথা শুনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল। ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন। এইভাবে জনসাধারণকে উপদ্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকেই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন। অর্জুন, ক্রোধে যাঁর চোখ দুটি তাম্র-গোলকের মতো রক্তিম হয়ে উঠেছিল, ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।"

"অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'হে পার্থ, যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ, নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ কর। মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত, বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হলেও ধার্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না। যে ঘৃণ্য, ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে। হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মস্তক তাঁকে উপহার দেবে। অতএব হে বীর! এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।' "

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর মহত্ত্ব হেতু পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন। পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ এবং অত্যন্ত জঘন্য কার্য করার ফলে অধোবদন এবং মৌন গুরুপুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত শোভন-চরিতা দ্রৌপদী দয়ার্দ্র চিত্তে সম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করলেন। এইভাবে অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সাধ্বী দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন—এর বন্ধন মোচন কর, এর বন্ধন মোচন কর, কেন না ব্রাহ্মণ সব সময়ই আমাদের পূজার্হ। দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছেন। পূজনীয় দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র এই অশ্বত্থামারূপেই বিদ্যমান। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী কৃপীও জীবিত আছেন, কেন না বীর পুত্র প্রসবিনী বলে তিনি তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি। হে ধর্মবিদ, হে মহাযশস্বী! সর্বদা আপনাদের পূজ্য এবং বন্দনীয় গুরুকুল যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন। আমি যেমন পুত্রহারা হয়ে

অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরন্তর রোদন করছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা গৌতমী যেন সেভাবে রোদন না করেন। অসংযতমনা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয় বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণগণ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মনীতি অনুসারে উক্ত রাণীর সেই ন্যায়সঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূর্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলারা সকলেই মহারাজের সঙ্গে একমত হলেন। ভীম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রস্তাব করলেন, যে জঘন্য দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করাই উচিত।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন—"ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ঠিক সেই সময়ে অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারির দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের কেশরাশি এবং মণি ছেদন করলেন। শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামার দেহের দীপ্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে তেজহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তাকে বন্ধনমুক্ত করে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হল। মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি। দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই। তারপর পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয়দের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।"

❋ ❋ ❋

অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

সূত গোস্বামী বললেন—"তারপর পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। তাঁদের জন্য বিলাপ করে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পবিত্রতা লাভ করেছে। সেখানে কৌরব-নৃপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকাভিভূত হয়ে বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন। সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীবের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ধূর্ত-দুর্যোধন এবং তার দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কপটতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তার পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের সাথে যে সমস্ত অসৎ রাজারা যোগ দিয়েছিল, তাদেরও

পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার ফলে যাদের আয়ু ক্ষয় হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের মতো যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-খ্যাতি সর্বদিকে মহিমান্বিত করে তুলতে প্রণোদিত করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাঁদের প্রতি পূজা করলেন। যে মুহূর্তে তিনি রথে আরোহণ করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন।"

উত্তরা বললেন, "হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী! আমাকে রক্ষা করুন; কারণ দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জ্বলন্ত লৌহবাণ আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাণ্ডবেরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের অভিমুখে আসতে দেখে তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন। সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। পরম যোগ রহস্যের নিয়ন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার জন্য তাঁর যোগমায়ার দ্বারা তিনি উত্তরার গর্ভ আবৃত করলেন। হে শৌনক, যদিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল। হে ব্রাহ্মণগণ, যে আশ্চর্যময় ও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তাঁর পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন-কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না। এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।"

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ়দ্রষ্টা যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না। পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যকরূপে জানতে পারবে। বসুদেবতনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে পরমেশ্বর, তোমার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে ঈর্ষাপরায়ণ

কংস দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ। হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি! বিষ, মহা অগ্নি, নরখাদক রাক্ষস, পাপচক্রান্তময় সভা, বনবাসের দুঃখ-কষ্ট থেকে, এবং যুদ্ধে বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে। হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সঙ্কট বারে বারে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না। হে পরমেশ্বর, যাঁরা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি লাভে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক ভাব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না। জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, তুমি সেই অকিঞ্চনগণের সম্পদ। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তি দানে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালস্বরূপ, পরম নিয়ন্তা, আদি ও অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ কর। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়। হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহ। কর। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি এবং জলচর কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর। হে কৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন বিধৌত করেছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর। কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের যশ বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ। অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে। হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে। হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই এবং যখন সমস্ত রাজারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সেই অবস্থায়

তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ? জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখ তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে; কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না। এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ক ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে। হে জগদীশ্বর, হে সর্বান্তর্যামী, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উৎপাতকারী রাজন্যবর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, তুমি গোলোকাধিপতি। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি যোগেশ্বর, জগদ্গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর। শ্রীমতী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গমনোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন। ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অদ্ভুতকর্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন না।"

হে মুনিগণ, ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন এবং এইভাবে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "হায়! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ! আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন! এই দেহ, যা অবশেষে অন্যদের ভক্ষ্য, তারই জন্য আমি বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ করেছি। আমি বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সখা, পিতৃব্য, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না। ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু বধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি স্ত্রীলোকদের বহু পতি ও বান্ধবকে বধ করেছি এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতার সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপনোদন করা সম্ভব নয়। কর্দমের দ্বারা যেমন কর্দমাক্ত জল পরিষ্কৃত করা যায় না অথবা সুরার দ্বারা যেমন সুরা-কলঙ্কিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যজ্ঞে পশুবধ করে নরহত্যাজনিত পাপও রোধ করা যায় না।"

✿ ✿ ✿

নবম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বহু প্রজা হত্যা করার জন্য ভীত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ অতঃপর ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সমস্ত ভ্রাতারা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত উত্তম অশ্বদের চালিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাসদেব, পাণ্ডবদের প্রধান পুরোহিত ধৌম্যের মতো ঋষিরা এবং অন্যেরা ছিলেন।"

"হে বিপ্রর্ষি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে অত্যন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন কুবেরকে গুহ্যক আদি সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় মনে হয়। আকাশমার্গ থেকে বিচ্যুত এক দেবতার মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে) ভূমিতে শায়িত দেখে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করলেন। ভরত মহারাজের বংশধরগণের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রধান, সেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মারা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, ধৌম্য, ভগবদাবতার ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি-ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, এছাড়া শুকদেব আদি অমল পরমহংসগণ এবং কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রমুখ মুনিগণ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ববেত্তা, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ, অষ্টবসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে যথাযথভাবে তাঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবলে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত তাই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ পিতামহের প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই বসেছিলেন। তাই দেখে ভীষ্মদেব ভাবাবেগে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং স্নেহের বশে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে ভাবোচ্ছ্বাসের অশ্রু দেখা দিল।"

ভীষ্মদেব বললেন—"হায়, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়ার ফলে তোমরা কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং কী ভীষণ অন্যায় আচরণ ভোগ করেছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিলে। মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধূ কুন্তী বহু শিশু-সন্তানাদিসহ বিধবা হন, এবং সেইজন্য বহু দুঃখ কষ্ট তিনি ভোগ করেন। আর যখন তোমরা বড় হয়ে উঠলে, তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমার মতে, এই সবই ঘটেছে অনিবার্য কালের প্রভাবে, যার দ্বারা প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে। অনিবার্য কালের প্রভাব কি অদ্ভুত। এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে, এবং সর্বোপরি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কি করে?"

"হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান্ দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন। হে ভরতকুলতিলক (যুধিষ্ঠির), আমি তাই মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কল্পের অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য সঙ্কল্পকে স্বীকার করে নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তুমি এখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ হে নাথ, এখন যারা অনাথ হয়েছে, সেই সব প্রজাদের যত্ন এবার তোমাকে নিতে হবে। এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অচিন্ত্য, আদি পুরুষ। তিনি আদি নারায়ণ, পরম ভোক্তা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে বৃষ্ণিকুলেরই একজনের মতো হয়ে তাঁদের মাঝে বিচরণ করছেন। হে রাজন্, শিব, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবদাবতার কপিলদেব আদি সকলেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমারাজি সম্বন্ধে অবগত। হে রাজন্, নিতান্তই মোহের বশে যাঁকে তোমরা তোমাদের মাতুল-পুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথী ইত্যাদি বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অদ্বয়-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভেদবুদ্ধিজনিত অভিমানশূন্য এবং সকল প্রকার আসক্তিরহিত। তাই তিনি যা করেন, তা সবই জড় বিকারশূন্য। তিনি সমভাবাপন্ন পুরুষ। সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক। ভক্তিসমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তাঁর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহ ত্যাগের সময় কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। আমার প্রভু যিনি চতুর্ভুজ এবং যাঁর বদনকমল নবোদিত সূর্যের মতো রক্তিম নেত্র ও প্রফুল্ল হাস্যের দ্বারা সুশোভিত, তিনি কৃপা করে আমার এই জড়দেহ পরিত্যাগের মুহূর্তে আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ভীষ্মদেবের সেই মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি-নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসায় ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত কর্ম এবং আশ্রম বিভাগের সংজ্ঞা বিবৃত করলেন। তারপর তিনি যথাক্রমে দুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়ার বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বিভাগ অনুসারে দানধর্ম, রাজধর্ম এবং মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুভাবেই বর্ণনা করলেন। হে ঋষি, তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষলাভের উপায়াদি যথাপূর্বক বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিভিন্ন কর্ম এবং আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিবৃত করেছিলেন। যখন বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের গতিপথ উত্তর গোলার্ধের অভিমুখী হয়। সিদ্ধযোগীরা যাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে চান, তাঁরা এই বিশেষ সময়টির অভিলাষ করে থাকেন। অবিলম্বে সেই ব্যক্তিটি, যিনি সহস্র অর্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন; তাঁর নয়ন-সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীতবসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন। বিশুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার ফলে তিনি জড় জাগতিক সমস্ত অশুভ বিষয় থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হলেন এবং শরাঘাতে প্রাপ্ত সমস্ত দৈহিক বেদনার উপশম হল। এইভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগের সময় সমস্ত জীবের নিয়ন্তার উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃতভাবে স্তব করতে লাগলেন।"

ভীষ্মদেব বললেন—"আমার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, যা এতদিন বিভিন্ন বিষয় এবং বৃত্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল, তা এখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে

বিনিযুক্ত হোক। তিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ-রূপে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও এই জড় জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল) মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তমালের মতো নীলাভ বর্ণযুক্ত, সূর্যকিরণের মতো নির্মল দীপ্ত বসনে বিভূষিত এবং কুঞ্চিত কেশদামে আবৃত মুখপদ্ম সমন্বিত দিব্য শরীরধারী এই অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার কর্মফল-বাসনারহিত চিত্তবৃত্তি আসক্তি লাভ করুক। যুদ্ধক্ষেত্রে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখ্য বশত অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আলুলায়িত কেশরাশি অশ্ব খুরোত্থিত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল এবং পরিশ্রমের ফলে তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত শোভা আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ক্ষতচিহ্নাদি দ্বারা প্রকটিত হয়ে তাঁর উপভোগ্য হয়েছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত ধাবিত হোক। অর্জুনের আদেশ পালনার্থে তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং দুর্যোধনের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর রথটি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন সেখানে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ করে নিলেন। শত্রুর দিকে শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই তা সাধিত হল। আমার চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক। দূরস্থিত বৃহৎ সেনাবাহিনীর মুখগুলি এবং সেই সেনাবাহিনীর অগ্রভাগস্থিত স্বজন বীরপুরুষদের দর্শন করে আপাত অজ্ঞানের ফলে কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে অর্জুন যখন মনে করেছিলেন যে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ফলে তাঁর পাপ হবে, তখন অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে যিনি সেই অজ্ঞানতা দূর করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আমার আসক্তির বিষয় হোক। আমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও রথ থেকে নেমে এসে রথের চাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং হস্তিকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো পৃথিবী কম্পিত করে তিনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উত্তরীয়খানিও তাঁর শরীর থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল। রণক্ষেত্রে আমার তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিধ্বস্ত বর্ম নিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে যেন রাগান্বিত হয়ে আমাকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে আমার দিকে ছুটে এলেন, সেই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার পরম গতি হোন। মৃত্যুর সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চেতনা সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হোক। দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে অশ্ব-বল্গাধারী সর্ব উপায়ে অর্জুনের রথের রক্ষাকারী সারথিরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণে আমি আমার চিত্ত একাগ্র করছি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁকে যাঁরা দর্শন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, যাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ঈক্ষণ ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ করেছিল। (রাসনৃত্য থেকে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার পর) ব্রজগোপিকারা তাঁর বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তাঁর গমনভঙ্গি ও বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত মুনি, ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মহান সমাবেশ হয়েছিল এবং সেই সভায় শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবানরূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর চরণে আমার চিত্ত নিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই ঘটনা স্মরণ করছি। এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারি, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার দ্বৈতভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোধর্মীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটিই।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভীষ্মদেব তাঁর মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অন্তহীন পরব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেব মিলিত হয়েছেন জেনে সেখানে উপস্থিত সকলে দিবাবসানে পাখিদের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর স্বর্গের দেবতাবৃন্দ এবং মর্ত্যের মানবেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দুন্দুভি ধ্বনি করলেন। সৎ প্রকৃতির রাজন্যবর্গ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন শুরু করলেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।"

"হে ভৃগুবংশতিলক (শৌনক), ভীষ্মদেবের মৃতদেহের

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের জন্য দুঃখে অভিভূত হলেন। সমস্ত মহর্ষিগণ গূঢ় বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সেখানে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর মহারাজ যুধিষ্ঠির অচিরেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর মহান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ধর্মের বিধান ও রাজকীয় নীতি-নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করে তাঁর পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।"

✡ ✡ ✡

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকার অপহরণকারী এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট সাধনকারী শত্রুদিগকে অনুজগণের সহায়তায় বধ করে ধার্মিকাগ্রগণ্য রাজা যুধিষ্ঠির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন? অবশ্যই তিনি কুণ্ঠাশূন্য চিত্তে তাঁর রাজ্য ভোগ করতে পারেননি।"

সূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, ক্রোধাগ্নিরূপ দাবানলে নিঃশেষিত কুরুবংশকে পুনঃস্থাপিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির মোহমুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে তাঁর অনুগামী অনুজগণসহ ইন্দ্রের মতো সসাগরা পৃথিবী পালন করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারিবর্ষণ করত এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত। নদী, সাগর, বৃক্ষ ও লতা সমন্বিত পর্বতসমূহ, শস্য, ওষধি যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করত। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে কখনো কোন প্রাণীদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ, কোনরকম মনঃকষ্ট, রোগ-যন্ত্রণা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল না। পাণ্ডবদের শোক অপনোদনের জন্য এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতি কামনায় শ্রীহরি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন।"

"পরে পরমেশ্বর ভগবান যাত্রার অনুমতি চাইলেন এবং মহারাজ অনুমতি দিলেন, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং মহারাজ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তারপর পরমেশ্বর অন্যান্য সকলেরও আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন। তখন সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, ধৌম্য এবং সত্যবতী সকলেই শার্ঙ্গধর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে না পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সাধুসঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ীর অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্যও নিবৃত্ত হতে পারেন না; তাহলে পাণ্ডবেরা, যাঁরা

ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও একত্রে আহার করেছিলেন, কি করে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব? তাঁদের সকলের হৃদয় স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে বিগলিত হচ্ছিল। তাঁরা অপলক নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন, এবং হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু আত্মীয় রমণীগণের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল; কিন্তু যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের যাতে কোনরকম অমঙ্গল না হয়, সেইজন্য তাঁরা বহু কষ্টে তাঁদের বিগলিত অশ্রু সংবরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, নাগড়া, ধুন্ধুরী, আনক, দুন্দুভি এবং নানা রকমের বাঁশি, বীণা, গোমুখ ও ভেরী আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এক সাথে বাজতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় কুরুরাজবংশীয় ললনাগণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করে অনুরাগ ও লজ্জাভরে স্মিতহাস্যযুক্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সখা মহাযোদ্ধা এবং জিতনিদ্র অর্জুন প্রিয়তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত ও রত্ননির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করলেন। উদ্ধব ও সাত্যকি অতি চমকপ্রদ চামর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ব্যজন করতে লাগলেন, এবং মধুপতিরূপে পরমেশ্বর ভগবান কুসুমাকীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ-ধ্বনি সর্বত্র শোনা যেতে লাগল। ত্রিগুণাতীত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপযুক্ত, কিন্তু নররূপে লীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ উপযুক্তই হয়েছিল। উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কুরু-কুলরমণীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনা বৈদিক মন্ত্রের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় হয়েছিল।"

তাঁরা বলেছিলেন—"ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর কথা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনিই কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন এবং যেহেতু তিনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তাঁরই মধ্যে নিশাকালে নিদ্রা যাওয়ার মতো সমস্ত জীব শক্তিরহিত হয়ে লীন হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবদের নাম এবং রূপ প্রদান করার বাসনায়, জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তাঁরই শক্তির প্রভাবে, জড়া প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকুলের কর্তব্য-কর্মাদি বিধান করবার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন। ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত অমলাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করে থাকেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটিই হল একমাত্র পন্থা।"

"হে সখি, ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর আকর্ষণীয় ও গুহ্য লীলাসমূহ বৈদিক শাস্ত্রের অতি প্রচ্ছন্ন অংশগুলিতে তাঁর মহান ভক্তগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইনিই সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করে থাকেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যখনই রাজা ও শাসকবৃন্দ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অধর্ম আচরণপূর্বক পশুর মতো জীবন যাপন করে, তখন এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অপ্রাকৃত রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকটিত হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা পরমসত্যতা বিশ্বস্তজনের প্রতি বিশেষ কৃপা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন আদি লীলা-বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন। আহা, যদুবংশ পরম মহিমায় মহিমান্বিত এবং মথুরা সবচাইতে পুণ্যময় কেননা এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বয়ং যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবে মথুরায় বিহার করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি পরম আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বারকা স্বর্গের মহিমাকেও লাঞ্ছিত করেছে এবং পৃথিবীর পুণ্য প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। দ্বারকাবাসীরা সর্বদাই সমস্ত জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমময় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দর্শন করছেন। তিনি মধুর হাস্যময় কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁদের অনুগৃহীত করছেন।"

"হে সখিগণ, তিনি যাঁদের পাণিগ্রহণ করেছেন, সেই

সমস্ত গৃহিণীদের কথা একবার চিন্তা কর। তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে এখন অহরহ (চুম্বনের মাধ্যমে) সুধা আস্বাদনের জন্য নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে তাঁরা কতই না ব্রত পালন, পূত স্নান, যজ্ঞহোমাদি, আর পরমেশ্বরের সম্যক আরাধনা করেছেন। ব্রজভূমির ললনাগণ শুধু তেমনই অনুকম্পার আশায় মুহুর্মুহু মূর্ছাপ্রাপ্ত হতেন। প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অম্ব, প্রমুখ সন্তানের জননী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর মতো রমণীদের তিনি বলপূর্বক তাঁদের স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেন এবং ভৌমাসুর ও তাঁর সহস্র-সহস্র সহচরকে নিহত করে পরে তিনি অন্যান্য মহিলাদেরও বলপূর্বক হরণ করেন। এই সব মহিলারা সকলেই মহিমান্বিত। সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্র ও স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন। তাঁদের পতি কমললোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্য সামগ্রী আহরণ করে উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্বক তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং তাঁদের নিঃসঙ্গ রেখে কখনো তিনি গৃহ থেকে নির্গমন করেন না। রাজধানী হস্তিনাপুরের পুরনারীগণ যখন এইভাবে বাক্যালাপ করছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্মিতহাস্যে তাঁদের শুভ অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক নগর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু হলেও, অন্যান্য শত্রুদের হাতে মধু আদি অসুরদের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কায় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য এবং স্নেহবশেও তাঁর সাথে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এক বিরাট চতুরঙ্গ-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের বশে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা বহুদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহগমন করেছিলেন। তখন তাঁদের ফিরে যেতে রাজী করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে স্বীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করলেন।"

"হে ভৃগুনন্দন শৌনক, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তটবর্তী কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেনা, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বতা প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্প জলবিশিষ্ট মরুপ্রদেশ সমূহ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ঈষৎ পরিশ্রান্ত অবস্থায় অশ্ববাহিত হয়ে সৌভীর ও আভীর দেশের পশ্চিমবর্তী প্রদেশ দ্বারকায় অবশেষে উপস্থিত হলেন। এই সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আরাধনা করেছিল এবং বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাবেলায় সকল স্থানেই পরমেশ্বর ভগবান সান্ধ্যকালীন ধর্মীয় কৃত্যসমূহ আচরণের জন্য তাঁর ভ্রমণ স্থগিত রাখতেন। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রবক্ষে সূর্য অস্তমিত হলে নিয়মিতভাবেই তিনি এই বিধি পালন করতেন।"

✣ ✣ ✣

একাদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

সূত গোস্বামী বললেন—"তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আনর্তদের দেশে (দ্বারকা) তাঁর অতি সমৃদ্ধশালী মহানগরীর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যেন সেই দেশবাসীর বিষণ্ণতা প্রশমনের জন্যই তাঁর মঙ্গল-শঙ্খটি (পাঞ্চজন্য) ধ্বনিত করলেন। শুভ্র স্ফীতোদর শঙ্খটি পরমেশ্বর ভগবানের করকমলে বিধৃত হয়ে তাঁর দ্বারা ধ্বনিত হলে, তাঁর অপ্রাকৃত অধরোষ্ঠের স্পর্শে সেটি রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। তখন মনে হচ্ছিল, একটি শুভ্র রাজহংস যেন রক্তিমাভ কমলদলের মৃণাল মধ্যে উচ্চরবে খেলা করছে। সংসারের মহাভয় বিনাশক সেই শঙ্খ-

নিনাদ শুনে, সকল ভক্তবৃন্দের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনের বহুপ্রতীক্ষিত বাসনায় দ্বারকাবাসী সকলেই তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন। নগরবাসীরা তাঁদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং যিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর আপন শক্তির দ্বারা সকলকে নিরন্তর সব কিছু দিয়ে থাকেন, তাঁকে সেই অর্ঘগুলি নিবেদন করলেন। এই সকল উপহার সামগ্রী যেন সূর্যের কাছে প্রদীপ নিবেদনের মতোই হয়েছিল। তবুও সন্তানেরা যেভাবে তাদের পিতা, বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবককে সমাদর করে থাকে, সেইভাবেই নগরবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে, দিব্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন।"

প্রজারা বললেন—"হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যারা জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চায়, আপনি তাদের পরম গতি। আপনি জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান এবং অপ্রতিহত কালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের মাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন। আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হয়েছি। আপনি স্বর্গের দেবতাদের দুর্লভ দর্শন। আপনি ফিরে আসায়, আপনার ঈষৎ হাস্যযুক্ত স্নেহদৃষ্টিময় বদনমণ্ডল এবং সর্বমঙ্গলময় এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি। হে কমললোচন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন আপনার বিচ্ছেদ-বিরহে এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়। হে অচ্যুত, তখন আমাদের অবস্থা সূর্যের কিরণ থেকে বঞ্চিত চক্ষুর মতো হয়। হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রবাসে থাকেন, তা হলে সমস্ত তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখমণ্ডল দর্শন না করতে পেরে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?"

"তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজাদের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন। নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনই দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দর্শাহ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল। পরমেশ্বর ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পথিপার্শ্বে নির্মিত তোরণসমূহ উৎসবের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল এবং সেগুলি সমবেতভাবে সূর্যকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল। রাজপথ, সঙ্কীর্ণ পথ, পণ্যবিপণি এবং অঙ্গনসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বারিতে পরিসিক্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য ফল, ফুল এবং অভগ্ন শস্যাদির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। প্রতিটি আবাসগৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অভগ্ন ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামগ্রী রাখা হয়েছিল এবং পূজার উপকরণ, ধূপ এবং দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে আসছেন শুনে মহাত্মা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকলেই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রথে চড়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী। তখন শঙ্খ এবং তূর্য ধ্বনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রণয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তখন শত শত বিখ্যাত বীরবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ যানসমূহে আরোহণ করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান

কর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার ফলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুদক্ষ অভিনেতাগণ, শিল্পীবৃন্দ নর্তকগণ, গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, ভাটগণ এবং স্তাবকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিতকথাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে যার মতো অভ্যর্থনা করতে লাগলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুরবাসী এবং আর যারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সকলকে যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মস্তক অবনত করে নমস্কার, কাউকে অভিবাদন করে, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অভীষ্ট বর এবং অভয় প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন। তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভগবান দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।"

"হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বারকার কুলরমণীগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রাসাদসমূহের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল। দ্বারকাবাসীরা সর্বদা সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতেন না। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান। তাঁর মুখচন্দ্র সৌন্দর্যরূপ অমৃত পানের আকাঙ্ক্ষীদের পানপাত্রস্বরূপ। তাঁর বাহু লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের ধাম। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শ্বেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, শ্বেত চামর ব্যজন করা হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির ফলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল। তখন পীতবাস ও বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ শোভিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন এবং তিনি মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন। তাঁদের পুত্রকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে তাঁদের কোলে বসালেন। তখন স্নেহবশত তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর যেখানে তাঁর ষোল হাজারেরও অধিক পত্নী বাস করতেন, সেই সর্ব অভীষ্টপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রাসাদসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।"

"দীর্ঘ প্রবাসের পর পতিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হল, তাঁদের চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হল এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁদের দুরন্ত ভাব ছিল এতই প্রবল যে লজ্জাশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেরই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল প্রতিক্ষণ তাঁদের কাছে নব নবায়মান বলে মনে হত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদিও চঞ্চলস্বভাবা, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোন নারী একবার সেই পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা থেকে বিরত হতে পারে? বায়ু যেমন বাঁশে বাঁশে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বাঁশ বনকে দগ্ধ করে, ঠিক তেমনই পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত দাম্ভিক রাজাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেছিলেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত লোকের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যদিও পরমাসুন্দরী মহিষীদের গূঢ় ভঙ্গিসূচক নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত হয়ে হতাশায় তাঁর পুষ্পধনু পরিত্যাগ করেন

এবং মহাধৈর্যশালী সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তবুও তাঁদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিচলিত করতে পারেননি। মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নিরাসক্ত, প্রাকৃত সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মায়া-প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই সরলা ও অবলা স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। নাস্তিকেরা যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমারাজির পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।"

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

শৌনকমুনি বললেন—"অশ্বত্থামার দ্বারা উপসৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান। অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিৎ কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কোন্ গতি লাভ করলেন? যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, তাঁর মহিষীদের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের কথা, তাঁর বিস্তৃত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন, তাই ভগবদ্-সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।"

"হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিৎ (অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তিনি (ভগবান) ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তাঁর অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘনশ্যাম বর্ণ। তাঁর পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎ তাঁকে দর্শন করেছিলেন। ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজসম্পন্ন, তাঁর কর্ণে ছিল তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল এবং ক্রোধবশত তাঁর চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম। তিনি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন,

তখন তাঁর গদা উল্কার মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছিল। সূর্য যেমন হিমরাশি বাষ্পীভূত করে, তেমনই ভগবান তাঁর গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাঁকে দর্শন করেছিলেন এবং তিনি কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎকে দর্শন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। তারপর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন। সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক স্বস্তিবাচন পাঠ করেছিলেন। কিভাবে, কখন ও কোথায় দান করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি গ্রাম, হস্তী, অশ্ব ও উত্তম অন্ন-শস্যাদি দান করেছিলেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরুকুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুরু বংশের উপযুক্ত।"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তাঁর বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিষ্ণুরাত নামে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।"

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে?"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর মতো প্রজারক্ষক এবং দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণ, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। এই শিশুটি উশীনর রাজ্যের রাজা যশস্বী শিবির মতো বদান্য দাতা ও শরণাগতের পালক হবেন, ও মহারাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিকসহ তাঁর বংশের যশ বিস্তার করবেন। ধনুর্ধারীদের মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ হবেন। তিনি অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন। এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তাঁর পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন। এই শিশুটি মানসিক সাম্যতায় তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন, কৈলাস পর্বতের অধিপতি শিবের মতো তিনি মহাবদান্য হবেন এবং লক্ষ্মীদেবীরও আশ্রয়স্থল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের মতোই তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন। এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্যগুণজনিত মহিমায় তাঁরই মতো হবেন। তিনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব এবং ধর্মযাজনে মহারাজ যযাতির মতো হবেন। এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন। এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন। বিশ্বশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন। এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পরে, তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। হে রাজন! এই বালকটি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে ইচ্ছুক হবেন এবং সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন।"

"জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"এই বালক জগতে পরীক্ষিৎ নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন। রাজপুত্র (পরীক্ষিৎ) তাঁর পিতামহদের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন। সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থাতেই স্বভাবত ধার্মিক, সকলের প্রিয়ভাজন, মহানভক্ত এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।"

"ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকায় কর এবং জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না। মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে গমনপূর্বক (মহারাজ মরুত্তের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন বধজনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (দ্বিজ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ বিধানের জন্য কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন।"

"হে শৌনক, তারপর দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।"

* * *

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"তীর্থ পর্যটন কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীবের পরম গতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে বিদুর হস্তিনাপুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ইষ্টবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মৈত্রেয় মুনির কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার পর আরও প্রশ্ন করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।"

"যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী—মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, কৌরবদের আরও অনেক পত্নীগণ এবং সন্তানাদিসহ অন্যান্য মহিলারা সবাই মহানন্দে দ্রুত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা আবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন। যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানন্দে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিবৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে স্নেহের বসে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন। বিপুলভাবে

ভোজনান্তে বিশ্রাম করে বিদুর আরামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে তা শুনতে লাগলেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিভাবে আপনি আমাদের জননী সহ সকলকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে নিরন্তর রক্ষা করেছিলেন? পাখির ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপ ছায়া বিষ প্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। আপনি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণকালে কোন্ বৃত্তির দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করতেন? কোন্ কোন্ প্রধান পবিত্রধাম এবং তীর্থের সেবা আপনি করেছেন? হে প্রভু, আপনার মতো মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন। হে পিতৃব্য, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং সুহৃদবর্গ যাদবেরা রয়েছেন, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন বা তাঁদের কথা শুনে থাকবেন। তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব স্ব গৃহে সুখে আছেন তো?"

"এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলে, মহাত্মা বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বর্ণনা করলেন। করুণাময় মহাত্মা বিদুর কোন সময়ই পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে পারতেন না। তাই তিনি অপ্রিয় আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ দুর্যোগাদি আপনা হতেই আসে। এই মহাত্মা বিদুর তাঁর জ্ঞাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবতুল্য মানুষের মতোই সমাদৃত হয়ে কিছুদিন সেখানে রইলেন যাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির মঙ্গলসাধন করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।"

"মণ্ডুক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিদুর যতদিন শূদ্রত্ব ধারণ করে ছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অর্যমা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ দণ্ড বিধানের জন্য যমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।"

"মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য জয় করে এবং তাঁর বংশের মহান্ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপযুক্ত এক পৌত্রের জন্মের দর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই দক্ষ প্রশাসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। যাঁরা গৃহ-পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।"

মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "হে রাজন্, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আর বিলম্ব করবেন না। দেখুন, মহাভয় কিভাবে আপনাকে আচ্ছন্ন করছে। এই জড় জগতের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। যে-ই মহাকালের দ্বারা প্রভাবগ্রস্ত হয়, তাকে অবশ্যই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণই সমর্পণ করতে হয়, এবং ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জমি-বাড়ি এই সবের মতো অন্যান্য জিনিসের কথা আর কী বলার আছে! আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই মৃত এবং প্রয়াত। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার দেহ এখন জরাগ্রস্ত, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন। আপনি জন্মকাল থেকেই অন্ধ, এবং সম্প্রতি আপনার শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। আপনার দন্তরাজি জীর্ণ হয়েছে, আপনার যকৃতের ত্রুটি ঘটেছে এবং আপনার কাশির সঙ্গে সশব্দে কফ নির্গত হচ্ছে। আহা, কোনও জীবের বেঁচে থাকার আসা কী বলবতী! যথার্থই, আপনি ঠিক একটা পোষা কুকুরের মতোই বেঁচে রয়েছেন আর ভীমের দেওয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করছেন। যাদের আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে অধঃপতিত জীবন যাপন করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের স্ত্রীদেরও একজনকে অপমানিতা করেছিলেন এবং

তাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুবরণে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, আপনার কার্পণ্যদুষ্ট দেহটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তাঁকেই ধীর বলা হয় যিনি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে চলে যান, এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, জড় দেহটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন। যিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অলীক মায়া আর দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেন, এবং তাই গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মানবসত্তা। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে, যার প্রভাবে মানুষদের সদ্‌গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে।"

"এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে অজমীঢ় বংশজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে মুক্তিলাভের পথে বহির্গত হলেন। যুদ্ধে তীব্র আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্ত যোদ্ধার মতো সন্ন্যাসদণ্ড অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দদায়ক যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিমুখে তাঁর পতিকে গমন করতে দেখে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগামিনী হলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য সমাপন করে তিল, গাভী, ভূমি ও রত্নাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে ও গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না।"

উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেখানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সঞ্জয়, আমাদের বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতৃব্য কোথায়? আমাদের পরম আত্মীয় খুল্লতাত বিদুর এবং হত-পুত্র শোককাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়েছেন? আমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিরহকাতর। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপরাধে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন? যখন আমাদের পিতা পাণ্ডু শয্যাগত হলেন, এবং আমরা সকলে নিতান্ত শিশু, তখন এই দুই পিতৃব্য আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী। হায়, তাঁরা এখান থেকে কোথায় গেলেন?"

সূত গোস্বামী বললেন—"তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহকাতর সঞ্জয় দয়া এবং স্নেহজনিত বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না। প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে, অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।"

সঞ্জয় বললেন—"হে কুরুবংশের বংশধর, আপনার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।"

"সঞ্জয় যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হস্তে মহাভাগবত নারদ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে ভাগবত, আমার দুই পিতৃব্য কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত পুত্রহীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপস্বিনী গান্ধারীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনি মহাসাগরে কর্ণধারের মতো আমাদের লক্ষ্যপথ দেখাতে পারেন।"

এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, দার্শনিক ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—"হে ধার্মিক রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব এবং তাদের পালকবর্গ প্রার্থনা করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে

থাকতে পারেন। ভগবানই তাদের মিলিত করেন এবং বিচ্ছিন্নও করেন। গাভী যেমন নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়। কোনও খেলোয়াড় যেমন তার নিজের ইচ্ছামতো তার খেলার জিনিসপত্র সাজায় আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছায় মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।"

"হে রাজন্, যদিও মানুষকে জীব রূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নেই। অতএব আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাজনিত আপনার এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবছেন, যারা অনাথ অসহায়, সেইসব জীবেরা আপনাকে ছাড়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করবে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের বশবর্তী। তার ফলে সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে? হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব হে রাজন্, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করেন এবং যিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।"

"হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্-বিদ্বেষীদের বিনাশ করার জন্য সর্বগ্রাসী কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন, সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।"

"হে রাজন্, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর ভ্রাতা বিদুর এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে। সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে। সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র-কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে। যিনি যৌগিক আসনের পদ্ধতি এবং শ্বাস-প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে ছয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধির সাথে আপন শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে এবং তারপরে পরম ব্রহ্মের সাথে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতার জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্তার মাঝে সাযুজ্য লাভ করতে হবে। জড়জাগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিদাকাশে উন্নীত হতে হবে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভোক্তার বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণ রূপ জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থানুর মতো নিশ্চলভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে। সব রকম জড়জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করবার পরে, সেই পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে, তাঁকে অবিচল হয়ে অধিষ্ঠিত হতে হবে।"

"হে রাজন্, আজ থেকে খুব সম্ভবত পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন এবং তাঁর সেই দেহ ভস্মে পরিণত হবে। বাইরে থেকে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে পতিব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।"

"হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার

জন্য সেই পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থান পরিত্যাগ করবেন। এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হস্তে স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজও নারদের বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শোক পরিত্যাগ করলেন।"

* * *

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।"

"কয়েক মাস গত হলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, কালের গতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ঋতুগুলির ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যা সমস্ত মানুষদের প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছে। বন্ধুদের মধ্যেও সমস্ত স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপটতাপূর্ণ এবং শঠতায় কলুষিত হয়ে উঠল। আর পারিবারিক ব্যাপারাদির মধ্যেও পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সুহৃদ্‌বর্গ, এমন কি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যেও নিয়ত মতান্তর ঘটতে লাগল। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠা আর কলহ বিবাদ ঘটছিল। কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, লোকেরা মোটামুটি লোভ, ক্রোধ আর দম্ভে রপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাই ভীমসেনকে বললেন, "আমি অর্জুনকে তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মসূচী জানবার জন্য দ্বারকায় পাঠিয়েছিলাম। সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে ফিরে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, তা আমি কিছুই জানতে পারছি না। দেবর্ষি নারদ যে বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জড়জাগতিক লীলা সংবরণ করবেন, সেই সময় কি এখনই উপস্থিত হয়েছে? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অপ্রকট হতে চলেছেন? তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যপাট, গুণবতী স্ত্রী, জীবকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজয় এবং উচ্চতর গ্রহলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংস্থান লাভের সম্ভাবনা সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছে।"

"দেখ দেখ, হে নরব্যাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবজনিত (আধিদৈবিক), জাগতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভূত (আধিভৌতিক), এবং দৈহিক যন্ত্রণাদি থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদূর ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমার বাম উরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু সবই বারংবার স্পন্দিত হচ্ছে। আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও বারংবার কম্পিত হচ্ছে। এই সমস্তই অবাঞ্ছিত অমঙ্গলের সূচনা ইঙ্গিত করছে। হে ভীম, ঐ দেখ, এই শৃগালী মুখ থেকে অনল উদ্‌গার করতে করতে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিকট আর্তনাদ করছে আর এই কুকুরটা নির্ভয় চিত্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে শব্দ করছে। হে ভীমসেন, পুরুষব্যাঘ্র, এখন গাভীদের মতো উপকারী পশুরা আমার বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং গর্দভদের মতো, নিম্নযোনির অশুভ পশুরা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে। আমার অশ্বগণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে। দেখ! এই পায়রাটিকে যেন যমদূত বলে

মনে হচ্ছে। পেঁচা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য করে ফেলতে চাইছে। দেখ, ধূম্র কিভাবে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আর পাহাড় পর্বত কাঁপছে। শোন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে এবং দেখ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসছে। ধূলিরাশিতে দিগন্ত অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘসমূহ অতি বীভৎসরূপে চতুর্দিকে রক্ত বর্ষণ করছে। সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে এবং আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পর যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত প্রাণীরা যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে ক্রন্দন করছে। নদ, নদী, সরোবর, জলাশয়াদি এবং মন সবই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্বলিত হচ্ছে না। এ কি দুঃসময়? জানি না, কি ঘটতে চলেছে? গোবৎসগণ আর গোমাতার স্তন পান করছে না; গাভীদের স্তন থেকেও আর দুগ্ধধারা বিগলিত হচ্ছে না। তারা অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রোদন করছে এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করছে না। মন্দিরে দেবপ্রতিমাগুলি যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদন করছেন। তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামগঞ্জ, খনিখামার, উদ্যান-আশ্রমাদি সবই যেন এখন শ্রী-ভ্রষ্ট এবং নিরানন্দ হয়েছে। জানি না, আরও কত বিপর্যয় আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমার মনে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের চরণচিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, তা আর থাকবে না।"

"হে ব্রাহ্মণ শৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন।"

"অর্জুন যখন তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর কাতরভাব যেন অভূতপূর্ব। তাঁর মুখ ছিল অবনত ও নয়নকমল থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নেমে আসছিল।"

অর্জুনকে এইভাবে হৃদয়স্পর্শী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কান্তিহীন অবস্থায় দেখে, মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ করে সুহৃদবর্গের সমক্ষে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভাই, আমাকে বল, আমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা—মধু, ভোজ, দশার্হ, আর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিরা অর্থাৎ যদুবংশের সকলে কুশলে আছেন ত? আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ শূরসেন মঙ্গলে আছেন ত? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুশলে আছেন ত? দেবকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরস্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সুখে আছেন ত? যাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরাচারী, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন ত? উগ্রসেন সুখে আছেন ত? হৃদীক এবং তাঁর পুত্র কৃতবর্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ এঁরা সকলে ভাল আছেন ত? ভক্তদের প্রভু বলরাম কুশলে আছেন ত? বৃষ্ণি বংশের মহান সেনাপতি প্রদ্যুম্ন কেমন আছে? আর, যুদ্ধে অতিশয় পরাক্রমশালী, ভগবানের অংশ প্রকাশ, অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত? সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ ঋষভাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন ত? শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুহৃদ সাত্বত শ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত? তাঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন ত? সেই ব্রাহ্মণদের হিতকারী ভক্তবৎসল গোবিন্দ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নামক সভায় সুহৃদবর্গ পরিবেশিত হয়ে সুখে আছেন ত?"

"আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতের মঙ্গল সাধন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে অনন্তদেব বলরামসহ অবস্থান করছেন। আর যদুবংশীয়রা শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিজনগরী দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের মতো ত্রিলোক পূজিত হয়ে পরম আনন্দে বিহার করছেন। সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণ ভগবানের চরণ-সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত

করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন। যদুবীরগণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্মা নামে সভাগৃহটিতে তাঁরা তাঁদের চরণ দ্বারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।"

"হে ভ্রাতা অর্জুন, তোমার নিজের সমস্ত কুশল ত? তোমার শারীরিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেননি? কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর অশুভ কথা বলেছে কিংবা যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাক্ষিণ্য দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি? তুমি সর্বদাই শরণাগত যোগ্য জীবমাত্রেই আশ্রয় প্রদান করে থাক। আজ কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে অক্ষম হয়েছ? তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছ? কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি? অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ? তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি যত্ন নাওনি? তাদের বাদ দিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ? ক্ষমার অযোগ্য কোনও গর্হিত কর্ম কি তুমি করেছ? অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শূন্যতা বোধ করছ? হে অর্জুন ভাই, এ ছাড়া তোমার এই রকম অশান্তির আর কোনও কারণই আমি ভাবতে পারছি না।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

সূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।"

"গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়পদ্ম শুষ্ক হয়েছিল। তাই তাঁর দেহ প্রভাহীন হয়েছিল। এখন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল। তখন তিনি অতি কষ্টে বিগলিত শোকাশ্রু সংবরণ করলেন, অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খুবই উৎকণ্ঠা হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।"

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এবং সারথ্য আদি কার্যের কথা স্মরণ করে অর্জুন বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—"মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করত, তা অপহৃত হয়েছে। আমি তাঁকে হারিয়েছি যাঁর ক্ষণকালের বিরহে এই সমগ্র ভুবনের সব কিছুই প্রাণহীন দেহের মতো অপ্রিয় এবং শূন্য বলে মনে হয়। আমি কেবল তাঁরই কৃপার বলে বলীয়ান্ হয়ে দ্রুপদ রাজভবনে স্বয়ংবর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব পরাভূত করেছিলাম। আমার ধনুকের জ্যা আরোপণ করে মৎস্যরূপী লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলাম এবং তার ফলে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম। তিনি নিকটে ছিলেন বলেই দক্ষতা সহকারে আমি দেবতাগণ

সহ মহাবলবান ইন্দ্রদেবকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাই অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দহন করতে দিতে পেরেছিলাম। কেবল তাঁরই করুণায় সেই জ্বলন্ত খাণ্ডব বনের মধ্যে থেকে ময়দানব রক্ষা পেয়েছিল, এবং তাই আমাদের আশ্চর্য স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত মায়াময়ী সভাগৃহটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম—যে সভাগৃহে সমস্ত নরপতিরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন। দশ হাজার হাতির শক্তি সমন্বিত আপনার ভ্রাতা ভগবানেরই কৃপায় বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে, যার পদযুগল বহু নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আপনাকে কর প্রদান করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরণে সজ্জিতা তোমার পত্নীকে যখন দুষ্কৃতকারীরা কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল এবং তিনিই সেই দুষ্কৃতকারীদের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত করেছিলেন। আমাদের বনবাসের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ফেলার জন্য আমাদের শত্রুরা, দুর্বাসা মুনিকে, যিনি তাঁর অযুত শিষ্যসহ ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাকান্নের অবশিষ্টমাত্র গ্রহণ করেই আমাদের রক্ষা করেছিলেন। ঐভাবে তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে স্নানরত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহারের পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন আর সমগ্র ত্রিভুবনও তাতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিস্ময়ান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি স্বর্গলোকে যেতে পেয়েছিলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন। যখন আমি অতিথিরূপে কয়েক দিনের জন্য স্বর্গলোকে অবস্থান করছিলাম, তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকবচ নামক এক অসুরকে সংহার করার জন্য গাণ্ডীবধারী আমার বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে আজমীঢ় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, যাঁর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম। কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অজেয় প্রাণী সমন্বিত সমুদ্রের মতো এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ফলে, আমি, রথারূঢ় হয়ে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোধন ফিরিয়ে আনতে এবং সমস্ত তেজের উৎস স্বরূপ বহু রাজাদের মণিময় শিরোভূষণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনিই তাদের আয়ু হরণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, শল্য প্রমুখ কৌরব রাজন্যবর্গের দ্বারা রচিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোবল এবং ওজ হরণ করেছিলেন। তাদের আয়োজন এবং দক্ষতা অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রথ অগ্রভাগে চালনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অসুরদের অস্ত্রসমূহ যেমন নৃসিংহদেবের পরম সেবক প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা, শল্য, জয়দ্রথ এবং বাহ্লীক প্রভৃতি বীরচূড়ামণিদের প্রযুক্ত অব্যর্থ বীর্য অস্ত্রসমূহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সমর্থ হয়নি। যখন আমার তৃষ্ণার্ত অশ্বদের জন্য জল আনতে আমি রথ থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপায় শত্রুরা আমাকে বধ করতে দ্বিধা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রতি আমার কুমতিবসত তাঁকে আমার রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে ভজনা করেন এবং ভক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।"

"হে রাজন্! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গভীর অথচ সুন্দর হাসিমাখা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করতেন, এবং আমাকে কখনও 'হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন' ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন, আজ সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। সাধারণত আমরা দুজনে একত্রে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ

ও ভোজনাদি করতাম। বীরত্বব্যঞ্জক কাজের আত্ম-প্রশংসার সময়ে যদি দৈবাৎ কোন কার্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটত, তখন আমি তাঁকে "ওহে! তুমি ত বড় সত্যবাদী" এইরকম বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু সখা যেমন সখার এবং পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইভাবে দেবপূজ্য পরমাত্মা হলেও তিনিও মন্দমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করতেন।"

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পুরুষোত্তম কর্তৃক আমি ত্যক্ত হয়েছি এবং তাই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আমি যখন রক্ষা করে নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ গোপ এসে আমাকে অবলার মতো অনায়াসে পরাস্ত করেছে। পূর্বে রাজারা যাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত করতেন, আজ সেই ধনুক, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব—সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি, কিন্তু যেমন বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভস্মে আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হয় না, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধনসম্পদ সঞ্চয়ে কোন লাভ হয় না অথবা ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করলে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণিকের মধ্যেই আমার ধনুক প্রভৃতি সমস্তই অকর্মণ্য হয়েছে, আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।"

"হে রাজন্, আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁদের বিশেষভাবে মোহ উপস্থিত হয়; পরে অন্ন থেকে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁদের এমন চিত্তোন্মত্ততা উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে এড়কা দণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন, এখন তাঁদের চার-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছেন। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে জীব কখনও-বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর পরস্পরকে পালন করে।"

"হে মহারাজ, সমুদ্রে বৃহৎ এবং অধিকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলচর প্রাণীদের ভক্ষণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সবল এবং বৃহৎ যদুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যদুদের সংহার করিয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান (গোবিন্দ) প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল এবং তাঁর মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল। ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তাঁর দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু হয়েছিলেন। এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই পৃথিবী থেকে যদুকুলের বিনাশের কথা শুনে নিশ্চলমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করলেন। কুন্তীদেবীও অর্জুনের মুখে যদু বংশের বিনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড় জগৎ ত্যাগ করলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পর যেমন সেই দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই জন্মবিরহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের দ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ সাধন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাদেরও অপ্রকট করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়েই সমান। ঠিক যেমন একজন যাদুকর এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য

দেহ ধারণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য মৎস্য-আদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অপ্রকট করেন। যাঁর পবিত্র যশ শ্রবণ করা বিধেয়, সেই পরম পুরুষ ভগবান মুকুন্দদেব শ্রীকৃষ্ণ যেদিন সশরীরে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, সেইদিনই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা প্রকটিত হয়েছিল, সে অপরিণত চেতনাবিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হল। লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্র বিস্তার লাভ করতে দেখে বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন যে, তাঁর রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হচ্ছে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান করবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন। অতঃপর, সম্রাট যুধিষ্ঠির সর্বাংশে তাঁর মতো গুণবান্, বিনীত পৌত্র পরীক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি অনিরুদ্ধের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) বজ্রকে শূরসেনদের অধিপতিরূপে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর বসন ও বলয়াদি রাজকীয় মর্যাদাব্যঞ্জক অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ করে অহঙ্কার এবং মমতা বর্জন করলেন এবং তাঁর সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করলেন। তারপর তিনি বাক্-আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের মধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে নিঃশ্বাসের অপানবায়ুতে, অপানবায়ুকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে লীন করলেন এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। তারপর সেই মুনি যুধিষ্ঠির পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ জড় দেহকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্বে বা অবিদ্যায় লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে আত্মায় এবং আত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লীন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, সব রকম আহার বর্জন করে, মৌনী ভাব অবলম্বন করে, আলুলায়িত কেশ হয়ে নিজেকে জড়, উন্মাদ ও পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে অনুজাদি কারও অপেক্ষা না করে এবং বধিরের মতো কারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।"

"একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, যেদিকে গমন করলে আর ফিরতে হয় না, মহাত্মারা যে পথে গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই উত্তর দিকেই গমন করলেন। অধর্মের বন্ধু কলির প্রভাবে সারা পৃথিবীর প্রজাদের অধর্ম-আচরণের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও অবিচলিত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলেন। যদিও পাণ্ডবেরা সকলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তথাপি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জেনে, মনে মনে তাঁরই ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন। নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে তাঁদের চেতনা নির্মল হওয়ায় চিদাকাশে তাঁরা পরম নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাসনাধীন চিন্ময় ধাম লাভ করেছিলেন। সেই ধাম তাঁরাই প্রাপ্ত হন, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ধ্যান করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের সেই ধাম জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কখনই লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হয়েছিল বলে তাঁরা সশরীরে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ করে পিতৃগণসহ স্বস্থানে গমন করলেন। দ্রৌপদীও দেখলেন যে, তাঁর পতিদের মধ্যে কেউই তাঁর অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে উত্তমরূপেই জানতেন। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পতিদেরই অনুরূপ সুফল অর্জন করলেন।"

"ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবদের এই পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় মহাপ্রস্থান কাহিনী যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।"

* * *

ষোড়শ অধ্যায়

কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

সূত গোস্বামী বললেন—"হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, ভাগ্য গণনায় পারদর্শী পণ্ডিতেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহদ্ গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে একজন পরম ভাগবতরূপে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ উত্তর নৃপতির কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করে গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন। এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবেশধারী এক শূদ্রাধম, কলি, একটি গাভী এবং একটি বৃষকে পায়ে আঘাত করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপযুক্ত দণ্ড দান করতে উদ্যত হন।"

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—"সেই শূদ্রাধম রাজবেশ ধারণ করে গাভীকে তার পদাঘাত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ কেন তাঁকে কেবলই সামান্য দণ্ড দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুন। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী। যে সমস্ত বিষয় কেবল মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয় করে, সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন? হে সূত গোস্বামী, কিছু মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভের প্রয়াস করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে আহ্বান করে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পান। মৃত্যুর কারণ স্বরূপ যমরাজ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ কারও মৃত্যু হবে না। ভগবানের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে মহর্ষিরা সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা তাঁর কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা। স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট অলস মানুষেরা নিদ্রার দ্বারা তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে দিন অতিবাহিত করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার ফলে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচালিত এবং সিংহচিহ্নিত ধ্বজাশোভিত রথে চড়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগরী থেকে বাহির হলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুজাঙ্গল, কিম্পুরুষ ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশ বা বর্ষ জয় করে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন। রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। তিনি নিজেও কিভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজোরশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, সে-কথাও শ্রবণ করেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের কেশবের প্রতি গভীর স্নেহ এবং ভক্তির কথাও বলত। এই প্রকার মহিমা কীর্তনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মহারাজ গভীর তৃপ্তি সহকারে তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করেছিলেন এবং মহাবদান্যতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কণ্ঠহার এবং বসন দান করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু), যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সম্যক্‌রূপে

তাঁদের সহচর হয়েছিলেন, রাত্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের নানা প্রকার সেবা করেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।"

"যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে দিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন তাঁদেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটেছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনতে পারেন।"

"ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ একটি বৃষের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার সাথে—তিনি যেন বৎসহারা গোমাতার মতোই বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুধারা, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধরিত্রীমাতাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'হে মাতঃ, আপনি কি সম্পূর্ণ কুশলে নেই? আপনাকে কেন দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে? আপনার মুখ সামান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। আপনি কি অন্তরে কোনও আধিব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু দূরে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন? আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি এখন একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রকম অবস্থা দেখে আপনি কি দুঃখ করছেন? কিংবা যারা বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ শূদ্র, এর পর তারা আমাকে গ্রাস করবে বলে আপনি কি নিদারুণ উদ্বেগাকুল হয়েছেন? অথবা বর্তমানে কোনই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না বলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-উৎসর্গের ভাগ অপহৃত হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যাকুল হয়েছেন? কিংবা দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাকুল হয়েছেন? কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় আশ্রয়হীন অসুখী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য আপনি কি করুণা অনুভব করছেন? কিংবা ধর্মনীতি বিরোধী কার্যকলাপে মত্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাগ্‌দেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মান্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আপনি কি দুঃখিত? তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন? এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, যৌন সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধিনিয়মাদি কিছুই মেনে চলে না, আর সে-সব কাজ তারা যত্রতত্র ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?' "

"হে ধরিত্রী মাতা, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন কেবলই আপনার প্রভূত ভার লাঘবের জন্য। এখানে তাঁর সকল লীলা সম্পাদনই অপ্রাকৃত, আর সেগুলি মোক্ষলাভের পথ সুদৃঢ় করে তোলে। এখন তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা স্মরণ করছেন এবং মনে হয় সেগুলির অভাবে শোকাকুলা হচ্ছেন। হে মাতা বসুন্ধরা, সকল ঐশ্বর্যের আপনি আধার। অনুগ্রহ করে আপনার মনস্তাপের মূল কারণ আমাকে বলুন, যার ফলে আপনি দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত হয়ে এমন দুর্বল ক্ষীণতনু হয়েছেন। আমার মনে হয়, কালের দারুণ প্রভাব যা অতি বলিষ্ঠকেও পরাভূত করে, তার দ্বারাই আপনার সমগ্র সৌভাগ্য অপহৃত হয়েছে, যে-সৌভাগ্য দেবতাদের দ্বারাও বন্দিত হত।"

ধরিত্রী (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (বৃষ রূপ) উত্তর দিলেন—"হে ধর্মরাজ, আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ বর্ধন করেছিলেন। তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাদিতা, (২) শুচিতা, (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা, (৫) অল্পে তুষ্টি, (৬) ঋজুতা, (৭) মনের অচঞ্চলতা, (৮) বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম, (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান, (১০) সাম্যভাব, (১১) সহনশীলতা, (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-শূন্যতা, (১৩) বিশ্বস্ততা, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) নেতৃত্ব, (১৭) শৌর্য, (১৮) প্রভাব, (১৯)

সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা, (২০) যথাযথভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনতাশূন্য), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সম্যক্ সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫) মৃদুতা, (২৬) অভিনবত্ব, (২৭) ভদ্রস্বভাব, (২৮) মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩০) সকল জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, (৩১) যথার্থ কর্ম প্রয়াস, (৩২) সকল ভোগ্যবস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎফুল্লতা, (৩৪) স্থৈর্য, (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা, (৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবত্তা, (৪০) নিত্যতা এবং অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল সাত্ত্বিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর অপ্রকটকালে কলিযুগ সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দুঃখিত হচ্ছি।"

"হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিজের এবং সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকবাসী, ভগবদ্ভক্তজন এবং মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রম প্রথার অনুসরণকারী সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও যে লক্ষ্মীদেবীর কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল পদ্মবন পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যকরূপে অলংকৃত হয়েছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি তখন ভগবানের কাছ থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম। তারপর যখন সেই বিভূতি নাশের সময় উপস্থিত হল, তখন আমার বড় গর্ব হল। বোধ হয়, সেই গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।"

"হে মূর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীয় রাজাদের শত শত অক্ষৌহিণী রূপ গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন (পাদত্রয় বিহীন হয়ে) দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিলে, তখন তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন। যিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন, রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন, যাঁর চরণ-চিহ্নে অলংকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পুলকিত হত, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?"

"পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে কথোপকথন করছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি পূর্বদিকবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।"

❁ ❁ ❁

সপ্তদশ অধ্যায়

কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

সূত গোস্বামী বললেন—"সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে। বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গাভীটি ধর্মস্রাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত শুভদা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তাঁর পদে আঘাত করছিল। তাই তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত এবং তিনি অত্যন্ত কৃশা হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন।"

সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই শূদ্রকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস্ বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনসহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস্? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কে? আপনি কি মৃণালশুভ্র কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন এবং মাত্র এক পদে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন? কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে সুরক্ষিত কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অশ্রুজলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজকীয় অবহেলার ফলে কারও অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি। হে সুরভীনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে। হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্মাদি সবই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি অতীব জঘন্য এই মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে।"

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ ত আর কারও হয়নি?"

"হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির; তাই আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কোন্ দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে, যার ফলে পৃথাপুত্রদের যশ ও কীর্তি কলুষিত হচ্ছে? যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই সাধুগণের কল্যাণ সাধন করেন। যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম-অলংকৃত সাক্ষাদ্ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলব। যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপৎশূন্য স্বাভাবিক কালেও বিপথগামী হয়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম।"

ধর্মরাজ বললেন—"যে পাণ্ডবদের ভক্তিভাবময় গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্যাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদেরই বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ, কোন্ বিশেষ দুরাচারী যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কারণ বহু মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিভিন্ন সব অভিমতের দ্বারা আমরা বিমুগ্ধ হয়ে গেছি। কিছু দার্শনিক যাঁরা সব রকমের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। আবার অন্যেরা বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্তা; তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ। কিছু মনীষী আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে দুঃখ-শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা কল্পনার সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বৃষরূপধারী ধর্মজ্ঞ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র। এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন। এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে একক্তভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়গ গ্রহণ করলেন। কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, 'আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী; তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়। যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।' "

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলতে লাগল, 'হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।' "

সূত গোস্বামী বললেন—"কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান।, অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আশ্বাসপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।"

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি। অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না। অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বৃষরূপধারী ধর্মজ্ঞ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র। এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন। এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে এককভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করলেন। কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, 'আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী; তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়। যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।' "

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলতে লাগল, 'হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।' "

সূত গোস্বামী বললেন—"কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আশ্বাসপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।"

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি। অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না। অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা কর্তব্য।"

ঋষিরা বললেন—"হে সৌম্য সূত গোস্বামী। আপনি দীর্ঘায়ু হন এবং অনন্ত যশ লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো মরণশীল জীবেদের কাছে তা ঠিক অমৃতের মতো। আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে ভুলত্রুটিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না। ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন। ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা আর কি বলার আছে! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরম শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের একমাত্র আশ্রয়। শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ যোগেশ্বরেরাও তাঁর অপ্রাকৃত গুণসমূহের ইয়ত্তা করতে পারেন না। কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা শ্রবণ করে কখনো পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন? হে সূত গোস্বামী, আপনি বিদ্বান্ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কারণ ভগবানের সেবাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি দয়া করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত ভৌতিক বিচার ধারার অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। হে সূত গোস্বামী, সেই মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে যে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই অনন্ত সত্তার মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পবিত্রকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিতকে শোনানো হয়েছিল এবং তা ভক্তিযোগে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"আহা! যদিও আমরা সঙ্কর বর্ণোদ্ভূত তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষদের সেবা করার ফলেই কেবল সফলজন্মা হয়েছি। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গে কেবল বার্তালাপ করার ফলেই নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায়। আর যাঁরা মহান্ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্তের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং গুণাবলী দিব্য, তাঁর নাম অনন্ত। এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নন। তাই কেউই যথেষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান্ দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যদিও ভগবান এই প্রকার সেবার আকাঙ্ক্ষী নন। ব্রহ্মা যাঁর পাদনখ নিঃসৃত সলিল সংগ্রহ করে অর্ঘ্যস্বরূপ তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা রূপে), এবং যা মহাদেবসহ সমগ্র জগতকে পবিত্র করছেন, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা সহসা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সহ জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের চরম সিদ্ধি পারমহংস্যত্ব প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ করে চলে যান, যার ফলে অহিংসা তথা বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়।"

"হে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ঋষিগণ! শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব। পাখিরা যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরাও তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।"

"এক সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শর যোজন করে মৃগয়ার্থে বনে মৃগের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। জলাশয়ের অন্বেষণ করতে করতে তিনি শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন। সেই মুনির ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মভূত ও নির্বিকার ছিলেন। সমাধিস্থ সেই মুনির দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জটা এবং

মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিস্থ মুনির কাছে জল প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ্য কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করলেন না, তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মর্ষির প্রতি ক্রোধ এবং মৎসরতা ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি। এইভাবে অপমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধবশত ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটি মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একাগ্র করে নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করছিলেন, নাকি, একজন ক্ষত্রবন্ধুকে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন।"

"সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। সে যখন অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণবালক শৃঙ্গী বলল, 'দেখ! শাসকেরা কি রকম পাপ আচরণপরায়ণ হয়েছে। কাক এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে যাদের তুলনা হতে পারে, আজ কি না তারাই প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে! ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রবন্ধুদের গৃহরক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। আজ তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়? সকলের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আমি তাদের দণ্ডদান করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখ।' ঋষিবালক শৃঙ্গীর চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রোপম বাক্য উচ্চারণ করল। সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিশাপ দিল, 'যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার পিতাকে এইভাবে অবমাননা করেছে, আমার আদেশক্রমে তক্ষক সর্প সপ্তম দিনে তাঁকে দংশন করবে।' "

ঋষিকুমার এই বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করল এবং তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল—"হে ব্রাহ্মণগণ! অঙ্গিরা মুনির গোত্র উদ্ভূত সেই শমীক ঋষি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে ধীরে ধীরে তাঁর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন। তিনি সেই সাপটিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস! কি জন্য তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে ঋষিবালক তাঁর পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিল।"

"তাঁর পুত্র অভিসম্পাতের অনুপযুক্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে শাপ দিয়েছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ শমীক ঋষি তাঁর পুত্রকে প্রশংসা করলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি পুত্রকে বললেন, আহা কী দুঃখের বিষয়! তুমি মহা পাপ করেছ। তুমি লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করেছ। হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপরিণত এবং তাই যে রাজা নরশ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুতুল্য বলে বিদিত, যাঁর দুর্বিষহ তেজের প্রভাবে সমস্ত প্রজারা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি। হে বৎস, চক্রধারী শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অন্তর্হিত হলে এই পৃথিবীতে প্রচুর চোরের প্রাদুর্ভাব হবে এবং প্রজারা রক্ষকবিহীন মেষপালের মতো মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হবে। রাজতন্ত্রের সমাপ্তির ফলে দস্যু ও দুর্বৃত্ত কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে। মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং পশু, স্ত্রী ও ধন অপহরণ করবে। আর এই সমস্ত পাপের জন্য আমরা দায়ী হব। তখন মানুষ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রগতিশীল সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হবে। তার ফলে তারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকবে। সেই জন্যে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে। তারা কুকুর ও বানরের মতো সন্তানসন্ততি উৎপাদন করবে। ধর্মরক্ষক, মহাযশস্বী, পরম ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজর্ষি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও

পরিশ্রমে কাতর হয়ে বিপন্নভাবে আমাদের কাছে আগত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ কোন মতেই আমাদের অভিশাপের পাত্র নন।"

"তখন সেই ঋষি, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁর বুদ্ধিহীন অপরিণত বালকপুত্রকে ক্ষমা করেন, যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তাঁর মহান ভক্তকে অভিশাপ দিয়ে মহা অপরাধ করেছে। ভগবানের ভক্ত এতই সহিষ্ণু যে, যদি তাঁরা অপমানিত, প্রতারিত, অভিশপ্ত, বিচলিত, উপেক্ষিত, এমন কি নিহতও হন, তা হলেও তাঁরা কখনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেন না। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক তাঁর পুত্রের অপরাধ চিন্তা করে এইভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রাজার দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন সেই অপরাধের কথা একবারও চিন্তা করলেন না। সংসারে প্রায়ই সাধুরা অন্য কর্তৃক সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেও তাতে বিহ্বল হন না, কেননা তাঁরা সুখ-দুঃখ আদি গুণে অনাসক্ত।"

❄ ❄ ❄

ঊনবিংশতি অধ্যায়

শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় ভাবতে লাগলেন যে, তিনি একজন নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত জঘন্য এবং অশিষ্ট আচরণ করেছেন। তার ফলে তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাবলেন—"ভগবানের আদেশ অবমাননা করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমার অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদ সমুপস্থিত হবে, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হোক, তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং পুনরায় আমি সেই প্রকার গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হব না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষায় অবহেলা করার ফলে আমি অত্যন্ত অসভ্য এবং পাপী। তাই আমি চাই যে, আমার রাজ্য, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে এক্ষণি ভস্ম হয়ে যাক্, যাতে আমি ভবিষ্যতে এই প্রকার অমঙ্গলজনক মনোভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত না হতে পারি।"

"রাজা যখন এইভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, ঋষিপুত্রের অভিশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সেই সংবাদটি শুভ সমাচার বলে মনে করেছিলেন, কারণ তার ফলে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা সর্ববিধ পুরুষার্থের সারাতিসার জেনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্ম-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করলেন। যে সুরধনী শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করছে, যিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতাদের অন্তর এবং বাহির উভয় পবিত্র করছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কোন্ মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে?"

"পাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমরণ অনশন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করবেন। তাই, সব রকম আসক্তি এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি মুনিদের মতো শান্তভাব অবলম্বন করেছিলেন। সেই সময় ভুবনপাবন মহানুভব মুনিরা তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুরা স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ, তাঁরা

তীর্থগমনচ্ছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি এবং রাজর্ষি এবং অরুণ আদি ঋষিগণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দর্শন করে রাজা তাঁদের যথাবিধি পূজা করলেন এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম করলেন। তারপর, তাঁরা সকলেই যখন সুখে উপবেশন করলেন, তখন রাজা তাঁদের পুনরায় প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর প্রায়োবেশনের অভিলাষের কথা জানালেন।"

সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন—"আমরা যথার্থই মহাত্মাদের কৃপা লাভের শিক্ষায় শিক্ষিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল রাজাদের মধ্যে মহা সৌভাগ্যবান। সাধারণত আপনারা (মহর্ষিরা) মনে করেন যে, রাজকুল আবর্জনার মতো দূরে বর্জনীয়। চিন্ময় ও জড় জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণের শাপরূপে আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আমি নিরন্তর গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করার জন্য এমনভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যে, ভয়ের বশে আমি এই জগতের প্রতি বিরক্ত হব।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত বলে গ্রহণ করুন এবং ভগবানের প্রতিনিধি মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে স্বীকার করুন, কেননা আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ-তনয় প্রেরিত তক্ষকই হোক বা কুহকই হোক আমাকে দংশন করুক। আমার একমাত্র বাসনা যে, আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লীলাসমূহ কীর্তন করুন। আমি সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে পুনরায় প্রার্থনা করছি যে, যদি আমাকে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে যেন অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পূর্ণ আসক্তি থাকে, আমি যেন সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি এবং সমস্ত জীবের প্রতি যেন আমার মৈত্রীভাব থাকে। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংযত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পূর্ণমূল কুশাসনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করলেন।"

"মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রায়োপবেশন করলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা তাঁর কার্যের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের সংকল্পের প্রশংসা করলেন এবং 'সাধু' 'সাধু' বলে তা অনুমোদন করলেন। ঋষিরা স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের কল্যাণ সাধনে উন্মুখ, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণে গুণান্বিত। তাই তাঁরা ভগবদ্ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডু বংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক! আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত জড় কলুষ এবং সর্ব প্রকার শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পরম ধামে ফিরে না যান, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকলে এখানে প্রতীক্ষা করব।' "

"ঋষিরা যা বলেছেন তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ এবং পূর্ণরূপে সত্য ছিল। তাই তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনবার অভিলাষে সেই মহর্ষিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলতে লাগলেন—'হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক থেকে এখানে এসেছেন। আপনারা সকলে ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে (সত্যলোকে) বিরাজমান মূর্তিমান বেদসমূহের মতো। কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব এবং তা ছাড়া এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে আপনাদের কোন স্বার্থ নেই। হে বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণগণ! আমি এখন আপনাদের কাছে আমার আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। দয়া করে, যথাযথভাবে বিচার করে আমাকে বলুন, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে যে মানুষ মরণোন্মুখ, তার অবশ্য কর্তব্য কি।' "

"তখন ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বাহ্যবিষয়ে উদাসীন, কোন আশ্রম বিশেষের চিহ্নবিহীন, আত্মারাম এবং অবধূত বেশধারী। তাঁকে পাগল ভেবে নারী ও বালকেরা বেষ্টন করেছিল। ব্যাসদেবের সেই পুত্রের বয়স ছিল ষোল বছর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ণ বিস্তৃত, তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল ঠিক এক মাপের। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মতো সুন্দর। তাঁর কণ্ঠের অধঃভাগের অস্থি মাংসের দ্বারা আবৃত, বক্ষস্থল বিশাল সমুন্নত, নাভিমণ্ডল গভীর আবর্তের মতো, উদর ত্রিবলী রেখায় অঙ্কিত। তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ এবং কুঞ্চিত কেশদাম তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর ইতস্তত বিকীর্ণ। দিকসমূহই তাঁর বস্ত্র এবং তাঁর অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতো অতি রমণীয়। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ এবং নবযৌবনজনিত অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং মধুর হাসি রমণীদের কাছে রমণীয় ছিল। যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মহিমা লুকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত মহর্ষিরা ছিলেন দেহের লক্ষণ বিচারে পটু, এবং তাই তাঁকে এক মহাপুরুষরূপে চিনতে পেরে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার ফলে, বিষ্ণুরাত নামে পরিচিত, অবনতমস্তকে তাঁর মুখ্য অতিথি শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জানালেন। তখন শুকদেবের অনুগামী নির্বোধ বালক-বালিকারা দূরে পলায়ন করল। শুকদেব গোস্বামী সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত হয়ে মহা ধীমান শুকদেব তখন গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো অতি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন। তখন মুনিবর শুকদেব গোস্বামী প্রশান্ত চিত্তে উপবেশন করলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিনি নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁর কাছে এসে অবনতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং হাত জোড় করে সুমধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।"

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ। আপনি কৃপা করে আমার অতিথিরূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের তীর্থের মতো পবিত্র করেছেন। আপনার কৃপায় আমরা অযোগ্য ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ভক্তদের সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। কেবলমাত্র আপনাকে স্মরণ করার ফলে আমাদের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, অতএব আপনাকে দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং গৃহে আসনাদি দান করার ফলে যে কি লাভ হয়, তা কে বর্ণনা করতে পারে। হে মহাযোগী। বিষ্ণুর সান্নিধ্য মাত্রই যেমন অসুরেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার দর্শন মাত্রই জীবের মহা পাতকসমূহ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভাইদের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমাকে তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন। তা না হলে কি আমাদের মতো পাপিষ্ঠ মানুষ কখনও এই আসন্ন মৃত্যুকালে আপনার দর্শন লাভ করতে পারত? কেননা আপনার মতো মহাপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় গোপন রেখে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করেন। আপনি পরম যোগী এবং ভক্তদেরও গুরু। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি সকলের এবং বিশেষ করে যে-মানুষের মৃত্যু আসন্ন, তার সিদ্ধিলাভের পন্থা প্রদর্শন করুন। দয়া করে আমাকে বলুন মানুষের কি শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত, স্মরণ করা উচিত এবং ভজন করা উচিত, আর তার যা করা উচিত নয়, তাও আমাকে কৃপা করে বলুন। হে মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ। আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। শোনা যায় যে, যে সময়ের মধ্যে একটি গাভী দোহন করা যায়, আপনি ততক্ষণও কোনও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন না।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, "রাজা পরীক্ষিৎ মধুর সম্ভাষণে এইভাবে প্রশ্ন করার পর, সেই ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষ, ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত

দ্বিতীয় স্কন্ধ

(জগতের প্রকাশ)

প্রথম অধ্যায়

ভগবদ্-উপলব্ধির প্রথম স্তর

হে বসুদেব-তনয়, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত। হে রাজর্ষি, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে। এই প্রকার মাৎসর্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অপচয় করে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না। হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে। জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্য জ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সবকটি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত নামক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ এই পুরাণ আমি দ্বাপর যুগের শেষে আমার পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করেছি। হে রাজর্ষি! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করেছি। আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবত আপনাকে শোনাব, কেননা আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। যে ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁর শীঘ্রই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দে রতি উৎপন্ন হয়।"

"হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমনকি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সবরকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং যাঁরা দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে আত্ম-তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এইটিই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। বিষয়ভোগে প্রমত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনে কি লাভ? তার থেকে বরং পূর্ণ চেতনাসম্পন্ন এক মুহূর্তও শ্রেয়, কেননা তার ফলে পরমার্থ সাধনের অন্বেষণ শুরু হয়। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ যখন জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ুর আর এক মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হয়েছিলেন।"

"হে কুরুবংশ-প্রদীপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার আয়ুষ্কালের আর মাত্র সাতদিন অবশিষ্ট আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক উদ্দেশ্য সাধন করুন। জীবনের অন্তিম সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহ সম্পর্কিত সমস্ত বন্ধন ছেদন করা উচিত। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মসংযম অনুশীলন করা মানুষের কর্তব্য। কোন তীর্থস্থানে নিয়মিতভাবে স্নান করে তিনি যথাযথভাবে পবিত্র হবেন এবং নির্জন স্থানে আসন রচনা করে তাতে উপবেশন করবেন। এইভাবে উপবেশন করে তিনটি চিন্ময় অক্ষর (অ-উ-ম) দ্বারা রচিত বীজমন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করবেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মনকে বশীভূত করবেন, যাতে কখনও চিন্ময় বীজটির বিস্মরণ না হয়। মন যখন ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থেকে তাকে সংবরণ

করা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা হয়। মন স্বভাবতই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাই মনকে নিগ্রহ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণরূপে দিব্য চেতনায় মগ্ন হওয়া। তারপর শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ শরীরের ধারণা থেকে বিচ্যুত না হয়ে একে একে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করবে। তার ফলে মন ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মুক্ত হবে। অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না। কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম সত্য, অতএব তাতেই কেবল মন সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে। মন সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং তমোগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা মনের এই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সংশোধন করা কর্তব্য, কেননা শ্রীবিষ্ণুর ধারণাই রজো ও তমোগুণপ্রসূত সমস্ত মল অপনোদন করতে পারে।"

"হে রাজন্! এই প্রকার স্মরণের দ্বারা এবং সর্বমঙ্গলময় ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শনের অভ্যাস করার ফলে অচিরেই সাক্ষাৎ ভগবানের আশ্রয় লাভ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।"

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন মনকে কোথায় এবং কিভাবে একাগ্র করতে হবে এবং কিভাবে ধারণা স্থির করতে হবে, যার ফলে মনের সমস্ত কলুষ দূর করা যায়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন, "আসন নিয়মাদির দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হয়ে প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে (বিরাট নামক রূপে) মনকে নিযুক্ত করতে হবে। এই বিস্ময়কর জড় জগতের বিরাট রূপ ভগবানেরই স্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কাল সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব তাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সপ্ত আবরণের দ্বারা আবৃত। তার মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষই ধারণার আশ্রয় স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অধ্যয়ন করেছেন যে পাতাললোক সেই বিরাট পুরুষের পাদমূল, রসাতল তাঁর পদের অগ্র ও পশ্চাৎভাগ, মহাতল তাঁর পদদ্বয়ের গুল্‌ফ প্রদেশ এবং তল ও অতল লোক তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়। সুতল সেই বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের জানুদ্বয় এবং বিতল ও অতল তাঁর উরুদ্বয়, মহীতল তাঁর জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবলোক তাঁর নাভি সরোবর। স্বর্গলোক তাঁর বক্ষস্থল, মহর্লোক তাঁর গ্রীবা, জনলোক তাঁর মুখমণ্ডল, তপলোক তাঁর ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্র শীর্ষ বিরাট পুরুষের শিরদেশ। ইন্দ্রাদি দেবতারা বিরাট পুরুষের বাহু, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, শব্দ তাঁর কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমার দ্বয় সেই পরম পুরুষের দুটি নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁর মুখ। আকাশ তাঁর নেত্রগোলক, সূর্য তাঁর নেত্র, দিন ও রাত্রি তাঁর দুটি নেত্র-পত্র, ব্রহ্মপদ তাঁর ভ্রূ-ভঙ্গি, জলের নিয়ন্ত্রণকর্তা বরুণ তাঁর তালুদেশ এবং রস তাঁর জিহ্বা। কথিত হয় যে বেদসমূহ সেই অনন্ত বিরাট পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ হচ্ছেন তাঁর দংষ্ট্রা, স্নেহকলা হচ্ছে তাঁর দন্তপংক্তি এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় মায়াশক্তি তাঁর হাস্য। অপার সংসার সমুদ্র তাঁর কটাক্ষপাত। লজ্জা তাঁর উপরের ওষ্ঠ, লোভ তাঁর অধর, ধর্ম তাঁর স্তন, অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁর শিশ্ন, মিত্রবরুণ তাঁর অণ্ডকোষ দ্বয়, সমুদ্র সকল তাঁর কুক্ষি এবং পর্বত সমূহ তাঁর অস্থিরাজি। হে রাজন্! নদীসমূহ সেই বিশ্বতনু বিরাট পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষসমূহ তাঁর রোম, অনন্ত বিক্রম বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, কাল তাঁর গমন এবং প্রকৃতির তিনগুণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাঁর দিব্য কার্যকলাপ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলবাহী মেঘ হচ্ছে তাঁর কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁর বসন, জগৎ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি এবং সমস্ত বিকারের আশ্রয়স্বরূপ চন্দ্রমা হচ্ছে তাঁর মন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে মহত্তত্ত্ব সেই সর্বব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের চেতনা এবং রুদ্রদেব তাঁর অহঙ্কার। অশ্ব, অশ্বতরি, উষ্ট্র, হস্তি প্রভৃতি তাঁর নখ এবং সমস্ত চতুষ্পদ পশু তাঁর কটিদেশ। বিভিন্ন প্রকার পাখীরা তাঁর বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য। মানবজাতির পিতা মনু তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রকাশ এবং মানবজাতি তাঁর আবাসস্থল। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরা আদি উচ্চতর লোক নিবাসী মানুষেরা তাঁর সঙ্গীতাত্মক স্বরলহরী এবং আসুরিক সৈনিকেরা তাঁর শক্তি। ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাটপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু, বৈশ্যগণ তাঁর উরুযুগল, কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ তাঁর পদাশ্রিত। সমস্ত পূজনীয় দেবতারাও তাঁর অবস্তন এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে

সেই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। এই বিরাট বিগ্রহের যে সমস্ত অবয়ব সংস্থান, সেসব আমি আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা তাঁদের বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে তাঁদের মন একাগ্রী করেন, কেননা এই জড় জগতে তা ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানে মনকে একাগ্র করা, যিনি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঠিক যেমন মানুষ স্বপ্নে হাজার হাজার রূপ সৃষ্টি করে। সেই সর্বানন্দময় পরম সত্যেই কেবল মনকে একাগ্র করা উচিত, তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে হবে।"

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

"বৈদিক ধ্বনির দ্বারা প্রদর্শিত পথ এতই মোহময়ী যে, মানুষের বুদ্ধি স্বর্গ আদি অর্থহীন বিষয়ে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব স্বর্গলোকে অলীক সুখভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত স্থানে সে কোনরকম প্রকৃত সুখ আস্বাদন করতে পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপাধিসমন্বিত এই জগতে কেবল নূন্যতম আবশ্যকতাগুলির জন্য প্রয়াস করবেন। তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থির হওয়া এবং কখনো অবাঞ্ছিত বস্তুর জন্য কোন রকম প্রয়াস না করা, কেননা তিনি ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র। ভূমিরূপ শয্যা থাকতে শয়নের জন্য খাট এবং পালঙ্কের কি প্রয়োজন? বাহু থাকতে উপাধানের কি প্রয়োজন? আর যখন অঞ্জলি বর্তমান, তখন বহুমূল্য পাত্রেরই বা কি প্রয়োজন? দিক্ ও বৃক্ষ বল্কলাদি থাকতে বস্ত্রের কি প্রয়োজন? পথে কি কোন জীর্ণ বস্ত্র পড়ে নেই? অন্যদের পালন করার জন্য যাদের অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষরা কি আর ভিক্ষা দান করছে না? নদীগুলি কি শুকিয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর তৃষ্ণার্তকে জলদান করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে, এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ভগবান কি শরণাগতকে আর রক্ষা করছেন না? তা হলে জ্ঞানবান মুনিঋষিরা কেন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ এবং প্রমত্ত ব্যক্তিদের তোষামোদ করতে যায়? এইভাবে স্থির হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সেবা করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান, নিত্য এবং অন্তহীন, তিনিই জীবনের পরম লক্ষ্য এবং তাঁর আরাধনার ফলে মানুষ সংসারের হেতুরূপ অবিদ্যাকে দূর করতে পারে। ঘোর জড়বাদী ছাড়া আর কে পারমার্থিক বিষয়ে চিন্তা না করে অনিত্য বিষয়ের চিন্তা করবে? দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে পতিত হয়ে তাকে স্বীয় কর্মজাত ত্রিতাপ ভোগ করতে হয়, তা দেখা সত্ত্বেও পশু ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তির বিষয়ে স্পৃহা হবে? অন্যেরা (যোগীরা) তাঁদের দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশমাত্র ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমল দলের মতো আয়ত, এবং তাঁর বসন কদম্ব পুষ্পের কেশরের মতো পীত বর্ণ এবং তিনি বহু মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা বিভূষিত। মহারত্নখচিত স্বর্ণময় কিরীট ও কুণ্ডল মহামূল্যবান মণিসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে দীপ্তিমান। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম মহান্ যোগীদের বিকশিত হৃদয় পদ্মের কর্ণিকারূপ আবাসে সংস্থাপিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত কৌস্তুভ-মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর স্কন্ধে নানাপ্রকার রত্নসমূহ, এবং তাঁর গলদেশ অম্লান শোভা সমন্বিত বনমালায় বেষ্টিত।

তাঁর কটিদেশ মেখলার দ্বারা এবং অঙ্গুলিগুলি বহুমূল্য রত্ন খচিত অঙ্গুরীর দ্বারা সুশোভিত। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ নূপুর, কঙ্কণ আদি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত স্নিগ্ধ অমল নীলবর্ণ কেশের দ্বারা অতিশয় শোভমান এবং হাস্য দ্বারা পরম মনোহর। ভগবানের উদার লীলা এবং হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার ভ্রূভঙ্গী দীপ্তিমান হয়, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ণরূপে সূচিত হয়। তাই যতক্ষণ ধ্যানের দ্বারা মনকে নিবদ্ধ করা যায়, ততক্ষণই ভগবানের এই দিব্য রূপের উপর মনকে স্থির করা উচিত। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা উচিত, তারপর গুল্‌ফ, তারপর জঙ্ঘা এবং এইভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল জড়বাদীদের জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই স্রষ্টা, পরমেশ্বর ভগবানে প্রেম ভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর যত্নপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত।"

"হে রাজন্, যোগী যখন এই মনুষ্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর উচিত উপযুক্ত স্থান এবং কালের চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হয়ে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করা। তারপর, যোগীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নির্মল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর মনকে আত্মায় লীন করা এবং তারপর আত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করা। তার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত জীব তৃপ্তির পরম অবস্থা লাভ করে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হন। সেই লক্ষোপশান্তি স্তরে, স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্তা ও সংহারকারী কাল কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর সামান্য দেবতা—যারা প্রাকৃত জগতেই কেবল আধিপত্য করেন, তাঁরা কি প্রভাব বিস্তার করবেন? সেখানে সত্ত্ব, রজো অথবা তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, জড় কারণ সমুদ্র, প্রধান বা প্রকৃতির কোনই প্রভাব নেই। যথার্থ পরমার্থবাদীরা জানেন যে, পরম পদে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাঁরা যা কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তরা তাই কখনো বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বক্ষণ তাঁর আরাধনা করেন। এইভাবে মুনিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে বিষয় বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট করে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করেন, এবং প্রাণবায়ুকে ষট্‌স্থানে উন্নীত করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। ধ্যানপরায়ণ ভক্ত নাভি থেকে প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে, তারপর সেখান থেকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধির দ্বারা অনুসরণ করে তাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে নিয়ে যাবেন। তারপর ভক্তিযোগী তাঁর প্রাণবায়ুকে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে চালিত করে প্রাণবায়ুর বহির্গমনের সাতটি পথ, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখগহ্বর রুদ্ধ করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে তাঁর লক্ষ্য স্থির করবেন। তিনি যদি সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তাহলে তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।"

"হে রাজন্, যোগীর যদি ব্রহ্মপদ, অষ্টসিদ্ধি, অথবা বৈহায়সদের সঙ্গে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার বাসনাদি জড়ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে তিনি দেহত্যাগের সময় মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করে সেগুলি সহ সেই সেই লোকে ভোগার্থে গমন করবেন। পরমার্থবাদীরা চিন্ময় শরীর লাভের প্রয়াসী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগ এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাদের গতি জড় জগতের অন্তরে এবং বাহিরে অপ্রতিহত। সকাম কর্মীরা, অথবা জড়বাদীরা কখনো সেই প্রকার অপ্রতিহত গতিতে গমনাগমন করতে পারে না। হে রাজন্, এই প্রকার যোগীরা প্রথমে ছায়াপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ

জ্যোতির্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর যোগে অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর লোকে যান। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কলুষ-বিধৌত হয়ে আরও ঊর্ধ্বে শিশুমার চক্রে যান, যেখানে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেন। এই শিশুমার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর) নাভি। যোগীরাই কেবল শিশুমার চক্র অতিক্রম করে মহর্লোক প্রাপ্ত হন যেখানে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন। এই গ্রহলোকটি আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ঋষিদেরও পূজ্য। কল্পান্তে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নির দ্বারা লোকত্রয় দগ্ধ হয়, তখন তিনি শুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে করে সত্যলোকে গমন করেন। সত্যলোকের আয়ুষ্কাল ১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, উদ্বেগ এই সমস্ত কিছুই নেই, কেবল চেতনা জনিত এক প্রকার দুঃখ রয়েছে। সেই দুঃখের কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ জড় জগতের বদ্ধ জীবদের অশেষ দুঃখ দর্শন করে তাদের প্রতি তাঁদের করুণার উদ্রেক হয়। সত্যলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্ত নির্ভীকভাবে বাহ্যত স্থূলদেহসদৃশ একটি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করেন এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকাত্ব থেকে জলমূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তারপর জ্যোতির্ময় মূর্তি এবং বায়বীয় মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে আকাশ রূপ প্রাপ্ত হন। এইভাবে ভক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রস, চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ, ত্বকের গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জড় ক্রিয়া আদি সমূহকে অতিক্রম করেন। এইভাবে ভক্ত স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয় স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়ে সেই অহঙ্কারের সঙ্গে বিজ্ঞান তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্বে গমন করেন, এবং তারপর তিনি শুদ্ধ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন। সম্পূর্ণরূপে যিনি পবিত্র হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির এই পূর্ণতার স্তর লাভ করেছেন, তিনি আর কখনও এই জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং এখানে ফিরে আসেন না।"

"হে রাজন্, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম তা বেদের বর্ণনা বলে জানবেন এবং তা নিত্য সত্য। ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে তা বলেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রাম্যমাণ জীবদের ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা ব্যতীত ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পন্থা নেই।"

"মহাত্মা ব্রহ্মা, গভীর মনোনিবেশ সহকারে একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের পরম পূর্ণতা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। দর্শন দ্বারা এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক সেই সত্য অনুভব করা যায়।"

"হে রাজন্, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা। যাঁরা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণকুহরের দ্বারা পান করেন, তাঁরা বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে গমন করেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

শুদ্ধ ভক্তি ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যেভাবে আপনি আমাকে মরণোন্মুখ বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অনুসারে আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি।"

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, তাঁর বেদপতি (ব্রহ্মা অথবা বৃহস্পতির) আরাধনা করা উচিত। যিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের পটুতা কামনা করেন, তাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি পুত্রাদি কামনা করেন, তাঁর প্রজাপতিদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি তেজ কামনা করেন তাঁর অগ্নিকে আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ধন কামনা করেন, তাঁর অষ্টবসুর আরাধনা করা উচিত। যিনি বল এবং বীর্য কামনা করেন, তাঁর শিবের অংশ রুদ্রের আরাধনা করা উচিত। যিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য কামনা করেন, তাঁর অদিতির আরাধনা করা উচিত। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁর আদিত্যদের উপাসনা করা উচিত। যিনি রাজ্য কামনা করেন, তাঁর বিশ্বদেবের উপাসনা করা উচিত, এবং যিনি জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান, তাঁর সাধ্যদেবের পূজা করা উচিত। যিনি দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দেহের পুষ্টি কামনা করেন, তাঁর পৃথিবীকে পূজা করা উচিত। যিনি প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদে স্থিত থাকার কামনা করেন, তাঁর অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি রূপ কামনা করেন, তাঁর গন্ধর্বরূপ আরাধনা করা উচিত। যিনি স্ত্রী কামনা করেন, তাঁর উর্বশী-অপ্সরার আরাধনা করা উচিত। যিনি সকলের উপর আধিপত্য কামনা করেন, তাঁর ব্রহ্মাকে আরাধনা করা উচিত। যিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং যিনি ধন সঞ্চয়ের অভিলাষী, তাঁর কুবেরের আরাধনা করা উচিত। যিনি বিদ্যালাভের অভিলাষ করেন, তাঁর শিবের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দাম্পত্য-প্রেম কামনা করেন, তাঁর সতী উমাদেবীর আরাধনা করা উচিত। পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের আরাধনা করা উচিত। যাঁরা সন্তানাদির কামনা করেন, তাঁদের পিতৃবর্গের আরাধনা করা উচিত, যাঁরা সুরক্ষা কামনা করেন, তাঁদের পুণ্যবান যক্ষসমূহের এবং যাঁরা বল কামনা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দেবতাদের আরাধনা করা উচিত। যিনি রাজত্ব কামনা করেন, তাঁর মনুদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শত্রুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর অসুরদের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তাঁর চন্দ্রদেবের আরাধনা করা উচিত। কিন্তু যাঁর কোন জড় সুখভোগের বাসনা নেই, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজকেরা এই পৃথিবীতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণরূপ অবিচলিত ভক্তি লাভ করেন, তারই ফলে তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের চক্রকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে। এই জ্ঞান জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মতৃপ্তি প্রদান করে, এবং অপ্রাকৃত হওয়ার ফলে মহাত্মাগণ কর্তৃক স্বীকৃত। কে এই জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?"

শৌনক বললেন—"ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ঋষি এবং তিনি কাব্যের আকারে সব কিছু বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে এ সব বিষয় শ্রবণ করার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁকে পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

"হে বিদ্বান সূত গোস্বামী! দয়া করে আপনি আমাদের বলুন তারপর কি হয়েছিল, কেননা আমরা তা শুনতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ভগবদ্ভক্তের সভায় যে কথা হয় তা নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। পাণ্ডবদের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শৈশব থেকেই একজন মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। পুতুল নিয়ে খেলার ছলে তিনি পরিবারের শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত ছিলেন। অতএব মহান ভক্তদের সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনরূপ উদার কথাই হয়েছিল। সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না। বৃক্ষসমূহ কি বেঁচে থাকে না? কামারের হাপর কি শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না? কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না। যে ব্যক্তি ভগবানের শৌর্য এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করেনি, তার কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের মতো এবং তার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতো। রেশমের উষ্ণীষ এবং কিরীটির দ্বারা মস্তক শোভিত থাকলেও তা যদি মুক্তিদাতা ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে তা কেবল অত্যন্ত ভারী একটি বোঝার মতো। আর যে হস্তদ্বয় উজ্জ্বল সুবর্ণ কঙ্কণের দ্বারা অলঙ্কৃত, তা যদি ভগবান শ্রীহরির সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা শবের হস্তের মতো। যে নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না তা ময়ূর পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর মতো, এবং যে পদ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ করে না তা বৃক্ষের মতো স্থাবর। যে ব্যক্তি কখনো তার মস্তকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণরেণু ধারণ করেনি, সে জীবিত থাকলেও তার দেহটি মৃত। আর যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেনি, সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তার দেহটি মৃত। হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং লোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, তার হৃদয় অবশ্যই ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত।"

"হে সূত গোস্বামী! আপনার বাণী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাই, আত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথা আমাদের কাছে কীর্তন করুন।"

❀ ❀ ❀

চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শুকদেব গোস্বামীর আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বাণী শ্রবণ করে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ নিষ্ঠা সহকারে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর দেহ, জায়া, পুত্র, প্রাসাদ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি পশু, রাজকোষ, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দৃঢ় আসক্তি চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে ধর্মানুষ্ঠান আদি সবরকম সকাম

কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেমকে আরও দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আপনারা যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করছেন ঠিক সেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ। আপনি সবকিছুই জানেন, কেননা আপনি সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই আপনি আমাকে যা কিছু বলেছেন তা যথার্থই বলে প্রতীত হচ্ছে। আপনার বাণী ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করছে, কেননা আপনি পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করছেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, যা মহান্ দেবতাদের পক্ষেও দুর্বোধ্য। দয়া করে আপনি বলুন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং বিভিন্ন অংশদের কেমনভাবে এই জগতের পালন কার্যে এবং সংহার কার্যে নিযুক্ত করেন।"

"হে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, কেননা মহান্ পণ্ডিতদের মহতী প্রচেষ্টাও তা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়। পরমেশ্বর ভগবান এক, তা তিনি একলাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা কার্য করুন, অথবা যুগপৎ বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করুন অথবা প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালনা করার জন্য ক্রমশ নিজেকে বিস্তার করুন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করুন। আপনি কেবল বৈদিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মতত্ত্ববেত্তাই নন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান্ ভক্ত এবং তাই আপনি ভগবানেরই সমান।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"রাজা কর্তৃক এইভাবে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি বর্ণনা করতে প্রার্থিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী সর্বেন্দ্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যিনি জড় জগতের সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে বিরাজমান পরম পূর্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ অচিন্ত্য। আমি পুনরায় পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম রূপ সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পুণ্যবান ভক্তদের সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করেন এবং অভক্ত অসুরদের নাস্তিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে বাধা দেন। পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংসেদের তিনি বিশিষ্টপদ দান করেন। যদুবংশীয়দের পার্ষদ এবং অভক্তদের যিনি সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তিনি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই পরম ভোক্তা, তথাপি তিনি চিদাকাশে তাঁর লীলাবিলাস করেন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য অনন্ত এবং অসীম। আমি সেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর যশগাথা কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ এবং পূজনের ফলে সমস্ত পাপরাশি অচিরেই ধৌত হয়। আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর চরণকমলের শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন। আমি সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা তপস্যা পরায়ণ মহান্ ঋষিগণ, দানশীল কর্মীগণ, প্রতিষ্ঠাবান যশস্বীগণ, মনস্বী বা যোগীগণ, বেদজ্ঞ মন্ত্র উচ্চারণকারীগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেউই সেই সমস্ত মহান গুণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করে মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হন না। কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষদের পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর। তিনি বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং তপস্যার মূর্তিমান প্রকাশ। তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং কপটতা রহিত সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত। এই প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আস্পদ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। সমস্ত ভক্তদের আরাধ্য ভগবান, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রমুখ যদুবংশীয় রাজাদের পালক এবং গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর

পতি, সমস্ত যজ্ঞের নির্দেশক এবং সেই সূত্রে সমস্ত জীবের নায়ক, সমস্ত বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্তা, জড় এবং চেতন সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর পরম অবতার (সর্বেসর্বা) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুক্তিদাতা। মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিক্ষণ তাঁর চরণকমলের চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ভক্তেরা সমাধিতে সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের কল্পনা অনুসারে তাঁকে অনুমান করতে চেষ্টা করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে শক্তিশালী জ্ঞান বিকশিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি ও তাঁর নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং সেই বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞানদাতা ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্ট সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন, এবং পুরুষাবতাররূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক ষোলটি গুণের (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত) অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার বাণীকে অলংকৃত করেন। আমি বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকর্তা, বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত অমৃতময় দিব্যজ্ঞান পান করেন।"

"হে রাজন্ প্রথম জন্মা, জন্ম থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মুখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে সেই কথাই বলেছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

সর্ব কারণের কারণ

শ্রীনারদমুনি ব্রহ্মাকে বললেন—"হে দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মানুষকে আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।"

"হে পিতা! কৃপা করে আপনি আমাকে এই ব্যক্ত জগতে বাস্তবিক লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন। তার আশ্রয় কি? কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে? কিভাবে তার সংরক্ষণ হয়? এবং কার নিয়ন্ত্রণে এই সবকিছু সম্পাদিত হচ্ছে? হে পিতা, এই সব কিছুই আপনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানেন কেননা পূর্বে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার হস্তস্থিত একটি আমলকীর মতো। হে পিতা! আপনার জ্ঞানের উৎস কি? আপনি কার আশ্রয়ে রয়েছেন? এবং কার অধীনে আপনি কার্য করছেন? আপনার বাস্তবিক স্থিতি কি? আপনি কি আপনার শক্তির দ্বারা জড় উপাদানের সাহায্যে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেন? মাকড়সা যেমন অনায়াসে কারো দ্বারা পরাভূত না হয়ে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমন অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত, আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করেন। নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা সমান হোক অথবা নিত্য বা অনিত্য হোক, তা

সবই আপনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, আপনি এতই মহান্। আপনি যদিও সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী, তথাপি আপনি যে পূর্ণরূপে অনুশাসন অনুসরণ করে কঠোর তপস্যা করেছেন সে কথা ভেবে আমরা আশ্চর্যান্বিত চিত্তে অনুমান করি যে, আপনার থেকেও অধিক শক্তিশালী আর কেউ একজন রয়েছেন। হে পিতা! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনার কাছে করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।"

ঋষি ব্রহ্মা বললেন—"হে বৎস নারদ, সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম দর্শন করে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তুমি আমার সম্বন্ধে যা বলেছ তা মিথ্যা নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই আমার বীর্যবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়। ভগবান তাঁর স্বীয় জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই ভগবৎ প্রকাশিত বস্তুকে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঠিক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাবশালী গ্রহসমূহ, নক্ষত্র আদি প্রকাশিত হয়। আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর ধ্যান করি, যাঁর দুর্জয় মায়া অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা আমাকে পরম নিয়ন্তা বলে মনে করে। ভগবানের মায়া শক্তি তাঁর কার্যকলাপের জন্য লজ্জাবোধ করার ফলে ভগবানের সম্মুখে আসতে পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা সর্বদাই 'আমি' এবং 'আমার' এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বক্ষণ প্রলাপ করে। সৃষ্টির পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চ মহাভূত, কর্ম, শাশ্বত কাল, জীবের স্বভাব এবং জীব, এই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অংশ, এবং বাসুদেব থেকে এদের কোন ভিন্ন সত্তা নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁরই নিমিত্ত, সমস্ত দেবতারা তাঁরই অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক; স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা। সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপ তাঁর [illegible]তের মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি কেবল তা পুনঃপ্রকাশ করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি। পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় এবং তা সমস্ত জড় গুণের অতীত, তথাপি জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের জন্য তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সত্ত্ব, রজো এবং তমো নামক প্রকৃতির তিনটি গুণ স্বীকার করেন। প্রকৃতির এই তিনটি গুণ দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাশ্বত জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে তাকে কার্য এবং কারণের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"

"হে ব্রাহ্মণ নারদ! সেই পরম স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি সকলের, এমনকি আমারও নিয়ন্তা। সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা নিত্যকাল, সমস্ত জীবের অদৃষ্ট এবং তাদের স্বভাব সৃষ্টি করেন, এবং তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন। প্রথম পুরুষাবতারের (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু) পর মহত্তত্ত্ব বা জড় সৃষ্টির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তারপর কাল প্রকট হয়, এবং কালক্রমে তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়, প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে তিনটি গুণের অভিব্যক্তি। সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত হয়। মহত্তত্ত্ব বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে জড় কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের রূপান্তর হয় এবং তারপর তমোগুণের প্রভাবে দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব হয়। আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কার তিন রূপে রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার এই তিন প্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার থেকে দ্রব্য শক্তি,

রাজস অহঙ্কার থেকে ক্রিয়া শক্তি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জ্ঞানশক্তি প্রকাশ হয়। হে নারদ, তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। তামস অহঙ্কার থেকে প্রথমে পঞ্চ মহাভূতের প্রথম উপাদান আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আকাশের সূক্ষ্মরূপ হচ্ছে শব্দ, ঠিক যেমন দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের সম্পর্ক। আকাশের রূপান্তরের ফলে স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে, এবং কারণরূপে তাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বায়ুতেও শব্দগুণ রয়েছে। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মানসিক বল ও শরীরের শক্তির হেতু কাল, কর্ম ও স্বভাববশত বায়ুর বিকারের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। আগুনের গুণ রূপ। আকাশ ও বায়ু তেজের কারণ হওয়াতে তেজেও রূপসহ শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিরাজিত। আগুনের বিকারের ফলে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হয়। জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্তমান। জলের বিকার থেকে মাটি উৎপন্ন হয়। মাটির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই মাটিতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে মাটিতে সেগুলির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্তমান। বৈকারিক অহঙ্কার থেকে মন উদ্ভূত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রক দশটি দেবতাও প্রকট হয়েছেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন দিকসমূহের নিয়ন্তা, বায়ুর নিয়ন্তা পবনদেব, সূর্যদেব, দক্ষ প্রজাপতির পিতা, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের শ্রীবিগ্রহ উপেন্দ্র, আদিত্যদেবগণের প্রধান মিত্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা। রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাণসহ কর্ণ, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, উপস্থ, পাদ এবং পায়ু এই দশটি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।"

"হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ। এই সমস্ত সৃষ্ট অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ্য এবং গৌণ কারণসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকট হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হাজার হাজার বছর কারণ-সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। তারপর সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে পূর্ণরূপে সজীব করেন। যদিও ভগবান (মহাবিষ্ণু) কারণ সমুদ্রে শায়িত রয়েছেন, তথাপি তিনি তার থেকে নির্গত হয়ে নিজেকে হিরণ্যগর্ভরূপে বিভক্ত করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং শত-সহস্র পাদ, হস্ত, মুখ, অক্ষি, মস্তক ইত্যাদি সহ বিরাটরূপ পরিগ্রহ করেছেন। বড় বড় দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকসমূহ ভগবানের বিরাটরূপে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন ভাগের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদর্শন। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর জঙ্ঘা এবং শূদ্রেরা তাঁর পদ যুগল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পৃথিবীর স্তর পর্যন্ত সমস্ত অধঃলোক তাঁর পদযুগলে অবস্থিত। তার ঊর্ধ্বে ভুবর্লোক তাঁর নাভিদেশে অবস্থিত। তারও ঊর্ধ্বে দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গলোক তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত এবং মহান্ মুনি-ঋষিরা যেখানে বিরাজ করেন সেই মহর্লোক তাঁর বক্ষে অবস্থিত বলে কথিত হয়েছে। সেই বিরাট পুরুষের গ্রীবাদেশে জনলোক অবস্থিত, স্তনদ্বয় তপোলোক এবং মস্তকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক অবস্থিত। তার ঊর্ধ্বে যে বৈকুণ্ঠলোক তা নিত্য (অর্থাৎ এই সৃষ্ট জগতের অন্তর্বর্তী নয়)।"

"হে পুত্র নারদ, আমার থেকে অবগত হও যে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সাতটি হচ্ছে অধঃলোক। অতল নামক প্রথম লোকটি সেই বিরাট পুরুষের কটিদেশে অবস্থিত; দ্বিতীয়লোক বিতল তাঁর ঊরুদ্বয়ে অবস্থিত, তৃতীয়লোক সুতল তাঁর জানুদ্বয়ে অবস্থিত, চতুর্থলোক তলাতল তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়ে অবস্থিত, পঞ্চমলোক মহাতল তাঁর গুল্ফদ্বয়ে অবস্থিত; ষষ্ঠ রসাতল তাঁর পদদ্বয়ের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং সপ্তমলোক পাতাল তাঁর পদতলে অবস্থিত। এইভাবে ভগবানের বিরাট রূপ সমস্ত লোকে পূর্ণ। অন্যেরা ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র লোকসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারে। যথা, ভগবানের বিরাট রূপের পদযুগলে অবস্থিত পাতাল লোক থেকে শুরু করে এই পৃথিবী পর্যন্ত ভূর্লোক, নাভিদেশে অবস্থিত ভুবর্লোক, এবং বক্ষ থেকে শুরু করে মস্তক পর্যন্ত স্বর্গলোক নামক ঊর্ধ্বলোকসমূহ।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি

ব্রহ্মা বললেন—"সেই বিরাট পুরুষের মুখ বাক্ ইন্দ্রিয় এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি স্থান, তাঁর ত্বক আদি সপ্তধাতু গায়ত্রী আদি বেদের সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁর জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃদের অন্ন), অমৃত (মনুষ্যদের অন্ন), মধুরাদি ষড়বিধ রসের উৎপত্তিস্থান। তাঁর নাসারন্ধ্রদ্বয় সমস্ত জীবের প্রাণের ও বায়ুর উৎপত্তিস্থল, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে অশ্বিনী কুমারদ্বয় ও সর্বপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়েছে এবং শ্বাসশক্তি থেকে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর নেত্র রূপসমূহের এবং রূপ প্রকাশক বস্তুসমূহের উৎপত্তিস্থল। তাঁর নেত্রগোলকদ্বয় স্বর্গ এবং সূর্যের উৎপত্তিস্থল। তাঁর কর্ণদ্বয় দিকসমূহ এবং সমস্ত বেদের উৎপত্তি স্থান এবং তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ এবং সর্বপ্রকার শব্দের উৎপত্তিস্থল। তাঁর শরীর বস্তুশক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান। তাঁর ত্বক গতিশীল বায়ু, স্পর্শ এবং সর্বপ্রকার যজ্ঞের উৎপত্তিস্থল। তাঁর রোমসমূহ সমস্ত বনস্পতির উৎপত্তিস্থল। তাঁর কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের উৎপত্তি স্থান এবং তাঁর নখসমূহ বিদ্যুতের, শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি স্থান। ভগবানের বাহুদ্বয় মহান্ দেবতা এবং জনসাধারণের রক্ষক নেতাদের উৎপত্তিস্থল। সেই পুরুষের পদক্ষেপ ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকের আশ্রয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রক্ষা করে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রক্ষা করে এবং সর্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বর আশীর্বাদের আশ্রয়স্থল। ভগবানের জননেন্দ্রিয় থেকে জল, বীর্য, জনন, বৃষ্টি এবং প্রজাপতিদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর জননেন্দ্রিয় সমস্ত সুখের কারণ যা জননের ক্লেশকে লাঘব করে।"

"হে নারদ, সেই পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় হচ্ছে যম, মিত্র ও মলত্যাগের স্থান, এবং তাঁর পায়ু হিংসা, দুর্ভাগ্য, মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বলে খ্যাত। সেই বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম ও অজ্ঞানের স্থান, তাঁর নাড়ীসমূহ নদ-নদীর এবং তাঁর অস্থিরাজি পর্বতসমূহের অধিষ্ঠান। সেই বিরাট পুরুষের নির্বিশেষ রূপ মহাসাগর সমূহের আশ্রয়স্থল। তাঁর উদর ভৌতিক দৃষ্টিতে নিহত জীবদের আশ্রয়। তাঁর হৃদয় জীবদের সূক্ষ্ম শরীরের আলয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা এইভাবে তাঁকে জানেন। সেই মহান পুরুষের চেতনা ধর্মের, আমার, তোমার এবং সনক, সনাতন, সনৎ কুমার এবং সনন্দন, এই চার কুমারদের আশ্রয়স্থল। সেই চেতনা সত্য এবং দিব্য জ্ঞানেরও আশ্রয়। আমার (ব্রহ্মা) থেকে শুরু করে তুমি, ভব (শিব), তোমার অগ্রজ মহান ঋষিগণ, দেবতাগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, নাগসমূহ, পক্ষীকুল, জন্তুগণ, সরীসৃপগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষসমূহ, রাক্ষসগণ, ভূতগণ, উরগ (সর্পাদি), পশুসমূহ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, চারণগণ, বৃক্ষরাজি এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষচারী অন্যান্য বিবিধ প্রাণীসমূহ এবং গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারকা, তড়িৎ, মেঘমালা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে কিছু সকলেই সেই পুরুষ। অর্থাৎ তাঁর থেকে কিছুরই ভিন্ন সত্তা নেই। যদিও তিনি এক বিঘৎ পরিমাণ (নয় ইঞ্চি) স্থানমাত্রে অধিষ্ঠিত, তথাপি তিনি এই বিশ্বকে আবৃত করে আছেন। সূর্য যেমন বিকিরণের মাধ্যমে অন্তর এবং বাহির উভয়ই আলোকিত করে, তেমনই সেই পরম পুরুষ বিরাট রূপ প্রকাশ করে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাহিরে সবকিছু পালন করেন।"

"হে ব্রাহ্মণ নারদ, সেই পরমেশ্বর ভগবান অমৃত এবং অভয়ের নিয়ন্তা। তিনি মৃত্যু এবং জড় জগতের সকাম কর্মের অতীত। তাই সেই পরমেশ্বরের মহিমা অসীম। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক-চতুর্থাংশের দ্বারা এই জড় জগৎ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিরাজ করে। কিন্তু তিনটি উচ্চতর লোকের এবং জড় জগতের আবরণের ঊর্ধ্বে স্থিত ভগবদ্ধাম অমরতা, নির্ভয়তা এবং জরা ও ব্যাধির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত নিত্য নিবাস। চিজ্জগত, যা ভগবানের শক্তির তিন-চতুর্থাংশ,

তা জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং সেই স্থান তাদের জন্য যাদের কখনো পুনর্জন্ম হবে না। আর যারা সংসার-জীবনের প্রতি আসক্ত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, তাদের জড় জগতের ত্রিলোকের মধ্যেই থাকতে হয়। সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে, যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায় এবং যারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, উভয়েরই পরম নিয়ন্তা। তিনি সর্বাবস্থাতেই অজ্ঞান এবং বাস্তবিক জ্ঞান উভয়েরই পরম প্রভু। সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং জড় উপাদান, গুণ এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত বিরাটরূপ উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি তিনি এই সমস্ত জড় প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণ এবং তাপ থেকে ভিন্ন থাকে। আমি যখন মহাপুরুষের (মহা বিষ্ণু) নাভি পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই মহাপুরুষের অবয়ব ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী ছিল না। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্ত কালসহ (বসন্ত) পুষ্প, পত্র, কুশ ও যজ্ঞভূমি—এই সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অন্য সমস্ত উপকরণগুলি হচ্ছে পাত্র, শস্য, ঘৃত, মধু, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, জল, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত। যজ্ঞের অন্যান্য প্রয়োজনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট মন্ত্র, ব্রত এবং দক্ষিণার দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের আহ্বান করা। এই আহ্বান বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং বিশিষ্ট বিধির দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে আমি যজ্ঞের এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশঃ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায় এবং এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত এবং চরম আহুতি পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। এইভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সামগ্রী এবং সম্ভার সৃষ্টি করে তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।"

"হে পুত্র! তারপর তোমার নয়জন ভ্রাতা, যারা হচ্ছে প্রজাপতি, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুইপ্রকার পুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিল। তারপর মনুষ্য জাতির পিতা মনুগণ, মহান ঋষিগণ, দেবতাগণ, বিদ্বান পণ্ডিতগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ এবং মানবগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন। ভগবানের শক্তিশালী জড়া প্রকৃতিতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং অগুণ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য এবং বিনাশকার্য সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ গ্রহণ করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং নিত্য ভগবানস্বরূপে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই তিন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্তা।"

"হে পুত্র! তুমি আমার কাছে যা কিছু প্রশ্ন করেছ, আমি তা তোমাকে এইভাবে বললাম। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে (জড় এবং চেতন জগতে) কার্য এবং কারণরূপে যা কিছু বর্তমান, তাদের কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়।"

"হে নারদ। যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনো অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না। বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতিদের দ্বারা পূজিত প্রভু একাগ্র চিত্তে নিপুণতা সহকারে যোগ সমাশ্রয় করেও যখন জন্মদাতার সম্বন্ধে জানতে পারিনি, তখন আমার সৃষ্ট অন্যান্য জীবেরা কিভাবে সেই পুরুষকে জানতে পারবে? তাই জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ থেকে উদ্ধারকারী তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। এই আত্ম-সমর্পণ সর্বমঙ্গলময় এবং তার ফলে সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তেমনই ভগবানও তাঁর সীমা অনুমান করতে পারেন না। অতএব অন্যেরা কিভাবে তা করতে পারে? যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব সেই চিন্ময় আনন্দের অবধি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবতারা তা কিভাবে জানবে? যেহেতু আমরা সকলেই ভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত, তাঁর মায়া বিনির্মিত এই বিশ্বকে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে দর্শন করি। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর

অবতার এবং কার্যসমূহ আমরা মহিমা কীর্তনের জন্য গান করি, যদিও তাঁর স্বরূপে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা প্রায় অসম্ভব। সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর মধ্যেই অবশ্য সৃষ্টি প্রকাশিত হয়, এবং জড় পদার্থ ও জড় অভিব্যক্তি সবই তিনি স্বয়ং। কিছুকালের জন্য তিনি তাদের পালন করেন এবং তারপর তিনি পুনরায় তাদের আত্মসাৎ করে নেন। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ শুদ্ধ এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি পরম সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অদ্বিতীয়, অনাদি এবং অনন্ত। হে মহর্ষি নারদ, মহান মুনিরা সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যখন অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে জানতে পারেন। অন্যথা, বৃথা তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং ভগবান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার, এবং তিনি নিত্যকাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন, মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রকৃতির গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাটরূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, স্থাবর, জঙ্গম আদি সমস্ত জীব সমষ্টির ঈশ্বর। আমি স্বয়ং (ব্রহ্মা), শিব, ভগবান বিষ্ণু, দক্ষ আদি প্রজাপতি, তোমরা (নারদ তথা কুমারগণ) ইন্দ্র, চন্দ্র আদি স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভূবর্লোকের অধিপতিগণ, মনুষ্যলোকের অধিপতিগণ, পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণলোকের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও নাগকুলের নায়কগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রগণ, অন্যান্য যে সমস্ত প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলচর, পশু এবং পক্ষীকুলের অধিপতিগণ এবং এই জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, মনোশক্তিযুক্ত, বলবান, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্যজনক, রূপবান ও অরূপ তা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র।"

"হে নারদ, সেই পরম পুরুষের লীলাবতারদের কথা শ্রবণ করলে অন্য কথা শ্রবণ করার বাসনারূপ কলুষ বিদূরিত হয়। সেই সমস্ত লীলা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং আস্বাদনীয়। তাই তারা আমার হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।"

সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ

ব্রহ্মা বললেন—"যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান গর্ভ-সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলাচ্ছলে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আদি দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সুযজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন। সুযম ইন্দ্রদেবরূপে ত্রিলোকের (ঊর্ধ্ব, অধো এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখভার হরণ করেছিলেন বলে মানব জাতির পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে হরি নামে অভিহিত করেছিলেন। ভগবান তারপর কপিলদেব রূপে প্রজাপতি কর্দম এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির পুত্ররূপে নয়জন রমণীসহ (ভগ্নী) অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি এই জন্মেই প্রকৃতির গুণরূপ

পঙ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে কপিলদেবের প্রদর্শিত পন্থায় মুক্তি লাভ করেছিলেন। অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।' তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যদু, হৈহয় আদি নৃপতিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করার বাসনা করে আমি তপস্যা করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুঃসন রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বকল্পে প্রলয়ে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুঃসনেরা তা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে মুনিগণ তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের নিজস্ব পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি ধর্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর এবং নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের সঙ্গিনী অপ্সরাগণ তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে যখন দেখল যে তাদের মতো বহু সুন্দরীগণ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল। শিবের মতো মহাবলবান ব্যক্তিরা তাঁদের রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু ক্রোধের অতীত ভগবানের অমল অন্তঃকরণে ক্রোধ কখনো প্রবেশ করতে পারে না, অতএব তাঁর মনে কিভাবে কাম আশ্রয় গ্রহণ করবে?"

"রাজার সমক্ষে ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন, উপরিস্থিত এবং অধঃস্থিত মহর্ষিগণ যাঁর স্তব করে থাকেন। মহারাজ বেন উৎপথগামী হয়েছিল এবং তখন ব্রাহ্মণদের বজ্র-কঠোর শাপবাক্যে তার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়। সে নরকে পতিত হতে থাকলে ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় এবং তাকে পরিত্রাণ করার জন্য ভগবান পৃথু অবতারে তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং সর্বপ্রকার শস্য পৃথিবী থেকে দোহন করেন। মহারাজ নাভি এবং তাঁর পত্নী সুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান আবির্ভূত হয়ে ঋষভদেব নামে পরিচিত লাভ করেন। তিনি মনের সাম্যভাব লাভের জন্য জড়-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই অবস্থাকে পারমহংসপদ বা মুক্তির চরম সিদ্ধ অবস্থা বলে মনে করা হয়, যে স্তরে জীব তার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে পূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্ত হয়। ভগবান আমার (ব্রহ্মার) অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হয়গ্রীব অবতার রূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুবর্ণস্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ বেদ এবং সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে সমস্ত মধুর বৈদিক স্তোত্র ধ্বনিত হয়েছিল।"

"কল্পান্তে সত্যব্রত নামক ভাবী বৈবস্বত মনু দেখতে পাবেন যে মৎস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাত্মাদের আশ্রয়। কেননা কল্পান্তে প্রলয়-বারির ভয়ে ভীত হয়ে বেদ-সমূহ আমার (ব্রহ্মার) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জলরাশি দর্শন করে উৎফুল্ল হন এবং বেদ-সমূহকে রক্ষা করেন। আদিদেব ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতলাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, দন্ত ও ভীষণ বদনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী দৈত্যরাজকে (হিরণ্যকশিপুকে) তাঁর উরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলেন। অধিক বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যূথপতি গজরাজের পদ ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে তার শুণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম ধারণ করে ভগবানকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আদি পুরুষ, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি! হে পরিত্রাণকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দিব্য নাম স্মরণ করা মাত্রই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।' চক্রপাণি শ্রীহরি সেই শরণার্থী গজরাজের আর্তনাদ শ্রবণ করে

পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের শুঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"গুণাতীত ভগবান অদিতি-পুত্র আদিত্যদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান বিষ্ণু পদনিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার ছলে তিনি বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমগ্র ভুবন অধিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষার ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন, কেননা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করতে সমর্থ জনেরা সব কিছু করতে পারলেও যাচ্ঞা ব্যতিরেকে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট করা তাদেরও কর্তব্য নয়। বলি মহারাজ, যিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের পদধৌত জল ধারণ করেছিলেন, তাঁর গুরু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেননি। ভগবানের তৃতীয় চরণ রাখবার জন্য তিনি তাঁর দেহ নিবেদন করেছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে স্বর্গরাজ্যও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীয় বলের দ্বারা অধিকার করেছিলেন।"

"হে নারদ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিযোগ এবং ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তরাই কেবল সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মন্বন্তর অবতারে ভগবান মনুর বংশধররূপে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুষ্কৃতকারী রাজাদের দমন করেন। সর্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে তাঁর রাজ্য শাসনের মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনেরও ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকেও বিস্তার লাভ করেছিল। ভগবান ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর রুগ্ন জীবদের তাঁর স্বীয় কীর্তির দ্বারা অচিরেই রোগ নিরাময় করেন এবং তার প্রভাবেই দেবতারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিরন্তর মহিমান্বিত হন। পূর্বে দৈত্যদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর বিষয়ক বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন। যখন ক্ষত্রিয় নামধারী শাসকেরা পরম সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের অভিলাষী হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ সেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সাধন করেছিলেন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশে অন্তরঙ্গা-শক্তি সীতাদেবীর পতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণ তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তার ফলে চরমে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা সীতার বিরহে ব্যথিত হয়ে (ত্রিপুর দগ্ধ করতে ইচ্ছুক) মহাদেবের মতো ক্রোধে আরক্তিম নয়নে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তখন সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানের ক্রোধাগ্নির তাপে দগ্ধ হচ্ছিল। রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হয়েছিল এবং তাদের ভগ্ন অংশসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিকসমূহ আলোকিত হয়েছিল, রাবণ তখন তার শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অট্টহাস্য করতে করতে বিচরণ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরস্ত্রী হরণকারী রাবণের সেই হাস্যকে তাঁর ধনুকের টঙ্কার মাত্রই প্রাণের সঙ্গে বিনাশ করেছিলেন।"

"পৃথিবী যখন অসুরস্বরূপ নৃপতিদের সৈন্যসমূহের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তখন সে ভার অপনোদনের জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামসহ ভগবান তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন। তাঁর মহিমা কেউই যথাযথভাবে অনুমান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মাতৃক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র শিশুরূপে বিশাল শরীরা পুতনা

রাক্ষসীর প্রাণবধ, তিনমাসের শিশু অবস্থায় পদাঘাতে শকট ভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে গমনপূর্বক গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের উৎপাটন, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? যখন গোপ বালকেরা এবং তাদের পশুরা যমুনার বিষাক্ত জল পান করেছিল, ভগবান (তাঁর বাল্য অবস্থায়) তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে ঝাঁপ দিয়ে তিনি খেলার ছলে বিষের তরঙ্গ উদ্‌গীরণকারী কালীয় নাগকে দণ্ড দান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত কে এইপ্রকার অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে? কালীয় নাগকে দণ্ড দান করার পর সেই রাত্রেই যখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন, তখন শুষ্ক পাতা থেকে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য ব্রজবাসীদের জীবন সংশয় হয়ে উঠলে ভগবান বলদেবসহ কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলন করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এমনই অলৌকিক ভগবানের কার্যকলাপ।"

"গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা) যখন প্রচুর রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বন্ধন করার পক্ষে সে সমস্ত রজ্জুই অপর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেই প্রয়াস ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে জৃম্ভন করার ছলে তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন; তখন তাঁর মা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের যোগমায়ার প্রভাবে তিনি ভিন্নভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে বরুণপাশের ভয় থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ময়দানবের পুত্র যখন গোপবালকদের পর্বতের গুহায় আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রজবাসীরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার ফলে রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিজ্জগতের সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরস্কৃত করতেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণ করে। বৃন্দাবনের গোপেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নিরন্তর মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকলে বৃন্দাবন ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ পশুদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতার মতো এক হাতে ধারণ করেছিলেন। ভগবান যখন শুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিশিতে বৃন্দাবনের বনে মধুর সঙ্গীতের দ্বারা ব্রজবধূদের কামপীড়া উদ্দীপিত করে রাসনৃত্য করতে উন্মুখ হবেন, তখন ধনাঢ্য কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক দৈত্য সেই ব্রজরমণীদের হরণ করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার ধড় থেকে মস্তকটি ছেদন করবেন। প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, অরিষ্ট, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, যবন, নরকাসুর এবং পৌণ্ড্রকের মতো অসুরেরা তথা শাল্বের মতো মহারথী, দ্বিবিদ বানর এবং বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ এবং রুক্মি প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজাগণ, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির সঙ্গে অথবা বলদেব, অর্জুন, ভীম ইত্যাদি নামে তাঁরই সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে। এইভাবে নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে অথবা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হবে। কালক্রমে মানুষেরা যখন সঙ্কুচিত বুদ্ধি এবং অল্প আয়ুসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে বলে বিবেচনা করে ভগবান সত্যবতীর পুত্র (ব্যাসদেব) রূপে আবির্ভূত হয়ে যুগের পরিস্থিতি অনুসারে বেদরূপী কল্পবৃক্ষকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করবেন। নাস্তিক অসুরেরা বৈদিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে, মহাবিজ্ঞানী ময়দানব কর্তৃক নির্মিত মহাকাশযানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি উপধর্ম প্রচার করবেন।"

"তারপর কলিযুগের শেষে, যখন তথাকথিত সাধু এবং উচ্চতর তিন বর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত শূদ্র অথবা তার

থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের হাতে ন্যস্ত হবে, এবং যখন স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবির্ভূত হবেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ; তারপর স্থিতি সময়ে শ্রীবিষ্ণু, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সমন্বিত দেবতাগণ এবং বিভিন্ন লোকের রাজাগণ; এবং সংহারকালে অধর্ম, রুদ্র, এবং ক্রোধী নাস্তিক ইত্যাদি এরা সকলেই বহু শক্তিধারী ভগবানের শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে? কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বিষ্ণুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বে প্রকৃতির তিন গুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ-বিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান হয়েছিল। আমি বা তোমার অগ্রজ মুনিগণও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কিভাবে তাঁকে জানবে? ভগবানের প্রথম অবতার শেষ সহস্র বদনে তাঁর গুণাবলী নিরন্তর গান করেও এখনও পর্যন্ত তার সীমা পাননি। যাঁরা নিষ্কপটে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জানতে পারেন। কিন্তু যারা কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য এই জড় দেহটির প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই তা পারে না।"

"হে নারদ, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানি কিভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানের শক্তি তুমি, ভগবান শিব, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁর পত্নী শতরূপা, মনু-সন্তান প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি, দেবহূতি, প্রসূতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, বেনের পিতা অঙ্গ, মহারাজ ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, মহারাজ জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব গোস্বামী, অর্জুন, অরিষ্টসেন, বিদুর, শ্রুতদেব ইত্যাদি ব্যক্তিরা অবগত আছেন। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তি যোগে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর আদি পাপজীবীরাও এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হয়ে মায়ার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ব্রহ্ম-উপলব্ধি শোকরহিত অসীম আনন্দে পূর্ণ। তা অবশ্যই পরম পুরুষ ভগবানের পরম পদ। তিনি নিত্য ক্ষোভরহিত এবং অভয়। তিনি জড় পদার্থের বিপরীত পূর্ণ চেতনাময়। নির্মল এবং ভেদরহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যের পরম কারণ। তাঁর সকাম কর্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, এবং মায়া তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারে না। এইপ্রকার অপ্রাকৃত অবস্থায়, জ্ঞানী অথবা যোগীদের মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংযত করার, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করার অথবা ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেমন বর্ষার নিয়ন্ত্রণকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করার কষ্ট করতে হয় না। যা কিছু মঙ্গলময় সে সবেরই পরম প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জড় অথবা চিন্ময় অস্তিত্বে জীবের সমস্ত কার্যের ফল তিনিই প্রদান করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম উপকারী। প্রতিটি জীবই জন্মরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব জড় দেহের বিনাশের পরেও বর্তমান থাকে।"

"হে পুত্র, আমি তোমাকে সংক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব বর্ণনা করলাম, যিনি হচ্ছেন এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি বিনা এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের আর অন্য কোন কারণ নেই। হে নারদ, এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলেছিলেন। এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বিজ্ঞান সম্প্রসারিত কর। নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা কর যাতে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিয়মিত ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না।"

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দেবতার ন্যায় দর্শন বিশিষ্ট শ্রীনারদমুনি কেমনভাবে এবং কাদের কাছে প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন?"

রাজা বললেন—"আমি অপূর্ব শক্তিমান শ্রীহরির কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক, যা সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের পক্ষে কল্যাণকর।"

"হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, দয়া করে আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমাত্মায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেশিত করে আমার কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি। যাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রকাশিত হন। পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দরূপী অবতার (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত) স্বরূপ সিদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে ভাবরূপ কমলাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড়জাগতিক আসক্তি প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে, ঠিক যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে কর্দমাক্ত জলাশয়ের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে, ভগবানের সেই ভক্ত কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। কেননা সেখানে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন, ঠিক যেমন দীর্ঘ ক্লেশকর পথ ভ্রমণের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পথিক সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়।"

"হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীব কি কোন কারণের বশবর্তী হয়ে নাকি ঘটনাচক্রে আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়? আপনি তা জানেন, তাই আপনি দয়া করে আমাকে তা বলুন। যাঁর উদর থেকে পদ্ম নাল প্রাদুর্ভূত হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি তাঁর ক্ষমতা এবং পরিমিত অনুসারে বিরাট শরীরযুক্ত হন, তাহলে তাঁর সেই শরীর এবং সাধারণ জীবের শরীরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যাঁর জন্ম কোন জড় উৎস থেকে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল থেকে হয়েছে এবং সেই সূত্রে যিনি জন্মরহিত, সেই ব্রহ্মা জড় জগতের সমস্ত প্রাণীসমূহের স্রষ্টা। ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক তাদের পালকগণসহ বিরাট পুরুষের বিরাট শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত। আমি এও শুনেছি যে বিভিন্ন ভুবন হচ্ছে বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর। কিন্তু তাদের প্রকৃত স্থিতি কি? দয়া করে আপনি কি তা বিশ্লেষণ করবেন? দয়া করে আপনি সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অন্তর্বর্তী কাল (কল্প), গৌণ সৃষ্টি (বিকল্প) এবং

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শব্দের দ্বারা সূচিত কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। দেবতা, মানুষ ইত্যাদি নামে পরিচিত বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবের আয়ুর কাল এবং পরিমিতি সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করুন।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি কালের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পরিমিতির কারণ এবং কর্ম অনুসারে কালের কিভাবে সূচনা হয়, তা বর্ণনা করুন। কিভাবে বিভিন্ন গুণ থেকে উৎপন্ন ফলের এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীব দেবতা থেকে অত্যন্ত নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত উন্নীত হয় অথবা অধঃপতিত হয়, সেই সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বিশ্লেষণ করুন।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন ভূমি, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এবং সেই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত প্রাণীরা বাস করে তাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়। বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহাত্মাদের চরিত্র এবং যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট হয়, তাও কৃপা করে বলুন। বিভিন্ন যুগ, তাদের পরিণাম, যুগধর্মসমূহ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির যুগাবতারদের অতি আশ্চর্য কার্যকলাপ আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন। কৃপা করে এও বলুন যে মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম কি, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্তব্য কি, বর্ণাশ্রম ধর্ম কি, রাজর্ষিদের ধর্ম কি, এবং বিপদাপন্ন মানুষদের ধর্ম কি। সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ এবং তাদের সংখ্যা, তাদের কারণ এবং তাদের লক্ষণ, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধিও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। মহান যোগীদের ঐশ্বর্য কি এবং তাঁদের চরম উপলব্ধি কি? সিদ্ধ যোগী কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন? ইতিহাস পুরাণ আদি শাখা সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত জ্ঞান কি? দয়া করে আপনি বলুন জীবের উৎপত্তি কিভাবে হয়, কিভাবে তাদের পালন হয় এবং কিভাবে তাদের সংহার হয়। ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় কি কি। বৈদিক বিধি এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ কি, এবং ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের সাধনের বিধি কি? দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন ভগবানের শরীরে লীনপ্রাপ্ত জীবাদির সৃষ্টি হয় কিভাবে, পাষণ্ডীদের উৎপত্তি হয় কিভাবে, এবং জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ কি এবং তার স্বরূপে সে কিভাবে অবস্থান করে। স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর লীলা আস্বাদন করেন, এবং প্রলয়ের সময় তিনি সে সমস্ত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হে মহামুনি, আমি প্রথম থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি এবং যে সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করতে পারিনি, কৃপাপূর্বক আপনি যথাযথভাবে সে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করুন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন। হে মহর্ষি! আত্মযোনি ব্রহ্মার মতো আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই জগতে অন্যান্য সকলে পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের আচরিত বিষয়েরই অনুসরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ! যেহেতু আমি আপনার বাণী-সমুদ্র থেকে প্রবাহিত অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত পান করেছি, তাই আমি অনশনজনিত কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না।"

সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে ভক্তসহ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতে আমন্ত্রিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কল্পে ভগবান ব্রহ্মাকে যে বেদগর্ভ ভাগবত নামক পুরাণ বলেছিলেন, তা বলতে আরম্ভ করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পাণ্ডুবংশের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, এবং তাই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন।"

নবম অধ্যায়

ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ চেতনায় জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। সেই সম্পর্ক স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট দেহের কার্যকলাপ দর্শন করার মতো। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নানা রূপবিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়, এবং সেই মায়ারই গুণসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার অভিমান করে। জীব যখন তার মহিমান্বিত স্বরূপে অবস্থিত হয়ে কাল এবং জড়া প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করে, তখনই জীবনের এই দুটি ভ্রান্ত ধারণার (আমি এবং আমার) মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার শুদ্ধ স্বরূপে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়।"

"হে রাজন্! ব্রহ্মার ভক্তিময় নিষ্কপট তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সম্মুখে নিজের শাশ্বত দিব্য রূপ প্রকাশ করলেন। বদ্ধ জীবদের পবিত্র করার এইটি হচ্ছে অভীষ্ট লক্ষ্য। প্রথম গুরু এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পেলেন না; এবং জড় জগৎ সৃষ্টি করার বিষয়ে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন তখন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে এই কার্য শুরু করা যায়। তিনি বুঝতে পারেননি কোন্ পন্থায় এই কার্য সম্পাদন করা যায়। তিনি যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন জলের মধ্য থেকে দুটি অক্ষর তিনি দুবার উচ্চারিত হতে শুনতে পেলেন। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের ষোড়শ অক্ষর (অর্থাৎ ত) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ প)। হে রাজন! এই তপ শব্দটি নিষ্কিঞ্চন ত্যাগীর একমাত্র ধন বলে পরিজ্ঞাত। সেই শব্দটি শুনে ব্রহ্মা চতুর্দিকে সেই শব্দের উচ্চারণকারীকে অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট হয়ে, সেই নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ দিয়ে তপস্যা করাই সমীচীন। ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বর্ষ তপস্যা করেছিলেন। তিনি আকাশে এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ করেন এবং তিনি তা দিব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেছিলেন এবং যে তপস্যা তিনি করেছিলেন তা সমস্ত জীবের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা। এইভাবে তিনি সমস্ত তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী বলে স্বীকৃত হয়েছেন। ব্রহ্মার তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে তাঁর পরম ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করিয়েছিলেন। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম সবরকম জড় ক্লেশ এবং সংসার ভয় থেকে মুক্ত আত্মবিদ্‌দের দ্বারা পূজিত। ভগবানের সেই ধামে রজো ও তমোগুণ নেই, এমনকি সেখানে সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নেই। সেখানে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব তো দূরের কথা, কালেরও প্রভাব নেই। মায়া সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সুর এবং অসুর উভয়েই কোনরকম ভেদবুদ্ধি না করেই ভগবানের পূজা করেন। বৈকুণ্ঠবাসীদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তাঁরা সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁদের নয়ন পদ্ম ফুলের মতো, বসন পীতবর্ণ, অঙ্গ অতি কমনীয় ও সুকুমার; তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যন্ত প্রভাশালী, মণিখচিত পদকাভরণে সমলংকৃত ও অত্যন্ত তেজস্বী। তাঁদের কারো অঙ্গকান্তি প্রবাল, বৈদূর্য ও মৃণালের মতো, এবং তাঁরা অতি দীপ্তিমান কুণ্ডল, মুকুট ও মাল্যসমূহে বিভূষিত। বিদ্যুৎশোভিত নিবিড় মেঘমালামণ্ডিত গগনমণ্ডল যেমন শোভাশালী, তেমনই সেই বৈকুণ্ঠধাম মহাত্মাদের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণী দ্বারা এবং সেখানকার রমণীদের বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কান্তির দ্বারা শোভিত। দিব্য রূপ সমন্বিত লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহচরী বিভূতিগণ সহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবী আনন্দভরে আন্দোলিতা এবং বসন্তের অনুচর ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুগীত হয়ে তাঁর প্রিয়তম ভগবানের

মহিমা গান করেন। ব্রহ্মা দেখলেন যে সেই বৈকুণ্ঠে ভক্তদের প্রভু, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, লক্ষ্মীপতি সর্বশক্তিমান ভগবান সেখানে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রেমপূর্বক সেবিত হয়ে বিরাজ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান সেখানে তাঁর ভৃত্যদের প্রসাদ বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁর মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণীয় রূপ অত্যন্ত প্রসন্নতাময়। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অরুণ নয়ন শোভিত, তাঁর মস্তক কিরীটশোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীচিহ্ন ভূষিত। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং তিনি চতুঃ, ষোড়শ ও পঞ্চ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং অন্যান্য গৌণ শক্তিসহ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর স্বীয় ধামে রম্যমাণ প্রকৃত পরমেশ্বর ভগবান। এইভাবে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল হলেন এবং দিব্য প্রেম ও আনন্দে তাঁর নেত্র প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন। পরমহংসদের মার্গ অনুসরণ করলেই কেবল এই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। তখন প্রেমবশ ভগবান সন্তুষ্ট চিত্তে উপদেশ প্রদানের যোগ্য পাত্র ব্রহ্মার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হয়ে তাঁর হাত ধরে ঈষৎ রুচির হাস্য সহকারে সুমধুর সম্ভাষণে বলতে শুরু করলেন।"

পরম সুন্দর পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—"হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা। সৃষ্টির বাসনায় তুমি যে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। কপট যোগীরা কখনো আমার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না। হে ব্রহ্মা! তোমার মঙ্গল হোক, তুমি আমার কাছে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কেননা আমিই একমাত্র বর প্রদানের কর্তা। শ্রেয় লাভের জন্য সকলে যে পরিশ্রম করে, আমার দর্শনই তার চরম ফল। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম দক্ষতা হচ্ছে আমার ধাম ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করা, এবং তোমার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কেননা আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি শ্রদ্ধা সহকারে কঠোর তপস্যা করেছ। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা! আমার কাছে অবগত হও যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি যখন তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলে তখন আমিই তোমাকে তপস্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই তপস্যা আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার আত্মা। তাই তপস্যা আমার থেকে অভিন্ন। এই প্রকার তপস্যার দ্বারা আমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করি, পালন করি এবং সেই শক্তির দ্বারাই আমি তা সংবরণ করি। অতএব তপস্যাই হচ্ছে বাস্তবিক শক্তি।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে ভগবান। পরম নিয়ন্তারূপে আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং তাই আপনি আপনার অপ্রতিহত প্রজ্ঞার প্রভাবে সকলেরই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবগত। হে প্রভু! তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি কৃপা করে আমার বাসনা চরিতার্থ করুন। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আপনার চিন্ময় রূপ সত্ত্বেও আপনি কিভাবে জড় রূপ পরিগ্রহ করেছেন, যদিও আপনার সে রকম কোন রূপ নেই। আপনি কিভাবে আপনার বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহার করেন, সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন। হে মাধব! দয়া করে সে সমস্ত বিষয়ে আমাকে দর্শনের মাধ্যমে অবগত করুন। উর্ণনাভের মতো আপনি আপনার স্বীয় শক্তি দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, এবং আপনার সংকল্প অচ্যুত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন যাতে আমি আপনার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে আপনার প্রতিনিধিরূপে জীব সৃষ্টির কার্য করতে পারি এবং সেই প্রকার কার্যে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ হয়ে না পড়ি। হে প্রভু, হে অজ! বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে, আপনিও সেভাবে আমার সঙ্গে করেছেন (যেন আমি আপনার সমকক্ষ)। বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টির ব্যাপারে আমি যুক্ত হব এবং এইভাবে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত হব। আমি বিচলিত হব না, কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন তার ফলে আমি নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করে গর্বান্বিত না হই।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং তা ভক্তি সহকারে উপলব্ধি করতে হয়। সেই পন্থার আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ আমি বিশ্লেষণ করছি তুমি তা যত্ন সহকারে গ্রহণ কর। আমার সবকিছু, যথা আমার নিত্যরূপ এবং আমার চিন্ময় অস্তিত্ব, বর্ণ, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক।"

"হে ব্রহ্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব। হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোন কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তার কোন বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো। হে ব্রহ্মা, জেনে রেখ যে মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি। যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এই বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করতে হবে। হে ব্রহ্মা! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ কর, তা হলে কল্পে ও বিকল্পে কোনরকম অহঙ্কার তোমাকে বিচলিত করবে না।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অন্তর্হিত করলেন। ভক্তদের দিব্য আনন্দ প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলে সর্বভূতময় সেই ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে পূর্বপূর্ব কল্পের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। একদা প্রজাপতি এবং ধর্মপতি ব্রহ্মা সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিপূর্বক যম-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী পুত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়তম নারদ, যিনি সর্বদা তাঁর সেবায় তৎপর, এবং তাঁর পিতার উপদেশসমূহ সুশীল আচরণ, বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা পালন করতেন। হে রাজন্! মহর্ষি এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মায়েশ্বর বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে মহারাজ, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি নারদ লোকসমূহের প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন। এরপর পিতা (ব্রহ্মা) তাঁর পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশটি লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবত-পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্! পরম্পরাক্রমে দেবর্ষি নারদ সরস্বতীর তীরে ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানমগ্ন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজন্! ভগবানের বিরাট রূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি পূর্বোক্ত চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা রূপে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।"

দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। দশম তত্ত্বে (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব নয়টি লক্ষণ মহাত্মারা বৈদিক প্রমাণের দ্বারা, কখনও বা সাক্ষাৎ বিশ্লেষণের দ্বারা, কখনও বা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ উপাদানের সৃষ্টি যথা—পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন—এদের বলা হয় সর্গ। আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ, তার নাম 'স্থিতি'; তাঁর ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, এর নাম 'পোষণ'; তাঁর অনুগৃহীত মনুদের ভগবদুপাসনার নির্দেশ স্বরূপ ধর্মই 'সদ্ধর্ম'; এই প্রকাশ ভিত্তিতে যে বহুবিধ কর্মবাসনা, তার নাম 'উতি'। শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত্র এবং তাঁর ভক্তদের নানাবিধ উপাখ্যান "ঈশকথা" বলে উক্ত হয়েছে। মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার পর উপাধিসহ জীবদের যে শয়ন, তার নাম "নিরোধ"; মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপ পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম "মুক্তি"। যাঁর থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং যাঁর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে অভিহিত হন। তিনি আশ্রয়—তিনি পরম সত্য।"

"বিবিধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ, ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে বলা হয় আধিদৈবিক পুরুষ এবং চক্ষুগোলকে দৃষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় আধিভৌতিক পুরুষ। জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সব কটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই বিরাট পুরুষ (মহাবিষ্ণু), কারণ-সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং শয়ন করার ইচ্ছা করে দিব্য জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন এবং তাই স্পষ্টভাবে তিনি নর বা পুরুষ। সেই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত সেই দিব্য জলরাশি তাই নার বলে কথিত। যেহেতু তিনি সেই জলে শয়ন করেন তাই তার নাম নারায়ণ। নিজের সৃষ্ট সেই জলে তিনি হাজার হাজার বছর বাস করতে লাগলেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং এই সবের ভোক্তা জীব কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই বর্তমান, এবং তিনি উপেক্ষা করলে আর তাদের অস্তিত্ব থাকে না। পরমেশ্বর ভগবান বহু রূপে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন এবং হিরণ্ময় বীর্যকে মায়াশক্তির দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত করলেন।"

"ভগবানের শক্তি কিভাবে অধিদৈব, অধিআত্ম এবং অধিভূত এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তা আমার কাছে শ্রবণ কর। মহাবিষ্ণুর দিব্য শরীরের হৃদয়াকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি উৎপন্ন হল। তারপর সমস্ত জীবনী শক্তির উৎসস্বরূপ প্রাণশক্তি উৎপন্ন হল। রাজার অনুচরেরা যেমন তাদের প্রভুর অনুগমন করে, তেমনই জীবদেহের ব্যষ্টি প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিশ্চেষ্ট হলে সমস্ত জীবদেহের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও স্তব্ধ হয়। প্রাণশক্তি কর্তৃক ক্ষোভিত হয়ে বিরাট পুরুষের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, এবং যখন তিনি আহার এবং পান করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মুখ বিকশিত হয়। মুখ থেকে তালু প্রকট হয় এবং তারপর জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উৎপত্তি হয় যাতে জিহ্বা তাদের আস্বাদন করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যখন কথা বলতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে বাক্ (ইন্দ্রিয়) ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি প্রকাশিত হলেন। পরে তিনি যখন জলে শয়ন করেছিলেন, তখন এই সমস্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ ছিল। তারপর পরম পুরুষ যখন ঘ্রাণ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাসিকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন হল, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে গন্ধবহনকারী বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও প্রকাশিত হলেন। এইভাবে সব কিছু যখন অন্ধকারে ছিল, ভগবান তখন নিজেকে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন চক্ষু, আলোকের দেবতা সূর্য, দৃষ্টিশক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ সব কিছু প্রকট হয়েছিল। ঋষিদের জানবার ইচ্ছা বিকশিত হবার ফলে কর্ণ, শ্রবণ শক্তি, শ্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং শ্রোতব্য বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। ঋষিগণ পরমাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনা করেছিলেন। যখন কোমলতা, কাঠিন্য, উষ্ণতা, শীতলতা, লঘুতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি ভৌতিক গুণাবলী অনুভব করার বাসনা হয়েছিল, তখন ত্বক, রোমকূপ, দেহের রোম এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী

দেবতাগণ (বৃক্ষসমূহ) উৎপন্ন হয়েছে। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে বায়ুর আবরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে স্পর্শানুভূতি প্রকট হয়েছে। তারপর পরম পুরুষ যখন বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র প্রকাশিত হন, সেই সঙ্গে হস্ত এবং দেবতা উভয়েরই উপর নির্ভরশীল কার্যও প্রকট হয়। তারপর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছার ফলে তাঁর পা প্রকট হয়, এবং তাঁর পা থেকে পায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মানুষেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ তাদের কর্তব্যকর্মে যুক্ত হয়। তারপর মৈথুন সুখের জন্য, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য এবং স্বর্গের অমৃত আস্বাদনের জন্য ভগবান জননেন্দ্রিয় প্রকাশ করেছেন। এই জননেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন প্রজাপতি। মৈথুন সুখের বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারপর ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে মলদ্বার স্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হল এবং তারপর পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্র প্রকাশিত হলেন। পায়ু ইন্দ্রিয় এবং ত্যক্ত বস্তু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছেন মিত্র দেবতা। তারপর যখন তিনি এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন নাভি, অপান বায়ু এবং মৃত্যু একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যু এবং অপান বায়ু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছে নাভি। যখন তাঁর আহার এবং পান করার ইচ্ছা হয়েছিল তখন কুক্ষি, অন্ত্র, ও নাড়ীসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল; নদী এবং সমুদ্রসমূহ তুষ্টি এবং পুষ্টির উৎস। যখন তাঁর স্বীয় মায়ার কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন হৃদয় (মনের অধিষ্ঠান), মন, চন্দ্র, সংকল্প এবং অভিলাষ উৎপন্ন হয়েছিল। দেহের সপ্তধাতু, যথা ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি উৎপন্ন হয়েছে মাটি, জল এবং অগ্নি থেকে। আর আকাশ, জল এবং বায়ু থেকে প্রাণবায়ু প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং গুণসমূহ অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। মন সর্ব প্রকার জড় অভিজ্ঞতার (সুখ এবং দুঃখ) দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং বুদ্ধি মনের বিবেচনা করার ক্ষমতাস্বরূপ। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা রূপ পৃথিবী আদি অষ্ট আবরণের দ্বারা আবৃত, যা আমি পূর্বে আপনার কাছে বিশ্লেষণ করেছি।"

"অতএব এর (জড় জগতের) অতীত এক দিব্য জগৎ রয়েছে যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সেই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই; তাই তা বাণী অথবা চিন্তার অতীত এবং তা জড় ধারণা থেকে ভিন্ন। জড় দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের যে উপরোক্ত বর্ণনা আপনার কাছে করলাম, তা ভগবানের সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং বৈচিত্র্যের বিষয় হয়ে নিজেকে এক অপ্রাকৃত রূপে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, তথাপি মনে হয় যেন তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত।"

"হে রাজন্। জেনে রাখুন যে, সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পর্বত, স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, আদি চতুর্বিধ প্রাণী, জলচর, ভূচর ও খেচরসমূহ সুখী, অসুখী অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্র অবস্থায় সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে। সত্ত্ব, রজো এবং তমো, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অনুসারে দেব, নর এবং নারকী, এই তিন প্রকার জীব রয়েছে। হে রাজন্! এমনকি একটি গুণ প্রকৃতির অপর দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুনরায় তিনটি গুণে বিভক্ত হয়, এইভাবে প্রতিটি জীব অন্য গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অভ্যাস অর্জন করে। পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পালনকর্তা রূপে, সৃষ্টির পর বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্য, মনুষ্যেতর জীবসমূহ এবং দেবতাদের মধ্যে সব রকম বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। তারপর কল্পান্তে ভগবান রুদ্ররূপে সমগ্র সৃষ্টিকে সংহার করবেন, ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মহান্

তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত রূপের অতীত ভগবানের অধিক মহিমামণ্ডিত দিব্য কার্যকলাপ দর্শন করার উপযুক্ত। এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার কার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত হন না। বেদে তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের যে বর্ণনা রয়েছে, তা কেবল জড়া প্রকৃতি যে স্রষ্টা নয়, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টি এবং সংহারের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একদিনের বিধির বিধান। এটি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিরও বিধি, যাতে প্রকৃতি নিহিত থাকে।"

"হে রাজন্, যথাসময়ে আমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সময়ের মাপ এবং তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা করব। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পাদ্মকল্পের বিষয়ে বলবো, শ্রবণ করুন। শৌনক ঋষি সৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু শ্রবণ করার পর সূত গোস্বামীর কাছে বিদুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, কেননা সূত গোস্বামী তাঁকে পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, কিভাবে বিদুর তাঁর অতি অপরিহার্য আত্মীয়-স্বজনদের বর্জন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।"

শৌনক ঋষি বললেন—"দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছিল। বিদুর কি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে মৈত্রেয় কি বলেছিলেন। দয়া করে আপনি আমাদের এও বলুন বিদুর কেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এবং কেন তিনি পুনরায় গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তীর্থ পর্যটন করার সময় বিদুর কি করেছিলেন তাও আপনি আমাদের বলুন।"

সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন—"মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি যা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন বলব। দয়া করে তা শ্রবণ করুন।"

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

তৃতীয় স্কন্ধ

(সৃষ্টির স্থিতি)

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহান ভগবদ্ভক্ত বিদুর তাঁর সমৃদ্ধিশালী গৃহ ত্যাগপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন। পাণ্ডবদের গৃহের কথা আর কি বলার আছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের গৃহকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল? হে প্রভু, দয়া করে আপনি তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান শুদ্ধ ভক্ত এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়ের কাছে তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোচ্চ স্তরের এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রদের পাপবাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল। দেবতুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষীর কেশাকর্ষণ করার নিন্দনীয় কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুমকুম বিধৌত করেছিল। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে বন থেকে ফিরে এসে তিনি যখন তাঁর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অংশভাগ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অর্জুন কর্তৃক জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় প্রেরিত হয়েছিল এবং যদিও তাঁর বাণী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন) শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বহুমানন করেনি। বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদ্‌রা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।"

বিদুর বলেছিলেন—"আপনার অন্যায়ের ফলে দুর্বিষহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করছে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য রাজ্যভাগ আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। অবশ্যই আপনি তার ভয়ে ভীত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথার পুত্রদের তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণসহ বিরাজ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু। আপনি মূর্তিমান পাপস্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্ররূপে পালন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণবিদ্বেষীকে পালন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্মীছাড়াকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল সাধন করুন।"

"যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ বহুমানন করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন দুর্যোধন ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে কম্পিত অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্যোধন তখন কর্ণ, তার কনিষ্ঠ

ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুনিসহ পরিবৃত ছিল। এই দাসীপুত্রকে এখানে কে ডেকে এনেছে? এ এতই কুটিল যে, যাদের অন্নে পুষ্ট হয়েছে, তাদেরই বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক এবং কেবল তার শ্বাসমাত্র যেন সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।"

"এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়ার খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি। বিদুর তাঁর পুণ্যফলের প্রভাবে কৌরবদের পুণ্যার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করেছিলেন। তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্যটন করেছিলেন। পৃথিবী পর্যটন করার সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধানের ব্রত পালন করেছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল পবিত্র ও স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবধূতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর শয্যা, তবুও পবিত্র তীর্থে স্নান করার ফলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অগোচর ছিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্যটন করতে করতে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক শক্তির অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন। প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আগুনে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধানলে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন। সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ রয়েছে, যথা—(১) ত্রিত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃথু, (৫) অগ্নি, (৬) অসিত, (৭) বায়ু, (৮) সুদাস, (৯) গো, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন। এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অঙ্কিত ছিল এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

"তারপর সমৃদ্ধিশালী সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, সৌবীর, মৎস্য, ও পশ্চিম ভারতের কুরুজাঙ্গল নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি যমুনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুভূতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, প্রশান্তমূর্তি ও বৃহস্পতির প্রখ্যাত পূর্বশিষ্য উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার অনুরোধে যে সনাতন পুরুষদ্বয় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) শূরসেনের গৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন তো? হে উদ্ধব! কুরুকুলের পরম হিতৈষী, আমাদের ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তিনি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ এবং তিনি সর্বদা তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধান করেন। হে উদ্ধব! যদুদের সেনানায়ক এবং পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যুম্ন এখন কেমন আছেন? রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে তাঁদের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে বন্ধু! সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হদের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন এখন ভাল আছেন তো? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন,

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হে সৌম্য! সাম্ব ভাল আছে তো? তাঁর রূপ ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে শিবপত্নী অম্বিকার গর্ভে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং এখন এই জন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন। হে উদ্ধব! যুযুধান কুশলে আছেন তো? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেরও দুর্লভ চিন্ময় পদ লাভ করেছেন। স্বফল্কনন্দন অক্রূর ভাল আছেন তো? তিনি নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে ধৈর্যহারা হয়ে সেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন। বেদ যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, তেমনই দেবক-ভোজরাজের কন্যা দেবকী দেবমাতা অদিতির মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (দেবকী) ভাল আছেন তো? অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? তিনি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূরণকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে ঋগ্‌বেদের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিষ্ণুর চতুর্থ ব্যূহ। হে সৌম্য! এছাড়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের অন্তরাত্মারূপে জেনে চিরকাল তাঁরই অনুসরণ করেন, সেই হৃদীক, চারুদেষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র—এঁরা সকলে ভাল আছেন তো? মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে রাজ্যশাসন করছেন তো? পূর্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাহুদ্বয়সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ঘূর্ণন করতে করতে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করতেন এবং যাঁর গদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না, সেই সর্পের মতো অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, অজেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো? যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হয়েও কপট কিরাতবেশধারী শিব তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করেছিলেন এবং মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান গাণ্ডীব ধনুর্ধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো? যে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ভ্রাতাদের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো? চক্ষু যেমন পক্ষ্মের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি তাঁরা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণ করেন, তাঁরাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হে উদ্ধব! পৃথা কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীবনধারণ করছিলেন; তা না হলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অধিরথ যিনি একাকী ধনুকমাত্র সহায় করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ব্যতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।"

"হে সৌম্য! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে ভ্রাতার দ্রোহ করেছেন, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি হচ্ছি তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করি। তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। সকলের অলক্ষ্যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা অন্যের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং তার ফলে আমি সর্বতোভাবে সুখী। ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপথগামী হয়ে যে সমস্ত নৃপতিরা তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুঃখ উৎপাদন করেছে, তাদের বিনাশ করে শরণাগত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম অপরাধে অপরাধগ্রস্ত কুরুদের বিনাশ করেননি। ভগবান গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে? হে সখে! তাই দয়া করে সেই ভগবানের

মহিমা কীর্তন কর, যাঁর মহিমা তীর্থস্থানসমূহে কীর্তিত হয়। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শরণাগত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনন্য ভক্ত যদুদের বংশে আবির্ভূত হয়েছেন।"

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধীয় কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন ভগবৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষম হলেন। তিনি বাল্যকালে, পাঁচ বছর বয়সে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর মা তাঁকে প্রাতঃরাশ করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না। উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর দেহ অচল হয়ে রইল। তীব্র ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণরূপ অমৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে মগ্ন হচ্ছেন। বিদুর পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ উদ্ধবের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিদুর বুঝতে পারলেন যে, উদ্ধব প্রগাঢ় ভগবৎ প্রেমলাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।"

মহান্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম থেকে মনুষ্যলোকে ফিরে এলেন এবং চোখ মুছে তাঁর পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন—"হে প্রিয় বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, অতএব আমাদের কুশল সম্বন্ধে আমি আর কি বলব? সমস্ত গ্রহলোকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী এবং তার থেকে অধিক দুর্ভাগা হচ্ছে যদুবংশের সদস্যরা, কেননা তাঁরা শ্রীহরিকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্র সমুদ্রে থাকার সময় মাছেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। যাদবেরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ভক্ত, তাঁরা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্যামীরূপেই জানতেন। ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন। ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ। ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রূপ দর্শন করে এই অনুমান করেছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্য নির্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তা সমস্তই এই শ্রীমূর্তি প্রকাশে নিঃশেষিত হয়েছে। হাস্য, প্রমোদ ও দৃষ্টি বিনিময়ের লীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাঁদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হয়েছিল, এবং তাঁদের স্ব-স্ব কার্য সমাপ্ত না হলেও, তাঁরা নিশ্চেষ্টের মতো অবস্থান করেছিলেন।"

"চেতন ও জড় উভয় সৃষ্টিরই পরম কৃপাময় নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু যখন তাঁর শান্তশিষ্ট ভক্ত এবং জড়া প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মহত্তত্ত্বসহ অগ্নিসদৃশ আবির্ভূত হন। আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি—জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে ব্রজে বাস করেছিলেন এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছিলেন—এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ঘটনা আমার মনে খেদ উৎপন্ন করে। শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার চরণ সেবা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মাতঃ! হে পিতঃ! দয়া করে আপনারা আমাদের (আমার ও বলরামের) অক্ষমতা ক্ষমা করুন।" ভগবানের এই প্রকার আর সমস্ত আচরণের স্মৃতি আমার হৃদয়কে ব্যথাতুর করছে। যারা পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তের দ্বারা তাদের সংহার করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের রেণু এমনকি একবার মাত্রও যিনি আঘ্রাণ করেছেন, তিনি কি আর তা বিস্মৃত হতে পারেন? আপনি নিজেও দেখেছেন কিভাবে চেদিরাজ (শিশুপাল) কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও, যোগীরা সম্যক্ যোগ অনুশীলন করার প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, সেই সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর বিরহ কে সহ্য করতে পারে? তেমনই অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণের আঘাতে পবিত্র হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর মুখকমলের শোভা তাঁদের নয়ন দ্বারা পান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনের অধীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী স্বতন্ত্র পরম পুরুষ। অসংখ্য লোকপালেরা তাঁদের মুকুট তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করে বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা তাঁর পূজা করেন।"

"হে বিদুর, রাজসিংহাসনে আসীন উগ্রসেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), "মহারাজ, দয়া করে অবধান করুন" এই বলে নিবেদন করতেন, সেই কথা স্মরণ হওয়ার ফলে আমার মতো ভৃত্যদের অন্তঃকরণ কি ব্যথিত হয় না?"

"আহা! দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীর যোগ্য গতি লাভ করেছিল। তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে যে, আমি তার শরণাপন্ন হব? ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরেরা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর প্রতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে তার্ক্ষ্য (কশ্যপ) পুত্র গরুড়ের স্কন্ধে চক্র হস্তে তাঁকে তাদের সম্মুখে দর্শন করেছিল, সেই অসুরদেরও আমি অধিক ভাগ্যবান ভক্ত বলে মনে করি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, ভোজরাজের কারাগারে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, কংসের ভয়ে ভীত পিতা কর্তৃক আনীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গোচারণভূমিতে তিনি এগার বছর আচ্ছাদিত অগ্নির মতো বলদেবসহ বাস করেছিলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর শৈশবে গোপবালক এবং গো-বৎসে পরিবৃত হয়ে পক্ষীকুলের কাকলি কূজনে মুখরিত ঘন বৃক্ষসঙ্কুল যমুনাতটের উপবনে বিচরণ করতেন। ভগবান যখন তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তা কেবল ব্রজবাসীদের কাছেই প্রকট হয়েছিল। কখনও তিনি ঠিক একটি শিশুর মতো রোদন করেছিলেন এবং কখনও হাস্য করেছিলেন এবং তখন তাঁকে একটি মুগ্ধ সিংহ-শিশুর মতো দেখাত। পরম সুন্দর গাভী ও বৃষদের চারণ করতে করতে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের আলয় ভগবান তাঁর বংশী বাজাতেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোপবালকদের উল্লসিত করতেন। ভোজরাজ কংস কর্তৃক কামরূপধারী মহা মায়াবী অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল,

কিন্তু ভগবান লীলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পুতুল ভেঙে ফেলে। কালীয় সর্পের বিষে যখন যমুনার এক অংশ বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মহা দুর্দশায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান তখন সেই সর্পরাজকে দণ্ডদান করে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তারপর নদী থেকে উঠে এসে, যমুনার জল যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি গাভীদের সেই জল পান করিয়েছিলেন। মহারাজ নন্দের সমৃদ্ধিশালী বিত্তসমূহ গো-পূজায় ব্যবহার করার বাসনায় এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে গো, অর্থাৎ গোচারণ ভূমি ও গাভীদের পূজা অনুষ্ঠান করার জন্য।"

"হে সৌম্য বিদুর! দেবরাজ ইন্দ্র অপমানিত হওয়ার ফলে, বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন এবং তার ফলে ব্রজভূমির অধিবাসীরা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের আকারে ধারণ করার লীলাবিলাসের দ্বারা তাঁদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের জোছনায় উজ্জ্বল রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর সঙ্গীতের দ্বারা গোপীদের আকৃষ্ট করে রমণী-সমাজের ভূষণরূপে সুশোভিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।"

❀ ❀ ❀

তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস

শ্রীউদ্ধব বললেন—"তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ মথুরাপুরীতে গিয়ে তাঁদের পিতামাতার আনন্দবিধানের জন্য জনসাধারণের নেতা কংসকে তার সিংহাসন থেকে টেনে এনে মহাবলে তাকে ভূমিতে ফেলে হত্যা করেছিলেন। তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির কাছে থেকে কেবল একবার মাত্র শ্রবণ করে তিনি বিভিন্ন শাখা সমেত সমগ্র বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাঁর গুরুদেবের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর পুত্রকে যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজা এবং রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করার জন্য স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজাদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, গরুড় যেভাবে অমৃত কলস নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। অবিদ্ধনাসা সাতটি বৃষকে দমন করে তিনি রাজকুমারী নাগ্নজিতীকে স্বয়ংবরে বিবাহ করেছিলেন। যদিও ভগবান কন্যারত্নটিকে জয় করেছিলেন, তবুও সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভগবান তাঁদের সকলকে হত্যা করেছিলেন অথবা আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে অক্ষত ছিলেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে পত্নীর প্রীতিসাধন করে, তেমনই তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তার পত্নীর প্ররোচনায় (ক্ষেপ হওয়ার ফলে), ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সমগ্র সামরিক শক্তিসহ তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হয়েছিল। ধরিত্রীর পুত্র নরকাসুর সমগ্র গগনমণ্ডল তার শরীরের দ্বারা গ্রাস করতে চেয়েছিল এবং সেই জন্য যুদ্ধে ভগবান তাকে হত্যা করেন। তার মাতা তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে নরকাসুরের রাজ্য তিনি তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেন এবং

তারপর তিনি সেই অসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা রাজকন্যারা আর্তবন্ধু শ্রীহরিকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ, লজ্জা ও অনুরাগযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নানা গৃহে অবস্থিত সেই সমস্ত রাজকন্যাদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে, একইসময়ে শাস্ত্র বিধিমতে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন। তাঁর অপ্রাকৃত রূপে নিজেকে বিস্তার করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে ঠিক তাঁর নিজের মতো গুণসম্পন্ন দশ-দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি। শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল ও দন্তবক্র আদি বহু অসুরদের কয়েকজনকে তিনি নিজে বধ করেন এবং অন্যদের শ্রীবলদেব ইত্যাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন।"

"হে বিদুর! তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের পক্ষপাতী হয়ে আগত সেই সমস্ত রাজাদেরও ভগবান বিনাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত রাজারা এত শক্তিশালী ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। কর্ণ, দুঃশাসন ও সৌবলের কুমন্ত্রণায় দুর্যোধন হতশ্রী এবং হতায়ু হয়েছিল। তার অনুচরবর্গসহ সে যখন ভগ্ন উরু হয়ে ভূমিতে লুটাচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে তাকে দর্শন করে আনন্দিত হননি।"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগবান বলেছিলেন—" 'দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং ভীমের সহায়তায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত পৃথিবীর বিশাল ভার হ্রাস হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার থেকে উৎপন্ন যদুবংশের মহাভার এখনও বর্তমান, যা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হতে পারে। যখন সেই যাদবেরা মধুপানে উন্মত্ত হয়ে আরক্ত লোচনে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে, তখন সেই বিবাদই তাদের বিনাশের কারণ হবে; অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। আমার অন্তর্ধানের পর তা ঘটবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে এবং সাধুদের বর্ম প্রদর্শন করে সুহৃদদের আনন্দবিধান করেছিলেন। পূরুবংশধরের যে ভ্রূণটি মহাবীর অভিমন্যু কর্তৃক তাঁর পত্নী উত্তরার গর্ভে সংস্থাপিত হয়েছিল, তা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবান তা পুনরায় রক্ষা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় পৃথিবী পালন করে, আনন্দে কালযাপন করেছিলেন। বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবানও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনযাপন করে আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, অমৃততুল্য মধুর বাক্য, নির্দোষ চরিত্রসহ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থলস্বরূপ তাঁর অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সেখানে বিরাজমান ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে (উচ্চতর দিব্যলোকে) বিশেষ করে যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ উপভোগ করেছিলেন। রাত্রে অবসর সময়ে তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান বহু বছর গৃহস্থ জীবনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তারপর প্রপঞ্চে প্রকটিত গৃহস্থসুলভ ক্ষণভঙ্গুর কামভোগের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বাসনা তাঁর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।"

"প্রত্যেক জীব দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং তার ফলে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগও সেই দৈবের অধীন। তাই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে শ্রদ্ধা বা প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব নয়। এক সময় যদু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারেরা খেলা করতে করতে মুনিদের ক্রোধ উৎপাদন করেছিলেন এবং তার ফলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, সেই মুনিগণ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। তার কয়েক মাস পর, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিমোহিত হয়ে, দেবতাদের অবতার বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়েরা মহা আনন্দে তাঁদের রথে চড়ে প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন ভগবানের নিত্য

ভক্ত, তাঁরা দ্বারকাতেই ছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা সকলে স্নান করেছিলেন এবং সেই তীর্থের জল দিয়ে পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা রাজকীয়ভাবে ব্রাহ্মণদের বহু গাভীদান করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের কেবল সুপুষ্ট গাভীই দান করা হয়নি, তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা, রজত, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, রথ, হাতি, ঘোড়া, কন্যা এবং জীবিকানির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমিও দান করা হয়েছিল। তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভগবানকে নিবেদিত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে, মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের প্রণাম করেছিলেন। সেই সমস্ত যাদবেরা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করেছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন

উদ্ধব বললেন—"তারপর, তাঁরা সকলে (বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ) সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপন করে মদিরা পান করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা সকলে হতজ্ঞান হয়ে উন্মত্তের মতো পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের মর্ম স্পর্শ করেছিলেন। বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যেমন বিনাশ সংঘটিত হয়, তেমনই সূর্য অস্তগত হলে সুরাপানে তাঁদের সকলের চিত্ত বিকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের বিনাশ সাধন হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে (তাঁর বংশের) গতি দর্শন করে সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন এবং আচমন করে একটি বৃক্ষের মূলে উপবেশন করেছিলেন। ভগবান শরণাগতের দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন। তাই, তাঁর স্বীয় বংশ ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা করে, তিনি পূর্বেই আমাকে বদরিকা আশ্রমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

"হে শত্রুদমনকারী বিদুর! তাঁর যদুবংশ ধ্বংসের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-বিচ্ছেদের দুঃখ সহনে অসমর্থ হয়ে, আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম। এইভাবে তাঁকে অনুসরণ করে, আমার সংরক্ষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একাকী উপবিষ্ট অবস্থায় আমি দর্শন করেছিলাম। যদিও তিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ, তবুও তিনি নিরাশ্রয়ভাবে সেখানে বিরাজ করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়। তাঁর নেত্রদ্বয় প্রশান্ত এবং প্রভাত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ। তাঁর চতুর্ভুজ ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ এবং পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রের দ্বারা আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলাম যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে, বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সর্বপ্রকার গৃহসুখ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সুহৃৎ ও সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষি ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।"

"শ্রীভগবানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হয়েছিল। ভগবৎ কথা শ্রবণপরায়ণ সেই মুনির সম্মুখে ভগবান মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তি অপনোদন করে বলতে লাগলেন—হে কসু! পুরাকালে যখন অষ্ট বসু এবং অন্যান্য দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য বিস্তারের জন্য

যজ্ঞ করেছিলেন, তখন তুমি আমার সঙ্গ লাভের বাসনা করেছিলে। তোমার অন্তরে অবস্থান করে তোমার মনের সেই বাসনা আমি জানতে পেরেছিলাম। অন্যদের জন্য যদিও তা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি তোমাকে তা দান করেছি। হে সাধো! তোমার সমস্ত জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই চরম জন্ম, কেননা তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করেছ। এখন তুমি এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে আমার দিব্য ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করতে পার। তোমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে এই নির্জন স্থানে তুমি আমার দর্শন লাভ করলে। হে উদ্ধব! পুরাকালে পদ্ম কল্পে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করেছিলাম, মনীষিগণ তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন।"

উদ্ধব বললেন—"হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হয়ে এবং তাঁর সাদর উক্তি শ্রবণ করে গভীর আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন আমি আমার অশ্রু মুছে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এই রকম বলেছিলাম—'হে প্রভু! যে ভক্ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নয়। কিন্তু হে মহান! আমি কেবল আপনার চরণারবিন্দের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত হতে চাই। হে প্রভু! আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন—এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়। হে প্রভু! কালের দ্বারা অখণ্ডিত, অন্তহীন জ্ঞান সমন্বিত এবং সংশয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে ডেকে এনে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, আপনি মোহপ্রাপ্ত না হয়েও যে, মোহাচ্ছন্নের মতো এই সব আচরণ করতেন, তা আমাকে বিমোহিত করছে। হে প্রভু! আপনি আপনার নিজের রহস্য প্রকাশ করে, যে পরম গুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তা যদি আমাদের গ্রহণের যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে কৃপা করে তা ব্যাখ্যা করুন। তা শ্রবণ করলে আমরা অনায়াসে সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে পারব। আমি যখন পরমেশ্বর ভগবানকে আমার হৃদয়ের বাসনার কথা বলেছিলাম, তখন কমলনয়ন ভগবান আমাকে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি আমার গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরম তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অধ্যয়ন করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ও তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর চিত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছি। হে প্রিয় বিদুর! তাঁর দর্শন-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমি এখন উন্মত্তের মতো হয়েছি এবং সেই বেদনা অপনোদনের জন্য, আমি এখন সঙ্গ লাভের জন্য হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে যাচ্ছি, যে সম্বন্ধে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই বদরিকা আশ্রমে ভগবান নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিরূপে অবতরণ করে সমস্ত সৎ জীবাত্মাদের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করছেন।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"উদ্ধবের কাছ থেকে বিদ্বান বিদুর তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বার্তা শ্রবণ করে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তাঁর অসহ্য শোক প্রশমিত করেছিলেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যখন বদরিকা আশ্রমে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁর প্রতি স্নেহ এবং বিশ্বাসবশত এই কথাগুলি বলেছিলেন—'হে উদ্ধব! যেহেতু ভগবানের সেবকেরা অন্যদের সেবা করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন, তাই ভগবান স্বয়ং যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করেছেন, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্বক বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।' "

শ্রীউদ্ধব বললেন—"আপনি মহর্ষি মৈত্রের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন, যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন এবং যিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে পূজনীয়। এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! যমুনার তীরে বিদুরের সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্ধব গভীর শোকে

অভিভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিটি যেন মুহূর্তের মতো অতিবাহিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"সমস্ত বীর যোদ্ধাদের দলপতিদের দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হলে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরিও যখন তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন, তাহলে কেবল উদ্ধব কিভাবে অবশিষ্ট রইলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন্! ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল কেবল একটি ছলনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম ইচ্ছাই তাঁর লীলা সংবরণের প্রকৃত কারণ ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত পরিবর্ধিত তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার পর, তিনি স্বয়ং পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে, এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। আমি এই জড় জগতের দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হলে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবই কেবল আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়ার যোগ্য হবেন। উদ্ধব আমার থেকে কোন অংশেই কম নয়, কেননা তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করুন।"

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, "সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস এবং ত্রিলোকের গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উদ্ধব বদরিকা আশ্রমতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই জড় জগতে আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে বিদুরও উদ্ধবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন, যে বিষয়ের অনুসন্ধান মহর্ষিরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে করে থাকেন। ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং এই জড় জগতে তাঁর অলৌকিক লীলাবিলাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ, তাঁর ভক্ত ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং অধীর-চিত্ত, পশু-স্বভাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পাষণ্ডদের জন্য তা কেবল মানসিক যন্ত্রণার কারণ। শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, সেই কথা মনে করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে, বিদুর উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর, গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করছিলেন।"

❀ ❀ ❀

পঞ্চম অধ্যায়

বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর যিনি ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে নিষ্ণাত ছিলেন, এইভাবে সুরধুনী গঙ্গার উৎসস্থলে (হরিদ্বার) পৌঁছে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি মৈত্রেয়কে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করলেন। সৌম্যতায় পরিপূর্ণ এবং দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে পরিতুষ্ট বিদুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মহর্ষি! এই জগতে সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার ফলে তাদের জড় সুখও লাভ হয় না অথবা দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না, পক্ষান্তরে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়। তাই আপনি দয়া করে আমাদের বলুন, প্রকৃত সুখ লাভের জন্য কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করা কর্তব্য। হে প্রভু! বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখ, অধর্মপরায়ণ, অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন। অতএব, হে সাধুশ্রেষ্ঠ!

আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে উপদেশ দান করুন, যার ফলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে আরাধিত হয়ে, কৃপাপূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেদ এবং পুরাণের প্রামাণিক আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা যেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিস্পৃহ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে অবতরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিকা নির্বাহ করেন, আপনি দয়া করে তা বর্ণনা করুন। তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে শয়ন করেন এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রকাশিত বহু জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং সব কিছুর অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক। ব্রাহ্মণ, গাভী এবং দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন, তাঁর অমৃতময় চরিতাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। সমস্ত রাজাদের পরম রাজা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাজা এবং শাসকদের সৃষ্টি করেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃপা করে আমাদের বলুন কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, রূপ, আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন। হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উচ্চতর এবং নিম্নতর জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ করেছি এবং এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় শ্রবণ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত হইনি। যাঁর চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি এবং যিনি মহান ঋষিগণ ও ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাপ্তরূপে শ্রবণ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে, যে কেউ ভববন্ধন ও পারিবারিক আসক্তি ছেদন করতে পারে। আপনার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বেই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক গ্রাম্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট অচিরেই পরাভূত হয়।'

"হে মহর্ষি! যে সমস্ত মানুষ তাদের পাপকর্মের ফলে হরিকথায় বিমুখ এবং তার ফলে মহাভারতের তাৎপর্য (ভগবদ্গীতা) সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি কিভাবে তারা দার্শনিক বাক্‌বিতণ্ডায় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় করছে। হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়! ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন। এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বহু প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন—'হে বিদুর! আপনার জয় হোক। আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিখিল মঙ্গলের চরম প্রকাশ এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকে।' "

"হে বিদুর! আপনি যে একান্তভাবে ভগবানকে লাভ করেছেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি

জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে প্রজা সংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্যের ভার্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের বীর্যে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং ভগবান তাঁর স্বধামে ফিরে যাওয়ার সময়, আপনার জন্য আমার কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে ভগবান কিভাবে এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে লীলাবিলাস করেন তা একে একে বর্ণনা করব।"

"সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান অদ্বয়রূপে সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলক্ষিত হন। সব কিছুর একচ্ছত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় জড় জগৎ ছিল না এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন দ্রষ্টা এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ক্রিয়াশীল হয়। হে মহাসৌভাগ্যবান বিদুর! এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নামে পরিচিত এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমগ্র জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন এবং তার ফলে নিত্যকালের প্রভাবে জীবসমূহ আবির্ভূত হয়। তারপর কালের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছিল এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান তাঁর স্বীয় শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন। তারপর ভাবী জীবদের উৎসরূপে মহত্তত্ত্ব বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তত্ত্ব তমোগুণ প্রধান এবং তার থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনা সমন্বিত এবং ফলপ্রসূ হওয়ার কাল সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ। মহত্তত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্য অহঙ্কারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং কর্তা এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ মানসিক স্তরে সম্পাদিত হয় এবং এগুলির ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ ও মানসিক জল্পনাকল্পনা। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহঙ্কার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত দেবতারা প্রকাশ্যমান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহঙ্কার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চিতভাবে রাজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রধানত রজোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়। আকাশ শব্দের পরিণাম এবং শব্দ তামসিক অহঙ্কারের রূপান্তর। অর্থাৎ, আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি। তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঈক্ষণ করেন, যা শাশ্বত কাল এবং বহিরঙ্গা শক্তির আংশিক মিশ্রণ এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে বিকার প্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করেছে এবং রূপতন্মাত্র থেকে ভুবন প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে। সেই জ্যোতি যখন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন কাল ও মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র এবং জলের উৎপত্তি হয়েছিল। তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধ গুণাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।"

"হে সজ্জন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ অন্তিম স্পর্শের ফলে। উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! আপনার

চরণারবিন্দ শরণাগত জীবেদের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পিতা, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান! এই জড় জগতে জীবেরা কখনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। নির্মল চিত্ত মহর্ষিরা বেদরূপী পাখার দ্বারা বাহিত হয়ে নিরন্তর আপনার মুখকমলরূপ নীড়ের আশ্রয় অন্বেষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে এবং হৃদয়ে তার ধ্যান করার ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই, আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।"

"হে ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতার গ্রহণ করেন এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে। হে প্রভু! আত্মীয়স্বজনসহ তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাদের 'আমি' ও 'আমার' এই অবাঞ্ছিত বাসনা প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করলেও যে পাদপদ্ম তাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি। হে পরমেশ্বর ভগবান! যে সমস্ত পাপীদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অত্যন্ত দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, কিন্তু, আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন। হে প্রভু! যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের জন্য কেবল আপনার কথামৃত পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। অন্যেরা, যাঁরা চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রকার কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না। হে আদি পুরুষ! তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্টি, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই কারণে আমাদের কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিব্য আনন্দ প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।"

"হে অজ! কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অন্ন এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি। আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আদি অধিষ্ঠাতা। আপনি পুরাণ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান! আপনার কোন উৎস নেই এবং আপনার থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই। প্রাকৃত জন্মরহিত আপনি আদ্যশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য আধান করেছেন।"

"হে পরমাত্মা! সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব। দয়া করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বরূপের সৃষ্টি

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন। পরম শক্তিমান ভগবান তখন দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যখন ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান যখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে। হিরণ্ময় নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস করেছিলেন এবং সমস্ত জীবেরাও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল। মহত্তত্ত্বের সমগ্র শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে জীবের জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং আত্ম-শক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে যথাযথভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন। বিরাট পুরুষ পরমাত্মার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবাত্মার আত্মা এবং তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিরাজ করে, যা এইভাবে সংবর্ধিত হয়। তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই দশ প্রকার প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত সমস্ত গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এবং তিনিই এক হৃদয়, যেখানে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। দেবতাগণ কর্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপের প্রকাশ করেছিলেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন। তাঁর মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের স্বীয় স্থানসহ তাতে প্রবেশ করলেন। সেই বাক্‌শক্তির দ্বারাই জীব বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। যখন বিরাট পুরুষের তালু পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়। ভগবানের দুই নাসারন্ধ্র যখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁদের উপযুক্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপ নিজ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন এবং তার ফলে জীব রূপ দর্শন করতে পারে। বিরাটরূপ থেকে যখন পৃথকভাবে ত্বকের প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল স্পর্শেন্দ্রিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়। যখন বিরাটরূপের কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন দিকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যখন ত্বক পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাঁর অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজনিত সুখ এবং কণ্ডূয়ন বা চুলকানির অনুভব হয়। সেই বিরাট পুরুষের উপস্থ ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা শুক্ররূপ অংশসহ সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈথুন আনন্দ উপভোগ করতে পারে। বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল সূর্য তাঁর অধিদেবতারূপে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। তারপর যখন বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথকরূপে

প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিরাটরূপের বুদ্ধি যখন পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয় এবং চন্দ্রদেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তারপর, বিরাট পুরুষের অহঙ্কার পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহঙ্কারের নিয়ন্তা রুদ্র অহং বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে। তারপর, তাঁর চেতনা যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। তারপর, বিরাটরূপের মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হয়। সত্ত্বগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হয়, আর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানব তাদের অধীনস্থ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে। যে সমস্ত জীব রুদ্রের পার্ষদ, তারা জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থিত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাঁরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক। তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা। সমস্ত মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাদের মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উরুদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কার্য সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের বলা হয় বৈশ্য। তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অবস্থিত, যারা সেবা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, স্বীয় বৃত্তি আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।"

"হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে নিরূপণ করতে পারে বা মাপতে পারে? আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি যতটা শ্রবণ করতে পেরেছি এবং আমি নিজে যা বুঝতে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিশুদ্ধ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার বাক্‌শক্তি অসত্য থেকে যাবে। পুণ্যশ্লোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান ঋষিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সমীপবর্তী হওয়ার ফলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হে বৎস! আদি কবি ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর, কেবল এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মার মহিমা অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারী মায়াবাদীদের পর্যন্ত সম্মোহিত করে। ভগবানের এই শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অপর ব্যক্তির আর কি কথা। বাণী, মন এবং অহঙ্কার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হবে।"

❋ ❋ ❋

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিজ্ঞ পুত্র বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়ের এই উপদেশ শ্রবণ করে মধুর বাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ! যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ চিন্ময় এবং অপরিবর্তনীয়, তাহলে তিনি কিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত? এইগুলি যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে অবিকারীর কার্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির গুণরহিত গুণাবলী কিভাবে প্রদর্শন করেন? বালকেরা অন্য বালকদের সঙ্গে খেলার অথবা বিচিত্র আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, কেননা তারা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় সেই রকম কোন বাসনার সম্ভাবনা নেই, কেননা তিনি আত্মতৃপ্ত এবং সর্বদাই সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত। তাঁর স্বরক্ষিত ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা ভগবান এই বিশ্ব সৃজন করিয়েছেন। তাঁর দ্বারা তিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে, তা ধ্বংসও করেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস কার্য সম্পাদিত হয়। শুদ্ধ আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যসম্পন্ন এবং তা কখনই দেশ, কাল, অবস্থা, স্বপ্ন অথবা অন্য কারণের দ্বারা অচেতন হয় না। তাহলে কিভাবে সে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়? ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাহলে জীবের কার্যকলাপ কেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় এবং দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়? হে মহান মনীষীগণ! এই অবিদ্যাজনিত সঙ্কটের প্রভাবে আমার মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়েছে এবং তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন কৃপা করে আমার এই মোহ দূর করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি যেন প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ ভাবনাময়।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"কোন কোন বদ্ধ জীব এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যে, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আবার সেই সঙ্গে তারা এও মানে যে, ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত যুক্তির বিরোধী। স্বপ্নে যেমন মানুষ কখনও কখনও দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তেমনই জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, যদিও তা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্বে কম্পন আদি জলের ধর্ম দৃষ্ট হয়, তেমনই জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাবে আত্মাকে জড় তত্ত্ব বলে প্রতীত হয়। কিন্তু, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনের ফলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপার প্রভাবে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন দ্রষ্টা-পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়, তখন সুষুপ্ত ব্যক্তির মতো তাঁর সমস্ত ক্লেশ সর্বতোভাবে বিদূরিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারাই কেবল মানুষ অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা ভগবানের সুগন্ধযুক্ত চরণরেণুর সেবার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?"

বিদুর বললেন—"হে মহাশক্তিশালী ঋষি! হে প্রভু! আপনার প্রত্যয় উৎপাদনকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে আমার সমস্ত সংশয় এখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে। আমার মন এখন পূর্ণরূপে এই দুই বিষয়ে প্রবেশ করছে। হে বিদ্বান মহর্ষি! আপনার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সাধু এবং যথোচিত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির গতি ব্যতীত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার অন্য আর কোন ভিত্তি নেই। এই জগতে যারা সবচাইতে মূর্খ এবং যাঁরা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই সুখ প্রাপ্ত হন;

আর যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে, তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এই জড় জগৎ আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসার। এখন আমার দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, আপনার শ্রীচরণের সেবার দ্বারা আমি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব। শ্রীগুরুদেবের চরণযুগলের সেবার দ্বারা মধু দৈত্যের অপরিবর্তনীয় শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দ লাভ হয় এবং তার ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ মোচন হয়। অল্প সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-পথগামী শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার সুযোগ লাভ করা দুষ্কর। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত দেবতাদের দেবতা এবং সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে কীর্তন করেন। সমগ্র জড় শক্তি মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করার পর এবং ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করার পর, পরমেশ্বর ভগবান তাতে প্রবেশ করলেন। কারণসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারকে বলা হয় জড় সৃষ্টির আদি পুরুষ এবং তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে লোকসমূহ এবং তাদের অধিবাসীগণ বিরাজ করেন, তাঁর বহু সহস্র হস্ত ও পদ রয়েছে। হে মহান ব্রাহ্মণ! আপনি সেই বিরাট-পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দশ প্রকার প্রাণবায়ু, তিন প্রকার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। এখন আপনি দয়া করে বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিভিন্ন বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। হে প্রভু! আমি মনে করি যে, এই সকল বিভূতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং কুটুম্বগণসহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন প্রজাসমূহের অবস্থান এবং তাদের দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রয়েছে। হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! আপনি দয়া করে বলুন দেবতাদের নায়ক প্রজাপতি ব্রহ্মা কিভাবে মন্বন্তরের নেতা বিভিন্ন মনুদের নিযুক্ত করেন। দয়া করে মনুদের কথা এবং তাঁদের বংশধরদের কথাও বর্ণনা করুন। হে মৈত্রেয়! পৃথিবী এবং তার ঊর্ধ্বে ও নিম্নে যে লোকসমূহ বর্তমান, তাদের আকার, অবস্থান এবং পরিমাণ দয়া করে বর্ণনা করুন। দয়া করে আপনি মনুষ্যেতর, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ, পক্ষী, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং অনুবিভাগসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। দয়া করে প্রকৃতির তিন গুণের অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এবং তাঁর উদার কার্যকলাপেরও বর্ণনা করুন। হে মহর্ষি! লক্ষণ, আচরণ এবং শম, দম আদি স্বভাব অনুসারে মানবসমাজের বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ, মহান ঋষিদের জন্ম ও কর্ম এবং বেদের বিভাগ সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। আপনি দয়া করে বিধি-বিধানসহ যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা, নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান, সাংখ্য দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করুন। দয়া করে পাষণ্ড মার্গের অপূর্ণতা এবং বৈষম্য, প্রতিলোম এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে জীবের গতিবিধি আপনি বর্ণনা করুন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের পরস্পর অবিরুদ্ধ নিমিত্তসমূহ, জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায় এবং বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে অর্থশাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে, তা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি দয়া করে শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবলীর কালচক্র এবং তাদের অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক দান, তপস্যা এবং জলাশয় খনন প্রভৃতি কর্মের যে ফল এবং প্রবাসী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের যা কর্তব্য, তা আপনি বর্ণনা করুন। হে নিষ্পাপ! যেহেতু সমস্ত জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত ধর্মের এবং ধর্মাচরণে প্রত্যাশী সমস্ত ব্যক্তির পিতা, দয়া করে আপনি বলুন সেই ভগবানকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা যায়।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! গুরুগণ অত্যন্ত দীনবৎসল। তাঁদের অনুগামীদের প্রতি, শিষ্যদের প্রতি এবং পুত্রদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু এবং গুরুদেব তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়েও তাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন জড়া প্রকৃতির তত্ত্বের কত প্রকার প্রলয় হয় এবং প্রলয়কালে ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন তাঁর সেবা করার জন্য কারা বেঁচে থাকেন? জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব কি, তাঁদের স্বরূপ কি? বৈদিক জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এবং গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কি? ভগবানের নিষ্কলঙ্ক ভক্তেরা এই প্রকার জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। সেই সমস্ত ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত

ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কিভাবে সম্ভব?"

"হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাবিলাস সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হয়ে আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করেছি। আপনি সকলের সুহৃৎ, তাই দয়া করে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করুন। হে নিষ্পাপ! আপনার দেওয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জড় ক্লেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে। এই প্রকার দান সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে উৎসাহী মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় বিদুর কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।"

❊ ❊ ❊

অষ্টম অধ্যায়

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"মহারাজ পুরুর রাজবংশে শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার যোগ্য, কেননা এই বংশের সন্তান-সন্ততিরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। আপনিও এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনার প্রয়াসের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রতিক্ষণ নব নবায়মানভাবে আস্বাদনযোগ্য হচ্ছে। আমি এখন ভাগবত পুরাণ কীর্তন করব, যা অতি অল্প সুখের আশায় মহা দুঃখে পতিত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান মহান ঋষিদের শুনিয়েছিলেন।"

"কিছুকাল পূর্বে, ঐকান্তিকভাবে জানতে ইচ্ছুক হয়ে, চতুঃসনশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার অন্যান্য মহর্ষিগণসহ ঠিক আপনারই মতো ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে আসীন সঙ্কর্ষণের কাছে বাসুদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণ তাঁর পরমারাধ্য ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসুদেবরূপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু সেই মহান ঋষিদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নয়ন-কমল ঈষৎ উন্মীলিত করে বলতে লাগলেন, 'ঋষিগণ গঙ্গার জলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে এসেছিলেন এবং তাই তাঁদের জটা সিক্ত ছিল। তাঁরা ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করেছিলেন, যা নাগরাজের কন্যারা পতি লাভের কামনায় প্রেমভরে নানাবিধ উপহার সহকারে পূজা করেন। সনৎকুমার প্রমুখ কুমারগণ, যাঁরা সকলেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাঁরা গভীর অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ শব্দাবলীর দ্বারা সুন্দর ছন্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণের সহস্র উন্নত ফণায় স্থিত কিরীটের উজ্জ্বল মণির কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। ভগবান সঙ্কর্ষণ এই প্রকার নিবৃত্তি পরায়ণ মহর্ষি সনৎকুমারকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর সনৎকুমারও সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, যেভাবে তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে শুনেছিলেন, সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহর্ষি সাংখ্যায়ন ছিলেন সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে প্রধান এবং তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন আমার গুরুদেব পরাশর এবং বৃহস্পতি উভয়েই তাঁর কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পূর্বোক্ত মহর্ষি পরাশর এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) আমাকে বলেছিলেন।

হে বৎস, যেহেতু তুমি আমার শ্রদ্ধাপরায়ণ অনুগামী, তাই যেভাবে আমি শ্রবণ করেছি, তোমার কাছেও আমি তা বর্ণনা করব।' "

"ত্রিভুবন যখন জলমগ্ন ছিল, তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু একাকী মহানাগ অনন্তের শয্যায় শায়িত ছিলেন। যদিও প্রতীত হচ্ছিল যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার অতীত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিদ্রিত ছিলেন, তবুও তাঁর নেত্র পূর্ণরূপে নিমীলিত ছিল না। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে, তেমনই ভগবান সমস্ত জীবেদের তাদের সূক্ষ্ম শরীরে নিমজ্জিত করে, প্রলয় বারিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দ্বারা সংবর্ধিত কাল নামক শক্তিতে শয়ন করেছিলেন। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে সহস্র চতুর্যুগ শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রতীত হয়েছিল যেন তিনি জলের মধ্যে শয়ন করে আছেন। যখন কাল শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জীবসমূহ তাদের স্বকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য বেরিয়ে আসতে শুরু করে, তখন ভগবান তাঁর চিন্ময় দেহকে নীলাভরূপে দর্শন করলেন। সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল, যা রজোগুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয় এবং তার ফলে সৃষ্টির সূক্ষ্মরূপ তাঁর নাভিদেশ ভেদ করে উদ্ভূত হয়। জীবের সকাম কর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভি ভেদ করে একটি পদ্মের কলির মতো আকার ধারণ করল এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা একটি সূর্যের মতো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, বিশাল প্রলয় বারি শুকিয়ে দিল। সেই সর্বলোকময় পদ্মফুলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন এবং পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই জগৎকে দর্শন করতে পারলেন না। তাই, তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তার ফলে তিনি চারটি মুখ লাভ করলেন। সেই পদ্মে সমাসীন ব্রহ্মা সৃষ্টি সম্বন্ধে, সেই পদ্ম সম্বন্ধে অথবা নিজের সম্বন্ধে যথাযথভাবে বুঝতে পারলেন না। কল্পান্তে প্রলয়কালীন বায়ু জলকে উদ্বেলিত করেছিল এবং উত্তাল তরঙ্গে সেই পদ্মটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন, এই কমলের উপর বিরাজমান আমি কে? কোথা থেকে এইটি বিকশিত হয়েছে? এর নীচে জলের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে যার থেকে এই কমলটি উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে বিচার করে ব্রহ্মা পদ্মনালের ছিদ্র দিয়ে জলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নালে প্রবেশ করে বিষ্ণুর নাভির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তার মূল খুঁজে পেলেন না।"

"হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁর অন্তিম কাল উপনীত হল, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত শাশ্বত চক্র এবং যা মৃত্যুর ভয়ের মতো জীবের অন্তরে ভয় উৎপন্ন করে। তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য লাভে অকৃতকার্য হয়ে, তিনি সেই অন্বেষণ থেকে বিরত হয়ে, সেই পদ্মের উপর ফিরে গেলেন। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেন। ব্রহ্মার একশত বৎসর পরে তাঁর ধ্যান যখন পূর্ণ হল, তখন তিনি অভীষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পরম পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাঁকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি। ব্রহ্মা সেই জলে এক বিশাল পদ্মসদৃশ শয্যা দেখতে পেয়েছিলেন, যা ছিল শেষনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেষনাগের মাথার মণির কিরণে উদ্ভাসিত ছিল এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। ভগবানের চিন্ময় শরীরের কান্তি প্রবাল পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। সেই প্রবালের পর্বত সান্ধ্য আকাশের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের পীত বসন সেই সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। পর্বতের চূড়াটি স্বর্ণময় ছিল, কিন্তু ভগবানের মণিরত্ন খচিত মুকুট সেই পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গকে উপহাস করছিল। সেই পর্বতের ঝরণা, ওষধি আদি ও পুষ্পময় দৃশ্যাবলী যেন সেই পর্বতের গলার মালা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মণিরত্ন,

মুক্তো, তুলসীপত্র ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ভগবানের সুবিশাল শরীর, হস্ত ও পদ সেই পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। তাঁর চিন্ময় দেহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অপরিমিত ছিল এবং তা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন বিস্তৃত ছিল। তাঁর দিব্য বিগ্রহ অনুপম বসন এবং বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার ফলে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ভগবান তাঁর চরণারবিন্দ উত্তোলিত করে দেখাচ্ছিলেন। সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য সমস্ত পুরস্কারের উৎস তাঁর চরণকমল। এই সমস্ত পুরস্কার তাঁদেরই জন্য যাঁরা শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। তাঁর হস্ত ও চরণের চন্দ্রসদৃশ নখ থেকে বিচ্ছুরিত অপ্রাকৃত জ্যোতির প্রভা ফুলের পাপড়ির মতো মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর সুন্দর হাসির দ্বারা ভক্তদের সেবা গ্রহণ করে তাঁদের ক্লেশ দূর করেন। কুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত মনোহর কেননা তা তাঁর অধরের কিরণ এবং তাঁর নাসিকা ও ভ্রূযুগলের সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। হে প্রিয় বিদুর! ভগবানের নিতম্বদেশ কদম্বফুলের কেশর বর্ণের রেণুর মতো পীত বর্ণের বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তাকে বেষ্টন করেছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত একটি মেখলা। তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন এবং এক অমূল্য কণ্ঠহারের দ্বারা বিভূষিত ছিল। চন্দন বৃক্ষ যেমন সুগন্ধ পুষ্প ও শাখাসমূহের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূল্যবান মণিরত্ন ও মুক্তাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তিনি হচ্ছেন শত সহস্র শাখা সমন্বিত অব্যক্ত মূল বৃক্ষের মতো। তিনি জগতের অন্য সকলের প্রভু। চন্দন বৃক্ষ যেমন বহু সর্পের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনই ভগবানের শ্রীঅঙ্গও অনন্তদেবের ফণার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বিশাল পর্বতের মতো ভগবান সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের নিবাসরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি সর্পদের বন্ধু কেননা শ্রীঅনন্তদেব তাঁর সখা। পর্বতের যেমন শত সহস্র শিখর আছে, তেমনই ভগবান শত সহস্র মুকুট শোভিত অনন্তনাগের ফণার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন এবং পর্বত যেমন কখনও কখনও মণিরত্নে পূর্ণ থাকে, তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহও মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল। পর্বত যেমন কখনও কখনও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়, তেমনই ভগবানও কখনও কখনও প্রলয় বারিতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। এইভাবে পর্বতসদৃশ ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা স্থির করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বক্ষঃস্থলে বৈদিক জ্ঞানের গীতিমালা গুঞ্জনকারী বনমালা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সুদর্শন চক্র তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করছে যে, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা যখন এইভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি সরোবর, পদ্মফুল, প্রলয় বারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। সব কিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল। এইভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট সৃষ্টির পাঁচটি কারণ দর্শন করে তিনি সৃজনোন্মুখ মনোবৃত্তির অভীষ্ট মার্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করলেন।"

নবম অধ্যায়

সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু! বহু বহু বছরের তপস্যার পর আজ আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। হায়, দেহধারী জীবেরা কি দুর্ভাগা যে, তারা আপনাকে জানার অযোগ্য! হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অতীত আর কোন পরমতত্ত্ব নেই। যদি আপনার থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু থাকে, তবে তা পরমতত্ত্ব নয়। আপনি জড় তত্ত্বের সৃষ্টি শক্তি প্রদর্শন করে পরম পুরুষরূপে বিরাজ করেন। যে রূপ আমি দর্শন করছি তা জড় কলুষ থেকে চিরকাল মুক্ত এবং ভক্তদের কৃপা করার জন্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে তা আবির্ভূত হয়েছে। এই অবতার অন্য বহু অবতারদের উৎস এবং আপনার নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত কমলে আমার জন্ম হয়েছে। হে প্রভু! আপনার এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন রূপ আমি দেখি না। চিদাকাশে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় না এবং আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির কোন অবক্ষয় হয় না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের গর্বে মত্ত, অথচ আপনি সমগ্র জগতের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও জড়াতীত। আপনার এই বর্তমান স্বরূপ, অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে কোন রূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার এই নিত্য শাশ্বতরূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তেরা আপনার ধ্যান করে, আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিশেষ রূপের উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন।"

"হে প্রভু! বৈদিক শব্দ-তরঙ্গরূপ বায়ুর দ্বারা বাহিত আপনার চরণকমলের সৌরভ যাঁরা তাঁদের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা আঘ্রাণ করেছেন, তাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবা অঙ্গীকার করেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম থেকে আপনি কখনও বিচ্ছিন্ন হন না। হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তারা সর্বদাই ভয়ভীত থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধন, দেহ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পূর্ণ থাকে। তারা 'আমি' এবং 'আমার' এই নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে সমস্ত উদ্যোগ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই প্রকার দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে।"

"হে প্রভু। যারা আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন ও শ্রবণে বঞ্চিত, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং বিবেকহীন। তারা অতি অল্পক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে, অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। হে মহান অভিনেতা! হে প্রভু! এই সমস্ত হতভাগ্য জীবেরা নিরন্তর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিত্ত, কফ উৎপাদক শীত, প্রবল গ্রীষ্ম, বৃষ্টি আদি নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা সর্বদা বিচলিত হয় এবং তীব্র যৌন আবেদন ও অনর্গল ক্রোধের দ্বারা নিরন্তর অভিভূত হয়। আমি তাদের প্রতি করুণা অনুভব করি এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি। হে প্রভু! আত্মার পক্ষে জড়জাগতিক দুঃখ-কষ্টের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ থেকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই প্রকার অভক্তেরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করে। রাত্রে তারা অনিদ্রা রোগ ভোগ করে, কেননা তাদের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা দ্বারা তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করতে থাকে। আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমনকি মহান ঋষিরাও যদি চিন্ময় বিষয়ের প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে তারাও এই সংসারে আবর্তিত হতে থাকে।"

"হে প্রভু! আপনার ভক্তেরা যথাযথভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে আপনাকে দর্শন করতে পারেন এবং তাঁদের হৃদয় তখন নির্মল হয় এবং সেখানে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করেন। আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি এতই কৃপাময় যে, যেই রূপে তাঁরা নিরন্তর আপনাকে চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে আপনি আপনার সেই প্রকার দিব্য এবং শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেন। হে প্রভু! মহা আড়ম্বরে, বিবিধ উপচার সহকারে আপনার পূজা করলেও যারা নানা প্রকার জড় কামনা-বাসনায় পূর্ণ, সেই সমস্ত দেবতাদের পূজায় আপনি ততটা প্রসন্ন হন না। আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন এবং আপনি সকলের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অভক্তদের কাছে আপনি অলভ্য। বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান, দান, তপশ্চর্যা, চিন্ময় পরিচর্যা, ব্রত সহকারে আপনার আরাধনা এবং আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আপনাকে কর্মফল নিবেদন করা ইত্যাদি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম, তা সবই মঙ্গলজনক। এই প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান কখনও ব্যর্থ হয় না। আমি পরম চিন্ময় ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর নির্বিশেষ রূপ আত্ম উপলব্ধির মনীষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর লীলার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর অবতার, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ লৌকিক ব্যবহারের রহস্যময় অনুকরণ। কেউ যদি দেহত্যাগ করার সময় অজ্ঞাতসারেও তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।"

"হে প্রভু! আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আদি মূল। সেই বৃক্ষটি প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি স্কন্ধ ভেদ করে বর্ধিত হয়েছে। সেই তিনটি স্কন্ধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমি, সংহারকর্তা শিব এবং সর্বশক্তিমান পালনকর্তা আপনি এবং আমরা তিন জনে বহু শাখায় বর্ধিত হয়েছি। তাই জগৎরূপী বৃক্ষস্বরূপ আপনাকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি। সরাসরিভাবে আপনার দ্বারা জনসাধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত প্রকৃত মঙ্গলময় কার্যকলাপ সূচিত হয়েছে সেগুলির অনুসরণ না করে, তারা অর্থহীন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত মূর্খ কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বলবৎ থাকে, ততক্ষণ তাদের জীবন সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন হবে। আমি তাই শাশ্বত কালরূপে ক্রিয়াশীল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! অবিশ্রান্ত কাল এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এমন স্থানে অধিষ্ঠিত যা দুই পরার্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিও আমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকের অধিপতি এবং যদিও আমি আত্ম উপলব্ধির জন্য বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করেছি, তবুও আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। হে প্রভু! আপনার নিজের ইচ্ছায়, অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য আপনি তির্যক, মনুষ্য, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে আবির্ভূত হন। আপনি কখনও জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যই আপনি আবির্ভূত হন, তাই হে পরমেশ্বর ভগবান, এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! প্রবল তরঙ্গমালায় উদ্বেলিত প্রলয় বারিতে আপনি নিদ্রা-সুখ উপভোগ করেন। শেষ শয্যায় শয়ন করে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আপনার নিদ্রার আনন্দ প্রদর্শন করেন। সেই সময়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে অবস্থান করে। হে আমার পূজনীয়! আপনার কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনার নাভিপদ্মরূপ গৃহ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি আপনার চিন্ময় উদরে অবস্থিত ছিল। এখন, নিদ্রা অবসানে প্রভাতের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আপনার নেত্র উন্মীলিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনিই এই জগতের সমস্ত জীবের একমাত্র বন্ধু ও পরমাত্মা এবং সকলের চরম সুখের জন্য তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি সকলকে পালন করেন। তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি পূর্বের মতো সৃষ্টি করার জন্য তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারি, কেননা আমিও তাঁর প্রিয় শরণাগত আত্মাদের একজন।

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শরণাগত আত্মাদের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি রমাদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি প্রার্থনা করি, জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের মাধ্যমে আমি যেন কেবল তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যে, আমার এই কার্যকলাপের দ্বারা আমি যেন জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে না পড়ি; কেননা তার ফলে নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করার অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে সক্ষম হব। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত। তিনি যখন প্রলয় বারিতে শয়ন করেছিলেন, তখন তাঁর নাভি-সরোবর থেকে যে পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তিরূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এখন জগৎরূপে প্রকাশিত তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিসমূহের প্রকাশে নিযুক্ত আছি। তাই আমি প্রার্থনা করি যে, আমার জড়জাগতিক কার্য সম্পাদন করার সময় আমি যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই। সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান অপার করুণাময়। আমি কামনা করি যে, তিনি যেন তাঁর নয়ন-কমল উন্মীলিত করে স্মিত হাস্য সহকারে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সুমধুর বাক্যে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের উত্থান সাধন করতে পারেন এবং আমাদের বিষাদ দূর করতে পারেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং বাণীর ক্ষমতা অনুসারে প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি নীরব হয়েছিলেন, যেন তাঁর তপস্যা, জানবার প্রচেষ্টা এবং ধ্যান করার ফলে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহলোকের সৃষ্টি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলয়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর, চিন্তাশীল বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন—"হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা! সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিষাদগ্রস্ত অথবা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করছ, তা পূর্বেই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে। হে ব্রহ্মা, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যায় ও ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন কর। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সব কিছু জানতে পারবে। হে ব্রহ্মা! তুমি যখন ভক্তিযোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকার্যে, তোমার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব—সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত। তুমি সমস্ত জীবাত্মায় এবং সমগ্র বিশ্বে আমাকে দর্শন করবে, ঠিক যেমন আগুন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। সেই প্রকার দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলেই কেবল তুমি সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তুমি যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের ধারণা থেকে মুক্ত হবে এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি আমার সাহচর্যে তোমার শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হবে। যেহেতু তুমি অসংখ্যরূপে প্রজা বৃদ্ধি করার বাসনা করেছ এবং তোমার বিভিন্ন সেবা বিস্তার করার ইচ্ছা করেছ, তাই এই বিষয়ে তোমার কখনও কোন কষ্ট হবে না, কেননা তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা চিরকালের জন্য নিরন্তর বাড়তে থাকবে। তুমি আদি ঋষি এবং যেহেতু প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার মন সর্বদাই আমাতে নিবিষ্ট, তাই পাপ প্রসবকারী রজোগুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদিও বদ্ধ জীবদের পক্ষে আমাকে জানা দুষ্কর, আজ তুমি আমাকে জানতে পেরেছ, কেননা তুমি জান যে আমার রূপ কোন জড় পদার্থ, বিশেষ করে পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে নির্মিত হয়নি। তুমি যখন বিচার করছিলে, যে কমলটি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে তার নালটির কোন উৎস আছে কিনা, তখন তুমি সেই পদ্মনালেও প্রবেশ করেছিলে, তবে তুমি কিছুই খুঁজে পাওনি। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার অন্তরে আমার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলাম। হে ব্রহ্মা! আমার চিন্ময় লীলার মহিমা বর্ণনা করে তুমি যে প্রার্থনা করেছ, আমাকে জানার জন্য তুমি যে তপস্যা করেছ এবং আমার প্রতি তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা—এই সবই আমার অহৈতুকী কৃপা বলে জেনো। তুমি যে চিন্ময় গুণাবলী অনুসারে আমার বর্ণনা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি

অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বিষয়াসক্ত মানুষেরা এই বর্ণনাকে প্রাকৃত বলে মনে করে। আমি তোমাকে বর দান করছি, তোমার কার্যকলাপের দ্বারা তুমি যে সমস্ত জগৎকে মহিমান্বিত করতে চাও, তোমার সে বাসনা সফল হবে।"

"যে মানুষ ব্রহ্মার মতো প্রার্থনা করে এবং এইভাবে আমার পূজা করে, অচিরেই তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, কেননা আমিই হচ্ছি সর্ব বর প্রদাতা। তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, সর্ব প্রকার প্রথাগত শুভকর্ম, তপশ্চর্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ, সমাধি ইত্যাদির চরম লক্ষ্য—আমার সন্তুষ্টিবিধান করা। আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমি পরম পরিচালক এবং প্রিয়তম। মানুষ ভ্রান্তিবশত স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাদের কর্তব্য কেবল আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়া। আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কারণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরিভাবে তুমি যে দেহ প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা তুমি এখন পূর্বের মতো প্রজা সৃষ্টি কর।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইভাবে বিস্তার করার নির্দেশ দিয়ে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ অন্তর্হিত হলেন।"

❁ ❁ ❁

দশম অধ্যায়

সৃষ্টির বিভাগ

শ্রীবিদুর বললেন—"হে মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমাকে বলুন ভগবানের অন্তর্ধানের পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর শরীর এবং মন থেকে জীবেদের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহাজ্ঞানী! দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করুন এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি আপনাকে যে সব প্রশ্ন করেছি, সে সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞানদান করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভৃগুপুত্র! বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সব কিছুই তাঁর হৃদয়ে ছিল এবং তিনি এইভাবে একে একে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা এইভাবে একশত দিব্য বর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন এবং নিজেকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পদ্মে তিনি অবস্থিত ছিলেন এবং যে জলের ভিতর সেই কমলটি উদ্ভূত হয়েছিল, তারা উভয়ই প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে কম্পিত হচ্ছিল। দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্ম-উপলব্ধির চিন্ময় জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি জলসহ সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন। তারপর তিনি দেখলেন, যে পদ্মে তিনি সমাসীন ছিলেন তা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন, পূর্বে প্রলয়ের সময় এই কমলে যে গ্রহসমূহ লীন হয়েছিল, সেইগুলি তিনি কিভাবে সৃষ্টি করবেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিপক্ক চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বাসের জন্য চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন।"

বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু! হে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি! দয়া করে শাশ্বত কাল সম্বন্ধে

আপনি বর্ণনা করুন, যা অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ। সেই শাশ্বত কালের লক্ষণ কি? কৃপা করে বিস্তারিতভাবে তা আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

মৈত্রেয় বললেন—"শাশ্বত কাল হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার আদি উৎস। তা অপরিবর্তনীয় ও অসীম, এবং তা প্রাকৃত সৃষ্টিতে ভগবানের লীলার নিমিত্ত মাত্র। এই জগৎ জড়া প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ অব্যক্ত কালের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। তা বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ভগবানের বস্তুগত অভিব্যক্তিরূপে অবস্থিত। এই জড় সৃষ্টি এখন যেমন আছে, পূর্বেও তেমনই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সৃষ্টি হয়, এ ছাড়া আরও নটি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি রয়েছে। শাশ্বত কাল, জড় উপাদান এবং কোন ব্যক্তির গুণগত কর্মের ফলে তিন প্রকার প্রলয় রয়েছে। নয় প্রকার সৃষ্টির প্রথমটি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র জড় উপাদানজনিত সৃষ্টি, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির গুণগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে, অহঙ্কারের উদ্ভব হয় যাতে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং প্রাকৃত কর্মের উদয় হয়। তৃতীয় সৃষ্টিতে তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তার থেকে উপাদানসমূহের উদ্ভব হয়েছে। চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জাত দেবতাগণ এবং মন হচ্ছে পঞ্চম সৃষ্টি। ষষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে অজ্ঞান অন্ধকার, যার ফলে জীব বুদ্ধিহীনের মতো আচরণ করে।"

"উপরোক্ত এই সমস্ত সৃষ্টিগুলি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রাকৃত সৃষ্টি। এখন আমার কাছে রজোগুণের অবতার ব্রহ্মার সৃষ্টির বিষয়ে শ্রবণ কর, সৃষ্টি রচনার বিষয়ে যাঁর মেধা ভগবানেরই মতো। সপ্তম সৃষ্টি স্থাবরসমূহের সৃষ্টি, তা ছয় প্রকার—বনস্পতি (পুষ্পবিহীন ফলবান বৃক্ষ), ওষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়), লতা, ত্বক্‌সার (বেণু বৃক্ষ), বীরুধ (আরোহণে অক্ষম লতা), এবং দ্রুম (পুষ্পসমূহের দ্বারা ফলবান)। সমস্ত স্থাবর প্রাণী আহারার্থে ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল। তারা প্রায় অচেতন, কিন্তু তাদের অন্তরে বেদনার অনুভূতি আছে। তারা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। অষ্টম সৃষ্টি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন প্রকারের এবং তাদের সংখ্যা আটাশ। তারা অত্যন্ত মূর্খ এবং অজ্ঞ। তারা ঘ্রাণের দ্বারা তাদের অভীষ্ট বস্তুকে জানতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে কোন বস্তুর স্মরণ করতে অক্ষম। হে বিশুদ্ধতম বিদুর! নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে গাভী, ছাগল, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, হরিণ, ভেড়া, উট এরা সকলে দুই খুরবিশিষ্ট। অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ, গৌর, শরভ এবং চমরী এরা এক খুরবিশিষ্ট। এখন তুমি আমার কাছে পঞ্চ নখবিশিষ্ট পশুদের কথা শ্রবণ কর। কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, বৃক, বিড়াল, শশক, শজারু, সিংহ, বানর, হস্তী, কূর্ম, কুমির, গোসাপ ইত্যাদি পঞ্চ নখবিশিষ্ট প্রাণী। ক্রৌঞ্চ, শকুনি, বক, বাজ, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেঁচক ইত্যাদি হচ্ছে পক্ষী। নিম্নগামী খাদ্যনালী-বিশিষ্ট যে মনুষ্যশ্রেণী, তা শুধু এক প্রকার এবং তারা হচ্ছে নবম সৃষ্টি। মানুষদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তাই মানুষ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও সর্বদা কর্মতৎপর এবং তারা সর্বতোভাবে নিজেদের সুখী বলে মনে করে। হে সত্তম বিদুর। এই শেষ তিনটি সৃষ্টি এবং দেবতাদের সৃষ্টি (দশম সৃষ্টি) হচ্ছে বৈকৃত সৃষ্টি, যা পূর্ব বর্ণিত প্রাকৃত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। চতুঃসনদের সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াত্মক। বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট প্রকার—(১) দেব, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব ও অপ্সরা, (৫) যক্ষ ও রাক্ষস, (৬) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর, (৭) ভূত, প্রেত ও পিশাচ এবং (৮) কিন্নর ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করেন।"

"এখন আমি মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। পরমেশ্বর ভগবানের রজোগুণের অবতার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অব্যর্থ সংকল্প সহকারে প্রতি [illegible] শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।"

একাদশ অধ্যায়

পরমাণু থেকে কালের গণনা

মৈত্রেয় বললেন—"জড় জগতের যে ক্ষুদ্রতম অংশ অবিভাজ্য এবং দেহরূপে যার গঠন হয় না, তাকে বলা হয় পরমাণু। তা সর্বদা তার অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকে, এমনকি প্রলয়ের পরেও। জড় দেহ এই প্রকার পরমাণুর সমন্বয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। পরমাণু হচ্ছে ব্যক্ত জগতের চরম অবস্থা। যখন তারা বিভিন্ন প্রকারের শরীর নির্মাণ না করে তাদের স্বরূপে স্থিত থাকে, তখন তাদের বলা হয় পরম-মহৎ। ভৌতিক রূপে নিশ্চয়ই অনেক প্রকারের শরীর রয়েছে, কিন্তু পরমাণুর দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়। পরমাণু-সমন্বিত শরীরের গতিবিধির মাপ অনুসারে কালের গণনা করা যায়। কাল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শক্তি, যিনি জড় জগতের অগোচর হলেও সমস্ত পদার্থের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরমাণুর আয়তনকে অতিক্রম করে যেটুকু সময়, সেই অনুসারে পারমাণবিক কালের আয়তনকে মাপা হয়। যে কাল সমগ্র পরমাণুর সামগ্রিক অব্যক্ত সমষ্টিকে আবৃত করে, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।"

"স্থূল কালের গণনা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়—দুইটি পরমাণুতে একটি অণু এবং তিনটি অণুতে একটি ত্রসরেণু। গবাক্ষের মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মির মধ্যে এই ত্রসরেণু দেখা যায়। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ত্রসরেণু ঊর্ধ্বগামী হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তিনটি ত্রসরেণু সংযুক্ত হতে যেটুকু সময় লাগে, তাকে বলা হয় ত্রুটি, একশত ত্রুটি পরিমিত কালকে বলা হয় বেধ। তিন বেধের মিলনে এক লব হয়। তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয় এবং পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়। পনের লঘুতে এক নাড়িকা হয়, যাকে এক দণ্ডও বলা হয়। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয় এবং ছয় অথবা সাত দণ্ডে মানুষের গণনা অনুসারে দিন অথবা রাত্রির এক-চতুর্থাংশ বা এক প্রহর হয়। চার মাষা পরিমিত স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত চার অঙ্গুলি পরিমাণ শলাকার দ্বারা ছয় পল (চোদ্দ আউন্স) পরিমিত তাম্রপাত্রে একটি ছিদ্র করে সেই পাত্রটি যদি জলে রাখা হয়, তাহলে সেই পাত্রটি জলে পূর্ণ হতে যতক্ষণ সময় লাগে, সেই সময়কে বলা হয় নাড়ি অথবা দণ্ড। চার প্রহরে বা যামে মানুষদের দিন এবং চার প্রহরে রাত্রি হয়। পঞ্চদশ দিবা রাত্রে এক পক্ষ হয় এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে এক মাস হয়। দুই পক্ষের সমষ্টিতে এক মাস হয় এবং তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। দুই মাসে এক ঋতু হয় এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়, তা দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ। দুই অয়নে দেবতাদের এক দিন এবং রাত্রি হয় এবং দেবতাদের সেই দিবারাত্র মানুষদের গণনায় এক বছর হয়। মানুষদের আয়ু এক শত বৎসর। প্রভাবশালী নক্ষত্র, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক এবং পরমাণু সমগ্র বিশ্বে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর প্রতিনিধি শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের স্বীয় কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। আকাশে সূর্য, বৃহস্পতি, চন্দ্র, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের পাঁচটি কক্ষের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব সংবৎসর রয়েছে।"

"হে বিদুর! সূর্য তাঁর অসীম তাপ এবং আলোকের দ্বারা সমস্ত জীবেদের প্রাণবন্ত করেন। তিনি সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় করেন যাতে তারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তিনি স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। এইভাবে তিনি প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছরে একবার পূজার বহুবিধ নৈবেদ্য সহকারে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।"

বিদুর বললেন—"আমি এখন পিতৃলোকের, স্বর্গলোকের এবং মনুষ্যলোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। এখন আপনি দয়া করে সেই সমস্ত জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ জীবেদের আয়ু সম্বন্ধে বলুন যারা কল্পের সীমার অতীত। হে চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন! আপনি

পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারীরূপ শাশ্বত কালের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত। আপনি যেহেতু আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাই আপনি আপনার দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! চার যুগকে বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। এই চার যুগের সমন্বয়ে যে সময়, তা দেবতাদের বার হাজার বছর। সত্যযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৪,৮০০ বছরের সমান; ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৩,৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ২,৪০০ বছরের সমান; এবং কলিযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ১,২০০ বছরের সমান। প্রতিটি যুগের প্রথম এবং শেষ সন্ধিক্ষণ, যা পূর্বের উল্লেখ অনুসারে কেবলমাত্র কয়েক শত বৎসর, তাকেই অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা যুগসন্ধ্যা বলে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।"

"হে বিদুর! সত্যযুগে মানুষ যথাযথ রীতি অনুসারে পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ করত, কিন্তু অন্য যুগে অধর্মের বৃদ্ধির ফলে এক এক পাদ করে ধর্মের হ্রাস পেতে থাকে। ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোকের) বাইরে ব্রহ্মার লোকে এক হাজার চতুর্যুগে এক দিন হয়। তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালও ততখানি, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা যান। ব্রহ্মার নিশান্তে যখন ব্রহ্মার দিন শুরু হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয় এবং তারা চতুর্দশ মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। প্রত্যেক মনু একাত্তর চতুর্যুগের কিছু অধিক কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করেন। প্রত্যেক মনুর অবসানে, তাঁদের বংশধরগণ-সহ পরবর্তী মনুর আবির্ভাব হয়, যিনি বিভিন্ন গ্রহমণ্ডল শাসন করেন, কিন্তু সপ্তর্ষিগণ এবং ইন্দ্রের মতো দেবতাগণ ও গন্ধর্বদের মতো তাঁদের অনুগামীগণ সকলেই মনুর সঙ্গে যুগপৎ আবির্ভূত হন। সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিবাভাগে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের আবর্তন হয় এবং সকাম কর্ম অনুসারে, সেখানকার তির্যক, মানুষ, দেব ও পিতৃগণ আদি অধিবাসীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে, পরমেশ্বর ভগবান মনু এবং অন্যান্য অবতাররূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আবির্ভূত হন। এইভাবে তাঁর শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের পালন করেন। দিনান্তে, তমোগুণের ক্ষুদ্র অংশের অধীনে, বিশ্বের শক্তিশালী অভিব্যক্তিও রাত্রির অন্ধকারে লীন হয়ে যায়। শাশ্বত কালের প্রভাবে অসংখ্য জীব তখন প্রলয়ে বিলীন হয়ে থাকে এবং তখন সব কিছু নীরব হয়ে যায়। ব্রহ্মার যখন রাত্রি শুরু হয়, তখন লোকত্রয় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঠিক সাধারণ রাত্রির মতো তখন চন্দ্র ও সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত অগ্নির ফলে এই প্রলয় হয় এবং তখন মহর্লোকের অধিবাসী ভৃগু আদি ঋষিগণ ত্রিলোকদগ্ধকারী প্রজ্বলিত অগ্নির তাপে পীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন। প্রলয়ের শুরুতে সমস্ত সমুদ্র বর্ধিত হয় এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ উদ্বেলিত হয়ে, ত্রিভুবনকে পরিপ্লাবিত করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তখন মুদ্রিত নয়নে জলের উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করেন। এইভাবে ব্রহ্মাসহ প্রত্যেক জীবের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন লোকে কালের গতি অনুসারে সকলেরই আয়ু একশত বৎসর। ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু দুভাগে বিভক্ত। তাঁর আয়ুর প্রথম অর্ধভাগ ইতিমধ্যেই গত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন চলছে। ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব পরার্ধের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-কল্প নামক কল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল। বেদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল। প্রথম ব্রাহ্ম-কল্পের পরের কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ভগবান শ্রীহরির নাভি সরোবর থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল বিকশিত হয়েছিল। হে ভারত! ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কল্প বরাহ-কল্প নামেও প্রসিদ্ধ, কেননা সেই কল্পে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন। ব্রহ্মার জীবনের দুটি পরার্ধকাল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিকার-রহিত, অনন্ত এবং সর্ব জগতের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের এক নিমেষ মাত্র।"

"শাশ্বত কাল অবশ্যই পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের নিয়ন্তা; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যারা দেহচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি সত্যলোক পর্যন্ত বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য উচ্চতর লোকেও কালের এই প্রভাব বিদ্যমান। আটটি জড় উপাদানের সমন্বয়ে ষোড়শ প্রকার বিকার

থেকে প্রকাশিত এই যে ব্রহ্মাণ্ড, তার অভ্যন্তর পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত এবং নিম্নলিখিত আবরণের দ্বারা আবৃত। ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে যে সমস্ত তত্ত্ব, তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি এক বিশাল সমন্বয়ে পরমাণুর মতো প্রতিভাত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলা হয়েছে। এইভাবে বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত এবং তা সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস মহাবিষ্ণুরও ধাম।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে অভিজ্ঞ বিদুর! এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কাল নামক রূপের মহিমা বর্ণনা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে বেদগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।"

"ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক তম, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তুর নাশে আমার মৃত্যু ঘটল এইরূপ বুদ্ধি—এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রকার ভ্রমোৎপাদক সৃষ্টিকে পাপীয়সী কৃত্য বলে দর্শন করে, ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে অধিক আনন্দ অনুভব করেননি এবং তাই তিনি ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ঊর্ধ্বরেতা এবং তাই তাঁরা জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন, 'হে পুত্রগণ! এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।' কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা সেই কার্যে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের পিতার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মার অন্তরে দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, যা তিনি তখন সংবরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর ভ্রূর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং তৎক্ষণাৎ নীল-লোহিত বর্ণের একটি শিশু উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর জন্মের পর তিনি ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন—'হে বিধাতা! হে জগদ্‌গুরু! দয়া করে আপনি আমার নাম ও স্থানসমূহ নির্দেশ করে দিন।' পদ্মযোনি ভগবান ব্রহ্মা তখন মৃদু বাক্যের দ্বারা সেই বালকটিকে শান্ত করেন এবং তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বললেন—'ক্রন্দন করো না। তুমি যা চেয়েছ তা আমি অবশ্যই করব।' তারপর ব্রহ্মা বললেন—'হে সুরশ্রেষ্ঠ। যেহেতু তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছ, তাই প্রজাসমূহ তোমাকে রুদ্র নামে অভিহিত করবে। হে পুত্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা—এই সমস্ত স্থান আমি পূর্বেই তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি। ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কুমার রুদ্র! তোমার এগারটি আরও নাম রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। হে রুদ্র! রুদ্রাণী নামক তোমার একাদশ পত্নীও রয়েছে এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিয়ুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা। হে প্রিয় কুমার! এখন তুমি তোমার এবং তোমার বিভিন্ন পত্নীদের জন্য এই সমস্ত নাম এবং নির্দিষ্ট স্থান স্বীকার কর এবং যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি, তাই তুমি বহু

প্রজা সৃষ্টি কর।' সবচাইতে শক্তিশালী রুদ্র যাঁর দেহের বর্ণ নীল ও লাল রঙের মিশ্রণ, তিনি তাঁরই মতো আকৃতি, শক্তি ও উগ্র স্বভাবসম্পন্ন বহু সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন। রুদ্র থেকে সৃষ্ট তাঁর অসংখ্য পুত্র এবং পৌত্রগণ সমবেত হয়ে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি দর্শন করে ভয়ভীত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে বললেন—'হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার প্রজা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চক্ষুনির্গত প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা দিকসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করেছে এবং তারা আমাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। হে পুত্র! তুমি তপস্যার অনুষ্ঠান কর, যা নিখিল জীবের পক্ষে মঙ্গলকর এবং যা তোমারও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন করবে। তপস্যার প্রভাবেই পূর্ব কল্পের মতো তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবে। তপস্যার দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত।' "

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, রুদ্র তাঁর বেদপতি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করলেন। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও দশম পুত্র নারদ এইভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ দিব্য ভাবনা থেকে নারদের জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে। পুলস্ত্য কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মার যে স্তনে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন, সেখান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়েছিল এবং অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধর্ম থেকে লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সংঘটিত হয়। কাম ও বাসনা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ক্রোধ তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে, লোভ তাঁর অধরের মধ্য থেকে, বাণী তাঁর মুখ থেকে, সমুদ্র তাঁর শিশ্ন থেকে, সমস্ত পাপের উৎস সব রকম জঘন্য কার্যকলাপ তাঁর মলদ্বার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মহিমাময়ী দেবহূতির পতি মহর্ষি কর্দম ব্রহ্মার ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে জগতের সমস্ত বস্তু ব্রহ্মার শরীর অথবা মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।"

"হে বিদুর! আমরা শুনেছি যে, ব্রহ্মার বাক্ নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কামে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যা নির্বিকারা ছিলেন। মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রেরা এইভাবে তাঁদের পিতাকে বিভ্রান্ত হয়ে অনৈতিক আচরণ করতে দেখে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বললেন—'হে পিতা! এই প্রকার কর্ম যার ফলে আপনি নিজেকে সমস্যাগ্রস্ত করছেন, তা পূর্বে কোন ব্রহ্মা কখনও করেননি, অন্য কেউ করেনি, অথবা পূর্ব কল্পে আপনিও করেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে সাহস করবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চান এবং আপনার সেই বাসনাকে সংযত করতে পারেন না? আপনি যদিও সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি, তবুও এই আচরণ আপনার শোভা পায় না কেননা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য জনগণ আপনার চরিত্রের অনুসরণ করে। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি আত্মস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বীয় জ্যোতির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি যেন দয়া করে ধর্মকে রক্ষা করেন।' প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র সমস্ত প্রজাপতিদের এইভাবে বলতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর শরীর ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই শরীর তখন সর্বদিকে অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুজ্ঝটিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল।"

"কোন এক সময়, যখন ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন, কিভাবে তিনি বিগত কল্পের মতো বিশ্ব সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁর চার মুখ থেকে বিবিধ জ্ঞান সমন্বিত চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের চার প্রকার উপকরণ—যজমান (মন্ত্রগায়ক), হোতা, অগ্নি এবং উপবেদের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম প্রকাশিত

হয়েছিল। তারপর ধর্মের চারটি তত্ত্ব (সত্য, তপ, দয়া ও শৌচ) এবং চারটি বর্ণের কর্তব্য সব কিছুই প্রকাশিত হয়।"

বিদুর বললেন—"হে তপোধন মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমার কাছে বিশ্লেষণ করুন, কিভাবে এবং কার সাহায্যে ব্রহ্মা তাঁর মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মার পূর্বাদি মুখ থেকে যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এই চারটি বেদ প্রকাশিত হয়। তারপর, পূর্বে অনুচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র, ইজ্যা (পৌরোহিত্য), স্তুতিস্তোমের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রায়শ্চিত্ত (চিন্ময় কার্যকলাপ) ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুদ্ধকলা, সঙ্গীতকলা ও স্থাপত্য বিজ্ঞান—এই সমস্ত বেদ থেকে রচনা করেছিলেন। এইগুলি তাঁর পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে একে একে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু তিনি সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর সমস্ত মুখ থেকে পঞ্চম বেদ—পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ (ষোড়শী, উক্থ, পুরীষি, অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম, অতিরাত্র, বাজপেয় ও গোসব) ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যা, দান, তপশ্চর্যা ও সত্য—এইগুলিকে ধর্মের চারটি পা বলা হয় এবং সেইগুলি জানবার জন্য জীবনের চারটি আশ্রম এবং বৃত্তি অনুসারে চারটি বর্ণবিভাগ রয়েছে। ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে ব্রহ্মা সেইগুলি সৃষ্টি করেছেন। তারপর সাবিত্র বা দ্বিজদের উপনয়ন সংস্কার, প্রাজাপত্য বা বর্ষব্যাপী ব্রত অবলম্বন, ব্রাহ্ম বা বেদ গ্রহণ, বৃহদ্ব্রত বা আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বার্তা বা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবিকা-নির্বাহ, সঞ্চয় বা যাজনাদি বৃত্তি, শালীন বা অযাচিত বৃত্তি এবং শিলোঞ্ছ বা পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ—এই সমস্ত গৃহের কর্তব্যসমূহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন। বানপ্রস্থ আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—বৈখানস, বালখিল্য, ঔদুম্বর ও ফেনপ। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয়। এইগুলি ব্রহ্মার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তর্কবিদ্যা, বেদ-নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নীতিশাস্ত্র এবং প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই সবই ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রণব ওঁকার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে। তারপর সর্বশক্তিমান প্রজাপতির দেহের লোম থেকে উষ্ণিক্ নামক বৈদিক ছন্দ, ত্বক থেকে প্রধান বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রী, মাংস থেকে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ এবং অস্থি থেকে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে। পদ্য লেখার কলা বা পঙ্‌ক্তি তাঁর মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং বৃহতী নামক আর এক প্রকার ছন্দ প্রজাপতির প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মার আত্মা থেকে স্পর্শবর্ণ, দেহ থেকে স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয় থেকে উষ্মবর্ণ, বল থেকে অন্তঃস্থবর্ণ এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে সঙ্গীতের সাতটি স্বর উদ্ভূত হয়েছে। শব্দ-ব্রহ্মের উৎসরূপে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধারণার অতীত। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরম তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং তিনি বিবিধ শক্তি-সমন্বিত।"

"তারপর ব্রহ্মা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে যৌনজীবন নিষিদ্ধ ছিল না, এইভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। হে কৌরব! ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে মহাবীর্যবান ঋষিদের উপস্থিতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না, তখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।"

ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন—"আহা, কি আশ্চর্য! আমি সর্বদা সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত রয়েছি, তবুও আমার প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করছে না। দৈব ছাড়া এই দুর্ভাগ্যের আর অন্য কোন কারণ নেই। এইভাবে তিনি যখন চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং দৈবশক্তি নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ থেকে আরও দুইটি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইগুলি ব্রহ্মার দেহ বলে প্রসিদ্ধ। সদ্য বিভক্ত দেহ দুটি যৌন সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু নামে পরিচিত হন এবং যিনি স্ত্রী তিনি মহাত্মা মনুর মহিষী শতরূপা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে মৈথুন-ধর্মের দ্বারা প্রজাসমূহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। হে ভারত! যথাসময়ে তিনি (মনু) শতরূপা থেকে পাঁচটি সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন—দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও

উত্তানপাদ এবং তিনটি কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। পিতা মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকূতিকে রুচি নামক ঋষিকে দান করেন, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দম নামক ঋষিকে দান করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের থেকে সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে।"

☆ ☆ ☆

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! মহর্ষি মৈত্রের কাছ থেকে এই সমস্ত পুণ্যতম বার্তা শ্রবণ করার পর, বিদুর ভগবান বাসুদেবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তিনি আদরপূর্বক শুনতে চেয়েছিলেন।"

বিদুর বললেন—"হে মহর্ষি! ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব তাঁর প্রিয়তম পত্নীকে লাভ করার পর কি করেছিলেন? হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আদি রাজরাজেশ্বর (মনু) ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্ত এবং তাই তাঁর উদাত্ত চরিত্র ও কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য। দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন। আমি তা শুনতে অত্যন্ত উৎসুক। যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরিশ্রমপূর্বক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রবণে প্রবৃত্ত, তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভক্তদের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়ে বিদুরের অঙ্কে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, কেননা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত বিনীত ও স্নিগ্ধ। মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"মানবজাতির পিতা মনু তাঁর পত্নীসহ আবির্ভূত হয়ে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মার প্রতি যুক্তকরে প্রণতি নিবেদন করার পর, এইভাবে বলেছিলেন। আপনি সমস্ত জীবের পিতা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস, কেননা তারা সকলে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন, কিভাবে আমরা আপনার সেবা করতে পারি। হে পূজনীয়! আপনি আমাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দান করুন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করে ইহলোকে যশোলাভ করতে পারি এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হতে পারি।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রিয় পুত্র! হে ক্ষিতীশ্বর! তুমি নিষ্কপটে আন্তরিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাদের উভয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। হে বীর! পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আদর্শ দৃষ্টান্ত তুমি প্রদান করেছ। গুরুজনদের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা বাঞ্ছনীয়। যিনি ঈর্ষার সীমার অতীত এবং সংযতচিত্ত, তিনি মহানন্দে পিতার আদেশ স্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করেন। যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত আজ্ঞাপালনকারী পুত্র, তাই আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই মতো গুণাবলীসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন কর। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী শাসন কর এবং এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর। হে রাজন্! তুমি যদি জড় জগতে জীবেদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার, তাহলে সেটিই

হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ সেবা। পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখবেন যে, তুমি বদ্ধ জীবেদের সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছ, তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা এবং তাই যারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধান না করে, তারা অবশ্যই স্বার্থ রক্ষায় অবহেলা করে।"

শ্রীমনু বললেন—"হে সর্বশক্তিমান প্রভু! হে সর্ব পাপনাশক! আমি আপনার আদেশ পালন করব। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আমার স্থান কোথায় এবং আমার থেকে উৎপন্ন প্রজাদের স্থান কোথায়। হে দেবাদিদেব! আপনি কৃপা করে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করার প্রযত্ন করুন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত জীবেদের বাসস্থান। আপনার প্রচেষ্টা ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তা করা সম্ভব হবে।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে জলমগ্ন দেখে, ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছিলেন, কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়। ব্রহ্মা ভাবলেন, আমি যখন সৃষ্টিকার্যে মগ্ন ছিলাম, তখন পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে গমন করেছে। সৃষ্টি রচনার কার্যে যুক্ত আমরা এখন কি করতে পারি? সবচাইতে ভাল হয় যদি সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের নির্দেশ দেন। হে নিষ্পাপ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সহসা তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি বরাহরূপ বহির্গত হয়েছিল। সেই বরাহটির আয়তন ছিল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। হে ভারত! ব্রহ্মার সমক্ষে সেই বরাহ আকাশস্থ হয়ে, এক মহাকায় হস্তীর মতো এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল। আকাশে অবস্থিত আশ্চর্যজনক সেই বরাহরূপ দর্শন করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে, মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কুমারগণ ও মনুসহ ব্রহ্মা নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন। কোন অসাধারণ ব্যক্তি কি ছদ্মবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন? একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তিনি আমার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমে এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দৃষ্ট হয়েছিল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তা বিশাল পাষাণের মতো হয়েছে। তার ফলে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইনি কি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু? ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্রগণসহ এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশাল পর্বতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করেছিলেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অসাধারণ স্বরের দ্বারা পুনরায় গর্জন করে, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের আনন্দবিধান করেছিলেন এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। যখন জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের অধিবাসী মহান মুনি ও ঋষিগণ ভগবান বরাহদেবের সেই প্রচণ্ড গর্জন শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল পরম করুণাময় ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় বাণী, তখন তাঁরা তিন বেদ থেকে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মহান ভক্তদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের উত্তরে, একটি গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তিনি পুনরায় গর্জন করে জলে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভক্তদের প্রার্থনা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবান বরাহদেব তাঁর পুচ্ছ উত্তোলন করে আকাশে উত্থিত হলেন, তখন তাঁর কাঁধের কঠোর কেশসমূহ কম্পিত হচ্ছিল। তাঁর দৃষ্টিপাত ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তিনি তাঁর খুরের দ্বারা ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ দন্তের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এবং তাই তিনি চিন্ময়, তবুও শূকর-শরীর ধারণ করার জন্য তিনি ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর দশন ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তিনি তাঁর স্তবকারী ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জলে প্রবেশ করেছিলেন। বিশাল পর্বতের মতো জলে নিপতিত হয়ে, বরাহদেব মহাসমুদ্রের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করেছিলেন, তখন দুটি অতি উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রের বাহুর মতো প্রকট হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল সমুদ্র যেন ভয়ে তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে এইভাবে বিভক্ত করবেন না! দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন!' ভগবান বরাহদেব তীক্ষ্ণ বাণের মতো খুরের দ্বারা জলকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং অসীম সমুদ্রের সীমা

প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের মতো শায়িত দেখেছিলেন এবং তখন তিনি স্বয়ং তাকে উত্তোলন করেছিলেন। ভগবান বরাহদেব অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে তাঁর দশনাগ্রে ধারণ করে জল থেকে উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর রূপে চতুর্দিক আলোকিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, যদিও সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর ভগবান বরাহদেব জলের মধ্যে সেই দৈত্যকে সংহার করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ হস্তীকে সংহার করে। ভগবানের গণ্ডদেশ ও জিহ্বা দৈত্যের রক্তে আরক্তিম হয়েছিল, ঠিক যেমন গজেন্দ্র গৈরিক মৃত্তিকা খনন করার সময় আরক্তিম হয়ে ওঠে। তখন ভগবান এক গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তাঁর শুভ্র দশনাগ্রভাগে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তমালের মতো নীলাভ এবং তাই, ব্রহ্মা প্রমুখ মহর্ষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

"গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ঋষিরা তখন বলেছিলেন—'হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন্! আপনি সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোন! আপনি সমস্ত বেদের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে বিচরণ করছেন। আপনার বিগ্রহের রোমকূপে মহাসাগরসমূহ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। কোন কারণবশত (পৃথিবীকে উত্তোলন করার জন্য) আপনি এখন বরাহরূপ পরিগ্রহ করেছেন। হে ভগবান! আপনার শ্রীমূর্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু যারা দুরাত্মা তারা তা দর্শন করতে পারে না। গায়ত্রী এবং অন্য সমস্ত বৈদিক মন্ত্র আপনার ত্বকের স্পর্শে বিরাজমান। আপনার শরীরের রোমাবলীতে কুশ ঘাস, আপনার নেত্রে ঘৃত এবং আপনার চার পায়ে চার প্রকার কর্ম বিরাজ করে। হে ভগবান! আপনার জিহ্বা স্রুক, আপনার নাসিকা স্রুব, আপনার উদর ইড়া এবং আপনার কর্ণ-বিবর চমস। আপনার মুখে ব্রহ্মভাগ পাত্র প্রাশিত্র, আপনার গলা গ্রহা নামক সোমপাত্র এবং আপনি যা চর্বণ করেন তা হচ্ছে অগ্নিহোত্র। অধিকন্তু, হে প্রভু! বারবার আপনার অবতরণ হচ্ছে সর্বপ্রকার দীক্ষার বাসনা। আপনার গ্রীবা তিন প্রকার ইচ্ছার স্থান এবং আপনার দশন দীক্ষার ফল এবং সমস্ত বাসনার সমাপ্তি। আপনার জিহ্বা দীক্ষার প্রারম্ভিক কর্ম, আপনার মস্তক হোমরহিত অগ্নি ও উপাসনার অগ্নি এবং আপনার প্রাণ সমস্ত বাসনার সমষ্টি। হে ভগবান! সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য। আপনার বুদ্ধি প্রাতঃকালীন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান। আপনার ত্বক আদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সপ্ত উপাদান। আপনার দেহসন্ধি বার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের প্রতীক। তাই আপনি সোম ও অসোম উভয় প্রকার সমস্ত যজ্ঞের বিষয় এবং যজ্ঞের দ্বারাই কেবল আপনি আবদ্ধ হন। হে প্রভু! আপনি পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত প্রার্থনার দ্বারা, বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ও যজ্ঞের উপকরণের দ্বারা আপনি পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আপনাকে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিময়ী জ্ঞানের পরম গুরু আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পৃথিবী ধারণকারী, আপনি আপনার দশনাগ্রভাগে পর্বতসহ যে পৃথিবী ধারণ করেছেন, তা জল থেকে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র পদ্মফুলের মতো শোভা পাচ্ছে। হে ভগবান! মহান পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহ যেমন মেঘরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পায়, তেমনই আপনার দশন-অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করার ফলে, আপনার অপ্রাকৃত বিগ্রহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। হে ভগবান! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের বাসস্থান হওয়ার ফলে, এই পৃথিবী আপনার পত্নী এবং আপনি হচ্ছেন পরম পিতা। মাতা ধরিত্রীসহ আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পৃথিবীর মধ্যে আপনি আপনার স্বীয় শক্তি নিহিত করেছেন, ঠিক যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন। হে ভগবান, আপনি ছাড়া আর কে জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু আপনার পক্ষে তা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের নির্মাণকার্য সম্পাদন করেছেন। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি এই আশ্চর্যজনক জগৎ সৃষ্টি

করেছেন। হে পরমেশ্বর ভগবান! নিঃসন্দেহে আমরা সকলে জন, তপ ও সত্যলোক নামক অত্যন্ত পুণ্যবান লোকসমূহের নিবাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীরের কম্পনের ফলে আপনার কেশরের অগ্রভাগ থেকে যে জলকণা পতিত হয়েছে, তার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হয়েছি। হে ভগবান, আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কোন সীমা নেই। যারা আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মহামূর্খ। এই জগতে সকলেই প্রভাবশালী যোগশক্তির দ্বারা আবদ্ধ। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে মহর্ষি ও ব্রহ্মবাদীগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে, ভগবান তাঁর খুর দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করে, তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"কেউ যদি ভক্তি সহকারে বরাহদেবের এই মঙ্গলময়ী কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তাহলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিরর্থক। যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্তৃক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন। যে মানুষ নয়, সে ছাড়া এই জগতে অন্য আর কে আছে, যে জীবনের পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধে আগ্রহী নয়? এমন কে আছে, যে ভগবানের লীলাকথারূপ অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যা নিজেই মানুষকে তাঁর সব রকম জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারে?"

* * *

চতুর্দশ অধ্যায়

সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবানের বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করার পর, ব্রতনিষ্ঠ বিদুর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি কৃপাপূর্বক ভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করেন, কেননা তিনি (বিদুর) তখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।"

শ্রীবিদুর বললেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ। পরম্পরাক্রমে আমি শুনেছি যে, আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যজ্ঞমূর্তি পরমেশ্বর ভগবান (বরাহদেব) কর্তৃক নিহত হয়েছিল। হে ব্রাহ্মণ! ভগবান যখন ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন কি কারণে দৈত্যরাজের সঙ্গে বরাহদেবের যুদ্ধ হয়েছিল? আমার মন অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়েছে, তাই আমি ভগবানের অবতারের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারছি না। আপনি কৃপা করে এক শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছে আরও বেশি করে বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বীর! আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তিনিই হচ্ছেন মরণশীল ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। মহর্ষি (নারদের) কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে, মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র (ধ্রুব) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে

ভগবদ্ধামে আরোহণ করেছিলেন। বরাহরূপী ভগবানের সঙ্গে দৈত্য হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের ইতিহাস বহু বছর আগে যখন দেবতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমি তা শ্রবণ করেছিলাম।"

"দক্ষকন্যা দিতি কামশরে পীড়িতা হয়ে, সন্ধ্যাকালে তাঁর পতি মরীচিপুত্র কশ্যপের কাছে সন্তান লাভের মানসে, সন্ধ্যাবেলায় মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, তখন সেই মহর্ষি যজ্ঞশালায় অগ্নিজিহ্ব শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পূজা করে সমাধিস্থ ছিলেন। সেই স্থানে সুন্দরী দিতি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বললেন—'হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ, মত্ত হস্তী যেমন কদলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তেমনই কন্দর্প তাঁর শরাসন গ্রহণ করে আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করছেন। তাই আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আমার সপত্নীদের সমৃদ্ধি দর্শন করে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এবং তাই আমি সন্তান কামনা করি। এই কার্য সম্পন্ন করে আপনি সুখী হবেন। পতির আশীর্বাদে পত্নী জগতে সম্মান লাভ করেন এবং আপনার মতো পতি সন্তান লাভ করে যশস্বী হবেন, কেননা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতে প্রজা বৃদ্ধি করা। পুরাকালে, আমাদের অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদের প্রত্যেককেই পৃথক-পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা কাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা দক্ষ আমাদের অভিলাষ জানতে পেরে, তাঁর তেরজন কন্যাকেই আপনার হস্তে অর্পণ করেছেন এবং তখন থেকেই আমরা সকলে আপনার অনুব্রতা। হে কমললোচন! কৃপা করে আমার বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা আমার মঙ্গল-বিধান করুন। আর্ত ব্যক্তি যখন কোন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে, তখন তার নিবেদন বিফল হয় না।"

"হে বীর (বিদুর)! মরীচিতনয় কশ্যপ বহুভাষিণী, দীনা ও কামের দ্বারা কলুষিতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে, এইভাবে বলেছিলেন। হে ভয়ভীতা! তুমি যা অভিলাষ করছ তা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে স্ত্রী থেকে ত্রিবর্গ সিদ্ধি লাভ হয়, তার কামনা কে না পূর্ণ করে? জলযানের সাহায্যে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তেমনই পত্নীর সঙ্গে বাস করার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে মানিনি! পত্নী এতই সহায়তা-পরায়ণা হয় যে, পতির সমস্ত পবিত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার ফলে, তাকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। পত্নীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে, মানুষ নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে। দুর্গপতি যেমন অনায়াসে আক্রমণকারী দস্যুদের পরাজিত করে, তেমনই পত্নীর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পারে, যা অন্যান্য আশ্রমীদের পক্ষে দুর্জয়। হে গৃহেশ্বরি! আমরা তোমার মতো হতে পারব না এবং সারা জীবন এমনকি জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। এমনকি যারা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসাকারী, তাদের পক্ষেও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। যদিও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও অচিরেই সন্তান লাভের জন্য তোমার কামবাসনা আমি তৃপ্ত করব। কিন্তু তোমাকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে যাতে অন্যেরা আমার নিন্দা না করে। এই বিশেষ সময়টি সবচাইতে অশুভ, কেননা এই সময় ভয়ঙ্কর দর্শন ভূতপ্রেত ও ভূতপতি রুদ্রের অনুচরেরা বিচরণ করছে। হে সাধ্বি! ভূতপতি শিব এই সন্ধ্যাকালে ভূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁর বাহন বৃষভের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন। ভগবান শিবের নির্মল স্বর্ণাভ দেহ ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁর জটাজুট শ্মশানের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে ধূম্র বর্ণ। তিনি তোমার দেবর এবং তিনি তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা সব কিছু দর্শন করছেন। ভগবান শিব কাউকে তাঁর আত্মীয় বলে মনে করেন না, অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নন; তিনি কাউকেই আদরণীয় বা নিন্দনীয় বলে মনে করেন না। আমরা তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করি এবং আমাদের ব্রত হচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বস্তু গ্রহণ করা। যদিও এই জড় জগতে কেউই ভগবান শিবের সমান অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন এবং যদিও মহাত্মাগণ তাঁদের অবিদ্যারাশি দূর করার জন্য তাঁর অনবদ্য চরিত্র অনুসরণ করেন, তবুও তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বয়ং পিশাচের মতো আচরণ করেন। কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে যারা আত্মবুদ্ধি করে এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও অনুলেপনের দ্বারা তার লালন-পালন করে, সেই সমস্ত

মূর্খেরা তিনি (শিব) যে আত্মারাম তা না জেনে তাঁর কার্যকলাপের উপহাস করে। ব্রহ্মার মতো দেবতারাও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জাগতিক সৃষ্টির কারণস্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মহান এবং তাই তাঁর পিশাচবৎ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র।"

মৈত্রেয় বললেন—"দিতি তাঁর পতির দ্বারা এইভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও কামোন্মত্তা বেশ্যার মতো লজ্জাহীনা হয়ে, ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করেছিলেন। তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পূজনীয় নিয়তির প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, তিনি নির্জন স্থানে তার সঙ্গে শয়ন করেছিলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামপূর্বক বাক্ সংযম করেছিলেন এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেছিলেন। হে ভারত! তার পর দিতি তাঁর দোষযুক্ত আচরণের জন্য লজ্জাবশত অধোমুখী হয়ে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! সমস্ত জীবেদের পতি রুদ্রের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি, সেই জন্য তিনি যেন আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন। সেই রুদ্ররূপ ভগবান শিবকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি যুগপৎ ভয়ঙ্কর মহান দেবতা এবং সমস্ত জড় বাসনার পূর্ণকারী। তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং ক্ষমাশীল, কিন্তু দণ্ড দিতে তাঁর ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ উদ্যত করতে পারে। তিনি আমার ভগিনী সতীর পতি হওয়ার ফলে আমার ভগ্নীপতি, তাই তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনি সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের বিগ্রহ এবং অসভ্য ব্যাধদেরও ক্ষমার্হ রমণীদের প্রতি তিনি কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"পতি রুষ্ট হয়েছেন বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরা তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষি কশ্যপ এইভাবে সম্বোধন করলেন। দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে প্রতিদিনকার সন্ধ্যা-নিয়ম সমাপনকার্যে নিবৃত্ত করে অপরাধ করেছিলেন, তবুও তিনি সংসারে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন।"

বিদ্বান কশ্যপ বললেন—"যেহেতু তোমার চিত্ত দূষিত ছিল, সন্ধ্যাকালীন মুহূর্ত ছিল অপবিত্র, তাছাড়া তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করেছ, তাই সব কিছুই অশুভ ছিল। হে ক্রোধশীলা! তোমার অভিশপ্ত গর্ভ থেকে দুটি কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, হে ভাগ্যহীনা! তারা ত্রিলোকের সকলের নিরন্তর শোকের কারণ হবে। তারা দীন, নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবে, নারীদের অত্যাচার করবে এবং মহাত্মাদের ক্রোধ উৎপাদন করবে। সেই সময় সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী জগদীশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়ে, ঠিক যেভাবে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহকে চূর্ণ করেন, সেইভাবে তাদের সংহার করবেন।"

দিতি বললেন—"আমার পুত্রেরা যে সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের হস্তের দ্বারা উদারতাপূর্বক নিহত হবে, তা অত্যন্ত শুভ। হে স্বামীন্! তারা যেন কখনও ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তদের ক্রোধের দ্বারা নিহত না হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে অথবা সর্বদা অন্য প্রাণীদের ভয় প্রদান করে, নারকীরাও তাকে কৃপা করে না, অথবা যেই যোনিতে তার জন্ম হয়, সেই যোনির প্রাণীরাও তার প্রতি অনুগ্রহ করে না।"

জ্ঞানবান কশ্যপ বললেন—"তোমার শোক, অনুতাপ, যথাযথ বিচার, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং শিব ও আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধার ফলে, তোমার পুত্রের (হিরণ্যকশিপুর) পুত্রদের মধ্যে একজন (প্রহ্লাদ) ভগবানের এক সর্বমান্য ভক্ত হবেন এবং তাঁর কীর্তি ভগবানেরই কীর্তির মতো বিস্তার লাভ করবে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য, সাধুরা বৈরী ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাস করে, তাঁর মতো চরিত্র লাভের চেষ্টা করবে, ঠিক যেভাবে নিম্ন স্তরের স্বর্ণকে সংশোধনের উপায়ের দ্বারা শোধন করা হয়। তাঁর প্রতি সকলেই প্রসন্ন হবেন, কেননা যে ভক্ত ভগবান ব্যতীত অন্য আর কিছু কামনা করেন না, তাঁর প্রতি সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা, মহানুভব ও মহাত্মাদের মধ্যে সবচাইতে মহৎ হবেন। তাঁর পরিপক্ক ভক্তির ফলে, তিনি অবশ্যই চিন্ময়ভাব-সমাধিতে অবস্থিত হবেন এবং এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর চিৎ জগতে প্রবেশ করবেন। তিনি ধার্মিক, সুশীল, সমস্ত সদ্গুণের আধার

হবেন। তিনি পরসুখে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী এবং অজাতশত্রু হবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তাপ দূর করেন, তেমনই তিনি জগতের শোক হরণ করবেন। লক্ষ্মীরূপা ললনার ভূষণস্বরূপ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী, কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল, কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পৌত্র সর্বদা অন্তরে ও বাইরে দর্শন করবেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।"

❖ ❖ ❖

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবদ্ধামের বর্ণনা

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! কশ্যপের পত্নী দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান দেবতাদের ও অন্যদের পীড়াদায়ক হবে, তাই তিনি কশ্যপের শক্তিশালী বীর্য শত বৎসর ধরে ধারণ করেছিলেন। দিতির গর্ভের তেজের দ্বারা সমস্ত গ্রহে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং বিভিন্ন লোকের দেবতারা সেই তেজের দ্বারা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সর্বদিকে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণ কি?' "

ভাগ্যবান দেবতারা বললেন—"হে মহান্! এই অন্ধকার যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে, তা আপনি দেখুন। আপনি এই অন্ধকারের কারণ জানেন, যেহেতু কালের প্রভাব আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আপনার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই। হে দেবাদিদেব! হে বিশ্বের পালনকর্তা! হে অন্য লোকের দেবতাদের মুকুটমণি। আপনি চিৎ ও জড় উভয় জগতেরই সমস্ত জীবেদের অভিপ্রায় জানেন। হে বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকীকৃত রজোগুণ স্বীকার করেছেন। বহিরঙ্গা শক্তির সহায়তায় আপনি অব্যক্ত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই সমস্ত গ্রহ আপনার মধ্যে অবস্থিত এবং সমস্ত জীব আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই আপনি এই বিশ্বের কারণ এবং যে ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার ধ্যান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন। যাঁরা তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, সেই পরিপক্ক যোগীদের কখনও এই জগতে পরাজয় হয় না। কেননা এই প্রকার যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেছেন। বৃষ যেমন তার নাসিকা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বৈদিক নির্দেশের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। যে প্রধান পুরুষ সেই বেদ প্রদান করেছেন, তাঁকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি!"

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন—"দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে। অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তেমনই দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"দিব্য শব্দ-স্পন্দনের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, সেই বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার, আমার এই চার মানসপুত্র তোমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট বাসনা ছাড়াই কখনও কখনও জড় আকাশে ও চিদাকাশে বিচরণ করে থাকেন। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তাঁরা পরব্যোমে প্রবেশ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন। চিদাকাশে পরমেশ্বর ভগবানের ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় লোক রয়েছে। সেই স্থান জড় জগতের সমস্ত লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত। বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের মতো রূপ সমন্বিত। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাশূন্য হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত। বৈকুণ্ঠলোকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন এবং তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়, যাতে রজ ও তমোগুণের কোন স্থান নেই। তিনি ভক্তদের ধর্মীয় প্রগতি বিধান করেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত মঙ্গলময় অনেক বন রয়েছে। সেই সমস্ত বনের বৃক্ষগুলি অভীষ্টপূরণকারী কল্পবৃক্ষ এবং সমস্ত ঋতুতে সেইগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ থাকে, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই চিন্ময় ও সবিশেষ। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পত্নী ও পার্ষদগণসহ বিমানে বিচরণ করেন এবং নিরন্তর ভগবানের চরিত ও লীলাসমূহ গান করেন, যা সর্বদাই অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে মুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা যখন তাঁরা কীর্তন করেন, তখন মধুপূর্ণ মাধবীলতার প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধকেও তা উপহাস করে। যখন ভ্রমরদের অধিপতি উচ্চস্বরে গুঞ্জন করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখন কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলরব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিহঙ্গেরা তাদের নিজেদের গান বন্ধ করে দেয়। যদিও মন্দার, কুন্দ, কুরবক, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল ও পারিজাত বৃক্ষসমূহ অপ্রাকৃত সৌরভমণ্ডিত পুষ্পে পূর্ণ, তবুও তারা তুলসীর তপশ্চর্যার জন্য তাঁকে বহু সম্মান করে। কেননা ভগবান তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি স্বয়ং তুলসীপত্রের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদূর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা শুক্র নিতম্বিনী, স্মিত হাস্যোজ্জ্বল সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃতা, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোকের রমণীরা লক্ষ্মীদেবীর মতোই সুন্দরী। এই প্রকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রমণীরা হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করেন এবং তাঁদের চরণের নূপুর থেকে কিঙ্কিণি-ধ্বনি উত্থিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কখনও কখনও তাঁরা সুবর্ণ সংযুক্ত স্ফটিকময় দেওয়ালগুলি সম্মার্জন করেন। লক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃতা হয়ে প্রবাল খচিত দিব্য জলাশয়ের তীরে তাঁর বাগানে তুলসীদল নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা করার সময়, তাঁরা যখন জলে উন্নত নাসিকা-সমন্বিত তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, তখন তাঁদের কাছে তা আরও অধিক সুন্দর বলে মনে হয়, কেননা তাঁদের মুখ ভগবান কর্তৃক চুম্বিত হয়েছে। দুর্ভাগা মানুষেরা বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, যা শ্রবণের অযোগ্য ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, সেই সমস্ত অনর্থক বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তা অত্যন্ত শোকের বিষয়। যারা বৈকুণ্ঠ-বিষয়ের বর্ণনা ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তারা অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"প্রিয় দেবতাগণ! মনুষ্যজীবন এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, আমরাও সেই জীবন প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করি, কেননা মনুষ্যজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ যদি মনুষ্যজীবন লাভ করা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ধাম হৃদয়ঙ্গম না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। যাঁদের দেহ প্রেমানন্দে বিকার প্রাপ্ত হয় এবং যাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে ঘর্মাক্ত হন, তাঁরা ধ্যান ও অন্যান্য তপস্যার অপেক্ষা না করলেও ভগবানের রাজ্যে উন্নীত হন। ভগবানের রাজ্য জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও স্পৃহনীয়। এইভাবে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক

মহর্ষিগণ তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিৎ জগতে উপরোক্ত বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছে অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সেই পরব্যোম সর্বোত্তম ভক্তদের দ্বারা চালিত পরম অলঙ্কৃত বিমানসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা অধিকৃত। ভগবানের আবাস বৈকুণ্ঠপুরীর ছয়টি দ্বার তাঁরা অতিক্রম করলেন। সেখানকার সাজসজ্জার প্রতি একটুও আশ্চর্য অনুভব না করে, তাঁরা সপ্তম দ্বারে গদাধারী, সমবয়স্ক ও জ্যোতির্ময় দুজন দ্বারপালকে দর্শন করলেন, যাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট আদি অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন। সেই দ্বারপালদ্বয় মত্ত ভ্রমরবেষ্টিত বনমালার দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা তাঁদের নীল বর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে বিন্যস্ত ছিল। তাঁদের বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি, অসন্তুষ্ট নাসাপুট ও আরক্তিম লোচনের দ্বারা উভয়কেই কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছিল। সনকাদি ঋষিদের গতি সর্বত্র অবারিত ছিল। তাঁরা 'আপন' ও 'পর', এইরূপ বৈষম্য জ্ঞানরহিত ছিলেন। উন্মুক্ত অন্তরে তাঁরা স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত অন্য ছয়টি দ্বার যেভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন। সেই চারজন দিগম্বর বালক-ঋষিরা যদিও ছিলেন সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে বৃদ্ধ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু ভগবানের অসন্তোষকারক স্বভাব সমন্বিত সেই দ্বারপালেরা যখন ঋষিদের দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মহিমার অবজ্ঞা করে তাঁদের পথ অবরোধ করলেন, যদিও ঋষিদের প্রতি তাঁদের এই ব্যবহার ছিল অনুচিত। সবচাইতে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কুমারেরা যখন বৈকুণ্ঠস্থ দেবতাদের দৃষ্টির সমক্ষে শ্রীহরির সেই দুইজন দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হলেন, তখন তাঁদের পরম প্রিয় প্রভু ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করার গভীর আকাঙ্ক্ষার ফলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের চক্ষু সহসা রক্তিম হয়ে উঠল।"

মহর্ষিগণ বললেন—"এই দুজন কে? যাঁরা ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে ভগবানেরই মতো গুণাবলীর বিকাশ হয়; কিন্তু ভগবানের সেবার সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এদের এই বিষম স্বভাব কেন? এরা বৈকুণ্ঠে বাস করছে কিভাবে? বৈরীভাবাপন্ন মানুষের ভগবানের ধামে প্রবেশ সম্ভব হয়েছে কিভাবে? ভগবানের কোন শত্রু নেই। তাহলে কে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে? সম্ভবত এই দুই ব্যক্তি ভণ্ড; তাই তারা অন্যদেরও তাদেরই মতো বলে মনে করে। বৈকুণ্ঠলোকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, ঠিক যেমন ক্ষুদ্র আকাশের সঙ্গে মহাকাশের সামঞ্জস্যের মতো। তাহলে এই সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে এই ভয়ের বীজ কেন? এই দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারণ করেছে, কিন্তু এদের এই অসামঞ্জস্য এলো কোথা থেকে? তাই আমরা বিচার করে দেখব, এই দুজন কলুষিত ব্যক্তিদের কিভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত। এই দণ্ডবিধান উপযুক্ত হওয়া উচিত, যার ফলে পরিণামে এদের উপকার হবে। যেহেতু এরা বৈকুণ্ঠে ভেদ ভাব দর্শন করছে, তাই তারা কলুষিত এবং এদের এখান থেকে জড় জগতে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেখানে জীবদের তিন প্রকার শত্রু রয়েছে। বৈকুণ্ঠের সেই দুইজন দ্বারপাল, যাঁরা অবশ্যই ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে কাতরভাবে সেই মুনিদের পায়ে ধরে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন, কেননা কোন অস্ত্রের দ্বারাও ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিবারণ করা যায় না।"

ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে দ্বারপালেরা বললেন—"আপনাদের মতো মহর্ষিদের সম্মান না করার দরুন আপনারা যে আমাদের দণ্ড দিয়েছেন, তা উচিতই হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের অনুতাপ দর্শন করে আপনারা এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের উত্তরোত্তর অধোগামী হওয়ার সময়েও যেন ভগবৎ বিস্মৃতিজনিত মোহ আমাদের অভিভূত না করে। নাভি থেকে পদ্ম উদ্ভূত হওয়ার ফলে যাঁর নাম পদ্মনাভ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভৃত্যেরা মহর্ষিদের অপমান করেছেন। সেই মুহূর্তে পরমহংস মুনিদের অন্বেষণীয় চরণ-যুগল চালন করতে করতে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।"

"পূর্বে যাঁকে কেবল সমাধিযোগে তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সনক প্রমুখ

ঋষিগণ তাঁদের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। তিনি যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর পার্ষদেরা ছত্র, পাদুকা আদি উপকরণসহ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। তাঁর দুই পার্শ্বে হংসের মতো শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় এবং মস্তকে ছত্র শোভিত ছিল। চার পাশে মুক্তা বিলম্বিত ছত্র বায়ু সঞ্চারে সঞ্চালিত হচ্ছিল এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণ চন্দ্র থেকে অমৃতের বিন্দু বায়ুর প্রবাহে ঝরে পড়ছে। ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাঁর মঙ্গলময় উপস্থিতি সকলের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ হাস্য ও দৃষ্টিপাত হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে। ভগবানের সুন্দর দেহের বর্ণ হচ্ছে শ্যাম এবং তাঁর প্রশস্ত বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, যিনি স্বর্গলোকের শীর্ষ স্থান সমগ্র চিন্ময় জগৎকে গৌরবান্বিত করেন। এইভাবে মনে হচ্ছিল যেন ভগবান স্বয়ং তাঁর চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য বিতরণ করছিলেন। তাঁর বিশাল নিতম্ব প্রদেশে পীত বসনের উপর কটিভূষণ শোভা পাচ্ছে, তাঁর বক্ষস্থলে বনমালা সুশোভিত যাতে অলিকুল গুঞ্জন করে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করছিল। তাঁর সুন্দর মণিবন্ধে বলয় শোভা পাচ্ছিল, তাঁর এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল এবং অন্য হাতে তিনি একটি পদ্ম ঘুরাচ্ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কুণ্ডলের শোভা বর্ধনকারী গণ্ডস্থলের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, যা বিদ্যুতের শোভাকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং তাঁর মস্তক মণিময় মুকুটের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর সুদৃঢ় বাহু চতুষ্টয়ের মধ্যে এক অপূর্ব কণ্ঠহার লম্বিত ছিল এবং তাঁর কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল। নারায়ণের অনুপম সৌন্দর্য তাঁর ভক্তদের বুদ্ধির দ্বারা বহু গুণে পরিবর্ধিত হয়ে এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে, তা লক্ষ্মীদেবীর সবচাইতে সুন্দর হওয়ার গর্বকে খর্ব করেছিল। হে প্রিয় দেবতাগণ! এইভাবে যে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তিনি আমার, শিবের এবং তোমাদের সকলের পূজনীয়। ঋষিগণ অতৃপ্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করে আনন্দভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের মস্তক অবনত করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে তুলসীপত্রের সৌরভ যখন বায়ু বাহিত হয়ে, সেই ঋষিদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা তখন তাঁদের দেহ এবং মনে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁদের কাছে নীল পদ্মকেশের মতো মনে হয়েছিল এবং ভগবানের স্মিত হাস্য তাঁদের কাছে প্রস্ফুটিত কুন্দফুলের মতো মনে হয়েছিল। ভগবানের সেই মুখ দর্শন করে, মহর্ষিরা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যখন পুনরায় তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁরা পদ্মরাগ মণির মতো রক্তিম তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নখ দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বার বার ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ অবলোকন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যান করেছিলেন। এইটি ভগবানের সেই রূপ যাঁর ধ্যান যোগীরা করে থাকেন এবং এই রূপ তাঁদের কাছে পরম আনন্দদায়ক। এই রূপ কাল্পনিক নয়, বাস্তব, যা মহান যোগীরা অনুমোদন করে গেছেন। ভগবান অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেই সিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।"

কুমারগণ বললেন—"হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, তবুও আপনি দুরাত্মাদের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু আপনি যদিও অনন্ত, তবুও আজ আপনাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলাম। আমাদের পিতা ব্রহ্মার যে উপদেশ আমরা কর্ণ-বিবরের দ্বারা শ্রবণ করেছিলাম, এখন আপনার কৃপাপূর্ণ উপস্থিতির ফলে আমরা তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। আমরা জানি যে, আপনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে তাঁর দিব্য রূপ প্রকাশ করেন। আপনার এই চিন্ময়, নিত্য স্বরূপ অপ্রতিহতা ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ কেবল আপনার কৃপার দ্বারাই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নির্মলহৃদয় মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণ এবং সব কিছু যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম, সবচাইতে বুদ্ধিমান সেই সব ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের কীর্তনীয় ও শ্রবণীয় মঙ্গলময় লীলাসমূহ শ্রবণে প্রবৃত্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তিরা মুক্তির মতো সর্বশ্রেষ্ঠ জড়জাগতিক অনুগ্রহকেও গ্রাহ্য করেন না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম মহত্ত্বপূর্ণ স্বর্গ-সুখের কথা কি আর বলার আছে?"

"হে প্রভু! আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে,

আমাদের হৃদয় এবং মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকে, তুলসীদল যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হওয়ার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনই আমাদের বাণীও যেন আপনার লীলাসমূহ বর্ণনা করার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং আমাদের কর্ণ-বিবর যেন আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলীর কীর্তনে সর্বদা পূর্ণ থাকে, তাহলে যে কোন নারকীয় পরিস্থিতিতে আমাদের জন্ম হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। হে প্রভু! তাই আমরা আপনার শাশ্বত ভগবৎ স্বরূপকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। ভাগ্যহীন, মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা আপনার অপ্রাকৃত নিত্য স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু সেই রূপ দর্শন করে আমাদের মন এবং নেত্র পরম তৃপ্তি অনুভব করেছে।"

* * *

ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"ঋষিদের সুন্দর বাণীর প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে বললেন—জয় এবং বিজয় নামক আমার এই পার্ষদেরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফলে আপনাদের প্রতি মহা অপরাধ করেছে। হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুরক্ত, তাই আপনারা যে তাদের দণ্ড দান করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম। আমার কাছে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রিয়। আমার পরিচারকেরা যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে তা আমারই দ্বারা করা হয়েছে, কেননা সেই দ্বারপালেরা আমারই পরিচারক। আমি মনে করি যে, এই অপরাধ আমিই করেছি, তাই এই ঘটনার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভৃত্য যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে জনসাধারণ সেই জন্য প্রভুকে দোষ দেয়, ঠিক যেমন শরীরের কোন অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠ হলে, তার ফলে সমগ্র শরীর দূষিত হয়ে যায়। নিখিল বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি কুকুরের মাংস রন্ধন করে ভোজন করে যে চণ্ডাল, সেও আমার নাম, রূপ ইত্যাদির মহিমা শ্রবণের দ্বারা অবগাহন করার ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাকে উপলব্ধি করেছেন; সুতরাং আমার নিজের বাহুও যদি আপনাদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করে, তাহলে তাকেও ছেদন করতে আমি ইতস্তত করব না।"

ভগবান আরও বললেন—"যেহেতু আমি আমার ভক্তদের সেবক, তাই আমার চরণকমল এতই পবিত্র হয়ে গেছে যে, তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ মোচন করে এবং আমি এমন স্বভাব অর্জন করেছি যে, লক্ষ্মীদেবী আমাকে ছেড়ে যান না, যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই এবং অন্যেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং তাঁর কৃপালেশ লাভ করার জন্য পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের কার্যকলাপের সমস্ত ফল আমাকে নিবেদন করেছেন এবং যাঁরা আমার প্রসাদ গ্রহণ করে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁদের মুখে নিবেদিত ঘৃতপক্ক সুস্বাদু আহার্য আমি যতটা আনন্দ সহকারে উপভোগ করি, আমার একটি মুখ যে যজ্ঞাগ্নি, তাতে যজমানের দ্বারা অর্পিত হবিতেও আমি ততটা আস্বাদন করি না। আমি আমার অপ্রতিহতা অন্তরঙ্গা শক্তির ঈশ্বর

এবং আমার পাদোদক গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে এবং শশিশেখর মহাদেব তাঁর মস্তকে তা ধারণ করে পবিত্র হন। যদি আমি বৈষ্ণবের চরণ-রজ আমার মস্তকে ধারণ করতে পারি, তাহলে এমন কে আছে যে তা অস্বীকার করবে? ব্রাহ্মণ, গাভী এবং রক্ষকহীন প্রাণীরা আমার শরীর। পাপের ফলে যাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা এঁদেরকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। তারা ঠিক ক্রুদ্ধ সর্পের মতো এবং পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের শকুনিসদৃশ দূতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের চঞ্চুর দ্বারা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণেরা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলেও যাঁরা অন্তরে আনন্দিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকেন এবং যাঁদের মুখমণ্ডল অমৃতের মতো স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, তাঁরা আমার হৃদয় বশীভূত করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আমার স্বরূপ বলে মনে করেন এবং প্রেমপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করে শান্ত করেন, ঠিক যেভাবে পুত্র তাঁর ক্রুদ্ধ পিতাকে শান্ত করে অথবা যেভাবে আমি তোমাদের শান্ত করছি। আমার এই সেবকেরা তাঁদের প্রভুর অভিপ্রায় না জেনে, আপনাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাই যদি আপনারা এই আদেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের অপরাধের ফল ভোগ করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসে এবং আমার ধাম থেকে তাঁদের নির্বাসনের কাল অচিরে অতিবাহিত হয়, তাহলে তা আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ বলে আমি মনে করব।"

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—"ঋষিগণ যদিও ক্রোধরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হয়েছিলেন, তবুও বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো ভগবানের মধুরোজ্জ্বল বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি। ঋষিগণ কর্ণ প্রসারণ করে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের অপূর্ব বাণী শ্রবণ করা সত্ত্বেও, মহত্ত্বপূর্ণ অভিপ্রায় এবং গভীর বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সেই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারেননি ভগবান কি করতে চেয়েছিলেন। তবুও ভগবানের দর্শন লাভ করে চারজন ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁর কীর্তিমালা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে বলেছিলেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অভিপ্রায় বুঝতে আমরা অক্ষম, কেননা যদিও আপনি সকলের পরম অধীশ্বর, তবুও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কথাগুলি বলছেন যেন আমরা আপনার কোন উপকার করেছি। হে প্রভু! আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালক। নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেবল দেবতাদেরই পরম পূজ্য নন, আপনি ব্রাহ্মণদেরও পরম উপাস্য। আপনি সমস্ত জীবের শাশ্বত ধর্মের উৎস এবং আপনার ভগবৎ স্বরূপে বহু রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনি সর্বদা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মতত্ত্বের পরম উদ্দেশ্য এবং আমাদের মতে আপনি নিত্য, অব্যয় ও নির্বিকার। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যোগী এবং পরমার্থবাদীগণ সমস্ত জড় কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভব-সাগর পার হন। তাই, পরমেশ্বর ভগবানকে অনুগ্রহ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যে লক্ষ্মীদেবীর পদধূলি অন্য সকলে তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার দাসীর মতো আপনার আদেশের অপেক্ষা করেন, কেননা কোন ভাগ্যবান ভক্ত কর্তৃক আপনার চরণে নিবেদিত তুলসীদলের নবীন মালিকায় সঞ্চরণ করে যে ভ্রমরদের রাজা, তার নিবাস স্থলে (আপনার শ্রীপাদপদ্মে) তাঁর স্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।"

"হে প্রভু! আপনার শুদ্ধ ভক্তদের কার্যকলাপের প্রতি আপনি অত্যন্ত অনুরক্ত, তবুও যিনি সর্বদা আপনার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আপনি আসক্ত নন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যে পথে বিচরণ করেছেন, সেই পথের ধূলির দ্বারা আপনি কিভাবে পবিত্র হতে পারেন এবং আপনার বক্ষের উপর যে শ্রীবৎস-চিহ্ন, তার দ্বারা আপনি কিভাবে মহিমান্বিত হতে পারেন? হে ভগবান! আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই তিনযুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন, আপনার শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজ ও তমোগুণের উপাদানগুলিকে নিরসন করেন। হে প্রভু!

আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদের রক্ষক। আপনি যদি পূজা এবং মধুর বাণী প্রয়োগ করে তাঁদের রক্ষা না করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার শক্তি ও অধ্যক্ষতায় আচরণশীল জনসাধারণ অর্চনের পবিত্র পন্থা পরিত্যাগ করবে। হে প্রভু! আপনি সমস্ত মঙ্গলের উৎস, তাই আপনি কখনও চান না যে, মঙ্গলময় পথ বিনষ্ট হয়ে যাক। কেবল জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনার মহান শক্তির দ্বারা আপনি অশুভ তত্ত্বের বিনাশ-সাধন করেন। আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তাই আপনি যখন বিনীতভাবে আচরণ করেন, তখন তার ফলে আপনার প্রভাব ক্ষীণ হয় না। পক্ষান্তরে, এইভাবে বিনীত হওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার চিন্ময় লীলা প্রদর্শন করেন। হে প্রভু! এই দুই জন নিরপরাধ ব্যক্তিদের অথবা আমাদেরও যে দণ্ডই আপনি দিতে চান, তা আমরা নিষ্কপটে গ্রহণ করব। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, দুই জন নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা অভিশাপ দিয়েছি।"

ভগবান উত্তর দিলেন—"হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, আপনারা তাঁদের যে দণ্ড দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে আমারই দ্বারা নির্ধারিত এবং তাই তাঁরা অধঃপতিত হয়ে দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু ক্রোধের দ্বারা উৎপন্ন মনের একাগ্রতার দ্বারা তাঁরা আমার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবে এবং অচিরেই তাঁরা আমার সকাশে ফিরে আসবে।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"তারপর সেই ঋষিগণ স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকে নয়নানন্দদায়ক বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে সেই দিব্য ধাম ত্যাগ করলেন। ঋষিগণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে এবং বৈষ্ণবদের দিব্য ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

ভগবান তখন তাঁর অনুচর জয় এবং বিজয়কে বললেন—"এই স্থান থেকে প্রস্থান কর, কিন্তু কোন ভয় করো না। তোমাদের কল্যাণ হোক। ব্রাহ্মণের অভিশাপ খণ্ডনে যদিও আমি সমর্থ, তবুও আমি তা করব না। পক্ষান্তরে, এই অভিশাপ আমার অনুমোদিত। বৈকুণ্ঠ থেকে তোমাদের এই প্রস্থান লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আমার ধাম ত্যাগ করে পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি বিশ্রাম করছিলাম বলে তোমরা তাঁকে দ্বারে বাধা দিয়েছিলে এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ভগবান সেই দুই জন বৈকুণ্ঠবাসী জয় এবং বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অনুশীলনের ফলে, ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হবে এবং অচিরেই আমার কাছে ফিরে আসবে। এইভাবে ভগবান দ্বারপালদের আদেশ দিয়ে, দিব্য বিমান শ্রেণী দ্বারা ভূষিত এবং সর্বোত্তম ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ তাঁর ধামে তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দুই জন দ্বারপাল ব্রহ্মশাপের ফলে সৌন্দর্য এবং তেজ হারিয়ে, বিষাদগ্রস্ত হয়ে, ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোক থেকে অধঃপতিত হলেন। তারপর, জয় এবং বিজয় যখন ভগবানের ধাম থেকে পতিত হচ্ছিলেন, তখন অপূর্ব বিমানে উপবিষ্ট দেবতাদের কণ্ঠ থেকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।"

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—"ভগবানের সেই দুই জন প্রধান দ্বারপাল সম্প্রতি দিতির গর্ভে প্রবেশ করে, কশ্যপ মুনির শক্তিশালী বীর্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেন। সেই দুই অসুরের তেজের দ্বারা তোমাদের তেজ এখন তিরস্কৃত হওয়ার ফলে, তোমরা বিচলিত হয়েছ। এর প্রতিবিধান করার শক্তি আমার নেই, কেননা ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এই সব কিছু হয়েছে। হে প্রিয় পুত্রগণ! ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা এবং তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। তাঁর আশ্চর্যজনক সৃজনী শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরেরাও সহজে বুঝতে পারেন না। সেই আদি পুরুষ ভগবানই কেবল আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য আমরা সাধন করতে পারব?"

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"বিদুর থেকে জন্ম হয়েছিল যাঁর, সেই ব্রহ্মার কাছ থেকে সেই অন্ধকারের কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করে, স্বর্গলোকবাসী দেবতারা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সাধ্বী রমণী দিতি তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের থেকে দেবতাদের উপদ্রব আশঙ্কা করে এবং তাঁর পতির কাছ থেকেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে, শতবর্ষ পূর্ণ হলে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন।"

"সেই সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হলে স্বর্গলোকে, ভূলোকে ও অন্তরীক্ষে নানা রকম ভীতিপ্রদ এবং আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে লাগল। তখন পর্বত সহ পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল যেন সর্বত্র আগুন জ্বলছে। উল্কা, কেতু এবং বজ্রপাত সহ শনি আদি বহু অমঙ্গলসূচক গ্রহ তখন উদিত হয়েছিল। স্পর্শ-দুঃখকর বায়ুসমূহ প্রবল ঝটিকাকে সৈন্য এবং ধূলিসমূহকে ধ্বজা করে, বিশাল বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটন করে, প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হতে লাগল। সেই সময় বিদ্যুৎরূপ অট্টহাস্যযুক্ত মেঘরাশির দ্বারা নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কসমূহ আচ্ছাদিত হল। সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তখন আর কোন কিছুই দেখা গেল না। সমুদ্র যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে উচ্চ তরঙ্গরাশি সহ প্রবলভাবে গর্জন করতে লাগল এবং তার ফলে তার উদরস্থ জল-জন্তুসমূহ ক্ষোভিত হয়েছিল। নদী ও সরোবরসমূহও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং সেখানকার পদ্মরাজি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। বার বার সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য এবং চন্দ্রের চার পাশে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিধি প্রকাশ পেতে লাগল। বিনা মেঘেও বজ্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল এবং পর্বতের গুহা থেকে রথ-চক্রের নির্ঘোষের মতো শব্দ উত্থিত হতে লাগল। গ্রামের মধ্যে শৃগালীরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে অমঙ্গলসূচক চিৎকার করেছিল, এবং শৃগাল ও পেঁচকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শব্দ করেছিল। কুকুরেরা যেখানে সেখানে গ্রীবা উত্তোলন করে, কখনও সঙ্গীতের মতো, কখনও বা ক্রন্দনের মতো বিবিধভাবে চিৎকার করতে লাগল। হে বিদুর! গর্দভেরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের তীক্ষ্ণ খুরের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করে এবং উন্মত্তের মতো খার্কার রব করতে করতে চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগল। গর্দভের খার্কার শব্দে ভীত হয়ে, পাখিরা শব্দ করতে করতে তাদের নীড় থেকে উড়ে গেল এবং গোশালায় ও অরণ্যে পশুরা ভীত হয়ে বার বার বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করতে লাগল। গাভীগণ ভীতা হয়ে দুধের পরিবর্তে রক্ত বর্ষণ করেছিল, মেঘরাশি পুঁজ বর্ষণ করেছিল, দেব-প্রতিমা সকলে যেন অশ্রু বিসর্জন করেছিল এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষসমূহ ভূপতিত হয়েছিল। মঙ্গল, শনি আদি অশুভ গ্রহসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র আদি শুভ গ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রদের অতিক্রম করেছিল এবং বক্র গতির দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে গ্রহগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করে, ব্রহ্মার চার জন ঋষিপুত্র ব্যতীত অন্য সকলে, যাঁরা জয় এবং বিজয়ের অধঃপতিত হয়ে দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের রহস্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাঁরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়েছে।"

"এই দুইটি দৈত্য যারা পুরাকালে আবির্ভূত হয়েছিল, অচিরেই তারা তাদের অসাধারণ দৈহিক গঠন প্রদর্শন করতে শুরু করল। ইস্পাতের মতো তাদের শরীর দুইটি বিশাল পর্বতের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাদের দেহ এত দীর্ঘ হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের স্বর্ণ-মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা আকাশকে চুম্বন করছে। তারা তাদের শরীরের দ্বারা দিকসমূহ অবরোধ করেছিল এবং তাদের প্রতি পদক্ষেপের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। তাদের বাহু উজ্জ্বল অঙ্গদের দ্বারা অলঙ্কৃত

ছিল এবং অত্যন্ত সুন্দর মেখলা বেষ্টিত কটিদেশের দ্বারা তারা যেন সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল। প্রজাদের স্রষ্টা প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর যমজ পুত্রদের মধ্যে যার প্রথমে জন্ম হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষ এবং দিতি প্রথমে যাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্যকশিপুর ত্রিভুবনে কারোর কাছে মৃত্যুর ভয় ছিল না, কেননা সে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিল এবং ত্রিভুবনকে আয়ত্ত করতে সে সক্ষম হয়েছিল। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার কার্যকলাপের দ্বারা সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত ছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রীতি-সাধনের জন্য হিরণ্যাক্ষ সংগ্রাম করার বাসনায় কাঁধে গদা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করত।"

"হিরণ্যাক্ষের ক্রোধ ছিল দুঃসহ। তার পায়ে ছিল শব্দায়মান স্বর্ণের নূপুর, সে বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তার এক স্কন্ধদেশে ছিল একটি বিশাল গদা। তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মার বরে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। কারও হাতে তার নিহত হওয়ার ভয় ছিল না এবং তার গতি রোধ করার ক্ষমতাও কারোর ছিল না। তাই তার দর্শন মাত্রই গরুড়কে দেখে সাপেরা যেভাবে পলায়ন করে, দেবতারাও সেইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়েছিলেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা, যাঁরা পূর্বে তাঁদের শক্তির গর্বে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে না পেয়ে এবং তাঁরা যে তার তেজবলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন, তা বুঝতে পেরে, সেই দৈত্যরাজ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল। স্বর্গ থেকে ফিরে এসে, সেই বলবান দৈত্য ভয়ঙ্কর গর্জনশীল গভীর সমুদ্রে ক্রীড়া করার মানসে মত্ত মাতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল। সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলে, বরুণের সৈন্য-স্বরূপ জল-জন্তুসমূহ ভয়াচ্ছন্ন হয়ে অতি দূরে পলায়ন করেছিল। এইভাবে, আঘাত না করেই হিরণ্যাক্ষ তার তেজ প্রদর্শন করেছিল। বহু বহু বছর ধরে সমুদ্রে বিচরণ করে, মহা বলবান হিরণ্যাক্ষ তার লৌহ-নির্মিত গদার দ্বারা বায়ু-বিক্ষুব্ধ বিশাল তরঙ্গমালাকে বার বার আঘাত করেছিল এবং তার পর সে বরুণের রাজধানী বিভাবরীতে গিয়ে পৌঁছাল। অসুরদের বাসস্থান পাতাল-লোকের পালক এবং জল-জন্তুদের প্রভু বরুণের গৃহ হচ্ছে বিভাবরী। সেখানে হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবের কাছে গিয়ে নীচবৎ প্রণিপাত করার পরে, তাঁকে উপহাস করে স্মিত হাস্য সহকারে বলেছিল, 'হে অধিরাজ। আমাকে যুদ্ধ দান করুন। আপনি একজন মহা যশস্বী লোকপালাধিপতি। আপনি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী বীরদের দর্প হরণ করেছিলেন এবং এই জগতের সমস্ত দৈত্য ও দানবদের পরাভূত করেছিলেন। এক সময় আপনি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।' এইভাবে অন্তহীন মদমত্ত শত্রু কর্তৃক উপহসিত হয়ে, পূজ্য জলাধিপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির দ্বারা সেই সমুত্থিত ক্রোধকে সংবরণ করে উত্তর দিয়েছিলেন—'হে দৈত্যরাজ। অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার ফলে, আমরা এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি। আপনি যুদ্ধে এত নিপুণ যে, আদি পুরুষ বিষ্ণু ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না যিনি আপনাকে যুদ্ধে সন্তুষ্টি-বিধান করতে সমর্থ। তাই, হে অসুররাজ, এমন কি আপনার মতো বীরেরাও যাঁর স্তব করেন, তাঁর কাছেই আপনি গমন করুন।"

বরুণদেব বলতে লাগলেন—"তাঁর কাছে পৌঁছালে আপনি অতি শীঘ্রই নষ্ট-গর্ব হয়ে কুকুরদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে চির নিদ্রায় শায়িত হবেন। আপনার মতো দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ করার জন্য এবং সাধুদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি বরাহ আদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন।"

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"গর্বোদ্ধত এবং অহঙ্কারী দৈত্যটি বরুণের সেই বাক্য বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হে প্রিয় বিদুর, সে নারদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান অবগত হয়ে, দ্রুত বেগে রসাতলে প্রবেশ করেছিল। সে তখন সেখানে সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে তাঁর বরাহরূপে তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করতে দেখেছিল। তিনি তাঁর আরক্ত নেত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের তেজরাশি হরণ করেছিলেন। সেই দৈত্য তখন উপহাস করে বলেছিল—'ও, এইটি একটি উভচর জন্তু!"

ভগবানকে সম্বোধন করে সেই দৈত্য বলল—"রে শূকর-রূপধারী দেবশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোন্। রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে, আমার উপস্থিতিতে তুই তা নিয়ে যেতে পারবি না। রে দুষ্ট। আমাদের হত্যা করার জন্য তুই আমাদের শত্রুদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিস এবং অদৃশ্য থেকে তুই কয়েকজন দৈত্যদের বধও করেছিস। রে মূর্খ। তোর শক্তি কেবল যোগমায়া, তাই আজ তোকে হত্যা করে, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক দূর করব। আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা তোর মস্তক যখন চূর্ণ হবে এবং তোর মৃত্যু হবে, তখন দেবতা এবং ঋষিরা যারা ভক্তি সহকারে তোকে যজ্ঞভাগ নৈবেদ্য নিবেদন করে, তারাও সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের মতো আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে।"

"ভগবান যদিও সেই অসুরের কটু বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দশনাগ্রে অবস্থিত পৃথিবীকে ভীতা দেখে, তিনি জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠিক যেমন কুমিরের দ্বারা আহত হস্তী তাঁর হস্তিনী সহ নির্গত হয়। ভগবান যখন জল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ, যার মাথার চুল ছিল স্বর্ণাভ এবং যার দাঁত ছিল ভয়ঙ্কর, সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, ঠিক যেমন কুমির হস্তীকে অনুসরণ করে। বজ্রের মতো গর্জন করে সে বলেছিল—যুদ্ধে আহ্বানকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে এইভাবে পালিয়ে যেতে তোর লজ্জা করে না? নির্লজ্জ প্রাণীর পক্ষে কোন কিছুই নিন্দনীয় নয়। ভগবান পৃথিবীকে জলের উপর তাঁর গোচরীভূত স্থানে সংস্থাপন করে, তাতে তাঁর আধার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, যাতে সেইটি জলে ভেসে থাকতে পারে। তাঁর শত্রু যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন। সেই দৈত্যটি, যার দেহ বহু মূল্যবান অলঙ্কার, কঙ্কন এবং সুন্দর স্বর্ণময় বর্মে সজ্জিত ছিল, এক বিশাল গদা নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান তার মর্মভেদী কটূক্তি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"আমরা যথার্থই বনবাসী প্রাণী এবং আমরা তোর মতো কুকুরদের শিকারের অন্বেষণ করছি। যাঁরা মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত, তাঁরা তোর অর্থহীন প্রলাপকে গ্রাহ্য করেন না, কেননা তুই মৃত্যুর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। আমরা অবশ্যই রসাতলবাসীদের অধিকৃত ধন হরণ করে লজ্জাহীন হয়েছি। তোর শক্তিশালী গদার দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও, আমি কিছুকাল এই জলে থাকব, কেননা তোর মতো শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন করে, আমার এখন যাওয়ার কোথাও স্থান থাকবে না। তুই বহু পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি এবং এখন তুই আমাদের পরাভূত করার জন্য শীঘ্রই প্রচেষ্টা করতে পারিস। তোর মূর্খ বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে এবং আমাদের হত্যা করে, তোর আত্মীয়-স্বজনদের অশ্রু মোচন করার চেষ্টা কর। যে গর্বোদ্ধত ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারে না, সে সভায় বসার অযোগ্য।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"ভগবান যখন এইভাবে সেই দৈত্যটিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে, আহত প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল বিষধর সর্পের মতো ক্রোধে কম্পিত হতে লাগল। ক্রোধের ফলে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হয়েছিল এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সেই দৈত্যটি দ্রুত বেগে ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শক্তিশালী গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু ভগবান এক পাশে ঈষৎ সরে গিয়ে, তাঁর বক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত শত্রুর প্রচণ্ড গদার আঘাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন সিদ্ধ যোগী মৃত্যুকে বঞ্চনা করে। সেই দৈত্যটি পুনরায় তার গদা গ্রহণ করে তা বার বার ঘোরাতে ঘোরাতে ক্রোধবশত দন্তের দ্বারা তার অধর দংশন করতে আরম্ভ করল, তখন পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হলেন। তারপর, ভগবান তাঁর গদা দিয়ে সেই শত্রুর ডান দিকের ভ্রূর মধ্যে আঘাত করেছিলেন। হে সৌম্য বিদুর, কিন্তু যেহেতু সেই দৈত্যটি যুদ্ধে দক্ষ ছিল, তাই সে তার সুনিপুণ গদা চালনার দ্বারা আত্মরক্ষা করেছিল। এইভাবে, হর্ষক্ষ দৈত্য এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, জয় লাভের বাসনায় পরস্পরকে তাঁদের বিশাল গদার দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। দুই যোদ্ধার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তাঁদের তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে উভয়েরই দেহ আহত হয়েছিল এবং তাঁদের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তের গন্ধ পেয়ে, উভয়েই অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। উভয়েই পরস্পর জয়ের ইচ্ছায় গদা যুদ্ধের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। গাভীর জন্য দুইটি মত্ত বৃষ যেমন সংগ্রাম করে, তাঁদের তখন ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল।"

"হে কুরু-বংশজ! ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মা তাঁর অনুগামী ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে, পৃথিবীর নিমিত্ত সেই দৈত্য এবং বরাহরূপী পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সহস্র ঋষি এবং মহাত্মাদের নেতা ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে দেখলেন, সে এমন অভূতপূর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, কেউই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল না।"

ব্রহ্মা তখন আদি বরাহদেব শ্রীবিষ্ণুকে বললেন—"হে ভগবান! এই দৈত্যটি দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী এবং সর্বদাই আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের আরাধনার উপর নির্ভরশীল সমস্ত নির্মল ও সরল ব্যক্তিদের কণ্টক-স্বরূপ। সে অনর্থক তাঁদের ক্লেশ প্রদান করায়, তাঁদের ভয়ের কারণ হয়েছে। আমার কাছ থেকে বর লাভ করে সে এক মহাশক্তিশালী দৈত্যে পরিণত হয়েছে এবং সে সর্বদাই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সেই অসৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিচরণ করে। হে প্রিয় ভগবান! এই সর্পতুল্য দৈত্যের সঙ্গে খেলা করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা এ মায়াবী এবং গর্বোদ্ধত, সেই সঙ্গে সে নিরঙ্কুশ এবং ভয়ঙ্কর দুষ্ট। হে ভগবান! আপনি অচ্যুত। আসুরিক বেলা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনি দয়া করে এই পাপী দৈত্যটিকে সংহার করুন, কেননা তখন সে তার অনুকূল অন্য কোন ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করতে পারে। আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আপনি নিঃসন্দেহে একে সংহার করতে পারেন। হে ভগবান! সমস্ত জগৎ আচ্ছাদনকারী ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যা দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। যেহেতু আপনি সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই দয়া করে তাকে হত্যা করে, আপনি দেবতাদের বিজয় সম্পাদন করুন। বিজয়ের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত অভিজিৎ নামক শুভ যোগ, যা মধ্যাহ্নে শুরু হয়েছিল তা গতপ্রায়; তাই, আপনার সুহৃৎদের মঙ্গলের জন্য আপনি অচিরেই এই দুর্জয় শত্রুকে বধ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এই দৈত্যটি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে এসেছে এবং আপনার দ্বারাই এর মৃত্যু হবে বলে স্থির হয়েছে, তাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ করে, আপনি একে যুদ্ধে বিনাশ করে জগতে শান্তি স্থাপন করুন।"

* * *

ঊনবিংশতি অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ বধ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সেই নিষ্কপট এবং অমৃতের মতো মধুর বাণী শ্রবণ করে ভগবান আন্তরিকতার সঙ্গে হেসেছিলেন এবং প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। ভগবান, যিনি ব্রহ্মার নাক থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি লাফ দিয়ে তাঁর সম্মুখে নির্ভীকভাবে বিচরণশীল তাঁর শত্রু হিরণ্যাক্ষের চিবুক লক্ষ্য করে, তাঁর গদার দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু দৈত্যের গদার আঘাতে ভগবানের হাত থেকে তাঁর গদা বিচ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নে পতিত হল এবং তখন তা এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করছিল। তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, কেননা ভগবানের গদাটি অদ্ভুতভাবে দীপ্তি বিস্তার করে ঝলমল করছিল। দৈত্যটি যদিও তার নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করার এক অপূর্ব সুন্দর সুযোগ পেয়েছিল, তবুও সে যুদ্ধ-ধর্মের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল, তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। ভগবানের গদা যখন ভূমিতে পড়ে গিয়েছিল, তখন যে-সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ তাঁদের সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন। তখন পরমেশ্বর ভগবানের দৈত্যের ধর্ম-আচরণের প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করে, তাঁর সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করেছিলেন। চক্রটি যখন ভগবানের হাতে ঘুরতে লাগল এবং দিতির অধম পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম-গ্রহণকারী তাঁর প্রধান পার্ষদের সঙ্গে ভগবান যখন মুখোমুখি যুদ্ধ করছিলেন, তখন যাঁরা তাঁদের বিমান থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা চতুর্দিক থেকে বিচিত্র বাক্য বলতে লাগলেন। ভগবানের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তাঁদের জানা ছিল না এবং তাঁরা বলেছিলেন—'আপনার জয় হোক! কৃপা করে একে হত্যা করুন। এর সঙ্গে আর খেলা করবেন না।' সেই দৈত্যটি পদ্ম-পলাশ-লোচন পরমেশ্বর ভগবানকে সুদর্শন চক্র হাতে তার সামনে অবস্থিত দেখে, অত্যন্ত ক্রোধে বিকলেন্দ্রিয় হয়েছিল। সে ভীষণ ক্রোধে তার দাঁতের দ্বারা অধর দংশন করে সাপের মতো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রযুক্ত সেই দৈত্য যেন ভগবানকে তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা দগ্ধ করবে, সেইভাবে নিরীক্ষণ করে, ভগবানের দিকে তার গদা উত্তোলন করে লাফ দিয়ে বলল, 'তুই এখন নিহত হলি!' হে সাধো বিদুর! সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, বরাহ-রূপধারী ভগবান শত্রুর নয়ন সমক্ষেই তাঁর বাম পায়ের দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই গদাকে নিবারণ করলেন, যদিও তা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।"

ভগবান তখন বললেন—" 'তুই যখন আমাকে জয় করতে এতই আগ্রহী, তখন আবার অস্ত্রধারণ করে চেষ্টা কর্।' এইভাবে আহত হয়ে, সেই দৈত্য পুনরায় ভগবানকে লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করল এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল। ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই গদা তাঁর দিকে ভীষণ বেগে আসছে, তখন তিনি সেখানেই অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবলীলাক্রমে তা ধরে ফেললেন, ঠিক যেভাবে পক্ষীরাজ গরুড় একটি সাপকে ধরে। এইভাবে তার পৌরুষ ব্যর্থ হওয়ায়, সেই মহা দৈত্য হত-গর্ব এবং অপ্রতিভ হয়েছিল। ভগবান তার গদা প্রত্যর্পণ করতে চাইলেও, সে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করল না। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্রাহ্মণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তার তপস্যালব্ধ অভিচার (মারণ, উচ্চাটন আদি) প্রয়োগ করে, তেমনই সেই দৈত্য জ্বলন্ত অগ্নির মতো জাজ্বল্যমান এক ভয়ঙ্কর ত্রিশূল সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। মহা বলবান সেই দৈত্য কর্তৃক প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত সেই ত্রিশূল আকাশে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তা তাঁর তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, ঠিক যেমন ইন্দ্র গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পক্ষ ছেদন করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের চক্রের দ্বারা তার ত্রিশূল খণ্ড খণ্ড হওয়ায়, দৈত্যটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাই সে প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়ে, শ্রীবৎস

চিহ্নাঙ্কিত ভগবানের বক্ষে মুষ্টির দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেছিল এবং তার পর সে অন্তর্হিত হয়েছিল।"

"হে বিদুর! আদি বরাহরূপ ভগবান দৈত্যটির দ্বারা এইভাবে আহত হলে, তাঁর দেহের কোন অঙ্গই স্বল্প-মাত্রায়ও বিচলিত হল না, ঠিক যেমন ফুলের মালার দ্বারা আহত হয়ে, হস্তী কখনও বিচলিত হয় না। তারপর সেই দৈত্য যোগমায়াধীশ শ্রীহরির প্রতি নানাবিধ মায়া-জাল বিস্তার করতে লাগল। তা দেখে সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, জগতের প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হয়েছে। চার দিক থেকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, তার ফলে ধূলি এবং শিলাবৃষ্টির দ্বারা চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং সর্বত্র পাথর পতিত হতে লাগল, যেন সেইগুলি ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎ এবং বজ্র সহ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হয়েছিল এবং আকাশ থেকে পুঁজ, কেশ, রক্ত, মল, মূত্র ও অস্থি বর্ষণ হচ্ছিল। হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন মনে হয়েছিল যেন পর্বতগুলি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করছিল এবং তার পর আলুলায়িত কেশা শূল-ধারিণী কতগুলি নগ্ন রাক্ষসী এসে উপস্থিত হয়েছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী বহু আততায়ী যক্ষ এবং রাক্ষস হিংসাত্মক ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগল। সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান তখন সেই অসুর কর্তৃক প্রকাশিত মায়া বিনাশ করার জন্য তাঁর প্রিয় সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সময় হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতির হঠাৎ হৃৎকম্পন হয়েছিল এবং পতি কশ্যপের বাক্য তাঁর স্মরণ হল এবং তাঁর স্তন থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল। দৈত্যটি যখন দেখল যে, তার মায়াশক্তি প্রতিহত হয়েছে, সে তখন পুনরায় পরমেশ্বর ভগবান কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ক্রোধভরে তার দুই বাহুর দ্বারা তাঁকে জাপটে ধরে পেষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে, ভগবান তার বাহুদ্বয়ের বহির্দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দৈত্যটি তখন বজ্রসদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভগবান অধোক্ষজ তাঁর হস্ত দ্বারা তার কর্ণমূলে আঘাত করলেন, ঠিক যেভাবে মরুৎপতি ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আঘাত করেছিলেন। বিশ্বজিৎ ভগবান যদিও অবলীলাক্রমে সেই দৈত্যকে আঘাত করেছিলেন, তার ফলেই সেই দৈত্যের শরীর ঘূর্ণিত হতে লাগল। তার চক্ষুদ্বয় অক্ষি-কোটর থেকে বেরিয়ে এল। তার হস্ত-পদ ভগ্ন হল, মাথার কেশ আলুলায়িত হল এবং সে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে সমূলে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষের মতো মৃত অবস্থায় পতিত হল। অজ (ব্রহ্মা) এবং অন্যেরা সেখানে এসে দেখলেন যে, সেই ভীষণ দন্ত-বিশিষ্ট দৈত্যটি তার অধর দংশন করে ধরাশায়ী হয়েছে, অথচ তার দীপ্তি মলিন হয়নি। তখন ব্রহ্মা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন—আহা! এই প্রকার সৌভাগ্যজনক মৃত্যু কে লাভ করতে পারে?"

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—"যোগীরা নির্জন স্থানে যোগ-সমাধির দ্বারা অনিত্য জড় লিঙ্গ শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেন, সেই পায়ের দ্বারা আহত হয়ে দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রীমুখ-পদ্ম দর্শন করতে করতে তার নশ্বর শরীর ত্যাগ করেছিল। অভিশপ্ত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের এই দুই পার্ষদকে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রকার কয়েক জন্মের পর, তারা তাদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।"

ভগবানের উদ্দেশ্যে দেবতারা বললেন—"হে ভগবান, আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং জগতের পালনের জন্য আপনি শুদ্ধ সত্ত্বে বরাহরূপ ধারণ করেছেন। জগৎ-নির্যাতনকারী এই দৈত্যটি সৌভাগ্যক্রমে আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপরায়ণ আমরাও এখন আশ্বস্ত হয়েছি।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে অত্যন্ত ভয়ানক হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করে, আদি বরাহ ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা ভগবান সংস্তুত হয়েছিলেন। হে প্রিয় বিদুর। আমি তোমার কাছে আদি বরাহরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ এবং মহান যুদ্ধে অমিত বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়নকের মতো বধ করার কাহিনী বর্ণনা করলাম। আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যেভাবে তা শ্রবণ করেছিলাম, সেইভাবেই তা আমি বর্ণনা করেছি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—"হে ব্রাহ্মণ! পরম ভাগবত ক্ষত্তা (বিদুর) মহর্ষি কৌষারবের (মৈত্রেয় মুনির) কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যান শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। অমৃত-যশস্বী ভগবদ্ভক্তদের কার্যকলাপ শ্রবণ করে যখন দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা হয়, তখন শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা কি আর বলার আছে। কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্র যখন তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহগামিনী হস্তিনীরা কাতরভাবে আর্তনাদ করেছিল এবং ভগবান তাদের আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। নির্মল চিত্ত অনন্য-শরণ ভক্তদের দ্বারা ভগবান সহজেই প্রসন্ন হন, কিন্তু অসাধুদের পক্ষে তিনি দুরারাধ্য। এমন কৃতজ্ঞ জীব কে আছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান প্রভুকে প্রেমময়ী সেবা করবে না?"

"হে ব্রাহ্মণগণ! পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য আদি বরাহরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের এই অদ্ভুত আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন অথবা তাতে আনন্দ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত মহা পাপ থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারেন। এই পরম পবিত্র আখ্যান মহাপুণ্য, সম্পদ, যশ, আয়ু এবং সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রাণ এবং কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্ধিত করে। হে শৌনক! কেউ যদি তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হন।"

❁ ❁ ❁

বিংশতি অধ্যায়

মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সূত গোস্বামী! পৃথিবী কক্ষপথে পুনরায় স্থাপিত হলে, জড় জগতে জন্ম-গ্রহণকারী জীবেদের মুক্তির জন্য স্বায়ম্ভুব মনু কি মার্গ প্রদর্শন করেছিলেন? ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে, শত পুত্র সহ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ যিনি ত্যাগ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সখা, সেই বিদুরের সম্বন্ধে শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন। ব্যাসদেবের দেহ থেকে বিদুরের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি তাঁর থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। এইভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পবিত্র তীর্থ-স্থানসমূহে পর্যটন করে বিদুর সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত হয়েছিলেন এবং অবশেষে হরিদ্বারে পৌঁছে, তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ মহর্ষি মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলেন। বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে যে বার্তালাপ হয়েছিল, তখন তা নিশ্চয়ই ভগবানের নির্মল লীলা-বিলাসের আলোচনা হয়েছিল। সেই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করা ঠিক গঙ্গার জলে স্নান করার মতো, কেননা তার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। হে সূত গোস্বামী, আপনার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে অত্যন্ত উদার এবং কীর্তনীয় ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন। এমন কোন্ ভক্ত রয়েছেন যিনি ভগবানের এই অমৃতময়ী লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারেন? নৈমিষারণ্যের মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, রোমহর্ষণের পুত্র সূত গোস্বামী, যাঁর চিত্ত সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসে মগ্ন ছিল, তিনি

বললেন—আমি এখন যা বলব, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।"

সূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—"স্বীয় দৈবী মায়ার প্রভাবে বরাহ রূপধারী ভগবান কিভাবে লীলাচ্ছলে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, সেই কথা শুনে, ভরত বংশজ বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। বিদুর তখন মৈত্রেয় ঋষিকে বলতে লাগলেন—হে পবিত্র ঋষি। যেহেতু আপনি আমাদের অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তাই দয়া করে আমাকে বলুন, জীবেদের আদি জনক প্রজাপতিদের উৎপন্ন করার পর, জীব সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা কি করেছিলেন? মরীচি, স্বায়ম্ভুব মনু আদি প্রজাপতিগণ কিভাবে ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা এই জগৎকে প্রকাশ করেছিলেন? তাঁরা কি তাঁদের পত্নীদের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছিলেন? অথবা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন? কিংবা সকলে মিলিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন?"

মৈত্রেয় বললেন—"প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা যখন জীবের অদৃষ্ট, মহাবিষ্ণু এবং কাল শক্তির দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। জীবের অদৃষ্টের (দৈবের) প্রেরণায় রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব থেকে তিন প্রকার অহঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল। সেই অহঙ্কার থেকে পাঁচটি পাঁচটি করে তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে, ঐ সমস্ত উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সহযোগে মিলিতভাবে একটি সুবর্ণময় অণ্ড সৃষ্টি করেছিল। সেই হিরণ্ময় অণ্ডটি অচেতন অবস্থায় এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল কারণসমুদ্রের জলে শায়িত ছিল। তার পর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তাতে প্রবেশ করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং প্রথম জীব সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন গর্ভোদকশায়ী পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তখন ব্রহ্মার বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছিল এবং সেই বুদ্ধির দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্বের মতো সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর ছায়া থেকে বদ্ধ জীবেদের অবিদ্যার আবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তা পাঁচ প্রকার এবং সেইগুলিকে বলা হয়—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তম, মোহ এবং মহাতম। বিরক্ত হয়ে ব্রহ্মা সেই অবিদ্যাময় শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সেই শরীর রাত্রিতে পরিণত হল এবং যক্ষ ও রাক্ষসেরা তা অধিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিল। সেই রাত্রি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্ভব-স্থল। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার জন্য চতুর্দিক থেকে ধাবিত হয়েছিল এবং চিৎকার করে বলেছিল, 'একে ছেড়ো না! একে খেয়ে ফেল!' দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে তাদের বললেন, 'আমাকে খেয়ো না, আমাকে তোমরা রক্ষা কর। তোমরা আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তোমরা আমার পুত্র। তাই তোমরা যক্ষ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হও।' তার পর তিনি সত্ত্বগুণের প্রভাব দ্বারা দীপ্তিমান মুখ্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি দিবসের জ্যোতির্ময় রূপ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁরা ক্রীড়াচ্ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁর জঘনদেশ থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত ছিল। অত্যন্ত কামোন্মত্ত হয়ে, তারা মৈথুনের জন্য ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান হয়েছিল। পূজনীয় ব্রহ্মা প্রথমে তাদের দুষ্প্রবৃত্তি দেখে হেসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে, নির্লজ্জ অসুরেরা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভীত হয়ে দ্রুত বেগে পলায়ন করেছিলেন। তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হলেন, যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তদের সমস্ত ক্লেশ দূর করেন এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য তাঁর অসংখ্য দিব্য রূপ প্রকাশ করেন। ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন—হে প্রভু। এই সমস্ত পাপিষ্ঠ অসুরদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যাদের আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তারা মৈথুনাসক্ত হয়ে এখন আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে। হে প্রভু! আপনিই কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত জনগণের ক্লেশ-সংহারক এবং যারা আপনার চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করে না, তাদের আপনিই ক্লেশ দান করেন। অন্যের মন যিনি সম্যকরূপে দর্শন করতে পারেন, সেই

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার ক্লেশ দর্শন করে তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার এই কলুষিত শরীর ত্যাগ কর।' এইভাবে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

"ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দেহ সন্ধ্যার রূপ ধারণ করল, যা দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ এবং যা কামকে উদ্দীপ্ত করে। সমস্ত অসুরেরা, যারা স্বভাবত কামুক এবং রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল, যাঁর চরণপদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, যাঁর নেত্রদ্বয় মদ-বিহ্বল, যাঁর কটিদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণ-মেখলার দ্বারা বেষ্টিত। তাঁর পয়োধরদ্বয় পরস্পর উপমর্দনের ফলে অত্যন্ত উন্নত এবং ব্যবধান শূন্য হয়ে শোভিত, তাঁর নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর, তাঁর অধরে অতি সুন্দর এক হাসি খেলা করছিল এবং তিনি লীলাচ্ছলে অসুরদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলেন। তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম ঘন শ্যাম বর্ণ এবং তিনি যেন লজ্জিত হয়ে নিজেকে আবৃত করেছিলেন। সেই রমণীকে দর্শন করে অসুরেরা যৌন ক্ষুধাবশত তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। তাঁর প্রশংসা করে অসুরেরা বলতে লাগল—আহা, কি অপূর্ব সৌন্দর্য! কি অস্বাভাবিক আত্ম-সংযম! কি মনোহর নবীন যৌবন! তার প্রতি কামাসক্ত আমাদের সকলের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে কাম-মুক্তের মতো বিচরণ করছে। সেই কুবুদ্ধিসম্পন্ন অসুরেরা প্রমদাকৃতি সন্ধ্যাকে একজন যুবতী স্ত্রীরূপে বিবেচনা করে, বহু প্রকার তর্ক-বিতর্ক করেছিল। তার পর প্রণয়বশত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। হে সুন্দরী বালিকা! তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কার কন্যা? আর কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের সম্মুখে এখানে প্রকট হয়েছ? তোমার এই অমূল্য সৌন্দর্যরূপ পণ্য দ্রব্যের দ্বারা কেন তুমি দুর্ভাগা আমাদের প্রলুব্ধ করছ? হে অবলে! তুমি যেই হও না কেন, আমাদের ভাগ্যবশে তোমার দর্শন পেয়েছি। তুমি যখন কন্দুক নিয়ে খেলা কর, তখন সমস্ত দর্শকদের মন তুমি বিচলিত কর। হে সুন্দরী। তুমি যখন বার বার তোমার করতলের দ্বারা কন্দুকটিকে মাটিতে আঘাত করছ, তখন তোমার চরণ-কমল এক জায়গায় স্থির থাকছে না। তোমার পূর্ণবিকশিত স্তনের ভারে যেন তোমার কটিদেশ শ্রান্ত হয়েছে এবং তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টি মন্থর হয়েছে। আহা, তোমার সুন্দর কেশদাম কি শোভা বিস্তার করছে! মূঢ় বুদ্ধি অসুরেরা এইভাবে সেই সায়ংকাল সন্ধ্যাকে তার মোহময়ীরূপে নিজেকে প্রকাশকারিণী এক সুন্দরী রমণী বলে মনে করেছিল এবং তারা তাঁকে বলপূর্বক অধিকার করেছিল।"

"তার পর পূজনীয় ব্রহ্মা গভীর ভাব-ব্যঞ্জক হাস্য সহকারে, যেন তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে নিজে উপভোগ করে, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা সেই কান্তিমতী প্রিয়া জ্যোৎস্নার রূপ পরিত্যাগ করলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্বেরা তখন তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তার পর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর আলস্য থেকে ভূত এবং পিশাচদের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সকলকে নগ্ন এবং মুক্ত কেশ দেখে, তিনি তাঁর নেত্রদ্বয় নিমীলিত করেছিলেন। জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা জৃম্ভণরূপ শরীর ত্যাগ করলে, ভূত ও পিশাচেরা সেই শরীর গ্রহণ করল। এইটি লালা ঝরা নিদ্রা নামেও পরিচিত। যে-সমস্ত মানুষ অপবিত্র তাদের ভূত ও পিশাচেরা আক্রমণ করে এবং তাদের সেই আক্রমণকে বলা হয় উন্মাদগ্রস্ত অবস্থা। জীবস্রষ্টা পূজনীয় ব্রহ্মা নিজেকে বাসনা এবং শক্তিতে পূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর অদৃশ্য রূপের নাভি থেকে সাধ্য এবং পিতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতৃগণ তাঁদের অস্তিত্বের উৎস সেই অদৃশ্য শরীর গ্রহণ করেছিলেন। সেই অদৃশ্য শরীরের মাধ্যমে কর্মমার্গে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধ্য এবং পিতৃদের (পরলোকগত পূর্বপুরুষদের) শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পিণ্ড দান করে। তার পর ব্রহ্মা তাঁর অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা দ্বারা সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁদের 'অন্তর্ধান' নামক অতি অদ্ভুত দেহ প্রদান করেছিলেন।"

"এক দিন জীব স্রষ্টা ব্রহ্মা জলে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেছিলেন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করে, সেই প্রতিবিম্ব থেকে কিম্পুরুষ এবং কিন্নরদের সৃষ্টি করেছিলেন। কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই প্রতিবিম্বিত রূপটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পত্নীগণ সহ প্রতিদিন উষাকালে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা করে তাঁর গুণগান করেন।"

"এক সময় ব্রহ্মা তাঁর দেহ পূর্ণ মাত্রায় প্রসারণ করে

শয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিলেন এবং ক্রোধবশত তিনি তখন তাঁর সেই শরীরও পরিত্যাগ করেছিলেন। হে প্রিয় বিদুর! ব্রহ্মার সেই শরীরের কেশ চ্যুত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হল এবং হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত হয়ে সেই দেহ যখন সর্পিল গতিতে গমন করছিল, তখন বিস্তৃত ফণা-বিশিষ্ট অত্যন্ত হিংস্র নাগদের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিন প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তাঁর মনের দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনকারী মনুদের সৃষ্টি করেছিলেন। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ স্রষ্টা ব্রহ্মা মানুষদের তাঁর স্বীয় রূপ দান করেছিলেন। মনুদের দর্শন করে, দেবতা গন্ধর্ব আদি পূর্বে যাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা! আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা অতি উত্তম। যেহেতু এই কর্মসমূহ মনুষ্য-জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আমরা সকলে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে সক্ষম হব। তপস্যা, উপাসনা, ধ্যান এবং ভক্তিযুক্ত সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অজ ব্রহ্মা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে তাঁর দেহের এক একটি অংশে দান করেছিলেন, যা গভীর ধ্যান, মনের সমাধি, অলৌকিক শক্তি, তপশ্চর্যা, ঋদ্ধি এবং বৈরাগ্যযুক্ত ছিল।"

একবিংশতি অধ্যায়

মনু-কর্দম সংবাদ

বিদুর বললেন, "হে পূজ্য ঋষি, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অত্যন্ত সম্মানযুক্ত। এই বংশে মিথুন-ধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই মহান পুত্র—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সপ্ত-দ্বীপবতী পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন। হে পবিত্র ব্রাহ্মণ! হে নিষ্পাপ! আপনি দেবহূতি নামক তাঁর কন্যার বিষয় বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। সেই মহা যোগী যোগের অষ্ট সিদ্ধি সমন্বিতা রাজকন্যার মাধ্যমে কত সন্তান উৎপাদন করেছিলেন? শ্রবণেচ্ছু আমাকে দয়া করে আপনি তা বলুন। হে পবিত্র ঋষি! কৃপা করে আমাকে বলুন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্য দুই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিয়েছিলেন—"প্রজা সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, পরম পূজ্য কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন। মহর্ষি কর্দম সমাধিস্থ হয়ে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে সেই তপশ্চর্যা অনুশীলন করার সময়, শরণাগতদের সমস্ত বর আশু প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। তখন সত্য যুগে, পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়। কর্দম মুনি জড় কলুষ-রহিত, সূর্যের মতো উজ্জ্বল শ্বেত পদ্ম এবং কুমুদ মালায় বিভূষিত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের পরনে ছিল নির্মল পীত বসন এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কাল কেশদামের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তিনি কিরীট এবং কর্ণ-কুণ্ডলে শোভিত, তাঁর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা বিরাজমান এবং চতুর্থ হস্তে শ্বেত উৎপলরূপ ক্রীড়নক শোভমান। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি সমস্ত ভক্তের হৃদয় হরণ করে। তাঁর

বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি এবং তিনি গরুড়ের স্কন্ধে তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন করে আকাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্দম মুনি যখন সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর দিব্য মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভগবানের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন।"

মহর্ষি কর্দম বললেন—"হে পরম আরাধ্য ভগবান! সমস্ত তত্ত্বিত্বের উৎস, আপনাকে দর্শন করে আমার চক্ষুদ্বয় আজ পূর্ণরূপে সার্থক হল। মহান যোগীরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আপনার চিন্ময় রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আদর্শ তরণি। মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, কেবল তারাই নারকীদেরও প্রাপ্য অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেই পাদপদ্মের আরাধনা করে। কিন্তু, হে প্রভু! আপনি এতই দয়াময় যে, এমন কি তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন। তাই কামধেনুর মতো যে আমার সমস্ত কাম-বাসনা পূর্ণ করবে, সেই প্রকার আমারই মতো স্বভাব-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করার বাসনায় আমিও আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছি, কেননা আপনি কল্পবৃক্ষ-সদৃশ।"

"হে ভগবান! আপনি সমস্ত জীবাত্মাদের প্রভু এবং নেতা। আপনার পরিচালনায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরা রজ্জুবদ্ধের মতো নিরন্তর তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত। হে ধর্ম-মূর্তে! তাদের অনুসরণ করে, আমিও শাশ্বত কালরূপী আপনাকে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করছি। কিন্তু, যাঁরা বাঁধাধরা জড়-জাগতিক বিষয়কে এবং এই সকল বিষয়ের পশুতুল্য অনুগামীদের পরিত্যাগ করেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আপনার গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মাদকতা সৃষ্টিকারী অমৃত আস্বাদন করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জড় দেহের মৌলিক আবশ্যকতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনার তিন নাভি-সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার তেরটি দণ্ড (অর), তিন শত ষাটটি পর্ব, ছয়টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না।"

"হে ভগবান! আপনি একলাই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টি করেন। হে পরমেশ্বর! এই জগৎ সৃষ্টি করার বাসনায়, আপনার অন্তরঙ্গা তথা দ্বিতীয়া শক্তি, যোগমায়ার অধীনস্থ শক্তির দ্বারা আপনি তাদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং পুনরায় বিনাশ করেন, ঠিক যেমন একটি ঊর্ণনাভ তার শক্তির দ্বারা জাল বোনে এবং পুনরায় তা গ্রাস করে। হে ভগবান! আপনার ইচ্ছা না থাকলেও, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আপনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদান-সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হোক। কেননা তুলসী পত্রের মালায় শোভিত আপনার শাশ্বত রূপে আপনি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছেন। আমি নিরন্তর শরণ গ্রহণের যোগ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনি নগণ্য ব্যক্তিদের উপরও সর্বদা আপনার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আপনার মায়া শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ বিস্তার করেছেন, যাতে সমস্ত জীব আপনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সকাম কর্ম থেকে বিরত হতে পারে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"সেই বাক্যের দ্বারা ঐকান্তিকভাবে সন্তুষ্ট হয়ে, গরুড়ের স্কন্ধে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণু অমৃত মধুর বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন। স্নেহপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময়, গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হয়েছিল।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যে জন্য তুমি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমার আরাধনা করেছ, তোমার সেই মনোভাব অবগত হয়ে, আমি পূর্বেই তার ব্যবস্থা করেছি। হে জীবাধ্যক্ষ ঋষি! যারা আমার আরাধনার দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, বিশেষ করে তোমার মতো ব্যক্তিরা, যারা তাদের সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেছে, তাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু, যিনি তাঁর ধর্ম আচরণের

জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মাবর্তে অবস্থান করে, সপ্ত সাগর-সমন্বিতা এই পৃথিবী শাসন করছেন। হে ব্রাহ্মণ! ধর্ম অনুষ্ঠানে সুদক্ষ, সেই বিখ্যাত সম্রাট তার পত্নী শতরূপা সহ তোমাকে দর্শন করার জন্য পরশু দিন এখানে আসবে। তার এক বয়ঃপ্রাপ্তা, সুন্দর স্বভাব এবং সৎ গুণাবলী সমন্বিতা কৃষ্ণ-নয়না কন্যা রয়েছে। সে তার উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। হে মহোদয়! তার পিতা-মাতা সর্বতোভাবে তার যোগ্য প্রার্থী তোমার হস্তে তাদের কন্যাকে তোমার পত্নীরূপে অর্পণ করার জন্য তোমাকে দর্শন করতে আসবে। হে পবিত্র ঋষি! তুমি এত বছর ধরে যার কথা তোমার হৃদয়ে চিন্তা করেছ, সেই রাজকুমারী ঠিক সেই রকমই হবে। অচিরেই সে তোমার হবে এবং পূর্ণ তৃপ্তি সম্পাদনপূর্বক তোমার সেবা করবে। তোমার বীর্য ধারণ করে সে নয়টি কন্যা প্রসব করবে এবং তোমার সেই কন্যাদের মাধ্যমে ঋষিরা সন্তান উৎপাদন করবেন। আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তুমি নির্মল হৃদয়-সম্পন্ন হয়ে, তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করে, তুমি অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তুমি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে। সকলকে অভয় প্রদান করে, তুমি নিজেকে এবং সমগ্র জগৎকে আমার মধ্যে দর্শন করবে এবং আমাকেও তোমার মধ্যে দেখতে পাবে। হে মহর্ষি! তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা সহ আমি আমার অংশ-কলা প্রকাশ করব এবং দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করব।"

মৈত্রেয় ঋষি বলতে লাগলেন—"এইভাবে কর্দম মুনিকে উপদেশ দিয়ে, কেবল কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির নয়ন-গোচর পরমেশ্বর ভগবান সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দু সরোবর থেকে অন্তর্হিত হলেন। কর্দম ঋষি দেখতে লাগলেন, মহান মুক্ত পুরুষেরাও যে-পথের বন্দনা করেন, সেই বৈকুণ্ঠ মার্গে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে শ্রবণ করলেন, ভগবানের বাহন গরুড় যখন তাঁকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে সামবেদের মন্ত্রসমূহ স্পন্দিত হচ্ছিল। তার পর, ভগবানের অন্তর্ধানের পর, পূজনীয় কর্দম মুনি বিন্দু-সরোবরের তীরে, ভগবান যে-কথা বলেছিলেন তার প্রতীক্ষা করে অবস্থান করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভার্যা সহ স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে আরোহণ করেছিলেন। তার পর, তাঁর কন্যাকে তাঁর উপর সংস্থাপন করে, পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে বিদুর! ভগবান কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে ঋষির তপশ্চর্যা ব্রত সম্পূর্ণ হলে, তাঁরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই পবিত্র বিন্দুসরোবর সরস্বতী নদীর জলের দ্বারা পরিপ্লুত ছিল এবং তা মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত ছিল। তার পবিত্র জল কেবল মঙ্গলপ্রদই ছিল না, তা ছিল অমৃতের মতো মধুর। সেই সরোবরের নাম ছিল বিন্দুসরোবর, কেননা শরণাগত ঋষির প্রতি গভীর করুণায় অভিভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের নেত্র থেকে সেখানে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল। সেই সরোবরের তট পবিত্র বৃক্ষরাজি ও লতার দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং সমস্ত ঋতুর ফল ও ফুলের দ্বারা সেইগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তা বিবিধভাবে কূজনরত পবিত্র পশু-পাখিদের আশ্রয় দান করেছিল। তা বন্য বৃক্ষরাজির কুঞ্জের শোভার দ্বারা বিভূষিত ছিল। সেই স্থান আনন্দে বিহ্বল পক্ষীদের কূজনে প্রতিধ্বনিত হত। মদমত্ত ভ্রমরেরা সেখানে আনন্দে বিচরণ করতো, উন্মত্ত ময়ূরেরা গর্বভরে নৃত্য করতো এবং আনন্দোচ্ছল কোকিলেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো। বিন্দু সরোবর কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ আদি পুষ্পে ভরা বৃক্ষ এবং তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার বায়ু কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষীদের মনোহর কূজনে নিনাদিত ছিল। বিন্দু সরোবরের তট হরিণ, বরাহ, শজারু, গবয়, হস্তী, গোপুচ্ছ বানর, সিংহ, মর্কট, নকুল, কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিবৃত ছিল। সেই পবিত্র স্থানে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা সহ প্রবিষ্ট হয়ে এবং ঋষির নিকট গিয়ে দেখলেন যে, পবিত্র অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে সেই ঋষি তাঁর আশ্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন। যদিও তিনি দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তবুও তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তা ক্ষীণ হয়ে পড়েনি, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহযুক্ত কটাক্ষপাত করেছিলেন এবং তিনি ভগবানের চন্দ্র-সদৃশ সুমধুর কথামৃত পান করেছিলেন। সেই ঋষির

শরীর ছিল দীর্ঘ, নয়ন কমলদলের মতো বিস্তৃত, তাঁর মস্তকে জটাভার এবং পরনে চীর বসন। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে অশোধিত মণির মতো মলিন দেখতে পেলেন। রাজাকে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হতে দেখে এবং তাঁর সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করতে দেখে, ঋষি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আশীর্বাদপূর্বক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ঋষির সম্মান গ্রহণ করে, রাজা মৌনীভাব অবলম্বনপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কর্দম মুনি ভগবানের আদেশ স্মরণ করে, রাজার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক সুমধুর বাক্যে বলতে লাগলেন—হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদের সংরক্ষণ এবং অসাধুদের বিনাশের জন্য এইভাবে পর্যটন করছেন, কেননা আপনি ভগবান শ্রীহরির পালনকারী শক্তির মূর্ত প্রকাশ। আবশ্যকতা অনুসারে, আপনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, স্বর্গরাজ ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করেন। আপনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ নন, তাই আপনাকে আমি সর্বতোভাবে নমস্কার করি। আপনি যদি রত্নরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ করে, ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ করে, ধর্ম-বিরোধী পাষণ্ডীদের ভয় উৎপাদন করে, আপনার বিশাল সেনাবাহিনীর পদ-প্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, তা হলে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপক সমস্ত ধর্মনীতিই দুর্বৃত্ত অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট হত। আপনি যদি পৃথিবীর পরিস্থিতির চিন্তা ত্যাগ করেন, তা হলে অধর্মের বিস্তার হবে, কেননা তখন ধন-লোলুপ মানুষদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই সমস্ত দুর্বৃত্তেরা আক্রমণ করবে এবং এই বিশ্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হে পরাক্রমশালী রাজা! কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, তা বলুন; আমি সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে তা সম্পাদন করবো।"

❀ ❀ ❀

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"সম্রাটের অশেষ গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে, ঋষি মৌন হলেন এবং সম্রাট মনু নিজের প্রশংসা শ্রবণ করে, লজ্জিত হয়ে ঋষিকে বললেন। বেদরূপ ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর মুখ থেকে আপনার মতো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি পরাঙ্মুখ। ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য, সহস্রপাৎ পরমেশ্বর তাঁর সহস্র বাহু থেকে আমাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণদের বলা হয় তাঁর হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়দের বলা হয় তাঁর বাহু। সেই জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরস্পরকে রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করেন; এবং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি কার্য ও কারণরূপ হওয়া সত্ত্বেও অব্যয়, প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরস্পরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রক্ষা করেন। আপনার দর্শনের ফলেই কেবল আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, কেননা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক প্রজাপালনে আগ্রহী রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি, কেননা যারা তাদের মনকে দমন করেনি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেনি, তাদের পক্ষে আপনার দর্শন লাভ করা দুষ্কর। এইটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি। আমার সৌভাগ্যের ফলে আমি আপনার উপদেশ লাভ করেছি এবং এইভাবে আপনি

আমার উপর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে, আমি অনাবৃত কর্ণ-কুহরের দ্বারা আপনার বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করতে পেরেছি।"

"হে মহর্ষি! কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আপনি আমার বিনীত নিবেদন শ্রবণ করুন, কেননা আমার কন্যার প্রতি স্নেহবশত আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। আমার এই কন্যাটি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী। সে বয়স, চরিত্র এবং সদ্‌গুণ-সমন্বিত উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। যে মুহূর্তে সে নারদ মুনির কাছ থেকে আপনার উন্নত চরিত্র, বিদ্যা, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে, তখন থেকে সে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবে বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে। অতএব, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি একে গ্রহণ করুন, কেননা আমি শ্রদ্ধা সহকারে আপনার কাছে একে নিবেদন করছি। আমার এই কন্যা সর্বতোভাবে আপনার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত এবং সে আপনার গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। যেহেতু বিষয়ের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিরও আপনা থেকে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, অতএব যে কামাসক্ত তার সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। যে ব্যক্তি আপনা থেকে আগত কাম্য বস্তুর অনাদর করে, পরে কৃপণের কাছে ভিক্ষা করে, তিনি মহা প্রতিষ্ঠাশালী হলেও তাঁর যশ ক্ষয় হয় এবং অন্যদের অবজ্ঞা করার জন্য তাঁর সম্মানও বিনষ্ট হয়।"

স্বায়ম্ভুব মনু বললেন—"হে জ্ঞানবান। আমি শুনেছি যে, আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন। দয়া করে আপনি আমার দ্বারা অর্পিত এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কেননা আপনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেননি।"

মহর্ষি উত্তর দিলেন, "আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেই কথা সত্য। আপনার কন্যাও অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুত নয় কিংবা বিবাহিতা নয়। অতএব বৈদিক বিধি অনুসারে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার কন্যার বিবাহের বাসনা, যা বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, তা পূর্ণ হোক। তিনি এতই সুন্দরী যে, তাঁর অঙ্গকান্তির দ্বারা তাঁর অলঙ্কারেরও শোভা তিরস্কৃত হয়, সুতরাং কোন্ পুরুষ সমাদরপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ না করবে? আমি শুনেছি যে, আপনার কন্যা যখন প্রাসাদের ছাদের উপর কন্দুক নিয়ে খেলা করছিল, তখন তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দে তাঁর সৌন্দর্য আরও অধিক শোভাযুক্ত হয়েছিল এবং কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়েছিল, তখন বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব তাঁকে দর্শন করে, সম্মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং উত্তানপাদের ভগিনী এই কন্যাটিকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাদরে গ্রহণ করবে না? যারা লক্ষ্মীদেবীর চরণ-কমলের সেবা করেনি, তারা এঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না, অথচ ইনি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিরূপে বরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। অতএব এই সাধ্বী কন্যাকে আমি একটি শর্তে পত্নীরূপে গ্রহণ করব—যতদিন পর্যন্ত না তিনি আমার বীর্য ধারণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর ভজনা করব এবং তার পর পরমহংসেরা ভগবদ্ভক্তির যে-পন্থা অবলম্বন করেন, আমি সেই জীবন গ্রহণ করব। সেই পন্থা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণনা করেছিলেন এবং তা হিংসা-রহিত। যাঁর থেকে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, যিনি তা পালন করছেন এবং অন্তে যাঁর মধ্যে তা লীন হয়ে যাবে, সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান আমার পরম প্রভু। তিনি এই জগতে জীবেদের জন্মদানকারী প্রজাপতিদেরও উৎস।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে মহান যোদ্ধা বিদুর! মহর্ষি কর্দম কেবল এই পর্যন্ত বলেই তাঁর আরাধ্য অরবিন্দনাভ ভগবান বিষ্ণুর চিন্তা করে মৌন হলেন। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত মুখমণ্ডল তখন দেবহূতির মন হরণ করেছিল এবং তিনি তখন সেই মহর্ষির ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। সম্রাট তাঁর মহিষী এবং তাঁর কন্যার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহু গুণান্বিত সেই মুনিকে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। মহারানী শতরূপা প্রীতিভরে বহুমূল্য অলঙ্কার, বসন এবং গৃহের বিবিধ উপকরণ যৌতুক-স্বরূপ দম্পতিকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন তখন বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়েছিল এবং তখন তিনি স্নেহভরে তাঁর দুই বাহুর দ্বারা তাঁর কন্যাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কন্যার বিরহ সহ্য করতে না পেরে, সম্রাট "হে মাতঃ

হে বৎসে!" এইভাবে সম্বোধন করতে করতে অশ্রুজলে তাঁর কন্যার মস্তক সিক্ত করেছিলেন। মহর্ষির অনুমতি নিয়ে সম্রাট তাঁর পত্নী সহ রথে আরোহণ করে, তাঁর অনুগামীগণ সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ঋষিদের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর উভয় তটে প্রশান্ত ঋষিদের আশ্রমের শোভা-সম্পদ দেখতে পেলেন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে, ব্রহ্মাবর্ত থেকে তাঁর প্রজারা তাঁদের প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য সংগীত, বাদ্য এবং স্তুতি সহকারে এগিয়ে এসেছিলেন। সর্ব সম্পদ-সমন্বিত বর্হিষ্মতী নগরী এই নাম প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বরাহরূপে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়। তিনি যখন দেহ কম্পন করেছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়ে, চির হরিৎ কুশ এবং কাশ ঘাসে রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা ঋষিরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের পরাভূত করার পর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন। যাঁর কৃপায় মনু এই ভূমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন, কুশ এবং কাশ নির্মিত আসন বিছিয়ে তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যে বর্হিষ্মতী নগরীতে মনু পূর্বে বাস করতেন, সেখানে আগমন করে তিনি ত্রিতাপ দুঃখ-নাশক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী এবং প্রজাগণ সহ জীবন উপভোগ করেছিলেন এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তিনি তাঁর বাসনাসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। সস্ত্রীক সুরগায়কেরা তাঁর সৎ কীর্তিসমূহের গান করতেন এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে, তিনি প্রেমাসক্ত চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করতেন।"

"স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি জড় সুখভোগে লিপ্ত ছিলেন, তবুও সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে জড় সুখ উপভোগ করার জন্য তিনি নিকৃষ্টতম জীবনে অধঃপতিত হননি। তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্যও তার ব্যর্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা বাসুদেবের কথা চিন্তা করে এবং বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্ত থেকে, তাঁর জীবন কাল একাত্তর চতুর্যুগ (৭১×৪৩,২০,০০০ বৎসর) অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে তিনি গতিত্রয় অতিক্রম করেছিলেন।"

"অতএব হে বিদুর। যাঁরা ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শারীরিক, মানসিক, দৈবিক এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবদের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ কিভাবে পীড়া দিতে পারে? ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু) সাধারণ মানুষের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের নানাবিধ পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কীর্তনের যোগ্য আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন তাঁর কন্যা দেবহূতির প্রভাবের বর্ণনা শ্রবণ কর।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবহূতির অনুতাপ

মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর পিতা-মাতা প্রস্থান করলে, সাধ্বী দেবহূতি, যিনি তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন, নিরন্তর গভীর প্রীতি সহকারে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক যেমন পার্বতী দেবী তাঁর পতি শিবের সেবা করেন। হে বিদুর। দেবহূতি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্র হয়ে, অন্তরঙ্গভাবে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, সংযত

চিত্তে, প্রীতি এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। অবিচলিতভাবে এবং উদ্যম সহকারে কার্য করে, সমস্ত কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপাচরণ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। মনুর কন্যা, যিনি ছিলেন তাঁর পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত, তিনি তাঁর পতিকে বিধাতার থেকেও বড় বলে মনে করতেন। তাই, তিনি তাঁর কাছ থেকে মহা আশীর্বাদ প্রত্যাশা করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ব্রত আচরণপূর্বক তাঁর সেবা করার ফলে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়েছিল। তাঁর সেই অবস্থা দেখে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে গদগদ স্বরে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে স্বায়ম্ভুব মনুর সম্মানীয়া কন্যা! আজ আমি তোমার গভীর অনুরাগময়ী ভক্তি এবং প্রেমপূর্ণ সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেহধারীদের কাছে তাদের দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি সেই দেহকেও আমার জন্য ক্ষয় করতে দ্বিধাবোধ করনি দেখে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমি স্বধর্মে রত থেকে তপস্যা, ধ্যান এবং কৃষ্ণভক্তির আচরণ করে, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছি। তুমি যদিও ভয় এবং শোক-রহিত এই উপলব্ধিগুলি এখনও অনুভব করনি, তবুও সেইগুলি আমি তোমাকে দান করব, কেননা তুমি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেছ। দেখ, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি দেখতে পাবে সেইগুলি কত সুন্দর। ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপভোগে কি লাভ? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভ্রূকুটি সঞ্চালনে সমস্ত জড় বিষয় ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার পতিব্রতা ধর্মের প্রভাবে, তুমি দিব্য উপহারসমূহ প্রাপ্ত হয়েছ এবং এই সমস্ত দিব্য সম্পদ অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী এবং প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেও দুর্লভ।"

"সর্ব প্রকার দিব্য জ্ঞানে অদ্বিতীয় তাঁর পতির বাণী শ্রবণ করে, অবলা দেবহূতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্মিত হাস্য এবং ঈষৎ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল এবং তিনি প্রণয় ও বিনয়-জনিত গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন—হে প্রিয় পতি! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আপনি সমস্ত অচ্যুত যোগ-শক্তির অধিকারী, কেননা আপনি যোগমায়ার আশ্রয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক সময় আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক মিলন সার্থক হবে, কেননা মহান পতি প্রাপ্ত হয়ে, সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান লাভ করা একটি মস্ত বড় গুণ। হে প্রভু! আমি আপনার প্রতি কামার্তা হয়েছি। তাই দয়া করে আপনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা করুন, যাতে অতৃপ্ত রতিস্পৃহা হেতু আমার কৃশ শরীর আপনার যোগ্য হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত একটি গৃহের কথাও আপনি বিবেচনা করুন।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে বিদুর! তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে, কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তি প্রয়োগ করে, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন। সেইটি ছিল সব রকম রত্নে খচিত, মণি-মাণিক্যের স্তম্ভে শোভিত এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী এক আশ্চর্যজনক প্রাসাদ। সেইটি সব রকম আসবাবপত্র এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা কালক্রমে ক্রমশ বর্ধনশীল ছিল। সেই প্রাসাদটি সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তা সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক ছিল। তার চারদিকে পতাকা, পট্টিকা এবং বিভিন্ন বর্ণের শিল্পকলার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সুন্দর পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত ছিল, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা গুঞ্জন করছিল এবং তা দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে উপর্যুপরি বিরচিত সাতটি তলায় স্থানে স্থানে শয্যা, পালঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদির দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, তা অত্যন্ত মনোহর প্রতিভাত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের দেওয়ালগুলি নানাবিধ শিল্প-কার্যের দ্বারা ভূষিত থাকায়, তার শোভা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের মেঝে ছিল মরকত মণির দ্বারা রচিত এবং সেখানে প্রবাল দ্বারা রচিত বেদিসমূহ বিরাজ করছিল। প্রবাল নির্মিত দ্বারদেশ এবং হীরক খচিত কপাট সমন্বিত হওয়ায়, সেই প্রাসাদ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইন্দ্রনীল মণি রচিত প্রাসাদের চূড়ায়, স্বর্ণ-কুম্ভসমূহ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল। হীরকময় দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিসমূহ খচিত থাকায়, মনে হচ্ছিল যেন তারা চক্ষুষ্মান। তা বিচিত্র চন্দ্রাতপের দ্বারা

সজ্জিত ছিল এবং তাতে বহুমূল্য সোনার তোরণ ছিল। সেই প্রাসাদে ইতস্তত বহু জীবন্ত হংস এবং পারাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হংস ও পারাবতও ছিল, যেগুলিকে দেখতে এতই জীবন্ত বলে মনে হত যে, প্রকৃত জীবন্ত হংস ও পারাবতের ঝাঁক সেইগুলিকে তাদেরই মতো জীবন্ত পক্ষী বলে মনে করে, তাদের উপর বার বার উড়ে বসতো এবং তার ফলে সেই প্রাসাদ পক্ষীর কলরবে মুখরিত ছিল। সেই প্রাসাদের ক্রীড়াস্থল, বিশ্রাম কক্ষ, শয়ন কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন এমন আরামদায়কভাবে সজ্জিত ছিল যে, তা স্বয়ং কর্দম মুনিরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।"

"কর্দম মুনি যখন দেখলেন যে, দেবহূতি অপ্রসন্ন চিত্তে সেই বিশাল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদটিকে দেখছেন, তখন তিনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ের ভাবনা জানতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—হে প্রিয় দেবহূতি! তোমাকে অত্যন্ত ভীতা বলে মনে হচ্ছে। তুমি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্ট এই বিন্দু সরোবরে স্নান কর, যা মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে এবং তার পর এই বিমানে আরোহণ কর। কমল-নয়না দেবহূতি তাঁর পতির সেই বাক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বসন ছিল মলিন এবং তাঁর মাথার চুল ছিল জটাযুক্ত, তাই তাঁকে দেখতে খুব একটা আকর্ষণীয়া লাগছিল না। তাঁর দেহ ধূলি-পঙ্কের ঘন আস্তরণে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর স্তনযুগল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই সরস্বতীর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সরোবরের মধ্যে একটি গৃহে তিনি এক হাজার বালিকাকে দেখতে পেলেন, তারা সকলেই ছিলেন কিশোর বয়স্কা এবং পদ্মগন্ধা। তাঁকে দেখে সেই বালিকারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, "আমরা আপনার পরিচারিকা। দয়া করে আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?" সেই বালিকারা দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, অতি মূল্যবান তৈলাদির দ্বারা তাঁর গাত্র মর্দন করিয়ে স্নান করিয়েছিল এবং তার পর তাঁর পরিধানের জন্য নতুন এবং সূক্ষ্ম নির্মল বস্ত্র দিয়েছিল। তার পর তারা তাঁকে শ্রেষ্ঠ এবং বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়েছিল, যা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করছিল। তার পর তারা তাঁকে সর্ব গুণ-সমন্বিত উত্তম আহার্য এবং আসব নামক এক প্রকার মধুর পানীয় পান করিয়েছিল। তার পর তিনি আয়নায় তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তাঁর দেহ সব রকম মল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল এক নির্মল বস্ত্র এবং তিনি শুভ তিলক চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিচারিকাদের দ্বারা তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হচ্ছিলেন। মস্তক সহ তাঁর সারা শরীর সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয়েছিল, তিনি সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল একটি পদকযুক্ত এক বিশেষ হার। তাঁর হাতে বলয় এবং পদযুগলে শব্দায়মান স্বর্ণ-নূপুর শোভা পাচ্ছিল। তিনি তাঁর কটিদেশে বহু রত্ন-খচিত এক স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন এবং গলদেশে এক বহুমূল্যের মুক্তোর মালা ও নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য দিয়ে তাঁকে আরও বিভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্ত এবং মনোহর ভ্রূযুগলের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র পদ্মকলির সৌন্দর্যকে পরাস্ত করছিল। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামে আবৃত ছিল। যখন তিনি ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁর পরম প্রিয় পতি কর্দম মুনিকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পরিচারিকাগণ সহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পতির সমক্ষে সহস্র পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে এবং তাঁর পতির যোগ-শক্তি দর্শন করে, তিনি বিস্মিতা হয়েছিলেন।"

"কর্দম মুনি দেখলেন যে, দেবহূতি স্নান করে নির্মল হয়ে, এমন সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পূর্বের পত্নী নন। তিনি তাঁর পূর্বের রাজকন্যার মতো সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত তাঁর মনোহর কুচযুগল শোভা পাচ্ছিল এবং এক হাজার বিদ্যাধরী তাঁর সেবা করার প্রতীক্ষা করছিল।"

"হে শত্রুহারি, পত্নীর প্রতি কর্দম মুনির অনুরাগ তখন বর্ধিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সেই প্রাসাদোপম বিমানে আরোহণ করিয়েছিলেন। বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক সেবিতা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে আসক্ত হলেও, কর্দম মুনির মহিমা লুপ্ত হয়নি, যা ছিল তাঁর আত্মসংযম। সেই প্রাসাদ-সদৃশ বিমানে কর্দম মুনি

পরিচারিকাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন, ঠিক যেমন আকাশে কুমুদ প্রকাশক চন্দ্র তারকা-বেষ্টিত হয়ে শোভা পায়। সেই প্রাসাদোপম বিমানে তিনি মেরু পর্বতের প্রমোদ উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন, যা কাম উদ্দীপক শীতল, সুগন্ধিত মন্দ বায়ুর প্রভাবে আরও অধিক সুন্দর হয়েছিল। সেই সমস্ত উপত্যকায় দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হয়ে এবং সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত হয়ে, সাধারণত আনন্দ উপভোগ করেন। কর্দম মুনিও তাঁর পত্নী ও সুন্দরী রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন এবং বহু বহু বছর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তাঁর পত্নী কর্তৃক সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি সেই বিমানে কেবল মেরু পর্বতেই নয়, বৈভ্রাজক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক ও চৈত্ররথ্য প্রভৃতি উদ্যানে এবং মানস সরোবরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, ঠিক সেইভাবে তিনি বিভিন্ন লোকে বিচরণ করেছিলেন। তাঁর সেই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিশালী এবং ইচ্ছানুসারে গমনশীল বিমানে চড়ে তিনি যখন গগন-মার্গে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি দেবতাদেরও অতিক্রম করেছিলেন। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই দৃঢ় সংকল্পচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কি কোন বস্তু দুর্লভ হতে পারে? তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সংসার ভয় নাশকারী গঙ্গার মতো পবিত্র নদীর উৎস। তাঁর পত্নীকে বহু আশ্চর্যে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন মণ্ডল প্রদর্শন করিয়ে, মহা যোগী কর্দম মুনি তাঁর নিজের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর আশ্রমে ফিরে এসে, তিনি রমণ উৎসুকা মনুকন্যা দেবহূতিকে রতি সুখ প্রদান করার জন্য নিজেকে নয়রূপে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে বহু বৎসর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে এক মুহূর্তের মতো প্রতীত হয়েছিল। দেবহূতিও সেই বিমানে রমণেচ্ছা বর্ধনকারী পরম উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁর অত্যন্ত রূপবান পতির সঙ্গে রমণরতা থাকায়, কত সময় যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তা বুঝতে পারেননি। সেই দম্পতি যখন কাম-সুখের জন্য অত্যন্ত লালায়িত হয়ে রমণ-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন এক শত শরৎ ঋতু অল্প কালের মতো অতিবাহিত হয়েছিল।"

"শক্তিশালী কর্দম মুনি সকলের মনের কথা জানতেন এবং তিনি সকলের বাসনা পূর্ণ করতে পারতেন। আত্ম-তত্ত্ববিৎ কর্দম মুনি দেবহূতিকে তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে বিবেচনা করেছিলেন। নিজেকে নবধা বিভক্ত করে, তিনি দেবহূতির গর্ভে নয়বার বীর্যপাত করেছিলেন। তার ঠিক পরেই, সেই দিনই, দেবহূতি নয়টি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই ছিল সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং তাদের দেহ থেকে রক্ত-পদ্মের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল।"

"তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি বাইরে ঈষৎ হাস্যন্বিতা হলেও, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত এবং সন্তপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর মণি-সদৃশ শোভাযুক্ত পদনখের দ্বারা তিনি ভূমি লিখন করতে (দাগ কাটতে) লাগলেন। অধোমুখী হয়ে, অশ্রুধারা সংবরণ করে, তিনি সুমধুর বচনে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।"

দেবহূতি বললেন—"হে প্রভো! আপনি আমার কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই আপনি পূর্ণ করেছেন, কিন্তু আমি যেহেতু আপনার শরণাগত, তাই কৃপা করে আপনি আমাকে অভয় দান করুন। হে ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যারা তাদের উপযুক্ত পতি অন্বেষণ করে তাদের পতিগৃহে চলে যাবে। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে আপনি বনে চলে যাওয়ার পর, কে আমাকে সান্ত্বনা দেবে? এতকাল পর্যন্ত আমি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না করে, কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বিষয়ে আমার সময় বৃথা অতিবাহিত করেছি। আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হয়ে আপনাকে ভাল বেসেছিলাম, আপনার চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে আমি তখন জানতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি আমার যে-আসক্তি, তা আমাকে সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করুক। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ অবশ্যই সংসার বন্ধনের মার্গ। কিন্তু সেই সঙ্গ যদি অজ্ঞাতসারেও সাধুদের সঙ্গে করা হয়, তা হলে তা মুক্তির কারণ-স্বরূপ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মাভিমুখী করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তির উৎপাদন করে না এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত। হে

ভগবন্! আমি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের দুরতিক্রম্য মায়াশক্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রতারিত হয়েছি, কেননা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আপনার সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও, আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনির বৈরাগ্য

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"প্রশংসনীয়া মনুকন্যা দেবহূতির বৈরাগ্যপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে, দয়ালু কর্দম মুনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী স্মরণপূর্বক বলতে লাগলেন—হে প্রশংসনীয়া রাজকন্যা, তুমি নিরাশ হয়ো না। অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই তোমার পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ। ভগবান তোমার কল্যাণ সাধন করবেন। তাই এখন তুমি গভীর শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধর্ম অনুশীলন, তপশ্চর্যা এবং ধন দান করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা কর। তোমার দ্বারা আরাধিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান আমার যশ বিস্তার করে তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দান করে, তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করবেন।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"দেবহূতি তাঁর পতি প্রজাপতি কর্দমের আদেশের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিতা ছিলেন। হে মহর্ষি! এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডের পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন। বহু বৎসর পর, পরমেশ্বর ভগবান মধুসূদন কর্দম মুনির বীর্যে প্রবিষ্ট হয়ে, দেবহূতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে যজ্ঞের কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়। তখন পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের সময়, দেবতারা গগন-মণ্ডলে বর্ষায়মান মেঘের মতো তাঁদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। স্বর্গের গায়ক গন্ধর্বেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গান গাইতে লাগলেন এবং অপ্সরারা পরম আনন্দে নাচতে লাগলেন। ভগবানের আবির্ভাবের সময় গগন-মার্গে মুক্তরূপে বিচরণকারী দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন। তখন সমস্ত দিক-মণ্ডল, জলরাশি এবং সকলের চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। মরীচি আদি ঋষিগণ সহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত কর্দম মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।"

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"হে শত্রু সংহারক! জ্ঞান আহরণে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অজ ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এক অংশ সাংখ্য যোগ নামক পূর্ণ জ্ঞান বিশ্লেষণ করার জন্য, তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময় স্বরূপে দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। অবতাররূপে তাঁর বাঞ্ছিত কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মা তাঁর প্রহৃষ্ট ইন্দ্রিয় এবং নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করার পর, তিনি কর্দম এবং দেবহূতিকে বললেন—হে প্রিয় পুত্র কর্দম! তুমি যেহেতু নিষ্কপটে, শ্রদ্ধা সহকারে, পূর্ণরূপে আমার নির্দেশ পালন করেছ, তার ফলে তুমি যথাযথভাবে আমার পূজা করেছ। তুমি আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছ এবং তার দ্বারা তুমি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছ। পুত্রের কর্তব্য ঠিক এইভাবে পিতার সেবা করা। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পিতা অথবা গুরুদেবের আদেশ 'যথা আজ্ঞা' বলে সম্মান সহকারে পালন করা।"

শ্রীব্রহ্মা তখন কর্দম মুনির নয়টি কন্যার প্রশংসা করে বললেন—"তোমার এই সমস্ত সুশোভনা কন্যারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাধ্বী। তারা যে-তাদের বংশধরদের দ্বারা বিভিন্নভাবে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি করবে, সেই সম্বন্ধে

আমার কোন সন্দেহ নেই। অতএব, আজই তুমি তোমার কন্যাদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হস্তে তাদের সম্প্রদান কর, তা হলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হবে। হে কর্দম! আমি জানি যে, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে এখন অবতরণ করেছেন। তিনি জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী এবং এখন তিনি কপিল মুনির রূপ ধারণ করেছেন। সুবর্ণ বর্ণ কেশ-সমন্বিত, কমল-নয়ন এবং পদ্ম চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম সমন্বিত কপিলদেব যোগের দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা জাগতিক কর্মের বাসনা সমূলে বিনষ্ট করবেন।"

শ্রীব্রহ্মা তখন দেবহূতিকে বললেন—"হে মনুকন্যা! যিনি কৈটভাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয়ের গ্রন্থি ছেদন করবেন। তার পর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। তোমার পুত্র সমস্ত সিদ্ধ জীবাত্মাদের অধীশ্বর হবেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে দক্ষ আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত হবেন এবং মানুষদের মধ্যে তিনি কপিল নামে বিখ্যাত হবেন। দেবহূতির পুত্র নামে তিনি তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"কর্দম মুনি এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিকে এইভাবে বলে, ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মা, যিনি হংস নামেও পরিচিত, তিনি তাঁর বাহন হংসে চড়ে চার কুমার এবং নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হে বিদুর, ব্রহ্মার প্রস্থানের পর, তাঁর নির্দেশ অনুসারে, কর্দম মুনি বিশ্বের প্রজা স্রষ্টা সেই নয়জন মহর্ষিদের তাঁর নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। কর্দম মুনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামক কন্যা দান করেছিলেন। পুলহকে গতি, ক্রতুকে পতিব্রতা ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নামক কন্যা সমর্পণ করেছিলেন। তিনি শান্তি-নাম্নী কন্যাকে অথর্বার নিকট সম্প্রদান করেছিলেন। এই শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালভাবে সম্পাদিত হয়। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহকার্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁদের সস্ত্রীক লালন-পালন করতে লাগলেন। হে বিদুর! এইভাবে বিবাহিত হয়ে, ঋষিরা কর্দম মুনির থেকে বিদায় গ্রহণ করে, আনন্দিত অন্তরে তাঁদের নিজ-নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে, কর্দম মুনি নির্জনে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন—'আহা, যে-সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট জীবাত্মারা তাদের পাপ কর্মের ফলে, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, দীর্ঘ কাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। বহু জন্ম ধরে, বহু পরিপক্ক যোগীরা পূর্ণ সমাধিযোগে নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন। আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য না করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই আপনার ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাই আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এবং প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবন্! যদিও আপনার কোন জড় রূপ নেই, তবুও আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে। সেই সব কয়টি রূপই আপনার চিন্ময় বিগ্রহ, যা আপনার ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। হে ভগবান। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সমস্ত মহর্ষিদের অভিবাদনের যোগ্য। আপনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, দিব্য যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং শ্রী—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি। আমি কপিলরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যিনি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিমান এবং দিব্য, যিনি পরম পুরুষ এবং মহত্তত্ত্ব ও মহাকাল, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বের সর্বজ্ঞ পালনকর্তা এবং যিনি প্রলয়ের পর সমগ্র জড় জগৎকে আত্মসাৎ করে নেন। সমস্ত জীবের প্রভু আপনার কাছে আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করে, শোক-রহিত হয়ে, আপনাকে সর্বদাই স্মরণ করে, আমি ইতস্তত বিচরণ করতে চাই।' "

পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব বললেন—"হে মুনে, সরাসরিভাবে অথবা শাস্ত্রে আমি যা কিছু বলি, তা জগতের সকলের কাছে সর্বতোভাবে প্রামাণিক। আমি পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পুত্ররূপে আমি জন্ম গ্রহণ করব, তা সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি অবতরণ করেছি। এই জগতে আমার আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করা, যা অনর্থপূর্ণ জড় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী মুমুক্ষুদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত। আত্ম উপলব্ধির এই দুর্জ্ঞেয় পন্থা কালের প্রভাবে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই দর্শন মানব-সমাজে পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য এবং বিশ্লেষণ করার জন্য, আমি কপিলরূপী এই দেহ ধারণ করেছি বলে জানবেন। এখন আমার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, আপনার সমস্ত কার্যকলাপ আমাতে অর্পণ করে, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। অজেয় মৃত্যুকে জয় করে, অমৃতত্ব লাভের জন্য আপনি আমার ভজনা করুন। আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার হৃদয়ে, সমস্ত জীবের অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজমান আমাকে সর্বদা দর্শন করবেন। তার ফলে আপনি শোক এবং ভয় থেকে মুক্ত নিত্য জীবন প্রাপ্ত হবেন। আমি আমার মাতাকেও পারমার্থিক জীবনের দ্বার-স্বরূপ এই পরম জ্ঞান বর্ণনা করব, যাতে তিনিও সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারেন এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনিও সমস্ত জড়-জাগতিক ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে তাঁর পুত্র কপিল কর্তৃক পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রজাপতি কর্দম মুনি তাঁকে পরিক্রমা করে, প্রসন্ন চিত্তে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করেছিলেন। সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করার জন্য, কর্দম মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে, একজন সন্ন্যাসীরূপে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর মনকে কার্য-কারণের অতীত, প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রকাশক, গুণাতীত এবং ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন।"

"এইভাবে তিনি ক্রমশ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং মমতাশূন্য হয়েছিলেন। অবিচলিত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং দ্বৈত ভাব-রহিত হয়ে, তিনি যথাযথভাবে আত্ম-দর্শন করেছিলেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছিল এবং তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত এবং সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা। নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, সমস্ত দ্বেষ এবং ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে, সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, কর্দম মুনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তির মহিমা

শ্রীশৌনক বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কপিল মুনি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণার্থে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের থেকে বেশি জানেন। তাঁর থেকে অধিক পূজনীয় অথবা তাঁর থেকে উত্তম যোগী কেউ নেই। তাই তিনিই হচ্ছেন বেদের প্রভু এবং সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলেই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয়। তাই কৃপা করে স্বচ্ছন্দ আত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ এবং লীলাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরম শক্তিমান ঋষি মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নে অনুপ্রাণিত এবং প্রসন্ন হয়ে মৈত্রেয় বলেছিলেন, কর্দম যখন বনে প্রস্থান করেছিলেন, তখন ভগবান কপিল তাঁর মাতা দেবহূতির প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেছিলেন। পরমতত্ত্বের চরম লক্ষ্যের মার্গ প্রদর্শক কপিলদেব যখন কর্মে নিরত হয়ে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবহূতি ব্রহ্মার বাণী স্মরণ করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে প্রভো! আমি আমার অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-অভিলাষ থেকে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি তমসাবৃত সংসার-কূপে পতিত হয়েছি। হে ভগবান! অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনিই আমার একমাত্র উপায়, কেননা আপনি হচ্ছেন আমার দিব্য নেত্র, যা আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমি লাভ করেছি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সমস্ত জীবের আদি এবং অধীশ্বর। সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য, আপনি সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন। হে প্রভু! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার মহা মোহ দূর করুন। আমার অহঙ্কারের ফলে, আমি আপনার মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়েছি এবং আমার দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করছি। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, কেননা আপনিই একমাত্র শরণ্য। আপনি সেই কুঠার, যার দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা যায়। আমি তাই আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি, কেননা আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে জানতে চাই।"

মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর মায়ের অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিষ্কলুষ বাসনা শ্রবণ করে, ভগবান তাঁকে সেই প্রশ্ন করার জন্য অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে অধ্যাত্মবাদীদের মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—"যে যোগ-পদ্ধতি ভগবান এবং জীবের সম্পর্ক নির্ধারিত করে, যা জীবের চরম মঙ্গল সাধন করে এবং যা জড়-জাগতিক সমস্ত সুখ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা। হে পরম পবিত্র মাতা! আমি পুরাকালে মহান ঋষিদের কাছে যে যোগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই প্রাচীন যোগের পন্থা আমি এখন আপনার কাছে বলব। এইটি সর্বতোভাবে উপযোগী এবং ব্যবহারিক। যেই অবস্থায় জীবের চেতনা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধ জীবন। কিন্তু সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন। মানুষ যখন 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত পরিচিতি-প্রসূত কাম, লোভ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হন, তখন তাঁর মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি তথাকথিত জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হন। তখন জীবাত্মা অণু-সদৃশ হলেও নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত, জ্যোতির্ময়, অখণ্ডিতরূপে

দর্শন করতে পারে। আত্ম উপলব্ধির সেই অবস্থায়, মানুষ ভক্তিযুক্ত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করেন; তখন তিনি জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হন এবং তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব ক্ষীণবল হয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত না হলে, কোন প্রকার যোগীই আত্ম উপলব্ধিতে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না, কেননা সেইটি হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা। প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড় বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি যখন স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত। এই প্রকার সাধুরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করেন। নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সাধুরা কোন প্রকার জড়-জাগতিক তাপ অনুভব করেন না, কেননা তাঁরা সর্বদাই মদ্‌গত চিত্ত।"

"হে মাতঃ! হে সাধ্বি! এইগুলি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত মহান ভক্তদের গুণাবলী। আপনার অবশ্য কর্তব্য এই প্রকার সাধুদের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা তার ফলে জড় আসক্তি-জনিত সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ভাবে মুক্ত হওয়ার পর, যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। এইভাবে ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে, নিরন্তর ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে, ইহলোকে এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হচ্ছে সব চাইতে সহজ-সরল যোগ অনুশীলনের পন্থা; কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যথাযথভাবে যুক্ত হন, তিনি তখন তাঁর মনকে সংযত করতে সক্ষম হন। এইভাবে প্রকৃতির গুণের সেবায় যুক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করে, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা সে এই জীবনেই আমার সঙ্গ লাভ করে, কেননা আমি হচ্ছি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান।"

ভগবানের এই বাণী শুনে, দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি কি প্রকার ভক্তি বিকাশ করব এবং অভ্যাস করব, যার ফলে আমি অনায়াসে এবং শীঘ্রই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হতে পারি? আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, যোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি সাধন করা। দয়া করে আপনি বলুন সেই যোগ কি প্রকার এবং কতভাবে সেই অলৌকিক যোগকে বোঝা যায়? হে আমার প্রিয় পুত্র কপিল! আমি একজন স্ত্রীলোক। আমার পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন কেননা আমার বুদ্ধি অল্প। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে বিশ্লেষণ করেন, তা হলে মন্দবুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমি তা বুঝতে পারব এবং তার ফলে দিব্য সুখ অনুভব করতে পারব।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"তাঁর মায়ের কথা শুনে, কপিলদেব তাঁর উদ্দেশ্য অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি তিনি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন কেননা তাঁর দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে সাংখ্য দর্শন বর্ণনা করেছিলেন, যা গুরুপরম্পরায় ভক্তি এবং যোগের সমন্বয়।"

কপিলদেব বললেন—"ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের প্রতীক এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন দেবতাদের প্রতীক, তেমনই মন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। সেই সেবার ভাব যখন কোন রকম উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তা মুক্তির থেকেও অনেক অধিক শ্রেয়স্কর। ভক্তি জীবের সূক্ষ্ম দেহকে অতিরিক্ত প্রয়াস ব্যতীতই ক্ষয় করে ফেলে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে দেয়। যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই

আমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তিনি কখনও আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই আমার লীলাবিলাসের এবং কার্যকলাপের কীর্তন করেন। হে মাতঃ। আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ লোচনযুক্ত আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল-সমন্বিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্ব মঙ্গলময় বিভিন্ন রূপ দর্শন করতে চান এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান। ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তার ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।"

"হে মাতঃ। ভক্তেরা যে দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা কখনও নষ্ট হয় না; কোন রকম অস্ত্র এমন কি কালচক্রও সেই ঐশ্বর্য বিনষ্ট করতে পারে না। যেহেতু ভক্তেরা আমাকে তাঁদের সখা, আত্মীয়, পুত্র, গুরু, সুহৃৎ এবং ইষ্টদেবতা বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁদের ঐশ্বর্য থেকে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হন না। যাঁরা ইহলোকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পশু, গৃহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু, এমন কি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, অনন্য ভক্তি সহকারে সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বেশ্বর আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁদের সংসার-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাই। আমি ব্যতীত অন্য কারও শরণ গ্রহণ করার ফলে, কেউই ভীষণ জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি হচ্ছি সর্ব শক্তিমান, সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস এবং সমস্ত আত্মার পরম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, মেঘের রাজা ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে। যোগীগণ তাঁদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগে আমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁরা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই যাঁদের মন ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়ে স্থির হয়েছে, তাঁরাই সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন। জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সেটিই একমাত্র উপায়।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব

ভগবান কপিলদেব বললেন—"হে মাতঃ! এখন আমি পরমতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব, যা জানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। আত্ম উপলব্ধির চরম পূর্ণতা হচ্ছে জ্ঞান। আমি সেই জ্ঞান আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব, যার দ্বারা জড় জগতের প্রতি আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং তাঁর আদি নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অতীত। তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা

তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং তাঁর অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির পালন হয়। পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, তাঁর লীলারূপে সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন, যা ত্রিগুণাত্মিকা এবং শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত। জড়া প্রকৃতি তাঁর ত্রিগুণের দ্বারা বিচিত্ররূপে বিভক্ত হয়ে, জীবের রূপ সৃষ্টি করে এবং জীব তা দর্শন করে মায়ার জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা মোহিত হয়। চিন্ময় জীব তার বিস্মরণের ফলে, জড়া প্রকৃতির প্রভাবকে তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করে এবং এইভাবে প্রভাবিত হয়ে, সে ভ্রান্তিবশত নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে। জড় চেতনাই বদ্ধ জীবনের কারণ, যে পরিস্থিতিতে জড়া প্রকৃতি জীবের উপর বিভিন্ন অবস্থা বলপূর্বক প্রয়োগ করে। জীবাত্মা যদিও কিছুই করে না এবং সে এই প্রকার কার্যকলাপের অতীত, তবুও সে বদ্ধ জীবনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হয়। বদ্ধ জীবের জড় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা জানেন। জড়া প্রকৃতির অতীত যে জীব, তার সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি স্বয়ং আত্মার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।"

দেবহূতি বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান! দয়া করে আপনি আমার কাছে পুরুষ এবং তাঁর শক্তিসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করুন, কেননা তা উভয়েই এই প্রকট এবং অপ্রকট সৃষ্টির কারণ।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"তিন গুণের শাশ্বত অব্যক্ত সমন্বয় ব্যক্ত অবস্থার কারণ এবং তাকে বলা হয় প্রধান। তার ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি। পাঁচটি স্থূল তত্ত্ব, পাঁচটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, চারটি অন্তরেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বলা হয় প্রধান। পাঁচটি স্থূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা দশ, যথা—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, জননেন্দ্রিয় এবং পায়ু। সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় চার প্রকার, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা। তাদের বৃত্তি এবং লক্ষণ অনুসারেই কেবল তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এই সকলকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। এদের সমন্বয় সাধন করে যে কাল, তাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবানের প্রভাব কালে অনুভব করা যায়, যার ফলে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবেদের মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়।"

"হে মাতঃ! হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, প্রকৃতির সাম্য অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁর থেকে সৃষ্টির শুরু হয়। অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে এবং বাইরে কালরূপে বিরাজ করে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন। জড়া প্রকৃতিতে ভগবান যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন, যাকে বলা হয় হিরণ্ময়। জড়া প্রকৃতি যখন বদ্ধ জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ক্ষোভিতা হন, তখন তা সংঘটিত হয়। এইভাবে, বৈচিত্র্য প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্ময় মহত্তত্ত্ব, যার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রয়েছে, যা সমগ্র জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ এবং প্রলয়ের সময় যা বিনষ্ট হয়ে যায় না, তা প্রলয়ের সময় তার জ্যোতিকে আবৃত করে যে তম, তাকে পান করেছিল অর্থাৎ লোপ করেছিল। সত্ত্বগুণ, যা স্বচ্ছ, শান্ত, ভগবৎ উপলব্ধির স্থান এবং যাকে সাধারণত বাসুদেব বা চিত্ত বলা হয়, তা মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত হয়। মহত্তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ার পর, এই সমস্ত বৃত্তিগুলির একসাথে উদয় হয়। জল যেমন পৃথিবীর স্পর্শে আসার পূর্বে, তার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বচ্ছ, মধুর এবং শান্ত থাকে, তেমনই শুদ্ধ চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তত্ব, স্বচ্ছত্ব এবং অবিকারিত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন। অহঙ্কার প্রধানত তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। এই তিন প্রকার অহঙ্কার থেকে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়। সঙ্কর্ষণ নামক পুরুষ, যিনি হচ্ছেন সহস্র শির-সমন্বিত ভগবান অনন্তদেব, তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের কারণ, যার থেকে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের উৎপত্তি হয়েছে। এই অহঙ্কারে কর্তৃত্ব, কারণত্ব এবং কার্যত্বের লক্ষণ রয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে শান্তত্ব, ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব

লক্ষণসমূহ তাতে প্রত্যক্ষ হয়। বৈকারিক অহঙ্কার থেকে আর এক প্রকার বিকার সংঘটিত হয়। তার থেকে মনের উদয় হয় এবং মনের সঙ্কল্প এবং বিকল্প থেকে কামের উৎপত্তি হয়। জীবের মন ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ নামে পরিজ্ঞাত হয়। তাঁর অঙ্গকান্তি শরৎকালের নীল কমলের মতো বর্ণ-বিশিষ্ট। যোগীগণ ধীরে ধীরে তাঁকে প্রাপ্ত হন।"

"হে সতী! তৈজস অহঙ্কারের বিকারের ফলে, বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির কার্য হচ্ছে দ্রব্য যখন গোচরীভূত হয়, তখন তাদের প্রকৃতি নিরূপণ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করা। সংশয়, ভ্রান্ত জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, স্মৃতি এবং নিদ্রা—পৃথক পৃথক বৃত্তিভেদে বুদ্ধির কয়েকটি লক্ষণ বলে কথিত হয়। তৈজস অহঙ্কার থেকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় প্রাণশক্তির উপর আশ্রিত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির উপর আশ্রিত। তামস অহঙ্কার যখন পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যের দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন শব্দ-তন্মাত্রের প্রকাশ হয় এবং শব্দ থেকে আকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। পণ্ডিতগণ এবং যাঁদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, তাঁরা বক্তার অর্থবাচক এবং বক্তার উপস্থিতির ইঙ্গিতকারী আকাশের সূক্ষ্মরূপ বলে শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করেন। আকাশের কার্য এবং লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রাণীদের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের স্থান এবং অবকাশ প্রদান করা, যথা—প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনের কার্যক্ষেত্র হওয়া। শব্দ থেকে উদ্ভূত আকাশ কালের গতির প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হয়ে, তা থেকে স্পর্শ-তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং তা থেকে বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। কোমলতা, কঠোরতা, শীতলতা এবং উষ্ণতা—এইগুলি স্পর্শের লক্ষণ। এই স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর তন্মাত্র। আন্দোলন, মিশ্রণ, শব্দ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের প্রতি সংযোগ করা এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথভাবে কার্য করানোর মাধ্যমে বায়ুর ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের প্রভাবে রূপের উৎপত্তি হয়। এই রূপের বিকাশের ফল-স্বরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে।"

"হে মাতঃ! আকৃতি, গুণ এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা রূপের বৃত্তি বোঝা যায়। অগ্নির রূপ তার জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হয়। অগ্নিকে জানা যায় তার জ্যোতি, রন্ধন করার ক্ষমতা, পরিপাক, শীতলতা বিনাশ, বাষ্পীকরণ এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোজন ও পানের উদ্রেকের দ্বারা। অগ্নি এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের ব্যবস্থাপনায় রস-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। রস থেকে জলের উদ্ভব হয় এবং রস গ্রহণকারী জিহ্বাও উদ্ভূত হয়। রস যদিও মূলত এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সংসর্গে তা কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। আর্দ্রীকরণ, বিভিন্ন মিশ্রণকে পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তি উৎপাদন, জীবিতকরণ, মৃদুকরণ, তাপ নিবারণ, বার বার উদ্ভূত হলেও জলাশয়ে পুনঃ পুনঃ উদ্‌গমন এবং তৃষ্ণা নিবারণ এইগুলি জলের বৃত্তি। জলের সঙ্গে রস-তন্মাত্রের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈব ব্যবস্থাপনায় গন্ধ-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। তা থেকে মাটি এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আমরা পৃথিবীর গন্ধ অনুভব করতে পারি। গন্ধ এক হওয়া সত্ত্বেও, দ্রব্যের সংসর্গের মাত্রা অনুসারে—মিশ্র, দুর্গন্ধ, শান্ত, উগ্র, অম্ল ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পরমব্রহ্মের স্বরূপকে আকার প্রদান করা, বাসস্থান নির্মাণ করা, জল রাখার পাত্র তৈরি করা ইত্যাদি কার্য মাটির লক্ষণ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথিবী সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়স্থল। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে শব্দ তাকে বলা হয় শ্রবণেন্দ্রিয় এবং যার বিষয় হচ্ছে স্পর্শ তাকে বলা হয় ত্বগেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রূপ যা অগ্নির বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় দর্শনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রস যা জলের বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় রসনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে গন্ধ যা পৃথিবীর বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যেহেতু কারণ কার্যেও বিদ্যমান থাকে, তাই পূর্ববর্তী ভূতের গুণগুলি পরবর্তী ভূতে দেখা যায়। সেই কারণে আকাশ আদি ভূত চতুষ্টয়ের বিশেষ গুণগুলি মাটিতে পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব আদি এই সমস্ত সপ্ত তত্ত্ব যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবান কাল, কর্ম এবং গুণ সহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবানের উপস্থিতির ফলে সেই সপ্ত তত্ত্ব সক্রিয় এবং মিলিত হওয়ার ফলে, এক অচেতন

অণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই অণ্ড থেকে বিরাট পুরুষ প্রকট হয়েছিলেন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় জড়া প্রকৃতির প্রকাশ। তাতে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্বের যে আবরণ রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে পূর্বটির থেকে পরবর্তী আবরণটি দশ গুণ অধিক এবং তার শেষ আবরণটি হচ্ছে প্রধানের আবরণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের বিরাটরূপ বিরাজ করছে, যার দেহের একটি অংশ হচ্ছে চতুর্দশ ভুবন। পরমেশ্বর ভগবান বিরাট পুরুষ সেই স্বর্ণময় অণ্ডকোষে প্রবেশ করলেন, যা জলে শায়িত ছিল এবং তিনি তাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করলেন। সর্ব প্রথমে তাঁর মুখ প্রকট হয়েছিল এবং তার পর অগ্নিদেব সহ বাগেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিদেব হচ্ছেন সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তার পর দুইটি নাসারন্ধ্র প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর প্রকাশ হয়েছিল। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বায়ুদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। তার পর বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় প্রকট হয়েছিল এবং তার মধ্যে ছিল দর্শনেন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ের প্রকাশের সঙ্গে, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর তাঁর দুইটি কর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল শ্রবণেন্দ্রিয় এবং সেই সঙ্গে দিকসমূহের অধিষ্ঠাতা দিক-দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল। তারপর ভগবানের বিরাট পুরুষ বিশ্বরূপ তাঁর ত্বক প্রকাশ করেন এবং তার পর তাঁর রোম, দাড়ি এবং গুম্ফ প্রকাশিত হয়। তার পর সমস্ত ওষধি প্রকট হয় এবং তার পর তাঁর জননেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। তার পর বীর্য এবং জলের অধিষ্ঠাতৃদেব প্রকট হয়েছেন। তার পর গুহ্যদ্বার ও মল ত্যাগের ইন্দ্রিয় এবং তার পর মৃত্যুর দেবতার প্রকাশ হয়, যাঁকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলে ভয় করে। তার পর ভগবানের বিরাটরূপের দুইটি হাত প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বস্তু ধরার এবং ফেলার ক্ষমতার উদয় হয়েছিল এবং তার পর ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর পদদ্বয় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে গমনাগমনের প্রক্রিয়া এবং তার পর ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রকট হয়েছিলেন। বিরাটরূপের ধমনী প্রকাশিত হয় এবং তার পর রক্ত উৎপন্ন হয়, তার পর নদী সমূহের (ধমনীর অধিষ্ঠাতৃদেব) এবং তার পর উদর প্রকাশিত হয়।"

"তার পর ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতির উদয় হয়েছিল এবং তার পর সমুদ্রের প্রকাশ হয়েছিল। তার পর হৃদয় প্রকট হয় এবং হৃদয় থেকে মন প্রকাশিত হয়। মনের পর চন্দ্র প্রকট হয়। তার পর বুদ্ধির প্রকাশ হয় এবং বুদ্ধির পর ব্রহ্মা প্রকট হন। তার পর অহঙ্কার প্রকট হয় এবং তার পর শিব। শিবের আবির্ভাবের পর চেতনা এবং চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার প্রকাশ হয়। যখন দেবতারা এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাগণ এইভাবে প্রকট হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আবির্ভাবের উৎসকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে অক্ষম হয়ে, তাঁরা বিরাট পুরুষকে জাগাবার জন্য একে একে তাঁর দেহে পুনঃ প্রবেশ করেছিলেন। অগ্নিদেব বাগেন্দ্রিয় সহ তাঁর মুখে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষকে তিনি জাগাতে পারলেন না। তখন বায়ুদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ তাঁর নাসিকায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। সূর্যদেব তখন দর্শনেন্দ্রিয় সহ বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না। তেমনই, দিকসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয় সহ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি উঠলেন না। ত্বকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তখন ওষধিসমূহ সহ রোম-সমন্বিত বিরাট পুরুষের ত্বকে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। তখন জলের দেবতা বীর্য সহ তাঁর জননেন্দ্রিয়তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। মৃত্যুর দেবতা তখন অপান বায়ু সহ বিরাট পুরুষের পায়ুতে প্রবেশ করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রদেব হাতের শক্তি সহ তাঁর হস্তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ তা সত্ত্বেও জাগরিত হলেন না। ভগবান বিষ্ণু তখন গমনাগমনের ক্ষমতা সহ তাঁর পায়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন না। তখন নদীসমূহ রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের ক্ষমতা সহ তাঁর ধমনীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষকে নাড়াতে পারলেন না। সমুদ্র তখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ তাঁর উদরে প্রবেশ করলেন, তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। চন্দ্রদেব তখন মন সহ তাঁর

হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। ব্রহ্মা তখন বুদ্ধি সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষকে উঠতে রাজী করানো গেল না। রুদ্রদেব তখন অহঙ্কার সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ নড়লেন না। কিন্তু যখন চেতনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা অন্তঃকরণের নিয়ন্তা চিত্ত সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, ঠিক তখন বিরাট পুরুষ কারণ-বারি থেকে উত্থিত হলেন। কেউ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তার সমস্ত জড় ক্ষমতাগুলি—যথা প্রাণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—তাকে জাগরিত করতে পারে না। সে তখনই জাগরিত হয়, যখন পরমাত্মা তাকে সাহায্য করে। অতএব, ভগবানের ঐকান্তিক সেবার দ্বারা লব্ধ ভক্তি, বৈরাগ্য এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই শরীরে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যদিও তিনি তা থেকে ভিন্ন।"

❁ ❁ ❁

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি

ভগবান কপিলদেব বলতে লাগলেন—"বিকার-রহিত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ার ফলে, জীব যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে, তখন জড় দেহে অবস্থান করলেও সে গুণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সূর্য তার জলের প্রতিবিম্ব থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির মোহ এবং অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয় এবং অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে নিজেকে সব কিছুরই কর্তা বলে মনে করে। এইভাবে বদ্ধ জীব প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ তাকে তার কর্মদোষে এই অবস্থা স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব জড় অস্তিত্বের অতীত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তার ভববন্ধনের নিবৃত্তি হয় না এবং সে স্বপ্নবৎ নানা রকম অনর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিটি বদ্ধ জীবের কর্তব্য হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত তার কলুষিত চেতনাকে বৈরাগ্য সহকারে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তার ফলে তার মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে বশীভূত হবে। যম আদি যোগের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের দ্বারা শ্রদ্ধাবান হওয়া এবং আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

"ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়, কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে নেই, কারও সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। ভক্তের উচিত অনায়াসে যা উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। তাঁর নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদাই চিন্তাশীল, শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, দয়ালু এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া উচিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেতন এবং জড়ের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি করা। অনর্থক জড় দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে দেহের সম্পর্কের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়। জড় চেতনার ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং জীবনের

অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এইভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আকাশে যেমন সূর্যকে দর্শন করা যায়, ঠিক সেইভাবে আত্মাকে দর্শন করা উচিত। অধোক্ষজ এবং অহঙ্কারেও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে মুক্ত জীব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জড় কারণের আশ্রয় এবং তিনি সব কিছুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব এবং তিনি মায়ার চক্ষু। সূর্য আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথমে জলে প্রতিবিম্বরূপে এবং ঘরের দেওয়ালে দ্বিতীয় প্রতিবিম্বরূপে সূর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। তত্ত্বদ্রষ্টা আত্মা এইভাবে প্রথমে ত্রিবিধ অহঙ্কারে এবং তার পর দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনে প্রতিবিম্বিত হয়। যদিও মনে হয় যে ভক্ত পঞ্চভূতে, ভোগের বিষয়ে, জড় ইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি জাগ্রত এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত। জীব দ্রষ্টারূপে স্পষ্টভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় তার অহঙ্কার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ধন-সম্পদ হারাবার ফলে মানুষ গভীর দুঃখে অভিভূত হয় এবং মনে করে যে, সে নিজেও নষ্ট হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি যখন তাঁর পরিপক্ক জ্ঞানের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন অহঙ্কারের প্রভাবে তিনি যে অবস্থা স্বীকার করেছেন তা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।"

দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? যেহেতু তাদের পরস্পরের আকর্ষণ নিত্য, তাই তাদের বিচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব? পৃথিবী এবং গন্ধের অথবা জল এবং রসের যেমন পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনই বুদ্ধি এবং চেতনার পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব, সমস্ত কর্মের নিষ্ক্রিয় অনুষ্ঠাতা হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতি তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বেঁধে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? যদিও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভব-বন্ধনের মহাভয় বিদূরিত হয়েও থাকে, কিন্তু তার কারণ নষ্ট না হওয়ায়, পুনরায় সেই ভয় আবির্ভূত হতে পারে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করেন এবং তার ফলে দীর্ঘ কাল ধরে আমার সম্বন্ধে অথবা আমার কাছ থেকে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন। এইভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, কোন প্রকার কর্মফলের উদ্ভব হবে না এবং তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। পূর্ণ জ্ঞান এবং চিন্ময় তত্ত্ব-দর্শন সহকারে দৃঢ়তাপূর্বক এই ভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। দৃঢ়তাপূর্বক আত্ম-সমাধিতে মগ্ন হওয়ার জন্য কঠোর বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া উচিত এবং তপশ্চর্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করা উচিত। জড়া প্রকৃতির প্রভাব জীবকে আবৃত করে রেখেছে এবং তার ফলে মনে হয় যেন জীব নিরন্তর জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে, এই প্রভাব দূর করা সম্ভব, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন আগুনে সেই কাষ্ঠই ভস্ম হয়ে যায়। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দোষ দর্শন করে এবং তাই তা পরিত্যাগ করে, জীব তখন স্বতন্ত্র হয় এবং স্বীয় মহিমায় স্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের চেতনা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে এবং তখন নানা প্রকার অশুভ বস্তু দর্শন হয়, কিন্তু যখন সে জেগে উঠে পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না। আত্মারাম ব্যক্তি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, জড়া প্রকৃতির প্রভাব কখনও তাঁর অপকার করতে পারে না, কেননা তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে। কেউ যখন বহু বর্ষব্যাপী এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবৎ-সেবা এবং আত্ম উপলব্ধিতে এইভাবে যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই জড় জগতের যে কোন লোকের সুখ উপভোগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন, তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। আমার ভক্ত প্রকৃতপক্ষে আমার অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার দ্বারা আত্ম উপলব্ধি লাভ করেন এবং তার ফলে, সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর গন্তব্য ধামের প্রতি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন, যা আমার অনাবিল আনন্দময় পরা শক্তির আশ্রয়াধীন। সেটিই হচ্ছে জীবের চরম সিদ্ধির পরম

লক্ষ্য। তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, যোগীভক্ত সেই দিব্য ধামে গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসেন না। সিদ্ধ যোগীর চিত্ত যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত যোগ-সিদ্ধির প্রতি আর আকৃষ্ট হয় না, তখন তিনি আমার প্রতি আত্যন্তিক গতি প্রাপ্ত হন এবং তখন মৃত্যু আর তাঁকে পরাভূত করতে পারে না।"

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে মাতঃ! হে রাজপুত্রী! এখন আমি আপনার কাছে যোগের লক্ষণ বর্ণনা করব, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে, মানুষ প্রসন্ন হতে পারে এবং পরম সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। মানুষের যথাসাধ্য স্বধর্ম আচরণ করা উচিত এবং বিধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তথাকথিত যে-ধর্ম আচরণ হয়, সেই সমস্ত গ্রাম্য ধর্ম পরিত্যাগ করে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে-মোক্ষ ধর্ম, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। মিতাহারী হয়ে সর্বদা নির্জন স্থানে বাস করা উচিত, যাতে জীবনে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। মানুষের উচিত অহিংসা এবং সততা অনুশীলন করা, চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সংগ্রহ করা। তাঁর উচিত ব্রহ্মচর্য পালন করা, তপস্যা অনুষ্ঠান করা, পরিষ্কার থাকা, বেদ-অধ্যয়ন করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। মৌন অবলম্বন করা, বিভিন্ন প্রকার যোগ আসন অভ্যাসের দ্বারা স্থৈর্য লাভ করা, প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা এবং এইভাবে মনকে হৃদয়ে একাগ্র করা যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। প্রাণবায়ু এবং মনকে দেহাভ্যন্তরে প্রাণের ছয়টি চক্রের কোন একটিতে ধারণ করে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় ধ্যানস্থ করার নামই হচ্ছে সমাধি বা মনের সমাধান। এই পন্থার দ্বারা অথবা অন্য কোন সঠিক পন্থার দ্বারা কলুষিত এবং জড় সুখভোগের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট অসংযত মনকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় স্থির করতে হয়। মন সংযত করে জিতাসন হয়ে, নির্জন এবং পবিত্র স্থানে আসন বিছিয়ে, সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে, দেহ ঋজু রেখে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। যোগীর কর্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, তার পর সেই শ্বাস ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস ত্যাগ করা। অথবা, বিপরীতক্রমে, প্রথমে শ্বাস ত্যাগ করা, তার পর শ্বাস বাইরে ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস গ্রহণ করা। এইভাবে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করতে হয়। তা করা হয় যাতে মন অচঞ্চল হয়ে স্থির হতে পারে। অগ্নি এবং বায়ুর দ্বারা সন্তপ্ত হলে, স্বর্ণ যেমন সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, যোগীও তেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করার ফলে, অচিরেই সমস্ত মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হন। প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত শারীরিক দোষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং ধারণার দ্বারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয় সংসর্গজনিত দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা জড় জগতের আসক্তিজনিত তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন যখন

সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন অর্ধ নিমীলিত নেত্রে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবানের মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, অঙ্গ নীল উৎপল দলের মতো শ্যাম বর্ণ। তাঁর তিন হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, এবং গদা ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর কটিদেশ পদ্ম-কেশরের মতো পীত উজ্জ্বল পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। তাঁর কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। তাঁর গলদেশে বনমালা বিলম্বিত রয়েছে এবং মধুর গন্ধে মত্ত ভ্রমরেরা মালার চারিপাশে গুঞ্জন করছে। তিনি বহু মূল্য মুক্তাহার, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুরের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত। তাঁর কটিদেশে কাঞ্চিদাম, তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়-কমলে দণ্ডায়মান। তাঁর মতো সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রশান্ত বিগ্রহ তাঁর ভক্ত-দর্শকের মন এবং নয়নের আনন্দ বর্ধন করে। ভগবান অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন এবং তিনি সর্বলোকের আরাধ্য। তিনি নিত্য নবকিশোর এবং সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক। ভগবানের মহিমা সর্বদাই কীর্তন করার যোগ্য, কারণ তাঁর মহিমা তাঁর ভক্তদের মহিমা বর্ধন করে। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ধ্যান করা উচিত। মন যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের ধ্যান করা উচিত। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে, যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় দর্শন করেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তাঁর মনকে ভগবানের শাশ্বত রূপে নিবদ্ধ করে, যোগী ভগবানের পূর্ণ অবয়বের সম্যক্ দর্শন না করে, এক-একটি অঙ্গে মনকে স্থির করবেন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্ম চিহ্নিত ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা। সেই চরণ-কমলের অত্যন্ত সুন্দর রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় হৃদয়ের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়। ভগবানের চরণ-কমল প্রক্ষালিত জল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে, শিবও মঙ্গলময় হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষিপ্ত বজ্রের মতো, যা ধ্যানকারীর মনে সঞ্চিত পর্বত-সদৃশ পাপসমূহ ধ্বংস করে, অতএব দীর্ঘ কাল যাবৎ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করা উচিত।"

"যোগীদের কর্তব্য সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর কার্যকলাপ হৃদয়ে ধ্যান করা, যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিতা এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জননী। তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের পা এবং জঙ্ঘা তাঁর করপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করে থাকেন। তার পর যোগী পরমেশ্বর ভগবানের উরুদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা সমস্ত শক্তির আধার। তাঁর উরুদ্বয় অতসী পুষ্পের মতো শুভ্র-শ্যামল এবং ভগবান যখন গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হন, তখন তা সব চাইতে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। তার পর যোগী গুল্ফদেশ পর্যন্ত লম্বিত পীত বসনোপরি কাঞ্চিদাম-বেষ্টিত ভগবানের সুডোল নিতম্বদেশের ধ্যান করবেন। তার পর যোগী ভগবানের উদরের মধ্যভাগে নাভি-সরোবরের ধ্যান করবেন। সেই নাভি থেকে ভুবনসমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্ম হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবাসস্থল। তার পর যোগী ভগবানের স্তনদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা উৎকৃষ্ট মরকত মণির দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যা তাঁর বক্ষের দুগ্ধধবল মুক্তামালার কিরণের প্রভাবে শ্বেতাভ বলে প্রতীত হয়। তার পর যোগীর কর্তব্য মহালক্ষ্মীর আবাসস্থল পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষের ধ্যান করা। ভগবানের বক্ষ মনের সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস এবং নয়নের পূর্ণ সন্তোষ প্রদানকারী। তার পর যোগী সমগ্র বিশ্বের দ্বারা পূজিত ভগবানের কণ্ঠদেশ হৃদয়ে ধ্যান করবেন। ভগবানের কণ্ঠ তাঁর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণির সৌন্দর্য বর্ধন করে। তার পর যোগীর ভগবানের চারটি বাহুর ধ্যান করা উচিত, যা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তার পর মন্দার পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে উজ্জ্বল তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলির ধ্যান করা উচিত। তাঁর হস্তধৃত সহস্র অর সমন্বিত এবং দুঃসহ তেজঃস্পর্শ সুদর্শন চক্রের ধ্যান করা উচিত এবং তাঁর কমল-সদৃশ হস্তে রাজহংসের মতো প্রতীয়মান শঙ্খেরও ধ্যান করা উচিত। ভগবানের অতি প্রিয় কৌমোদকী গদার ধ্যান করা উচিত। এই গদা বৈরী-ভাবাপন্ন অসুরদের সংহার করার ফলে, তাদের শোণিতপঙ্কে সিক্ত। গুঞ্জনরত

মধুকরকুলের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত তাঁর অতি সুন্দর বনমালার এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব-স্বরূপ তাঁর গলার মুক্তাহারেরও ধ্যান করা উচিত। তার পর যোগী ভগবানের কমল-সদৃশ মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যিনি তাঁর উৎসুক ভক্তদের অনুকম্পা করার জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ এই জগতে প্রকট করেন। তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থল দীপ্তিমান মকর কুণ্ডলের সঞ্চালনে উজ্জ্বল এবং তাঁর উন্নত নাসিকা তাঁর মুখ-কমলকে এক অপূর্ব শোভায় উদ্ভাসিত করেছে। যোগী তার পর ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যা কুঞ্চিত কেশদাম, পদ্ম-সদৃশ নয়ন এবং নৃত্যপর ভ্রূযুগলের দ্বারা শোভিত। তাঁর মুখকমল মধুকর পরিবেষ্টিত পদ্মফুলকে লজ্জা দেয় এবং তাঁর নেত্রদ্বয় তাদের শোভার দ্বারা সন্তরণশীল মীনযুগলকে লজ্জা দেয়। যোগীর কর্তব্য পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের অনুকম্পাপূর্ণ চক্ষুর অবলোকন একাগ্রচিত্তে ধ্যান করা, কারণ তা তাঁর ভক্তদের ভয়ঙ্কর ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করে। তাঁর সুস্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত তাঁর অন্তহীন কৃপায় পূর্ণ। যোগীর এইভাবে ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত মনোরম হাস্যের ধ্যান করা উচিত, যা তাঁর শরণাগতের গভীর শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুর সমুদ্র শোষণ করে। যোগীর ভগবানের বঙ্কিম ভ্রূযুগলেরও ধ্যান করা উচিত, যা সাধুদের উপকারার্থে কামদেবকে মোহিত করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকট করেছেন। যোগীর কর্তব্য প্রেমাপ্লুত ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধুর হাস্য তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্যান করা। বিষ্ণুর এই হাস্য এতই মনোরম যে, তা অনায়াসে ধ্যান করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান যখন হাসেন, তখন কুন্দকলির পঙ্‌ক্তির মতো তাঁর ক্ষুদ্র দন্তরাজি তাঁর অধরোষ্ঠের কান্তিতে অরুণাভ হয়ে ওঠে। যোগী যখন একবার তাঁর মনকে ভগবানের এই মধুর হাস্যে স্থির করেন, তখন আর তাঁর অন্য কিছু দর্শন করার বাসনা থাকে না। এই পন্থা অনুসরণের দ্বারা যোগীর চিত্তে ভগবান শ্রীহরির প্রতি ধীরে ধীরে ভাবের উদয় হয়। তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ হয় এবং তাঁর চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়, তিনি তখন গভীর প্রেমে নিরন্তর আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করেন। বড়শির দ্বারা মাছকে আকর্ষণ করার মতো তাঁর চিত্ত, যা ভগবানকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।"

"মন যখন এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং জড় বিষয় থেকে বিরক্ত হয়, তখন দীপশিখা যেমন তৈলের অভাবে নির্বাপিত হয়ে যায়, তেমনই মনও ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় গ্রহণের প্রবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং ব্যবধান-রহিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে। এইভাবে সর্বোচ্চ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, মন সমস্ত কর্মফল থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমস্ত জড় সুখ এবং দুঃখের ধারণার অতীত স্বীয় মহিমায় অবস্থিত হয়। যোগী তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, সুখ-দুঃখ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া, যেগুলির কারণ তিনি স্বয়ং বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারের ফল। যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, পূর্ণরূপে সিদ্ধ জীবের তাই আর তখন বোধ থাকে না, তাঁর জড় দেহটি কিভাবে চলাফেরা করছে এবং কার্য করছে, ঠিক যেমন মদ্য পানে উন্মত্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না, তার শরীরে বসন আছে কি নেই। এই প্রকার মুক্ত যোগীর ইন্দ্রিয় সহ শরীরের দায়িত্ব পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং সেই দেহ আরব্ধ কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত কার্য করে। স্বরূপে জাগ্রত মুক্ত ভক্ত এইভাবে যোগের চরম সিদ্ধ অবস্থা সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, সেই দেহকে এবং দেহ সম্পর্কিত পুত্র-কলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না। এইভাবে তিনি তাঁর দেহের কার্যকলাপকে স্বপ্নদৃষ্ট কার্যকলাপ বলে মনে করেন। পরিবার এবং সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক স্নেহের ফলে, মানুষ যেমন তার পুত্র এবং তার বিত্তকে নিজের বলে মনে করে এবং তার জড় শরীরের প্রতি আসক্তির ফলে, তার এই প্রকার মমত্ব বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার পরিবার এবং তার বিত্ত তার থেকে ভিন্ন, তেমনই মুক্ত জীব বুঝতে পারে যে, তার দেহ তার থেকে ভিন্ন। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন অগ্নিশিখা থেকে, স্ফুলিঙ্গ থেকে এবং ধূম থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সকলেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পরমেশ্বর

ভগবান, যিনি পরমব্রহ্ম নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা। তিনি পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয় এবং চেতনা সংযুক্ত জীবাত্মা বা ব্যষ্টি জীব থেকে ভিন্ন। যোগীর কর্তব্য সমস্ত প্রকাশে সেই একই আত্মাকে দর্শন করা, কারণ যা কিছু বিদ্যমান তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। এইভাবে ভক্তের কর্তব্য ভেদভাব-রহিত হয়ে সমস্ত জীবেদের দর্শন করা। সেইটি হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি। অগ্নি যেমন বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুদ্ধ জীবাত্মা বিভিন্ন দেহে প্রকট হয়। এইভাবে মায়ার দুরত্যয়া মোহময়ী প্রভাব জয় করে, যোগী তাঁর স্বরূপে স্থিত হতে পারেন। এই মায়া জড় সৃষ্টির কার্য এবং কারণরূপে উপস্থিত, তাই তাকে জানা অত্যন্ত কঠিন।"

ঌ ঌ ঌ

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা

দেবহূতি বললেন—"হে প্রভো! আপনি পূর্বে সাংখ্য দর্শন অনুসারে সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং আত্মার লক্ষণ অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি ভক্তির মার্গ আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন, যা সমস্ত দর্শনের চরম পরিণতি। হে প্রভু! কৃপা করে আমার জন্য এবং জনসাধারণের জন্য, জন্ম-মৃত্যুর নিরন্তর প্রক্রিয়ারও বর্ণনা করুন, কারণ সেই সমস্ত বিপদের কথা শ্রবণ করে, আমরা জড়-জাগতিক কার্য থেকে বিরক্ত হতে পারি। কৃপা করে আপনি শাশ্বত কালেরও বর্ণনা করুন, যা আপনারই স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যার প্রভাবে জনসাধারণ পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়। হে ভগবন্! আপনি সূর্যের মতো, কারণ আপনি জীবের অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবনকে আলোকিত করেন। যেহেতু তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়নি, তাই আপনার আশ্রয় ব্যতীত তারা সেই অন্ধকারে তারা চিরনিদ্রিত এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কর্মে অনর্থক ব্যস্ত থাকে এবং তাদের অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনি কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাতার এই সুন্দর বাক্য শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, করুণা বিগলিত চিত্তে সেই বাক্যের অভিনন্দন করে তাঁর মাতাকে বলতে লাগলেন, হে মহদাশয়া! অনুষ্ঠানকারীর বিভিন্ন গুণ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনেক পন্থা রয়েছে। ক্রোধী, ভেদদর্শী, হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি করে, তা তামসিক। যে ব্যক্তি বিত্ত, যশ এবং ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই ভক্তি রাজসিক। ভক্ত যখন সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন এবং তাঁর কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তখন তাঁর ভক্তি সাত্ত্বিক। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, সকলের হৃদয়ে নিবাসকারী ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী এবং অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের উদয় হয়, তাই হচ্ছে নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ। গঙ্গার জল যেমন স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত হয়, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক ভক্তিও ঠিক তেমনভাবে ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হয়। শুদ্ধ ভক্ত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য অথবা একত্ব—এই সমস্ত মুক্তির কোনটি গ্রহণ করেন না, এমন কি ভগবান সেইগুলি তাঁদের দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না। যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি, সেই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে, ভক্ত প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব

অতিক্রম করতে পারেন এবং ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হতে পারেন।"

"ভক্তের কর্তব্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা বিনা, স্বধর্ম আচরণ করা, যা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত। অত্যধিক হিংসা না করে, নিয়মিতভাবে ভক্তির কার্য সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে আমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, আমার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা এবং আমার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তাঁর উচিত সত্ত্বগুণে নিষ্কাম চিত্তে, প্রতিটি জীবকে চিন্ময় ভাব-সমন্বিত বলে দর্শন করা। শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করা এবং সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাঁর আচরণ সর্বদাই সরল হওয়া উচিত এবং যদিও তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন এবং সকলের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন, তবুও যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ তাঁর বর্জন করা উচিত। কেউ যখন এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত হন এবং তার ফলে তাঁর চেতনা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম এবং আমার দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। বায়ুরূপ রথ যেমন গন্ধকে তার উৎপত্তি স্থান থেকে বহন করে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়, তেমনই যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত, তিনি সর্ব ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।"

"পরমাত্মারূপে আমি প্রতিটি জীবে বিরাজমান। কেউ যদি সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে অবমাননা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে অবশ্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং তার সেই পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতোই অর্থহীন। যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিন্তু অন্য জীবেদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি অন্য জীবেদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার ফলে, কখনও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না।"

"হে মাতঃ! যারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা যদি যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, সেই পূজায় আমি প্রসন্ন হই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের হৃদয়ে এবং অন্য সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমার উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, অর্চা-বিগ্রহের পূজা করে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহা ভয় উৎপন্ন করি। অতএব, দান, সম্মান এবং মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান আমার পূজা করা উচিত।"

"হে কল্যাণী মাতা! অচেতন পদার্থ থেকে জীব শ্রেষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে যারা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের চেতনা বিকশিত হয়েছে এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে। যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রস আস্বাদন করতে পারে, তারা স্পর্শানুভূতি বিকশিত হয়েছে যে-সমস্ত জীব তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। রস আস্বাদন করতে পারে যে-সমস্ত জীব, তাদের থেকে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে যে-সমস্ত জীব তারা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। শ্রবণক্ষম প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ-বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষ। মানুষদের মধ্যে যে-সমাজ গুণ এবং কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ

নামক বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বোত্তম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত তাঁরা সর্বোত্তম। বেদ তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ থেকে মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ। স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ থেকে মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি কোন ফলের প্রত্যাশা না করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন। অতএব আমাকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে যে-ব্যক্তির আকর্ষণ নেই এবং তাই যিনি তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর জীবন—তাঁর সবকিছু—আমাকে নিবেদন করে, অব্যবহিতভাবে আমার শরণাগত হয়েছেন, সেই প্রকার কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ থেকে কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই না। এই প্রকার আদর্শ ভক্ত সমস্ত জীবেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা বা নিয়ন্তারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন।"

"হে মাতঃ! হে মনুকন্যা! যে ভক্ত এইভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন করেন, তিনি কেবল ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হতে পারেন। এই পুরুষ, যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের রূপ। তিনি প্রধান দিব্য পুরুষ এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়। বিভিন্ন জড় প্রকাশের রূপান্তর সাধনকারী কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি রূপ। যারা জানে না যে, কাল হচ্ছে সেই একই ভগবান, তারা কালের ভয়ে ভীত হয়। সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন কাল এবং সমস্ত প্রভুর প্রভু। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনি সকলের আশ্রয় এবং জীবেদের দ্বারা অন্য সমস্ত জীবেদের সংহার করেন। কেউই পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় নয় অথবা অপ্রিয় নয়। কেউই তাঁর বন্ধু নয় অথবা শত্রু নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তিনি তাদের সংহার করেন। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে এবং নক্ষত্রসমূহ দীপ্তি প্রকাশ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বৃক্ষ, লতা, ওষধি এবং মরসুমি গাছেরা আপন আপন সময়ে ফুল এবং ফল ধারণ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। তাঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পর্বত সহ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের জলে নিমজ্জিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে, যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সপ্ত আবরণ সহ বিস্তৃত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্তা দেবতাগণ সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল অনাদি এবং অনন্ত। তা কারাগার-সদৃশ এই জড় জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। কাল এই জগতের অন্তক। তা এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে, আবার তেমনই মৃত্যুর দেবতা যমরাজেরও বিনাশ সাধন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পাদন করে।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জানতে পারে না, যার দ্বারা সে চালিত হয়। তথাকথিত সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যে-সব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই বিনাশ করেন এবং সেই জন্য বদ্ধ জীবেরা শোক করে। পথভ্রষ্ট জড়বাদী ব্যক্তি জানে না যে, তার দেহটি অনিত্য এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাবশত সে সব কিছুকে নিত্য বলে মনে করে। জীব এই সংসারে যে যেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না। যে বিশেষ যোনিতে বদ্ধ জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে থাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নারকীয় অবস্থাকেই সে সুখকর বলে মনে করে। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-জাগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে। উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খেরা তাদের তথাকথিত কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দুরাশাগ্রস্ত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হয়। যে রমণী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং গোপন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে এবং শিশুদের আধ-আধ মিষ্টি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে। আসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কূটনীতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কর্ম করে। যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে। সে ইতস্তত হিংসা আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেনা খাদ্যের স্বল্প মাত্র অংশই আহার করে এবং এইভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল, তাদেরই জন্য সে নরকগামী হয়। যখন তার জীবিকায় সে ব্যর্থ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং বিনষ্ট হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন গ্রহণ করে। যখন সেই দুর্ভাগা তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশ্রী হয়, তখন সে তার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোক করে। তাদের পালন-পোষণে তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আগের মতো সম্মান করে না, ঠিক যেমন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলদকে অযত্ন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না। যাদের সে এক সময় পালন করেছিল, তাদেরই দ্বারা অবজ্ঞাভরে সে পালিত হয়। জরার প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি আদি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অল্প একটু আহার করে এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম কাজ করতে পারে না। সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ বের হয়। এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপাশের বশবর্তী হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময়, সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদের সে তার কাছে আসতে দেখে এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে। রাজ্যের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যে যুক্ত ছিল, তাকে যমদূতেরা একটি শক্ত দড়ি দিয়ে তার গলায় বাঁধে এবং তার সূক্ষ্ম দেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়। এইভাবে যমদূতেরা যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুরেরা তাকে কামড়াতে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত বালুকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, যার দুপাশে দাবানল জ্বলে। সে যখন হাঁটতে অসমর্থ হয়, তখন যমদূতেরা তার পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করে এবং সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোন জল নেই, আশ্রয় নেই এবং বিশ্রামের কোন স্থান নেই। যমালয়ের পথে যেতে যেতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায় এবং কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে যমরাজের সামনে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয় এবং তার পর তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়। তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রেখে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য করা হয় অথবা অন্যেরা তার মাংস খায়। নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার নাড়ি সকল টেনে বার করে এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্প, বৃশ্চিক, দংশক ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। তার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় এবং হস্তীর দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং জলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী, যাদের জীবন অবৈধ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নামক নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।"

"হে মাতঃ! কখনও কখনও বলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরক অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়। যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো হয়। অতএব, যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে। সমস্ত কষ্টকর নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর এবং নিম্নতম পশু-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তর ক্রমশ অতিক্রম করে এবং এইভাবে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ

ভগবান বললেন—"পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের রেতকণা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। সেই রেতকণা গর্ভে পতিত হলে, এক রাত্রে শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয়, দশ দিনের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে বদরী ফলের মতো হয় এবং তার পর ধীরে ধীরে তা মাংসপিণ্ডে অথবা অণ্ডে পরিণত হয়। এক মাসের মধ্যে তার মস্তক গঠিত হয় এবং দুই মাসের মধ্যে তার হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠিত হয়। তিন মাসের মধ্যে তার নখ, আঙ্গুল, লোম, অস্থি ও চর্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয় ও দেহের ছিদ্রগুলি যথা—চক্ষু, নাক, কান, মুখ ও পায়ু প্রকটিত হয়। গর্ভ ধারণের চার মাসের মধ্যে শরীরের সপ্ত ধাতুর উদয় হয়, সেগুলি হচ্ছে—ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। পঞ্চ মাসের মধ্যে তার ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার অনুভব হতে শুরু করে এবং ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত ভ্রূণ দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা সেই ভ্রূণ বর্ধিত হতে থাকে এবং সব রকম কৃমি কীটের উৎপত্তিস্থল, অত্যন্ত জঘন্য সেই মল-মূত্রের গর্তে তাকে থাকতে হয়। উদরস্থ ক্ষুধার্ত কৃমিরা তার সুকোমল দেহটিকে সর্বক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। তার ফলে সে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, বার বার মূর্ছিত হতে থাকে। মাতার ভুক্ত তিক্ত, তীব্র, অত্যন্ত লবণাক্ত অথবা অত্যন্ত টক খাদ্যের দ্বারা শিশু তার সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। ভিতরে জরায়ুর দ্বারা আবৃত এবং বাইরে নাড়ির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ ধনুকের মতো বাঁকা অবস্থায় এবং তার মস্তক উদরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায়, সে মাতার উদরের এক পাশে অবস্থান করে। শিশুটি তখন পিঞ্জরস্থ পক্ষীর মতো অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হয়ে, গর্ভের মধ্যে বাস করে। সে যদি ভাগ্যবান হয়, তখন তার পূর্বের শত জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা তার স্মরণ হয় এবং সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। সেই অবস্থায় মনের শান্তি লাভ করা কি করে সম্ভব? গর্ভ ধারণের সাত মাস পর তার চেতনা লাভ হয়, তখন প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকে যে প্রসব-বায়ু নীচের দিকে চাপ দিতে থাকে, সেই বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং সেই নোংরা জঘন্য উদরে জাত কৃমির মতো সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সেই ভয়ার্ত অবস্থায়, সপ্ত ধাতুর আবরণে বদ্ধ জীব হাত জোড় করে ভগবানের স্তব করতে শুরু করে, যিনি তাকে সেই অবস্থায় স্থাপন করেছেন। মানব-দেহ প্রাপ্ত আত্মা বলতে থাকে—আমি পরমেশ্বর ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হলাম, যিনি তাঁর বিভিন্ন নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে, এই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। আমি কেবল তাঁরই শরণ গ্রহণ করি, কারণ তিনি আমাকে সর্বতোভাবে অভয় প্রদান করতে পারেন এবং তাঁর থেকে আমি জীবনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, যা আমার পাপকর্মের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত।"

"বিশুদ্ধ আত্মা আমি আমার কর্মের বন্ধনে, মায়ার ব্যবস্থাপনায় মাতৃ-জঠরে শায়িত রয়েছি। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখানে আমারই সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি অবিকারী এবং অপরিবর্তনশীল। তিনি অসীম কিন্তু সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করা যায়। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি এই পঞ্চভূতাত্মক জড় শরীর ধারণ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং তাই আমি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও, আমার গুণ এবং ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হচ্ছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এই প্রকার জড় শরীর রহিত, তাই তিনি জীব এবং জড়া প্রকৃতির অতীত এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় গুণে মহিমান্বিত, তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত আত্মা প্রার্থনা করে—জীব মায়ার বশীভূত হয়ে, সংসার-চক্রে তার অস্তিত্বের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই, সে এইভাবে বদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব, ভগবানের কৃপা ব্যতীত, সে কিভাবে পুনরায় ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে?"

"পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি ছাড়া আর কে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুদের পরিচালনা করতে পারেন? তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, কালের এই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় বদ্ধ জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয় এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের কেবল তাঁরই শরণাগত হতে হবে। তার মায়ের উদরে রক্ত, মল এবং মূত্রের কূপে পতিত হয়ে এবং তার মায়ের জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে, দেহী জীবাত্মা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মাস গণনা করে এবং প্রার্থনা করে, 'হে ভগবান! এই হতভাগ্য জীব কখন এই কারাগার থেকে মুক্ত হবে?' হে ভগবান! আপনার অহৈতুকী কৃপায়, যদিও আমি মাত্র দশ মাস বয়স্ক, তবুও আমার চেতনা জাগরিত হয়েছে। এই অহৈতুকী কৃপার জন্য, পতিত জীবের বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া, আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার আর কোন উপায় নেই। অন্য প্রকার শরীরে জীব কেবল তার সহজাত প্রবৃত্তিই অনুভব করে, সে তার সেই বিশেষ শরীরের সুখকর এবং দুঃখদায়ক ইন্দ্রিয় অনুভূতিই কেবল অনুভব করে। কিন্তু আমি এমন একটি শরীর পেয়েছি, যাতে আমি আমার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারি; তাই আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আশীর্বাদে আমি এই দেহ লাভ করেছি এবং যাঁর কৃপায় আমি অন্তরে এবং বাইরে তাঁকে দর্শন করতে পারি। অতএব, হে প্রভু! যদিও আমি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় বাস করছি, তবুও জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকূপে পুনরায় পতিত হওয়ার জন্য, আমি আমার মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হতে চাই না। আপনার বহিরঙ্গা প্রকৃতি দৈবীমায়া তৎক্ষণাৎ নবজাত শিশুকে আচ্ছন্ন করবে এবং সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা থেকে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তিত হওয়ার সূচনা হয়। অতএব, আর ব্যাকুল না হয়ে, আমি আমার বন্ধুরূপী নির্মল চেতনার সাহায্যে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেকে উদ্ধার করব। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম আমার মনের মধ্যে ধারণ করে, বার বার জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য অনেক মাতার গর্ভে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে উদ্ধার করব।"

"গর্ভে অবস্থান কালে, দশ মাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব এইভাবে বাসনা করে। কিন্তু যখন সে এইভাবে ভগবানের স্তব করে, তখন প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাকে অধোমুখী করে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রেরণ করে। অকস্মাৎ সেই বায়ুর দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে এবং অধোমস্তক হয়ে, অতি কষ্টে সেই শিশু বেরিয়ে আসে, সেই সময় অসহ্য বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয় এবং স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। শিশু রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়ে, বিষ্ঠাজাত কৃমির মতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সে তার উচ্চতর জ্ঞান হারিয়ে, মায়ার প্রভাবে ক্রন্দন করতে থাকে। গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা বুঝতে পারে না সে কি চায়। তাকে যা দেওয়া হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ হয়ে, সে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পতিত হয়। স্বেদজাত কীটসমূহে পূর্ণ ময়লা বিছানায় শায়িত সেই দুর্ভাগা শিশুটি চুলকানি থেকে আরাম পাওয়ার জন্য তার অঙ্গ চুলকাতে পারে না, তার উঠে বসা, দাঁড়ানো অথবা চলাফেরা করা তো দূরের কথা। অত্যন্ত কোমল ত্বক-বিশিষ্ট সেই শিশুটিকে তার অসহায় অবস্থায় ডাঁশ, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি কামড়াতে থাকে, ঠিক যেমন ছোট কৃমি বড় কৃমিকে দংশন করে। বিগতজ্ঞান শিশুটি তখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। এইভাবে শিশুটি নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করে। বাল্যাবস্থায়ও সে অপ্রাপ্য বস্তুর বাসনা করে এবং তা না পেয়ে সে দুঃখ অনুভব করে। এবং এইভাবে অজ্ঞানতাবশত, সে ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হয়। দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার বিনাশের জন্য, জীব তার অভিমান এবং ক্রোধ বর্ধিত করতে থাকে এবং তার ফলে

তারই মতো অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এই প্রকার অজ্ঞানের ফলে, জীব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে, সে সমস্ত অনিত্য বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে তার অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। জীবের যে দেহটি তার নিরন্তর ক্লেশের কারণ এবং অজ্ঞান ও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যা তার অনুগমন করে, সেই দেহটির জন্য সে নানা রকম কর্ম করে, যা তার নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়ার কারণ হয়। অতএব, জীব যদি কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে যৌন সুখ এবং জিহ্বার স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা হলে তাকে পুনরায় নরকে প্রবেশ করতে হয়। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পারমার্থিক বুদ্ধি, লজ্জা, তপস্যা, যশ, ক্ষমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সৌভাগ্য আদি সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার অশান্ত, আত্মজ্ঞান-রহিত, মূঢ়, অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনীকুলের হাতে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করা কখনই কর্তব্য নয়।"

"স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ জীবের যে-প্রকার মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেই রকম হয় না। ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যাকে দর্শন করে তার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং সে যখন মৃগীরূপ ধারণ করে, তখন ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করে নির্লজ্জের মতো তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবের মধ্যে, যথা—মনুষ্য, দেবতা এবং পশুদের মধ্যে নারায়ণ ঋষি ব্যতীত আর কেউই স্ত্রীরূপী মায়ার আকর্ষণের দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। স্ত্রী রূপিনী আমার মায়ার প্রভাব দেখুন, যে কেবল তার ভ্রূভঙ্গির দ্বারা এই জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ বীরদের তার পদানত করে রাখে। যিনি যোগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করতে চান এবং আমার সেবার দ্বারা যিনি আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের কখনই সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভক্তের জন্য নারী নরকের দ্বার স্বরূপ। ভগবানের নির্মিতা নারী মায়ার প্রতিনিধি এবং যে ব্যক্তি সেবা অঙ্গীকার করে এই মায়ার সঙ্গ করে, তার নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তা তৃণাচ্ছাদিত কূপের মতো তার মৃত্যু-স্বরূপ। জীব তার পূর্বজন্মে নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, এই জন্মে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং মোহবশত পুরুষরূপী মায়াকে সম্পদ, সন্তান, গৃহ আদির প্রদাতা বলে মনে করে। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন মৃগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তেমনই পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে স্ত্রীর মনে করা উচিত। বিশেষ ধরনের শরীর হওয়ার ফলে, বিষয়াসক্ত জীব তার সকাম কর্ম অনুসারে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করে। এইভাবে সে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে, নিরন্তর তার ফল ভোগ করে। এইভাবে জীব তার কর্ম অনুসারে, জড় মন এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ কর্মের ফল সমাপ্ত হয়, সেই সমাপ্তিকে বলা হয় মৃত্যু এবং যখন কোন বিশেষ কর্মফলের শুরু হয়, সেই শুরুকে বলা হয় জন্ম। দর্শন স্নায়ুর রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে, চক্ষু যখন রঙ অথবা রূপ দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন দর্শনেন্দ্রিয় মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তখন চক্ষু এবং দৃশ্য উভয়ের দ্রষ্টা জীব তার দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনই, বস্তুর অনুভূতির স্থূল জড় শরীর যখন অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। জীব যখন তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে দর্শন করতে শুরু করে, তাকে বলা হয় জন্ম। অতএব, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, দেহকে আত্মা বলেও মনে করা উচিত নয়, জীবনের আবশ্যকতাগুলি বর্ধিত করে সেইগুলি উপভোগ করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করে আসক্তি-রহিত হয়ে এবং উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে এই জগতে বিচরণ করা উচিত। সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শক্তি-সমন্বিত হয়ে এবং জড় পরিচয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে, যুক্তির দ্বারা এই মায়িক জগতে জড় দেহটি প্রত্যর্পণ করা উচিত তার ফলে এই জড় জগতের প্রতি উদাসীন হওয়া যায়।"

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

সকাম কর্মের বন্ধন

ভগবান বললেন—"যে ব্যক্তি গৃহব্রতীর জীবন অবলম্বন করে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলে সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বাসনা চরিতার্থ করে। সে বার বার একইভাবে আচরণ করে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই ভক্তিবিহীন এবং তাই, যদিও তারা নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য বড় বড় ব্রত পালন করে, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং পিতৃ ও দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে তারা সোমরস পান করতে পারে। তার পর তারা পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যখন অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শায়িত হন, তখন চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোক সহ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যায়। যাঁরা বুদ্ধিমান এবং যাঁদের চেতনা শুদ্ধ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত থাকেন। জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন কর্ম করেন না; পক্ষান্তরে, যেহেতু তাঁরা স্বধর্মে নিরত, তাই তাঁরা বিধান অনুসারে কার্য করেন। আসক্তি-রহিত হয়ে এবং প্রভুত্ব করার বাসনা-রহিত হয়ে অথবা অহঙ্কারশূন্য হয়ে, নিজের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা, জীব শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা, মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ জ্যোতির্ময় পথের মাধ্যমে, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন, যিনি জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের অধীশ্বর এবং সৃষ্টি ও বিনাশের পরম কারণ। পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ প্রকাশের উপাসকেরা এই জগতে দুই পরার্ধের শেষ পর্যন্ত থাকেন, যখন ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির দুই পরার্ধ নামক বসবাসযোগ্য কালের অভিজ্ঞতার পর ব্রহ্মা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সাধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। যে যোগী প্রাণায়াম এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে, বহু দূরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, দেহত্যাগের পর তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন এবং তাই ব্রহ্মা যখন মুক্তি লাভ করে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান, তখন এই যোগীরাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।"

"অতএব, হে মাতঃ! যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন। হে মাতঃ! কেউ বিশেষ স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার মতো দেবতা, সনৎ-কুমারের মতো ঋষি এবং মরীচির মতো মুনিদেরও সৃষ্টির সময় এই জগতে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। প্রকৃতির তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন দৃশ্য জগতের স্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে এবং আধ্যাত্মিক মার্গ ও যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তক মহান ঋষিদেরও কালের প্রভাবে ফিরে আসতে হয়। তাঁরা তাঁদের নিষ্কাম কর্মের প্রভাবে মুক্ত এবং তাঁরা প্রথম পুরুষ অবতারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সৃষ্টির সময় তাঁদের পূর্বের মতো রূপ এবং পদে তাঁরা ফিরে আসেন। যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা খুব সুন্দরভাবে এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রতিদিন এই সমস্ত বৈধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে, তারা তা করে। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের অভিলাষী হয়। তারা পিতৃদের পূজা করে এবং তাদের পরিবারের বা সমাজের অথবা রাষ্ট্রীয়

জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় ত্রৈবর্গিক, কারণ তারা ত্রিবর্গ সাধনে উৎসাহী। বদ্ধ জীবেদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা বিমুখ। তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণে আগ্রহী নয়, যা তাঁর অপ্রাকৃত বিক্রমের জন্য শ্রবণীয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের পরম আদেশ অনুসারে দণ্ডিত হয়। যেহেতু তারা ভগবানের লীলারূপ অমৃতের প্রতি বিমুখ, তাই তাদের বিষ্ঠাভোজী শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারা ভগবানের চিন্ময় লীলা-বিলাসের কথা না শুনে, বিষয়াসক্ত মানুষদের কুৎসিত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সূর্যের দক্ষিণ অয়ন পথে পিতৃলোকে গমন করে, তার পর সেখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, পুনরায় এই লোকে তাদের নিজেদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুনরায় সেই সকাম কর্মই করতে থাকে। তাদের পুণ্য কর্মের ফল নিঃশেষ হয়ে গেলে, তারা দৈববশে পুনরায় অধঃপতিত হয়ে এই লোকে ফিরে আসে, ঠিক যেমন উচ্চপদে উন্নীত কোন ব্যক্তিকে কখনও কখনও সহসা পদচ্যুত করা হয়।"

"হে মাতঃ! আমি তাই আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য। পূর্ণ ভক্তি এবং প্রেম সহকারে তা গ্রহণ করুন, কারণ তার ফলে আপনি দিব্য ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন। কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে, শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে, উন্নীত ভক্তের মন সমদর্শী হয় এবং কোন্ বস্তুটি প্রিয় এবং কোন্ বস্তুটি অপ্রিয়, তিনি এই ধারণার অতীত হন। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে সমদর্শী হন এবং নিজেকে জড়ের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্তরূপে দর্শন করেন। তিনি কোন বস্তুকেই উত্তম বা অধমরূপে দর্শন করেন না এবং তিনি গুণগতভাবে ভগবানের সমান হওয়ার ফলে, নিজেকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলে অনুভব করেন।"

"পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণ চিন্ময় অদ্বয়জ্ঞান, কিন্তু উপলব্ধির বিবিধ পন্থা অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অথবা পুরুষাবতাররূপে প্রতীত হন। সমস্ত যোগীদের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিরক্তি। বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতির দ্বারা কেবল সেইটুকুই লাভ হয়। যারা চিন্ময় তত্ত্বের প্রতি পরাঙ্মুখ, তারা তাদের কল্পনামূলক ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করে এবং তাই তাদের সেই ভ্রান্ত কল্পনার ফলে, সব কিছুই তাদের কাছে আপেক্ষিক বলে মনে হয়। মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র শক্তি থেকে, অহঙ্কার, তিন গুণ, পঞ্চ মহাভূত, ব্যষ্টি চেতনা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং জড় দেহ আমি উৎপন্ন করেছি। তেমনই, আমার থেকেই (পরমেশ্বর ভগবান থেকে) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই পূর্ণ জ্ঞান তিনিই লাভ করতে পারেন, যিনি শ্রদ্ধা, স্থিরতা এবং পূর্ণ বৈরাগ্য সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন এবং যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি জড় সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন।"

"হে শ্রদ্ধেয় মাতা! আমি ইতিপূর্বে পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, যার দ্বারা জড় এবং চেতনের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দার্শনিক গবেষণার চরম পরিণতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা। এই জ্ঞান লাভ করে যখন প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তখন ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, একই লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হতে হয় এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। একই বস্তু যেমন তার বিভিন্ন গুণের ফলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়, তেমনই ভগবান এক, কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে, তিনি ভিন্ন বলে প্রতীত হন। সকাম কর্ম এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপশ্চর্যা অনুষ্ঠানের দ্বারা, বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা, দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, মন নিগ্রহের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুশীলনের দ্বারা, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগ প্রদর্শনের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা এবং তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি দক্ষ, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে, জড় জগতে এবং চিৎ-

জগতে যেভাবে তাঁর স্বরূপে তিনি প্রকাশিত, সেইভাবে উপলব্ধি করেন।"

"হে মাতঃ! আমি আপনাকে ভক্তিযোগের পন্থা এবং চারটি আশ্রমে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছি। শাশ্বত কাল যে কিভাবে সকলের কাছে অদৃশ্য থেকে, সমস্ত জীবেদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তাও আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। অজ্ঞান-জনিত বা আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ম করার ফলে, সেই কর্ম অনুসারে জীবের নানা প্রকার জড়-জাগতিক স্থিতি লাভ হয়। হে মাতঃ! কেউ যখন সেই বিস্মৃতিতে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝতে পারে না, তার গতি কোথায় শেষ হবে। এই উপদেশ কখনও ঈর্ষালু, অবিনীত অথবা দুরাচারীদের দেওয়া উচিত নয়। এই উপদেশ দাম্ভিক এবং ধর্মধ্বজীদের জন্য নয়। যারা অত্যন্ত লোভী, পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, অভক্ত এবং ভগবান ও ভগবানের ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তাদের কখনও এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। যে শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্ত গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নির্মৎসর, সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাব সমন্বিত এবং বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা করতে উৎসুক, তাঁকেই কেবল উপদেশ দেওয়া উচিত। যাঁরা কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, যাঁরা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত এবং যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে সব চাইতে প্রিয় বলে গ্রহণ করেছেন, গুরুদেব তাঁদেরই এই জ্ঞান দান করবেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে যিনি একবার আমার ধ্যান করেন এবং আমার বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন করেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।"

❖ ❖ ❖

ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়

কপিলদেবের কার্যকলাপ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে ভগবান কপিলদেবের মাতা এবং কর্দম মুনির পত্নী দেবহূতি ভগবদ্ভক্তি এবং দিব্য জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মুক্তির পটভূমি-স্বরূপ সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক ভগবান কপিলদেবকে তিনি নিম্ন লিখিত স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।"

দেবহূতি বললেন—"ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে সমুদ্রে শায়িত আপনার নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েছেন বলে, ব্রহ্মাকে অজ বলা হয়। আপনার শরীর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, কিন্তু ব্রহ্মাও কেবল আপনারই ধ্যান করেছিলেন। হে ভগবান! যদিও আপনার করণীয় কিছু নেই, তবুও আপনি আপনার শক্তিকে জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন, যার ফলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদিত হয়। হে ভগবান! আপনি সত্য-সঙ্কল্প এবং সমস্ত জীবের পরমেশ্বর। তাদের জন্য আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং যদিও আপনি এক, আপনার বিবিধ শক্তি নানাভাবে কার্য করতে পারে। সেইটি আমাদের কাছে অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে প্রভু! যাঁর উদরে সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বরের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তা সম্ভব কারণ কল্পান্তে আপনি একটি শিশুরূপ ধারণ করে আপনার পায়ের অঙ্গুলি চুষতে চুষতে একলা একটি বটপাতায় শয়ন করেন। হে ভগবান! পতিতদের পাপকর্মের প্রশমনের জন্য এবং তাদের ভক্তি ও মুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আপনি এই শরীর ধারণ করেছেন। যেহেতু এই সমস্ত পাপাত্মারা আপনার নির্দেশের উপর নির্ভরশীল, তাই আপনি স্বেচ্ছায় বরাহ আদি রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। তেমনই, আপনার আশ্রিতদের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করার জন্য

আপনি প্রকট হয়েছেন। কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। আহা! যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা কত ধন্য! কুকুরভোজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এই প্রকার ব্যক্তিরা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্ব প্রকার তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্যদের সমস্ত সদাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন। হে ভগবান! আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন কপিল নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান পরমব্রহ্ম। ইন্দ্রিয় এবং মনের বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে, মহাত্মা এবং ঋষিরা আপনার ধ্যান করেন, কারণ আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল মানুষ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রলয়ের সময়, সমস্ত বেদ আপনিই রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মায়ের বাক্যে প্রসন্ন হয়ে, মাতৃবৎসল ভগবান কপিল গম্ভীরতাপূর্বক উত্তর দিয়েছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে মাতঃ! আমি আপনাকে আত্ম-উপলব্ধির যে পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি তা অত্যন্ত সহজ। আপনি অনায়াসে তা অনুষ্ঠান করতে পারবেন এবং তা অনুশীলন করার ফলে, আপনি আপনার বর্তমান শরীরেই, অতি শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে পারবেন। হে মাতঃ! যাঁরা প্রকৃতই অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা আপনাকে প্রদত্ত আমার এই উপদেশ অনুসরণ করেন। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখতে পারেন যে, আত্ম-উপলব্ধির এই পন্থা আপনি যদি সম্যকভাবে অনুসরণ করেন, তা হলে আপনি নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, আমাকে প্রাপ্ত হবেন। মাতঃ! যারা এই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা কখনই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব তাঁর প্রিয় মাতাকে উপদেশ দিয়ে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। দেবহূতিও তাঁর পুত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, সেই আশ্রমে ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে শুরু করলেন। তিনি কর্দম মুনির গৃহে সমাধি-যোগ অভ্যাস করেছিলেন এবং সেই গৃহটি ফুলের দ্বারা এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল যে, সেইটিকে সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুট বলে মনে করা হত। তিনি দিনে তিনবার স্নান করতেন এবং তার ফলে তাঁর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম জটাযুক্ত এবং পিঙ্গল বর্ণ হয়েছিল। তাঁর কঠোর তপস্যার ফলে, তাঁর দেহ ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁর বসন জীর্ণ হয়েছিল। প্রজাপতি কর্দমের ঘর এবং গৃহস্থালি তাঁর তপস্যা এবং যোগের বলে এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, যাঁরা অন্তরীক্ষে বিমানে বিচরণ করেন, তাঁরাও তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতেন। এখানে কর্দম মুনির গৃহের ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গৃহের শয্যা ছিল দুগ্ধ-ফেননিভ, আসনসমূহ হস্তীদন্ত-নির্মিত এবং সেইগুলি সোনার জরিযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং পালঙ্কগুলি ছিল সোনার তৈরি এবং বালিশগুলি অত্যন্ত কোমল ছিল। সেই গৃহের স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত দেওয়ালগুলি মহা মূল্যবান মণিরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেখানে আলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই গৃহ সেই সমস্ত মণির কিরণে আলোকিত ছিল। সেই গৃহের রমণীরা সকলেই সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। সেই গৃহের অঙ্গন সুন্দর বাগানের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যেখানে অত্যন্ত মধুর সৌরভযুক্ত ফুল ছিল এবং অনেক বৃক্ষ ছিল, যেগুলিতে তাজা ফল উৎপন্ন হত এবং সেইগুলি উচ্চ এবং সুন্দর ছিল। সেই বাগানের আকর্ষণ ছিল বৃক্ষের উপর কূজনরত পক্ষীকুল এবং গুঞ্জনরত মধুকর। তারা সেই পরিবেশকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল। দেবহূতি যখন সেই মনোরম উদ্যানের পদ্মপূর্ণ সরোবরে স্নান করবার জন্য প্রবেশ করতেন, তখন স্বর্গের দেবতাদের অনুচর গন্ধর্বেরা কর্দম মুনির গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা গান করতেন। তাঁর মহান পতি কর্দম তাঁকে সর্বদা সব রকম সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। যদিও তাঁর স্থিতি সর্বতোভাবে অতুলনীয় ছিল, তবুও

স্বর্গললনাদেরও বাঞ্ছিত তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, সাধ্বী দেবহূতি তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদ-জনিত বিরহে কাতর হয়ে, সেই সমস্ত সুখ ত্যাগ করেছিলেন। দেবহূতির পতি ইতিমধ্যেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন এবং তার পর তাঁর একমাত্র পুত্র কপিলদেব গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও তিনি জীবন এবং মৃত্যুর সমস্ত তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং যদিও তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত ছিল, তবুও তাঁর পুত্রের বিরহে তিনি বৎসহারা গাভীর মতো কাতর হয়েছিলেন।"

"হে বিদুর, এইভাবে সর্বদা তাঁর পুত্র পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেবের ধ্যান করে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত তাঁর গৃহের প্রতি তিনি অনাসক্ত হয়েছিলেন। তার পর, তাঁর পুত্র প্রসন্ন বদন ভগবান কপিলদেবের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত গভীর আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, দেবহূতি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিযুক্ত হয়ে তা করেছিলেন। যেহেতু তাঁর বৈরাগ্য প্রবল ছিল, তাই তিনি তাঁর দেহের প্রয়োজনের জন্য ঠিক যতটুকুই আবশ্যক, ততটুকুই কেবল গ্রহণ করেছিলেন। পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি জ্ঞানে স্থিত হয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন এবং জড়া প্রকৃতির প্রভাবজাত সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হয়েছিল। তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানে মগ্ন হয়েছিল এবং তিনি আপনা থেকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্ম-উপলব্ধ আত্মারূপে তিনি জড়-জাগতিক জীবনের ধারণা-প্রসূত সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত ভৌতিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয়েছিল এবং তিনি চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিত্য সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, তিনি তাঁর জড় দেহের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন মানুষ জেগে ওঠার পর, তার স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের কথা ভুলে যায়। তাঁর পতি কর্দম সৃষ্ট দেবাঙ্গনারা তাঁর দেহের পালন-পোষণ করায় এবং তাঁর কোন রকম মানসিক উৎকণ্ঠা না থাকায়, তাঁর দেহ কৃশ হয়নি। তাঁকে তখন ঠিক ধূমাচ্ছন্ন বহ্নির মতো প্রতীত হয়েছিল। যেহেতু তিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই কখন যে তাঁর চুল আলুলায়িত হয়েছিল এবং কখন যে তাঁর বসন অবিন্যস্ত হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনাই ছিল না।"

"হে বিদুর! কপিলদেব কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসরণ করে দেবহূতি অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাত্মারূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে প্রিয় বিদুর! যেই স্থানে দেবহূতি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই স্থানটিকে পবিত্রতম বলে মনে করা হয়। তা তিন লোকে সিদ্ধপদ নামে বিখ্যাত। প্রিয় বিদুর! তাঁর দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি দ্রবীভূত হয়ে, তা এখন একটি নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে, যা সমস্ত নদীর মধ্যে পুণ্যতমা। সেই নদীতে যিনি স্নান করেন, তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং তাই যাঁরা সিদ্ধি লাভের অভিলাষী, তাঁরা তাতে অবগাহন করেন।"

"হে বিদুর! ভগবান মহর্ষি কপিল তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাঁর পিতার আশ্রম ত্যাগ করে উত্তর-পূর্বদিকে গমন করেছিলেন। তিনি যখন উত্তর-পূর্বদিকে গমন করছিলেন, তখন চারণ, গন্ধর্ব, মুনি, অপ্সরা আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন এবং বসবাসের স্থান প্রদান করেছিলেন। ত্রিলোকের বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য কপিল মুনি এখনও সেখানে সমাধিস্থ রয়েছেন এবং সমস্ত সাংখ্যাচার্যরা তাঁর পূজা করেন। হে পুত্র! তুমি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, তাই আমি উত্তর দিয়েছি। হে নিষ্পাপ! কপিলদেব এবং তাঁর মাতার বৃত্তান্ত এবং তাঁদের কার্যকলাপ সমস্ত আলোচনার মধ্যে পরম পবিত্র। কপিলদেব এবং তাঁর মাতার আচরণের বর্ণনা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি গরুড়-ধ্বজ পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে যান এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।"

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

চতুর্থ স্কন্ধ

(ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ)

মনুকন্যাদের বংশাবলী

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি। আকূতির দুজন ভাই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু এই শর্তে তাঁকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর থেকে যে পুত্রের জন্ম হবে, তাকে মনুর কাছে তাঁর পুত্ররূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর পত্নী শতরূপা এই শর্তটিকে অনুমোদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন রুচি প্রজাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী আকূতির গর্ভে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেছিলেন। আকূতির দুটি সন্তানের মধ্যে, পুত্রসন্তানটি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং তাঁর নাম ছিল যজ্ঞ, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর আর একটি নাম। আর কন্যাসন্তানটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার। স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক যজ্ঞ নামক অপূর্ব সুন্দর বালকটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর জামাতা রুচি তাঁর কন্যা দক্ষিণাকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। যজ্ঞের ঈশ্বর ভগবান পরবর্তী কালে দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পতিরূপে লাভ করার কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, বারটি পুত্র লাভ করেছিলেন। যজ্ঞ এবং দক্ষিণার বারটি পুত্রের নাম ছিল—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বহ্ন, সুদেব এবং রোচন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পুত্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, যাঁদের যৌথভাবে তুষিত বলা হয়। মরীচি সপ্তর্ষিদের প্রধান হয়েছিলেন এবং যজ্ঞ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।"

"হে বৎস! স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবহূতিকে কর্দম মুনির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সেই কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি এবং আপনিও তা প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণ করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র এবং প্রজাপতিদের অন্যতম দক্ষের হস্তে দান করেছিলেন। দক্ষের বংশধরেরা ত্রিলোক জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। আমি আপনাকে কর্দম মুনির নয়টি কন্যার বিষয়ে পূর্বেই বলেছি, যাঁদের নয়জন ব্রহ্মর্ষিকে দান করা হয়েছিল। এখন আমি সেই নয়জন কন্যার বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। দয়া করে আপনি তা আমার কাছে শ্রবণ করুন। কর্দম মুনির কন্যা কলা, মরীচির সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, তিনি কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। হে বিদুর! কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুই সন্তানের মধ্যে পূর্ণিমার বিরজ, বিশ্বগ এবং দেবকুল্যা নামক তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দেবকুল্যা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জল, যা পরবর্তী কালে স্বর্গলোকে গঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছিল। অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন অতি প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যথা—সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাসা, যাঁরা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অংশাবতার। সোম ব্রহ্মার, দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর এবং দুর্বাসা শিবের অংশাবতার ছিলেন।"

তা শোনার পর, বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে গুরুদেব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা, তাঁরা অত্রি মুনির পত্নীর সন্তান কিভাবে হয়েছিলেন?"

মৈত্রেয় বললেন—"অত্রি মুনি যখন অনসূয়াকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তখন অত্রি মুনি তাঁর পত্নী সহ কঠোর তপস্যা করার জন্য ঋক্ষ নামক পর্বতের উপত্যকায় গিয়েছিলেন। সেই পর্বতের উপত্যকায় নির্বিন্ধ্যা নামক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীর তটে অশোক, পলাশ আদি পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত ছিল এবং সেখানে ঝরনার জল সর্বদা মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। পতি এবং পত্নী সেই অতি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সেই মহর্ষি সেখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে একাগ্র করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর সমস্ত আসক্তি সংযত করে, এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে, কেবল বায়ু আহার করে এক শত বছর তপস্যা করেছিলেন। তিনি কামনা করেছিলেন—আমি যাঁর শরণ গ্রহণ করেছি, সেই জগদীশ্বর কৃপাপূর্বক আমাকে ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র প্রদান করুন। অত্রি মুনি যখন এইভাবে কঠোর তপস্যায় যুক্ত ছিলেন, তখন প্রাণায়ামের প্রভাবে তাঁর মস্তক থেকে এক প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হয়েছিল এবং ত্রিভুবনের তিনজন মুখ্য দেবতা সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন। সেই সময়ে, অপ্সরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি স্বর্গবাসীগণ সহ তিন দেবতা অত্রি মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। তপস্যার প্রভাবে বিখ্যাত সেই মহর্ষির আশ্রমে তাঁরা এইভাবে প্রবেশ করেছিলেন। ঋষি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই তিনজন দেবতাদের একত্রে তাঁর কাছে আসতে দেখে, তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক পায়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন। তার পর তিনি সেই তিনজন দেবতাদের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের বাহন—বৃষ, হংস ও গরুড়ে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ডমরু, কুশ ঘাস ও চক্র ছিল। মুনি ভূমিতে পতিত হয়ে, তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সেই তিনজন দেবতাকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে অত্রি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং তাই তিনি সেই সময় তাঁর নেত্র নিমীলিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর হৃদয় পূর্বেই সেই দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই তিনি কোনক্রমে সচেতন হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতাদের বন্দনা করতে লাগলেন।"

মহর্ষি অত্রি বললেন—"হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, আপনারা প্রকৃতির তিন গুণ স্বীকার করে তিন ভাগে আপনাদেরকে বিভক্ত করেছেন, যেভাবে আপনারা প্রতি কল্পে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য করে থাকেন। আমি আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমার প্রার্থনার দ্বারা আপনাদের তিনজনের মধ্যে কাকে আমি আহ্বান করেছি। আমি পরমেশ্বর ভগবানের মতো পুত্র লাভের বাসনা করে তাঁকে আহ্বান করেছি এবং আমি কেবল তাঁরই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু যদিও তিনি মানুষের মনের কল্পনার অতীত, তবুও আপনারা তিনজন এখানে এসেছেন। দয়া করে আমাকে বলুন কিভাবে আপনারা এসেছেন, কারণ সেই বিষয়ে আমি অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"অত্রি মুনির সেই কথা শুনে, তিনজন মহান দেবতা মৃদু হেসেছিলেন এবং তাঁরা মধুর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন।"

তিনজন দেবতা অত্রি মুনিকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্যসঙ্কল্প এবং তাই তুমি যা চেয়েছ, তা হবে, তার কোন অন্যথা হবে না। আমরা সকলেই সেই পুরুষ যাঁর ধ্যান তুমি করেছ এবং তাই আমরা সকলে তোমার কাছে এসেছি। আমাদের শক্তির অংশ-স্বরূপ পুত্র তুমি লাভ করবে এবং যেহেতু আমরা তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি, তাই তোমার সেই পুত্রেরা সমগ্র জগৎ জুড়ে তোমার যশ বিস্তার করবে। এইভাবে, অত্রি মুনিকে তাঁর অভিলষিত বর প্রদান করে, সেই তিনজন সুরেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই দম্পতির দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তার পর ব্রহ্মার অংশ থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল; বিষ্ণুর অংশ থেকে মহাযোগী দত্তাত্রেয়র জন্ম হয়েছিল এবং শঙ্করের অংশ থেকে দুর্বাসার জন্ম হয়েছিল। এখন আপনি আমার কাছ থেকে অঙ্গিরার অনেক পুত্র সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।"

"অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি। এই চারটি কন্যা ব্যতীত তাঁর আরও দুটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম উতথ্য এবং অন্যজন হচ্ছেন পরম বিদ্বান বৃহস্পতি। পুলস্ত্য তাঁর পত্নী হবির্ভূর মাধ্যমে অগস্ত্য নামক এক পুত্র লাভ করেছিলেন, যিনি পরবর্তী জন্মে দস্যুগ্নি হয়েছিলেন। তা ছাড়া পুলস্ত্যের আর একটি মহান সাধু প্রকৃতির পুত্র হয়েছিল, যার নাম ছিল বিশ্রবা। বিশ্রবার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নী ইড়বিড়া থেকে যক্ষপতি কুবেরের জন্ম হয়েছিল আর অন্য পত্নী কেশিনী থেকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল। পুলহ ঋষির পত্নী গতি তিনটি পুত্রের জন্ম

দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান ও সহিষ্ণু এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ঋষি। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া বালখিল্য নামক ষাট হাজার মহর্ষির জন্ম দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময় ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পত্নী ঊর্জা, যাঁর আর এক নাম অরুন্ধতী, তাঁর থেকে চিত্রকেতু আদি সাতটি নির্মল মহর্ষির জন্ম দান করেছিলেন। সেই সাতজন মহর্ষির নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান। বশিষ্ঠের অন্য পত্নী থেকে আরও কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য পুত্র হয়েছিল। অথর্বার পত্নী চিত্তি দধ্যঞ্চ নামক ব্রত ধারণ করে অশ্বশিরা নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমার কাছে মহর্ষি ভৃগুর বংশধরদের সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ভৃগু মুনি ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে ধাতা এবং বিধাতা নামক দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কন্যাটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। মহর্ষি মেরু তাঁর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে ধাতা এবং বিধাতার হস্তে সম্প্রদান করেন। আয়তি এবং নিয়তি থেকে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়। মৃকণ্ড থেকে মার্কণ্ডেয় ঋষির জন্ম হয় এবং প্রাণ থেকে বেদশিরা ঋষির জন্ম হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন উশনা (শুক্রাচার্য), যিনি কবি নামেও পরিচিত। এইভাবে কবিও ভৃগু-বংশীয়।"

"হে বিদুর! এইভাবে মহান ঋষিদের এবং কর্দম মুনির কন্যাদের সন্তানদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধি হয়েছিল। যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই বংশের আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি নামক মনুর অপর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে। তাঁর পত্নী প্রসূতি থেকে দক্ষের অত্যন্ত সুন্দরী কমল-নয়না ষোলটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। ষোলটি কন্যার মধ্যে তেরটিকে তিনি ধর্মকে এবং একটি কন্যা অগ্নিকে সম্প্রদান করেন। অবশিষ্ট দুই কন্যার একটিকে তিনি পিতৃলোককে দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বাস করছেন এবং অপর কন্যাটিকে তিনি শিবের হস্তে সম্প্রদান করেন, যিনি পাপী ব্যক্তিদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। দক্ষ যে তেরটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি। এই তেরটি কন্যা যে-সমস্ত সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রদ্ধা থেকে শুভ, মৈত্রী থেকে প্রসাদ, দয়া থেকে অভয়, শান্তি থেকে সুখ, তুষ্টি থেকে মুদ, পুষ্টি থেকে স্ময়, ক্রিয়া থেকে যোগ, উন্নতি থেকে দর্প, বুদ্ধি থেকে অর্থ, মেধা থেকে স্মৃতি, তিতিক্ষা থেকে ক্ষেম এবং হ্রী থেকে প্রশ্রয়। সমস্ত সদ্‌গুণের আধার মূর্তি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনর-নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন। নর-নারায়ণের আবির্ভাবের ফলে, সমগ্র জগৎ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের মন প্রশান্ত হয়েছিল এবং এইভাবে সর্বত্র বায়ু, নদীসমূহ, পর্বতসমূহ অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল। স্বর্গলোকে বাজনা বাজতে শুরু করেছিল এবং আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয়েছিল। ঋষিরা প্রসন্ন হয়ে বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন, গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং স্বর্গের অপ্সরারা নাচতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে নর-নারায়ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বায়ু এবং মেঘ যেমন অন্তরীক্ষে অবস্থিত, এই সৃষ্টিও তেমন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এখন তিনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে ধর্মের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র বেদের দ্বারা যাঁকে জানা যায় এবং যিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত লক্ষ্মীদেবীর আলয় নির্মল পদ্মের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।"

"হে বিদুর! নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে দেবতাদের বন্দনার দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। ভগবান তখন তাঁদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর গন্ধমাদন পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা

হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ, সম্প্রতি তাঁরা ভূভার হরণের জন্য যদু এবং কুরুবংশে কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অগ্নিদেব তাঁর পত্নী স্বাহাতে পাবক, পবমান এবং শুচি নামক তিনটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভোজন করেন। এই তিন পুত্র থেকে পঁয়তাল্লিশ বংশধরের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরাও হচ্ছেন অগ্নিদেব। পিতা এবং পিতামহ সহ অগ্নিদেবের সংখ্যা মোট ঊনপঞ্চাশ। নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নিতে অর্পিত আহুতির ভোক্তা এই ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সৌম্য এবং আজ্যপগণ হচ্ছেন পিতা। তাঁরা সাগ্নিক অথবা নিরগ্নিক। এই সমস্ত পিতৃদের পত্নী হচ্ছেন রাজা দক্ষের কন্যা স্বধা। স্বধা, যাঁকে পিতৃদের সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর বয়না এবং ধারিণী নামক দুটি কন্যা হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নির্বিশেষবাদী এবং দিব্য ও বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী। সতী নামক ষোড়শতম কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি যদিও সর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পতির সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর কোন পুত্র হয়নি। শিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সতীর পিতা দক্ষ তাঁর নিন্দা করতেন। তাই, প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই, সতী যোগ প্রভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—"দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন সতীকে অবহেলা করেছিলেন এবং সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন? সমগ্র জগতের গুরু শিব নির্বৈরী, শান্ত এবং আত্মারাম। তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষ কেন এই প্রকার একজন মঙ্গলময় ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিলেন? হে মৈত্রেয়! দেহত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি কি দয়া করে আমার কাছে বর্ণনা করবেন, কি কারণে শ্বশুর এবং জামাতা এমনই তিক্ত কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে মহাদেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"পুরাকালে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মহর্ষিগণ, মুনিগণ, দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীগণ সহ সমবেত হয়েছিলেন। প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ যখন সেই সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন সূর্যের মতো তাঁর উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রভায় সমগ্র সভা আলোকিত হয়েছিল এবং তাঁর সামনে সভায় সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়েছিল। ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত, সমস্ত অগ্নিদেবগণ এবং সেই মহাসভায় অন্যান্য সমবেত সদস্যগণ তাঁর শরীরের জ্যোতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মহান সভার সভাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দক্ষ তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আসন গ্রহণ করার পূর্বে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলেন। তখন দক্ষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। তিনি তখন অত্যন্ত কঠোরভাবে শিবের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন। উপস্থিত সমস্ত ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নিদেবগণ! দয়া করে মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞানতা

অথবা মাৎসর্যের ফলে তা বলছি না। লোকপালদের নাম এবং যশ শিব বিনষ্ট করেছে এবং সদাচারের পন্থা কলুষিত করেছে। যেহেতু সে নির্লজ্জ, তাই সে জানে না কিভাবে আচরণ করা উচিত। সে অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের সমক্ষে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করার ফলে, আমি তার গুরুজন। সে আমার গায়ত্রী-সদৃশ কন্যাকে বিবাহ করেছে এবং তখন সে ঠিক একজন সাধুর মতো ভান করেছিল। তার চোখ ঠিক বানরের মতো, তবুও সে আমার মৃগনয়না কন্যাকে বিবাহ করেছে। তা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করেনি এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমাকে স্বাগত জানানো উপযুক্ত বলেও মনে করেনি। শিষ্টাচারের সমস্ত নিয়ম-ভঙ্গকারী এই ব্যক্তিটিকে আমার কন্যাদান করার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। কারণ বাঞ্ছিত বিধি-নিষেধগুলি পালন না করার ফলে, সে অপবিত্র, কিন্তু শূদ্রকে বেদ পাঠ করানোর মতো আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি। সে শ্মশানের মতো অপবিত্র স্থানে বাস করে এবং ভূত-প্রেতেরা হচ্ছে তার সহচর। সারা শরীরে চিতাভস্ম মেখে, উন্মাদের মতো নগ্ন হয়ে, সে কখনও হাসে এবং কখনও কাঁদে। সে নিয়মিতভাবে স্নান করে না এবং তার অঙ্গের ভূষণ হচ্ছে মুণ্ডমালা এবং অস্থি। তাই সে কেবল নামেই শিব বা শুভ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে সব চাইতে উন্মত্ত এবং অশুভ। তাই সে তমোগুণাচ্ছন্ন উন্মাদ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাদের অধিপতি। ব্রহ্মার অনুরোধে আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি, যদিও সে সমস্ত প্রকার শৌচরহিত এবং তার হৃদয় জঘন্যতম নোংরায় পূর্ণ।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে শিবকে তাঁর শত্রু বলে মনে করে দক্ষ জল নিয়ে আচমন করে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য লাভের অধিকারি, কিন্তু সমস্ত দেবতার মধ্যে সব চাইতে অধম শিব যজ্ঞভাগ পাবে না। হে বিদুর। যজ্ঞসভার সদস্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও, দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার পর সেই সভা ত্যাগ করে তাঁর গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। শিবকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে, শিবের প্রধান পার্ষদদের অন্যতম নন্দীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধে তাঁর চক্ষু আরক্তিম হয়ে ওঠে এবং দক্ষ ও সেখানে উপস্থিত যে-সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষের কর্কশ বাক্যে শিবকে অভিশাপ দেওয়া সহ্য করেছিলেন, তিনি তাঁদের সকলকেই অভিশাপ দিতে মনস্থ করেন। যে ব্যক্তি দক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করে ঈর্ষাবশত শিবকে অবহেলা করেছে, সে মূর্খ, তার এই ভেদভাবের ফলে সে দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। কপট ধর্মপরায়ণ যে-গৃহস্থ-জীবনে মানুষ জড়-জাগতিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তার ফলে বেদের আপাত ব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাতেই তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং সে সকাম কর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। দক্ষ তার দেহকেই সর্বস্ব বলে মনে করেছে। তাই যেহেতু সে বিষ্ণুপাদ বা বিষ্ণুগতির কথা ভুলে গেছে এবং কেবল স্ত্রীসম্ভোগের প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাই অচিরেই সে একটি ছাগলের মুখ প্রাপ্ত হবে। যারা জড় বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলনের ফলে জড়ের মতো নির্বোধ হয়ে গেছে, তারা অজ্ঞানতাবশত সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। তারা জেনেশুনে শিবের নিন্দা করেছে, তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার আবর্তিত হতে থাকুক। যারা বেদের মোহময়ী প্রতিজ্ঞার পুষ্পময়ী ভাষায় আকৃষ্ট এবং তার ফলে জড়তে পরিণত হয়ে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েছে, তারা সর্বদা সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত থাকুক। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের দেহ ধারণের জন্য শিক্ষকতা, তপশ্চর্যা এবং ব্রত গ্রহণ করে। তাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার থাকবে না। তারা কেবল দেহসুখের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে ধন সংগ্রহ করবে। নন্দীশ্বর জাতি-ব্রাহ্মণদের এইভাবে অভিশাপ প্রদান করলে, ভৃগু মুনি তখন শিবের অনুগামীদের ভর্ৎসনা করে প্রচণ্ড ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন। যারা শিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রত গ্রহণ করেছে অথবা যারা এই নিয়ম পালন করে, তারা নিশ্চিতভাবে নাস্তিক হবে এবং দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের বিরুদ্ধ আচরণ করবে। যারা শিব-পূজার ব্রত গ্রহণ করে, তারা এতই মূর্খ যে, তারা জটা, ভস্ম এবং অস্থি ধারণ করে তাঁর অনুকরণ করে। তারা যখন শিবের উপাসনায় দীক্ষিত হয়, তখন তারা মদ, মাংস, এই প্রকার বস্তু গ্রহণ করে।"

ভৃগু মুনি বললেন—"যেহেতু তুমি বেদ এবং বৈদিক

নির্দেশের অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের নিন্দা করেছ, তাই বুঝতে হবে যে, তুমি নাস্তিক মতবাদ অবলম্বন করেছ। মানব-সভ্যতার কল্যাণের জন্য বেদ শাশ্বত বিধান প্রদান করে, যা পূর্বকাল থেকে নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। তার সুদৃঢ় প্রমাণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে যাঁকে জনার্দন বলা হয়। সাধু ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ এবং পরম পবিত্র বৈদিক নিয়মের নিন্দা করে, ভূত-পতি শিবের অনুগামী তোমরা সকলে নিঃসন্দেহে অধঃপতিত হয়ে পাষণ্ডীতে পরিণত হবে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"যখন শিবের অনুচর এবং দক্ষ ও ভৃগুর পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে শাপ-শাপান্ত হচ্ছিল, তখন ভগবান শিব অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু না বলে, তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সেই যজ্ঞস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন।' হে বিদুর! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রজাপতিরা এইভাবে সহস্র বৎসর ধরে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান ঈশ্বরের পূজা করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে যজ্ঞ। হে ধনুর্বাণধারী বিদুর! যজ্ঞকর্তা সমস্ত দেবতারা যজ্ঞ সমাপ্তির পর, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমে স্নান করেছিলেন। এই স্নানকে বলা হয় অবভৃথ-স্নান। এইভাবে অন্তরে পবিত্র হয়ে, তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

শিব এবং সতীর বার্তালাপ

মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শ্বশুর এবং জামাতা, অর্থাৎ দক্ষ এবং শিবের বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল। ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করেন, তখন দক্ষ অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন। দক্ষ বাজপেয় নামক এক যজ্ঞ শুরু করেছিলেন এবং ব্রহ্মার সমর্থন সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। তার পর তিনি বৃহস্পতিসব নামক আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তখন বহু ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ এবং দেবতাগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত তাঁদের পত্নীগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। পরম সাধ্বী দক্ষকন্যা সতী গগন-মার্গে বিচরণকারী স্বর্গলোকবাসীদের পরস্পর আলোচনায় শুনতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এক মহান যজ্ঞ করছেন। যখন তিনি দেখলেন যে, সমস্ত দিক থেকে স্বর্গবাসীদের উজ্জ্বল মৃগনয়না পত্নীগণ অতি সুন্দর বসনে এবং কণ্ঠহার ও কর্ণকুণ্ডলে বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতিদের সঙ্গে সেই যজ্ঞে যোগদান করার জন্য চলেছেন, তখন তিনি তাঁর পতি ভূতনাথের কাছে গিয়ে পরম ঔৎসুক্য সহকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন, হে প্রিয় পতি শিব! আপনার শ্বশুর এখন এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছেন এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে সমস্ত দেবতারা সেখানে যাচ্ছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরাও সেখানে যাই। মনে হয় আমার ভগিনীরাও তাঁদের পতিদের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায় সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। আমার পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, আমিও সেই সভায় যোগদান করার জন্য যেতে চাই। আমার ভগিনীগণ, মাতৃস্বসাগণ, তাঁদের পতিগণ এবং অন্যান্য স্নেহপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনগণ সেখানে নিশ্চয়ই সমবেত হয়েছেন, তাই আমি যদি সেখানে যাই, তা হলে আমি তাঁদের দেখতে পাব। সেখানে আমি উচ্চীয়মান যজ্ঞধ্বজা এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞও দর্শন করতে পারব। হে প্রিয় পতি, সেই সমস্ত কারণে আমি সেখানে যেতে

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। এই দৃশ্য জগৎ ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। সেই তত্ত্ব আপনি সম্পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমি একজন তত্ত্বজ্ঞানহীনা অবলা স্ত্রী। তাই আমি আর একবার আমার জন্মভূমি দর্শন করতে চাই। হে অভব, হে নীলকণ্ঠ! কেবল আমার আত্মীয়-স্বজনেরাই নয়, অন্য রমণীরাও সুন্দর অলঙ্কার এবং বেশভূষায় বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতি এবং বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে যাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের শ্বেত বিমানসমূহ কিভাবে সমস্ত আকাশকে সুশোভিত করেছে। হে দেবশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনে কন্যার দেহ কিভাবে অবিচলিত থাকতে পারে? আপনি যদি মনে করেন যে, আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, কিন্তু বন্ধু, স্বামী, গুরু অথবা পিতার গৃহে তো বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। হে অমর শিব! কৃপাপূর্বক আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনি আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছেন; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক আপনি আমার অনুরোধ স্বীকার করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"কৈলাস পর্বতের ত্রাণকারী শিবের যদিও তখন বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তাঁর প্রতি দক্ষের মর্মভেদী কটূক্তির কথা স্মরণ হয়েছিল, তবু তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করে, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন। হে সুন্দরী! তুমি বলেছ যে, অনাহূত হয়েও বন্ধুর গৃহে যাওয়া যায়। সেই কথা সত্যি, যদি সেই বন্ধু দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত অহঙ্কারের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে দোষ দর্শন না করে। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সৌন্দর্য, যৌবন এবং আভিজাত্য—এই ছয়টি মহাত্মাদের গুণ, কিন্তু যারা সেইগুলি লাভ করার ফলে গর্বান্ধ হয় এবং তার ফলে তাদের সদ্‌বুদ্ধি বা বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখন তারা মহৎ ব্যক্তিদের মহিমা দর্শন করতে পারে না। যারা অসংযত-চিত্ত হওয়ার ফলে, অতিথিদের ভ্রূকুটি-করাল ক্রোধনেত্রে দর্শন করে, তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বলে মনে করেও, তাদের গৃহে যাওয়া উচিত নয়।"

শিব বললেন—"আত্মীয়দের কটূক্তি দ্বারা মর্মাহত হলে যে রকম ব্যথা অনুভূত হয়, শত্রুর বাণের দ্বারা আহত হলেও সেই প্রকার ব্যথা হয় না, কেননা সেই ব্যথা দিনরাত হৃদয়কে বিদীর্ণ করে। হে সুন্দরী! আমি জানি যে, দক্ষের সমস্ত কন্যাদের মধ্যে তুমি হচ্ছ সব চাইতে আদরের কন্যা, কিন্তু আমার পত্নী বলে তুমি তাঁর গৃহে সম্মান লাভ করবে না। পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে তুমি দুঃখিত বোধ করবে। যারা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সর্বদা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্তপ্ত হয়, তারা কখনও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে তারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, ঠিক যেমন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে ঈর্ষা করে। হে সুন্দরী! আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি প্রত্যুত্থান, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে, সেই সম্মান দেহাভিমানী ব্যক্তিদের না করে, দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে করে থাকেন। আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন। তোমার পিতা যদিও তোমার দেহের জন্মদাতা, তবুও যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাই তাঁকে দর্শন করা তোমার উচিত নয়। হে বরাঙ্গনে! মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আমার কোন অপরাধ না থাকলেও, নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। আমার এই উপদেশ সত্ত্বেও যদি তুমি আমার বাণী উপেক্ষা করে সেখানে যাও, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে না। তুমি অত্যন্ত সম্মানীয়া এবং তুমি যদি তোমার স্বজনের দ্বারা অপমানিত হও, তা হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুতুল্য হবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"দ্বিধাগ্রস্ত সতীকে এইভাবে উপদেশ দিয়ে শিব নীরব হলেন। সতী তাঁর পিতৃগৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিবের সাবধান বাণীতেও ভয়ভীতা হয়েছিলেন। দোদুল্যমান চিত্তে তিনি একবার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পর মুহূর্তে আবার গৃহে প্রবেশ করছিলেন। এইভাবে তাঁর পিতার গৃহে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনের বাসনায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে, সতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রতি প্রেমাতিশয্যবশত তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর অসমোর্ধ্ব পতি শিবের প্রতি এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সেই ক্রোধাগ্নির দ্বারা তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। তার পর সতী তাঁর পতি, যিনি প্রেমের বশে তাঁকে তাঁর অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন, সেই শিবকে পরিত্যাগ করে, ক্রোধ এবং শোকের ফলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে তাঁর পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। দুর্বল স্ত্রীস্বভাববশত তিনি এই প্রকার নির্বোধের মতো আচরণ করেছিলেন। মণিমান, মদ আদি শিবের হাজার হাজার অনুচরেরা এবং যক্ষ পার্ষদেরা যখন দেখলেন যে, সতী একাকিনী দ্রুত গতিতে প্রস্থান করছেন, তখন তাঁরা বৃষেন্দ্র নন্দীকে অগ্রে করে সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। শিবের অনুচররা সতীকে বৃষের উপর বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পোষা পাখিটি দিয়েছিলেন। তাঁরা কমল, দর্পণ ইত্যাদি তাঁর উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি নিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথার উপর একটি বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙিয়েছিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু ইত্যাদি সহকারে তাঁরা তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন এবং তাঁদের সেই যাত্রাকে এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছিল। সতী যখন তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সেই যজ্ঞস্থলে তখন সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতাগণ সমবেত হয়েছিলেন এবং যজ্ঞের জন্য সেখানে বহু পশু রাখা হয়েছিল এবং মৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণ, কাষ্ঠ, কুশ ও চর্মনির্মিত ভাণ্ডসমূহ সাজানো হয়েছিল। সতী যখন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন দক্ষের ভয়ে কেউই তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন না। কিন্তু তাঁর মাতা এবং ভগ্নীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর বচনে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। যদিও তাঁর ভগ্নী এবং মাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সতী তাঁদের স্বাগত বচনের কোন উত্তর দেননি এবং যদিও তাঁকে আসন ও উপহার প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেগুলির কোনটিই গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেননি এবং কুশল প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানাননি।"

"যজ্ঞস্থলে গিয়ে সতী দেখলেন যে, তাঁর পতি শিবকে কোন যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিবকে তাঁর পিতা যজ্ঞে আমন্ত্রণ না করে কেবল অবজ্ঞাই করেননি, অধিকন্তু তাঁর মহীয়সী পত্নীকেও অনাদর করেছেন। তার ফলে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। শিবের অনুচর ভূতেরা দক্ষকে আঘাত করতে অথবা হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সতী তাদের নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তখন তিনি কর্ম-মার্গে যজ্ঞ-পন্থার নিন্দা এবং যাঁরা সেই অর্থহীন ও কষ্টকর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়, তাঁদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সকলের সমক্ষে তাঁর পিতার নিন্দা করেছিলেন।"

দেবী বললেন—"শিব সমস্ত জীবের প্রিয়তম। তাঁর

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কেউ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় নয়, আবার কেউ তাঁর শত্রুও নয়। আপনি ছাড়া আর কেউই সেই সর্ব প্রকার শত্রুতা থেকে মুক্ত এই প্রকার বিশ্বাত্মার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে না। হে দ্বিজ (দক্ষ)! আপনার মতো ব্যক্তিরাই অন্যের গুণের মধ্যে দোষ দর্শন করেন। কিন্তু শিব কেবল অদোষদর্শীই নন, যদি কারও মধ্যে একটুও গুণ থাকে, তা হলে তিনি তা মহৎ বলে প্রশংসা করেন। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি সেই প্রকার একজন মহাত্মার দোষ দর্শন করেছেন। যারা নশ্বর জড় দেহটিকে আত্মা বলে মনে করে, তারা যে সর্বদা মহাত্মাদের নিন্দা করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জড় বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের এই প্রকার ঈর্ষা অতি উত্তম, কারণ তার ফলে তারা অধঃপতিত হয়। মহাপুরুষদের পদরেণুসমূহ তাদের তেজ নাশ করে।"

"হে পিতা! দুই অক্ষর-সমন্বিত যাঁর নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মানুষ পবিত্র হয়, যাঁর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা যায় না, সেই শিবের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে, আপনি ঘোরতম অপরাধ করছেন। শিব সর্বদাই পবিত্র এবং মঙ্গল-স্বরূপ এবং আপনি ছাড়া আর কেউই তাঁর প্রতি দ্বেষ করেন না। আপনি সেই শিবের প্রতি হিংসা করছেন, যিনি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীদের বন্ধু। তিনি সাধারণ মানুষদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন এবং যাঁরা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতের অন্বেষণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদেরও তিনি কৃপা করেন। আপনি কি মনে করেন, যিনি শ্মশানে পিশাচদের সঙ্গে থাকেন, যাঁর জটাজুট তাঁর সারা শরীরে বিক্ষিপ্ত, যাঁর গলায় মুণ্ডমালা এবং শ্মশানের ভস্ম যাঁর সর্বাঙ্গে লিপ্ত, শিব নামক সেই অশিব (অমঙ্গলজনক) ব্যক্তিটিকে আপনার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ জানেন না? তাঁর এই সমস্ত অশুভ গুণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ করেন।"

"যদি কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, তা হলে ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তাকে দণ্ডদান করতে সমর্থ না হলে, তাঁর কান আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি যদি মারতে সক্ষম হন, তা হলে বলপূর্বক সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা উচিত অথবা তাকে বধ করা উচিত। তার পর নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিত। তাই আমি আর এই অযোগ্য শরীর ধারণ করব না, যা আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, কারণ আপনি শিবের নিন্দা করেছেন। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত কোন বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করে ফেলে, তা হলে তা বমন করাই তার নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্যের সমালোচনা না করে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই শ্রেয়। অতি উচ্চ স্তরের পরমার্থবাদীরা কখনও কখনও বেদের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করেন, কারণ তাঁদের সেইগুলি অনুসরণ করার আবশ্যকতা হয় না, ঠিক যেমন দেবতারা অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে। বেদে দুই প্রকার কর্মের নির্দেশ রয়েছে—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রবৃত্তি মার্গ এবং বিষয় বিরক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিবৃত্তি মার্গ। এই দুই প্রকার কর্ম অনুসারে, ভিন্ন লক্ষণ-সমন্বিত দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। যদি কেউ একই ব্যক্তিতে দুই প্রকার কর্ম দেখতে চান, তা হলে পরস্পর-বিরোধী হবে। কিন্তু যিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি এই দুই প্রকার কার্যকলাপই উপেক্ষা করেন।"

"হে পিতা! আমাদের কাছে যে ঐশ্বর্য রয়েছে, তা আপনার এবং আপনার তোষামোদকারীদের কল্পনারও অতীত। যারা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তারা কেবল যজ্ঞান্ন ভোজন করে তাদের দেহের আবশ্যকতাগুলিই চরিতার্থ করার ব্যাপারে মগ্ন থাকে, কিন্তু আমরা কেবল ইচ্ছার দ্বারা আমাদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারি। বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত আত্মতত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরাই কেবল সেই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন। আপনি শিবের চরণ-কমলে অপরাধ করেছেন এবং দুর্ভাগ্যবশত আমার এই শরীর আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার এই দৈহিক সম্পর্কের ফলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। মহাপুরুষের চরণ-কমলের প্রতি অপরাধী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে, আমার এই দেহ দূষিত হয়েছে বলে আমি নিজেকে ধিক্কার দিই। শিব যখন আমাকে দাক্ষায়ণী বলে সম্বোধন করেন, তখন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা মনে হলে, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ

হই এবং আমার আনন্দ ও হাসি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি থলির মতো আমার এই দেহটি যে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। তাই আমি এই শরীর ত্যাগ করব।"

মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বললেন—"হে শত্রুসংহারক! যজ্ঞস্থলে তাঁর পিতাকে এইভাবে বলে, সতী উত্তরমুখী হয়ে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। গৈরিক বসন পরিহিতা সতী তার পর জল স্পর্শ দ্বারা নিজে পবিত্র হয়ে, চক্ষু নিমীলিত করে যৌগিক পন্থায় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে আসনে উপবেশন করেছিলেন এবং তার পর তিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করে নাভিচক্রে সাম্যাবস্থায় স্থাপন করেছিলেন। তার পর তিনি বুদ্ধি সহ প্রাণ বায়ুকে হৃদয়ে এবং তার পর ধীরে ধীরে ফুসফুস মার্গ থেকে ভ্রূযুগলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহর্ষি এবং মহাত্মাদের পূজ্যতম শিব যে দেহ অত্যন্ত আদর এবং প্রীতি সহকারে তাঁর কোলে স্থাপন করতেন, তাঁর পিতা দক্ষের প্রতি ক্রোধবশত সেই দেহ ত্যাগ করার জন্য সতী তাঁর দেহের ভিতর অগ্নিময় বায়ুর ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। সতী তাঁর চেতনাকে একাগ্রীভূত করে তাঁর পতি জগদগুরু শিবের পবিত্র চরণকমলের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং অগ্নিময় তত্ত্বের ধ্যান করে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

"সতী যখন ক্রোধবশে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক সুমহান হা হা রব সমুত্থিত হয়েছিল। সকলেই বলতে লাগলেন—হায়! পূজ্যতম দেবতা শিবের পত্নী সতী কেন এইভাবে দেহত্যাগ করলেন? এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রজাপতি দক্ষ, যিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা, তিনি তাঁর অতি সাধ্বী এবং মনস্বিনী কন্যা সতীর প্রতি এত অনাদর করেছিলেন যে, তাঁর সেই অবজ্ঞার ফলে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। দক্ষ এতই কঠোর হৃদয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য। তাঁর কন্যাকে দেহত্যাগ থেকে নিবারণ না করার ফলে কন্যার প্রতি অপরাধের জন্য এবং ভগবান শিবের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করার ফলে, তাঁর অশেষ অপযশ লাভ হবে। সতীর এই আশ্চর্যজনক স্বেচ্ছা মৃত্যুতে যখন সকলে এইভাবে কথা বলছিলেন, তখন সতীর সঙ্গে শিবের যে-সমস্ত অনুচরেরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাদের প্রবল বেগে আসতে দেখে, ভৃগু মুনি বিপদ আশঙ্কা করে, যজ্ঞবিনাশকারীদের অচিরে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন। ভৃগু মুনি যখন যজ্ঞে আহুতি দিলেন, তৎক্ষণাৎ ঋভু নামক হাজার হাজার দেবতা প্রকট হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁরা সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেব থেকে তাঁদের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঋভু দেবতারা যখন যজ্ঞাগ্নি থেকে জ্বলন্ত সমিধ নিয়ে ভৃগু এবং গুহ্যকদের আক্রমণ করেছিলেন, তখন সতীর সেই সমস্ত অনুচরেরা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলেন। তা সম্ভব হয়েছিল কেবল ব্রহ্মতেজের জন্য।"

* * *

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষযজ্ঞ নাশ

মৈত্রেয় বললেন—"শিব যখন নারদের কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর পত্নী সতী প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা অপমানিতা হওয়ার ফলে দেহত্যাগ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যরা ঋভু দেবতাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শিব তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অধর দংশন করেছিলেন এবং তড়িৎ ও বহ্নিশিখার

মতো দীপ্তিশালী এক গুচ্ছ চুল তাঁর মস্তক থেকে উৎপাটন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গম্ভীর শব্দে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। তখন আকাশের মতো উঁচু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক ভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মাথার কেশরাশি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র বাহু-সমন্বিত তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডের মালা। সেই মহাকায় অসুর যখন কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রভু, এখন আমি কি করব?' তখনই ভূতনাথ শিব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'যেহেতু তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তুমি হচ্ছ আমার সমস্ত পার্ষদদের অধিনায়ক। অতএব, যজ্ঞস্থলে গিয়ে তুমি দক্ষ এবং তার সৈনিকদের সংহার কর। হে বিদুর! সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধের মূর্তিমান প্রকাশ এবং তিনি শিবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, তিনি যে-কোন বিরোধী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের অন্য বহু সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর হাতে ছিল এক বিশাল ত্রিশূল, যা মৃত্যুকে পর্যন্ত বধ করতে সমর্থ ছিল এবং তাঁর পদক্ষেপের ফলে তাঁর পায়ের নূপুরগুলিও যেন গর্জন করছিল। তখন, সেই যজ্ঞে উপস্থিত পুরোহিত, যজমান, ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের পত্নীরা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অন্ধকার এল কোথা থেকে। তার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ধূলির ঝড় এবং তখন তাঁরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে তাঁরা বলেছিলেন—বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, কেউ গাভীর পাল তাড়না করেও নিয়ে যাচ্ছে না, দস্যুদের দৌরাত্ম্যের ফলেও এই ঝড় সম্ভব নয়, কারণ এখনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজা বর্হি তাদের দণ্ড দেওয়ার জন্য জীবিত রয়েছেন। তা হলে এই ধূলির ঝড় সমুত্থিত হচ্ছে কোথা থেকে? তা হলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে?"

"দক্ষের পত্নী প্রসূতি এবং সেখানে সমবেত অন্য সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে দেহত্যাগ করেছেন, সেই পাপেরই ফলে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। প্রলয়ের সময়, শিবের জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয় এবং তিনি তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা দিক্-গজেন্দ্রদের বিদ্ধ করেন। বজ্র যেমন মেঘসমূহকে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করে, তেমনভাবেই তাঁর বাহুরূপ ধ্বজাসমূহ বিস্তার করে তিনি অট্টহাস্য করতে করতে নৃত্য করেন। সেই বিশাল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর ভ্রূকুটির প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন। দক্ষের অসৎ আচরণের ফলে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন থেকে নিস্তার লাভ করতে পারতেন না। এইভাবে যখন সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন দক্ষ পৃথিবীতে এবং আকাশে ভয়ঙ্কর সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন।"

"হে বিদুর! শিবের সমস্ত অনুচরেরা সেই যজ্ঞভূমি বেষ্টন করেছিল। তারা ছিল খর্বাকৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; তাদের উদর এবং মুখ মকরের মতো কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণাভ ছিল। তারা যজ্ঞভূমির সর্বত্র ছুটাছুটি করে মহা উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। কিছু সৈন্য যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ পত্নীশালায় ঢুকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালায় প্রবেশ করেছিল। তারা যজ্ঞপাত্র ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছিল। কেউ কেউ পলায়নকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সেখানে সমবেত স্ত্রীদের তিরস্কার করেছিল এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়নকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল। শিবের এক অনুচর মণিমান ভৃগু মুনিকে বন্দি করেছিলেন এবং কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। চণ্ডেশ নামক শিবের আর একজন অনুচর পূষাকে বন্দি করেছিলেন এবং নন্দীশ্বর ভগ দেবতাকে বন্দি করেছিলেন। নিরন্তর প্রস্তর বর্ষিত হচ্ছিল এবং

সমস্ত পুরোহিত ও যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যরা তার ফলে এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের ভয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন। যিনি স্রুব হস্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করছিলেন, বীরভদ্র সেই ভৃগু মুনির শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করেছিলেন। দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করছিলেন, তখন ভগ দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় দ্যূতক্রীড়াকালে বলদেব যেভাবে কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন, সেইভাবে যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূষাও তাঁর দন্তরাজি প্রদর্শন করে হেসেছিলেন, বীরভদ্র তাঁদের উভয়েরই দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন। তখন সেই বিশালকায় বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর বসে তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা তাঁর মস্তক ছেদন করতে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না। তিনি অস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারাও দক্ষের মস্তক ছেদন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্ম মাত্রও ছেদন করতে পারলেন না। তার ফলে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তখন বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ দর্শন করে তার দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিলেন। বীরভদ্রের সেই কার্য দর্শন করে, শিবপক্ষীয় ভূত, প্রেত এবং পিশাচেরা সাধু সাধু বলে কোলাহল করে উঠল, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা দক্ষের মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠল। বীরভদ্র তখন মহা ক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে তা আহুতির মতো নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন তচনছ করে এবং সমস্ত যজ্ঞস্থলে আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের প্রভুর ধাম কৈলাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।"

❀ ❀ ❀

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

মৈত্রেয় বললেন—"সমস্ত পুরোহিত, যজ্ঞসভার সদস্য এবং দেবতারা শিবের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ত্রিশূল, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গে আহত হয়ে, ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পরে, দক্ষের যজ্ঞে যা কিছু হয়েছিল তা সবিস্তারে তাঁরা নিবেদন করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে, তাই তাঁরা সেই যজ্ঞে যাননি।"

দেবতা এবং সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ব্রহ্মা বললেন—"মহাপুরুষের নিন্দা করে এবং তার ফলে তাঁর চরণ-কমলে অপরাধ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা কখনই সুখী হতে পারবে না। এইভাবে তোমরা কখনই সুখ লাভ করতে পারবে না। শিবকে তাঁর যজ্ঞাংশ থেকে বঞ্চিত করার ফলে, তোমরা সকলেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছ। তবুও যদি তোমরা শুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ কর, তা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়ে বললেন যে, শিব এতই শক্তিশালী যে, তিনি ক্রুদ্ধ হলে লোকপাল সহ সমস্ত গ্রহলোক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করতে পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শিব তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন এবং দক্ষের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন। এই

অবস্থায়, ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, শিব যে কত শক্তিশালী তা তিনি স্বয়ং, ইন্দ্র, যজ্ঞসভায় সমবেত সমস্ত সদস্যেরা, অথবা সমস্ত মুনি-ঋষিরা, কেউই জানেন না। সেই অবস্থায় কে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করতে সাহস করবে?"

"এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ এবং দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা তাঁর স্বধাম থেকে শিবের প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কৈলাস নামক ধাম বিভিন্ন ওষধি এবং বনস্পতিতে পূর্ণ, তা বৈদিক মন্ত্র এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা পবিত্র। তাই সেই ধামের অধিবাসীরা জন্মসূত্রে দেবতা এবং তাঁরা সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত। তা ছাড়া সেখানে অন্য মানুষেরা রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় কিন্নর এবং গন্ধর্ব, সেখানে তাঁরা তাঁদের অপ্সরা নামক সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে বিরাজ করেন। কৈলাস সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিরত্ন এবং ধাতুতে পূর্ণ পর্বত-সমন্বিত এবং নানা প্রকার মূল্যবান বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিবৃত। সেই পর্বতশৃঙ্গ বিভিন্ন প্রকার হরিণদের দ্বারা বিভূষিত। সেখানে বহু ঝরনা রয়েছে এবং পর্বতে অনেক সুন্দর গুহা রয়েছে, যেখানে সিদ্ধ রমণীগণ তাঁদের কান্ত সহ বিহার করেন। কৈলাস পর্বত সর্বদা ময়ূরের কেকারব, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কূজন এবং অন্যান্য পক্ষীদের কূজনে মুখরিত। কৈলাস পর্বতের ঋজু শাখা-সমন্বিত সুউচ্চ বৃক্ষগুলি যেন হস্ত প্রসারণ করে বিহঙ্গদের আহ্বান করে। মাতঙ্গগণ যখন ইতস্তত ভ্রমণ করে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বত মন্থর গতিতে তাদের সাথে গমন করছেন। ঝরনা থেকে যখন সশব্দে জল পড়ে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বতও কলকণ্ঠে কীর্তন করছেন। সমগ্র কৈলাস পর্বতটি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। তাদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদার, আসন, অর্জুন, আম্র, কদম্ব, ধূলি-কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, বুদ্ধ এবং কুরবক। সমগ্র পর্বতটি এই সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত যাতে সুরভিত ফুল ফোটে। অন্যান্য বৃক্ষও সেই পর্বতকে সুশোভিত করেছে, যথা—স্বর্ণবর্ণ কমল, দারুচিনি, মালতী, কুব্জ, মল্লিকা এবং মাধবী। কৈলাস পর্বত অন্যান্য যে-সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত, সেগুলি হচ্ছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং-উৎপাদনকারী বৃক্ষ। সেখানে সুপারি, ভূর্জপত্র, পূগ, রাজপূগ, জম্বু ইত্যাদি বৃক্ষও রয়েছে। সেখানে আম, প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদ বৃক্ষ আছে। আর তা ছাড়া বেণু, কীচক এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার বাঁশ গাছ রয়েছে, যা কৈলাস পর্বতকে পরিশোভিত করে আছে। সেখানে কুমুদ, উৎপল, শতপত্র আদি নানা প্রকার পদ্ম রয়েছে। সেই বন সুশোভিত উদ্যানের মতো প্রতীত হয় এবং সেখানকার ছোট ছোট সরোবরগুলি বিভিন্ন প্রকার পাখির অতি মধুর কূজনে মুখরিত। সেই স্থানটি হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ঋক্ষ, শল্যক, নীল গাই, বন্য গর্দভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ ইত্যাদি নানা প্রকার পশুতে পূর্ণ, তারা সেখানে তাদের জীবন উপভোগ করে থাকে। সেখানে কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বাস্য, বৃক এবং কস্তুরী প্রভৃতি নানাবিধ মৃগ বাস করছে। পাহাড়ের গায়ে সরোবরের তীরে বহু কদলী বৃক্ষ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করছে। সেখানে অলকনন্দা নামে ছোট হ্রদটিতে সতী স্নান করতেন এবং সেই হ্রদটি বিশেষভাবে পবিত্র। কৈলাস পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহান ঐশ্বর্য দর্শন করে দেবতারা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা সৌগন্ধিক নামক, অর্থাৎ সুগন্ধে পরিপূর্ণ এক বনে অলকা নামক এক অপূর্ব সুন্দর স্থান দর্শন করেছিলেন। সেই বনে প্রচুর পদ্মফুলের জন্য তার নাম হয়েছিল সৌগন্ধিক। তাঁরা নন্দা এবং অলকনন্দা নামক দুটি নদীও দর্শন করেছিলেন। এই নদী দুটি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র।"

"হে বিদুর! স্বর্গের সুন্দরীরা তাঁদের পতিগণ সহ বিমানে চড়ে এই নদীতে অবতরণ করেন এবং কামক্রীড়ার পর, জলে প্রবেশ করে তাঁদের পতিদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে তাঁরা আনন্দ উপভোগ করেন। দিব্যাঙ্গনাদের স্নানের ফলে, তাঁদের গাত্রভ্রষ্ট নব কুমকুমের সংযোগে সেই দুটি নদীর জল পীতবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন স্নানের জন্য সেখানে আগত হস্তিনীগণ সহ হস্তীরা তৃষ্ণার্ত না হলেও, সেই জল পান করে। স্বর্গবাসীদের বিমানগুলি মুক্তা, সোনা এবং বহুমূল্য রত্নখচিত।

আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারা উদ্ভাসিত মেঘরাজির সঙ্গে সেই স্বর্গবাসীদের তুলনা করা হয়েছে। ভ্রমণকালে দেবতারা সৌগন্ধিক নামক সেই বনটি অতিক্রম করলেন, যা বিবিধ প্রকার ফুল, ফল এবং কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। সেই বনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে, তাঁরা যক্ষেশ্বর কুবেরের পুরীও দর্শন করলেন। সেই দিব্য বনে বহু পাখি ছিল যাদের গলার রং ছিল লাল এবং তাদের মধুর স্বরের সঙ্গে ভ্রমরকুলের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়েছিল। সেখানকার সরোবরগুলি কলহংস এবং বরদণ্ড মৃণালসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেই পরিবেশ চন্দন বনে সমবেত বন্য হস্তীর পালকে প্রভাবিত করে এবং সেখানকার সমীরণ যক্ষপত্নীদের চিত্ত রতি সুখের জন্য উন্মথিত করে। তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে, সেখানকার স্নানের ঘাট ও সেগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত। সেখানকার সরোবরগুলি ছিল পদ্মে পূর্ণ। ঐ সমস্ত সরোবর অতিক্রম করে দেবতারা একটি বিশাল বট বৃক্ষ দর্শন করলেন। সেই বট বৃক্ষটি ছিল আট শত মাইল দীর্ঘ এবং তার শাখাগুলি ছয় শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বৃক্ষটি অপূর্ব সুন্দর শীতল ছায়া বিস্তার করেছিল, কিন্তু তবুও সেখানে কোন পাখির কোলাহল ছিল না।"

"দেবতারা দেখেছিলেন যে, শিব সেই বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন, যে বৃক্ষটি যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করতে এবং সমস্ত মানুষদের মুক্ত করতে সক্ষম। অনন্ত কালের মতো গম্ভীর শিবকে তখন সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়েছিল। প্রশান্তবিগ্রহ শিব গুহ্যকদের পালক কুবের এবং চার কুমারদের মতো মুক্তাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে বসে ছিলেন। দেবতারা দেখলেন, শিব ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সকাম কর্ম এবং সিদ্ধিমার্গের অধীশ্বররূপে অবস্থিত। তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের সুহৃদ এবং সকলের প্রতি পূর্ণরূপে স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী। তিনি একটি মৃগচর্মে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সব রকম তপস্যা করছিলেন। তাঁর দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল বলে, তাঁকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রলেখা প্রতীকী-চিহ্ন ধারণ করেছিলেন। তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত নারদ আদি মহর্ষিদের কাছে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর বাম পাদপদ্ম দক্ষিণ উরুদেশে এবং বামহস্ত বাম উরুদেশে স্থাপিত ছিল। তাঁর ডান হাতে ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। এই আসনকে বলা হয় বীরাসন। তিনি অঙ্গুলিতে তর্কমুদ্রা ধারণ করে বীরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সমস্ত মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমস্ত মননশীল মুনিদের অগ্রগণ্য মহাদেব তখন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। শিবের শ্রীপাদপদ্ম দেবতা এবং অসুর উভয়ের দ্বারাই পূজিত হয়। কিন্তু তাঁর অতি উচ্চ পদ সত্ত্বেও, অন্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে বামনদেব কশ্যপ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। নারদ আদি অন্য যে-সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মাকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা ঈষৎ হেসে শিবকে বলতে লাগলেন, 'হে ভগবান শিব! আমি জানি যে, আপনি সমগ্র জড় জগতের নিয়ন্তা। জড় সৃষ্টির পিতা এবং মাতা উভয়ই হচ্ছেন আপনি এবং আপনি জড় সৃষ্টির অতীত পরমব্রহ্মও। এইভাবে আমি আপনার তত্ত্ব অবগত আছি। হে ভগবান! আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন, ঠিক যেমন উর্ণনাভ তার জাল রচনা করে, সেটি পালন করে এবং অবশেষে তা গুটিয়ে নেয়। হে ভগবান! আপনিই দক্ষের মাধ্যমে যজ্ঞপ্রথা প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফল লাভ করতে পারে। আপনার বিধি-বিধানেই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণেরা ব্রতধারণপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে সেই প্রথা পালন করেন। হে পরম মঙ্গলময় ভগবান! আপনি স্বর্গলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়ার মঙ্গলময় কার্যকলাপের বিধান প্রদান করেছেন। তেমনই, যারা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানকারী দুষ্কৃতকারী, তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও কখনও কখনও দেখা যায় যে, উক্ত নিয়মের বিপর্যয় হয়। তার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। হে ভগবান!

যে সমস্ত ভক্তরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে আপনার উপস্থিতি দর্শন করেন এবং তার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তিরা সমস্ত জীবের প্রতিই সমদর্শী। তাঁরা কখনই পশুর মতো ক্রোধের বশীভূত হন না, কারণ পশুরা ভেদভাব ব্যতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না। যে-সমস্ত ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সহকারে সব কিছু দর্শন করে, যারা কেবল সকাম কর্মে লিপ্ত, যারা দুষ্ট আশয় যুক্ত, যারা অন্যের উন্নতি দর্শনে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে এবং যারা কর্কশ ও মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা অন্যদের ব্যথা দেয়, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই আপনার মতো মহান ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাদের বধ করার কোনও প্রয়োজন হয় না। হে ভগবান! পরমেশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদি কখনও কোন অপরাধ করে, সাধু পুরুষ দয়াবশত তাদের সেই অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন যে, মায়া বশীভূত হয়ে তারা অপরাধ করে, তাই তাদের বিনাশ করার জন্য তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করেন না। হে ভগবান! আপনি কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালিনী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন না। তাই আপনি সর্বজ্ঞ এবং যারা সেই মায়ার দ্বারা মোহিত এবং সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রতি আপনার কৃপাপরবশ হওয়া উচিত। হে ভগবান শিব! আপনি যজ্ঞভাগের অধিকারি এবং আপনি ফল প্রদানকারী। কু-যাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার ভাগ প্রদান করেনি, তাই আপনি সব কিছু ধ্বংস করেছেন এবং তার ফলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন আপনি যা প্রয়োজন তা করুন এবং আপনার ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করুন। হে ভগবান! আপনার কৃপায় যজমান (রাজা দক্ষ) পুনর্জীবিত হোন, ভগদেব তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হোন, ভৃগু মুনির শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি পুনরায় পূর্ববৎ হোক। হে ভগবান শিব! আপনার সৈন্যদের অস্ত্র এবং প্রস্তরের আঘাতে যে-সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হয়েছে, তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন। হে যজ্ঞনাশক! দয়া করে আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ হতে দিন।' "

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মার অনুনয়ের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে, তার উত্তরে শিব হাস্যপূর্বক বলেছিলেন, 'হে পূজ্য পিতা ব্রহ্মা! দেবতারা যে অপরাধ করেছেন, সেই জন্য আমি কিছু মনে করি না। কারণ এই দেবতারা শিশুসুলভ নির্বোধ, তাঁদের অপরাধের গুরুত্ব আমি তেমন দিই না। তাঁদের সংশোধন করার জন্যই কেবল আমি দণ্ড দিয়েছি। যেহেতু দক্ষের মস্তক দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে, তাই তিনি একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। ভগ নামক দেবতা মিত্রের নেত্রের দ্বারা তাঁর যজ্ঞভাগ দেখতে পাবেন। পূষা কেবল তাঁর শিষ্যদের দন্তের দ্বারা চর্বণ করতে পারবেন, তিনি যখন একলা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল পিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-সমস্ত দেবতারা আমাকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত হয়েছেন, তাঁদের সর্বাঙ্গের ক্ষত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। যাঁদের বাহু কেটে গেছে, তাঁদের অশ্বিনীকুমারদের বাহুর দ্বারা কাজ করতে হবে এবং যাঁদের হাত কাটা গেছে, তাঁদের পূষার হস্তের দ্বারা কর্ম করতে হবে। পুরোহিতদেরও সেইভাবে

কার্য করতে হবে, আর ভৃগু ছাগলের দাড়ি প্রাপ্ত হবেন।' "

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরা বরদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের বাণী শ্রবণ করে অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার পর মহর্ষি-প্রধান ভৃগু শিবকে যজ্ঞস্থলে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এইভাবে ঋষিগণ, শিব ও ব্রহ্মা সহ দেবতারা সেই স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সব কিছু ঠিক শিবের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর, দক্ষের দেহে যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজনা করা হয়েছিল। যখন দক্ষের শরীরে পশুর মস্তক সংযোজিত হয়েছিল, তখনই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হয়ে সুপ্তোত্থিতের মতো জাগরিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্মুখে শিবকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়েছিলেন। তখন বৃষধ্বজ শিবকে দর্শন করে, শিবদ্বেষী দক্ষের কলুষিত হৃদয় তৎক্ষণাৎ শরৎকালীন সরোবরের মতো নির্মল হয়েছিল। রাজা দক্ষ শিবের স্তব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর চোখ অশ্রুধারায় পূর্ণ হয়েছিল এবং গভীর শোকে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি স্তব করতে সমর্থ হননি। সেই সময় রাজা দক্ষ স্নেহ ও অনুরাগের দ্বারা বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধি জাগরিত হয়েছিল। অতি কষ্টে তিনি তাঁর মনকে শান্ত করেছিলেন, তাঁর ভাবাবেগ সংযত করেছিলেন এবং শুদ্ধ চেতনায় তিনি শিবের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা দক্ষ বললেন—"হে ভগবান শিব! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পরিবর্তে, আপনি আমাকে দণ্ডদান করে আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আপনি এবং শ্রীবিষ্ণু কখনও অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও উপেক্ষা করেন না। অতএব যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুক্ত আমাকে আপনি কেন উপেক্ষা করবেন? হে মহান এবং শক্তিশালী শিব! বিদ্যা, তপ, ব্রত এবং আত্ম-তত্ত্বপরায়ণ ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালক যেমন দণ্ড হস্তে গাভীদের রক্ষা করে, তেমনই আপনিও ব্রাহ্মণদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার ফলে ধর্মকে রক্ষা করেন। আমি আপনার পূর্ণ মহিমা জানতাম না। তাই সভাস্থলে আপনার উপর আমি দুর্বাক্যরূপ বাণ বর্ষণ করেছিলাম, যদিও আপনি তা গ্রাহ্য করেননি। আপনার মতো পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে, আমি নরকে অধঃপতিত হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ডদান করে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হোন, কারণ আমার কথার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা আমার নেই।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে শিব দক্ষকে ক্ষমা করলে এবং রাজা দক্ষ ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ও ঋত্বিকগণ সহ পুনরায় যজ্ঞকার্য আরম্ভ করলেন। তার পর, যজ্ঞকার্য শুরু করার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য প্রেত পার্ষদদের স্পর্শজনিত দোষের শুদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পর তাঁরা অগ্নিতে পুরোডাশ নামক আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

"প্রিয় বিদুর! বিশুদ্ধ চিত্তে রাজা দক্ষ যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহ যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়া মাত্রই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি নারায়ণরূপে সেখানে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান নারায়ণ বিশাল পক্ষযুক্ত তার্ক্ষ্য বা গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ় ছিলেন। ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত দিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্য সকলের জ্যোতি খর্ব হয়েছিল। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, বস্ত্র স্বর্ণের মতো পীত এবং তাঁর কিরীট সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তাঁর কেশরাশি ভ্রমরের মতো নীলাভ এবং তাঁর মুখমণ্ডল কর্ণকুণ্ডল-শোভিত। তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল ও তরবারি এবং তাঁর বাহুসকল বলয়, অঙ্গদ আদি স্বর্ণ আভরণে সজ্জিত। তাঁর সারা অঙ্গ পুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা ধারণ করেছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে বনফুলের মালা বিরাজিত ছিল, তাই তাঁকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল মধুর হাসির দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা সারা জগৎকে, বিশেষ করে ভক্তদের মোহিত করতে পারে। তাঁর উভয় পার্শ্বে শ্বেত হংসের মতো শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে, এবং তাঁর মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেত চন্দ্রাতপ বিরাজ করছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতাগণ সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। নারায়ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় সকলের প্রভাব ম্লান হয়েছিল এবং সকলেই নীরব হয়েছিলেন। সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় ভয়ভীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যদিও ব্রহ্মাদি দেবতারাও ভগবানের অনন্ত মহিমা অনুমান করতে অসমর্থ, তবুও ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। কেবল তাঁর সেই কৃপার প্রভাবেই তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁর প্রতি স্তব নিবেদন করতে পেরেছিলেন।"

"যখন ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞে নিবেদিত আহুতি গ্রহণ করলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রজাপতিদের গুরু এবং তিনি নন্দ ও সুনন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারাও সেবিত।"

পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করে দক্ষ বললেন—"হে প্রভু! আপনি কল্পনাপ্রসূত সমস্ত অবস্থার অতীত। আপনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, নির্ভয় এবং সর্ব অবস্থাতেই আপনি মায়াধীশ। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতিতে আবির্ভূত হন, কিন্তু আপনি মায়াতীত। আপনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত কেননা আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।"

ভগবানকে সম্বোধন করে ঋত্বিকেরা বললেন—"হে ভগবান! আপনি জড় কলুষের অতীত, শিবের অনুচরদের অভিশাপের ফলে আমরা সকাম কর্মে আসক্ত হয়েছি এবং তার ফলে আমরা এখন অধঃপতিত হয়েছি এবং আপনার বিষয়ে তাই আমরা কিছুই জানি না। যজ্ঞ করার অজুহাতে আমরা এখন বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগের অনুশাসনে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা জানি যে, আপনি দেবতাদের স্বীয় ভাগ প্রদান করার আয়োজন করেছেন।"

সভার সদস্যরা ভগবানকে সম্বোধন করে বললেন—"হে সন্তপ্ত জীবদের একমাত্র আশ্রয়! বদ্ধ জীবনের এই দুর্ভেদ্য দুর্গে কালরূপী সর্প সর্বদা দংশন করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। এই জগৎ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের গর্তে পূর্ণ এবং সেখানে বহু হিংস্র পশু সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত। শোকরূপী অগ্নি সর্বদা সেখানে জ্বলছে, এবং অলীক সুখের মরীচিকা সর্বদা জীবকে প্রলোভিত করছে, কিন্তু তা থেকে কারও আশ্রয়ের কোন স্থান নেই। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, সর্বদা তাদের তথাকথিত কর্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাস করছে এবং আমরা জানি না কখন তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে।"

শিব বললেন—"হে ভগবান! আমার মন এবং চেতনা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, যা সমস্ত অভীষ্টপ্রদ হওয়ার ফলে সমস্ত মুক্ত মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত। আপনার চরণ-কমলে আমার মন স্থির হয়েছে বলে, যারা আমার কার্যকলাপ অশুভ বলে আমার নিন্দা করে, তাদের দ্বারা আমি আর বিচলিত হই না। তাদের দোষারোপে আমি কিছু মনে করি না এবং দয়াবশত আমি তাদের ক্ষমা করি, ঠিক যেমন আপনি সমস্ত জীবদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেন।"

শ্রীভৃগু বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই আপনার দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং তার ফলে তারা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রত্যেকেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে তারা মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি যে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, তা তারা বস্তুত বুঝতে পারে না, এমন কি তারা আপনার পরম পদও বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সমস্ত শরণাগত জীবের সুহৃৎ এবং রক্ষক। তাই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ব্রহ্মা বললেন—"যদি কেউ জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি কখনই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারবেন না। আপনার স্থিতি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানার প্রয়াস হচ্ছে ভৌতিক, কারণ সেই জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং উদ্দেশ্যও ভৌতিক।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"হে ভগবান! প্রতিটি হস্তে অস্ত্র-সমন্বিত আপনার এই অষ্টভুজ দিব্য রূপ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রকট হয় এবং তা মন ও নেত্রের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই রূপে আপনি ভক্ত-বিদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর।"

ঋত্বিক-পত্নীগণ বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মার নির্দেশে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিব এই যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর ক্রোধের ফলে যজ্ঞে বলির পশুরা মৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি নষ্ট হয়েছে। এখন আপনার পদ্মপলাশ-লোচনের দৃষ্টিপাতের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলকে পুনঃ পবিত্র করুন।"

ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনার কার্যকলাপ পরম অদ্ভুত এবং যদিও আপনি আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করেন, তবুও আপনি সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আসক্ত নন। এমন কি আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও আসক্ত নন, যাঁর কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।"

সিদ্ধগণ প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! দাবানলক্লিষ্ট হস্তী যেমন নদীর জলে প্রবেশ করে তার সমস্ত ক্লেশ ভুলে যায়, তেমনই আমাদের মন আপনার দিব্য লীলামৃতের নদীতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার ফলে, সেই চিন্ময় আনন্দ কখনই পরিত্যাগ করতে চায় না, যা ব্রহ্মানন্দের থেকেও অধিক আনন্দদায়ক।"

দক্ষপত্নী প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনি যে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন তা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি যেন আপনি এই উপলক্ষ্যে প্রসন্ন হোন। আপনি ব্যতীত এই যজ্ঞস্থল ঠিক একটি মস্তকহীন কবন্ধের মতো শ্রীহীন।"

বিভিন্ন লোকপালেরা বললেন—"হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বিশ্বাস করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে দর্শন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই দৃশ্য জগৎই দর্শন করতে পারি, কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি ষষ্ঠ তত্ত্ব। তাই আমরা আপনাকে জড় জগতের সৃষ্টিরূপে দর্শন করছি।"

মহাযোগীগণ বললেন—"হে ভগবান! যাঁরা আপনাকে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে জেনে, আপনাকে তাঁদের থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁরা আপনাকে প্রভু বলে মনে করে এবং নিজেদেরকে আপনার দাস বলে মনে করে আপনার ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত থাকে, তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হন। আপনি তাদের প্রতি সর্বদা অনুকূল। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি বিভিন্ন প্রকার বস্তু উৎপন্ন করেছেন এবং তাদের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তাদের জড় জগতের তিনটি গুণের বশীভূত করেছেন। তিনি স্বয়ং বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নন; তাঁর স্বরূপে তিনি জড় গুণের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং মায়ার ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত।"

মূর্তিমান বেদগণ বললেন—"হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়ার ফলে সমস্ত ধর্ম, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের উৎস। আপনি সমস্ত ভৌতিক গুণের অতীত এবং কেউই আপনাকে অথবা আপনার প্রকৃত স্থিতি জানে না।"

অগ্নিদেব বললেন—"হে ভগবান! আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার কৃপায় আমি প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী এবং যজ্ঞে নিবেদিত ঘৃত মিশ্রিত হবি স্বীকার করি। যজুর্বেদ অনুসারে পাঁচ প্রকার হবি আপনারই বিভিন্ন শক্তি এবং পাঁচ প্রকার বৈদিক মন্ত্রে আপনি পূজিত হন। যজ্ঞ বলতে পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই বোঝানো হয়।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! পূর্বে, প্রলয়ের সময় আপনি জড় জগতের বিভিন্ন শক্তি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সময়, সনকাদি ঊর্ধ্ব লোকবাসীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আপনার ধ্যান করেছিলেন। অতএব আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং আপনি প্রলয়-বারিতে শেষনাগ-শয্যায় শয়ন করেন। এখন আপনি আপনার সেবক আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়েছেন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"

গন্ধর্বেরা বললেন—"হে ভগবান! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণ এবং মরীচি আদি মহর্ষিগণ কেবল আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনি হচ্ছেন পরম শক্তিমান বিভু; সমগ্র বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করি এবং আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

বিদ্যাধরেরা বললেন—"হে ভগবান! এই মনুষ্য শরীর সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু আপনার বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হয়ে জীব ভ্রান্তিবশত তার দেহকে আত্মা বলে মনে করে এবং তার ফলে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে জড় সুখভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। পথভ্রষ্ট হয়ে সে সর্বদা অনিত্য, মায়িক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনার দিব্য কার্যকলাপ এতই প্রবল প্রভাবসম্পন্ন যে, কেউ যদি সেই বিষয়ে শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তা হলে তিনি এই মোহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।"

ব্রাহ্মণগণ বললেন—"হে ভগবান। আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। আপনি হবি, আপনি অগ্নি, আপনি বৈদিক যজ্ঞমন্ত্র, আপনি সমিধ, আপনি শিখা, আপনি কুশ এবং আপনি যজ্ঞপাত্র। আপনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত, আপনি ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আপনি যজ্ঞের পশু। যজ্ঞে যা কিছু উৎসর্গ করা হয় তা আপনি অথবা আপনার শক্তি। হে ভগবান! হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান। বহুকাল পূর্বে মহান বরাহ অবতারে আপনি পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি হস্তী অনায়াসে সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল উত্তোলন করে। বিশাল বরাহরূপে আপনি যখন গর্জন করেছিলেন, সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ যজ্ঞমন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সনকাদি মহর্ষিগণ তার ধ্যান করে আপনার স্তব করেছিলেন। হে ভগবান। আমরা আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করছিলাম, কারণ আমরা বৈদিক বিধি অনুসারে যজ্ঞ করতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। কেবল আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায়। আমরা আপনার সমক্ষে আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"সেখানে উপস্থিত সকলের দ্বারা এইভাবে ভগবান বিষ্ণু বন্দিত হওয়ার পর, দক্ষ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পুনরায় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা শিবের অনুচরদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। হে নিষ্পাপ বিদুর। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কেবল যজ্ঞের তাঁর অংশ প্রাপ্ত হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাই প্রসন্নভাবে দক্ষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—ব্রহ্মা, শিব এবং আমি জড় জগতের পরম কারণ। আমি পরমাত্মা, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাক্ষী। কিন্তু নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মা, শিব এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

"হে দক্ষ দ্বিজ! আমি হচ্ছি আদি ভগবান, কিন্তু এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কার্য আমি আমার জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে করে থাকি এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য অনুসারে, আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আমার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এমন কি জীবদেরও স্বতন্ত্র বলে মনে করে। সাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ মস্তক এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করে না। তেমনই, আমার ভক্তরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং জীবাত্মাদের পরব্রহ্ম থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শান্তি উপলব্ধি করেন; অন্যরা করে না।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"এইভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আদিষ্ট হয়ে, সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দক্ষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। যজ্ঞবিধির দ্বারা তাঁকে পূজা করার পর, দক্ষ পৃথকভাবে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করেছিলেন। দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ নিবেদন করে, সম্মানপূর্বক সর্বতোভাবে পূজা করেছিলেন। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর, তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তার পর, পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ

অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার পর, দক্ষ সম্পূর্ণরূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই যজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারা তাঁকে পুণ্য লাভের আশীর্বাদ করে, স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। আমি শুনেছি যে, দক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করার পর, দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে শুনেছি। অম্বিকা (দুর্গাদেবী), যিনি দাক্ষায়ণী (সতী) রূপে পরিচিতা ছিলেন, তিনি শিবকে পুনরায় তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে। হে বিদুর! শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম। হে কুরুনন্দন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন এবং তা অন্যদের শোনান, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।"

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"সনকাদি চার কুমার, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি এবং যতি—ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। ব্রহ্মার আর এক পুত্র হচ্ছেন অধর্ম, যাঁর পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাঁদের মিলনের ফলে দম্ভ এবং মায়া নামক দুটি আসুরিক পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। নির্ঋতি নামক অসুর যার কোন সন্তান ছিল না, সে ঐ দুটি অসুরকে গ্রহণ করেছিল। হে মহাত্মা! দম্ভ ও মায়া থেকে লোভ এবং শঠতা জন্মায়। তাদের মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হয় এবং তাদের মিলনের ফলে কলি এবং তার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কলি এবং দুরুক্তির মিলনের ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হয়। মৃত্যু এবং ভীতির মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামক সন্তানের জন্ম হয়। হে বিদুর। আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছি। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা তিনবার শ্রবণ করেন, তাঁর আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয় এবং তিনি পুণ্য অর্জন করেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি এখন আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পত্নী শতরূপার উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত নামক দুটি পুত্র ছিল। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবান বাসুদেবের অংশের বংশধর, তাই তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে এবং প্রজাদের পালন ও রক্ষা করতে অত্যন্ত সমর্থ ছিলেন। মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামক দুই পত্নী ছিলেন। সুরুচি ছিলেন মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু সুনীতি, যাঁর পুত্র ছিলেন ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না। এক সময় মহারাজ উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে তাঁর অঙ্কে স্থাপন করে আদর করছিলেন, সেই সময় ধ্রুব মহারাজও রাজার কোলে উঠবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁকে বিশেষ সমাদর করেননি। যখন শিশু ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার কোলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁর বিমাতা সুরুচি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, অত্যন্ত গর্বিতভাবে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—হে বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে অথবা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার পুত্র,

কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও। হে বৎস! তুমি জান না যে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে, তুমি অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমার জেনে রাখা উচিত যে, তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তুমি এমন একটি বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তুমি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে এবং তার পর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে বিদুর! তাঁর বিমাতার কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ দণ্ডাহত সর্পের মতো মহাক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা কোন প্রতিবাদ না করে নীরব রয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সুনীতি তখনই তাঁকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং অন্তঃপুরবাসীরা তাঁর কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তার ফলে সুনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দাবাগ্নির মধ্যে স্থিত লতিকার মতো শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সপত্নীর বাক্য যতই তাঁর স্মরণপথে উদিত হতে লাগল, ততই তাঁর কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন এবং সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি নিরসনের কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—'হে বৎস! তুমি কখনও অন্যের অমঙ্গল কর না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করে।' "

"হে বৎস! সুরুচি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তাঁর পত্নী কেন, তাঁর দাসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। তাই, তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার স্তন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই। হে বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছেন, তা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সত্য। তাই, তুমি যদি তোমার সৎভাই উত্তমের মতো রাজসিংহাসন লাভ করতে চাও, তা হলে মাৎসর্য পরিত্যাগ করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান এতই মহান যে, কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও তিনি অজ এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান, তবুও তিনি তাঁর সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপায়, যাঁকে মহান যোগীরাও তাঁদের প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা মন সংযমের মাধ্যমে আরাধনা করেন। তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু প্রচুর দানের মাধ্যমে মহান যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করে, একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি ভৌতিক সুখ এবং তারপর মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। হে বৎস! তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। যাঁরা সংসার-চক্র থেকে মুক্তি লাভের অন্বেষণ করেন, তাঁরাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন কর এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত হও। হে ধ্রুব! কমল-নয়ন ভগবান ব্যতীত অন্য আর কাউকে আমি দেখি না, যিনি তোমার দুঃখ অপনোদন করতে পারেন। ব্রহ্মা আদি দেবতারা যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও পদ্মহস্তে সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য তৎপর থাকেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁর মাতা সুনীতি তাঁকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, সেই সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প স্থির করে, তিনি তাঁর পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। মহর্ষি নারদ সেই সংবাদ শুনেছিলেন এবং ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুবের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র হস্তের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বলেছিলেন। আহা! ক্ষত্রিয়দের তেজ কী অদ্ভুত! তাঁরা তাঁদের সম্মানের স্বল্প হানিও সহ্য করতে পারেন না। অনুমান করে দেখুন! এই বালকটি একটি ছোট শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিমাতার দুরুক্তি তার কাছে অসহ্য হয়েছে।"

মহর্ষি নারদ ধ্রুবকে বললেন—"হে বৎস! তুমি একটি বালক মাত্র, যার এখন খেলাধূলায় আসক্ত থাকার কথা। তোমার সম্মান হানিকর কথায় তুমি এইভাবে বিচলিত হচ্ছ কেন? হে ধ্রুব! তুমি যদি মনে কর যে, তোমার আত্ম-সম্মানের হানি হয়েছে, তা হলেও তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই। এই প্রকার অসন্তোষ মায়ারই আর একটি লক্ষণ; প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের গতিবিধি অত্যন্ত বিচিত্র। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সেই পন্থা অবলম্বন করে, অনুকূল বা প্রতিকূলতার বিচার না করে, সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা। তুমি তোমার মাতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ধ্যানযোগের পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমার মতে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার তপশ্চর্যা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। সমস্ত জড় কলুষ-রহিত হয়ে, বহু তপস্যা করে এবং নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে, বহু যোগী জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ খুঁজে পাননি। অতএব, হে বৎস! এই বৃথা প্রচেষ্টা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও; এই কাজ সফল হবে না। তোমার পক্ষে এখন গৃহে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়স্কর হবে। যখন তুমি বড় হবে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি এই যোগ অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তখন তুমি এই কার্য সম্পাদন কর। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, তা দুঃখদায়ক হোক অথবা সুখদায়ক হোক, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা প্রদত্ত বলে জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইভাবে যে-ব্যক্তি সহিষ্ণু হয়, সে অনায়াসে অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। সকলেরই কর্তব্য নিজের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া, নিজের থেকে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া, এবং নিজের সমান গুণযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তা হলে এই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ কখনই তাকে অভিভূত করতে পারবে না।"

ধ্রুব মহারাজ বললেন—"হে নারদ ঋষি! যাদের হৃদয় জড় জগতের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত, তাদের মনের শান্তি লাভের জন্য আপনি কৃপাপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তাই এই প্রকার দর্শন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। হে প্রভু! আমি অত্যন্ত দুর্বিনীত, তাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করছি না, কিন্তু এটি আমার দোষ নয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে, আমি এমন হয়েছি। আমার বিমাতা সুরুচি তাঁর দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে না। হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমি এমনই একটি পদ অধিকার করতে চাই, যা আজ পর্যন্ত এই ত্রিভুবনের কেউ লাভ করতে পারেননি, এমন কি আমার পিতা এবং পিতামহও পারেননি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আপনি আমাকে সেই সৎ পন্থা প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব। হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার যোগ্য পুত্র এবং আপনি সারা জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা বাজিয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। আপনি ঠিক সূর্যের মতো, যে সূর্য সমস্ত জীবের উপকারের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তন করে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"ধ্রুব মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন।"

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে বললেন—"তোমার মা সুনীতি তোমাকে যে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তা তোমার জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। তাই তোমার উচিত ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে

মগ্ন হওয়া। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত হওয়া, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনার ফলে এই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।"

"হে বৎস! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি যমুনার তটে মধুবন নামক বনে যাও এবং সেখানে গিয়ে পবিত্র হও। সেখানে যাওয়ার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়, কারণ ভগবান সেখানে সর্বদা বিরাজ করেন। নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—হে বৎস! কালিন্দী বা যমুনার জলে তুমি প্রতিদিন তিনবার স্নান কর, কারণ সেই জল অত্যন্ত শুভ, পবিত্র এবং নির্মল। স্নান করার পর, তুমি অষ্টাঙ্গ-যোগের আবশ্যকীয় বিধিগুলি পালন করে, কোন নির্জন স্থানে আসনে উপবেশন কর। আসনে উপবেশন করে, প্রাণায়ামের তিনটি অভ্যাস অনুশীলন করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত কর। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, গভীর ধৈর্য সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু কর। (এখানে ভগবানের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।) ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং নিরন্তর প্রসন্ন। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁকে কখনও অপ্রসন্ন বলে মনে হয় না এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের কৃপা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁর নয়ন, তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল, তাঁর উন্নত নাসিকা এবং তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তিনি সমস্ত দেবতাদের থেকেও অধিক সুন্দর। ভগবানের রূপ সর্বদাই তরুণ। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত এবং নিখুঁত। তাঁর চক্ষু এবং ওষ্ঠাধর উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম। তিনি সর্বদাই শরণাগতকে আশ্রয়দান করতে প্রস্তুত এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁকে অবলোকন করেন, তিনি পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই শরণাগতের প্রভু হওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি হচ্ছেন করুণার সিন্ধু। ভগবান হচ্ছেন শ্রীবৎস বা লক্ষ্মীদেবীর আসনরূপ চিহ্নসমন্বিত এবং তাঁর অঙ্গ কান্তি ঘন নীলবর্ণ। তিনি পুরুষ, তাঁর গলায় বনফুলের মালা এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে নিত্য প্রকটিত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের সমগ্র অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। তাঁর মাথায় রত্নখচিত মুকুট, গলায় কণ্ঠহার এবং হাতে বলয়, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর পরনে পীত পট্টবস্ত্র। তাঁর নিতম্বদেশ মেখলার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরণযুগল স্বর্ণ-নূপুরে সুশোভিত। তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। তিনি সর্বদা শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং তাঁর রূপ নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক। প্রকৃত যোগী হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন, যাঁর পদযুগল মণিসদৃশ পদনখের কিরণে উদ্ভাসিত। ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত এবং ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সেই ভক্তবৎসল রূপ নিরন্তর দর্শন করা। ধ্যানকারীর কর্তব্য সমস্ত বরপ্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানকে এইভাবে দর্শন করা। যিনি এইভাবে সর্বদা ভগবানের মঙ্গলময় রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তিনি অচিরেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তিনি কখনও ভগবানের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন না।"

"হে রাজপুত্র। আমি তোমাকে এখন সেই মন্ত্র সম্বন্ধে বলব, যা এই ধ্যানের পন্থায় জপ করা কর্তব্য। সাবধানতার সঙ্গে সাত রাত্রি এই মন্ত্র জপ করলে, অন্তরীক্ষে বিচরণকারী সিদ্ধপুরুষদের দর্শন করা যায়। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল, ফল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ, কাল এবং সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত। শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ফুলমালা, ফল, ফুল এবং শাক-সবজির দ্বারা, যা বনে পাওয়া যায়, অথবা নবীন দূর্বাঘাস, পুষ্পের কলি, এমন কি গাছের ছাল দিয়ে পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত, আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে তুলসীপত্র নিবেদন করা উচিত, যা পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। মাটি, জল, মণ্ড, কাঠ এবং ধাতু ইত্যাদি ভৌতিক উপাদান দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপের আরাধনা করা সম্ভব। বনে মাটি এবং জলের অতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে অর্চাবিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই তা দিয়ে তৈরি বিগ্রহেরই উপরোক্ত বিধি অনুসারে আরাধনা করা উচিত। যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, তাঁর অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্ত হওয়া উচিত এবং বনে যে ফলমূল পাওয়া যায়, তা খেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। হে ধ্রুব! প্রতিদিন তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং মন্ত্র জপ করা ব্যতীত, তাঁর পরম ইচ্ছা এবং স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের বিভিন্ন অবতারের চিন্ময় কার্যকলাপের ধ্যান করাও তোমার কর্তব্য। নির্দিষ্ট উপচার সহকারে কিভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত, সেই সম্পর্কে পূর্বতন ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, অথবা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মন্ত্র থেকে অভিন্ন ভগবানকে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা পূজা করা উচিত। এইভাবে যিনি ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন এবং বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপে যুক্ত, ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে বরদান করেন। ভক্ত যদি জড় ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তা হলে ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে সেই ফল প্রদান করেন। কেউ যদি মুক্তি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তাঁর পক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।"

"রাজপুত্র ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হলেন, তখন তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনিকে পরিক্রমা করে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হওয়ার ফলে, বিশেষভাবে পবিত্র সেই মধুবনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন, তখন নারদ মুনি প্রাসাদে রাজা কিভাবে আছেন তা দেখতে যেতে মনস্থ করেছিলেন। নারদ মুনি যখন সেখানে গেলেন, তখন রাজা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সুখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে নারদ মুনি বলেছিলেন—হে মহারাজ! আপনার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক বলে মনে হচ্ছে এবং আপনি যেন দীর্ঘকাল ধরে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? আপনার ধর্ম অনুষ্ঠানে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে কি কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছে?"

রাজা উত্তর দিলেন—"হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ এবং আমি এতই অধঃপতিত যে, আমি আমার পঞ্চবর্ষীয় বালকের প্রতিও অত্যন্ত নির্দয় হয়েছি। সে যদিও একজন মহাত্মা এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত, তবুও তার মাতা সহ তাকে আমি নির্বাসিত করেছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার পুত্রের মুখমণ্ডল ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো। আমি তার বিপজ্জনক অবস্থার কথা চিন্তা করছি। সে অরক্ষিত এবং সে হয়তো অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। বনের কোথাও সে হয়তো শুয়ে আছে এবং নেকড়েরা তাকে খাওয়ার জন্য হয়তো আক্রমণ করেছে। হায়! ভেবে দেখুন আমি আমার স্ত্রীর কত বশীভূত! আমার নিষ্ঠুরতার কথা একটু কল্পনা করুন! প্রেমবশে আমার সেই সুপুত্র আমার কোলে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে আদর করিনি, এমন কি ক্ষণিকের জন্যও আমি তাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিনি। ভেবে দেখুন আমি কত নির্দয়!"

দেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন—"হে রাজন্! আপনি আপনার পুত্রের জন্য শোক করবেন না। সে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পূর্ণরূপে রক্ষিত। আপনি যদিও তার প্রভাব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নন, কিন্তু তার কীর্তি ইতিমধ্যে সারা জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হে রাজন্! আপনার পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য। সে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা মহান রাজা এবং ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। অচিরেই সে তার কার্য সম্পাদন করে গৃহে ফিরে আসবে। আপনি জেনে রাখুন যে, সে সারা জগৎ জুড়ে আপনার যশও বিস্তার করবে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"নারদ মুনির দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, রাজা উত্তানপাদ তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যময় রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে, কেবল তাঁর পুত্র ধ্রুবের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে ধ্রুব মহারাজ মধুবনে পৌঁছে, যমুনা নদীতে স্নান করেছিলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সেই রাত্রে উপবাস করেছিলেন। তার পর দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। প্রথম মাসে ধ্রুব মহারাজ কেবল তাঁর দেহ ধারণের জন্য, প্রতি তিন দিন অন্তর কেবল কপিত্থ এবং বদরী ফল ভক্ষণ করেন। এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায়

উন্নতি সাধন করতে থাকেন। দ্বিতীয় মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রতি ছয় দিন অন্তর কেবল শুষ্ক তৃণ এবং পত্র আহার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে, তিনি উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। চতুর্থ মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর শ্বাসগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন হয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। পঞ্চম মাসে, রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর শ্বাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যে, তিনি একটি স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর মনকে অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপে একাগ্র করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে সমগ্র জড় সৃষ্টির আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের প্রভু ভগবানকে ধারণ করেছিলেন, তখন ত্রিভুবন কম্পিত হতে শুরু করেছিল। রাজপুত্র ধ্রুব যখন তাঁর এক পায়ের উপর অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে নিপীড়িতা হয়ে ধরিত্রীর অর্ধাংশ অবনত হয়েছিল, ঠিক যেমন একটি হাতিকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকম্পিত হয়। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর পূর্ণ একাগ্রতার প্রভাবে, সমগ্র চেতনার উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার ফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র লোকের সমস্ত মহান দেবতারা এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবেদের আশ্রয়। আমরা অনুভব করছি যে, সমস্ত জীবেদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে আমাদের কখনও এই রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেহেতু আপনি সমস্ত শরণাগত জীবেদের চরম আশ্রয়, তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন—"হে দেবতাগণ! তোমরা বিচলিত হয়ো না। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র, যে এখন সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্ময় মগ্ন হয়েছে, তার কঠোর তপস্যা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে তা হয়েছে। সে ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করেছে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গৃহে এখন নিরাপদে ফিরে যেতে পার। আমি সেই বালকটিকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করব এবং তার ফলে তোমরা এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবে।"

* * *

নবম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"ভগবান যখন এইভাবে দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, তখন তাঁরা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে আপন আপন স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার পর পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সহস্রশীর্ষা অবতার থেকে অভিন্ন, তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সেবক ধ্রুবকে দর্শন করার জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন। যোগসিদ্ধির প্রভাবে ধ্রুব মহারাজ বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল

ভগবানের যে রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই রূপ সহসা অন্তর্হিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ঠিক যেভাবে তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করছিলেন, যেন তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য পান করছিলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করে, তিনি তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন একটি ছোট্ট বালক, তবুও তিনি উপযুক্ত শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেননি। সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজের সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। সেই সময় ধ্রুব মহারাজ বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছিলেন এবং পরমতত্ত্বকে ও সমস্ত জীবের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। সর্ব বিখ্যাত বিপুল কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিজনিত প্রেমে পরিপ্লুত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ, যিনি ভবিষ্যতে এমন একটি লোক প্রাপ্ত হবেন, যা প্রলয়ের সময়েও বিনষ্ট হবে না, তিনি মননশীল এবং নির্ণয়াত্মক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

ধ্রুব মহারাজ বললেন—"হে ভগবান! আপনি সর্বশক্তিমান। আমার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক, আদি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক্ শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আপনি চিৎজগতে এবং জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হন। আপনি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতে মহৎ আদি শক্তি সৃষ্টি করে, পরমাত্মারূপে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আপনি পরম পুরুষ, এবং জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী গুণের মাধ্যমে আপনি নানা প্রকার রূপ প্রকাশ করেন, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে বিভিন্নরূপে প্রজ্বলিত হয়। হে প্রভু! ব্রহ্মা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত। সৃষ্টির আদিতে আপনি তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। আপনি মুক্তিকামীদের একমাত্র আশ্রয় এবং আপনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তিদের বন্ধু। অতএব পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কিভাবে আপনাকে বিস্মৃত হতে পারেন? যারা এই চামড়ার থলিটির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণ-স্বরূপ আপনার মতো কল্পবৃক্ষকে পাওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিরা সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা নরকেও লাভ হয়। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানের ফলে, অথবা আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে, যে চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়, তা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে বলে মনে করার বা পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক। যেহেতু ভগবৎ প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও পরাভূত হয়ে যায়, সুতরাং কালরূপ তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায় যে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ, সেই সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও কালক্রমে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।"

"হে অনন্ত ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ আমি লাভ করতে পারি। এই প্রকার নিত্য ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমি জ্বলন্ত অগ্নির তরঙ্গ-সমন্বিত ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র পার হতে পারব। তা আমার

পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কেননা আমি আপনার শাশ্বত দিব্য গুণাবলী এবং লীলাসমূহ শ্রবণ করার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। হে কমলনাভ ভগবান। যিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে নিরন্তর লোলুপ ভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় যে দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেইগুলি গ্রাহ্যই করেন না। হে ভগবন্! হে অজ! আমি জানি যে, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ, দেব, দানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মারা মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি যে, সেই জীবাত্মারা কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত; কিন্তু আমি এই প্রকার পরম রূপ কখনও দর্শন করিনি যা আমি এখন দেখছি। এখন মতবাদ সৃষ্টি করার জন্য তর্ক-বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে। হে ভগবান! কল্পান্তে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেন এবং তখন তাঁর নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় কমল উত্থিত হয় এবং তাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান। আপনার অখণ্ড চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা আপনি বুদ্ধির কার্যের সমস্ত অবস্থার পরম সাক্ষী। আপনি নিত্য মুক্ত, আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত এবং পরমাত্মারূপে আপনার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আদি পরমেশ্বর ভগবান এবং আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের শাশ্বত ঈশ্বর। তাই আপনি সমস্ত সাধারণ জীব থেকে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুরূপে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে পালন করেন এবং আপনি স্বতন্ত্র থাকলেও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। হে ভগবান। আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রকাশে দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব—জ্ঞান এবং অবিদ্যা সতত বিরাজমান। আপনার বিবিধ শক্তি নিরন্তর প্রকাশিত, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অখণ্ড, আদি, অপরিবর্তনীয়, অসীম এবং আনন্দময়, তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু আপনি হচ্ছেন সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্ত রূপ। তাই, যিনি অন্য সমস্ত বাসনা-রহিত হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন তাঁর কাছে রাজপদও নিতান্ত নগণ্য হয়ে যায়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার এমনই আশীর্বাদ। গাভী যেমন তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে এবং সমস্ত আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করে পালন করে, আপনিও তেমন আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আমার মতো অজ্ঞান ভক্তকে পালন করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! সৎ বাসনায় পূর্ণ অন্তঃকরণ-সমন্বিত ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ এবং আমি তোমার অন্তরের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। যদিও তোমার অভিলাষ অত্যন্ত উচ্চ এবং পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন, তা সত্ত্বেও আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করব। তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক। হে ধ্রুব! আমি তোমাকে ধ্রুবলোক নামক এক উজ্জ্বল গ্রহ প্রদান করব, যার অস্তিত্ব কল্পান্তে প্রলয়ের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সমস্ত সৌরমণ্ডল, গ্রহ এবং নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত সেই লোকে এখনও পর্যন্ত কেউ আধিপত্য করেনি। নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্ক সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে, ঠিক যেমন বলদসমূহ শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র আদি মহর্ষিগণ অধ্যুষিত নক্ষত্ররাজি সেই ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণে রেখে সতত প্রদক্ষিণ করে। যখন তোমার পিতা তোমার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করে বনে গমন করবেন, তখন তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনকার মতোই শক্তিশালী থাকবে। তুমি কখনও বৃদ্ধ হবে না।' "

"ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে, তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করতে বনে গিয়ে নিহত হবে এবং তখন তোমার বিমাতা সুরুচি তার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে দাবানলে প্রবেশ করবে। আমি সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়। তুমি বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে এবং প্রভূত দানও করবে। এইভাবে এই

জীবনে জড়-জাগতিক সুখের আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে এবং জীবনান্তে তুমি আমাকে স্মরণ করতে পারবে। হে ধ্রুব! তোমার জড়-জাগতিক জীবনের পর এই শরীরে তুমি আমার লোকে যাবে, যা সর্বদা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা নমস্কৃত। তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং সেখানে একবার গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"বালক ধ্রুব মহারাজ দ্বারা পূজিত এবং সম্মানিত হয়ে এবং তাঁকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভগবানের চরণ-কমলের উপাসনার দ্বারা ধ্রুব মহারাজ তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রসন্ন হননি। এইভাবে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

শ্রীবিদুর প্রশ্ন করলেন—"হে ব্রাহ্মণ। ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপাময় ভগবানের প্রসন্নতা বিধানকারী শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল তা লাভ করা যায়। এক জন্মেই ধ্রুব মহারাজ তা লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেকী। তা হলে, কেন তিনি প্রসন্ন হননি?"

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"ধ্রুব মহারাজের হৃদয় তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর বিমাতার দুর্ব্যবহার ভুলতে পারেননি। তিনি এই জড় জগৎ থেকে প্রকৃত মুক্তি প্রার্থনা করেননি। তাই তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর সামনে এসেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের জড় বাসনার জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।"

"ধ্রুব মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করা কোন সহজ কাজ নয়, কারণ সনন্দন প্রমুখ মহান ব্রহ্মচারীরাও সমাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করে বহু জন্মের পর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল ছয় মাসের মধ্যেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তবুও, ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে অভিলাষ থাকার ফলে, আমি অধঃপতিত হয়েছি। হায়! দেখ আমি কত দুর্ভাগা! আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপবর্তী হয়েছিলাম, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অচিরে ছেদন করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূর্খতাবশত, আমি তাঁর কাছে এমন বস্তু প্রার্থনা করেছি যা নশ্বর। স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের আবার অধঃপতিত হতে হবে, তাঁরা আমাকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন। এই সমস্ত অসহিষ্ণু দেবতারা আমার বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছেন এবং তাই আমি নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে যথার্থ বর প্রার্থনা করতে পারিনি।"

"ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন—আমি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম; প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে, আমি মায়ার কোলে নিদ্রিত ছিলাম। দ্বিতীয় অভিনিবেশ-জনিত ভেদ দর্শনের ফলে, আমি আমার ভাইকে শত্রু বলে মনে করেছিলাম এবং ভ্রান্তিবশত অন্তরে ব্যথিত হয়ে মনে করেছিলাম, "তারা আমার শত্রু।" পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকে প্রসন্ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে কেবল কয়েকটি অর্থহীন বস্তু প্রার্থনা করেছি। আমার কার্যকলাপ ঠিক একটি মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার মতো। দেখ আমি কি দুর্ভাগা, কারণ, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদনকারী পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও আমি কেবল সেই বন্ধনই প্রার্থনা করেছি। ভগবান যদিও আমাকে তাঁর সেবা-সম্পদ প্রদান করেছিলেন, তবুও নিতান্ত মূর্খতাবশত এবং পুণ্যের অভাববশত, আমি কেবল নাম-যশ এবং জাগতিক উন্নতি কামনা করেছি! আমার অবস্থা ঠিক এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো, যিনি এক মহান সম্রাটের কাছে মূর্খতাবশত কেবল একটু খুদ ভিক্ষা করেন, যদিও তাঁর প্রতি প্রসন্নতাবশত সম্রাট তাঁকে যে কোন কিছু দিতে ইচ্ছুক।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তোমার মতো ব্যক্তিরা, যাঁরা মুকুন্দের (যিনি মুক্তি দান করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের) শ্রীপাদপদ্মের শুদ্ধ ভক্ত এবং যাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মধুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই প্রসন্ন থাকেন। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই এই প্রকার

ভক্তরা সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে কখনও জড়জাগতিক উন্নতি প্রার্থনা করেন না।"

"মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনলেন যে, পুত্র ধ্রুব গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন ধ্রুব তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে আসছেন। তিনি সেই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন কি করে তা সম্ভব। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব। তিনি যদিও সেই বার্তাবাহকের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি, তবুও দেবর্ষি নারদের বাণীতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তিনি তাকে এক অতি মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহার দান করেছিলেন। মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর হারানো পুত্রের মুখ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে, তখন অতি উত্তম অশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরিবারের সমস্ত প্রবীণ সদস্যগণ, রাজকর্মচারী, মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশী আদি মঙ্গলজনক বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল এবং সৌভাগ্যসূচক বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল। মহারাজ উত্তানপাদের উভয় পত্নী সুনীতি এবং সুরুচি এবং তাঁর অন্য পুত্র উত্তম সহ শিবিকায় আরোহণ করে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ধ্রুব মহারাজকে উপবনের সন্নিকটে আগত দেখে মহারাজ উত্তানপাদ অতি শীঘ্র তাঁর রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে দীর্ঘকাল না দেখার ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং তাই গভীর প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি তাঁর হারানো পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মহারাজ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু পূর্বের মতো ছিলেন না; পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে মিলনের ফলে, রাজা উত্তানপাদের দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল এবং তাই তিনি বার বার ধ্রুবের মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়েছিলেন। সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন এবং উত্তানপাদ আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁর পুত্রকে সম্ভাষণ করলেন। তার পর ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ধ্রুব মহারাজের ছোট মা সুরুচি যখন দেখলেন যে, সেই নিষ্পাপ বালকটি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং অশ্রু গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "হে প্রিয় পুত্র! তুমি চিরজীবী হও!" জল যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত জীব শ্রদ্ধাশীল হয়। উত্তম এবং ধ্রুব মহারাজ দুই ভাইও প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল এবং উভয়েই মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি তাঁর প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ করে, গভীর প্রসন্নতায় তাঁর সমস্ত বেদনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। হে বিদুর! বীর-প্রসবিনী সুনীতির স্তনযুগল থেকে ক্ষরিত দুগ্ধের সঙ্গে তাঁর অশ্রুধারা মিশ্রিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সমগ্র অঙ্গ সিক্ত করেছিল। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।"

পুরবাসীরা রাজমহিষী সুনীতির প্রশংসা করে বললেন—"হে রাজ্ঞী! দীর্ঘকাল পূর্বে আপনার প্রিয় পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল এবং আপনার মহা সৌভাগ্যের ফলে, এখন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। আপনার এই পুত্র দীর্ঘকাল আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনার সমস্ত শোক দূর করবে। হে রানী! আপনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যাঁরা নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেন। এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।"

"হে বিদুর! এইভাবে সকলে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রশংসা করছিলেন, তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং ধ্রুব ও তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে একটি হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলেই তাঁর প্রশংসা করছিল। সমগ্র নগরী ফুল ও ফলের গুচ্ছসমন্বিত কদলী বৃক্ষের স্তম্ভ এবং নবীন গুবাক তরুর দ্বারা সাজানো হয়েছিল এবং প্রাসাদদ্বারে মকর-তোরণ রচিত হয়েছিল। প্রতিটি দ্বার আম্রপল্লব, বস্ত্র, মালা ও মুক্তাদামের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং বহির্দেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস এবং তার সামনে দীপাবলী শোভা পাচ্ছিল। নগরীর সমস্ত প্রাসাদ নগরদ্বার এবং প্রাচীর স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়েছিল। প্রাসাদের শিখরগুলি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল এবং নগরীর চতুর্দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল যে সমস্ত বিমান, সেগুলির শিখরগুলিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিল। নগরের সমস্ত চত্বর, রাজপথ, গলি এবং রাস্তার মোড়ে বসবার উচ্চ স্থানগুলি খুব ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং চন্দন জলে সিক্ত করা হয়েছিল; আর খই, যব, ধান, ফুল, ফল এবং অন্য অনেক প্রকার মাঙ্গলিক উপহার সামগ্রী নগরীর সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। এইভাবে যখন ধ্রুব মহারাজ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত সতী পুরললনাগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর উপর শ্বেত সর্ষপ, যব, দই, জল, দূর্বা, ফল এবং ফুল বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মনোহর গীত শ্রবণ করতে করতে তাঁর পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।"

"তার পর ধ্রুব মহারাজ বহু মূল্যবান মণিরত্নে সজ্জিত তাঁর পিতার প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তাঁর স্নেহশীল পিতা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তিনি সেই প্রাসাদে স্বর্গের দেবতাদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন। সেই প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ অত্যন্ত শুভ্র হস্তিদন্ত নির্মিত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং সোনার আসবাবপত্র বিদ্যমান ছিল। সেই রাজপ্রাসাদ মরকত আদি মণিরত্ন-খচিত স্ফটিকের প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং তাতে হাতে প্রদীপ্ত রত্নময় দীপসমন্বিত সুন্দর স্ত্রীমূর্তিখচিত ছিল। রাজার প্রাসাদ উদ্যানসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেখানে স্বর্গলোক থেকে নিয়ে আসা বহু বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে বিহঙ্গ-মিথুন সুস্বরে কূজন করছিল এবং মধুপানোন্মত্ত মধুকরেরা গুনগুন স্বরে গান করছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পান্নার তৈরি সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত ছিল, তাতে পদ্ম, উৎপল ও কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত ছিল এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ইত্যাদি পক্ষীকুল সেই জলে বিহার করছিল। রাজর্ষি উত্তানপাদ তাঁর পুত্র ধ্রুবের মহিমা শ্রবণ করে এবং তাঁর প্রভাব দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ধ্রুবের কার্যকলাপ ছিল আশ্চর্যতম। তারপর মহারাজ উত্তানপাদ বিচার করে দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মন্ত্রীরা সম্মত আছেন এবং প্রজারাও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তখন তিনি ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর বৃদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং তাঁর আত্মার কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহারাজ উত্তানপাদ বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনে গমন করলেন।"

দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তার পর ধ্রুব মহারাজ প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কল্প এবং বৎসর নামক দুই পুত্র হয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী ধ্রুব মহারাজের ইলা নামক অন্য আর একজন পত্নী ছিল, যিনি ছিলেন বায়ুদেবতার কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনি উৎকল নামক একটি পুত্র এবং

এক অতি সুন্দরী কন্যারত্ন উৎপাদন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, এক সময় মৃগয়ায় গিয়ে, হিমালয় পর্বতে এক অতি বলবান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচিও তাঁর পুত্রের পথ অনুসরণ করেছিলেন (মৃত্যুবরণ করেছিলেন)। হিমালয় পর্বতে যক্ষের হাতে তাঁর ভ্রাতা উত্তমের মৃত্যু হয়েছে, সেই সংবাদ পেয়ে ধ্রুব মহারাজ শোক এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে, তাঁর রথে চড়ে যক্ষপুরী বা অলকাপুরী বিজয় করতে বহির্গত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ উত্তরাভিমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রুদ্রের অনুচরগণ অধ্যুষিত একটি নগরী তিনি দর্শন করলেন।"

"হে বিদুর! অলকাপুরীতে পৌঁছানো মাত্রই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দিয়েছিলেন এবং সেই শঙ্খধ্বনি সমগ্র আকাশ জুড়ে এবং সমস্ত দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তা শুনে যক্ষ-রমণীগণ অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল। তাদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। হে মহাবীর বিদুর! ধ্রুব মহারাজের শঙ্খধ্বনি সহ্য করতে না পেরে, মহাবলী যক্ষবীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য নগরী থেকে বেরিয়ে এল। মহা ধনুর্ধারী ও মহারথী ধ্রুব মহারাজ সেই যক্ষ-সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে, একসঙ্গে তিন-তিনটি করে বাণ নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। যক্ষবীরেরা যখন দেখল যে, ধ্রুব মহারাজের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তারা সহজেই তাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বীর হিসাবে, তারা ধ্রুব মহারাজের কার্যের প্রশংসা করেছিল। সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই যক্ষরাও তেমন ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে, তাদের ধনুক থেকে একসঙ্গে ছয়টি করে বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। যক্ষ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্ভুতকর্মা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করেছিল। তাদের সমস্ত শক্তি সহকারে তারা রথ এবং সারথি সহ ধ্রুব মহারাজের উপর পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাশশূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন নিরন্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়। উচ্চতর লোকের সমস্ত সিদ্ধরা আকাশ থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে ধ্রুব মহারাজ শত্রুপক্ষের বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন, 'হায়! মনুর পৌত্র ধ্রুব সূর্যবৎ এখন যক্ষদের সমুদ্রে অস্তমিত হল।' যক্ষেরা সাময়িকভাবে জয় লাভ করে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করছিল যে, তারা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু তখন হঠাৎ ধ্রুব মহারাজের রথ আবির্ভূত হল, ঠিক যেমন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সহসা সূর্যের প্রকাশ হয়। ধ্রুব মহারাজের ধনুকের টঙ্কার এবং বাণের ফুৎকার শত্রুদের হৃদয়ে বিষাদ উৎপন্ন করেছিল। তিনি নিরন্তর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তার ফলে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হল, ঠিক যেমন প্রবল বায়ু আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে। ধ্রুব মহারাজের ধনুক থেকে বিনির্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি শত্রুদের বর্ম ভেদ করে তাদের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পর্বতগাত্র বিদারণ করে।"

"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা যাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল, সেইগুলি কর্ণকুণ্ডল এবং উষ্ণীষের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। সেই শরীরের জঙ্ঘাগুলি ছিল সুবর্ণ বর্ণ তালগাছের মতো সুন্দর, তাদের বাহুগুলি সোনার কঙ্কন এবং কেয়ূরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তাদের মস্তকে মহা মূল্যবান স্বর্ণমুকুট শোভা পাচ্ছিল। সেই রণভূমিতে এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তা একজন বীরের পক্ষেও মনোহর হয়েছিল। অন্য যে সমস্ত যক্ষরা, যারা নিহত হয়নি, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান যোদ্ধা ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। তাই তারা তখন পালিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়ে হস্তী পলায়ন করে। নরশ্রেষ্ঠ ধ্রুব মহারাজ তখন দেখলেন যে, সেই বিশাল

যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সশস্ত্র শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান নেই। তখন তিনি অলকাপুরী দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, 'মায়াবী যক্ষদের পরিকল্পনা কেউই জানে না।' ইতিমধ্যে ধ্রুব মহারাজ যখন মায়াবী শত্রুদের পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা করে তাঁর সারথির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁরা এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন, যেন সমগ্র সমুদ্র সেখানে এসে পড়েছে এবং তাঁরা দেখলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন রক্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র এবং মেদ বর্ষণ হতে লাগল এবং গগনমণ্ডল থেকে ধ্রুবের সম্মুখে বহু বহু শিররহিত দেহ পতিত হতে লাগল। তার পর, আকাশে একটি বিশাল পর্বত দৃষ্ট হল এবং তা থেকে চতুর্দিকে প্রস্তর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল ইত্যাদি পতিত হতে লাগল। ধ্রুব মহারাজ দেখলেন যে, ক্রোধপূর্ণ চক্ষুসমন্বিত বিশালাকার সর্পেরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে তাঁকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে উন্মত্ত হস্তী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দলে দলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তার পর ভীষণমূর্তি সমুদ্র যেন প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, প্রবল তরঙ্গ সহযোগে সারা বিশ্ব প্লাবিত করতে করতে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। আসুরিক যক্ষেরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রূর এবং তাদের আসুরিক মায়ার দ্বারা তারা অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের ভয় দেখাতে পারে। মহর্ষিগণ যখন শুনলেন যে, অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি মায়াবী শক্তি প্রয়োগ করেছে, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কল্যাণকর অনুপ্রেরণা দিতে শুরু করলেন।"

সমস্ত মুনিরা বললেন—"হে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব! শার্ঙ্গধন্বা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, তিনি তোমার শত্রুদের সংহার করুন। ভগবানের পবিত্র নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন, তাই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত পরিত্রাণ পায়।"

একাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজ মহর্ষিদের অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী শ্রবণ করে, জল স্পর্শ করে আচমন করলেন এবং তার পর ভগবান নারায়ণের নির্মিত বাণ তাঁর ধনুকে যুক্ত করলেন। ধ্রুব মহারাজ ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজন করা মাত্রই যক্ষনির্মিত মায়া দূর হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়। ধ্রুব মহারাজ যখন নারায়ণ ঋষি নির্মিত সেই অস্ত্রটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন, তখন তা থেকে সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং কলহংসের পক্ষের মতো পালক-সমন্বিত শরসমূহ নিঃসৃত হল। ময়ূরেরা যেমন ভীষণ শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই শরসমূহ তেমনই

শত্রুসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উন্নত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হয়। যখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীমনু বললেন—"হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অবগত থাকার কথা। হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ। দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছ। যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।"

"হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্তনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি; তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত। কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর

কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম। পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

"হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসাবদ্ধ বলীবর্দ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাণীতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ধ্রুব! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।"

"হে রাজন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা রোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্ষুব্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনম্র বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্তুত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।"

শত্রুসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উন্নত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হয়। যখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীমনু বললেন—"হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অবগত থাকার কথা। হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ। দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছ। যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।"

"হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্তনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি; তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত। কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর

কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম। পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

"হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসাবদ্ধ বলীবর্দ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাণীতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ধ্রুব! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।"

"হে রাজন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা রোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্ষুব্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনম্র বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্কৃত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ প্রশমিত হল এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে যক্ষদের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ধনপতি কুবের যখন সেই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি যক্ষ, কিন্নর এবং চারণদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজকে তখন তিনি বলতে লাগলেন।"

ধনপতি কুবের বললেন—"হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়পুত্র! তোমার পিতামহের উপদেশে তুমি যে দুস্ত্যজ বৈরীভাব ত্যাগ করেছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, তুমি যক্ষদের হত্যা করনি এবং তারাও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি, কারণ সৃষ্টি এবং সংসারের পরম কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কালরূপী প্রকাশ। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, নিজের এবং অপরের প্রতি 'আমি' এবং 'তুমি' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। এই দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ এবং তা আমাদের সংসারচক্রে নিরন্তর আবর্তিত করে। হে ধ্রুব! আমার কাছে এসো। ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন। অধোক্ষজ ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং এইভাবে বৈষম্য-রহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই, সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপের সেবা করতে শুরু কর। তাই, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত কর, কারণ তিনিই কেবল আমাদের এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি এই জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। এই জড় জগতের সব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে। হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ! আমরা শুনেছি যে, তুমি নিরন্তর পদ্মনাভ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাই তুমি আমাদের কাছ থেকে সব রকম বর গ্রহণের যোগ্য। অতএব নির্দ্বিধায় তুমি আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে পার।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! যক্ষরাজ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বললেন, তখন মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হতে পারেন। ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তাঁর বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার পর তিনি ধ্রুবের সম্মুখে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব মহারাজও তখন তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ধ্রুব মহারাজ যত দিন গৃহে ছিলেন, তত দিন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যিনি সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যিনি যজ্ঞের ফল প্রদান করেন। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, সব কিছু কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, কারণ তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। ধ্রুব মহারাজ সমস্ত দিব্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি দয়ালু এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁর প্রজারা তাঁকে তাঁদের পিতা বলে মনে করতেন। ধ্রুব মহারাজ ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং তপস্যার দ্বারা অশুভ কর্মের ফল ক্ষয় করে, ছত্রিশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। সংযত-ইন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব মহারাজ এইভাবে ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ ত্রিবর্গ অনুকূলভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা বহুকাল

অতিবাহিত করে, অবশেষে তাঁর রাজসিংহাসনের ভার তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জগৎ স্বপ্ন বা মায়াজালের মতো জীবেদের মোহগ্রস্ত করে, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা রচিত। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ অবশেষে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত এবং মহাসাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ রাজকোষ, তাঁর অত্যন্ত আরামপ্রদ প্রাসাদ এবং রমণীয় বিহারস্থল মায়া রচিত বিবেচনা করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পবিত্র জলে নিয়মিতভাবে স্নান করার ফলে, ধ্রুব মহারাজের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিল। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর শ্বাসক্রিয়া এবং প্রাণবায়ু সংযত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁর মনকে ভগবানের প্রতিরূপ অর্চা বিগ্রহে ধ্যানস্থ করেছিলেন, এইভাবে ভগবানের ধ্যান করতে করতে তিনি পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। চিন্ময় আনন্দে অভিভূত হওয়ার ফলে, তাঁর নয়ন-যুগল থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সমাধিস্থ হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হলেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় দেহের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন। মুক্তির সেই লক্ষণগুলি প্রকট হওয়া মাত্র, তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি সুন্দর বিমান দশদিক আলোকিত করে আকাশ থেকে অবতরণ করছে, যেন পূর্ণচন্দ্র আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে। ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানে দুইজন অতি সুন্দর বিষ্ণুপার্ষদদের দেখতে পেলেন। তাঁরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, তাঁরা কিশোর বয়স্ক এবং তাঁদের নয়ন কমলের মতো অরুণবর্ণ। তাঁদের হাতে গদা ছিল এবং তাঁদের পরিধানে ছিল অত্যন্ত সুন্দর বসন এবং মাথায় ছিল মুকুট, আর তাঁরা হার, অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত ছিলেন। সেই অসাধারণ ব্যক্তিদের ভগবানের পার্ষদ বলে চিনতে পেরে, ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ার ফলে, তিনি যে কিভাবে তাঁদের স্বাগত জানাবেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি কেবল করজোড়ে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে, ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা উচ্চারণ করেছিলেন।"

"ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময় ছিল। যখন নন্দ এবং সুনন্দ নামক ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহাস্য বদনে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, বিনীতভাবে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে রাজন! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আপনি যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন, তখন আপনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন। আমরা সমগ্র জগতের স্রষ্টা শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণকারী ভগবানের প্রতিনিধি। আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে, আমরা এখানে এসেছি। এই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আপনার তপস্যার দ্বারা আপনি তা জয় করেছেন। মহান ঋষিগণ এবং দেবতাগণও সেই পদ প্রাপ্ত হন না। সেই পরম ধাম (বিষ্ণুলোক) কেবল দর্শন করার জন্য সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। আপনি আসুন, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

"হে মহারাজ ধ্রুব! আপনার পূর্বপুরুষেরা অথবা অন্য কেউ সেই চিন্ময় লোক কখনও প্রাপ্ত হননি। সেই স্থান বিষ্ণুলোক নামে পরিচিত সর্বোচ্চ পদ, যেখানে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বাস করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা তা পূজিত হয়। দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এবং সেখানে নিত্যকাল বাস করুন। হে অমর! এই অদ্বিতীয় বিমানটি ভগবান পাঠিয়েছেন, যাঁর স্তুতি উত্তমশ্লোকের দ্বারা করা হয় এবং যিনি সমস্ত জীবাত্মাদের শিরোমণি। আপনি এই বিমানে আরোহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ধ্রুব মহারাজ ভগবানের

অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকের মুখ্য ভগবৎ পার্ষদদের সুমধুর বাণী শ্রবণ করে তিনি পুণ্য স্নান সমাপন করলেন এবং উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হয়ে, তাঁর নিত্য মাঙ্গলিক কৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন। তার পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। বিমানে আরোহণ করবার পূর্বে, ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং বিষ্ণু পার্ষদদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন তাঁর রূপ তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন সেই চিন্ময় বিমানটিতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে একেবারে গ্রাহ্য না করে, তিনি তার মস্তকে পা রেখে, সেই বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যা ছিল একটি বিশাল গৃহের মতো। তখন আকাশে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণব বাজতে শুরু করেছিল, মুখ্য গন্ধর্বেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা ধ্রুব মহারাজের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ বিমানে আরোহণ করার পর, বিমান যখন ছাড়তে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুঃখিতা মাতা সুনীতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমার দুঃখিনী জননীকে ফেলে রেখে, আমি কি করে বৈকুণ্ঠলোকে যাব?"

"বৈকুণ্ঠলোকের দুই মহান ভগবৎ পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ ধ্রুব মহারাজের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর মাতা সুনীতি অন্য আর একটি বিমানে তাঁর পুরোভাগে যাচ্ছেন। অন্তরীক্ষ দিয়ে যাওয়ার সময়, ধ্রুব মহারাজ ক্রমশ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহগুলি দেখতে পেলেন এবং পথে তাঁর উপর পুষ্প-বর্ষণকারী ও বিভিন্ন বিমানে বিচরণকারী সমস্ত দেবতাদের দেখতে পেলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করেছিলেন। সেই স্থানের ঊর্ধ্ব লোকে তিনি শাশ্বত চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। বৈকুণ্ঠলোক স্বীয় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। এই জড় জগতের উজ্জ্বল লোকসমূহ সেই জ্যোতির প্রতিফলনের ফলেই উজ্জ্বল হয়। যারা অন্যান্য জীবের প্রতি কৃপাপরবশ নয়, তারা কখনও সেই লোকে যেতে পারে না। যাঁরা নিরন্তর জীবের কল্যাণজনক কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁরাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, নির্মল ও পবিত্র এবং যাঁরা অন্য সমস্ত জীবেদের কিভাবে প্রসন্নতা বিধান করতে হয় তা জানেন, তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের বন্ধু; তাঁরাই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এইভাবে মহারাজ উত্তানপাদের অত্যন্ত মহিমান্বিত পুত্র, ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ত্রিলোকের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে কুরুনন্দন বিদুর! বলীবর্দ যেমন মেঢদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঠিক সেইভাবে প্রবলবেগে ধ্রুব মহারাজের ধামকে প্রদক্ষিণ করছে। ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে, নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে প্রচেতাদের যজ্ঞে মহা আনন্দে পরবর্তী তিনটি শ্লোক গেয়েছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"পতিব্রতা সুনীতির পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাবে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী তপস্যার প্রভাবে, এমন এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা বেদান্তবিদ ব্রহ্মবাদীরাও লাভ করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর কি কথা। দেখ, কিভাবে ধ্রুব মহারাজ তার বিমাতার বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে, কেবল পাঁচ বছর বয়সে বনে গিয়েছিল এবং আমার নির্দেশে তপস্যা করেছিল। ভগবান যদিও অজেয়, তবুও ধ্রুব মহারাজ ভক্তোচিত বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেছিল। ছয় মাস ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, ধ্রুব মহারাজ পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়সে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আহা! কোন মহান ক্ষত্রিয় বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করার পরেও এই পদ লাভ করতে পারে না।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের মহান যশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা কিছু প্রশ্ন আমাকে করেছিলে, আমি সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছি। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তরা ধ্রুব মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন। ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণকারীর ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। তা এতই

পবিত্র যে, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার ফলেই স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আখ্যান এতই মহিমান্বিত যে, তা শ্রবণের ফলে দেবতারা পর্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তা এতই শক্তিশালী যে, তার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর শুদ্ধ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বার বার প্রয়াস করেন, তিনিও শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়। যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি তাঁরই মতো উত্তম গুণাবলী অর্জন করেন। যাঁরা মহিমা, শক্তি অথবা প্রভাব লাভ করতে চান, এই পন্থার দ্বারা তাঁরা তা লাভ করতে পারেন, আর যাঁরা চিন্তাশীল এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বাঞ্ছা-পূরণেরও এটি হচ্ছে উপযুক্ত উপায়।"

মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছিলেন—"ধ্রুব মহারাজের মহৎ চরিত্র ও কার্যকলাপ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের সঙ্গে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্তন করা উচিত। যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। বিশেষ করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়ে, বিশেষ তিথির সমাপ্তিতে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবাসরে এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। এইভাবে, কোন রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বিনা, এই আখ্যান কীর্তন করা হলে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই সিদ্ধিলাভ করেন। ধ্রুব মহারাজের আখ্যান অমৃতত্ব লাভের পরম মহিমান্বিত জ্ঞান। যারা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এই জ্ঞানের দ্বারা তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করা যায়। যাঁরা দিব্য সহানুভূতির ফলে, দীনজনদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা আপনা থেকেই দেবতাদের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। ধ্রুব মহারাজের দিব্য কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ধ্রুব মহারাজ শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে তাঁর মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। হে বিদুর! আমি এই আখ্যান এখন সমাপ্ত করেছি, কারণ তোমার কাছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি সমস্ত ঋষিদের বললেন—"মৈত্রেয় ঋষির কাছে ধ্রুব মহারাজের বিষ্ণুধামে আরোহণের বর্ণনা শ্রবণ করে, ভগবানের প্রতি বিদুরের ভক্তি আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মৈত্রেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহান ভক্ত! প্রচেতারা কে? কোন্ কুলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল? তাঁরা কার পুত্র ছিলেন এবং কোথায় তাঁরা সেই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন? আমি জানি যে, দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভক্তির পাঞ্চরাত্রিক বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রচেতারা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলী দেবর্ষি নারদ বর্ণনা করেছিলেন। হে ব্রাহ্মণ! নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং সেই সভায় ভগবানের কোন্ লীলা বর্ণনা করা হয়েছিল? আমি তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে আপনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেই মহিমা বর্ণনা করুন।' "

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"হে বিদুর! মহারাজ ধ্রুব যখন বনে প্রস্থান করলেন, তখন তাঁর পুত্র উৎকল তাঁর পিতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে চাননি। উৎকল তাঁর জন্ম থেকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমদর্শী, কারণ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরমাত্মায় এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মাকে বিরাজমান দেখতেন। পরম ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই মুক্তিকে বলা হয় নির্বাণ। তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন এবং সেই আনন্দময় স্থিতিতেই তিনি সর্বদা বিরাজ করতেন, যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল। নিরন্তর ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ভক্তিযোগকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তা জড় বাসনারূপ সমস্ত মল দগ্ধ করে। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কিছুই তিনি দেখতেন না এবং তিনি সর্বদা তাঁরই সেবাতে যুক্ত থাকতেন। পথে বিচরণ করার সময় অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকলকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূক বলে মনে করত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত শিখাবিহীন অগ্নির মতো অবস্থান করতেন। সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে বুদ্ধিহীন ও উন্মত্ত বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমিনন্দন বৎসরকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ বৎসরের স্ববীথি নামক অত্যন্ত প্রিয় পত্নী ছিলেন; তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ, বসু এবং জয় নামক ছয় পুত্র প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামক দুই পত্নী ছিল। প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিনম্ এবং সায়ম্ নামক তিন পুত্র ছিল। দোষার প্রদোষ, নিশিথ এবং ব্যুষ্ট নামক তিন পুত্র ছিল। ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী এবং তিনি সর্বতেজা নামে এক অতি শক্তিশালী পুত্র প্রসব করেন। সর্বতেজার পত্নী আকূতি চাক্ষুষ নামক পুত্র প্রসব করেন, যিনি মন্বন্তরে ষষ্ঠ মনু হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মনুর পত্নী ছিলেন নড্বলা, তিনি পুরু, কুৎস ত্রিত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক নামক শুদ্ধচিত্ত পুত্রদের প্রসব করেন। বারোজন পুত্রের মধ্যে, উল্মুক তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুসন্তান ছিলেন এবং তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয়। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন, এই বেণ ছিল অত্যন্ত কুটিল। তার অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবে মর্মাহত হয়ে, রাজর্ষি অঙ্গ গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। হে বিদুর! মহর্ষিদের অভিশাপ বজ্রের মতো কঠোর। তাই তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বেণ রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর কোন রাজা না থাকায়, দস্যু-তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রজারা ভীষণভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল। তা দেখে, মহর্ষিরা বেণের দক্ষিণ হস্তটিকে মন্থন করেছিলেন এবং তাঁদের মন্থনের ফলে, ভগবান বিষ্ণুর অংশে আদি রাজা পৃথু আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! মহারাজ অঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত সুশীল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও সাধু পুরুষ ছিলেন এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তা হলে এই প্রকার মহাত্মার বেণের মতো কুসন্তান কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল, যার জন্য তিনি বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন? ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা কেন শাসন-দণ্ড ধারণকারী রাজা বেণকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন? প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাজা যদি কখনও অত্যন্ত পাপপূর্ণ আচরণ করেও থাকেন, তবুও তাঁকে অপমান না করা। কারণ তিনি তাঁর তেজের দ্বারা অন্য সমস্ত শাসকদের থেকে অধিক প্রভাবশালী।"

বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালের সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে অবগত আছেন। তাই বেণ রাজার সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। আমি আপনার শ্রদ্ধাবান ভক্ত, তাই দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"হে বিদুর! এক সময় মহান রাজা অঙ্গ অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানতেন, কিভাবে দেবতাদের আহ্বান করতে

হয়, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে আসেননি।"

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতরা তখন রাজা অঙ্গকে বললেন—"হে রাজন্! আমরা যথাযথভাবে যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না। হে রাজন্, আমরা জানি যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকল সামগ্রী আপনি গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে সংগ্রহ করেছেন এবং তা দূষিত নয়। আমাদের উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রও বীর্যহীন নয়, কারণ উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী এবং এই যজ্ঞ তাঁরা দক্ষতা সহকারে অনুষ্ঠান করছেন। হে রাজন্! দেবতারা যে কেন অপমানিত অথবা উপেক্ষিত বলে অনুভব করবেন, তার কোন কারণও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যজ্ঞের সাক্ষী দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না। কেন যে এই রকম হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

সেই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বললেন যে, "পুরোহিতদের সেই কথা শুনে রাজা অঙ্গ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তখন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে কিছু বলার অনুমতি নিয়ে, সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

পুরোহিতদের সম্বোধন করে রাজা অঙ্গ বললেন—"হে পুরোহিতগণ! দয়া করে আমাকে বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি। দেবতারা আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা এই যজ্ঞে আসছেন না এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না।"

প্রধান পুরোহিতগণ বললেন—"হে রাজন্! এই জীবনে আপনার কোন পাপ নেই, এমন কি আপনার মনেও কোন পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোন পুত্র সন্তান নেই। হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অপুত্রক, কিন্তু আপনি যদি ভগবানের কাছে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, তা হলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন। যখন যজ্ঞপুরুষ হরি আপনার পুত্র লাভের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রিত হবেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁর সঙ্গে আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন। যজ্ঞকর্তা (কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যে বাসনা নিয়ে ভগবানের পূজা করে, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। এইভাবে রাজা অঙ্গের পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁরা সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আহুতি প্রদান করতে মনস্থ করেছিলেন। যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মাধ্যমেই, যজ্ঞাগ্নি থেকে সুবর্ণ মাল্যভূষিত এবং শ্বেত বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি একটি স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছিলেন। রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই পায়েস গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পত্নীকে তা প্রদান করেছিলেন। পুত্রহীনা রানী সুনীথা পুত্রোৎপাদক সেই পায়েস ভক্ষণ করে তাঁর পতির সাহচর্যে গর্ভবতী হন এবং যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই বালকটির জন্ম হয়েছিল আংশিকভাবে অধর্মের বংশে। তার মাতামহ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং সে তার মাতামহের অনুগত হয়েছিল; তার ফলে সে অত্যন্ত অধার্মিক হয়েছিল। সেই নিষ্ঠুর বালক ধনুর্বাণ নিয়ে বনে গিয়ে, অকারণে নিরীহ হরিণদের বধ করত। তাকে আসতে দেখা মাত্রই পুরজনেরা চিৎকার করত, "নিষ্ঠুর বেণ আসছে! নিষ্ঠুর বেণ আসছে!" সেই বালক এত নিষ্ঠুর ছিল যে, খেলার সময় সে তার সমবয়স্ক বালকদের পশুর মতো হত্যা করত। রাজা অঙ্গ তাঁর পুত্র বেণের নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ দর্শন করে, তাকে সংশোধন করার জন্য নানা প্রকার দণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সৎপথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন।"

রাজা মনে মনে ভাবলেন—"যাঁরা অপুত্রক তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা অবশ্যই পূর্বজন্মে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, যার ফলে কুপুত্রের দ্বারা তাঁদের অসহ্য দুঃখভোগ করতে হয় না। পাপী পুত্রের ফলে মানুষের যশ নষ্ট হয়। তার অধর্ম আচরণের ফলে, গৃহে অধর্ম এবং বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তা কেবল অন্তহীন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। এমন কোন্ বিবেচক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই প্রকার কুপুত্র কামনা করবেন? এই প্রকার পুত্র জীবের মোহবন্ধনের কারণ ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে।"

তার পর রাজা মনে মনে বিচার করেছিলেন—"সুপুত্র থেকে কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র থেকে গৃহের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু কুপুত্র থেকে তা হয় না। কুপুত্র গৃহকে নরকে পরিণত করে, যার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই সেই গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়। এইভাবে চিন্তা করে, রাজা অঙ্গ রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছিলেন। তাই, একদিন গভীর রাত্রে তিনি শয্যা থেকে উত্থিত হলেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন বেণের মাতাকে (তাঁর পত্নীকে) ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রাজ্যের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে, তিনি নিঃশব্দে তাঁর গৃহ ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন। সকলে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন সমস্ত প্রজারা, পুরোহিতরা, মন্ত্রীরা, সুহৃদেরা এবং জনসাধারণ অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন অনভিজ্ঞ যোগী তার অন্তরে পরমাত্মার অন্বেষণ করে। সর্বত্র রাজার অন্বেষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে, নাগরিকেরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন এবং তাঁরা নগরীর সেই স্থানে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে রাজ্যের সমস্ত মহর্ষিরা রাজার অনুপস্থিতির ফলে সমবেত হয়েছিলেন। নাগরিকেরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই মহর্ষিদের প্রণতি নিবেদন করে সবিস্তারে তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথায়ও রাজাকে খুঁজে পাননি।"

চতুর্দশ অধ্যায়

বেণ রাজার কাহিনী

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে মহাবীর বিদুর। ভৃগু আদি ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজা অঙ্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের হিতসাধন করার মতো কেউ নেই, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাসক না থাকার ফলে মানুষেরা স্বাধীন এবং অসংযত হয়ে যাবে। মহর্ষিগণ তখন রাজমাতা সুনীথাকে ডেকে এনে, তাঁর অনুমতিক্রমে বেণকে পৃথিবীপতিরূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও তাতে মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল না। বেণ যে অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর ছিল, সেই কথা আগে থেকেই সকলের জানা ছিল; তাই সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে শোনা মাত্রই, সমস্ত দস্যু এবং তস্করেরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল এবং সাপের ভয়ে মূষিক যেমন লুকিয়ে পড়ে, তেমনই তারাও ইতস্তত লুকিয়ে পড়েছিল। রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, বেণ অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত হয়ে সর্ব শক্তিমান হয়েছিল। তার ফলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তার ফলে সে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করে। তার ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে রাজা বেণ রথে আরোহণ করে, অঙ্কুশতাড়নরহিত হস্তীর মতো দ্যুলোক এবং ভূলোক কম্পিত করে, তার রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। রাজা বেণ ভেরী নিনাদের দ্বারা রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করেছিল যে, ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারবেন না, দান করতে পারবেন না বা হোম আদি ক্রিয়া করতে পারবেন না। অর্থাৎ সব রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান সে বন্ধ করে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর বেণের অত্যাচার দর্শন করে, সমস্ত মহর্ষিরা একত্রে মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে, সারা পৃথিবীর মানুষদের এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করতে শুরু করেছিলেন, কারণ তাঁরা স্বয়ং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। মহর্ষিরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, জনসাধারণ উভয় দিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কাঠের উভয় দিক প্রজ্বলিত হলে যেমন তার মধ্যবর্তী পিপীলিকারা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনই, সেই সময়ে জনসাধারণ একদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক রাজা এবং অন্যদিকে দস্যু-তস্কর আদির মাঝে বিপদাপন্ন হয়েছিল। অরাজকতা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য, ঋষিরা বিবেচনা করতে শুরু করলেন যে, বেণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তাকে তাঁরা রাজা করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখন জনসাধারণ সেই রাজার দ্বারাই উৎপীড়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ সুখী হতে পারে কি করে?"

ঋষিরা চিন্তা করতে শুরু করলেন—"সুনীথার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, রাজা বেণ স্বভাবতই অত্যন্ত দুষ্ট। এই দুষ্ট রাজাকে সমর্থন করা ঠিক দুধ দিয়ে সাপ পোষার মতো। এখন সে সব রকম দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে। প্রজাদের রক্ষা করার জন্য আমরা এই বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন সে প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা তাকে এখন বোঝাতে চেষ্টা করব। তার ফলে তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না।"

ঋষিরা বিবেচনা করলেন—"তার দুষ্ট স্বভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা যদি তাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করতে না পারি, তা হলে সে জনসাধারণের দ্বারা নিন্দিত হবে এবং আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে আমাদের তেজের দ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব। এইভাবে সংকল্প করে, ঋষিরা তাঁদের ক্রোধ সংগোপনপূর্বক বেণ রাজার কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন—'হে রাজন্! তোমাকে সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। দয়া করে গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তা করার ফলে, তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। যারা কায়, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম আচরণপূর্বক জীবন যাপন করে, তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, যা সমস্ত শোক এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত। এইভাবে জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তারা অন্তহীন সুখ প্রাপ্ত হয়। হে বীর! সেই হেতু জনসাধারণের পারমার্থিক জীবন নষ্ট করার নিমিত্ত হওয়া তোমার উচিত নয়। যদি তোমার কার্যকলাপের ফলে তাদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমি অবশ্যই তোমার ঐশ্বর্য এবং রাজপদ থেকে পতিত হবে। রাজা যখন দুষ্ট অমাত্যবর্গ ও দস্যু-তস্করদের উৎপাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন, তখন তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে, প্রজাদের থেকে শুল্ক গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্যবান রাজা ইহজগতে এবং পরজন্মেও নিশ্চিতভাবে সুখ প্রাপ্ত হন। যে রাজার রাজ্যে এবং নগরে জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা পালন করে এবং সমস্ত প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত, সেই রাজাকে পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়।' "

"হে মহাভাগ! রাজা যদি দেখেন যে, ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান যথাযথভাবে পূজিত হচ্ছেন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা মহান দেবতাদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন। তিনি যখন প্রসন্ন হন, তখন কোন কিছু লাভ করা আর অসম্ভব হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকের পালক দেবতারা এবং সেই সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভগবানকে সমস্ত প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করে মহা আনন্দ অনুভব করেন।"

"হে রাজন্! সমস্ত গ্রহলোকে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা হচ্ছেন প্রধান দেবতাগণ সহ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তিন বেদের সার স্বরূপ, তিনিই সব কিছুর ঈশ্বর এবং সমস্ত তপস্যার চরম লক্ষ্য। অতএব তোমার উন্নতির জন্য তোমার দেশবাসীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের পরিচালিত করা। যখন তোমার রাজ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হবেন, তখন ভগবানের অংশ-সম্ভূত দেবতারা তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তোমার অভিলষিত ফল তাঁরা প্রদান করবেন। অতএব, হে বীর!

যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করো না। তুমি যদি তা বন্ধ কর, তা হলে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হবে।"

রাজা বেণ উত্তর দিল—"তোমরা সকলেই নিতান্তই অজ্ঞ। তোমরা যে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করেছ, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তোমাদের অবস্থা বস্তুত পালন-পোষণকারী পতিকে পরিত্যাগ করে উপপতিকে অন্বেষণকারী স্ত্রীর মতো। যারা ঘোর অজ্ঞানতাবশত রাজারূপী ভগবানের পূজা করে না, তারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ অনুভব করতে পারে না। তোমরা দেবতাদের প্রতি এত অনুরক্ত, কিন্তু তাঁরা কে? দেবতাদের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি বস্তুতই কুলটা স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে, উপপতির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার মতো। শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্যদেব, পর্জন্য, কুবের, চন্দ্রদেব, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ এবং অন্য সকলে, যারা শাপ ও বর প্রদান করতে পারে, এরা সকলেই রাজার দেহে অধিষ্ঠান করে। তাই রাজাকে সর্বদেবময় বলা হয়। অতএব এরা সকলেই রাজার এই শরীরের অংশ। অতএব হে বিপ্রগণ। তোমরা আমার প্রতি মৎসরতা পরিত্যাগ করে, তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন কর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তা হলে বুঝতে পারবে যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যে সমস্ত যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করতে পারে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"তার পাপকর্মের ফলে এবং সন্মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, রাজা বেণ মতিচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মহর্ষিরা গভীর সম্মান সহকারে তাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, তা সে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ফলে সে ধিকৃত হয়েছিল। হে বিদুর! তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। সেই মূর্খ রাজা নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে এইভাবে সেই মহর্ষিদের অপমান করেছিল এবং রাজার বাক্যে মর্মাহত হয়ে তাঁরা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।"

সমস্ত মহান ঋষিগণ তখন গর্জন করে বলেছিলেন—"একে সংহার কর! একে সংহার কর। এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও পাপী। এ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অবশ্যই সে সারা পৃথিবীকে অতি শীঘ্রই ভস্মসাৎ করবে। এই দুরাচারী দাম্ভিক ব্যক্তিটির রাজসিংহাসনে বসার কোন যোগ্যতা নেই। সে এমনই নির্লজ্জ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পর্যন্ত অপমান করার দুঃসাহস করে। যে-ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে এই ব্যক্তি সমগ্র সৌভাগ্য এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করে, মূর্তিমান পাপসদৃশ রাজা বেণ ছাড়া, আর কেই বা সেই ভগবানের নিন্দা করতে পারে? ঋষিরা এইভাবে তাঁদের আচ্ছাদিত ক্রোধ প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা করার ফলে, রাজা বেণ পূর্বেই হত হয়েছিল। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে, ঋষিরা কেবল হুঙ্কার ধ্বনির দ্বারা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন। তার পর ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করেছিলেন। বেণ-জননী সুনীথা তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃতদেহ বিশেষ উপাদানের প্রয়োগের দ্বারা এবং মন্ত্রের দ্বারা (মন্ত্র-যোগেন) সংরক্ষণ করতে স্থির করেছিলেন।"

"এক সময় সেই মহাত্মাগণ সরস্বতী নদীতে স্নান করে এবং যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাঁদের দৈনন্দিন কৃত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার পর, নদীর তটে উপবেশন করে, তাঁরা চিন্ময় ভগবানের লীলা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব হওয়ার ফলে, সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সেই ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন—যেহেতু রাজার মৃত্যু হয়েছে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তাই হয়তো দস্যু-তস্করদের প্রভাবে প্রজারা সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। মহান ঋষিরা যখন এইভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সর্বদিকে এক ধূলির ঝড় উত্থিত হয়েছে। নাগরিকদের লুণ্ঠনে রত দস্যু-তস্করদের চতুর্দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এই ঝড় উঠেছিল। সেই ধূলির ঝড় দর্শন করে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে, মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক না থাকার ফলে, রাজ্য আইন ও শৃঙ্খলা-রহিত হয়েছে এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে, যারা প্রজাদের ধন-সম্পদ হরণ করছে। সেই মহান ঋষিরা যদিও তাঁদের

নিজেদের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন—ঠিক যেভাবে তাঁরা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন—তবুও তাঁরা তা করা অনুচিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই তাঁরা সেই উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। মহান ঋষিরা বিবেচনা করলেন যে, ব্রাহ্মণ যদিও শান্তিপ্রিয় এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে নিরপেক্ষ, তবুও দীনজনদের অবহেলা করা তাঁর কর্তব্য নয়। এই প্রকার অবহেলার ফলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয়, ঠিক যেমন একটি ভগ্নপাত্র থেকে জল ঝরে পড়ে। ঋষিরা বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয়, কারণ এই বংশের বীর্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই বংশের সন্তানেরা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়। ঋষিরা এইভাবে স্থিরনিশ্চয় করে, অতিবেগে এবং এক বিশেষ পন্থায়, মৃত রাজা বেণের উরুদেশ মন্থন করেছিলেন। তার ফলে রাজা বেণের শরীর থেকে এক বামন পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল। রাজা বেণের উরুদেশ থেকে যে ব্যক্তিটি উৎপন্ন হয়েছিল, তার নাম ছিল বাহুক, তার গায়ের রং কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অত্যন্ত খর্ব, তার বাহু এবং পা খর্ব এবং তার চোয়াল ছিল অত্যন্ত বিশাল। তার নাসিকা অনুন্নত, তার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তার কেশ তাম্রবর্ণ ছিল। সে অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিল এবং তার জন্মের পরেই সে অবনত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'মহাশয়! আমি কি করব?' ঋষিরা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।' এইভাবে নৈষাদ জাতির জনক নিষাদের জন্ম হয়েছিল। তার (নিষাদের) জন্মের পরেই, সে রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেছিল। তাই এই নিষাদ জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার আদি পাপকর্মে সর্বদা যুক্ত থাকে। তার ফলে তাদের কেবলমাত্র পর্বতে এবং অরণ্যেই বাস করতে হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তার পর ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পুনরায় রাজা বেণের মৃত শরীরের বাহুদ্বয় মন্থন করেছিলেন এবং তার ফলে তার বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হয়েছিল। সেই ঋষিগণ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁরা যখন বেণের বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীকে উৎপন্ন হতে দেখলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মিথুন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত।"

মহান ঋষিগণ বললেন—"এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবন-পালন অংশ এবং এই স্ত্রীটিও ভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। এই দুজনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর যশ বিস্তার করবেন। তাঁর নাম হবে পৃথু। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন সমগ্র রাজাদের মধ্যে অগ্রণী। অত্যন্ত সুন্দরী এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিতা এই রমণীটি ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপা হবেন। তাঁর নাম হবে অর্চি। ভবিষ্যতে তিনি পৃথু মহারাজকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন। পৃথু মহারাজরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক অংশের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁরই অংশে অর্চিরূপে পৃথু মহারাজের রানী হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তখন সমস্ত

ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা তাঁর যশোগান করেছিলেন, সিদ্ধরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন এবং স্বর্গের অপ্সরারা মহা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি বাজতে লাগল। বিভিন্ন লোক থেকে দেবতা, মহর্ষি এবং পিতৃগণ তখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। দেবতা ও দেবশ্রেষ্ঠগণ সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। মহারাজ পৃথুর দক্ষিণ করতলে বিষ্ণুর হাতের রেখা এবং দুই পদতলে পদ্মচিহ্ন দর্শন করে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ পৃথু হচ্ছেন ভগবানের অংশ। কারণ যাঁর করতলে চক্ররেখা অন্য রেখার দ্বারা প্রতিহত হয় না বা বিলুপ্ত হয় না, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-অবতার বলে বুঝতে হবে। তখন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা রাজার অভিষেকের আয়োজন করেছিলেন। লোকেরা তখন চতুর্দিক থেকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছিল। সমস্ত নদী, সমুদ্র, গিরি, পর্বত, নাগ, গাভী, পক্ষী, পশু, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা তাদের ক্ষমতা অনুসারে রাজাকে দেওয়ার জন্য বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করেছিল। এইভাবে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এবং অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চি সহ রাজা অগ্নির মতো বিরাজ করছিলেন।"

"হে বিদুর! মহারাজ পৃথুকে কুবের এক স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। বরুণদেব তাঁকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং যা থেকে নিরন্তর সূক্ষ্ম বারিবিন্দু বর্ষিত হয়। মহারাজ পৃথুকে বায়ু দুটি চামর প্রদান করেছিলেন; ধর্মরাজ তাঁকে যশ-বর্ধনকারী এক পুষ্পমাল্য প্রদান করেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক মহামূল্যবান মুকুট প্রদান করেছিলেন; এবং যমরাজ তাঁকে সারা পৃথিবী শাসন করার জন্য একটি রাজদণ্ড প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে চিন্ময় জ্ঞাননির্মিত একটি বর্ম প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ভারতী (সরস্বতী) তাঁকে এক দিব্য হার প্রদান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে অক্ষয় সম্পদ প্রদান করেছিলেন। শিব তাঁকে দশ চন্দ্র অঙ্কিত একটি তরবারি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী তাঁকে শত চন্দ্র অঙ্কিত একটি ঢাল প্রদান করেছিলেন। চন্দ্রদেব তাঁকে অমৃতময় কতকগুলি অশ্ব প্রদান করেছিলেন এবং বিশ্বকর্মা তাঁকে একটি অত্যন্ত সুন্দর রথ প্রদান করেছিলেন। অগ্নিদেব তাঁকে ছাগ ও গোশৃঙ্গ-নির্মিত একটি ধনুক প্রদান করেছিলেন। সূর্যদেব তাঁকে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণ প্রদান করেছিলেন। ভূর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী তাঁকে যোগশক্তি-সমন্বিত দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন এবং আকাশের দেবতারা পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। আকাশমার্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি দেবতারা পৃথু মহারাজকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কৌশল প্রদান করেছিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে তাঁদের অমোঘ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার দিয়েছিলেন। সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে বিনা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিল। তার পর সূত, মাগধ এবং বন্দীরা তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে তার স্তব করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেণের পুত্র পরম শক্তিশালী মহারাজ পৃথু যখন তাঁর সম্মুখে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দেখলেন, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে, মৃদু হেসে জলদ-গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলেন, 'হে সৌম্য সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ, তোমরা আমার যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তা এখনও অপ্রকাশিত। সুতরাং যে-সমস্ত গুণে আমি গুণান্বিত নই, সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা কেন করছ? আমি চাই না যে, তোমাদের এই বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হয়ে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হোক, তাই তোমাদের এই স্তব অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর। হে মধুরভাষী স্তাবকগণ! তোমরা যে-সমস্ত গুণের কথা বর্ণনা করেছ; সেগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন তোমরা এইভাবে আমার প্রশংসা করো। সভ্য ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-স্তবস্তুতি করে, সেই সমস্ত গুণাবলী কখনও মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করো না, যাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি নেই। এই সমস্ত মহান গুণাবলী ধারণে সক্ষম কোন্

বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই গুণগুলির অধিকারি না হয়ে, কিভাবে তার অনুগামীদের তার প্রশংসা করতে দিতে পারে? কোন মানুষকে যদি এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, যদি সে শিক্ষিত হত, তা হলে সে একজন মহা পণ্ডিত হত অথবা একজন মহাপুরুষ হত, তা হলে সেটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। যে মূর্খ ব্যক্তি এই প্রকার প্রশংসা গ্রহণে সম্মত হয়, সে জানে না যে, এই প্রকার প্রশংসাবাক্য প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি অপমান-সূচক। সম্মানিত এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তি যেমন তাঁর নিন্দনীয় কার্যকলাপের কথা শুনতে চান না, তেমনই অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনতে চান না।' "

মহারাজ পৃথু বললেন—"হে সূত আদি ভক্তগণ! আমার কার্যকলাপের দ্বারা এখনও আমি প্রসিদ্ধ হইনি, কারণ তোমাদের বন্দনীয় কোন কার্য এখনও পর্যন্ত আমি করিনি। অতএব একটি শিশুর মতো আমি কিভাবে তোমাদের আমার গুণগান কার্যে নিযুক্ত করতে পারি?"

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"পৃথু মহারাজ যখন এইভাবে বললেন, তখন তাঁর বিনয়পূর্ণ অমৃতময় বাণী গায়কদের অত্যন্ত প্রসন্নতা বিধান করেছিল। তখন তাঁরা মুনিদের প্রেরণাক্রমে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রশংসার দ্বারা রাজার বন্দনা করতে লাগলেন।"

গায়কেরা বললেন—"হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অতএব, আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের যথাযথভাবে গুণগান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও ব্রহ্মা আদি দেবতাদের মতো মহান বক্তাদের পক্ষেও আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদিও যথাযথভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবুও আপনার মহিমা কীর্তন করার দিব্য স্বাদ আমরা পেয়েছি। মুনিঋষি মহাজনদের কাছ থেকে যে-উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনুসারে আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু যে বর্ণনাই আমরা করি, তা সর্বদা নিতান্ত অপর্যাপ্ত এবং নগণ্য। হে রাজা! যেহেতু আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, তাই আপনার সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত উদার এবং প্রশংসনীয়। এই পৃথু মহারাজ ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলকে ধর্মে প্রবৃত্ত করবেন এবং ধর্মকে রক্ষা করবেন। ধর্ম-বিরোধীদের এবং নাস্তিকদের কাছে তিনি হবেন মহান দণ্ডদাতা। এই রাজা, যথাসময়ে, সমস্ত জীবেদের পালন করার জন্য এবং সুন্দর অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ করবেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করে স্বর্গলোক পালন করবেন। যথাসময়ে তিনি উপযুক্ত বারি বর্ষণের দ্বারা এই ভূর্লোক পালন করবেন। এই পৃথু মহারাজ সূর্যের মতো শক্তিশালী হবেন এবং সূর্যদেব যেমন সকলকে সমানভাবে তাঁর কিরণ বিতরণ করেন, মহারাজ পৃথুও সমানভাবে সকলের প্রতি তাঁর করুণা বিতরণ করবেন। সূর্য যেমন বছরের মধ্যে আট মাস ধরে জল বাষ্পে পরিণত করে, বর্ষাকালে প্রচুরভাবে তা ফিরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই মহারাজ পৃথুও নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে, প্রয়োজনের সময় তাদের তা ফিরিয়ে দেবেন। এই পৃথু মহারাজ সমস্ত নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হবেন। কোন আর্ত

ব্যক্তি যদি বিধি-বিধান অবহেলা করে রাজার মস্তকে পদার্পণও করে, তা হলেও তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে, কিছু মনে না করে তাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীর পালকরূপে তিনি পৃথিবীরই মতো সহনশীল হবেন। যখন বৃষ্টি হবে না এবং জলের অভাবে প্রজাদের ভীষণ কষ্ট হবে, তখন ভগবানের অংশসম্ভূত এই রাজা নিজেই ইন্দ্রের মতো বারি বর্ষণ করবেন। এইভাবে তিনি অনায়াসে অনাবৃষ্টি থেকে প্রজাদের রক্ষা করবেন। এই পৃথু মহারাজ তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখচন্দ্রিমার দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করবেন। পৃথু মহারাজের অনুসৃত মার্গ কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত গোপন থাকবে এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাও কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। তাঁর রাজকোষ সকলের অজ্ঞাত থাকবে। তিনি অন্তহীন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হবেন এবং সমস্ত গুণের আধার হবেন। তাঁর পদ স্থায়ী এবং প্রচ্ছন্ন থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্রের দেবতা বরুণ সর্বদা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনই বেণ রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো অবস্থান করবেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সমীপবর্তী হতে সক্ষম হবে না। তাঁর শত্রুদের কাছে তিনি দুঃসহ হবেন, কারণ তাঁর অতি নিকটে থাকলেও তারা তাঁর কাছে আসতে পারবে না। কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না। পৃথু মহারাজ তাঁর সমস্ত প্রজাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে সমর্থ হবেন। তবুও তাঁর গুপ্তচর ব্যবস্থা কেউই জানতে পারবে না। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু যেমন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও সর্ব বিষয়ে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকে, পৃথু মহারাজও তেমন প্রশংসা এবং নিন্দায় উদাসীন থাকবেন। যেহেতু রাজা সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর শত্রুর পুত্র, উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। শত্রুর পুত্র যদি অদণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র যদি দণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ড দেবেন। সূর্যদেব যেমন অপ্রতিহতভাবে তার উজ্জ্বল কিরণ মানসাচল পর্যন্ত বিস্তার করে, মহারাজ পৃথুর প্রভাবও তেমন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত মানসাচল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই রাজা তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবেন এবং তাঁর সমস্ত প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। সেই কারণে নাগরিকেরা পরম প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে তাদের শাসনকারী রাজারূপে বরণ করেছিল। এই রাজা দৃঢ়ব্রত এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হবেন, বৃদ্ধদের সেবা করবেন এবং শরণাগতদের আশ্রয়দান করবেন। তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং দীন ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করবেন। রাজা অন্য রমণীদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করবেন এবং তাঁর নিজের স্ত্রীকে তাঁর দেহের অর্ধ অঙ্গসদৃশ মনে করবেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহে পালন করবেন এবং তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের মহিমা প্রচারকারী ভক্তদের পরম আজ্ঞাকারী দাস বলে মনে করবেন। রাজা সমস্ত দেহধারী জীবদের আত্মতুল্য প্রিয় বলে মনে করবেন এবং তিনি সর্বদা সুহৃৎদের আনন্দ বর্ধন করবেন। তিনি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করবেন এবং অসাধু ব্যক্তিদের তিনি কঠোরভাবে দণ্ডদান করবেন। এই রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট। তিনি নির্বিকার এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। মুক্ত ও পূর্ণপ্রজ্ঞ হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় বৈচিত্র্যকে অর্থহীন বলে মনে করেন, কারণ সেগুলি মূলত অবিদ্যার দ্বারা রচিত। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এই বীর রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি তাঁর হাতে ধনুক ধারণ করে, তাঁর বিজয়ী রথে চড়ে সূর্যের মতো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করবেন এবং তিনি উদয়াচল পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করবেন। যখন এই রাজা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, তখন অন্য সমস্ত রাজারা এবং দেবতারা তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করবেন। তাঁদের মহিষীরাও তাঁকে হস্তে চক্র এবং গদাচিহ্নধারী আদি রাজা বলে বিবেচনা করে তাঁর যশ গান করবেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো যশস্বী হবেন।"

"প্রজাবৎসল এই অসাধারণ রাজা প্রজাপতিদের মতো প্রজা পালন করবেন। প্রজাদের জীবিকা সম্পাদনের জন্য তিনি গোস্বরূপা এই পৃথিবীকে দোহন করবেন। কেবল তাই নয়, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করেন, তেমনই তিনি তাঁর ধনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল করবেন। সিংহ যখন তার পুচ্ছ উন্নত করে বনে বিচরণ করে, তখন অন্য সমস্ত অধম পশুরা লুকিয়ে পড়ে। তেমনই, পৃথু মহারাজ যখন তাঁর মেষ ও বৃষের শৃঙ্গনির্মিত এবং যুদ্ধে অপ্রতিহত ধনুকে টঙ্কার দিয়ে তাঁর রাজ্যে বিচরণ করবেন, তখন সমস্ত আসুরিক-ভাবাপন্ন দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে লুক্কায়িত হবে।"

"সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে এই রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। শেষ যজ্ঞটি অনুষ্ঠানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করবেন। পৃথু মহারাজ তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উপবনে চতুঃসনদের অন্যতম সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করবেন। রাজা ভক্তিসহকারে তাঁর আরাধনা করবেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করা যায়, সেই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে যখন মহারাজ পৃথুর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণে বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা শুনতে পাবেন। কেউই পৃথু মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জয় করে তিনি প্রজাদের ত্রিতাপ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে বন্দীরা পৃথু মহারাজের গুণাবলী এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ প্রশংসা বাক্যের দ্বারা তাঁদের অভিনন্দন এবং ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে তাঁদের সন্তোষ-বিধান করেছিলেন। এইভাবে সন্তুষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের নেতাদের, তাঁর সেবকদের, তাঁর মন্ত্রীদের, পুরোহিতদের, নাগরিকদের, সাধারণ দেশবাসীদের, অন্যান্য জাতির মানুষদের, প্রশংসকদের এবং অন্যান্য সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।"

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! বহুরূপ ধারণে সমর্থা পৃথিবী কেন গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন? এবং পৃথু মহারাজ যখন তাঁকে দোহন করেছিলেন, তখন বৎস কে হয়েছিল এবং দোহনপাত্র কি হয়েছিল? পৃথিবী স্বভাবতই অসমতল, কিন্তু পৃথু মহারাজ কিভাবে তাকে সমতল করেছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কেন তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন? রাজর্ষি পৃথু বেদবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর, তিনি কিভাবে তাঁর জীবনে ব্যবহারিকভাবে তা প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তাঁর কার্যকলাপের যে-কোন বর্ণনা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং তা সর্ব সৌভাগ্যপ্রদ। আমি সর্বদা আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত। তাই দয়া করে পৃথু মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি রাজা বেণের পুত্ররূপে গাভীরূপী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"বিদুর যখন ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতারের কার্যকলাপ শুনতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিদুরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তার পর মৈত্রেয় বলেছিলেন—হে বিদুর! যখন ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে প্রজাদের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন অন্নাভাব হয়েছিল। অনাহারে প্রজাদের দেহ বাস্তবিকই ক্ষীণ হয়েছিল। তাই তারা রাজার কাছে এসে তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়েছিল। হে রাজন্! বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে শুকিয়ে ফেলে, তেমনই আমরা আমাদের জঠরাগ্নির প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণাগতদের রক্ষক এবং আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি ভগবানের অবতারও। বাস্তবিকপক্ষে আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বপ্রকার জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে অন্ন বিতরণ করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি-সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অনাহারে আমাদের মৃত্যু হবে।"

"হে বিদুর! পৃথু মহারাজ প্রজাদের এই প্রকার বিলাপ শ্রবণ করলেন এবং তাদের করুণ অবস্থা দর্শন করে, তার অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করেছিলেন। সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা ক্রোধে সমগ্র জগৎ সংহারকারী ত্রিপুরারির মতো শরাসন গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তাতে শর যোজন করলেন। পৃথিবী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পৃথু তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর ধনুক এবং বাণ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তিনি তখন পৃথু মহারাজের ভয়ে একটি গাভীর রূপ ধারণ করে, ব্যাধ তাড়িত হরিণীর মতো দ্রুতবেগে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন। তা দেখে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর চক্ষু উদীয়মান সূর্যের মতো আরক্তিম হয়েছিল। তাঁর-ধনুকে বাণ যোজন করে, তিনি সেই গাভীরূপী পৃথিবী যেখানেই পলায়ন করছিলেন, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। গোরূপী পৃথিবী দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ইতস্তত পলায়ন করছিলেন এবং যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন, মহারাজ পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। মানুষ যেমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায় না, তেমনই গোরূপী পৃথিবী বেণপুত্র পৃথু মহারাজের হাত থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই দেখে, অবশেষে ভীত ও দুঃখিত চিত্তে তিনি পলায়ন-কার্য থেকে নিবৃত্ত হলেন। মহা ঐশ্বর্যশালী পৃথু মহারাজকে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং শরণাগত-বৎসল বলে সম্বোধন করে পৃথিবী বললেন—"আপনি সমস্ত জীবের রক্ষক। এখন আপনি এই লোকের রাজারূপে অবস্থিত হয়েছেন, সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকেও রক্ষা করুন।"

গাভীরূপী পৃথিবী রাজার কাছে আবেদন করতে লাগলেন—"আমি অত্যন্ত দীন এবং আমি কোন পাপকর্ম করিনি। তা হলে কেন আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? ধর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছেন এবং কেন আপনি একজন অবলা রমণীকে এইভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? হে রাজন্! কোন স্ত্রীলোক যদি অপরাধ করে, তা হলেও মানুষ তাকে প্রহার করে না, অতএব আপনার মতো দয়ালু, প্রজারক্ষক ও দীনবৎসল রাজার আর কি কথা। হে রাজন্! আমি একটি সুদৃঢ় তরণীর মতো এবং সমগ্র বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি যদি আমাকে বিদীর্ণ করেন, তা হলে আপনি কিভাবে নিজেকে এবং আপনার প্রজাদের নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন?"

পৃথু মহারাজ ধরিত্রীকে বললেন—"হে বসুন্ধরে! তুমি আমার আদেশ ও শাসন অবজ্ঞা করেছ। দেবতারূপে তুমি আমাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করনি। সেই কারণে আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব। যদিও তুমি প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ কর, তবুও তুমি আমাদের উপযোগের জন্য তোমার দুধের থলি পূর্ণ করছ না। যেহেতু তুমি জেনে-শুনে এই অপরাধ করছ, তাই তুমি বলতে পার না যে, গাভীরূপ ধারণ করেছ বলে, তোমাকে দণ্ডদান করা উচিত নয়। তুমি এতই মন্দবুদ্ধি

যে, পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তুমি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ এবং আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি সেগুলি প্রদান করছ না। আমার বাণের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে, তোমার মাংসের দ্বারা আমি আমার রাজ্যের এই সমস্ত ক্ষুধাতুর প্রজাদের আর্তনাদ শান্ত করব। যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি—তা সে পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক অথবা ক্লীব হোক—সে যদি কেবল নিজের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেই আগ্রহী হয় এবং অন্য জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, তা হলে রাজা তাকে বধ করতে পারে। এই প্রকার বধ প্রকৃত বধ বলে মনে করা হয় না। তুমি অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ও উন্মত্ত হয়েছ। এখন তুমি তোমার যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছ, কিন্তু তা হলেও আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে তিল তিল করে খণ্ডবিখণ্ড করব এবং তার পর আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমি নিজেই এই সমস্ত প্রজাদের ধারণ করব। তখন সাক্ষাৎ যমরাজ-সদৃশ পৃথু মহারাজ ক্রোধময়ী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন তখন মূর্তিমান ক্রোধরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্য শ্রবণ করে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হয়েছিলেন। বদ্ধাঞ্জলি সহকারে পৃথু মহারাজকে প্রণতি নিবেদন করে, ধরিত্রী বলতে লাগলেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! হে প্রভু! আপনার স্থিতি দিব্য এবং আপনি আপনার মায়ার দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বহুরূপে এবং বহু যোনিতে বিস্তার করেছেন। আপনি সর্বদা দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত এবং বিবিধ জড়-জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন জড় সৃষ্টির দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন না। তার ফলে আপনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মোহগ্রস্ত হন না। হে ভগবান! আপনি জড় সৃষ্টির পূর্ণ পরিচালক। আপনি এই জড় জগৎ ও প্রকৃতির তিনটি গুণ উৎপন্ন করেছেন এবং তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ পৃথিবীরূপে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। তবুও হে প্রভু, আপনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখন আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আপনার অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন আমি আর কার শরণ গ্রহণ করব। সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই শক্তির দ্বারা এখন আপনি জীবদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনিই ধর্মের পরম রক্ষক। তা হলে কেন আমি গাভীরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও আমাকে সংহার করতে আপনি ইচ্ছা করছেন?"

"হে ভগবান! যদিও আপনি এক, তবুও আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেছেন। ব্রহ্মার মাধ্যমে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়, তারা আপনার চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, কারণ তারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা আপনি সমস্ত জড় উপাদানের, ইন্দ্রিয়সমূহের, নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের, বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং অন্য সব কিছুর আদি কারণ। আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আপনার শক্তির প্রভাবেই কেবল সব কিছু কখনও প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত হয়। তাই আপনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি অজ। এক সময় আপনি বরাহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে রসাতল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার স্বীয় শক্তির প্রভাবে এই জগৎকে পালন করার জন্য, আপনি সমস্ত ভৌতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। হে ভগবান! এইভাবে এক সময় আপনি জল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাই আপনি ধরাধর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন একজন মহাবীররূপে আপনার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আপনি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো কেবল জলের উপর একটি নৌকার মতো সব কিছু ভাসিয়ে রেখেছি। হে ভগবান! আমিও আপনার জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তার ফলে আমি আপনার কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। আপনার ভক্তদের কার্যকলাপও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অতএব আপনার লীলা সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। এইভাবে সব কিছুই পরস্পর-বিরোধী এবং আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর! পৃথিবী এইভাবে স্তব করা সত্ত্বেও পৃথু মহারাজের ক্রোধ উপশম হল না এবং অত্যন্ত ক্রোধের বশে তাঁর অধর তখন কম্পিত হচ্ছিল। পৃথিবী অত্যন্ত ভীতা হওয়া সত্ত্বেও, রাজাকে আশ্বস্ত করার জন্য এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন। হে ভগবান। দয়া করে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমি আপনাকে যা নিবেদন করছি, তা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করুন। দয়া করে এই বিষয়ে আপনি একটু বিবেচনা করুন। আমি অত্যন্ত দীন হতে পারি, কিন্তু মধুকর যেমন প্রতিটি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনই পণ্ডিত ব্যক্তি সমস্ত বিষয় থেকেই তার সারভাগ গ্রহণ করেন। সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিরা বিবিধ উপায় নির্ণয় করে গেছেন। যিনি পূর্বতন মহর্ষিদের প্রদর্শিত উপায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ নির্ভুল নির্দেশ প্রদানকারী মহর্ষিদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে কল্পিত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলই বার বার নিষ্ফল হয়।"

"হে রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত বীজ, মূল, ওষধি এবং শস্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন সমস্ত অভক্তরা ভোগ করছে, যারা সব রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত। হে রাজন্! কেবল শস্য এবং ওষধিই অভক্তদের দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই নয়, যথাযথভাবে আমার পালনও হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করে যারা চোরে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত দুর্বৃত্তদের দণ্ডদানে অক্ষম রাজাদের দ্বারাও আমি অনাদৃতা। তাই আমি সমস্ত বীজ লুকিয়ে রেখেছি, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করার কথা। দীর্ঘকাল আমার ভিতর সঞ্চিত থাকার ফলে, এই সমস্ত শস্যবীজ নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়েছে। তাই আচার্য বা শাস্ত্র নির্দেশিত উপযুক্ত উপায়ে, সেই সমস্ত বীজগুলি এখনই উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য। হে মহাবীর! হে ভূতভাবন! আপনি যদি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রদান করে জীবদের কষ্ট নিবারণ করতে চান, আপনি যদি আমাকে দোহন করে তাদের পোষণ করতে চান, তা হলে আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোহ্ধা নিরূপণ করুন, যাতে আমি আমার বৎসের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা হয়ে, আপনার বাসনা অনুসারে দুগ্ধ প্রদান করতে পারি। হে রাজন্! আপনি আমাকে এমনভাবে সমতল করুন, যেন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে গেলেও, ইন্দ্রদেব-বর্ষিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আর্দ্র রাখতে পারে। তার ফলে সর্বপ্রকার উৎপাদনের জন্য তা অত্যন্ত শুভ হবে।"

"পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করে পৃথু মহারাজ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার পর তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্ররূপে পরিণত করে, পৃথিবীরূপ গাভী থেকে সমস্ত ওষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন। অন্যেরা, যাঁরা পৃথু মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদের বাসনা অনুসারে তাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে দোহনপাত্রে পরিণত করে, তাঁদের বাণী, মন ও শ্রবণ পবিত্র করার জন্য সর্বপ্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে, পৃথিবী থেকে সোমরসরূপ অমৃত দোহন করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের মানসিক ক্ষমতা, দেহের ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। দৈত্য-দানবেরা অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে, বিভিন্ন প্রকার সুরা এবং আসব দোহন করেছিল, যা তারা লৌহপাত্রে রেখেছিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা বিশ্বাবসুকে বৎস বানিয়ে, পদ্মফুলের পাত্রে দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। সেই দুগ্ধ মধুর সঙ্গীতকলা ও সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করেছিল। শ্রাদ্ধকর্মের মুখ্য দেবতা সৌভাগ্যবান পিতৃগণ অর্যমাকে বৎস বানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে অপক্ক মৃন্ময় পাত্রে কব্য দোহন করেছিলেন, যা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন। তার পর সিদ্ধলোক-বাসীরা এবং বিদ্যাধরলোক-বাসীরা কপিল মুনিকে বৎসরূপে পরিণত করে এবং আকাশকে পাত্র করে, অণিমা আদি যোগসিদ্ধি দোহন করেছিলেন। বস্তুত বিদ্যাধরেরা আকাশে উড়ার বিদ্যা লাভ করেছিলেন। কিম্পুরুষের লোকবাসীরা ময়দানবকে বৎস বানিয়ে, সংকল্পমাত্র অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিদ্যা দোহন করেছিলেন। তার পর যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা, যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত, তারা শিবের অবতার রুদ্রকে বৎসে পরিণত করে, নর-কপালরূপ পাত্রে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ্য দোহন করেছিল। তার পর ফণাহীন সর্প, ফণাযুক্ত সর্প, বিশাল নাগ, বৃশ্চিক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষধর প্রাণীরা তক্ষককে বৎস বানিয়ে, সাপের গর্তরূপ পাত্রে পৃথিবী থেকে বিষ দোহন করেছিল। গবাদি চতুষ্পদ প্রাণীরা শিবের বাহন বৃষকে বৎস করে এবং অরণ্যকে পাত্র করে তাদের আহারের জন্য তাজা সবুজ ঘাস দোহন করেছিল। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা সিংহকে বৎস বানিয়ে তাদের আহার্যরূপে মাংস দোহন করেছিল। পক্ষীরা গরুড়কে বৎস বানিয়ে, পৃথিবী থেকে তাদের আহার্যরূপে জঙ্গম কীটপতঙ্গ এবং স্থাবর তৃণগুল্ম দোহন করেছিল। বৃক্ষরা বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু রস দোহন করেছিল। পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস বানিয়ে, শৃঙ্গরূপ পাত্রে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দোহন করেছিল। পৃথিবী সকলকে তাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা তাদের স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎসে পরিণত করে, বিভিন্ন প্রকার পাত্রে তাদের খাদ্যরূপ পৃথক পৃথক বস্তু লাভ করেছিলেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! এইভাবে পৃথু প্রমুখ অন্নভোজী জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্রে তাদের অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। তার পর, পৃথিবী সমস্ত জীবদের বিভিন্ন প্রকার আহার্য প্রদান করেছিলেন বলে, পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে পৃথিবীকে দুহিতৃত্বে বরণ করেছিলেন। তার পর, রাজাধিরাজ মহারাজ পৃথু তাঁর ধনুকের শক্তির দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় পৃথিবী প্রায় সমতল হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের কাছে পৃথু মহারাজ ছিলেন ঠিক পিতার মতো। তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করার পর, সকলের বৃত্তি এবং বাসনা অনুসারে, তিনি তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ বহু গ্রাম, নগর, পত্তন, দুর্গ, ঘোষপল্লী, গোশালা, সেনানিবাস, খনি, কৃষকদের গ্রাম এবং পাহাড়ী গ্রাম প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালের পূর্বে এই ভূমণ্ডলে নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। সকলেই তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো এবং সুবিধামতো তাদের বাসস্থান তৈরি করত এবং তার ফলে সব কিছুই অবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু পৃথু মহারাজের সময় থেকে পরিকল্পনা অনুসারে, নগর ও গ্রাম পত্তনের ব্যবস্থা শুরু হয়।"

** ** **

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে প্রিয় বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে, যেখানে সরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন। মহা শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র যখন তা দেখলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে পৃথু মহারাজ তাঁকে অতিক্রম করবেন। তাই পৃথু মহারাজের সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান তাঁর কাছে অসহ্য হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান এবং তিনি সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। তিনি স্বয়ং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব, লোকপালগণ এবং তাঁদের অনুচরেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন গন্ধর্ব, ঋষি এবং অপ্সরারা তাঁর যশকীর্তন করছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব এবং যক্ষরাও ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুনন্দ, নন্দ আদি মুখ্য পার্ষদেরাও ছিলেন। সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক মহান ভক্তগণ এবং কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মহর্ষিগণ ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ, সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।"

"হে বিদুর! সেই মহাযজ্ঞে সমগ্র ভূমি কামধেনুর মতো হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, সকলের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়েছিল। বহমান নদীসমূহ মধুর, কষায়, অম্ল ইত্যাদি সমস্ত রস বহন করেছিল এবং বিশাল বৃক্ষসমূহ প্রচুর পরিমাণে ফল ও মধু উৎপাদন করেছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খেয়ে, গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ, দই, ঘি এবং অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ প্রদান করেছিল। সমুদ্র নানা প্রকার মূল্যবান রত্নসমূহে পূর্ণ ছিল, পর্বত ধাতুতে পূর্ণ ছিল এবং তার জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং তাতে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গ্রহলোকের লোকপালগণ ও জনসাধারণ পৃথু মহারাজের জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। পৃথু মহারাজ অধোক্ষজ ভগবানের আশ্রিত ছিলেন। বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, পৃথু মহারাজ ভগবানের কৃপায় অলৌকিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজের এই ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পেরে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে যজ্ঞাশ্বটি অপহরণ করেন। পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তিনি তা করেছিলেন। ইন্দ্র যখন ঘোড়াটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুক্ত পুরুষের বেশ ধারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বেশ ছিল এক প্রকার প্রতারণা, কারণ তখন তাঁর আচরণ ভ্রমবশত ধর্মাচরণ বলে মনে হয়েছিল। ইন্দ্র যখন আকাশমার্গে এইভাবে পলায়ন করছিলেন, তখন মহর্ষি অত্রি তাঁকে দেখতে পান এবং সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন। মহর্ষি অত্রি যখন পৃথু মহারাজের পুত্রকে ইন্দ্রের ছলনার কথা জানান, তখন সেই পরম বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" বলতে বলতে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত দেখে, পৃথুর পুত্র তাঁকে একজন ধর্মাত্মা ও পবিত্র সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেননি। অত্রি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্রকে বিনাশ না করে, মহারাজ পৃথুর পুত্র তাঁর দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে পুনরায় হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হয়ে গেছে। সেই কথা শুনে, বেণ রাজার পৌত্র তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে পলায়নরত

ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শকুনিদের রাজা জটায়ু যেভাবে রাবণের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। ইন্দ্র যখন দেখলেন যে, পৃথুর পুত্র তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোড়াটি রেখে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।"

"হে বিদুর! মহর্ষিরা মহারাজ পৃথুর পুত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করে, তাঁকে বিজিতাশ্ব নাম প্রদান করেছিলেন। হে বিদুর! অত্যন্ত শক্তিশালী স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন ঘন অন্ধকারের দ্বারা যজ্ঞস্থল আচ্ছন্ন করে, স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখা সেই অশ্বটিকে পুনরায় অপহরণ করেছিলেন। মহর্ষি অত্রি পুনরায় পৃথু মহারাজের পুত্রকে দেখিয়েছিলেন যে, আকাশমার্গে ইন্দ্র পলায়ন করছে। মহাবীর পৃথুপুত্র তখন পুনরায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্র কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করেছেন, তখন তিনি তাঁকে হত্যা না করতে স্থির করেছিলেন। মহর্ষি অত্রি যখন পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তখন পৃথু মহারাজের পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করলেন। তা দেখে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এবং অশ্ব পরিত্যাগ করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তার পর মহারাজ পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব পুনরায় সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে যারা মন্দবুদ্ধি, তারা কপট সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছিল। ইন্দ্রই তার প্রবর্তন করেছেন। যজ্ঞাশ্ব অপহরণের চেষ্টায় ইন্দ্র যে-সমস্ত সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছিলেন, সেগুলি নাস্তিক্য দর্শনের প্রতীক। এইভাবে পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব হরণ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকটি সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে কপট সন্ন্যাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সন্ন্যাসী নগ্ন থাকে এবং কখনও কখনও তারা রক্তবর্ণের বেশ ধারণ করে; তাদের বলা হয় কাপালিক। এগুলি কেবল পাপকর্মের প্রতীক মাত্র। পাপাসক্ত মানুষেরা এই তথাকথিত সন্ন্যাসীদের খুব সমাদর করে, কারণ তারা সকলেই হচ্ছে ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিক। তারা তাদের নিজেদের মতবাদ স্থাপন করার ব্যাপারে অত্যন্ত বাকপটু। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, তাদের ধর্ম-আচরণকারী বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তাদের ধার্মিক বলে মনে করে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে। অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুর্বাণ গ্রহণ করে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কারণ ইন্দ্র এই প্রকার অধার্মিক সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। যখন পুরোহিতরা এবং অন্য সকলে দেখলেন, পৃথু মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—হে মহাত্মন্! দয়া করে তাঁকে বধ করবেন না, কারণ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ব্যতীত অন্য কিছু বধ করা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রের বিধান। হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার ফলে, ইন্দ্র ইতিমধ্যেই হতবীর্য হয়েছে। আমরা অভূতপূর্ব বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করে, এই যজ্ঞশালায় তাকে নিয়ে আসব এবং আমাদের মন্ত্রের বলে তাকে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করব, কারণ সে হচ্ছে আপনার শত্রু।"

"হে বিদুর! রাজাকে এই উপদেশ দেওয়ার পর, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত পুরোহিতরা মহাক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাঁরা যখন যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।"

ব্রহ্মা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—"হে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ, আপনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করতে পারেন না। সেটি আপনাদের কর্তব্য নয়। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনারা সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনাদের জানা উচিত যে, সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্রের অংশ। তা হলে এই মহান যজ্ঞে আপনারা কিভাবে তাঁকে বধ করতে পারেন? পৃথুর মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এমন কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করেছেন, যার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মের সুনির্দিষ্ট পথ বিনষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, আপনারা

যদি তাঁর আরও বিরোধিতা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য অনেক অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন।"

"অতএব বিপুলকীর্তি পৃথুর নিরানব্বইটি যজ্ঞই হোক।" তার পর ব্রহ্মা পৃথু মহারাজের প্রতি বললেন, "যেহেতু আপনি মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব আপনার আর অধিক যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন?" আপনাদের উভয়েরই কল্যাণ হোক, কারণ আপনি এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। সুতরাং আপনি ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন। অতএব ইন্দ্রের প্রতি আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, ক্ষুব্ধ ও চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। এই বিঘ্ন দৈবের প্রভাবেই হয়েছে। দয়া করে শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ করুন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, দৈবের প্রভাবে যদি কোন কিছু ঘটে, তা হলে সেই জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দৈবের দ্বারা কোন কার্য বিনষ্ট হলে, যতই আমরা সেই কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, ততই আমরা জড়বাদী বিচারের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করি। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করুন, কারণ এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্র অনেক অধর্ম আচরণ প্রবর্তন করেছে। আপনি জেনে রাখুন যে, দেবতাদের মধ্যেও অনেকের বহু অবাঞ্ছিত বাসনা রয়েছে। দেখ, যজ্ঞাশ্ব চুরি করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে যজ্ঞের মাঝে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সমস্ত চিত্তাকর্ষক পাপকর্ম জনসাধারণকে অভিভূত করবে।"

"হে বেণপুত্র মহারাজ পৃথু! আপনি ভগবান বিষ্ণুর কলা অবতার। রাজা বেণের দুষ্ট কার্যকলাপের ফলে, ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। সেই উচিত সময়ে আপনি ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে ধর্মরক্ষা করার জন্য আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। হে প্রজারক্ষক! দয়া করে আপনি আপনার অবতরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করুন। ইন্দ্র যে পাষণ্ড মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, তা নানা অধর্মের জননী। সুতরাং আপনি দয়া করে সেই সমস্ত ছলনা অচিরে নিরস্ত করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"এইভাবে পরম গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ তাঁর যজ্ঞ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। তার পর পৃথু মহারাজ স্নান করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, বিধি অনুসারে স্নান করতে হয়। তার পর তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপে প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সমস্ত দেবতারা, তাঁদের কাছ থেকে তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, আদি রাজা পৃথু এই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, রাজাকে তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।"

সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণেরা বললেন—"হে শক্তিশালী রাজা! আপনার নিমন্ত্রণে সর্বশ্রেণীর জীবেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা পিতৃলোক ও স্বর্গলোক থেকে এসেছেন এবং মহর্ষিগণ ও সাধারণ মানুষেরাও এই সভায় যোগদান করেছেন। এখন তাঁরা সকলেই আপনার ব্যবহারে এবং আপনার দানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

❋ ❋ ❋

বিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"হে বিদুর! নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার পর তিনি বলেছিলেন—হে মহারাজ পৃথু! ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছে। তাই তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। হে রাজন্! যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অন্যের হিতসাধনে রত, মনুষ্য-সমাজে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কখনও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, আত্মা থেকে এই জড় দেহ ভিন্ন। পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নত তোমার মতো ব্যক্তিরাও যদি আমার মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়, তা হলে তোমার পারমার্থিক উন্নতি কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলেই মনে করা হবে। যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির কারণ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, যাঁরা জানেন যে, এই দেহ মায়াজনিত অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কখনও দেহের প্রতি আসক্ত হন না। সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত যে-অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার গৃহ, অপত্য, বিত্ত আদি শারীরিক বিষয়ের প্রতি মমতা থাকবে কি করে? আত্মা এক, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং স্বতঃপ্রকাশ। তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনি জড় আবরণ-রহিত এবং তিনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। তিনি অন্য সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তিনি সমস্ত দেহধারী আত্মার অতীত। এইভাবে যিনি পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তিনি জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই আমার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় অবস্থিত।"

"হে পৃথু মহারাজ। কেউ যখন তাঁর স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে, আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে অনাবিল তৃপ্তি আস্বাদন করেন। হৃদয় যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তের মন উদার ও স্বচ্ছ হয় এবং তিনি তখন সব কিছুই সমভাবে দর্শন করেন। জীবনের এই অবস্থায় শান্তি লাভ হয় এবং তিনি তখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী আমার সমপদ প্রাপ্ত হন। যিনি জানেন যে, এই জড় দেহ পঞ্চ-মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গঠিত এবং আত্মা স্থির ও উদাসীন হয়ে এই সবের অধ্যক্ষতা করে, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।"

"হে রাজন্! প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়। পঞ্চ-মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা দেবতাগণ এবং মন, যা আত্মার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়—এই সবের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হয়। যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের এই সমন্বয় থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই আমার সঙ্গে সুদৃঢ় সৌহার্দ্য ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ আমার ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে, জড় জগতের এই সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না।"

"হে বীর রাজা! সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্ত মানুষদের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর। অনিত্য সুখদুঃখে বিচলিত হয়ো না। সর্বতোভাবে তোমার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত কর। আমার ব্যবস্থাপনায়, তুমি জীবনের যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে, রাজারূপে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার চেষ্টা কর। তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমার রাজ্যের প্রজাদের রক্ষা করা। রাজার ধর্ম হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের রক্ষা করা। এইভাবে আচরণ করার ফলে, রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে কিন্তু তাদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না, সেই রাজার পুণ্যফল

প্রজারা হরণ করে এবং তার প্রজাদের পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়।"

"হে মহারাজ পৃথু! তুমি যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে প্রজা পালন কর এবং সব রকম মনোধর্ম-প্রসূত মতবাদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, তাঁদের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন পালন কর, তা হলে তোমার সমস্ত প্রজারা সুখী হবে এবং তারা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে এবং তুমি অচিরেই সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মুক্ত-পুরুষের দর্শন লাভ করবে।"

"হে রাজন্! তোমার উত্তম গুণাবলী এবং অপূর্ব সুন্দর আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই জন্য তুমি আমার কাছে যে-কোন বর প্রার্থনা করতে পার। যারা উচ্চগুণাবলী-সমন্বিত নয় এবং যাদের আচরণ উত্তম নয়, তারা কেবলমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁদের চিত্ত সমস্ত পরিস্থিতিতে বৈষম্য-রহিত, তাঁদের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিরাজ করি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! এইভাবে বিশ্বজিৎ মহারাজ পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ইন্দ্র তখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে, পৃথু মহারাজের পদযুগলে পতিত হলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজ তৎক্ষণাৎ প্রেমাপ্লুত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ-জনিত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন।"

"পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পূজা করার সময়, পৃথু মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। ভগবান তখন প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি প্রস্থান করতে পারলেন না। ভগবান তখন তাঁর কমল-নয়নের দ্বারা পৃথু মহারাজের আচরণ দর্শন করেছিলেন, ভক্ত-বাৎসল্যহেতু তাঁর এই বিলম্ব হয়েছিল। আর রাজা পৃথুর চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায়, ভগবানকে দর্শন করতে পারলেন না এবং তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারলেন না। তিনি কেবল তাঁর হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর তিনি অশ্রুধারা মার্জন করে দেখতে পেলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে, গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করে, তাঁর অপরিতৃপ্ত নয়ন-পথের পথিকরূপে অবস্থান করছেন। তখন পৃথু মহারাজ তাঁকে সম্বোধন করে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।"

"হে ভগবান! যাঁদের বরদান করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি সেই দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব কোন বিবেকী ব্যক্তি কেন আপনার কাছে জড় জগতের গুণের বন্ধনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে? সেই সমস্ত বর নরকবাসী জীবেরা পর্যন্ত আপনা থেকে লাভ করে। হে ভগবান! আপনি ব্রহ্ম-সাযুজ্যও অবশ্যই দান করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত বর আমি লাভ করতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবান! আমি তাই আপনার অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বর প্রার্থনা করি না; কারণ সেই অস্তিত্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অমৃত পান করা যায় না। আমি কেবল অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করি, কারণ তার ফলে আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হব। হে ভগবান! মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত উত্তমশ্লোকের দ্বারা আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের এই মহিমা ঠিক কেশরের কণার মতো। যখন মহান ভক্তদের মুখনিঃসৃত বাণী আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ কেশরের সৌরভ বহন করে, তখন বিস্মৃত জীবেরা পুনরায় আপনার সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করে। এইভাবে ভক্তরা যথাযথভাবে জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হে ভগবান, আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য ব্যতীত আর অন্য কোন বর চাই না। হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান! কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সাহচর্যে আপনার কার্যকলাপের মহিমা একবারও শ্রবণ করেন এবং তিনি যদি একটি পশু না হন, তা হলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও করবে না। আপনার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের পূর্ণপন্থা

লক্ষ্মীদেবীও গ্রহণ করেছেন। তিনি কেবল আপনার অনন্ত কার্যকলাপ ও অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক। এখন আমি ঠিক কমলার মতো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে চাই, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার। সেই জন্য হয়তো লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিবাদ হতে পারে, কারণ আমরা উভয়েই একাগ্রচিত্তে একই সেবায় যুক্ত হব। হে জগদীশ্বর! লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সারা জগতের মাতা এবং তবু আমার মনে হয় যে, তাঁর সেবায় হস্তক্ষেপ করার ফলে এবং যে পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত সেই সেবা করার ফলে, তিনি হয়তো আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তা হলেও আমি আশা করি যে, আমাদের এই ভুল বোঝাবুঝিতে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি দীনবৎসল এবং আপনি সর্বদা তুচ্ছ সেবাকেও অনেক বড় করে দেখেন। তাই লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও, আমার মনে হয় যে, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নেই।"

"মহান মুক্ত পুরুষেরা সর্বদা আপনাকে ভক্তি করে, কারণ ভক্তির প্রভাবেই কেবল মোহময়ী জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হে ভগবান! মুক্ত পুরুষেরা যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁরা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন। হে প্রভু! আপনার অনন্য ভক্তের কাছে আপনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত মোহকারিণী। বেদে আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপযুক্ত নয়। সাধারণ মানুষেরাই বেদের মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্মে রত হয়। হে ভগবান! আপনার মায়ার প্রভাবে এই জড়-জগতের সমস্ত জীবেরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে এবং অজ্ঞানতা-বশত তারা সর্বদাই সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেমরূপে জড় সুখ কামনা করছে। তাই, দয়া করে আপনি আমাকে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর প্রার্থনা করতে বলবেন না। পক্ষান্তরে, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রার্থনার প্রত্যাশা না করে তার কল্যাণের জন্য সব কিছু করেন, তেমনই আপনিও যা কিছু আমার কল্যাণকর বলে মনে করেন তাই করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"পৃথু মহারাজের প্রার্থনা শুনে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ভগবান রাজাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"হে রাজন্! আমার ভক্তিবৃত্তিতে তুমি সর্বদাই যুক্ত থেকো। তুমি যা বুদ্ধিমত্তাপূর্বক ব্যক্ত করেছ, কেবল এই প্রকার সৎ উদ্দেশ্যের ফলেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। হে রাজন্! হে প্রজাপালক! এখন থেকে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তুমি আমার আদেশ পালন কর এবং কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না। যে শ্রদ্ধাপূর্বক এইভাবে আমার আজ্ঞা পালন করে, তার সর্বত্র মঙ্গল হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত পৃথু মহারাজের সারগর্ভ প্রার্থনার প্রচুর সমাদর করলেন। এইভাবে তাঁর দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্যলোকবাসী, পক্ষী এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত জীবদের এবং পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বাণীর দ্বারা এবং যথাসম্ভব সম্পদ প্রদান করে পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন। পুরোহিতসহ রাজার মন হরণ করে, অচ্যুত ভগবান চিদাকাশে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ তখন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান যদিও জড় সৃষ্টির অগোচর, তবুও তিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টিপথে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করার পর, পৃথু মহারাজ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

❀ ❀ ❀

একবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"পৃথু মহারাজ যখন তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য মুক্তা, ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্র ও স্বর্ণ-তোরণের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শহরটিকে সাজানো হয়েছিল এবং সারা নগরী সুগন্ধিত ধূপের দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল। নগরীর পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে সিক্ত হয়েছিল এবং ফুল, ফল, খই, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, প্রদীপ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রীর দ্বারা সর্বত্র সাজান হয়েছিল। পথের সন্ধিস্থলগুলি ফল, ফুল, কদলীস্তম্ভ, সুপারি গাছের ডাল, বৃক্ষ ও তরুপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। যখন রাজা নগরে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত নাগরিকেরা দীপ, পুষ্প, দধি ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। নানা প্রকার রত্নালংকারে বিভূষিতা বহু সুন্দরী কুমারীও রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের পরস্পরের অঙ্গ সংলগ্ন হওয়ার ফলে, তাদের কানের দুল যেন পরস্পরকে স্পর্শ করছিল। রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল, পুরোহিতেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং স্তবকারীরা স্তব করলেন। কিন্তু তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান সত্ত্বেও, রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সাধারণ প্রজারা সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাজাও তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজ ছিলেন মহত্তম মহাপুরুষ এবং তাই তিনি ছিলেন সকলেরই পূজ্য। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় বহু মহিমান্বিত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বদাই উদার। এই প্রকার মহান সাফল্য অর্জন করার ফলে, তাঁর খ্যাতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং চরমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ঋষিদের নায়ক শৌনক! অত্যন্ত যোগ্য মহিমান্বিত ও বিশ্ববিশ্রুত আদিরাজা পৃথুর সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, মহাভাগবত বিদুর অত্যন্ত বিনীতভাবে মৈত্রেয় ঋষির অর্চনা করে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেছিলেন।"

বিদুর বললেন—"হে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়! মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা যে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করেছিলেন, সমস্ত দেবতারা যে তাঁকে অসংখ্য উপহার প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যে বিষ্ণুতেজ প্রাপ্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে, আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এতই মহান ছিল এবং তাঁর শাসন-প্রণালী এতই উদার ছিল যে, আজও সমস্ত রাজা ও বিভিন্ন গ্রহলোকের দেবতারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এমন কে আছে যে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করতে চাইবে না? আমি পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে আরও শুনতে চাই কারণ তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর। পৃথু মহারাজ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডে বাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তাই মনে হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পূর্বকৃত পুণ্য ক্ষয় করার জন্য প্রারব্ধ সৌভাগ্য ভোগ করছেন। মহারাজ পৃথু ছিলেন সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর অপ্রতিহত আদেশ সাধু, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। এক সময় পৃথু মহারাজ এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন। সেই মহান সভায় মহারাজ পৃথু সর্ব প্রথমে সমস্ত পূজনীয় অতিথিদের যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন এবং তার পর তিনি সেই সভায় তারকা পরিবৃত চন্দ্রের মতো উত্থিত হয়েছিলেন। মহারাজ পৃথুর দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ,

তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ ও স্থূল, তাঁর নেত্রযুগল প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তাঁর নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব সৌম্য। তাঁর স্মিত হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে সুন্দর দন্তরাজি শোভা পাচ্ছিল। পৃথু মহারাজের বক্ষস্থল বিস্তৃত, কটিদেশ স্থূল, উদর ত্রিবলী রেখায় সুশোভিত এবং অশ্বত্থ পত্রের মতো ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোভাগে সংকুচিত। তাঁর নাভিদেশ আবর্তের মতো গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল এবং পায়ের পাতার মধ্যভাগ উন্নত। তাঁর কেশকলাপ—সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ; গলদেশ শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত। তিনি একটি অতি মূল্যবান ধুতি পরেছিলেন এবং তাঁর দেহের উপরিভাগে ছিল এক অতি সুন্দর উত্তরীয়। যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সময় পৃথু মহারাজ তাঁর মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিনি যখন কৃষ্ণাজিন পরিধান করেছিলেন এবং আঙ্গুলে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, কারণ তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূর্বে পৃথু মহারাজ সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছিলেন। সভাস্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং তাঁদের আনন্দ বর্ধন করার জন্য পৃথু মহারাজ শিশির-স্নিগ্ধ তারকার মতো চক্ষুর দ্বারা তাঁদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁদের বলেছিলেন। পৃথু মহারাজের সেই বাণী ছিল অত্যন্ত মনোহর, বিচিত্র পদবিশিষ্ট, স্পষ্টভাবে বোধগম্য, শ্রবণ-মধুর, গম্ভীর ও শুদ্ধ। তিনি যেন উপস্থিত সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছিলেন।"

পৃথু মহারাজ বললেন—"হে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আপনারা, সমস্ত মহাত্মারা, যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, দয়া করে আমার প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসু, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় আমি এই লোকের রাজারূপে নিযুক্ত হয়েছি এবং প্রজাদের শাসনের জন্য, বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং বৈদিক নির্দেশে স্থাপিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে তাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আমি এই রাজদণ্ড ধারণ করেছি। আমি মনে করি যে, রাজারূপে আমি যদি আমার কর্তব্য সম্পাদন করি, তা হলে আমি বেদজ্ঞদের দ্বারা বর্ণিত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারব। সমস্ত নিয়তির স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, সেই গন্তব্যস্থল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়। যে রাজা তাঁর প্রজাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার শিক্ষা না দিয়ে, কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, তাঁকে প্রজাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয় এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়।"

"অতএব হে প্রজাবৃন্দ! তোমাদের রাজার পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তোমাদের কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং সর্বদা তোমাদের হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা কর। তা করলে তোমাদের নিজেদের হিতসাধন হবে এবং তোমাদের রাজারও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করে তোমরা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে। আমি সমস্ত নির্মল-হৃদয় দেবতা, পিতৃ ও ঋষিদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, কারণ মৃত্যুর পর কর্মের ফল কর্মকর্তা, আদেশকর্তা ও সমর্থককে সমানভাবে ভোগ করতে হয়। হে পূজ্যতমগণ! প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে, একজন পরম পুরুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন, যিনি আমাদের কর্মের ফল প্রদান করেন। তা না হলে কেন এমন কোন কোন ব্যক্তিদের দেখা যায়, যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে অসাধারণ সৌন্দর্য ও শক্তিসম্পন্ন হন? তা কেবল বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়নি, মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের দ্বারা এবং প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি প্রমুখ মহাজনদের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন গদাধারী পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক। আমার পিতা এবং মূর্তিমান মৃত্যুর পৌত্র বেণ প্রমুখ নিন্দনীয় ব্যক্তিরা ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হলেও, পূর্বোল্লিখিত মহাপুরুষেরা স্বীকার করেছেন যে, এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা স্বর্গলোকে উন্নতির আশীর্বাদ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই প্রদান করতে পারেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার

অভিরুচির ফলে, দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষ অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের মতো এই পন্থা তৎক্ষণাৎ মনকে নির্মল করে এবং তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা অথবা মনোধর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে বীর্যবান হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব হয়। একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমূলের আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই ভক্তকে আর কখনও ত্রিতাপ দুঃখ-সমন্বিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।"

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন—"তোমাদের কায়মনোবাক্য এবং তোমাদের বৃত্তিগত কর্মের ফল অর্পণ করার দ্বারা সর্বদা উদার চিত্তে ভগবানের সেবা কর। তোমাদের যোগ্যতা ও বৃত্তি অনুসারে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, নিষ্কপটে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত হও। তা হলে তোমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধনে তোমরা সফল হবে। পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তিনি জড় জগতের দ্বারা কলুষিত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন জড় বৈচিত্র্যবিহীন ঘনীভূত আত্মা, তবুও তিনি বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সংকল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের জন্য স্বীকার করেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু জড়া প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও বৃত্তিগত ধর্মের সমন্বয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শরীরেও তিনি প্রকাশিত। একই অগ্নি যেমন বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাষ্ঠখণ্ডে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই বিভিন্ন প্রকার চেতনার বিকাশ হয়। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞফলের ঈশ্বর এবং ভোক্তা। তিনি পরম গুরুও। এই ভূমণ্ডলে সমস্ত প্রজারা যাঁরা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাঁরা স্বধর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন, তাঁরা আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদান করছেন। অতএব, হে প্রজাগণ! আপনাদের ধন্যবাদ। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁদের সহিষ্ণুতা, তপস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যার বলে মহিমান্বিত হন। এই সমস্ত দিব্য সম্পদের প্রভাবে বৈষ্ণবেরা রাজকুল থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজকুল যেন কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর তাদের বিক্রম প্রদর্শন না করে এবং কখনও তাঁদের চরণে অপরাধ না করে। পুরাতন, শাশ্বত ও সমস্ত মহা-পুরুষদের অগ্রণী পরমেশ্বর ভগবান ভুবন-পাবন যশরূপী ঐশ্বর্য লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা। সকলের হৃদয়ে বিরাজ করা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং নিষ্কপটে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধরদের সেবা করেন, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারা হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করে পরম শান্তি লাভ করা যায় এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায়। এই জগতে ব্রাহ্মণদের সেবা করার থেকে শ্রেষ্ঠ সকাম কর্ম নেই, কারণ যে-সমস্ত দেবতাদের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই দেবতারা তার ফলে প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত যদিও বিভিন্ন দেবতাদের নামে নিবেদিত যজ্ঞের আহুতির মাধ্যমে আহার করেন, তবুও যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে আহার করার থেকে তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও ভক্তদের মুখের দ্বারা আহার করে তিনি অধিক তৃপ্তি অনুভব করেন, কারণ তিনি তখন ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণদের দিব্য স্থিতি শাশ্বতরূপে সুরক্ষিত হয়, কারণ সেই সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা, তপস্যা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ধ্যানের দ্বারা বৈদিক নির্দেশ পালন করা হয়। এইভাবে জীবনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন স্বচ্ছ দর্পণে মুখ পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।"

"এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ! আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা সর্বদা আমার মুকুটে ধারণ করতে পারি। যিনি এই প্রকার ধূলিকণা তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারেন, তিনি অতি শীঘ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত বাঞ্ছিত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেন। যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন—

যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তাঁর সৎ আচরণ, যিনি কৃতজ্ঞ এবং যিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাগত—তিনি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন। আমি তাই বাসনা করি যে, পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদেরা যেন গাভীসহ আমার প্রতি প্রসন্ন হন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"পৃথু মহারাজের সেই সুন্দর বাণী শ্রবণ করে, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁরা সকলে ঘোষণা করেছিলেন যে, পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতা স্বর্গলোক-সমূহ জয় করতে পারেন,—এই হিতবাক্য সার্থক হয়েছে, যেহেতু ব্রহ্মশাপের ফলে নিহত পাপী বেণও তার পুত্র মহারাজ পৃথুর দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক থেকে নিস্তার পেল। তেমনই, হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পাপে নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তার মহান পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রভাবে, সেও উদ্ধার লাভ করে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল।"

সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—"হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীর পিতা! আপনি দীর্ঘায়ু হোন, কারণ আপনি সমগ্র জগতের পতি অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ।"

শ্রোতারা বললেন—"হে মহারাজ পৃথু! আপনার কীর্তি পরম পবিত্র, কারণ ব্রাহ্মণদের প্রভু, পবিত্র কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আপনি প্রচার করছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনাকে আমাদের প্রভুরূপে প্রাপ্ত হয়েছি এবং তাই আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে বাস করছি। হে প্রভু! প্রজাশাসন করাই আপনার ধর্ম। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তা কোন আশ্চর্যজনক কার্য নয়, কারণ আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনে যত্নবান। সেটিই আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য।"

নাগরিকেরা বললেন—"আজ আপনি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে ভবসাগর অতিক্রম করা যায়। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম ও দৈবের ব্যবস্থাপনায় আমরা সকাম কর্মের জালে আটকে পড়েছি এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি; তার ফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছি। হে প্রভু! আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত; তাই আপনি পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি। আপনি আপনার স্বীয় প্রভাবের দ্বারা মহিমান্বিত এবং এইভাবে আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করার দ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করছেন এবং ক্ষত্রিয়রূপে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে আপনি সকলকে রক্ষা করছেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রজারা যখন এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী রাজা পৃথুর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী চারজন কুমার এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর সেই চারজন কুমার গ্রহলোক-সমূহকে পবিত্র করে যখন আকাশ থেকে অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে, রাজা ও তাঁর অনুচরেরা তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন। চার কুমারদের দর্শন করে, পৃথু মহারাজ তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর অমাত্যগণ সহ

উত্থিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যখন সেই মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা স্বীকার করে, রাজার দেওয়া আসন গ্রহণ করলেন, তখন মহারাজ পৃথু তাঁদের গৌরবের বশীভূত হয়ে, বিনয়াবনত মস্তকে তাঁদের পূজা করেছিলেন। তারপর রাজা কুমারদের পাদোদক তাঁর নিজের মস্তকে সিঞ্চন করেছিলেন। এই প্রকার শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কিভাবে একজন মহাত্মাকে সম্মান করতে হয়, তা রাজা একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই চারজন মহর্ষি ছিলেন শিবের অগ্রজ এবং তাঁরা যখন স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন তাঁরা যজ্ঞবেদিতে ঠিক জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত হচ্ছিলেন। পৃথু মহারাজ গভীর নম্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে অত্যন্ত সংযতভাবে বলতে শুরু করেছিলেন—হে প্রিয় মহর্ষিগণ! আপনারা সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের দর্শন যোগীদেরও দুর্লভ। মানুষ কদাচিৎ আপনাদের দর্শন করতে পারে। আমি জানি না এমন কি শুভ কার্য আমি করেছিলাম, যার ফলে আমি আপনাদের দর্শন পেলাম। যাঁর উপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ যে-কোন বস্তু প্রাপ্ত হতে পারেন। কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকেন যে সর্ব-মঙ্গলময় শিব ও বিষ্ণু, তাঁরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউই আপনাদের দেখতে পায় না, ঠিক যেমন সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজ করলেও পরমাত্মাকে কেউই জানতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও পরমাত্মাকে জানতে পারেন না। গৃহাসক্ত ব্যক্তি যদি নির্ধনও হন, তবুও তাঁর গৃহে সাধু সমাগম হলে তিনি ধন্য হন। সেই গৃহস্বামী ও তাঁর সেবক সেই মহান অতিথিকে জল, আসন ও স্বাগত জানাবার সামগ্রী প্রদান করে ধন্য হন এবং সেই গৃহও ধন্য হয়। পক্ষান্তরে, যে গৃহস্থের গৃহে ভগবানের ভক্তের চরণ পড়ে না এবং যেখানে সেই চরণ ধোয়ার জল থাকে না, সেই গৃহ যদি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং জাগতিক উন্নতিতে পরিপূর্ণও হয়, তবুও তা বিষধর সর্পসঙ্কুল বৃক্ষের মতো। পৃথু মহারাজ চতুঃসনদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনারা আপনাদের জন্ম থেকেই নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন এবং যদিও আপনারা মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তবুও আপনারা ছোট বালকের মতো রয়েছেন। পৃথু মহারাজ ঋষিদের কাছে সেই প্রকার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে, এই ভয়ঙ্কর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি কোন রকম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?"

"আপনারা সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাই আপনাদের কুশল অথবা অকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনোধর্ম-প্রসূত শুভ ও অশুভ আপনাদের মধ্যে নেই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনাদের মতো মহর্ষিরা সংসাররূপী দাবানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র সুহৃৎ। তাই আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে আমরা অচিরে এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারি। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের উন্নতিসাধনে অত্যন্ত আগ্রহী এবং তাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাদের মতো স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের অত্যন্ত সারগর্ভ, উপযুক্ত, স্বল্পাক্ষর ও শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করে পরম প্রসন্নতা সহকারে ঈষৎ হেসে বলতে শুরু করলেন—হে পৃথু মহারাজ! আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই প্রকার প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ; বিশেষ করে সর্বদা অন্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার মতো ব্যক্তি তা উত্থাপন করেছেন। যদিও আপনি সব কিছু জানেন, তবুও আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটিই হচ্ছে সাধুদের আচরণ। এই প্রকার বুদ্ধি আপনার মতো ব্যক্তিরই উপযুক্ত। যখন ভগবদ্ভক্তদের সমাবেশ হয়, তখন তাঁদের আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অভিলষিত হয়। তাই এই প্রকার সমাগম সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক এবং প্রকৃত সুখদায়ক।"

"হে রাজন্! পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা কীর্তনে আপনি ইতিমধ্যেই অনুরক্ত। এই প্রকার অনুরাগ অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি এই

প্রকার অবিচলিত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনা থেকেই তার অন্তরের সমস্ত কামবাসনা বিদূরিত হয়। শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মানব-সমাজের কল্যাণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্তি-রহিত হওয়া এবং নির্গুণ ও চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করা। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও জীবনে ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করার দ্বারা যোগেশ্বর ভগবানের আরাধনা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে, ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। এই সমস্ত কার্য পরম পবিত্র। পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়। কেবল সেই প্রকার ব্যক্তিকেই নয়, এমন কি যারা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গও পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীহরির মহিমারূপ অমৃত পান না করে সে শান্তিতে থাকতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায়। পারমার্থিক উন্নতিসাধনে যিনি আগ্রহী, তাঁর পক্ষে অবশ্যই অহিংসা, আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলা স্মরণ, বিষয় বাসনারহিত হয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন, এগুলি অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সময়, কখনও অপরের নিন্দা করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য সরল জীবন যাপন করা এবং বিরোধী তত্ত্বের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি সর্বদা সহ্য করতে চেষ্টা করা। ভক্তের কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলী শ্রবণ দ্বারা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবানের লীলাসমূহ ভক্তের কর্ণভূষণ-সদৃশ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত হওয়ার দ্বারা, অনায়াসে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী রতিলাভ করার ফলে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার ফলে, জীব শরীরের অন্তঃস্থলে স্থিত হয়ে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, তার ভৌতিক পরিবেশকে দগ্ধীভূত করে, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নি সেই কাষ্ঠকেই ভস্মীভূত করে দেয়। কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন এবং সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আত্ম-উপলব্ধির পূর্বে, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা আর তখন থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন বাসনা সৃষ্টি করে এবং সেই কারণে সে উপাধিযুক্ত হয়। কিন্তু আত্মা যখন চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়, তখন তার ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্যে রুচি থাকে না। বিভিন্ন কারণের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে একই শরীরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় যখন সুখভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন মন বিক্ষুব্ধ হয়। নিরন্তর ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করার ফলে, জীবের প্রকৃত চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়, ঠিক যেমন হ্রদের তীরস্থিত কুশাদি তৃণ ধীরে ধীরে হ্রদের জল শোষণ করে নেয়। জীব যখন তার মূল চেতনা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সে তার পূর্বস্থিতি স্মরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা তার বর্তমান স্থিতি বুঝতে পারে না। স্মৃতি যখন হারিয়ে যায়, তখন অর্জিত জ্ঞান এক ভ্রান্ত আধারের ভিত্তিতে আহরণ হয়। যখন তা হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাকে আত্মার বিনাশ বলে মনে করেন। আত্ম উপলব্ধির থেকে অধিক প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু আছে বলে মনে করাই, নিজের হিতসাধনে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। কিভাবে ধন উপার্জন করা যায় এবং তা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা যায়, সেই চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও ভক্তিরহিত হওয়ার ফলে, বৃক্ষ অথবা পাথর যোনিতে প্রবিষ্ট হতে হয়। যারা অজ্ঞান-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কখনও তমোগুণের সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ ভোগবাদী কার্যকলাপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। চতুর্বর্গের মধ্যে—অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে, মোক্ষকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ

করা উচিত। অন্য তিনটি বর্গ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে, মৃত্যুর দ্বারা বিনাশশীল। আমরা নিম্নতর স্তরের জীবন থেকে উচ্চতর স্তরের জীবনের পার্থক্য নিরূপণ করে তাকে আশীর্বাদ বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভেদভাব জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই সমস্ত অবস্থার কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, কারণ পরম নিয়ন্তার দ্বারা তা সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

সনৎকুমার রাজাকে উপদেশ দিলেন—"অতএব, হে পৃথু মহারাজ, যিনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রতিটি জীবের শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে বিরাজ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করুন। জীবাত্মা স্থূল জড় শরীর এবং প্রাণ ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরের ভিতর কার্য ও কারণের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে, নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু যিনি বিবেকের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করেছেন এবং যার ফলে রজ্জুকে সর্প বলে মনে করার ভ্রম দূর হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমাত্মা চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত এবং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে ভগবান সমস্ত জড় কলুষের অতীত এবং কেবল তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত। যে-সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠির সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে সকাম কর্মের বাসনাস্বরূপ গ্রন্থির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই জ্ঞানী ও যোগী আদি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না। তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন। অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ঙ্কর নক্র-মকরসংকুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করে, তবুও আমি আপনাকে বলছি যে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মরূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দুস্তর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে আপনি অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারবেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মার পুত্র আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে পূর্ণরূপে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে, পৃথু মহারাজ নিম্নলিখিত শব্দে তাঁদের আরাধনা করেছিলেন।"

রাজা বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! হে শক্তিমান! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আপনারা আমার গৃহে আসবেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ পূর্ণ করার জন্য আপনারা সকলে এখানে এসেছেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনারা ভগবানেরই মতো কৃপালু, তাই আপনারা তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আপনাদের কিছু দান করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, তা সাধুদের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ। অতএব আপনাদের আমি কি দান করব? অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আমার জীবন, পত্নী, পুত্র, গৃহ, গৃহস্থালির সমস্ত সামগ্রী, আমার রাজ্য, বল, ভূমি এবং বিশেষরূপে আমার রাজকোষ সবই আমি আপনাদের নিবেদন করলাম।

যেহেতু বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিই কেবল সেনাপতি, রাজ্যশাসক, দণ্ডদাতা ও সমগ্র গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই পৃথু মহারাজ সব কিছু কুমারদের নিবেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা তাদের আহার প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণেরাই কেবল তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের নিজেদের বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি অপরকে দান করেন।"

পৃথু মহারাজ বললেন—"যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিশ্লেষণ করে অন্তহীন সেবা করেছেন এবং বৈদিক প্রমাণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-সমন্বিত যাঁদের ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অঞ্জলি ভরে কেবল জল দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি দেওয়ার আছে? এই প্রকার মহাপুরুষেরা তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হতে পারেন, যা তাঁদের অন্তহীন করুণার ফলে, মানব-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"এইভাবে পৃথু মহারাজের দ্বারা পূজিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা চার

কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা রাজার গুণের প্রশংসা করতে করতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উত্থিত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে স্থির হওয়ার ফলে, মহাপুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করার ফলে, তিনি আত্মতৃপ্ত হয়েছিলেন। আত্মতুষ্ট হওয়ার ফলে পৃথু মহারাজ সময়, স্থান, শক্তি ও আর্থিক স্থিতি অনুসারে, যথাসম্ভব পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা নিজেকে সর্বেশ্বর ভগবানের দাসরূপে মনে করতেন। পৃথু মহারাজ, যিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি কখনও তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে। ভগবদ্ভক্তির মুক্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে, পৃথু মহারাজ কেবল ভগবৎ সেবারূপ কর্মই সম্পাদন করেননি, তাঁর পত্নী অর্চির গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে, তাঁর সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন। বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামক পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করার পরেও, পৃথু মহারাজ এই পৃথিবীর উপর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত লোকের শাসনকারী দেবতাদের সমস্ত গুণ তিনি ধারণ করেছিলেন।"

"যেহেতু পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত নাগরিকদের স্ব-স্ব বাসনা অনুসারে তাদের প্রসন্নতা-বিধান করার মাধ্যমে, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী, মন, কর্ম ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা সর্বতোভাবে তাদের প্রসন্ন রাখতেন। পৃথু মহারাজ চন্দ্রলোকের রাজা সোমরাজের মতো প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সূর্য যেমন তাপ ও আলোক বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে জল শোষণ করে, ঠিক তেমনই পৃথু মহারাজ কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে, যথাসময়ে তাদের তা দান করতেন। পৃথু মহারাজ এতই প্রবল এবং শক্তিমান ছিলেন যে, তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। তিনি ছিলেন অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দুর্জয় বলশালী। অপর পক্ষে, পৃথু মহারাজ আবার পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল এবং স্বর্গের মতো সকলের অভীষ্টপ্রদ ছিলেন। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে সকলের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনই পৃথু মহারাজ প্রজাদের অভাব মোচন করে তাদের সন্তোষ-বিধান করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো গম্ভীর এবং তাই তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না এবং তাঁর সংকল্প ছিল পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল। পৃথু মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা ছিল ঠিক যমরাজের মতো। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরত্ন ও ধাতু সঞ্চিত রয়েছে। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো এবং গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ঠিক বরুণদেবের মতো। দেহের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মহারাজ পৃথু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী। তাঁর অসহ্য বিক্রম ছিল শিব বা সদাশিবের অংশ সর্ব-শক্তিমান রুদ্রের মতো। সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন কন্দর্পের মতো এবং তিনি ছিলেন সিংহের মতো নির্ভীক। বাৎসল্যে তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর মতো এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল ব্রহ্মার মতো। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে পৃথু মহারাজ সমস্ত সৎ গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল ঠিক বৃহস্পতির মতো। আত্ম-সংযমে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের মতো। ভক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাভী, গুরু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি আসক্ত ভক্তদের মহান অনুগামী। তিনি ছিলেন লজ্জাশীল এবং তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনম্র। আর পরোপকারের জন্য তিনি এমনভাবে কার্য করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে

কার্য করছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী লোকের সর্বত্র পৃথু মহারাজের যশ উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়েছিল এবং সমস্ত স্ত্রী ও সাধুরা তাঁর মহিমা শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তির মতোই মধুর।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থায়, পৃথু মহারাজ যখন দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ, যিনি সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি স্থাবর ও জঙ্গম তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত জীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সকলের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তাঁর পূর্ণ অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রদের হস্তে তাঁর কন্যাসদৃশা পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ তাঁর বিরহে কাতর ও ক্রন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীসহ একাকী বনে গমন করেছিলেন। গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ব্যাপারে যে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, এই ব্যাপারেও তিনি সেই ঐকান্তিকতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তপোবনে, পৃথু মহারাজ কখনও কন্দমূল, ফল, কখনও শুষ্ক পত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। অবশেষে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম এবং মহান ঋষি ও মুনিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথু মহারাজ গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করেছিলেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থেকে বর্ষার ধারাসম্পাত সহ্য করেছিলেন এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন থেকেছিলেন। তিনি ভূমিতেও শয়ন করতেন। পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী সংযত করে জিতেন্দ্রিয়, ঊর্ধ্বরেতা ও জিতশ্বাস হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এইভাবে কঠোর তপস্যা করার ফলে, পৃথু মহারাজ ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সকাম কর্মের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করার জন্য তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সকাম কর্মের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু পারমার্থিক উন্নতিসাধনের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বিধিবিধান পালন করে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের উদয়ে, তিনি অবিচলিত ভক্তি লাভ করেছিলেন।"

"নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, পৃথু মহারাজের মন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তায় মগ্ন হতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি অহঙ্কার ও জড়-জাগতিক জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত

হয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। এইভাবে পরমাত্মার কাছ থেকে সমস্ত আদেশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে, তিনি যোগ ও জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কি জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিতেও তাঁর কোন রুচি ছিল না, কারণ তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং যোগী ও জ্ঞানীরা যদি কৃষ্ণকথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সংসার সম্বন্ধে তাদের ভ্রম কখনও দূর হবে না।"

"তারপর যখন পৃথু মহারাজের দেহত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হয়ে, তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ এক বিশেষ যৌগিক আসনে বসে তাঁর পায়ের গোড়ালির দ্বারা গুহ্যদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রথমে নাভিদেশের চক্রে, তারপর হৃদ্দেশের চক্রে, তারপর কণ্ঠের চক্রে এবং অবশেষে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী চক্রে উত্তোলন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করেছিলেন। তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বায়ুতে, তাঁর দেহের কঠিন ভাগকে সমগ্র পৃথিবীতে এবং তাঁর দেহের অগ্নিকে সমগ্র অগ্নিতে লীন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে আকাশে, রক্ত আদি দেহের তরল অংশকে সমগ্র জলে লীন করেছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করেছিলেন। তিনি স্থিতি অনুসারে, মনকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজন করেছিলেন। তারপর তিনি তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজিত করেছিলেন। তারপর পৃথু মহারাজ জীবাত্মার সম্পূর্ণ উপাধি মায়ার পরম নিয়ন্তাকে অর্পণ করেছিলেন। যে উপাধির দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, সেই সমস্ত উপাধি থেকে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অবস্থিত হয়ে, তিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা প্রভুরূপ তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

"পৃথু মহারাজের পত্নী মহারাণী অর্চি ছিলেন অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, তিনি তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। যদিও তাঁর বনে বাস করার প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চরণ-কমলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেছিলেন। মহারাণী অর্চি যদিও এই প্রকার কষ্টে অভ্যস্ত ছিলেন না, তবুও তিনি মহর্ষির মতো বনবাসী তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কেবল ফল, ফুল ও পাতা ভক্ষণ করতেন এবং যেহেতু তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে তাঁর কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি হত না। মহারাণী অর্চি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি, যিনি তাঁর প্রতি এবং সারা পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করছেন না, তখন স্বল্পকাল তিনি বিলাপ করেছিলেন এবং তারপর এক পর্বত-শিখরে চিতা রচনা করে তাঁর পতির দেহ স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহারাণী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। নদীর জলে স্নান করে, তিনি তাঁর পতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। তারপর আকাশস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে এবং তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে, তাঁর পতির পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন। মহান রাজা পৃথুর পতিব্রতা পত্নী অর্চির এই বীরত্বপূর্ণ কার্য দর্শন করে হাজার হাজার দেবপত্নীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের পতিগণ-সহ রাণীর স্তুতি করেছিলেন। সেই সময় দেবতারা মন্দর পর্বতের শিখরে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন এবং তাঁদের পত্নীরা সেই চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করেছিলেন—মহারাণী অর্চি ধন্যা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের সম্রাট মহারাজ পৃথুর এই পত্নী তাঁর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছেন, ঠিক যেভাবে লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন। দেখ কিভাবে সতী অর্চি তাঁর অচিন্ত্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে, এখনও তাঁর পতির অনুগমন করে, যতদূর পর্যন্ত আমরা

দেখতে পাচ্ছি, উর্ধ্বগামিনী হচ্ছেন। এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কারণ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পথে অবস্থিত। এই প্রকার ব্যক্তিদের কাছে কোন কিছুই দুর্লভ নয়। যে-ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, এই পৃথিবীতে অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেও অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে অবশ্যই আত্মদ্রোহী এবং বঞ্চিত বলে বিবেচনা করতে হবে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে বলাবলি করছিলেন, তখন মহারাণী অর্চি সেই লোকে পৌঁছেছিলেন, যে-লোকটি স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর পতি পৃথু মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান এবং তাঁর চরিত্র ছিল উদার, চমৎকার ও মহৎ। তাই আমি তাঁর কথা তোমার কাছে যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি পৃথু মহারাজের মহান চরিত্র শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে পৃথু মহারাজের লোক প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ তিনিও ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। পৃথু মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় সারা পৃথিবীর রাজা হন, বৈশ্য অন্য বৈশ্য ও পশুদের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র শ্রেষ্ঠ ভক্ত হন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পৃথু মহারাজের এই কাহিনী শ্রবণ করলে পুত্রহীন বহু পুত্রলাভ করবেন এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠ হবেন। এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করলে, যশহীন ব্যক্তি অত্যন্ত যশস্বী হবেন এবং মূর্খ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ, পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত এতই মঙ্গলজনক যে, তা সমস্ত অমঙ্গল দূর করে। পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ মহান হতে পারে, আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে, স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং কলিযুগের কলুষ নাশ করতে পারে। অধিকন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথেও উন্নতিসাধন করতে পারে। অতএব, এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন। শাসন ক্ষমতা ও জয়লাভে ইচ্ছুক কোনও রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী তিনবার উচ্চারণ করে তাঁর রথে চড়ে যাত্রা করেন, তা হলে তাঁর আদেশে অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কর প্রদান করবেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পৃথু মহারাজকে তাঁর আদেশ মাত্রই কর প্রদান করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির বিবিধ পন্থা পালন করে চিন্ময় পদে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারেন, তবুও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময়, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য।"

"হে বিদুর! আমি যথাসাধ্য পৃথু মহারাজের চরিত্র কীর্তন করলাম, যা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করে। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, তিনিও পৃথু মহারাজের মতো ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নিশ্চিতভাবে বর্ধিত হবে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার তরণিসদৃশ।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

রুদ্রগীত কীর্তন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহারাজ পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব, যিনি তাঁর পিতারই মতো যশস্বী ছিলেন, তিনি রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দিক আধিপত্য করতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর ভ্রাতা হর্যক্ষকে পৃথিবীর পূর্ব দিক, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃককে পশ্চিম দিক এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন। পূর্বে, মহারাজ বিজিতাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, তাঁর কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্ধান উপাধি লাভ করেন। শিখণ্ডিনী নামক পত্নীর গর্ভে তিনি তিনটি অতি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। মহারাজ অন্তর্ধানের তিনটি পুত্রের নাম ছিল—পাবক, পবমান ও শুচি। পূর্বে এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তাঁরা মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তাঁরা যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধানের নভস্বতী নামক আর এক পত্নী ছিলেন এবং তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধান নামক আর একটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত উদার, তাই ইন্দ্র তাঁর পিতার যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করছেন জেনেও তিনি তাঁকে হত্যা করেননি। রাজার বৃত্তি অনুসারে, অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হত, দণ্ডদান করতে হত অথবা শুল্ক গ্রহণ করতে হত, তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তার ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ অন্তর্ধান সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধানী, যিনি বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক ছয়টি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।"

"হে বিদুর! হবির্ধানের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি হঠযোগের অভ্যাসেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রভাবে, তিনি প্রজাপতিরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। মহারাজ বর্হিষৎ পৃথিবীর সর্বত্র বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার প্রভাবে পূর্বাগ্রকুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছাদিত হয়েছিল। মহারাজ বর্হিষৎ, যিনি প্রাচীনবর্হি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি দেবদেব ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি ছিলেন নবযৌবন-সম্পন্না। সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে, বিবাহের সময় তিনি যখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি পূর্বে শুক্রীকে অভিলাষ করেছিলেন। শতদ্রুতির বিবাহের সময় অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও নাগেরা অত্যন্ত মহান হলেও, সকলেই তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণী ধ্বনির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। মহারাজ প্রাচীনবর্হি শতদ্রুতির গর্ভে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সমানভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা। বিবাহ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, প্রচেতারা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত তপস্যার পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যখন প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্র তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের পরম তত্ত্বজ্ঞান

প্রদান করেছিলেন। প্রাচীনবর্হির পুত্ররা অত্যন্ত সাবধানতা ও মনোযোগ সহকারে তা কীর্তন ও উপাসনা করে সেই উপদেশের ধ্যান করেছিলেন।"

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! প্রচেতাদের সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল কেন? দয়া করে বলুন কিভাবে সেই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিভাবে শিব তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, সেই কথা আমাকে বলুন।"

"হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে শিবের সাক্ষাৎ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এমন কি সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত এবং শিবের সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন মহান ঋষিরাও তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারেন না। ভগবান শিব হচ্ছেন সব চাইতে শক্তিশালী দেবতা, যাঁর স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরেই। তিনি আত্মারাম। যদিও এই জড় জগতে কোন বস্তুর প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই, তবুও বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য, তিনি সর্বদা কালী ও দুর্গা আদি ভয়ঙ্কর শক্তিসহ সর্বত্র বিচরণ করেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! সাধু চরিত্র প্রচেতারা তাঁদের পিতা প্রাচীনবর্হির বাক্য শিরোধার্য করে পিতার আদেশ পালন করার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করার সময়, প্রচেতারা এক বিশাল সরোবর দর্শন করলেন, যা প্রায় সমুদ্রের মতো বিস্তৃত ছিল। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের নির্মল অন্তঃকরণের মতো স্বচ্ছ এবং জলচরেরা এত বড় জলাশয়ের শরণ গ্রহণ করার ফলে, তাদের অত্যন্ত শান্ত ও প্রসন্ন বলে প্রতীত হয়েছিল। সেই বিশাল সরোবরে নানা প্রকার পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের কোনটির রঙ নীল, কোনটির রঙ লাল, কোনটি রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, আবার কোনটি সন্ধ্যাবেলা প্রস্ফুটিত হয়। সেই সমস্ত ইন্দীবর, কহ্লার আদি পদ্মফুলে সেই সরোবরটি এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটি একটি ফুলের আকর। আর সেই সরোবরের তীর হংস, সারস, চক্রবাক ও অন্যান্য পাখির কূজনে মুখরিত ছিল। সেই সরোবরের চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও লতা ছিল, এবং তাদের চারপাশে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল। ভ্রমরদের সেই মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করে, সেখানকার গাছপালাগুলি যেন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছিল এবং তখন পদ্মফুলের পরাগ চতুর্দিকে বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তার ফলে সেখানে এক আনন্দময় মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজপুত্রেরা যখন মৃদঙ্গ ও পণবসহ অত্যন্ত সুমধুর রাগরাগিণীর ধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রচেতারা তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে দেবশ্রেষ্ঠ শিবকে তাঁর পার্ষদগণ-সহ জল থেকে উত্থিত হতে দেখলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ঠিক তপ্ত-কাঞ্চনের মতো, তাঁর কণ্ঠ ছিল নীলাভ এবং তাঁর তিনটি চক্ষু ছিল এবং তিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্ণ নয়নে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাঁর অনুগামী গন্ধর্বাদি সংগীতজ্ঞেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। শিবকে দর্শন করে প্রচেতারা অত্যন্ত কৌতূহল-বিশিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান শিব প্রচেতাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি সাধারণত পুণ্যবান ও সদাচারী ব্যক্তিদের রক্ষক।"

রাজকুমারদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ! তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। আমি জানি তোমরা কি করতে চাও এবং তাই তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আমি তোমাদের গোচরীভূত হয়েছি। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি ও জীব আদি সব কিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ শত জন্ম ধরে যথাযথভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হন এবং তিনি যদি তার থেকেও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে উন্নীত হন। আমি ও অন্যান্য দেবতারা এই জড় জগতের বিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই। তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত এবং তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো শ্রদ্ধেয়। সেই সূত্রে আমি জানি

যে, ভক্তরাও আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। তাই ভক্তদের কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়। এখন আমি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করব, যা কেবল দিব্য, পবিত্র ও মঙ্গলময়ই নয়, অধিকন্তু জীবনের চরম লক্ষ্যলাভের অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আমি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করব, তখন তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ভগবানের পরম ভক্ত, মহাপুরুষ শিব দয়াপরবশ হয়ে রাজপুত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন এবং তাঁরাও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ করতে লাগলেন।"

ভগবানের প্রার্থনা করে শিব বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক! সমস্ত আত্মবিৎ পুরুষদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আপনি সর্বদা তাঁদের কল্যাণসাধন করেন, তাই আপনি আমারও কল্যাণসাধন করুন। আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই আপনি আরাধ্য। আপনি হচ্ছেন পরমাত্মা; তাই আমি পুরুষোত্তমরূপে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! আপনার নাভিদেশ থেকে সর্বলোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হয়েছে, তাই আপনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের পরম নিয়ন্তা এবং আপনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব। আপনি পরম শান্ত এবং আপনার স্বপ্রকাশের ফলে, আপনি ছয় প্রকার বিকারের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না। হে ভগবান! আপনি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উৎস, সমস্ত জড় উপাদানের অধিষ্ঠাতা এবং সংহারকর্তা। আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি ইন্দ্রিয় ও মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। আপনি সূর্যরূপে তেজের দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করছেন, আপনার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই। তাই আমি বার বার আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান অনিরুদ্ধ! আপনার অধ্যক্ষতায় স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আপনি সর্বদা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি স্বর্ণসদৃশ বীর্যসমন্বিত এবং তার ফলে অগ্নিরূপে আপনি চাতুর্হোত্র আদি বৈদিক যজ্ঞের সহায়তা করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি পিতৃলোক ও দেবতাদেরও পোষক। আপনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং তিন বেদের প্রভু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস। হে ভগবান! আপনি বিরাট স্বরূপ, যাতে সমস্ত জীবদের শরীর নিহিত রয়েছে। আপনি ত্রিলোকের পালক এবং তার ফলে আপনি সেগুলির মধ্যে মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রাণবায়ু পালন করেন। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি দিব্য বাণীর প্রসারের দ্বারা সব কিছুর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। আপনি অন্তর ও বাইরের সর্বব্যাপ্ত আকাশ এবং আপনি জড়-জাগতিক ও জড়াতীত সমস্ত পুণ্যকর্মের চরম লক্ষ্য। আমি তাই বারবার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান্! আপনি পুণ্যকর্মের ফল দর্শনকারী। আপনি প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও তাদের পরিণাম। আপনি অধর্মজনিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, অতএব আপনি মৃত্যু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান্! আপনি সমস্ত আশীর্বাদ প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রবীণতম এবং সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা। আপনি সমগ্র জগতের সাংখ্যযোগ-দর্শনের ঈশ্বর, কারণ আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম ঈশ্বর, পরম মন এবং আপনার মেধা কখনও কোন পরিস্থিতিতে প্রতিহত হয় না। তাই বারবার আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে ভগবান! আপনি কর্তা, করণ ও কর্মের পরম নিয়ন্তা। তাই আপনি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি অহঙ্কারের পরম নিয়ন্তা রুদ্র। আপনিই হচ্ছেন জ্ঞান ও বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্মের উৎস। হে ভগবান! আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তরা আরাধনা করেন। আপনার অন্য বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। দয়া করে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, সেই রূপ

প্রদর্শন করুন, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেদনগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে। ভগবানের রূপ বর্ষার সুস্নিগ্ধ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। বর্ষার ধারা যেমন স্নিগ্ধ, তাঁর দেহের সৌন্দর্যও তেমন স্নিগ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। ভগবানের চতুর্ভুজ ও পদ্ম-পলাশের মতো নেত্রসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব সুন্দর। তাঁর নাসিকা উন্নত, তাঁর হাসি অত্যন্ত মনোহর, তাঁর কপোল অত্যন্ত সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত তাঁর কর্ণযুগল সমানভাবে সুন্দর। তাঁর উদার ও প্রীতিপূর্ণ হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি নেত্রান্ত থেকে তির্যকভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে, ভগবান অপূর্ব সুন্দর। তাঁর কৃষ্ণ কেশদাম কুঞ্চিত এবং পদ্মফুলের কেশরের মতো তাঁর পীতবর্ণ বসন বায়ুর মধ্যে উড়ছে। তাঁর উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, মুকুট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সহ অন্যান্য অলংকার-সমূহ তাঁর বক্ষের কৌস্তুভ-মণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। ভগবানের স্কন্ধদেশ ঠিক সিংহের মতো। সেই স্কন্ধদেশে ফুলের মালা, কণ্ঠহার ও মণিমালা সর্বদা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে কৌস্তুভ-মণির সৌন্দর্য আর ভগবানের শ্যাম বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। এই উজ্জ্বল শ্রীবৎস-চিহ্ন স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যকেও তিরস্কার করছে। ভগবানের উদর ত্রিবলি-রেখায় শোভিত। তা অশ্বত্থ পত্রের মতো গোল এবং তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, সেই উদর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কম্পিত হয়। ভগবানের নাভিদেশ এত গভীর যে, মনে হয় যেন সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের কোমরের নিম্নভাগ শ্যামবর্ণ এবং তা পীতবর্ণ বস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত মেখলার দ্বারা সুশোভিত। তাঁর পাদপদ্ম, জঙ্ঘা, উরুদ্বয় ও জানুযুগল পরস্পর সমান এবং অপূর্ব সুন্দর। তাঁর সমগ্র শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো এবং আপনার সেই পাদপদ্মের নখরাজির দীপ্তি বদ্ধ জীবদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন, যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি সকলের পরম গুরু, অতএব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বদ্ধ জীব আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে।"

"হে ভগবান! যাঁরা তাঁদের জীবন পবিত্র করতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা। যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যাঁরা ভয় থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁদের এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। হে ভগবান! স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রও জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলাষী। তেমনই, আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য। কিন্তু, তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন। হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধিলাভের বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধির অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন? অজেয় কাল কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূকুটি বিলাসের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে। কিন্তু যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত ভক্ত, তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর কাল আসতে পারে না। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের সুযোগ পান, তা হলে আর তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে আপনার ভক্তদের সঙ্গলাভের আশীর্বাদ করেন, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আমি মনে করি যে, আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ।"

"যে ভক্তের হৃদয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও অন্ধকূপ-সদৃশ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে, ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার নাম, যশ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। হে ভগবান! নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তা আপনিই। হে ভগবান! আপনার বহু প্রকার শক্তি রয়েছে এবং সেই সমস্ত শক্তিগুলি নানারূপে প্রকাশিত। সেই শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এমনভাবে তা আপনি পালন করছেন যে, মনে হয় তা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তবুও চরমে আপনি তা ধ্বংস করেন। যদিও আপনি এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা কখনও একটুও বিচলিত হন না, তবুও জীবেরা তার ফলে বিচলিত হয় এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার থেকে ভিন্ন। হে ভগবান! আপনি সর্বদা স্বতন্ত্র এবং তা আমি স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারি। হে ভগবান! আপনার বিশ্বরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আপনার অংশ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার দ্বারা রচিত। ভক্ত ব্যতীত অন্য যোগীরা, যথা কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীরা তাদের স্বীয় স্থিতিতে অবস্থিত থেকে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা আপনার আরাধনা করে। বেদে, তন্ত্রে ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল আপনিই আরাধ্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধান্ত।"

"হে ভগবান! আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ একমাত্র পরম পুরুষ। এই জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, আপনার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন আপনার মায়াশক্তি ক্ষোভিত হয়, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি গুণ সক্রিয় হয় এবং তার ফলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, আগুন, জল, মাটি, বিভিন্ন দেবতা ও ঋষিগণ প্রকট হন। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হয়। হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করার পর, আপনি চারটি রূপে এই সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। সমস্ত জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে আপনি তাদের জানেন এবং কিভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে তাও জানেন। এই জড় জগতে তথাকথিত সুখভোগ ঠিক মৌমাছির মৌচাকে সঞ্চিত মধু আস্বাদন করার মতো। হে ভগবান! আপনার পরম ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, কিন্তু এই জগতে যে সবকিছু কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা দেখে তা অনুমান করা যায়। কালের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং সবকিছুই অন্য কিছুর দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—ঠিক যেমন একটি পশু আর একটি পশুকে আহার করে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, ঠিক সেইভাবে কাল সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। হে ভগবান! এই জড় জগতে সমস্ত জীবই বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রমত্ত এবং তারা সর্বদাই কিছু না কিছু করার বাসনায় ব্যস্ত। তার কারণ হচ্ছে দুর্দমনীয় লোভ। জড়-জাগতিক সুখভোগের জন্য এই লোভ জীবের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আপনি কালরূপে তাদের আক্রমণ করেন, ঠিক যেভাবে একটি সর্প অনায়াসে একটি মূষিককে গ্রাস করে।"

"হে ভগবান! যে-কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন যে, আপনার আরাধনা না করলে সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়। সেই কথা জানা সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ত্যাগ করতে পারেন? এমন কি আমাদের পিতা এবং গুরুদেব ব্রহ্মাও নির্দ্বিধায় আপনার আরাধনা করেছেন এবং চতুর্দশ মনুগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। হে ভগবান! যে-সমস্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান, তাঁরা আপনাকে পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে জানেন। যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চরমে সব কিছুর সংহারকারী রুদ্রের ভয়ে ভীত, কিন্তু আপনার জ্ঞানবান ভক্তের কাছে আপনিই হচ্ছেন নির্ভয় আশ্রয়। হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সকলে বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমাদের রাজোচিত কর্তব্য সম্পাদন কর। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করে তোমরা এই মন্ত্র জপ কর। তার ফলে ভগবান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তাতে তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হবে। অতএব, হে রাজকুমারগণ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি তোমাদের হৃদয়েও অবস্থিত। অতএব সর্বক্ষণ তাঁর মহিমা কীর্তন কর এবং নিরন্তর তাঁর ধ্যান কর।"

"হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা রূপে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যোগপদ্ধতি বর্ণনা করেছি। তোমরা সকলে এই মহত্ত্বপূর্ণ স্তোত্র মনে ধারণ করে তাতে সমাহিত থাকার ব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে মহান ঋষি হও। মুনিদের মতো মৌনব্রত অবলম্বন করে, তোমরা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পন্থা অনুশীলন কর। সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে আমাদের এই স্তোত্রটি বলেছিলেন। সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছুক ভৃগু আদি প্রজাপতিদেরও এই স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজাপতিদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই স্তোত্র গেয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এইভাবে আমরা বিবিধ প্রকার জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে, যিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে এই স্তোত্র জপ করেন, তিনি অচিরেই জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন। এই জড় জগতে যত প্রকার কল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করে, দুর্লঙ্ঘ্য সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা ছাড়া এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন উপায় নেই। যদিও পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করা এবং তাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও কেউ যদি আমার দ্বারা রচিত ও গীত এই স্তোত্র কেবল পাঠ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের মধ্যে প্রিয়তম বস্তু। যে ব্যক্তি আমার দ্বারা গীত এই সঙ্গীত গান করেন, তিনি ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়ে ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন। যে ভক্ত খুব সকালে উঠে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এই রুদ্রগীত গান করেন এবং অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। হে রাজপুত্রগণ! আমি যে স্তোত্রটি গাইলাম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এই স্তোত্র তোমরা জপ কর, কারণ তা মহান তপস্যারই মতো কার্যকরী। এইভাবে যখন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের জীবন সার্থক হবে এবং তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হবে।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর! এইভাবে ভগবান শিব রাজা বর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজপুত্রেরাও তখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শিবের পূজা করেছিলেন। তার পর ভগবান শিব রাজপুত্রদের সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। সমস্ত প্রচেতারা দশ হাজার বছর জলের ভিতর দাঁড়িয়ে, সেই রুদ্রগীত জপ করেছিলেন। রাজপুত্রেরা যখন জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁদের পিতা বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাই তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা দেবর্ষি নারদ রাজার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মনস্থ করেছিলেন।"

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে রাজন্! এই সমস্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনি কি লাভ করতে চান? জীবনের

চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া এবং সুখভোগ করা, কিন্তু সকাম কর্মের দ্বারা তো তা লভ্য নয়।"

রাজা উত্তর দিলেন—"হে মহাত্মা নারদ! আমার বুদ্ধি সকাম কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নই। দয়া করে আপনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করুন। যার ফলে আমি সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। যারা কেবল তথাকথিত সুন্দর জীবনের প্রতি আগ্রহশীল—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির বন্ধনে গৃহস্থরূপে ধন-সম্পদের অন্বেষণ করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তারা কেবল বিভিন্ন শরীরে সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়। তারা কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায় না।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে প্রজাপালক রাজন্! আপনি যজ্ঞস্থলে যে-সমস্ত পশুদের নির্দয়ভাবে বলি দিয়েছেন, গগনমার্গে সেই সমস্ত পশুদের দেখুন। আপনি যে তাদের পীড়ন করেছেন তা স্মরণ করে, এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আপনার মৃত্যুর পর তারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে। এই সম্পর্কে আমি আপনাকে পুরঞ্জন নামক এক রাজার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাব। আপনি দয়া করে সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।"

"হে রাজন্! পুরাকালে পুরঞ্জন নামক এক রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর মহান কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অবিজ্ঞাত ('অজ্ঞাত') নামক এক বন্ধু ছিল। তাঁর কার্যকলাপ কেউ বুঝতে পারত না। রাজা পুরঞ্জন তাঁর বসবাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জনের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অন্তহীন বাসনা ছিল; তার ফলে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এক সময় হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ নামক স্থানে নয়টি দ্বার এবং সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি নগরী দেখতে পেলেন। সেই নগরীটি প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার গৃহসমূহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখরের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই নগরীর প্রাসাদের গৃহতল নীলা, স্ফটিক, হীরা, মুক্তা, পান্না ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই নগরীর গৃহসমূহ এমনই দীপ্তিযুক্ত ছিল যে, তার সৌন্দর্যের তুলনা দিব্য নগরী ভোগবতীর সঙ্গে করা যেত। সেই নগরী বহু সভাগৃহ, চতুষ্পথ, রাজপথ, ভোজনালয়, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা এবং সুন্দর উদ্যান-সমন্বিত ছিল। সেই নগরীর বাইরে এক সুন্দর সরোবরের চারপাশে বেষ্টন করে বহু সুন্দর বৃক্ষ ও লতা ছিল। সেই সরোবরের চারপাশে পক্ষীকুল মধুর স্বরে সর্বক্ষণ কূজন করত এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করত। সরোবরের তটস্থিত বৃক্ষের শাখাগুলি বসন্ত বায়ুর দ্বারা বাহিত তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ঝর্নার জল প্রাপ্ত হচ্ছিল। এই প্রকার পরিবেশে বনের পশুরাও মুনিদের মতো হিংসাবিহীন এবং ঈর্ষাবিহীন হয়েছিল। তার ফলে পশুরা অন্য কাউকে আক্রমণ করত না। তদুপরি সমস্ত স্থান কোকিলের কূজনে মুখরিত ছিল। তার ফলে পথিকেরা মনে করতেন সেই পরিবেশ যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তাই তাঁরা সেই সুন্দর উদ্যানে বিশ্রাম করতেন।"

"সেই অতি সুন্দর উদ্যানে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন সহসা এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শত-শত পত্নী ছিল। সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি সর্পের দ্বারা চারদিক থেকে সুরক্ষিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী এবং তাঁকে উপযুক্ত পতির অন্বেষণে অত্যন্ত উৎসুক বলে প্রতীত হচ্ছিল। সেই রমণীর নাক, দাঁত ও কপোল অত্যন্ত সুন্দর। তার কর্ণযুগল তেমনই সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। সেই রমণীর কটি ও শ্রোণীদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরনে পীতবর্ণ শাড়ি এবং তাঁর কটিদেশ স্বর্ণমেখলা বেষ্টিত ছিল। তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর নূপুর থেকে কিঙ্কিণীধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার মতো

মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তাঁর সমবর্তুল এবং ব্যবধান-রহিত স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। সেই গজগামিনী লজ্জাবশত বার বার তাঁর স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। বীর পুরঞ্জন সেই অত্যন্ত সুন্দর রমণীর স্তনযুগল ও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তখনই তাঁর কাম-বাসনারূপী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সেই রমণী লজ্জাভরে হেসেছিলেন, তখন পুরঞ্জনের কাছে তাঁকে সুন্দর মনে হয়েছিল, যিনি বীর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সম্বোধন না করে পারলেন না। হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে তুমি এখানে এসেছ, তা দয়া করে আমাকে বল। তোমাকে দেখে মনে হয় যে, তুমি অতি সাধ্বী। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি এখানে কি করার চেষ্টা করছ? দয়া করে তুমি আমাকে তা বল। হে কমল-নয়না! তোমার সঙ্গে এই যে এগারজন শক্তিশালী দেহরক্ষী রয়েছে, এরা কে? আর ঐ দশজন বিশিষ্ট সেবকেরা কে? যে-সমস্ত রমণীরা সেই দশজন সেবকের অনুগমন করছে, তারা কে? আর তোমার সম্মুখে গমন করছে যে সাপটি, সেটিই বা কে? হে সুন্দরী! তুমি কি লক্ষ্মীদেবী, না শিবের পত্নী ভবানী, না ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী? যদিও তুমি অবশ্যই তাঁদের একজন, তবুও আমি দেখছি যে, তুমি এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছ। মুনির মতো সংযত হয়ে, তুমি কি তোমার পতির অন্বেষণ করছ? তোমার পতি যেই হোন না কেন, তুমি যে তাঁর প্রতি এত অনুগত, তার ফলে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হবেন। আমি মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীদেবী, কিন্তু তোমার হাতে তো পদ্মফুল নেই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই পদ্মফুলটি কোথায় পড়ে গেল? হে পরম সৌভাগ্যবতী। আমার মনে হচ্ছে যে, যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম তুমি তাঁদের কেউ নও, কারণ আমি দেখছি যে, তোমার পদযুগল ভূমিস্পর্শ করছে। কিন্তু তুমি যদি এই গ্রহলোকের কোন সুন্দরী হও, তা হলে লক্ষ্মীদেবী যেমন বিষ্ণুর সঙ্গে বিরাজ করে বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমন তুমিও আমার সঙ্গে এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। তুমি জেনে রাখ যে, আমি হচ্ছি একজন মহান বীর এবং এই পৃথিবীর একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। তোমার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। তোমার হাসি লজ্জাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কামোদ্দীপক হওয়ার ফলে, আমার অন্তরে পরম শক্তিশালী কামদেবকে জাগরিত করছে। তাই হে সুন্দরী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সদয় হও। হে সুন্দরী! সুন্দর ভ্রূ ও নয়ন-সমন্বিত তোমার মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাকে বেষ্টন করে রয়েছে তোমার শ্যামচিক্কণ কেশরাজি। তোমার মুখ থেকে অতি সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে। তুমি লজ্জাবশত আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তাই আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, হে সুন্দরী! দয়া করে তুমি তোমার মস্তক উন্নত কর এবং মধুর হাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।"

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন্! পুরঞ্জন যখন সেই রমণীকে স্পর্শ করতে ও উপভোগ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মৃদু হেসে তাঁর সেই অনুরোধ স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও নিঃসন্দেহে রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।"

সেই রমণী বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কে যে আমাকে উৎপন্ন করেছে তা আমি জানি না। আমি তোমাকে তা যথাযথভাবে বলতে পারব না। আমাদের সঙ্গীদের নাম এবং গোত্রও আমি জানি না। হে মহাবীর! আমরা কেবল এটুকুই জানি যে, এই স্থানে আমরা রয়েছি। কিন্তু তার অতীত কোন কিছুই আমরা জানি না। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের বসবাসের জন্য এই সুন্দর স্থানটি যে কে সৃষ্টি করেছেন, তাও আমরা জানতে চেষ্টা করি না। হে মহাশয়! এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, যারা আমার সঙ্গে রয়েছে, তারা আমার সখা ও সখী এবং এই সর্পটি এই পুরীর রক্ষাকারী, এমন কি আমি নিদ্রিতা হলেও এই সর্পটি জাগরিত থাকে। আমি কেবল এটুকুই জানি। এর অধিক আর কিছুই আমি জানি না। হে শত্রু-সংহারক! তুমি যে এখানে এসেছ, তা অবশ্যই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত অভিলাষ আমি এবং আমার বন্ধুরা সর্বতোভাবে

পূর্ণ করার চেষ্টা করব। হে প্রভু! তুমি যাতে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করতে পার, সেই জন্যই আমি নবদ্বার সমন্বিত এই নগরীর আয়োজন করেছি। এখানে তুমি একশ বছর বাস করতে পার এবং তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য সব কিছু সরবরাহ করা হবে। তুমি ছাড়া আর অন্য কোন্ পুরুষের সঙ্গে আমি বিহার করতে পারি? কারণ তাদের তো রতিজ্ঞান নেই এবং তারা জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানে না। এই প্রকার ব্যক্তিরা পশুতুল্য।"

"এই জগতে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের সর্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। তার পর মানুষ মুক্তি অথবা যশও প্রাপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থরা যজ্ঞের ফলও ভোগ করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ লোকে উন্নীত হতে পারেন। এই সমস্ত সুখভোগ পরমার্থবাদীদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তাঁরা এই প্রকার সুখের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে, গৃহস্থ-জীবন কেবল নিজের জন্যই আনন্দদায়ক নয়, তা পিতৃগণ, দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, মহাত্মাগণ এবং অন্য সকলের জন্য শ্রেয়স্কর। এইভাবে গৃহস্থ-আশ্রম সকলের জন্যই লাভজনক। হে বীর! তুমি বিখ্যাত, উদার চিত্ত এবং অতি সুন্দর পুরুষ। অতএব তোমার মতো পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে, আমার মতো কামিনী আর কাকেই বা পতিত্বে বরণ করবে? হে মহাবাহো! পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যার মন তোমার সর্পদেহসদৃশ বাহুযুগলের আলিঙ্গনের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তুমি তোমার মধুর হাস্য ও উদ্ধত কৃপার দ্বারা আমার মতো অনাথা মহিলাদের সমস্ত সন্তাপ দূর কর। আমরা মনে করি যে, তুমি কেবল আমাদের উপকারের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছ।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্! সেই পুরুষ ও নারী পারস্পরিক সৌহার্দ্যের দ্বারা পরস্পরকে অঙ্গীকার করে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশ বছর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন। গায়কেরা মনোহর সঙ্গীতে মহারাজ পুরঞ্জনের মহিমান্বিত কার্যকলাপের যশোগান করত। গ্রীষ্মকালে যখন অত্যন্ত গরম পড়ত, তখন তিনি কামিনীকুল পরিবৃত হয়ে সরোবরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। সেই নগরীর নয়টি দ্বারের মধ্যে সাতটি দ্বার উপরিভাগে এবং দুটি দ্বার অধোভাগে রয়েছে। এই দ্বারগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছে এবং সেই দ্বারগুলি ব্যবহার করেন সেই নগরীর অধীশ্বর। হে রাজন্! সেই নয়টি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি দ্বার পূর্বমুখী, একটি উত্তরমুখী, একটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পশ্চিমমুখী। আমি সেই সমস্ত দ্বারগুলির নাম আপনার কাছে বর্ণনা করব। খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামক দুটি দ্বার পূর্বদিকে স্থিত ছিল, কিন্তু তারা একস্থানেই নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দিয়ে রাজা তাঁর বন্ধু দ্যুমানের সঙ্গে বিভ্রাজিত নামক নগরীতে যেতেন। তেমনই পূর্বদিকে নলিনী ও নালিনী নামক আরও দুটি দ্বার রয়েছে এবং তারাও একস্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দ্বার দুটি দিয়ে রাজা অবধূত নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সৌরভ নামক নগরীতে গমন করতেন। পূর্বদিকে অবস্থিত পঞ্চম দ্বারটির নাম মুখ্যা, অর্থাৎ প্রধান। এই দ্বার দিয়ে তিনি রসজ্ঞ ও বিপণ নামক তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বহূদন ও আপণ নামক দুটি স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম পিতৃহূ এবং সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তার বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে দক্ষিণ-পঞ্চাল নামক নগরীতে গমন করতেন। উত্তর দিকে ছিল দেবহূ নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা শ্রুতধরের সঙ্গে উত্তর-পঞ্চাল নামক স্থানে গমন করতেন। পশ্চিম দিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা দুর্মদের সঙ্গে গ্রামক নামক নগরীতে যেতেন। পশ্চিম দিকস্থ আর একটি দ্বারের নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন সেই দ্বার দিয়ে তাঁর সখা লুব্ধকের সঙ্গে বৈশস নামক স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর বহু অধিবাসীর মধ্যে নির্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন ছিলেন চক্ষুষ্মান নাগরিকদের শাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এই অন্ধদের সঙ্গ করতেন। তাদের সঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করে তিনি নানা প্রকার কার্য করতেন। কখনও কখনও তিনি বিষূচীন (মন) নামক তাঁর প্রধান ভৃত্যের সাথে তাঁর গৃহের অন্তঃপুরে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রভাবে মোহ, সন্তোষ ও হর্ষ উৎপন্ন হত। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মে আসক্ত

হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাঁর মহিষীর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন।"

"রাণী যখন মদিরা পান করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রাণী যখন আহার করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আহার করতেন এবং রাণী যখন চর্বণ করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করতেন। রাণী যখন গান করতেন, তখন তিনিও গান করতেন। তেমনই, রাণী যখন ক্রন্দন করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কাঁদতেন এবং রাণী যখন হাসতেন, তখন তিনিও হাসতেন। রাণী যখন প্রজল্প করতেন, তখন তিনিও প্রজল্প করতেন এবং রাণী যখন গমন করতেন, তখন রাজাও তাঁর পিছনে পিছনে গমন করতেন। রাণী যখন দাঁড়াতেন, তখন রাজাও দাঁড়াতেন এবং রাণী যখন শয্যায় শয়ন করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে শয়ন করতেন। রাণী যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন এবং রাণী যখন কোন কিছু শ্রবণ করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তা-ই শ্রবণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু দেখতেন, তখন রাজাও তা দেখতেন এবং রাণী যখন কোন কিছুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তখন রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু স্পর্শ করতেন, তখন রাজাও তা স্পর্শ করতেন এবং প্রিয়তমা রাণী যখন শোক করতেন, তখন বেচারি রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে অনাথের মতো শোক করতেন। তেমনই রাণী যখন আনন্দিত হতেন, তখন তিনিও আনন্দিত হতেন এবং রাণী সন্তুষ্ট হলে, রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দি হয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এই জড় জগতে তিনি সর্বতোভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি পোষা জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্! এক সময় পুরঞ্জন তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের গতি পঞ্চবিধ এবং তার সম্মুখে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল। যদিও রাজা পুরঞ্জনের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সঙ্গ ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল, তবুও, মৃগয়া করার বাসনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন তখন আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় হয়ে উঠেছিল এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নির্বিচারে বনের বহু নিরীহ পশু বধ করেছিলেন। রাজা যদি মাংস আহারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে বনে

গিয়ে, কেবল বধ্য পশুদের হত্যা করতে পারেন। অনর্থক ও অবাধে পশুহত্যা কখনই অনুমোদিত হয়নি। রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মূর্খ মানুষেরা যাতে অসংযতভাবে অবাধে পশুহত্যা না করে, সেই জন্যই বেদে পশুবধের সুনিয়ন্ত্রিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিৎকে বলতে লাগলেন—"হে রাজন্! যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তিনি কখনও সকাম কর্মে লিপ্ত হন না। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবে অধঃপতিত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ফলে জীব তার প্রকৃত বুদ্ধি বর্জিত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এইভাবে সে মলের কীটাণু থেকে শুরু করে, ব্রহ্মলোকে অতি উন্নত পদ পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। রাজা পুরঞ্জন যখন এইভাবে শিকার করছিলেন, তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে, সেই বনের বহু পশু অসহ্য বেদনায় তাদের প্রাণ ত্যাগ করেছিল। রাজার এই বীভৎস বিনাশকার্য দর্শন করে, দয়ালু ব্যক্তিরা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রকার হত্যাকার্য দর্শন করে সহ্য করতে পারেননি। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন বহু শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, কৃষ্ণসার মৃগ, শল্লক এবং শিকার করার উপযুক্ত অন্যান্য পশু সংহার করে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার পর রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তাঁর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে আসার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং উপযুক্ত খাদ্য আহার করেছিলেন। তার পর তিনি বিশ্রাম করে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি দূর করেছিলেন। তার পর রাজা পুরঞ্জন উপযুক্ত অলঙ্কারে তাঁর দেহকে সাজিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেহে চন্দনও লেপন করেছিলেন এবং গলায় ফুলমালা ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিমুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন। আহার করার পর তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর হৃদয়ে হর্ষ অনুভব করেছিলেন। উচ্চতর চেতনায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি কামদেবের দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গৃহমেধী জীবনে যিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, তাঁর সেই পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তিনি অন্তঃপুরের রমণীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে সুন্দরীগণ! তোমাদের অধীশ্বরীর সঙ্গে তোমরা পূর্বের মতো কুশলে আছ তো?'

রাজা পুরঞ্জন বললেন—"আমি বুঝতে পারছি না আমার গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পূর্বের মতো আমাকে আর কেন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, গৃহে যদি মাতা ও পতিপরায়ণা পত্নী না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চক্রবিহীন রথের মতো। কোন মূর্খ সেই অচল রথে উপবেশন করবে? দয়া করে আমাকে বল, বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে, যে আমাকে সর্বদা উদ্ধার করে, সেই সুন্দরী ললনা কোথায় অবস্থান করছে? প্রতি পদে আমাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করে সে সর্বদা আমাকে রক্ষা করে।"

সেই রমণীরা তখন রাজাকে বললেন—"হে নরনাথ! আপনার স্ত্রী যে কেন এইভাবে অবস্থান করছেন, তা আমরা জানি না। হে শত্রুহন্! দয়া করে দেখুন: বিনা শয্যায় তিনি ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন। তিনি যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীকে অবধূতের মতো ভূতলে পতিত দেখে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। দুঃখিত অন্তরে, রাজা তাঁর পত্নীকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও তাঁর অন্তর অনুশোচনায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রণয়জনিত কোপের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ রাজা ধীরে ধীরে তাঁর মহিষীকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পদযুগল স্পর্শ করেছিলেন, তারপর তাঁকে তাঁর ক্রোড়ে স্থাপন করে, গভীর আবেগে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁকে এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা পুরঞ্জন বললেন—"হে কল্যাণী! প্রভু যখন তাঁর ভৃত্যকে নিজের লোক বলে মনে করেন, কিন্তু তার অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড দেন না, তখন সেই ভৃত্য অবশ্যই মন্দভাগ্য। হে কৃশাঙ্গী! প্রভু যখন ভৃত্যকে

দণ্ড দেন, তখন ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করা। যে ভৃত্য তাতে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অজ্ঞ; কারণ সে জানে না যে, সেটিই হচ্ছে বন্ধুর কর্তব্য। হে প্রিয়ে, হে সুদর্শনে! তোমার আকর্ষণীয় কার্যকলাপের ফলে, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীল বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে তোমার এই ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও এবং অনুরাগ ভরে একটু হাস। তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন আমি তোমার মধুর হাসি দর্শন করি এবং তোমার ঘন নীল সুন্দর কেশদাম ও তোমার উন্নত নাসিকা দর্শন করি এবং তোমার মধুর বাক্যালাপ শ্রবণ করি, তখন তুমি আমার কাছে আরও অধিক সুন্দর হয়ে ওঠ এবং তার ফলে তুমি আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ কর এবং কৃতার্থ কর। তুমি হচ্ছ আমার পরম আদরিণী প্রিয়তমা। হে বীরপত্নী! আমাকে তুমি বল কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? সেই ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত না হন, তা হলে আমি তাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবক ব্যতীত, এই ত্রিলোকে আমি অন্য আর কাউকে ক্ষমা করব না। তোমার চরণে অপরাধ করে কেউই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে না, কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড দণ্ডদান করব। প্রিয়ে! ইতিপূর্বে আমি তোমার মুখ কখনও তিলকবিহীন দেখিনি, এই রকম বিষণ্ণ, অনুজ্জ্বল ও স্নেহশূন্য মুখ কখনও দর্শন করিনি। তোমার সুন্দর স্তনযুগল আমি কখনও অশ্রুসিক্ত দেখিনি এবং বিম্বফলের মতো রক্তিম তোমার অধর এইভাবে রক্তিম আভাশূন্য হতে ইতিপূর্বে আমি কখনই দেখিনি। হে রাণী! আমার পাপপূর্ণ বাসনার ফলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। তবুও আমাকে তোমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলে মনে করে, আমার ত্রুটি মার্জনা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বাস্তবিকপক্ষে আমি অত্যন্ত দুঃখী, কিন্তু কামদেবের বাণের আঘাতে আমি অত্যন্ত কামার্ত হয়েছি। কোন্ সুন্দরী রমণী তার কামুক পতিকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করবে?"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ এবং কালকন্যার উপাখ্যান

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্! বিভিন্নভাবে তাঁর পতিকে মোহিত করে এবং তাঁকে বশীভূত করে, রাজা পুরঞ্জনের পত্নী সর্বপ্রকারে তাঁর সন্তোষবিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন। রাণী স্নান করে মঙ্গলময় বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে, পান-ভোজনাদির দ্বারা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজা তাঁর সুন্দরভাবে সজ্জিত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল দেখে, তাঁকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রাণী পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজাও তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তাঁরা গুহ্য ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শুভ চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হয়ে কেবল তাঁর অনর্থক আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। এইভাবে

অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে, রাজা পুরঞ্জন উন্নত চেতনা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও তার পত্নীর বাহুকে উপাধান করে মহামূল্য শয্যায় সর্বদা শয়ন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে, তিনি আত্মোপলব্ধির তাৎপর্য এবং নিজেকে ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন না।"

"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন কাম ও পাপপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন এবং এইভাবে তাঁর নবযৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে গেল।"

দেবর্ষি নারদ তখন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলেছিলেন—"হে বিরাট (দীর্ঘ আয়ুষ্মান)! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু, এই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল। হে প্রজাপতি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে পুরঞ্জনের একশ দশটি কন্যাও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতা ও মাতার মতো যশস্বী। তাঁরা সুশীলা, উদার ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী সমন্বিতা ছিলেন। তারপর পঞ্চালপতি রাজা পুরঞ্জন তাঁর পিতৃবংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের উপযুক্ত পত্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যাদেরও যোগ্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্রদের প্রত্যেকের শত-শত পুত্র হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা পঞ্চাল রাজ্য ভরে গিয়েছিল। রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র ও পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর গৃহ, কোষ, ভৃত্য, সহকারী আদি সমস্ত ধন-সম্পদের লুণ্ঠনকারী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আসক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! আপনার মতো রাজা পুরঞ্জনও বহু কামনাযুক্ত হয়ে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদের পূজা করেছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত বীভৎস, কারণ পশুহত্যা করার বাসনায় সেগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন সকাম কর্মের প্রতি ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের সেই অবস্থায় এসে উপনীত হলেন, যা কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়।"

"হে রাজন্! গন্ধর্বলোকের অধিপতি হচ্ছেন চণ্ডবেগ নামক রাজা। তাঁর অধীনে তিনশ ষাটজন অত্যন্ত শক্তিশালী গন্ধর্ব সৈনিক রয়েছে। চণ্ডবেগের গন্ধর্ব-সৈনিকদের মতো সমসংখ্যক গন্ধর্বী ছিল এবং তারা বারবার ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করেছিল। গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগ ও তাঁর অনুচরেরা যখন পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চফণা বিশিষ্ট সর্পটি তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল। গন্ধর্বদের সংখ্যা সাতশ কুড়ি হলেও, রাজা পুরঞ্জনের নগরীর অধ্যক্ষ পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি একাকী তাদের সঙ্গে একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। যেহেতু তাকে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তারা সকলেই ছিল এক-একজন বড় যোদ্ধা, তাই পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এইভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে, রাজা পুরঞ্জন এবং সেই নগরবাসী তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন পঞ্চাল নামক তাঁর রাজ্যে কর সংগ্রহ করে, নানা প্রকার মৈথুনসুখে মগ্ন থাকতেন। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন।"

"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! ভয়ঙ্কর কালের কন্যা তখন পতির অন্বেষণে ত্রিলোক ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কালকন্যা (জরা) তার দুর্ভাগ্যবশত এই জগতে দুর্ভাগা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি পূরু তাকে বরণ করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কালকন্যা তাঁকে বর প্রদান করেছিল। আমি যখন সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে এক সময় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, তখন কালকন্যা ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করছিল এবং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জেনে, তাঁকে অঙ্গীকার করার জন্য সে কামাসক্ত হয়ে আমার কাছে প্রস্তাব করে।"

দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—"আমি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলে, সে আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, এক দুঃসহ অভিশাপ প্রদান করেছিল। সে বলেছিল, "হে মুনে। যেহেতু আপনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই জন্য আপনি কখনও এক স্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারবেন না।' এইভাবে আমার দ্বারা নিরাশ হয়ে, আমার উপদেশক্রমে সে ভয় নামক যবন রাজার সমীপবর্তী হয়েছিল এবং তাঁকে তার পতিরূপে বরণ করেছিল। যবন রাজার কাছে গিয়ে কালকন্যা তাঁকে বলেছিল, "হে বীর! আপনি যবনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আমি আপনাকে আমার পতিরূপে বরণ করতে চাই। আমি জানি যে, আপনার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলে, কেউ নিরাশ হয় না। যে ব্যক্তি লৌকিক প্রথা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান করে না এবং কেউ দান করতে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করে না, তারা উভয়েই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অজ্ঞানের পথ অনুসরণ করছে। তাদের অবশ্যই পরিণামে শোক করতে হবে।"

কালকন্যা বলল—"হে ভদ্র! আমি আপনার সেবা করবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত। দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে আর্তের প্রতি করুণা প্রকাশ করা। কালকন্যার কথা শুনে যবনরাজ ঈষৎ হেসে, দৈবের বিধান অনুসারে তাঁর গোপনীয় কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। কালকন্যাকে সম্বোধন করে তিনি তখন বলেছিলেন—বহু বিবেচনা করে আমি জানতে পেরেছি কে তোমার পতি হবে। প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছে তুমি অমঙ্গলরূপা এবং অপ্রিয়া। তাই যেহেতু কেউই তোমাকে চায় না, তা হলে কেই বা তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে? এই জগৎ সকাম কর্মের ফলস্বরূপ। তাই তুমি অলক্ষিতভাবে জীবদের আক্রমণ কর। আমার সৈনিকদের সহায়তায় তুমি নির্বিঘ্নে তাদের সংহার করতে পারবে। এই প্রজ্বার আমার ভ্রাতা। আমি এখন তোমাকে আমার ভগিনীরূপে গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের দুজনকে এবং আমার ভয়ঙ্কর সৈনিকদের নিযুক্ত করব এই জগতে অলক্ষিতভাবে কার্য করার জন্য।"

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! তারপর ভয় নামক যবনরাজ প্রজ্বার, কালকন্যা এবং তার সৈনিকগণ সহ সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলেন। এক সময় সেই ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা প্রবলভাবে পুরঞ্জনের নগরী আক্রমণ করেছিল। যদিও সেই নগরীটি ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা রক্ষিত হচ্ছিল একটি বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা। ভয়ঙ্কর সৈনিকদের সহায়তায়, কালকন্যা ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় করেছিল। কালকন্যা যখন দেহ আক্রমণ করল, তখন যবনরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা বিভিন্ন দ্বার দিয়ে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিল এবং তারা সমস্ত নাগরিকদের প্রবলভাবে পীড়ন করতে শুরু করেছিল। নগরীটি যখন এইভাবে কালকন্যা ও সৈনিকদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, তখন রাজা পুরঞ্জন তার আত্মীয়-স্বজনদের মমতায় অত্যন্ত আকুল হয়ে, যবনরাজ ও কালকন্যার আক্রমণে বহু প্রকার ক্লেশ ভোগ করতে লাগলেন। কালকন্যার দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেন। রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁর

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে সবকিছু হারিয়ে, তিনি গন্ধর্ব ও যবনদের দ্বারা বলপূর্বক পরাভূত হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন তখন দেখলেন যে, তাঁর নগরীর সমৃদ্ধি নষ্ট হয়েছে এবং তাঁর পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও অমাত্যেরা ধীরে ধীরে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তিনি এও দেখলেন যে, তাঁর পত্নী তাঁর প্রতি প্রীতিরহিত এবং উদাসীন হয়ে গেছে। রাজা পুরঞ্জন যখন দেখলেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, অমাত্য আদি সকলেই তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারলেন না, কারণ তিনি কালকন্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েছিলেন। কালকন্যার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত বিষয়গুলি বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হৃদয়ে কামবাসনা থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সর্বতোভাবে অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে যান। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হওয়ার ফলে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকদের দ্বারা পুরঞ্জনের নগরী বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং সেই নগরী পরিত্যাগ করার বাসনা না থাকলেও, পরিস্থিতিবশত তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কারণ তা কালকন্যার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। তখন ভয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রজ্বার তার ভ্রাতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেই নগরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই নগরী যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত নাগরিকেরা, রাজার ভৃত্যরা, আত্মীয়-স্বজনেরা, পুত্র, পৌত্র, পত্নী এবং অন্যান্য কুটুম্বগণ সেই আগুনে দগ্ধ হতে লাগল। রাজা পুরঞ্জন তার ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। সেই নগরীর রক্ষক সর্পটি যখন দেখল যে, নাগরিকেরা কালকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং যবনেরা তার গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তখন অত্যন্ত শোকে সে কাতর হয়ে পড়েছিল। বনে আগুন লাগলে বৃক্ষের কোটরস্থ সর্প যেমন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তেমনই নগরীর অধ্যক্ষ সর্পটিও অগ্নির প্রচণ্ড তাপের ফলে, সেই নগরী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল। যখন গন্ধর্ব ও যবন সৈনিকেরা তাঁর দেহের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ফেলছিল, তখন সেই সর্পটির শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে যখন তার দেহটি ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তখন তার শত্রুরা তাকে আটকে ফেলে। এইভাবে তার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। রাজা পুরঞ্জন তখন তাঁর কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, ভৃত্য, অন্যান্য পার্ষদ, গৃহ, গৃহের উপকরণ এবং যৎসামান্য সঞ্চিত ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পরিবার এবং 'আমি' ও 'আমার' ধারণার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তাই তিনি ইতিপূর্বেই অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। রাজা পুরঞ্জন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'হায়, আমার পত্নী এতগুলি সন্তানের ভারে ভারাক্রান্ত। আমি দেহত্যাগ করে অন্য লোকে চলে গেলে, সে কিভাবে পরিবারের এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের পালন করবে? হায়! পরিবার প্রতিপালনের দুশ্চিন্তায় সে না জানি কত কষ্ট পাবে।' রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব আচরণের কথা মনে করতে লাগলেন। রাজা ভাবতে লাগলেন—'আমি আহার না করা পর্যন্ত সে আহার করত না, আমি স্নান না করা পর্যন্ত সে স্নান করত না এবং সে আমার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, কখনও কখনও আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলে, সে নীরবে আমার সেই দুর্ব্যবহার সহ্য করত।' "

রাজা পুরঞ্জন ভাবতে লাগলেন—"আমি যখন মোহাচ্ছন্ন হতাম, তখন আমার পত্নী কিভাবে আমাকে সৎ পরামর্শ প্রদান করত এবং আমি গৃহ থেকে বাইরে চলে গেলে, সে অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হত। যদিও সে বহু সন্তানের জননী, তবুও আমার আশঙ্কা এই যে, গৃহস্থালির দায়-দায়িত্বগুলি বহন করতে সে কি সক্ষম হবে? আমি পরলোকে গমন করলে, সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল আমার পুত্র ও কন্যারা কিভাবে জীবন ধারণ করবে? মাঝসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হলে আরোহীদের যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হবে।" যদিও পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজা

পুরঞ্জনের শোক করা উচিত ছিল না, তবুও তাঁর দীন বুদ্ধির ফলে তিনি তা করেছিলেন। সেই সময় ভয় নামক যবনরাজ তাঁকে বন্দি করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। যবনেরা যখন রাজা পুরঞ্জনকে একটি পশুর মতো বন্ধন করে তাঁকে তাদের স্থানে নিয়ে যেতে লাগল, তখন রাজার অনুচরেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। তারা যখন শোক করছিল, তখন তাদেরও তার সঙ্গে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন সেই সর্পটিও, যাকে যবনরাজের সৈন্যরা বন্দি করে পূর্বেই নগরী থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদের সঙ্গে সেও তার প্রভুকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা যখন সেই নগরীটি ত্যাগ করল, তখনই তা বিশীর্ণ হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হল।' অত্যন্ত বলবান যবনেরা যখন বলপূর্বক রাজা পুরঞ্জনকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে, তিনি তাঁর সখা এবং নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারেননি। সেই অত্যন্ত নির্দয় রাজা পুরঞ্জন বিভিন্ন যজ্ঞে বহু পশুহত্যা করেছিলেন। এখন সেই সমস্ত পশুরা সুযোগ পেয়ে তাদের শিং-এর দ্বারা তাঁকে বিদীর্ণ করতে লাগল। যেন তারা কুঠার দিয়ে তাঁকে খণ্ড-খণ্ড করে কাটতে লাগল। রমণীর দূষিত সঙ্গ প্রভাবে, রাজা পুরঞ্জনের মতো জীবেরা নিত্যকাল সংসারের কষ্টভোগ করে এবং বহু বহু বছর ধরে স্মৃতিরহিত হয়ে, তারা জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকার প্রদেশে অবস্থান করে।"

"রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি এক অতি সুন্দরী এবং উত্তম ললনা হয়েছিলেন। রাজারই গৃহে তিনি পরজন্মে বিদর্ভরাজের কন্যা হন। বিদর্ভরাজের দুহিতা বৈদর্ভীর বিবাহ হয়েছিল পাণ্ড্য দেশের মলয়ধ্বজ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে। অন্যান্য রাজকুমারদের পরাজিত করে তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা মলয়ধ্বজের একটি কন্যা হয়েছিল, যার চক্ষু ছিল অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর সাতটি পুত্র-সন্তানও হয়েছিল, যারা পরবর্তী কালে দ্রাবিড়দেশের রাজা হয়েছিল। এইভাবে সেই ভূখণ্ডে সাতজন রাজা ছিলেন।"

"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! মলয়ধ্বজের পুত্রেরা হাজার হাজার সন্তান উৎপাদন করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে মন্বন্তর এবং তার পরেও সারা পৃথিবী পালন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যাকে অগস্ত্য মুনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যার নাম ছিল দৃঢ়চ্যুত এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল ইধ্মবাহ। তার পর রাজর্ষি মলয়ধ্বজ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে, একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার উদ্দেশ্যে কুলাচল নামক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনই মদির-নয়না বিদর্ভনন্দিনীও গৃহসুখ, পুত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করে, তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে কুলাচলে গিয়েছিলেন। কুলাচলে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা নামক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজা মলয়ধ্বজ নিয়মিতভাবে সেই পবিত্র নদীগুলিতে গিয়ে স্নান করতেন। তার ফলে তিনি অন্তরে ও বাইরে উভয়ত পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি স্নান করে কন্দ, বীজ, পাতা, ফুল, মূল, ফল ও ঘাস খেয়ে এবং জলপান করে জীবনধারণ করছিলেন। এইভাবে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন। তপস্যার দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর দেহে এবং মনে ধীরে ধীরে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, বায়ু ও বর্ষা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি দ্বৈতভাবের প্রতি সমদর্শী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জয় করেছিলেন।"

"উপাসনা, তপস্যা, যম ও নিয়মাদির দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর অন্তরের সমস্ত মল দগ্ধ করে, তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে জয় করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে পরমব্রহ্ম (কৃষ্ণ) রূপী কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির করেছিলেন। এইভাবে তিনি এক শত দিব্য বৎসর এক স্থানে স্থাণুর মতো স্থির হয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিময়ী আসক্তি লাভ করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় স্থির হয়েছিলেন। রাজা মলয়ধ্বজ আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্মা একস্থানে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। তিনি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, জড়-দেহ আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হচ্ছে জড় দেহের সাক্ষী।

রাজা মলয়ধ্বজ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন কারণ তাঁর শুদ্ধ স্থিতিতে তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার দিব্য জ্ঞানের আলোকে তিনি সর্বতোভাবে সব কিছু উপলব্ধি করেছিলেন। এইভাবে রাজা মলয়ধ্বজ দর্শন করেছিলেন যে, পরমাত্মা তাঁর পাশে বসে রয়েছেন এবং জীবাত্মা রূপে তিনিও পরমাত্মার পাশে বসে রয়েছেন। তাঁরা উভয়ে একত্রে থাকার ফলে, তাঁদের ভিন্ন স্বার্থ ছিল না, এইভাবে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈদর্ভী তাঁর পতিকে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর মহাভাগবত পতিকে অনুসরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন। ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে বিদর্ভরাজের কন্যার শরীর ক্ষীণ হয়েছিল এবং তিনি জীর্ণ বসন পরিধান করেছিলেন। তাঁর কেশকলাপের যত্ন না নেওয়ার ফলে তা জটাবদ্ধ হয়েছিল। যদিও তিনি সর্বদা তাঁর পতির নিকটে থাকতেন, তবুও তিনি অবিচল দীপশিখার মতো মৌন এবং উজ্জ্বলরূপে অবস্থান করতেন। বিদর্ভনন্দিনী তাঁর পতি যে দেহত্যাগ করেছেন তা বুঝতে না পারা পর্যন্ত, স্থির আসনে উপবিষ্ট তাঁর পতির সেবা করে যেতে লাগলেন। তিনি যখন তাঁর পতির পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি উষ্ণতা অনুভব না করার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তখন তিনি তাঁর পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিনী হওয়ার ফলে, যূথভ্রষ্টা হরিণীর মতো ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই বিদর্ভনন্দিনী অরণ্যে তাঁর বৈধব্য দশার নিমিত্ত শোক করতে করতে অবিরাম অশ্রুধারায় স্তনযুগল সিক্ত করে, উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করলেন।"

"হে রাজর্ষে! উঠুন! উঠুন! দেখুন, জলধি বেষ্টিতা ধরিত্রী দস্যু এবং তথাকথিত রাজাতে ভরে গেছে। তাই ধরিত্রী অত্যন্ত ভীতা হয়েছেন এবং আপনার কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে রক্ষা করা। পতির অনুগামিনী সেই পতিব্রতা স্ত্রী সেই নির্জন অরণ্যে তাঁর পতির পদযুগলে পতিতা হয়ে, করুণ স্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তারপর তিনি কাঠ দিয়ে চিতা রচনা করে তাতে তাঁর পতির কলেবর প্রদীপ্ত করে, বিলাপ করতে করতে তাঁর পতির অনুসরণে সহমরণে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্! তখন রাজা পুরঞ্জনের এক পূর্বতন সখা ব্রাহ্মণ সেখানে এসে, মধুর বাক্যের দ্বারা রাণীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কন্যা? এই শায়িত পুরুষটি কে? মনে হচ্ছে যেন তুমি এই মৃত শরীরের জন্য শোক করছ। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার চিরকালের বন্ধু। তোমার স্মরণ হতে পারে যে, পূর্বে তুমি বহুবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলে। হে বন্ধু! যদিও তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারছ না, তোমার কি মনে পড়ে না যে, পূর্বে তোমার এক অতি অন্তরঙ্গ সখা ছিল? দুর্ভাগ্যবশত তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, এই জগতের ভোক্তার পদ গ্রহণ করেছ। হে প্রিয় সখা! তুমি আর আমি ঠিক দুটি হংসের মতো। আমরা দুজনে একত্রে একই হৃদয়ে বাস করি, যা ঠিক মানস সরোবরের মতো। যদিও আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরে একসঙ্গে রয়েছি, তবুও আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় থেকে বহু দূরে। হে সখে! তুমি আমার সেই বন্ধু। যখন থেকে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ, তখন থেকে তুমি ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছ এবং আমাকে বিস্মৃত হয়ে, কোন স্ত্রীর দ্বারা রচিত এই জড় জগতে বিভিন্ন দেহে তুমি ভ্রমণ করছ। সেই নগরীর (জড় শরীরের) পাঁচটি উদ্যান, নয়টি দ্বার, একজন রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি পরিবার, পাঁচটি দোকান, পাঁচটি উপাদান এবং একজন স্ত্রী তার অধীশ্বরী।"

"হে সখে! পাঁচটি উদ্যান হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পাঁচটি বিষয় এবং তার রক্ষক হচ্ছে প্রাণবায়ু, যা নয়টি দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়। তিনটি কোষ্ঠ হচ্ছে তিনটি প্রধান উপাদান—অগ্নি, জল ও মাটি। ছয়টি পরিবার হচ্ছে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়। পাঁচটি বিপণি হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। সেগুলি পঞ্চ-মহাভূতের সংযুক্ত শক্তির দ্বারা তাদের ব্যবসা করে। সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে আত্মা। আত্মা হচ্ছে ভোক্তা এবং সে হচ্ছে পুরুষ। কিন্তু শরীর-রূপী নগরীতে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, সে তার স্বরূপ জানতে পারে না। হে সখে! তুমি যখন বিষয়-বুদ্ধিরূপা

রমণীর সঙ্গে এই শরীরে প্রবেশ করেছ, তখন থেকেই তুমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছ। এই কারণে, তুমি তোমার চিন্ময় জীবনের কথা ভুলে গেছ। তার ফলে তুমি এই প্রকার পাপীয়সী দশা প্রাপ্ত হয়ে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ। প্রকৃতপক্ষে, তুমি বিদর্ভরাজের কন্যা নও, এই মলয়ধ্বজ তোমার হিতকারী পতি নয়। তুমি পুরঞ্জনীরও পতি নও। তুমি কেবল নবদ্বার সমন্বিত এই দেহে অবরুদ্ধ হয়েছ। কখনও তুমি নিজেকে একজন পুরুষ বলে মনে কর, কখনও বা একজন সতী স্ত্রী বলে মনে কর, আবার কখনও নপুংসক বলে মনে কর। তার কারণ হচ্ছে শরীর, যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। এই মায়া আমারই শক্তি এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি, আমরা দুজনেই শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। আমি তোমাকে আমাদের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর। হে প্রিয় সখা! আমি এবং তুমি, পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন, কারণ আমরা উভয়েই চিন্ময়। হে সখে! প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপে তুমি গুণগতভাবে আমার থেকে ভিন্ন নও। সেই কথাটি বোঝার চেষ্টা কর। যারা প্রকৃতই বিদ্বান এবং জ্ঞানবান, তারা তোমার এবং আমার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য দর্শন করে না। মানুষ যেমন দর্পণে তার নিজের প্রতিবিম্বকে তার থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, কিন্তু অন্যেরা দুটি শরীর দর্শন করে, তেমনই জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে, যাতে জীব লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও লিপ্ত নয়, ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এইভাবে উভয় হংসই হৃদয়ে বিরাজ করে। একটি হংস যখন অন্য হংসের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ সে তার কৃষ্ণচেতনা ফিরে পায়, যা সে জড় আসক্তির ফলে হারিয়েছিল। হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! সর্ব-কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান পরোক্ষরূপে উপলব্ধ হন বলে বিখ্যাত। তাই আমি আপনার কাছে এই পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্ম-উপলব্ধির উপদেশ।"

❖ ❖ ❖

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন—"হে প্রভু! রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর তাৎপর্য আমরা পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে আপনার এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে এক পদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহু পদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরিত হয়। এই সমস্ত শরীরে দেহান্তরিত হয় বলে জীব তথাকথিত ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়। অবিজ্ঞাত বলে আমি যাঁকে বর্ণনা করেছি, তিনি হচ্ছেন জীবের নিত্য সুহৃৎ এবং প্রভু। জীব যেহেতু জড় নাম, কার্যকলাপ অথবা গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে চিরকাল অবিজ্ঞাত থাকেন। জীব যখন পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটি প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে নয়টি দ্বার, দুটি হাত এবং দুটি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়।"

"এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত প্রমদা শব্দটি জড়-বুদ্ধি বা

অবিদ্যাকে বোঝায়। বুঝতে হবে যে, কেউ যখন এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি" এবং "আমার" এই জড় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে শুরু করে। এইভাবে জীব বদ্ধ হয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরঞ্জনীর সখা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি হচ্ছে তার সখী এবং যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণবায়ু। একাদশতম সেবক হচ্ছে অন্যদের অধিপতি মন। এই মন কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই অধিপতি। পঞ্চালরাজ্য হচ্ছে সেই পরিবেশ, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করা হয়। এই পঞ্চালরাজ্যের ভিতরে রয়েছে নবদ্বার সমন্বিত এই দেহরূপ নগরী। চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ—এই দ্বারগুলি দুটি দুটি করে একস্থানে অবস্থিত। মুখ, উপস্থ এবং পায়ুও হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। এই নবদ্বার সমন্বিত শরীরে স্থিত হয়ে, জীব এই জড় জগতে বহির্মুখী কার্য করে এবং রূপ, রস আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে। দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, এই পাঁচটি দ্বার সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দিকস্থ দ্বার বলে মনে করা হয়, বাম কর্ণকে উত্তর দিকস্থ দ্বার বলা হয়। পশ্চিম দিকস্থ দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু এবং উপস্থ। খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নামক যে দুটি দ্বারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে শরীরের এক স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চক্ষু। বিভ্রাজিত নামক যে জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে রূপ বলে জানবে। এইভাবে চক্ষু দুটি সর্বদা বিভিন্ন প্রকার রূপ দর্শনে মগ্ন। নলিনী এবং নালিনী নামক যে দুটি দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। সৌরভদেশ বলে যার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। অবধূত নামে তার যে সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মুখ্যা নামক যে দ্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মুখ এবং বিপণ হচ্ছে বাগিন্দ্রিয়। রসজ্ঞ হচ্ছে রসনেন্দ্রিয়। আপণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাষণ এবং বহূদন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য। দক্ষিণ কর্ণকে বলা হয় পিতৃহূ দ্বার এবং বাম কর্ণকে বলা হয় দেবহূ দ্বার।"

নারদ মুনি বললেন—"দক্ষিণ পঞ্চাল নামক যে নগরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা সকাম কর্মজনিত ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কর্মকাণ্ডাত্মক প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। উত্তর পঞ্চাল নামক অন্য নগরীটির দ্বারা নিবৃত্তি প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। জীব দুই কর্ণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কোন জীব পিতৃলোকে এবং কোন জীব দেবলোকে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয় দুটি কর্ণের দ্বারা। আসুরী (মেঢ্র) নামক নিম্নবর্তী দ্বার দিয়ে গ্রামক নামক যে জনপদে গমন করা হয়, তা হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ, যা মূর্খ ও নীচ সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। জননেন্দ্রিয়কে বলা হয় দুর্মদ এবং পায়ুকে বলা হয় নির্ঋতি। পুরঞ্জন বৈশস নামক স্থানে যেতেন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নরকে যেতেন। তাঁর সহচর লুব্ধক হচ্ছে পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়। পূর্বে আমি দুজন অন্ধ সহচরের কথাও বলেছি। তারা হচ্ছে হাত এবং পা। হাত এবং পায়ের সাহায্যে জীব সব রকম কর্ম করে এবং ইতস্তত বিচরণ করে। অন্তঃপুর বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। বিষূচীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বত্রগামী' এবং তা এখানে মনকে বুঝাচ্ছে। জীব তার মনের মধ্যে প্রকৃতির গুণের প্রভাবসমূহ ভোগ করে। এই প্রভাবগুলি কখনও মোহ, কখনও সন্তোষ এবং কখনও হর্ষ উৎপাদন করে। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহিষী হচ্ছেন বুদ্ধি। স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় থেকে বুদ্ধি বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলুষিত বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব দর্শকরূপে বুদ্ধিরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে।"

"যাকে আমি রথ বলে বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এই শরীর। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সেই রথের ঘোড়া। সংবৎসরের মতো তাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদের কোন গতি নেই। পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সেই রথের দুটি চাকা। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সেই রথের পতাকা। পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয় জীবের বন্ধন এবং মন হচ্ছে তার রশি। বুদ্ধি সেই রথের সারথি। হৃদয় রথের উপবেশন স্থান এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বভাব যুগবন্ধনের স্থান। সপ্তধাতু সেই রথের আবরণ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার বাহ্য বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয় সেই

পুরুষের সৈনিক। ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হয়ে জীব সেই রথে আরূঢ় হয়ে তার ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা করে এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি ধাবিত হয়। যাকে চণ্ডবেগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী কাল। দিন এবং রাত্রিকে যথাক্রমে গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত সংবৎসর ক্রমশ মানুষের আয়ু হরণ করে। যাকে কালকন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বৃদ্ধাবস্থা। কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু সাক্ষাৎ যবনরাজ মৃত্যু জরাকে তাঁর ভগিনীরূপে স্বীকার করেছেন। যবনেশ্বরের (যমরাজের) অনুচরদের বলা হয় মৃত্যুসেনা এবং সেগুলি হচ্ছে দেহ ও মন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার পীড়া। প্রজ্বার হচ্ছে দুই প্রকার জ্বর—অত্যধিক গরম এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা—যেমন টাইফয়েড এবং নিউমোনিয়া। শরীরের ভিতরে শায়িত জীব আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বিভিন্ন প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত। সর্বপ্রকার ক্লেশ সত্ত্বেও জীব দেহধর্ম, মনোধর্ম ও ইন্দ্রিয়ধর্মের বশীভূত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে, এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনায় বহু পরিকল্পনা করে। যদিও সে নির্গুণ, তবুও অজ্ঞানের বশে জীব 'আমি' ও 'আমার' অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এইভাবে সে তার জড় শরীরে একশ বছর অবস্থান করে।"

"জীবের নিজের ভাল অথবা মন্দ ভাগ্য বেছে নেওয়ার অল্প একটু স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সে যখন তার পরম প্রভু পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং দেহের জন্য নানা প্রকার কর্মে আসক্ত হয়। কখনও সে তমোগুণের দ্বারা, কখনও রজোগুণের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পুণ্যকর্ম করেন এবং তার ফলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে দেবতারা বাস করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা মনুষ্যলোকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীল কার্য করেন। আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ করে এবং পাশবিক জগতে বাস করে। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও নপুংসক, কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি হয়। এইভাবে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে। ক্ষুধায় কাতর, দীন কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারব্ধ অনুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয় এবং কোথায়ও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনই বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয় এবং কখনও নিম্নতর জীবন। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনও নরকে অধঃপতিত হয়, আবার কখনও মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ ভোগ করে। জীব তার ভাগ্যজনিত ক্লেশ, অন্যান্য জীবের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ অথবা তার দেহ এবং মন সম্পর্কিত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে। কিন্তু, প্রতিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাদের বদ্ধ থাকতে হয়। মানুষ মস্তকে গুরুভার বহন করতে করতে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ভার কাঁধে বহন করে সে মস্তককে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার যত কিছু উপায় আছে, সেগুলির মাধ্যমে সে কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোঝার ভার স্থানান্তরিত করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারে না।"

নারদ মুনি বললেন—"হে নিষ্পাপ! কেউই কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের দ্বারা তার সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে না। অজ্ঞানতাবশত মানুষ সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার যেমন কেবল জাগরণের দ্বারাই হয়ে থাকে, তেমনই কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আমাদের স্বরূপে জেগে ওঠা ব্যতীত অজ্ঞান এবং মোহজনিত সংসার-দুঃখ থেকে

নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই, কারণ সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় জেগে ওঠা। কখনও কখনও আমরা স্বপ্নে একটি বাঘ অথবা সাপ দেখে ভয় পাই, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেখানে বাঘ অথবা সাপ নেই। তেমনই আমরা সূক্ষ্মরূপে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার পরিণামে দুঃখকষ্ট ভোগ করি। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব নয়। জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে, যে অজ্ঞান তাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্লেশ প্রদান করে, সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধির মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি ভক্তি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হওয়া এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"

"হে রাজর্ষি! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, যিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত এবং যিনি সর্বদা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। হে রাজন, যে স্থানে সদাচার-সম্পন্ন বিশুদ্ধ চিত্ত এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে যদি কেউ অমৃত ধারাবাহিনী সরিৎস্বরূপ ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হন এবং তিনি সমস্ত ভয়, শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হন। যেহেতু বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি দেহের আবশ্যকতাগুলির দ্বারা উপদ্রুত, তাই ভগবানের অমৃতময় কথা শ্রবণে আসক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের সময় প্রায় নেই। সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ; সনক, সনাতন আদি সর্বোচ্চ স্তরের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ; এবং আমার মতো অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে নি। অনন্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা সত্ত্বেও, তাঁরা পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি। কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন চিন্ময় চেতনায় জাগরিত হয়ে, ভগবদ্ভক্ত বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ এবং আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন।"

"হে মহারাজ বর্হিষ্মান! বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম যতই শ্রুতিমধুর অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে হোক না কেন, কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। সেগুলিকে কখনই পরমার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বেদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। তারা জানে না যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া। তাদের প্রকৃত আবাসের কথা ভুলে গিয়ে, মোহবশত তারা অন্য গৃহের অন্বেষণ করে। হে রাজন! সারা পৃথিবী পূর্বমুখী তীক্ষ্ণাগ্র কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে এবং তার ফলে যজ্ঞে বহু পশু বধ করার দরুন আপনি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। আপনার এই মূর্খতাবশত আপনি জানেন না যে, ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানই আপনার একমাত্র কর্তব্যকর্ম হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়াই হচ্ছে যথার্থ বিদ্যার ফল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি পরমাত্মারূপে এই জগতে জড় দেহধারী সমস্ত জীবের পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পরম নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের পরম বন্ধু এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা। তা করা হলে, মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁর এই সংসারে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান এবং এই বিদ্যার প্রভাবেই তিনি সারা জগতের গুরু হতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর আমি প্রদান করলাম। এখন সাধুসম্মত এবং অত্যন্ত গোপনীয় আর একটি বিষয় আমি বলছি, সেই কথা শ্রবণ করুন।"

"হে রাজন্! ঐ হরিণটিকে দেখুন, যে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে তার স্ত্রীর সঙ্গে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে। সেই উদ্যানে সে লুব্ধকর্ণ হয়ে ভ্রমরের মধুর গীত শ্রবণ করছে। তার অবস্থা একবার বিবেচনা করে দেখুন। সে জানে না তার সম্মুখে একটি বাঘ, যে অন্যের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করে। সেই হরিণটির পশ্চাতে এক ব্যাধ, যে তার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। এইভাবে সেই হরিণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। হে রাজন। স্ত্রীলোকেরা ঠিক পুষ্পের মতো প্রথমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিন্তু চরমে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীব স্ত্রীলোকের প্রতি কামাসক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মানুষ যেভাবে ফুলের সৌরভ উপভোগ করে, ঠিক সেইভাবে সে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে সে জিহ্বা থেকে উপস্থ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখের জীবন উপভোগ করে এবং তার ফলে সে তার গৃহস্থ-জীবনকে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে করে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার পত্নী ও শিশুদের আলাপ তার কাছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়, যা ঠিক ফুলে ফুলে মধু আহরণকারী ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনের মতো। সে ভুলে যায় যে তার সম্মুখে রয়েছে কাল, যা দিন ও রাত্রির মাধ্যমে তার আয়ু হরণ করছে। সে দেখতে পায় না যে, ধীরে ধীরে তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সে মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না, যিনি পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছেন এবং চতুর্দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন হয়েছেন। হে রাজন! আপনি হরিণের রূপকটি কেবল হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আত্মচেতনায় মগ্ন হয়ে, সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার শ্রবণসুখ পরিত্যাগ করুন। মৈথুন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করুন এবং স্ত্রীপুরুষের আখ্যান শ্রবণের বাসনা পরিত্যাগ করে জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করুন। এইভাবে জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হোন।"

রাজা বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি যা বলেছেন তা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি এবং সেই সম্বন্ধে বিচার করে আমি স্থির করেছি যে, কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে-সমস্ত আচার্যগণ, তাঁরা এই গুহ্য জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নন। তাঁরা যদি সেই সম্বন্ধে অবগত হতেন, তা হলে কেন তাঁরা আমাকে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেননি? হে ব্রাহ্মণ। আমার কর্ম-উপদেষ্টা গুরুগণের বাক্যের সঙ্গে আপনার বাক্যের বিরোধ রয়েছে। আমি এখন ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। পূর্বে আমার সেই সম্বন্ধে কিছু সংশয় ছিল, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি মহান ঋষিরাও কিভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জীব এই জীবনে যা কিছু করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে। বেদবিদ্‌দের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী জন্মে যে শরীরের দ্বারা কর্ম করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অন্য শরীরে তার ফলভোগ করা কি করে সম্ভব?"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"জীব এই জীবনে স্থূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। এই স্থূল শরীর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। স্থূল শরীরের বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে এবং তা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কোন পরিবর্তন হয় না। স্বপ্নাবস্থায় জীব তার প্রকৃত শরীর ত্যাগ করে। তার মন এবং বুদ্ধির কার্যকলাপের দ্বারা সে অন্য একটি দেব-শরীরে অথবা পশু-শরীরে সক্রিয় হয়। ঠিক তেমনই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করার পর, জীব এই লোকে অথবা অন্য লোকে দেব, তির্যক আদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করে। জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "আমি এই, আমি ঐ, এটি আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব"—এই প্রকার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে।

এগুলি সবই হচ্ছে মনোধর্ম এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ অনিত্য; তা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় জীব তার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা জীবের চেতনা বা মনোভাব বোঝা যায়। তেমনই মনোবৃত্তি বা চেতনার দ্বারা মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কার্যকলাপ অনুমান করা যায়। কখনও কখনও হঠাৎ এমন কোন অনুভূত হয়, যা বর্তমান শরীরের মাধ্যমে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি। কখনও কখনও হঠাৎ স্বপ্নে আমরা তা দর্শন করি। অতএব হে রাজন্! সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত জীব তার পূর্বদেহ সম্বন্ধজনিত নানা প্রকার চিন্তা এবং অনুভূতি অনুভব করে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়।"

"হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হোক। প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় সে পূর্ব জন্মে কি রকম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে মন অতীত এবং ভবিষ্যৎ শরীরসমূহ ইঙ্গিত করে। কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কিছু দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি, কিন্তু ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা হয়েছে। জীবের মন বিভিন্ন স্থূল শরীরে অবস্থান করে এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে মন বিভিন্ন চিন্তা অঙ্কিত করে। মনে সেগুলি বিভিন্ন প্রকার সময়ের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়; তাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলি এমনভাবে প্রকট হয়, যেন মনে হয় পূর্বে কখনও সেগুলি দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করা, যাতে ভগবান যেভাবে জড় জগৎকে দর্শন করেন, ঠিক সেইভাবে ভক্ত তা দর্শন করতে পারেন। এই প্রকার দর্শন সর্বদা সম্ভব নয়, কিন্তু তা ঠিক তমসাবৃত গ্রহ রাহুর মতো, যা কেবল পূর্ণ চন্দ্রের উপস্থিতিতেই দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র এবং জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের পরিণাম সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহঙ্কার এবং স্থূল দেহ বর্তমান থাকে। গভীর নিদ্রা, মূর্ছা, প্রবল ক্ষতির ফলে প্রচণ্ড শোক, মৃত্যুর সময়, অথবা যখন প্রবল জ্বর হয় তখন প্রাণবায়ুর সঞ্চারণ প্রতিহত হয়। তখন জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হারিয়ে যায় অর্থাৎ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে না। যৌবনে দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে ও বাল্যাবস্থায় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন অমাবস্যার চাঁদের মতো আবৃত থাকে। জীব যখন স্বপ্ন দেখে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গের ফলে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তেমনই, অবিকশিত ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংস্পর্শে না থাকলেও, সংসার থেকে তার মুক্তি হয় না। পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোলটি জড় বিস্তার। এগুলি জীবের সঙ্গে একত্রে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা ত্যাগ করে। তাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এইভাবে আত্মা বিভিন্ন প্রকার হর্ষ, শোক, ভয়, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। ওঁয়াপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ, মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আগার। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করি। জীব যখন জড় ক্ষেত্রে কর্ম করে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সময় সে জড় কর্মের শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এইভাবে জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহাভাগবত ভগবান নারদ এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হির কাছে জীব এবং ভগবানের

স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, রাজাকে আমন্ত্রণ করে সিদ্ধলোকে গমন করলেন। তাঁর মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি তাঁর পুত্রদের জন্য নাগরিকদের রক্ষা করার আদেশ রেখে, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য কপিলাশ্রম তীর্থে গমন করেছিলেন। কপিলাশ্রমে তপস্যা করে রাজা প্রাচীনবর্হি সমস্ত জড় উপাধি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবৎসারূপ্য লাভ করেছিলেন।

"হে বিদুর! জীবের আধ্যাত্মিক স্থিতি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত এই আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন। দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ। তাই এই উপাখ্যান যখন বর্ণিত হয়, তখন তা নিশ্চিতভাবে এই জড় জগৎকে পবিত্র করে। তা জীবের হৃদয় পবিত্র করে এবং তাকে তার চিন্ময় স্বরূপ লাভ করতে সাহায্য করে। যিনি এই দিব্য আখ্যান বর্ণনা করেন, তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে আর এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে হয় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ মহারাজ পুরঞ্জনের এই প্রামাণিক রূপকটি আমি আমার গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করেছি। কেউ যদি এই রূপকের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন এবং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারবেন। কেউ যদি আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে অজ্ঞও হন, তবুও তিনি এই আখ্যানটি অধ্যয়ন করার ফলে তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। শরীর, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের চেষ্টা পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার সামলানোর বুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পূর্ণরূপে রয়েছে। মানুষ যদি কেবল এই সমস্ত বিষয়ে উন্নত হয়, তা হলে তার সঙ্গে একটি পশুর পার্থক্য কোথায়? ক্রমবিবর্তনের পন্থায় বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে এই মনুষ্য-জীবন লাভ হয়েছে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে বুদ্ধিমান মানুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেছেন, তিনি চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবে দয়া এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। কালের অন্তর্গত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হয় তা সবই স্বপ্নবৎ। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের কার্যকলাপ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! পূর্বে আপনি প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন? হে বার্হস্পত্য! রাজা বর্হিষতের প্রচেতা নামক পুত্রগণ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ এবং মুক্তিদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করার পর, কি লাভ করেছিলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া, এই জড় জগতে, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে তাঁরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন?"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ তাঁদের পিতার আদেশ পালন করার জন্য সমুদ্রগর্ভে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত মন্ত্র জপের দ্বারা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে সক্ষম হন। প্রচেতারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য তাঁর অত্যন্ত মনোহর রূপে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে প্রচেতাদের তপক্লেশ প্রশমিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের তপস্যা সার্থক হয়েছে বলে মনে করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তখন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে সুমেরু-শিখরলগ্ন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ভগবানের দিব্য শরীর অত্যন্ত মনোহর পীত বসনে আচ্ছাদিত ছিল এবং তাঁর গলদেশ কৌস্তুভ-মণির দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর মস্তক অতি উজ্জ্বল মুকুট এবং স্বর্ণ অলংকারে বিভূষিত ছিল। তাঁর মুকুটটি উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করছিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর আট হাতে আট প্রকার অস্ত্র। তিনি দেববৃন্দ, মুনিগণ এবং অন্যান্য পার্ষদদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর পক্ষধ্বনির দ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। গরুড়কে তখন ঠিক কিন্নরের মতো মনে হচ্ছিল। ভগবানের গলদেশের বনমালা তাঁর জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। মালার দ্বারা শোভিত তাঁর আটটি বলিষ্ঠ ও আয়ত বাহু লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে স্পর্ধা করছিল। করুণায়ত দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করে ভগবান তাঁর অত্যন্ত শরণাগত মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রদের জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম—ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যে, আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। যারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের স্মরণ করবে, তারা তাদের ভ্রাতাদের প্রতি এবং সমস্ত জীবদের প্রতি সৌহার্দ্য-পরায়ণ হবে। যারা একাগ্রচিত্তে সকালে এবং সন্ধ্যায় রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভিলষিত বর প্রদান করি। এইভাবে তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং তারা সদ্বুদ্ধি লাভ করতে পারবে। যেহেতু তোমরা আনন্দিত চিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ এবং নিষ্ঠা সহকারে তা অনুষ্ঠান করেছ, তাই তোমাদের মনোহর কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। তোমাদের একটি অতি উত্তম পুত্র হবে, যার গুণ ব্রহ্মার থেকে কোন অংশে ন্যূন হবে না। অতএব সেই পুত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং তার পুত্র ও পৌত্রেরা ত্রিভুবন পূর্ণ করবে।"

"হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ! প্রম্লোচা নামক অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটি কমল-নয়না কন্যা লাভ করে, তাকে বনের বৃক্ষদের তত্ত্বাবধানে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে যান। তারপর বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিত্যক্ত শিশুটি যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল, তখন বনের রাজা অর্থাৎ চন্দ্রলোকের রাজা সদয় হয়ে তাঁর তর্জনী শিশুটির মুখের মধ্যে স্থাপন করে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে শিশুটি চন্দ্রদেবের কৃপায় প্রতিপালিত হয়েছিল। যেহেতু তোমরা সকলে আমার অত্যন্ত অনুগত, তাই আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এখনই সেই অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ কর এবং তোমাদের পিতার আদেশ অনুসারে তার থেকে প্রজা সৃষ্টি কর। তোমরা সমস্ত ভাইয়েরা সকলেই ভগবদ্ভক্ত এবং পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র হওয়ার ফলে সমশীল। তেমনই সেই কন্যাটিও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করার ফলে, ধর্মে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ। সেই সুমধ্যমা সুন্দরীকে তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ কর।"

ভগবান তখন প্রচেতাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমার কৃপায়, তোমরা দিব্য সহস্র-সহস্র বর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হয়ে, পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে। তারপর আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তির প্রভাবে তোমরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে। তখন তথাকথিত স্বর্গীয় এবং নারকীয় সমস্ত জড় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে, তোমরা আমার ধামে ফিরে আসবে।"

"যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুভ কর্মে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা

হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই এই প্রকার ব্যক্তি যখনই কোন কার্য করেন, তখন সেই কর্মের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। এই প্রকার ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকলেও, গৃহ তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না। সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে নব-নবায়মান আনন্দ অনুভব করেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ে থেকে তাঁর জন্য সবকিছুই নব-নবায়মান করে তোলেন। পরম তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলেন। এই ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে মানুষ কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না। তিনি কোন কিছুর জন্য অনর্থক শোক করেন না অথবা হরষিত হন না। এটিই হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফল।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ভগবান এইভাবে বললে প্রচেতাগণ তাঁর প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রদানকারী এবং পরম মঙ্গল প্রদাতা। তিনি সকলের পরম বন্ধু, যিনি ভক্তের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে প্রচেতারা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন।"

প্রচেতাগণ বললেন—"হে ভগবান! আপনি সমস্ত ক্লেশের বিনাশকর্তা। আপনার উদার গুণ এবং নাম সর্বমঙ্গল প্রদানকারী বলে নিরূপিত হয়েছে। আপনি মন ও বাক্যের থেকেও দ্রুত গতিতে গমন করতে পারেন। আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাই আমরা আপনাকে বার বার আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন আপনাতে স্থির হয়, তখন এই জড় জগৎ যা জড়সুখ ভোগের দ্বৈতভাব সমন্বিত স্থান, তা অর্থহীন বলে মনে হয়। আপনার চিন্ময় রূপ দিব্য আনন্দময়। তাই আমরা আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে আবির্ভূত হন। হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আপনি সর্বদা ভক্তদের দুঃখকষ্ট হরণ করেন, কারণ আপনার মেধা তা সম্পাদন করার পরিকল্পনা করে। পরমাত্মারূপে আপনি সর্বত্র বিরাজমান, তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আপনি বসুদেবকে আপনার পিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য আপনার নাম বাসুদেব এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি এতই দয়ালু যে, আপনি আপনার সর্বপ্রকার ভক্তদের প্রভাব সর্বদা বর্ধন করেন। হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার নাভি থেকে সমস্ত জীবের উৎসস্বরূপ পদ্মফুল উদ্‌গত হয়েছে। আপনি সর্বদা পদ্মফুলের মালায় শোভিত এবং আপনার পদযুগল সুরভিত পদ্মফুলের মতো। আপনার নয়নও পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। তাই আমরা সর্বদা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনার বসন পদ্মফুলের কেশরের মতো পীতবর্ণ, কিন্তু তা কোন জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়নি। আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনি সমস্ত জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমরা বারংবার আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! বদ্ধ জীব আমরা দেহাত্মবুদ্ধির অন্ধকারে সর্বদা আচ্ছন্ন। তাই আমরা সংসার ক্লেশকে সর্বদা প্রিয় বলে মনে করি। আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এই দিব্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের মতো যারা এইভাবে কষ্টভোগ করছে, তাদের প্রতি আপনার এটি অন্তহীন কৃপার প্রকাশ। অতএব যে সমস্ত ভক্তদের প্রতি আপনি সর্বদা কৃপাপরায়ণ, তাদের আর কি কথা? হে ভগবান! আপনি সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করেন। আপনি আপনার অর্চাবিগ্রহ প্রকাশ করে আপনার দীন ভক্তদের কৃপা করেন। আপনি দয়া করে আমাদের আপনার নিত্য সেবক বলে মনে করুন। ভগবান যখন তাঁর স্বাভাবিক করুণার প্রভাবে তাঁর ভক্তের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর নবীন ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা সেই জীব যত নগণ্যই হোক না কেন। ভগবান জীবের সবকিছু জানেন, এমন কি তার অন্তরের বাসনাগুলি পর্যন্ত জানেন। আমরা যদিও অত্যন্ত নগণ্য, তবুও ভগবান আমাদের ইচ্ছাগুলি কেন জানবেন না? হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! আপনি ভক্তিযোগের প্রকৃত গুরু। আপনি যে আমাদের

জীবনের চরম লক্ষ্য হয়েছেন, তাই আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি এবং আমরা প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সেটিই আমাদের প্রার্থনা। আপনার প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত অন্য আর কোন বাসনা আমাদের নেই।"

"হে ভগবান! আপনি সর্বকারণেরও কারণ পরাৎপর পুরুষ এবং যেহেতু আপনার বিভূতির অন্ত নেই বলে আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করব। হে ভগবান! ভ্রমর যেমন পারিজাত ফুল প্রাপ্ত হলে আর অন্য ফুলে যায় না, তেমনই আমরা যখন আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন আর কি বর প্রার্থনা করব? হে ভগবান! জড় জগতের কলুষের ফলে, যতদিন আমাদের এই জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হবে, ততদিন যেন আমরা আপনার লীলা শ্রবণ-কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। জন্ম-জন্মান্তরে আমরা কেবল এই প্রার্থনাই করি। ভগবৎ সঙ্গী ভক্তদের লবমাত্র সময়ের সঙ্গ প্রভাবে জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তার সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্তি এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিরও তুলনা করা যায় না। কারণ মরণশীল জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বর হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ। যখনই চিৎ-জগতের বিশুদ্ধ কথা আলোচনা হয়, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অন্তত তখনকার মতো সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। কেবল তাই নয়, তাঁদের তখন আর পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব থাকে না এবং তাঁদের কোন রকম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে না। যেখানে ভক্তদের মধ্যে ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেখানে ভগবান নারায়ণ উপস্থিত থাকেন। নারায়ণ হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের পরম গতি এবং যাঁরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণের পূজা করেন। তাঁরা বাস্তবিকপক্ষে পুনঃ পুনঃ তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন।"

"হে ভগবান! আপনার পার্ষদ এবং ভক্তরা পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে তীর্থস্থানগুলিকে পর্যন্ত পবিত্র করেন। অতএব সংসার ভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ করবে না? হে ভগবান! আপনার অত্যন্ত প্রিয় সখা শিবের ক্ষণকাল মাত্র সঙ্গ প্রভাবে আপনাকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য এবং আপনি দুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের নিরাময় করতে পারেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। হে ভগবান! আমরা বেদ অধ্যয়ন করেছি, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি এবং ব্রাহ্মণদের, ভক্তদের ও পারমার্থিক জ্ঞানে অতি উন্নত বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আমরা ভ্রাতা, বন্ধু অথবা অন্য কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইনি। আমরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, জলের মধ্যে কঠোর তপস্যা করেছি। আমাদের এই সমস্ত পারমার্থিক সম্পদগুলি কেবল আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই, এটিই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। এ ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না। হে ভগবান! তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত যোগীগণ, এমন কি মনু, ব্রহ্মা, শিবাদি মহাপুরুষগণও আপনার মহিমা এবং শক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যথাসাধ্য আপনার স্তব করেছেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট হলেও আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আপনার স্তব করছি। হে ভগবান! কেউই আপনার শত্রু নয় অথবা মিত্র নয়। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। আপনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হতে পারেন না এবং আপনার চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত। আপনি পরমেশ্বর ভগবান কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত। তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! শরণাগত-বৎসল ভগবান প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে বন্দিত এবং পূজিত হয়ে বলেছিলেন, "তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তা পূর্ণ হবে।" তারপর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। প্রচেতারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, কারণ তাঁদের চক্ষু তখনও তাঁর দর্শনে অতৃপ্ত ছিল।"

"তারপর প্রচেতারা সিন্ধুসলিল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, সমস্ত বৃক্ষগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে যেন

স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ রোধ করতে উদ্যত হয়েছে এবং সেই বৃক্ষাদির দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তখন প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। হে রাজন্! প্রলয়কালে রুদ্র যেভাবে তাঁর মুখ থেকে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচেতারাও তেমন মহীমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে তরুলতাশূন্য করবার উদ্দেশ্যে, ক্রোধভরে তাঁদের মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হচ্ছে দেখে, পিতামহ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা রাজা বর্হিষ্মানের পুত্রদের শান্ত করেছিলেন। সেই বৃক্ষদের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে তাদের কন্যাটিকে প্রচেতাদের সমর্পণ করেছিল। ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতারা কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষ মহাদেবকে অবজ্ঞা এবং অপমান করেছিলেন বলে মারিষার গর্ভে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁকে দুবার দেহত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বদেহ বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি, সেই দক্ষই চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অভিলষিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষ তাঁর জন্মের পর, তাঁর দেহের জ্যোতির দ্বারা অন্য সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত করেছিলেন। সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার ফলে, তাঁকে দক্ষ বলা হত। ব্রহ্মা তাই তাঁকে প্রজাসৃষ্টি ও রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে দক্ষ অন্যান্য প্রজাপতিদেরও প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রচেতারা বহু সহস্র বৎসর গৃহে অবস্থান করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের দিব্য জ্ঞান উদিত হয়েছিল। তখন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ স্মরণ করে এবং তাঁদের ভার্যাকে আদর্শ পুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্বক গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন। প্রচেতারা পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন, যেখানে জীবন্মুক্ত মহর্ষি জাজলি অবস্থান করছিলেন। যেই দিব্য জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া যায়, পূর্ণরূপে সেই জ্ঞান লাভ করে প্রচেতারা কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রচেতারা যোগাসন অভ্যাস করে তাঁদের প্রাণবায়ু, মন, বাণী এবং বাহ্যদৃষ্টি সংযত করেছিলেন। এইভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ঋজুভাবে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা পরমব্রহ্মে তাঁদের মনকে একাগ্রীভূত করেছিলেন। তাঁরা যখন এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করছিলেন, তখন দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত নারদ মুনি তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। নারদ মুনিকে আসতে দেখে প্রচেতারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। বিধিপূর্বক তাঁরা প্রণতি নিবেদন করে তাঁর পূজা করেছিলেন এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে তিনি সুখে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন।"

প্রচেতারা নারদ মুনিকে সম্বোধন করে বললেন—"হে দেবর্ষি, হে ব্রাহ্মণ! আশা করি এখানে আসার সময় আপনার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা আপনার দর্শন লাভ করেছি। সূর্যদেবের ভ্রমণ যেমন মানুষকে রাত্রির অন্ধকারের ভয় থেকে, দস্যু-তস্করদের ভয় থেকে মুক্ত করে, তেমনই আপনার পদার্পণও সূর্যের মতো, কারণ আপনি সমস্ত ভয় দূর করেন। হে প্রভু! গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত

হওয়ার ফলে, শিব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলে গেছি। হে প্রভু! দয়া করে আমাদের দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করুন, যা প্রদীপস্বরূপ এবং যার দ্বারা আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পরম ভাগবত নারদ মুনি, যিনি সর্বদা উত্তমশ্লোক ভগবানে আসক্তচিত্ত, তিনি বলতে লাগলেন, যখন কোন জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্ম, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর আয়ু, তাঁর মন এবং তাঁর বাণী—সবই প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়। সভ্য মানুষদের তিন প্রকার জন্ম হয়। প্রথম জন্মটি হচ্ছে শুদ্ধ পিতামাতা থেকে এবং এই জন্মকে বলা হয় শৌক্র জন্ম। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যখন দীক্ষালাভ হয়, সেই জন্মকে বলা হয় সাবিত্র জন্ম। যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার সুযোগ হয়, তখন তাকে বলা হয় যাজ্ঞিক জন্ম। এই প্রকার জন্মগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করা সত্ত্বেও, কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। তেমনই কারও কার্যকলাপ পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য না হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কঠোর তপস্যা, বেদ-শ্রবণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি, বাক্-বিলাস, মনোধর্মী জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, বল এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার কি ফল? যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগ অভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু যদি তা ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই সমস্ত আত্ম-উপলব্ধির মূল উৎস। তাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত শুভ কার্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয় এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন। বর্ষার জলের উদ্ভব হয় সূর্য থেকে, কালক্রমে গ্রীষ্মকালে সূর্যই আবার জল শোষণ করে নেয়। তেমনই, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কিছুকাল পর তারা পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতেই মিশে যাবে। তেমনই, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে লীন হয়ে যাবে। সূর্যকিরণ যেমন সূর্য থেকে অভিন্ন, এই জগৎও তেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান এই জড় জগতে সর্বব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে, তখন সেইগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাদের কার্যকলাপ প্রকট হয় না। তেমনই সারা জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও তা ভিন্ন নয়।"

"হে রাজাগণ! আকাশে যেমন কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার এবং কখনও বা আলোক পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে, তেমনই পরমব্রহ্মে রজ, তম ও সত্ত্বগুণ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। কখনও তাদের প্রকাশ হয় এবং কখনও তা লীন হয়ে থাকে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যেহেতু তিনি গুণ-প্রবাহরূপ সংসার থেকে পৃথক, তাই তিনি তাঁর মিথস্ক্রিয়া থেকে মুক্ত এবং জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গুণগতভাবে নিজেদের তাঁর সঙ্গে এক বলে মনে করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বভূতে দয়া, যথালাভে সন্তোষ এবং বিষয় থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সবের দ্বারা ভগবান জনার্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হন। জড় বাসনার কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তাঁরা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হয়ে

ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে ত্যাগ করেন না, ঠিক যেমন আকাশ কখনও অদৃশ্য হয়ে যায় না। যাঁদের কাছে কোন ধন নেই, কিন্তু যাঁরা ভাগবতভক্তিরূপ সম্পদ লাভ করার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন, সেই ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান এই প্রকার ভক্তের ভক্তি তৃপ্তিসহকারে আস্বাদন করেন। যারা পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য এবং কর্মের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কখনও কখনও ভক্তদের উপহাস করে, তারা যদি ভগবানের পূজাও করে, তবুও ভগবান কখনই সেই পূজা গ্রহণ করেন না। যদিও পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর, শ্রীকামী রাজা এবং দেবতাদেরও অনুবর্তন করেন না। এমন কোন্ ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, সেই ভগবানের আরাধনা করবেন না?"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে মহারাজ বিদুর! ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি এইভাবে প্রচেতাদের ভগবান সম্বন্ধীয় কথা উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। নারদ মুনির শ্রীমুখ থেকে জগতের দুর্ভাগ্য বিনাশকারী ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, প্রচেতারাও ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে করতে, তাঁরা ভগবদ্ধামে গমন করেছিলেন। হে বিদুর! ভগবানের মহিমা বর্ণনাকারী নারদ এবং প্রচেতাদের কথোপকথন সম্বন্ধে তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সেই সম্বন্ধে আমি সবকিছু তোমাকে বললাম। আমি যথাসাধ্য তা বর্ণনা করেছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ)! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম পুত্র উত্তানপাদের বংশধরদের কার্যকলাপ বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। দয়া করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন, তবুও তিনি পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণরূপে জড়সুখ ভোগ করার পর, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। হে রাজন্! এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের চিন্ময় আখ্যান শ্রবণ করে বিদুর আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি তখন তাঁর গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করেছিলেন।"

শ্রীবিদুর বললেন—"হে পরম যোগী, হে শ্রেষ্ঠ ভক্ত! আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আমি এই তমসাচ্ছন্ন জগৎ থেকে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছি। এই পথ অনুসরণ করে, ভব-বন্ধনমুক্ত পুরুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়কে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিদুর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করেছিলেন। হে রাজন্! যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত রাজাদের এই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁরা অনায়াসে দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, যশ ও সৌভাগ্য লাভ করেন এবং চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান।"

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত

পঞ্চম স্কন্ধ

(কর্মবাসনা)

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন আত্মজ্ঞানী পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি কেন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কারণ গৃহই সকাম কর্মের বন্ধনের মূল কারণ এবং মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবদ্ভক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে গৃহের প্রতি এই প্রকার আসক্তি সম্ভব নয়। হে ব্রহ্মর্ষি! যে মহাত্মাগণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছে। তাঁদের চেতনা কখনই আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্ত হতে পারে না। হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, যিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভাবনায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রহ্মাদি মহান ব্যক্তিরা দিব্য শ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা মহাভাগবত এবং মুক্ত পরমহংসদের কাছে অত্যন্ত মনোহর। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন এবং যাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমায় আবিষ্ট, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হলেও, তিনি যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাগ করেন না।"

"হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার ফলে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনা অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়নি। তাঁর পিতা তখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আদেশ দেন। তিনি প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সেটিই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, তবুও তিনি তা স্বীকার করেননি। তার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন কি না।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব এবং পরম শক্তিমান ব্রহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তাশীল, যিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে তৎপর, সেই পরম শক্তিমান ব্রহ্মা তাঁর নিজজন এবং মূর্তিমান বেদসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তাঁর ধাম সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যেখানে ধ্যান করছিলেন, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যখন তাঁর বাহন হংসে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ, মহর্ষিগণ এবং দেবতারা তাঁদের বিমানে আরোহণ করে আকাশরূপ চাঁদোয়ার নীচে ব্রহ্মাকে সম্বর্ধনা করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন এবং তারপর তাঁর বাহন হংস তাঁকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন। নারদ মুনির পিতা ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হংসকে দর্শন করা মাত্র, বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রহ্মা এসেছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, যাঁকে নারদ মুনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মার পূজা করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র

প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পূজার সামগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে অতি মধুর বাক্যে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলেছিলেন—হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ো না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করতে হয়। আমরা কেউই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে, দৈহিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা স্বীয় শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যের বলে, ভগবানের আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কারও পক্ষেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবাত্মা জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে। হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণাশ্রম বিভাগে আবদ্ধ। এই বিভাগগুলি অবহেলা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই, বলীবর্দ যেমন নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে চালকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও তেমন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালন করতে হয়। হে প্রিয়ব্রত! জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সঙ্গ অনুসারে ভগবান আমাদের বিশেষ শরীর প্রদান করেন এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত। মুক্ত হলেও মানুষকে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন অভিমানশূন্য হয়ে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করেন, তেমনই তাঁর সুখ এবং দুঃখকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বশীভূত হয়ে অন্য আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বনে বনে বিচরণ করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়জন সতীনের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রমও আত্মতৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংবদ্ধভাবে তাঁর মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, তিনি দুর্গের আশ্রয়ে পরাক্রমশালী শত্রুকে জয়কারী রাজার মতো। যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁর কামবাসনা ক্ষীণ হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন।"

"হে প্রিয়ব্রত! পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-কোষরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের জয় কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। তার ফলে তুমি সর্বদা জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করতে পারবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রিয়ব্রত তাঁর লঘুতা হেতু তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সেই আদেশ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পালন করেছিলেন। তারপর মনু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবিষম অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত করে ব্রহ্মা তাঁর ধাম সত্যলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, যে স্থান মন অথবা বাণীর বর্ণনার অতীত। এইভাবে ব্রহ্মার সহায়তায় স্বায়ম্ভুব মনুর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিখিল ভূমণ্ডল পালন এবং রক্ষা করার জন্য রাজকীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়রূপ বিষের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক কার্যকলাপে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও মহৎ ব্যক্তিদের মান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ শাসন করেছিলেন। তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপন্ন করেন, যাঁরা সৌন্দর্যে, চরিত্রে, উদারতায় এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তার নাম ছিল উর্জস্বতী। মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে, তাঁরা মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি পরমহংস-আশ্রমের ভজনা করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সংযত করে পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁদের চিত্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিল, যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় হওয়ার ফলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সংসার ভয়ে ভীত, ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁরা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারতেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ প্রিয়ব্রতের আরও একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিনজনই মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন। এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সবন পরমহংস-আশ্রম আশ্রয় করলে, মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশ অর্বুদ বৎসর ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর ধনুকে শর যোজন করতেন, তখন ধর্মদ্রোহীরা তাঁর ভয়ে পলায়ন করত। এইভাবে প্রবল বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং দিনে দিনে তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারাণী বর্হিষ্মতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লাস্য এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর শক্তি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।"

"এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার পরম শক্তিমান সূর্যদেবের কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রথে চড়ে সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগ আলোকিত করেন, তখন অবনীতলের দক্ষিণ ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আবার সূর্য যখন দক্ষিণ ভাগকে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই ব্যবস্থা মহারাজ প্রিয়ব্রতের কাছে অরুচিকর বলে মনে হওয়ায়, তিনি রজনীকেও দিবাভাগে পরিণত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের প্রান্তর দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল। সেই দ্বীপগুলির নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। এই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব পূর্ব দ্বীপ থেকে পরবর্তী দ্বীপ দ্বিগুণ পরিমাণ। এক-একটি দ্বীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এবং তার পরে রয়েছে আর একটি দ্বীপ। সেই সপ্ত সমুদ্র

যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং শুদ্ধ পানীয় জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দ্বীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে এবং সেই দ্বীপসমূহের যেরূপ পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের পরিমাণও পর্যায়ক্রমে সেইরূপ। মহারাণী বর্হিষ্মতীর পতি মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দ্বীপের এক-একটির রাজা করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কন্যা উর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যার গর্ভে দেবযানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।"

"হে রাজন্! যে ভক্ত ভগবানের পদরজের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই ছয় প্রকার কষাঘাতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ চার বর্ণের বহির্ভূত কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।"

"মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন তাঁর পূর্ণ শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেছেন, তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন। তার ফলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে নিজের নিন্দা করে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন—হায়! ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আমি কত অধঃপতিত হয়েছি। আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়রূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে! আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই না। আমি আমার পত্নীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হয়ে পড়েছি। আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্!"

"পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের স্বরূপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে তিনি বহু ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসমন্বিত রাজ্যসহ তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় মার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় যে পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে—"মহারাজ প্রিয়ব্রত যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিলেন এবং তাঁর মহান রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করেছিলেন।" "বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রতি দ্বীপে নদী, পর্বত ও বন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করে।" "নারদ মুনির মহান অনুগামী এবং ভক্ত মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কর্ম এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অধোলোকের, স্বর্গলোকের বা নরলোকের হলেও তিনি তা নরকতুল্য বলে মনে করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রত পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন মহারাজ আগ্নীধ্র তাঁর পিতার আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন। সুযোগ্য পুত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ার বাসনায়, মহারাজ আগ্নীধ্র এক সময় সুরবনিতাদের ক্রীড়াস্থল মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরে, তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা পূর্বচিত্তিকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোবনটি ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুরাজি এবং স্বর্ণাভ লতিকা সমন্বিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর ময়ূরাদি স্থল-বিহঙ্গম কূজন করছিল এবং সরোবরে জলকুক্কুট, কারণ্ডব, কলহংসাদি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল বনানী, নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কমল এবং বিভিন্ন পক্ষীর কূজনে সেই তপোবনটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনে শৃঙ্গার-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নূপুরের মনোহর রুনুঝুনু ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আগ্নীধ্র যদিও অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় সংযম করছিলেন, তবুও তিনি স্বীয় কমলসদৃশ নয়ন-যুগলের দ্বারা তাঁকে দর্শন করলেন এবং তাঁর নূপুরের মধুর কিঙ্কিণী শ্রবণপূর্বক তাঁর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন। সেই অপ্সরা মধুকরীর মতো পুষ্পসমূহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিলেন। দেবতা এবং মানুষদের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ যেন মানুষদের মনে কুসুম-আয়ুধ কন্দর্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অমৃত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে মৌমাছিরা তাঁর সুন্দর নয়ন-কমলের চারপাশে উড়ছিল। তার ফলে সেই কামিনী ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপ করায় তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মানুষের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে বলতে লাগলেন।"

রাজকুমার ভ্রান্তিবশত অপ্সরাকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের মায়া? মনে হচ্ছে যেন তুমি দুটি জ্যারহিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার সখার জন্য সেগুলি ধারণ করেছ? হয়তো তুমি বনের পশুদের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।"

তারপর আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—"হে সখে! তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। যদিও তাদের শলাকা নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারও প্রতি নিক্ষেপ করা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিদ্ধ করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিন্তু

আমি জানি না কাকে তুমি বিদ্ধ করবে। আমার বুদ্ধি মন্দ এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্রমে কেউই তোমার সমকক্ষ নয় এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার মঙ্গলের নিমিত্তই হয়।"

পূর্বচিত্তির অনুগমনকারী ভ্রমরদের দেখে মহারাজ আগ্নীধ্র বললেন—"হে প্রভু, এই সমস্ত ভ্রমরেরা আপনার শিষ্যের মতো আপনাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তারা নিরন্তর সামবেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করছে এবং এইভাবে তারা আপনার বন্দনা করছে। ঋষিগণ যেভাবে বেদের শাখা ভজনা করেন, তেমনই আপনার শিষ্যরাও আপনার কেশদাম থেকে পতিত পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেই নূপুরের মধ্যে তিত্তিরী পক্ষী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাদের কূজন শুনতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর নিতম্ব-মণ্ডল কদম্ব কুসুমের মতো পীত বর্ণ এবং তোমার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে অলাতচক্রের মতো মেখলা। তুমি কি তোমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছ?"

আগ্নীধ্র তখন পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনযুগলের প্রশংসা করে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, তোমার কটিদেশ কৃশ, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শৃঙ্গ বহন করছ, যার উপর আমার চক্ষুদ্বয় আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কি রয়েছে? তুমি তার উপর অরুণবর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক লেপন করেছ। হে সুভগ, সেই সুরভিত পঙ্ক যা আমার আশ্রমকে সুরভিত করেছে তা তুমি কোথায় পেলে? হে সুহৃৎতম, তুমি কি দয়া করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা বক্ষঃস্থলের দ্বারা এমন অপূর্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তা দর্শনে আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুব্ধ হয়। তাদের মধুর বাণী এবং মৃদুমন্দ হাসির কথা বিচার করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে। হে সখে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহার কর? কারণ তাম্বুল চর্বণ-জনিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিনির্গত হচ্ছে, তার ফলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিষ্ণুর ভুক্তাবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণযুগলে যে দুটি রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করছে, সেগুলির নেত্র বিষ্ণুর চক্ষের মতো অপলক। তোমার নেত্রযুগল মীনের মতো চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলরূপ সরোবরে যেন দুটি অনিমেষ মকর এবং চঞ্চল মীন বিহার করছে। তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি রাজহংসের মতো শোভা বিস্তার করছে এবং তোমার কেশকলাপ যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে। আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে এবং তুমি তোমার করকমলের দ্বারা যে কন্দুকটিকে চালিত করছ তা আমার নয়ন যুগলকেও অস্থির করছে। তোমার কুটিল কেশদাম যে আলুলায়িত হয়েছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করবে না? লম্পট পুরুষের মতো পবন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে তোমার কটিবস্ত্র হরণ করছে, তাও কি তোমার স্মরণ হচ্ছে না? হে তপোধন, তপস্বীদের তপোবিঘ্নকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছ? এই কলা তুমি কোথায় শিখেছ? হে সখে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করেছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপস্যা কর, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার ভার্যা হওয়ার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমার সঙ্গ আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমাতে নিবিষ্ট হয়েছে এবং কোন মতেই আমি তা অপসারিত করতে পারছি না। হে চারুশৃঙ্গিনি, আমি তোমার অনুগত। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে নিয়ে চল, তোমার সখীগণও অনুকূলা হয়ে আমার অনুগমন করুক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ আগ্নীধ্র, যাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো, মনোহর বাক্যের দ্বারা স্ত্রীবশীকরণ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁর কামোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা দেবকন্যার প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, বিদ্যা, যৌবন, সৌন্দর্য, ব্যবহার, ঐশ্বর্য এবং ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে,

পূর্বচিত্তি বহু বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন। সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। পূর্বচিত্তি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের গৃহে পরিত্যাগ করে, পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিত্তির সেই নয়টি পুত্রই মাতার স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই বলবান ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ শাসন করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আগ্নীধ্রের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। পূর্বচিত্তির প্রস্থানের পর, রাজা আগ্নীধ্র তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সর্বক্ষণ তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বেদোক্ত ফল অনুসারে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, সেই অপ্সরালোকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন। তাঁদের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হলে, নয়জন ভ্রাতা মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আগ্নীধ্রের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন এবং তাই তিনি সমাহিত চিত্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী পুত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতির সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। যজ্ঞে ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি দিব্য সাধন রয়েছে—(১) মূল্যবান বস্তু বা আহার্য নিবেদন; (২) দেশ বা স্থান অনুসারে কার্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিকবরণ; (৬) দক্ষিণা দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন শুদ্ধ এবং নির্মল চিত্তে প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং স্তব করেছিলেন, তখন পরম দয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবাৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাজিত পরম আকর্ষণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদান করে।"

"ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তেজোময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশ পীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা বিস্তার করছিল, তাঁর চার হাতে ছিল শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা এবং তাঁর গলদেশে বনফুলের মালা ও কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, মুক্তাহার, কেয়ূর ও নূপুর আদি উজ্জ্বল রত্নখচিত অঙ্গভূষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনরাশি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদগণও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।"

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—"হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভৃত্য। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও দয়া করে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনার নিত্যদাস আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দিব্যরূপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিষয়াসক্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাই তারা কখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ—সবই চিন্ময় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। বাস্তবিকপক্ষে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং গুণই অনুভব করতে পারি। পরম পুরুষ আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া আমাদের আর কোন সামর্থ্য নেই। আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য গুণাবলীর কীর্তন সমগ্র মানব-জাতির সমস্ত পাপ নিবসন করতে পারে। আপনার সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য এবং তার ফলে আমরা আপনার অলৌকিক স্থিতির অংশ মাত্র জানতে পারব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আপনার ভক্ত যখন বাষ্প-গদ্‌গদ স্বরে আপনার স্তুতি করেন এবং অনুরাগ ভরে জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দূর্বাঙ্কুর দ্বারা আপনার পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। আমরা বহু উপচার সহকারে আপনার পূজা করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। আপনার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ সাক্ষাৎভাবে, স্বতঃসিদ্ধরূপে, অপ্রতিহত গতিতে এবং প্রচুরভাবে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হচ্ছে। সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সকাম কর্মের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনার সেগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কারণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করবার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনার অসীম করুণাবশত অপবর্গ নামক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদান করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে যথাযথভাবে পূজিত না হয়েও এখানে এসেছেন। হে পূজ্যতম, আপনি সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের বর প্রদান করবার জন্যই আপনি মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যেহেতু আমাদের নয়নপথের পথিক হয়েছেন, সেটিই আমাদের পক্ষে পরম বরস্বরূপ হয়েছে। হে ভগবান, মুনি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনার গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা শাণিত জ্ঞানানলে তাঁদের হৃদয়ের মলরাশি বিধ্বংস হয়েছে। তার ফলে তাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং আপনারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনার মহিমা কীর্তন করে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনার দর্শন দুর্লভ। হে ভগবান, আমরা বিপথগামী, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুরবস্থাপ্রস্ত, পীড়িত এবং মৃত্যুর সময়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, আপনার নাম, রূপ ও গুণাবলী স্মরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনার যে দিব্য নাম, গুণ এবং লীলাসমূহ সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে, তা স্মরণ করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। হে ভগবান, এই মহারাজ নাভি আপনার মতো একটি পুত্র

লাভ করাকেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মহা ধনবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটু শস্যকণা ভিক্ষা করে, তেমনই স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহারাজ নাভি কেবল একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করছেন। হে ভগবান, মহাজনের চরণ সেবা না করে কোন্ পুরুষই বা এই সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত এবং বিষয়-বিষের বেগে আচ্ছাদিত না হয়েছেন? আপনার মায়া দুর্জয়। তার গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই বলতে পারে না কিভাবে তিনি কার্য করেন। হে ভগবান, আপনি বহু অদ্ভুত কার্য করেন। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র লাভ করা; তাই আমাদের বুদ্ধি মোটেই তীক্ষ্ণ নয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে আমরা অভিজ্ঞ নই। জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তুচ্ছ যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করে আমরা নিশ্চয়ই আপনার শ্রীপাদপদ্মে মহা অপরাধ করেছি। তাই, হে ভগবান, আপনার সমদর্শিতা গুণে কৃপাপূর্বক আমাদের ক্ষমা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিকেরা এইভাবে গদ্যাত্মক স্তোত্রের দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পরম ঈশ্বর ভগবান তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—হে মহর্ষিগণ, আপনাদের স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনারা সকলেই সত্যবাক। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহারাজ নাভির যেন আমার মতো পুত্র হয়। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই আমার সমতুল্য নয়, তাই আমার মতো আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনাদের বচন মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার মুখ বলে মনে করি। যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমিই আমার অংশ-কলার দ্বারা আগ্নীধ্রপুত্র মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব। এই কথা বলে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবী তাঁর পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিলেন। হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ, সেই যজ্ঞের মহর্ষিদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং যাজ্ঞিক গৃহস্থদের নিজে আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মহারাজ নাভির বাসনা পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর গুণাতীত চিন্ময় স্বরূপে মেরুদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।"

❀ ❀ ❀

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নাভির পুত্ররূপে ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পদতলে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য সমন্বিত এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ। এই সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যেরা সকলেই অভিলাষ করেছিলেন যে, ঋষভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন। মহারাজ নাভির পুত্র যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কবিকুলের বর্ণিত

সমস্ত উত্তম গুণ—যথা, ভগবৎ-লক্ষণ সমন্বিত সুগঠিত দেহ, তেজ, বীর্য, সৌন্দর্য, কীর্তি, প্রভাব এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ দর্শন করে, তাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচনা করে 'ঋষভ' নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ ঋষভদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক ঋষভদেবের মণ্ডলে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ঈষৎ হেসে তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর নিজভূমি অজনাভমণ্ডলকে বৃষ্টির দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চিত করেছিলেন। মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে আনন্দাতিশয্যে বিহ্বলচিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাগভরে গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে 'হে বৎস, হে তাত' বলে সম্বোধন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর দিব্য পুত্রকে গভীর স্নেহে লালনপালন করতে লাগলেন এবং তার ফলে তিনি চিন্ময় আনন্দ, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহ্বল হয়েছিলেন। মহারাজ নাভি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব নাগরিকদের, রাজকর্মচারীদের এবং মন্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা দর্শন করে, বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করার জন্য, তাঁকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকার্যে যাঁরা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে ঋষভদেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেরুদেবী-সহ বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং নিপুণতা সহকারে তিনি তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে যথাসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন ঋষিরা দুটি শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি হচ্ছে—"মহারাজ নাভির মতো সাফল্য কে অর্জন করতে পারে? তাঁর মতো সার্বভৌম কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির বশে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্রত্ব বরণ করেছিলেন।" (দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে) "মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ পূজক (ভক্ত) আর কে আছে? কারণ তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁদের ব্রহ্মণ্যোচিত তেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সমক্ষে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন।" মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলে, ভগবান ঋষভদেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন। তারপর স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুরুকুলে বাস করেছিলেন এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করে গৃহস্থদের কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তী নামক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে আত্মসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। ঋষভদেব এবং জয়ন্তী শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোকে ভারতবর্ষ বলে। ভরতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন জ্যেষ্ঠ। তাঁদের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নয় জন মহাভাগবত। তাঁরা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির জন্য তাঁরা মহিমান্বিত। তাই তাঁরা অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শান্তি বিধানকারী তাঁদের সেই সুন্দর চরিত্র আমি (শুকদেব গোস্বামী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব ও নারদ সংবাদে বর্ণনা করব। ঋষভদেব ও জয়ন্তীর উপরোক্ত উনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একাশি জন পুত্র ছিল।

তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে, তাঁরা অত্যন্ত বিনীত, বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ এবং সদাচাররত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।"

"পরমেশ্বর ভগবানের অবতার ঋষভদেব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দঘন। চার প্রকার ভৌতিক ক্লেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ ছিল না। তাঁর কোন রকম জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবহেলা হতে থাকে; তাই তিনি নিজে আচরণ করে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অবশেষে নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। মহৎ ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে। যদিও ঋষভদেব সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শম, দম, তিতিক্ষাদি সদ্‌গুণের অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের উপদেশ দেন এবং ক্ষত্রিয়-শাসক বৈশ্য ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভগবান ঋষভদেব শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতবার যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্যে সমৃদ্ধ ছিল। যৌবন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত ঋত্বিকদের দ্বারা পুণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল। কেউই আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান ঋষভদেব যখন ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করত না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল এবং তাই কারোরই কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল এবং যেহেতু তাদের এই স্নেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না। কোন এক সময় ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন সংযতচিত্ত এবং প্রণয়-বিনয়াদি গুণান্বিত। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—"হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাত্মাদের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত এবং যাঁরা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত। যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে চান, তাঁরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে তাদের দেহটি পালন করতে ব্যস্ত, তাঁরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা গৃহস্থ হলেও তাঁদের গৃহের প্রতি আসক্ত নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের প্রতিও আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের দেহ ধারণ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন। জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়। জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই, আমার থেকে অভিন্ন বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাকে অনর্থ বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রধান গৃহের প্রতি আসক্ত থাকে এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা একটি মূর্খ পশুর থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে 'আমি এবং আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন মানুষের কর্মফল-জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র, সন্তান ইত্যাদির প্রতি

অনাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সংসার বন্ধনের মূল কারণ 'আমি ও আমার' রূপ অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে বিমুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়।"

"হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত পরমহংসকে গুরুদেবরূপে বরণ করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপরায়ণ হও। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য কর। স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর। তত্ত্বানুসন্ধান কর। তারপর ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সব রকম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হও। ভগবানের কথা শ্রবণ কর এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর। ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্ময় স্তরে সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন কর। শত্রুতা বর্জন কর এবং ক্রোধ ও শোক দমন কর। দেহ, গেহ ইত্যাদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার অভ্যাস কর। শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অনর্থক বাক্যালাপ বর্জন করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা কর এবং উপযুক্ত পাত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর। এইভাবে ভক্তিযোগ সাধন করে ধৈর্য, যত্ন ও বিবেক যুক্ত হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।"

"হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিলাম, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সকাম কর্মের বাসনারূপ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয়গ্রন্থি সম্যকরূপে ছিন্ন হবে। তারপর অধিক উন্নতি সাধনের জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা আসক্ত হয়ো না। কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে তাঁকে মনে করতে হবে। পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের এবং রাজা প্রজাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান করবেন। শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষমও হয়, তাহলেও ক্রুদ্ধ না হয়ে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য কর্মে যুক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বদাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মোহান্ধ শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো। অজ্ঞানতাবশত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের মঙ্গল লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিতান্ত কামাসক্ত হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অভিলাষ করে। সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই কথা তারা বুঝতে পারে না। কেউ যদি অজ্ঞানী হয় এবং সংসার মার্গে আসক্ত হয়, তাহলে যথার্থ জ্ঞানবান, কৃপালু এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত কোনও ব্যক্তি কিভাবে তাকে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত করে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে সেই বিপদের দিকে অগ্রসর হতে দিতে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি কখনও তা হতে দেন না। যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।"

"আমার চিন্ময় দেহ (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা মনুষ্য-শরীর নয়। এই তত্ত্ব অচিন্তনীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না; আমি স্বেচ্ছায় এই শরীর গ্রহণ করি। আমার হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং আমি সর্বদা আমার ভক্তদের কল্যাণের কথা চিন্তা করি। তাই প্রকৃত ধর্ম যে ভক্তির পন্থা তা আমার হৃদয়ে রয়েছে এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যাগ করেছি। যারা অধার্মিক বা অভক্ত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। আমার এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর জন্য আর্যগণ আমাকে

ঋষভদেব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।"

"হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার আমার হৃদয় থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমাদের মাৎসর্য পরায়ণ বিষয়ীদের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ভরতের আনুগত্যে থেকো। তোমরা যদি ভরতের সেবায় যুক্ত হও, তাহলে তার ফলে আমারও সেবা হবে এবং তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্তব্যসমূহও সাবলীলভাবে সম্পাদিত হবে। চিৎ এবং অচিৎ—এই দুই প্রকার প্রকাশিত শক্তির মধ্যে পাথরাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি (বনস্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) শ্রেষ্ঠ। স্থাবর বৃক্ষ থেকে গমনক্ষম সরীসৃপ শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ থেকে উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুরা শ্রেষ্ঠ। পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রেত শ্রেষ্ঠ কারণ তাদের স্থূল দেহ নেই। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বদের থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্নর এবং তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ অসুর। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষ আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ এবং ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব ব্রহ্মার পুত্র বলে ব্রহ্মা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মাও আমার অধীন। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না। আমার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করার মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। যখন এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিবেদিত ভোজন থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি। শব্দরূপে বেদ আমার শাশ্বত অবতার। তাই বেদ হচ্ছে শব্দব্রহ্ম। এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যেহেতু তাঁরা বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই তাঁরা শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা, অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণান্বিত। অতএব সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। আমি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অকিঞ্চন। তাঁরা কেবল আমাতেই ভক্তি করেন। অন্য কারোর কাছে জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি প্রয়োজন?"

"হে পুত্রগণ, স্থাবর অথবা জঙ্গম কোন জীবের প্রতিই মাৎসর্য পরায়ণ হয়ো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছি জেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য হচ্ছে আমারই সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব যমরাজের পাশসদৃশ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্গুণ ভক্তিপরায়ণ সন্ন্যাসীরাও এই উপদেশ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং বৈষ্ণবদের অনুগত। সারা পৃথিবী শাসনের জন্য ভগবান ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর অনিকেত হয়েও শরীরমাত্র পরিগ্রহ করে, উন্মত্তের মতো দিগম্বর ও বিমুক্ত কেশ হয়ে, আহবনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মাবর্ত থেকে পরিব্রজে গমন করলেন।"

"ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারণ করে মানব সমাজের মধ্যে জড়, অন্ধ, মূক, বধির ও পিশাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে সম্ভাষণ করত, তবুও তিনি মৌনাবলম্বন করে কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, খনি, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, সেনানিবাস, গোনিবাস, গোপপল্লী, যাত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় মাছিরা যেমন বনহস্তীকে ঘিরে উত্ত্যক্ত করে, সেইভাবে দুর্জনেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও থুতু পরিত্যাগ, পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। তিনি চিন্ময় স্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিৎ এবং অচিৎ-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাই তাঁর কোন রকম দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে একাকী সারা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।"

"ভগবান ঋষভদেবের কর, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর স্কন্ধদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নিরন্তর শোভিত ছিল। তাঁর নয়নযুগল ছিল প্রভাতের শিশিরসিক্ত নবীন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অরুণ বর্ণ। তাঁর চোখের তারা এত মনোহর ছিল যে, তা দর্শকের সমস্ত সন্তাপ হরণ করত। তাঁর কপাল, কর্ণ, কণ্ঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা রমণীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন কামবাণে জর্জরিত হতেন। তাঁর মাথা জুড়ে ছিল কুঞ্চিত জটাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণ কেশ। তাঁর অবিন্যস্ত চুল, মলিন শরীর দেখে তাঁকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।"

"ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করছে, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেখানেই অবলুণ্ঠন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে। যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর মল-মূত্র এতই সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল। এইভাবে ঋষভদেব গাভী, মৃগ এবং কাকের বৃত্তি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গাভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই এইভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির অধীশ্বর এবং মুক্তির আনন্দ থেকেও শত-সহস্র গুণ অধিক চিন্ময় আনন্দে তিনি মগ্ন ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণই হচ্ছেন ঋষভদেবের অংশী, তাই তাঁদের স্বরূপে কোন ভেদ ছিল না এবং তার ফলে ঋষভদেব অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণ সমন্বিত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের গতিতে ভ্রমণ, অন্তর্ধান, অন্য দেহে প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেননি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ভগবন, যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকাম কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্লেশদায়ক হয় না। তাহলে ঋষভদেব কেন সেগুলি অঙ্গীকার করলেন না?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, ধূর্ত ব্যাধ যেমন পশুদের ধরার পরও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।"

পণ্ডিতেরা বলেছেন—"মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত নয়। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন মুহূর্তে তা আমাদের প্রতারণা করতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেবও ভগবানের মোহিনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন এবং সৌভরি মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গ লাভের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রশ্রয় দিয়ে নিশ্চিতভাবেই সেই যোগীকে হত্যা করবে। মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মবন্ধনের সৃষ্টি করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিশ্বাস করবেন?"

"ভগবান ঋষভদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবধূতের বেশ, ভাষা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান করছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য দর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ-অবতাররূপে তাঁর মূলস্থিতি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিরন্তর অবস্থান করে তিনি ঋষভদেব রূপে এই জড় জগতে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ ধারণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিমান পরিত্যাগ করে ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মধ্যে কতকগুলি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে, উন্মাদের মতো মুক্তকেশে দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বাঁশের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটকাচলের সমীপবর্তী সেই বনটিকে ভস্মীভূত করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাপমত কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হয়ে এবং সমস্ত ভয় অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, নিজের মনগড়া এক

বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথাকথিত ধর্মও এই নাস্তিক্য মত অনুসরণ করেছিল। তার ফলে নরাধমেরা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। তারা দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা কুসিদ্ধান্তসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে এবং তারা তাদের কেশ উৎপাটন করবে। মনগড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষেরা অধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তার ফলে সেই সমস্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদানুগ ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপহাস করবে। এই সমস্ত নরাধমেরা বেদবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনা থেকেই ঘোর তমিস্রে প্রবিষ্ট হয়। এই কলিযুগে মানুষেরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান ঋষভদেব তাদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।"

"পণ্ডিতেরা ঋষভদেবের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্লোকসমূহ কীর্তন করেন—'আহা, সপ্ত-সাগর এবং সপ্ত-দ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই ঋষভদেব আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র। আহা, প্রিয়ব্রতের বংশ সম্বন্ধে আমি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিখ্যাত। এই বংশে পুরাণ পুরুষ আদি দেব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সকাম কর্মের নিবৃত্তিসাধক ধর্মের আচরণ করেছিলেন। এমন কোন যোগী কি আছেন যিনি মনের দ্বারাও ঋষভদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা সে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান ঋষভদেব সেগুলি 'অসৎ' বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কোন যোগী আছেন ঋষভদেবের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়?'

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান ঋষভদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিশুদ্ধ, দিব্য কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের যাবতীয় পাপকর্ম বিনাশ করে। ভগবান ঋষভদেবের লীলার এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য ভক্তি লাভ করবেন। ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অমৃতে অবগাহন করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁর সেবা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেবা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতান্তই নগণ্য, কারণ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকে না।"

"হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। ভগবান ঋষভদেব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি ছিলেন আত্মতৃপ্ত এবং তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাফল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা দেহাত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়ে জড় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করে, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন। তাই আমরা ভগবান ঋষভদেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, মহারাজ ভরত ছিলেন মহাভাগবত। তিনি তাঁর পিতার সংকল্প অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে, বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের নাম ছিল সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু। পূর্বে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। মহাজ্ঞানী মহারাজ ভরত সারা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। স্বীয় কর্তব্য কর্মে পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের স্ব-স্ব ধর্মে নিযুক্ত রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন। মহারাজ ভরত গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযজ্ঞ (যে যজ্ঞে অশ্ব বলি দেওয়া হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন। কখনও কখনও এই সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণরূপে এবং কখনও আংশিক রূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্হোত্র বিধির দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত তা ধর্মের নামে বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত যজ্ঞ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চিন্তা করার ফলে মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতেন কিভাবে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত আহুতি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জানতেন যে, বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদিত আহুতি প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিবেদন করা হচ্ছে।"

"এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। যোগীরা তাঁদের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করেন, জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর পূজা করেন এবং ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর ভজনা করেন, যাঁর চিন্ময় রূপের বর্ণনা শাস্ত্রে করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি এবং বনমালায় ভূষিত এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পায়। নারদাদি ভক্তরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন।"

"নিয়তি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের কাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হলে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে, যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, সেই পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন। সেই পুলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আজও তাঁর ভক্তবাৎসল্যবশত তাঁর ভক্তদের গোচরীভূত হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন। পুলহ আশ্রমে

সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গণ্ডকী প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে। সেই শিলার প্রত্যেকের উপরে এবং নিম্নভাগে নাভিসদৃশ চিহ্ন বর্তমান। পুলহ আশ্রমের উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, গণ্ডকী নদীর জল, কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সুখভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিচলিত অবস্থায় তিনি পরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।"

"মহাভাগবত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বর্ধিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যাদিতে উৎসাহ ছিল না। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুর উদ্‌গমে তাঁর নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরুণ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। মহারাজ ভরত মৃগচর্মের বসন ধারণ করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার ফলে সিক্ত কুটিল জটা-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় নারায়ণকে ঋক্ মন্ত্রে আরাধনা করতেন এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী সমস্ত জীবদের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, একদিন মল-মূত্র ত্যাগ আদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে তিন মুহূর্তকাল গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, মহারাজ ভরত যখন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন পিপাসায় কাতর হয়ে একটি হরিণী সেখানে জলপান করতে এসেছিল। হরিণীটি যখন গভীর তৃপ্তি সহকারে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল। হরিণী স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীতা এবং তাই সে চকিত নয়নে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়েছিল এবং ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পিপাসা নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল। সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল; সুতরাং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিনির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল। যূথ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্লিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মৃগবধূ লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে, একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল। রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে,

সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল।

তিনি বন্ধুর মতো সেই মৃগ-শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তৃণ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডূয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন।"

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—"আহা, এই অসহায় হরিণ শিশুটি ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে স্বজন, সুহৃদ ও বন্ধুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাকেই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাকেই তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সহচর বলে মনে করছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাকে ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর জন্য আমার স্বার্থহানি হবে। এর লালন, পালন, পোষণ এবং তোষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও শরণাগতের অবহেলা করা তো উচিত নয়। তাহলে সেটি মস্ত বড় অন্যায় হবে। ত্যাগের আশ্রম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিজের গুরুতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, এমনকি আহার পর্যন্ত করতেন। এইভাবে হরিণ-শিশুটির প্রেমে তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হয়েছিল। মহারাজ ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিৎ, পত্র, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন পাছে শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু এসে মৃগ শিশুটির প্রাণ বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিশুটিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন। বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে স্কন্ধে বহন করতেন, কখনও কোলে স্থাপন করতেন এবং যখন শয়ন করতেন, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বক্ষে স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই পশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। মহারাজ ভরত যখন ভগবানের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয়া সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। যখন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি ভালভাবেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, "হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক।" ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—"আহা, এই মৃগটি এখন অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং আমার মন চতুর ব্যাধের মতো সর্বদা প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি যেমন ধূর্ত বন্ধুর দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই পশুটি দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে এবং ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভয়ে কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে এই আশ্রমের

উপবনে চরে বেড়াচ্ছে? কি জানি, কোন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা যূথচর শূকর আদি অথবা কোন একচর ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করেনি তো? হায়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতের মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান বেদস্বরূপ, কিন্তু আমি বেদোক্ত সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু মাতৃহারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না। সেই হরিণ-শিশুটি ঠিক একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আবার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার নিশ্চয়ই পুণ্যের লেশমাত্র নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন। হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চক্ষু নিমীলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণয়-কোপবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে জলবিন্দুর মতো কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্পর্শ করত। আমি যখন কুশ ঘাসে যজ্ঞের সামগ্রী রাখতাম, তখন সেই হরিণ-শিশুটি খেলা করতে করতে তার দন্তের দ্বারা কুশ আকর্ষণ করে যজ্ঞীয় দ্রব্যকে দূষিত করলে, আমি যখন তাকে তিরস্কার করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, খেলা পরিত্যাগ করে, সংযতেন্দ্রিয় মুনি-বালকের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত। এইভাবে উন্মাদের মতো প্রলাপ করে, মহারাজ ভরত গাত্রোত্থান করে বাইরে গেলেন। মৃগ শিশুর পদচিহ্ন দর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, "হে দুর্ভাগা ভরত, ধরিত্রীর তপস্যার তুলনায় তোমার তপস্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা তাঁর তপস্যার ফলে মৃগ শিশুর ক্ষুদ্র, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পঙ্‌ক্তি আমার মতো মৃগের বিরহকাতর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করছে কিভাবে সে বনের দিকে গেছে এবং কিভাবে আমি আমার সেই হারানো ধন ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রভাবে এই ভূমি স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। তারপর চন্দ্র উদিত হলে, চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করে মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, 'হয়ত দীনজন-বৎসল ভগবান চন্দ্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই মৃগ-শিশুটিকে কৃপাপরবশ হয়ে, ভয়ঙ্কর সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছেন।' তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, 'ঐ মৃগশিশু আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করেছি, দাবাগ্নি শিখার মতো তার বিরহবেদনা আমার হৃদয়রূপ স্থলপদ্মকে বিশীর্ণ করছে। আমার এই বেদনা দর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার বন্ধু জল সিঞ্চন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার সুখ বিধান করছেন।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এইভাবে ভরত মহারাজ মৃগ-শিশুরূপে প্রকাশমান দুর্দমনীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তা যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে মনে করে পরিত্যাগ করেও, অবশেষে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির লালন-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অবশেষে, কালসর্প যেভাবে মূষিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে মৃত্যু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিশুটি তাঁর নিজের পুত্রের মতো তাঁর পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিত্ত সেই হরিণটিতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিমুখ মানুষের মতো এই সংসার, হরিণ এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করায়, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি। হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত এবং বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে, তিনি নিরন্তর অনুতাপ করতে করতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।"

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুতাপ করতে লাগলেন—"হায় কী দুর্ভাগ্য! আমি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে, ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আদি ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায় আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্খতার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।"

"ভরত মহারাজ যদিও মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিরন্তর অনুতাপ করার ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা কারোর কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমে অবস্থান করে, আবার যাতে অসৎ সঙ্গের শিকার না হতে হয়, সেই জন্য মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে, তিনি কেবল শুকনো পাতা খেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর মৃগ-শরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর দেহ অবসানকাল সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে তাঁর মৃগ-শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, মহারাজ ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া আদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত। তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন নয়টি পুত্রের জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ করে চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্বিমুখ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের সঙ্গপ্রভাবে পুনরায় অধঃপতন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তার ফলে তিনি

জনসাধারণের কাছে নিজেকে উন্মাদ, জড়, অন্ধ এবং বধিরের মতো প্রদর্শন করতেন, যাতে তারা তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে। এইভাবে তিনি অসৎসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন; তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অসৎসঙ্গের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।"

"ব্রাহ্মণ পিতার মন সর্বদা তাঁর পুত্র জড় ভরতের প্রতি (ভরত মহারাজের প্রতি) স্নেহে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জড় ভরত যেহেতু গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অযোগ্য ছিলেন, তাই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের সমাপ্তি পর্যন্তই কেবল তাঁর সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছিল। জড় ভরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে শৌচ, আচমন আদি কর্মের নিয়মসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেও, জড় ভরত তাঁর সমক্ষে মূর্খের মতো আচরণ করতেন। তিনি এইভাবে আচরণ করতেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা লাভের অযোগ্য মনে করে, তাঁকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আচরণ করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে মল ত্যাগের পর হাত ধোয়ার শিক্ষা দিলে, তিনি মলত্যাগের পূর্বে হাত ধুতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করাবার ইচ্ছা করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রণব ও ব্যাহৃতি-সহ ত্রিপদী গায়ত্রী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ চার মাসেও তিনি তাঁকে তা শেখাতে পারলেন না। জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় বলে মনে করে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করার বাসনায় তাঁকে ব্রহ্মচর্য, ব্রত, শৌচ, বেদ অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরুদেবের সেবা এবং অগ্নিযজ্ঞ করার বিধি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হল না। অন্য সকলের মতো সেই ব্রাহ্মণও তাঁর গৃহের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং তাঁর স্মরণ ছিল না যে, একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কখনও বিস্মৃতি হয় না। মৃত্যু যথা সময়ে আগমন করে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রাস করেছিল। তারপর, ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নী তাঁর যমজ পুত্র এবং কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর পতির সহমৃতা হয়ে পতিলোকে গমন করেছিলেন।"

"পিতার মৃত্যুর পর, জড় ভরতের নয়জন বৈমাত্রেয় ভাই তাঁকে জড় এবং মেধাহীন বলে বিবেচনা করে, তাঁর শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল। জড় ভরতের বৈমাত্রেয় ভায়েরা ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ—এই তিনটি সকাম কর্ম পরায়ণ বেদের শিক্ষায় পারঙ্গত ছিল। ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবগত ছিল না। তার ফলে তারা জড় ভরতের অতি উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেনি। অধঃপতিত মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে পশুতুল্য। পশুর সঙ্গে তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, পশুরা চতুষ্পদ আর তারা দ্বিপদ। এই সমস্ত দ্বিপদ পশুসদৃশ মানুষেরা জড় ভরতকে উন্মাদ, জড়, বধির এবং মূক বলে সম্বোধন করত। তারা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত এবং জড় ভরত তাদের সঙ্গে উন্মাদ, বধির, অন্ধ অথবা জড়ের মতো আচরণ করতেন। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না অথবা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন না যে, তিনি তেমন নন। কেউ যখন তাঁকে দিয়ে কিছু করাতে চাইত, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাই-ই করতেন। ভিক্ষার দ্বারা অথবা বেতনস্বরূপ, অথবা দৈবাৎ যা কিছু খাবার আসত—তা স্বল্প পরিমাণ হোক, সুস্বাদু হোক, বাসী হোক অথবা স্বাদহীন হোক—তিনি তাই-ই গ্রহণ করে আহার করতেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু আহার করতেন না, কারণ সুস্বাদু এবং বিস্বাদ ধারণা উৎপাদনকারী দেহাত্মবুদ্ধির বন্ধন থেকে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তির দিব্য চেতনায় মগ্ন ছিলেন এবং তাই তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল বৃষের মতো পুষ্ট এবং তাঁর অবয়ব ছিল সুদৃঢ়। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বাত ও বর্ষা গ্রাহ্য করতেন না এবং তিনি কখনও তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করতেন না। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কখনও তেল মাখতেন না বা স্নান করতেন না। তাঁর দেহ মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর ব্রহ্মতেজ এবং জ্ঞান আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক যেমন মূল্যবান রত্নের জ্যোতি ধূলার

দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাঁর কটিদেশে ছিল একটি অত্যন্ত মলিন বস্ত্র এবং অত্যন্ত মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর যজ্ঞোপবীত ছিল কাল। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বলে তাঁকে বুঝতে পেরে, মানুষেরা তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু আদি নামে সম্বোধন করত। এইভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত এবং উপেক্ষিত হয়ে তিনি ইতস্তত বিচরণ করতেন। জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাজ করতেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও সেই সুযোগ নিয়ে, কেবল আহারের বিনিময়ে তাঁকে ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে কিভাবে কাজ করতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন না। তিনি জানতেন না কোথায় মাটি ঢালতে হবে অথবা কোথায় ভূমি সমতল করতে হবে। তাঁর ভায়েরা তাঁকে খুদ, খইল, তুষ, পোকায় খাওয়া শস্য এবং রন্ধনপাত্রে লেগে থাকা পোড়া অন্ন খেতে দিত, কিন্তু তিনি কারও প্রতি কোন রকম বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, তাই-ই অমৃতের মতো ভোজন করতেন।"

"সেই সময়, এক শূদ্রকুলোদ্ভূত দস্যুসর্দার পুত্র কামনায় ভদ্রকালীর কাছে নরপশু বলি দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল। সেই দস্যুপতি বলি দেওয়ার জন্য একটি নরপশুকে ধরেছিল কিন্তু সে দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করে। তখন সেই দস্যুপতি তার অনুগামীদের তাকে ধরে আনতে আদেশ দেয়। তারা সকলে চতুর্দিকে ধাবিত হয় কিন্তু কোথায়ও তাকে খুঁজে পায়নি। ভ্রমণ করতে করতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য রাত্রে তারা অকস্মাৎ শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আঙ্গিরস কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-তনয় জড় ভরতকে একটি ঊর্ধ্ব আসনে উপবেশন করে মৃগ, বরাহ ইত্যাদি পশুদের থেকে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করতে দেখতে পায়। দস্যুপতির অনুচরেরা জড় ভরতকে সমস্ত লক্ষণযুক্ত নরপশু বলে বিবেচনা করে, সর্বতোভাবে বলির উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হর্ষোৎফুল্ল সহাস্য বদনে কালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই সমস্ত দস্যুরা তাদের নরপশু বলি দেওয়ার কল্পিত বিধি অনুসারে জড় ভরতকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, তাঁকে পশুযজ্ঞ অলঙ্কার, গন্ধতেল, তিলক, চন্দন এবং মালার দ্বারা বিভূষিত করেছিল। তারা তাঁকে ভোজন করিয়ে কালীর সম্মুখে নিয়ে এসে ধূপ, দীপ, মালা, লাজ, নবপল্লব, দূর্বাঙ্কুর, ফল এবং ফুল দিয়ে কালীর পূজা করেছিল। এইভাবে নরপশুকে বলি দেওয়ার পূর্বে তারা উচ্চ গীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ, পণব ইত্যাদির উচ্চ নির্ঘোষের সঙ্গে প্রতিমার পূজা করেছিল এবং তারপর জড় ভরতকে প্রতিমার সামনে উপবেশন করিয়েছিল। তখন দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা অবলম্বনপূর্বক জড় ভরতকে নরপশুতুল্য মনে করে আসবরূপে পান করার জন্য কালীর কাছে তাঁর রক্ত নিবেদন করার বাসনায় ভদ্রকালীর মন্ত্রে পবিত্রীকৃত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার একটি খড়্গ গ্রহণ করে, জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। যে সমস্ত দস্যু-তস্করেরা ভদ্রকালীর পূজার আয়োজন করেছিল, তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা বহু ধনসম্পদ লাভের বাসনায় উন্মত্ত হয়ে, বৈদিক বিধান লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। এইপ্রকার মানুষেরা সর্বদাই হিংসাত্মক আচরণে প্রবৃত্ত থাকে এবং তাই তারা জড় ভরতকে বলি দিতে চেষ্টা করার সাহস করেছিল। জড় ভরত ছিলেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু ছিল না এবং তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি সৎ ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি শত্রু হলেও অথবা আক্রমণকারী হলেও, তাঁকে হত্যা করা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। কোন অবস্থাতেই জড় ভরতকে হত্যা করার কোন কারণ ছিল না। তাই ভদ্রকালী তা সহ্য করতে পারেননি। সেই সমস্ত পাপাচারী দস্যুরা পরম ভাগবত জড় ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে দেখে, দেবী ভদ্রকালী সহসা প্রতিমা বিদীর্ণ করে স্বয়ং প্রকাশিতা হলেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ড অসহ্য তেজে জ্বলছিল। সেই অপরাধ সহ্য করতে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রোধাবেশে ভদ্রকালীর ভ্রূকুটি বেগে সঞ্চালিত হয়েছিল, তাঁর ভয়ঙ্কর কুটিল দাঁত বহির্গত হয়েছিল এবং তাঁর আরক্ত লোচন বিঘূর্ণিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যেন সমগ্র জগৎ সংহার করার জন্য সেই প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলেন। বেদি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে যে খড়্গের দ্বারা সেই দস্যুরা জড় ভরতকে হত্যা

করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়্গের দ্বারাই তিনি সেই সমস্ত দস্যু এবং তস্করদের মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। তারপর তাদের গলদেশ থেকে রক্তরূপ যে অতি উষ্ণ মদ নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তাঁর সহচরদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে দেবী তখন তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সেই সমস্ত দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়া করতে লাগলেন। মহাপুরুষের প্রতি হিংসারূপ অপরাধের ফলে, অনিষ্টকারীকে উপরোক্তভাবে সর্বদা দণ্ডভোগ করতে হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে বিষ্ণুদত্ত, যাঁরা জানেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, যাঁরা হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্ত, যাঁরা সর্বদা সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনে রত এবং যাঁরা কখনও কারোর অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।"

❁ ❁ ❁

দশম অধ্যায়

জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, তারপর, সিন্ধু-সৌবীরের রাজা রহূগণ যখন কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা-বাহকের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে যুবক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় অঙ্গ সমন্বিত দেখে, তাঁকে গরু এবং গাধার মতো ভার বহনে সমর্থ বলে বিবেচনা করেছিল। মহাত্মা জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তবু তারা কোন রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে বলপূর্বক শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল। জড় ভরত তাঁর অহিংস মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ের চাপে কোন পিপীলিকার মৃত্যু না হয়। কিন্তু তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং রাজা রহূগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা কেন অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।' শিবিকা-বাহকেরা রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, দণ্ডভয়ে ভীত হয়ে রাজার কাছে নিবেদন করেছিল—হে রাজন্, আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে মোটেই অবহেলা করছি না। আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা সুষ্ঠুভাবেই শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন করতে পারছি না। দণ্ডভয়ে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রহূগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল একজনের দোষের ফলে শিবিকা যথাযথভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তবু তাঁর রাজ-স্বভাববশত তাঁর চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজা রহূগণের চিত্ত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি ভস্মাচ্ছাদিত

অগ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন—আহা কী কষ্ট! ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই একাকী অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ এই শিবিকা বহন করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর তা ছাড়া তোমার বার্ধক্যবশত তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ। হে সখে, তোমার শরীর তো দৃঢ় নয় এবং তুমিও তেমন বলবান নও। তোমার সঙ্গের বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?"

"এইভাবে রাজা বক্রোক্তির দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত অভিমানশূন্যই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে অবগত ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে রচিত জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হস্ত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি পূর্বের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন। তারপর রাজা যখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোর এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে যমরাজের মতো দণ্ড দেব। আমি তোর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস। নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করায়, রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধিগ্রস্ত ছিলেন এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মদভরে তিনি জড় ভরতকে অশালীন বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং ভগবানের প্রিয় নিকেতন। রাজা যদিও নিজেকে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের স্থিতি অবগত ছিলেন না এবং তাঁর চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান সদৃশ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের সুহৃৎ এবং তিনি কোন প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করতেন না।"

তাই মহান ব্রাহ্মণ জড় ভরত ঈষৎ হেসে বললেন—"হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভারবহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা। আপনার উক্তিতে কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই; এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই শিবিকা বহনে পরিশ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানে না। দেহ স্থূল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলবে না। আত্মা স্থূলও নয় অথবা কৃশও নয়; তাই আপনি যখন বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই, তা সত্য। অধিকন্তু এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং সেই গন্তব্যস্থলের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার পক্ষে বহু অসুবিধা হত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে আমার দেহের সম্পর্কে, তাই তাতে মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি। স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভয়, কলহ, জড় সুখভোগের বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, শোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি—এই সবই আত্মার জড় আবরণের বিকার। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন ব্যক্তিরাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। তাই আমি স্থূল অথবা কৃশ নই অথবা আপনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।"

"হে রাজন্, আপনি অনর্থক আমাকে জীবন্মৃত বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সবকিছুরই আদি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিত্য। আজ আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভৃত্য, কিন্তু কাল তার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভৃত্যতে এবং আমি প্রভুতে পরিণত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিস্থিতিগুলি দৈবের দ্বারা সৃষ্টি হয়। হে

রাজন্, আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হচ্ছি আপনার ভৃত্য, তাহলে আপনি আদেশ করুন এবং আপনার আদেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে পারি যে, এই পার্থক্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যবহার অথবা প্রথা থেকেই তার উৎপত্তি। এ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। সেই ক্ষেত্রে প্রভু কে? এবং ভৃত্যই বা কে? সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য; তাই কেউই প্রভু নয় এবং কেউই ভৃত্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি প্রভু এবং আমি আপনার ভৃত্য, তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন। বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"হে রাজন্, আপনি বলেছেন, 'ওরে উন্মত্ত, মত্ত, জড়! আমি তোকে দণ্ডদান করব, তাহলে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।" সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জড়, মূক এবং বধিরের মতো অবস্থান করলেও আমি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠা লাভ করেছি। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আর আপনার অনুমান যদি ঠিক হয় এবং আমি যদি সত্যি সত্যিই উন্মত্ত হই, তাহলে আমাকে দণ্ড দেওয়া পিষ্টবস্তু পেষণ করার মতোই হবে। তার ফলে কোন লাভ হবে না। কারণ উন্মত্ত ব্যক্তিকে দণ্ডদান করা হলেও তার উন্মত্ততার উপশম হয় না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাজা রহূগণ পরম ভাগবত জড় ভরতকে কর্কশ বাক্যে যখন তিরস্কার করেছিলেন, তখন শান্তচিত্ত মুনিবর তা সহ্য করে তার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। অবিদ্যার কারণ দেহাত্মবুদ্ধি, কিন্তু জড় ভরত সেই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক দৈন্যবশত তিনি নিজেকে একজন মহান ভক্ত বলে মনে করতেন না, তিনি নীরবে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে যেতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি মনে করেছিলেন যে, শিবিকা বহন করে তিনি তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল বিনষ্ট করছেন। এইভাবে বিচার করে তিনি পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগলেন।"

"হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ), সিন্ধু-সৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণেরও পরম তত্ত্ব বিচারে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। জড় ভরতের যোগশাস্ত্র-সম্মত এবং হৃদয়গ্রন্থি ছেদনকারী বাক্য শ্রবণ করে তাঁর রাজ-অভিমান বিদূরিত হয়েছিল। তিনি শীঘ্র শিবিকা থেকে অবতরণপূর্বক ভরতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মস্তক স্থাপন করে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং সেই মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করছেন। আপনি কে? আপনি কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ? আপনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন। আপনি কি দত্তাত্রেয় আদি অবধূতদের মধ্যে কেউ? আপনি কোন মহাত্মার শিষ্য? আপনি কোথায় অবস্থান করেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? আমাদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি এসেছেন? আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কে?"

"হে মহানুভব, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ভয়ে ভীত নই, শিবের ত্রিশূলের ভয়েও ভীত নই, যমরাজের দণ্ড অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞকুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি।"

"হে মহানুভব, মনে হচ্ছে যেন আপনার মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাব আপনি গোপন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত জড় সংসর্গ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। তাই আপনার দিব্য জ্ঞান অনন্ত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এইভাবে একজন জড়ের মতো বিচরণ করছেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যোগসম্মত কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই দয়া করে তা বিশ্লেষণ করুন। আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মুনিদেরও পরম গুরু বলে মনে করি। মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি ভগবানের জ্ঞানরূপী অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি রূপে দিব্য জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হে গুরুদেব, এই জগতে সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় কি? আপনি যে ভগবানের অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তা কি সত্য নয়? কে প্রকৃত মানুষ এবং কে নয়, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি মূক এবং বধিরের মতো অভিনয় করছেন।

আপনি কি সেই জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে এইভাবে বিচরণ করছেন না? আমি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং জ্ঞানান্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কিভাবে আমি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারি? আপনি বলেছেন, 'আমি শ্রান্ত নই।' যদিও আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, তবু দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শ্রান্তি হয় এবং তখন মনে হয় যে আত্মাই যেন শ্রান্ত হয়েছে। আপনি যখন শিবিকা বহন করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আত্মারও পরিশ্রম হয়েছে। এটিই আমার অনুমান। আপনি এও বলেছেন যে, প্রভু এবং ভৃত্যের যে বাহ্য আচরণ তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু যদিও এই প্রাপঞ্চিক জগতে তা বাস্তবিক নয়, তবুও এই প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়গুলি তো বস্তুকে প্রভাবিত করে। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও তা মিথ্যা বলা যায় না।"

রাজা রহূগণ বলতে লাগলেন—"হে মহানুভব, আপনি বলেছেন যে শরীরের স্থূলতা এবং কৃশতা আত্মার ধর্ম নয়। তা ঠিক নয়, কারণ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি আত্মারই হয়ে থাকে। পাত্রস্থিত দুধ এবং চাল আগুনের তাপে আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয় এবং তার ফলে চালের অন্তরভাগ সিদ্ধ হয়। তেমনই, দেহের দুঃখ এবং সুখ ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে। আত্মা এই অবস্থা থেকে অনাসক্ত থাকতে পারে না।"

"হে মহদাশয়, আপনি বলেছেন রাজা এবং প্রজা অথবা প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য নয়, কিন্তু যদিও এই সম্পর্ক অনিত্য তবুও কেউ যখন রাজার পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের শাসন করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের দণ্ডদান করা। তাদের দণ্ডদান করে তিনি প্রজাদের রাজ্যের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেন। পুনরায়, আপনি বলেছেন যে, মূক এবং বধির ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া পিষ্ট বস্তুকে পেষণ করার মতো; অর্থাৎ তার ফলে কোন লাভ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর স্বধর্মে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর পাপকর্মের লাঘব হয়। অতএব কাউকে যদি বলপূর্বক তাঁর স্বধর্মে নিযুক্ত করা হয়, তার ফলে তাঁর মঙ্গল হয়, কারণ তখন তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন। আপনি যা বলেছেন তা আমার কাছে বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। হে আর্তবন্ধু, আমি রাজা হওয়ার অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার মতো পরম ভাগবতকে অপমান করে মহা অপরাধ করেছি। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। তাহলেই কেবল আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব। হে প্রভু, আপনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ ভগবানের সখা। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আপনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি, তাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয়নি, তবুও সেই অপরাধের ফলে আমার মতো ব্যক্তি যদি শিবের মতোও শক্তিশালী হয়, তাহলেও অচিরেই বিনষ্ট হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

একাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—"হে রাজন্, যদিও আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও আপনার মতো প্রভু-ভৃত্য অথবা জড় সুখ-দুঃখের সম্পর্কের কথা বলেন না। এইগুলি কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপ। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত

অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না। হে রাজন্, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রসঙ্গে যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যারা বেদবিহিত জড় কার্যকলাপে আগ্রহী, তারা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধালু থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব বা নিরর্থকতা যেমন আপনা থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে সুখ, তা অবশেষে তুচ্ছ বলে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেদ তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। জীবের মন যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তার মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মন যতক্ষণ পাপ এবং পুণ্যকর্মের বাসনায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য দেব, নর, পশু, তির্যক আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরে মনের স্থিতি অনুসারে জীবের জড় দেহ লাভ হয়। মায়া রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহাচ্ছন্ন করে মন পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমূহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায় এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, স্থূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের আকৃতি, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে মন। মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তা তার মুক্তির কারণ হয়। দীপের পলতে যখন ঠিকমতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। হে বীর। শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, মলত্যাগ আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়। পণ্ডিতেরা এগুলিকে মনের কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজন্ম, শিল্প, গতি, মলত্যাগ এবং স্ত্রীসম্ভোগ—এগুলি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, 'এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার দেশ' ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিটিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন দার্শনিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর। দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে শত প্রকার, তারপর সহস্র প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আপনা থেকেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলে হয় না। পক্ষান্তরে তা হয় ভগবানের নির্দেশনায়। কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে মায়ার দ্বারা রচিত বহু ধারণা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখন স্বপ্নাবস্থায়, কিন্তু সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।"

"দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কথা এখানে

বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বব্যাপক কারণ। তিনি পূর্ণ এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নন। তাঁকে শ্রবণের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতঃপ্রকাশ এবং তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জরা অথবা ব্যাধি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হয়ে তার উপর আধিপত্য করেন।"

"হে রাজা রহূগণ, দেহধারী বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয় এবং তার ছয়টি শত্রুকে জয় করে আত্মজ্ঞান জাগরিত করার মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। আত্মার উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় দেহজনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন যেহেতু রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মমতা উৎপাদন করে। এই অসংযত মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ দিলে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজন্, দয়া করে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপ অস্ত্রের দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।"

❀ ❀ ❀

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

মহারাজ রহূগণ বললেন—"হে অবধূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিরোধ দূর হয়েছে। আপনি ব্রাহ্মবন্ধুর বেশে আপনার দিব্য আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমার দেহ কুৎসিত বস্তুতে পূর্ণ এবং গর্বরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করেছে। জড় ভাবনার প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অমৃতময় উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো। যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে আপনি সরলভাবে তার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে। হে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের গমনাদির ফলে যে ভ্রান্তি হয় তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তি নেই। তার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারমূলক। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিচলিত হয়েছে।"

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—"জড় বস্তুর সমন্বয়ের

ফলে নানা প্রকার পার্থিব বিকার সাধিত হয় এবং রূপের উদ্ভব হয়। কোন কারণে তারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং শিবিকাবাহক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আর যা চলাফেরা করে না, তাই পাষাণ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশ গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ—এই সমস্ত রয়েছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত সৌবীরের রাজা। সেই রাজার শরীরও আর এক প্রকার পার্থিব বিকার, সেই বিকারময় দেহেই আপনি অবস্থিত এবং ভ্রান্তভাবে নিজেকে সৌবীর দেশের রাজা বলে মনে করে মদান্ধ হয়েছেন। কিন্তু, বিনা বেতনে এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিরা যে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্যায় আচরণের ফলে তাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের বলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্দয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত মূর্খ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভায় শোভা পাওয়ার যোগ্য নন। এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসমন্বিত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ স্থাবর এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেরই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর। বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের ক্ষমতা কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে মাত্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুরই মাটি থেকে উৎপত্তি হয় এবং বিনাশের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন। কেউ বলতে পারে যে, এই ভূলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড সাময়িকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে, কিন্তু সেই পরমাণুও অনিত্য। যদিও কোন কোন দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করে, তবুও পরমাণু কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়। পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য হয়। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কৃশ, স্থূল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সবই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাটির দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জানা উচিত যে, সেগুলি কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি। তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদ্বয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদ্বয়, সর্বব্যাপ্ত এবং কল্পনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা, যাঁকে যোগীরা নির্মল অন্তঃকরণে দর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদির পরম কারণ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।"

"হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়। যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, সাযুজ্য মুক্তির প্রয়াসী

মুমুক্ষুরাও তাঁদের মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বাসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন। পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়।"

"হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার ফলে হরিণ-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিষয়াসক্ত অসৎ-সঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি। উত্তম ভক্তের সঙ্গ প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তনের ফলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয় এবং এই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—"হে মহারাজ রহূগণ, জীব এই দুস্তর সংসার মার্গে ভ্রমণ করে এবং বার বার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের ফলই কেবল দর্শন করে। সেই ফলগুলি হচ্ছে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র। এইভাবে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে একটি বণিকের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় বস্তু সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় জগতে সে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।"

"হে মহারাজ রহূগণ, এই সংসার-অরণ্যে ছয়টি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বদ্ধ জীব যখন জাগতিক লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছয়টি দস্যু তাকে বিপথে পরিচালিত করে। এইভাবে বণিকরূপী বদ্ধ জীবকে বিভ্রান্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ অপহরণ করে। বাঘ, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রক্ষকের আশ্রয় থেকে একটি মেষকে হরণ করে, ঠিক তেমনই পত্নী এবং সন্তান সেই বণিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নানাভাবে তাকে লুণ্ঠন করে। এই বনে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর রয়েছে। সেই সমস্ত গহ্বরে বদ্ধ জীব সর্বদা মশক সদৃশ দুর্জনদের উপদ্রবে পীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শন করে এবং কখনও কখনও সে আকাশে উল্কার মতো পিশাচদের দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়।"

"হে রাজন্, এই সংসার-অরণ্যের পথে গৃহ, ধন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বণিক এই সংসার-অরণ্যে সাফল্য লাভের আশায় ইতস্তত ধাবমান হয়। কখনও তার চক্ষু ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিতে আচ্ছাদিত হয় অর্থাৎ তার পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়, সে কামান্ধ হয়। এইভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না। ভবাটবীতে ভ্রমণ করতে করতে বদ্ধ জীব অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দ শুনতে পায় এবং তার ফলে তার কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পেঁচার কর্কশ শব্দে তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হচ্ছে তার শত্রুদের কঠোর দুরুক্তি। ক্ষুধার্ত হয়ে সে কখনও কখনও এমন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফুল হয় না এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে জলের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও কখনও অগভীর নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অল্পাভাবে নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দগ্ধ হয় এবং কখনও কখনও যক্ষসদৃশ রাজারা কর গ্রহণের নামে যখন তার প্রাণতুল্য ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে ম্রিয়মান হয়। কখনও কখনও ঊর্ধ্বতন বা অধিক বলবান ব্যক্তি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার সেই হারানো ধন-সম্পদের জন্য শোক করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশাল প্রাসাদ-নগরীর কল্পনা করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বাস করার বাসনা করে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তথাকথিত সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্যই। কখনও কখনও সেই বণিক পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হয় এবং তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়। ভবাটবীতে বদ্ধ জীবাত্মাকে কখনও কখনও অজগর সর্প গিলে ফেলে। তখন সে মৃত ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে। কখনও অন্যান্য বিষধর সর্পেরা তাকে দংশন করে। বিবেকরহিত হওয়ার ফলে সে নারকীয় জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়, যেখানে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা তার থাকে না। কখনও কখনও অতি নগণ্য রতিসুখ উপভোগের জন্য সে অসতী রমণীর অন্বেষণ করে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্যাতিত হয়। তার সেই প্রচেষ্টা ঠিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বহু অর্থ ব্যয় করে সে রতিসুখের জন্য পরদার লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু সেই রমণীটিকে অন্য কোন লম্পট বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। কখনও কখনও জীব হাড়কাঁপানো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতিকার করার কার্যে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও ব্যবসা বাণিজ্যে সে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। সংসার অরণ্যের পথে মানুষ কখনও ধনহীন হয়ে যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিছানা বা আসন থাকে না এবং সে যথাযথভাবে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অন্যদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করতে যায়, কিন্তু ভিক্ষার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে ঋণ করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়। আর্থিক লেনদেনের ফলে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং চরমে শত্রুতায় পরিণত হয়। কখনও কখনও পতি-পত্নী জাগতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে মরণাপন্ন হয়।"

"হে রাজন্, সংসার-অরণ্যের মার্গে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের মৃত্যুর পর সে তার নবজাত সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে

জড়-জাগতিক উন্নতির পথে বিচরণ করে এবং কালক্রমে বিপন্ন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্তিম সময় পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বীর ছিল এবং রয়েছে যারা সমান শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু তবুও অজ্ঞানতাবশত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। মহাবীর অথবা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হন, অধ্যাত্ম উপলব্ধির সেই পথ তারা অবলম্বন করতে পারে না। কখনও কখনও জীব সংসাররূপী অরণ্যে লতার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং সেই লতাশ্রিত বিহঙ্গকুলের কলধ্বনি শ্রবণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে, সে বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে। এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত যোগী, স্বামী এবং অবতারদের কাছে বঞ্চিত হয়ে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেব বা মহাভাগবতের নির্দেশ পালন করতে পারে না, এবং তাই সে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ বানরদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মদ এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হতে চায়। এইভাবে সে তার জীবনের অপচয় করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে বৃক্ষসদৃশ গৃহে কেবল মৈথুন-সুখের জন্য জীবনযাপন করে, তখন সে একটি গর্দভের মতো তার স্ত্রীর পদাঘাতে তাড়িত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে পর্বত-কন্দরে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে লতাবল্লী অবলম্বন করে অবস্থান করে।"

"হে শত্রুহন্তা মহারাজ রহূগণ, জীবাত্মা যদি কোনক্রমে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির রীতি। এইভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। হে মহারাজ রহূগণ, আপনিও জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার রাজপদ এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি সমস্ত জীবের সুহৃৎ হতে পারেন। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে আপনি ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে ভবসাগরের পরপারে গমন করুন।"

মহারাজ রহূগণ বললেন—"এই মনুষ্যজন্ম সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে দেবজন্মও এই পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মের মতো উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবত্ব লাভের কি প্রয়োজন? স্বর্গলোকে প্রচুর সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ সম্ভব হয় না। আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ব্রহ্মারও দুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মুহূর্ত মাত্র আপনার সঙ্গ করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কুতর্ক, অহঙ্কার এবং অবিবেক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি। আমি সেই মহাপুরুষদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা এই ধরাতলে শিশু, বালক, অবধূত অথবা মহান ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, অপরাধী রাজন্যবর্গের মঙ্গল হোক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়ে অপমান করেছিলেন বলে, জড় ভরতের মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, কিন্তু জড় ভরত তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়

পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল। মহারাজ রহূগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি যেহেতু ছিলেন একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সদয় হৃদয় ছিলেন এবং তাই কৃপাপূর্বক তিনি তাঁকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রহূগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন। মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীরপতি মহারাজ রহূগণ সর্বতোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্, যিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সত্যিই ধন্য কারণ তিনি অনায়াসে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে প্রভু, হে মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে তুলনা করে বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করদের মতো এবং তার পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক শৃগাল-কুকুরাদি হিংস্র পশুর মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।"

❁ ❁ ❁

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—"হে রাজন্, বণিক সর্বদা ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি আদি স্বল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যাতে নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেরোবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ জীব বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব দৈবী মায়ার বশীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার বশীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্তে এবং কখনও নরকে নিম্ন যোনিতে বিচরণ করে। এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তার মনোধর্মের ফলে এই সমস্ত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে,

জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বহু কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত ব্যর্থ হয়। এইভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে ভ্রমরের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না। সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক দস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তার সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি দস্যুসদৃশ, কারণ দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক তাকে দিয়ে তার অর্থ ব্যয় করায়। এইভাবে বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।"

"হে রাজন্, এই জড় জগতে স্ত্রী-পুত্র আদি কেবল নামে মাত্রই আত্মীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যাঘ্র এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেষপালক যথাসাধ্য তার মেষ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যাঘ্র এবং শৃগালেরা বলপূর্বক তাদের অপহরণ করে নেয়। তেমনই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার ধন আগলে রাখতে চায়, তবুও তার পরিবারের লোকজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়। কৃষক প্রতি বছর তার ক্ষেত কর্ষণ করে, তৃণ-গুল্ম উৎপাটনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তৃণ-গুল্মের বীজ দগ্ধ না হওয়ার ফলে, যখন শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন তৃণ-গুল্মাদি আবার গজিয়ে ওঠে। লাঙ্গল দিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেললেও আবার সেগুলি ঘনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তেমনই গৃহস্থ-আশ্রম সকাম কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদয় হতে থাকে। পাত্র থেকে কর্পূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কর্পূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার বীজ নষ্ট না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকাম কর্মের নাশ হয় না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহস্থ-আশ্রমে তার ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, শকুনি, মূষিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মাঝেই ভ্রমণ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে কামার্ত হয়ে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু তার মন এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাই এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তার কাছে তা নিত্য বলে প্রতিভাত হয়। কখনও কখনও এই গন্ধর্বপুরে বদ্ধ জীব পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার মতো তাদের পিছনে ধাবিত হয়। জীব কখনও কখনও স্বর্ণ নামক পীত বর্ণের বিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পিছনে ধাবিত হয়। এই স্বর্ণ জড় ঐশ্বর্য ও হিংসার উৎস এবং তার ফলে জীব অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি জীবনধারণের বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইতস্তত দৌড়িয়ে বেড়ায়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব যেন ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর অঙ্কে আরোপিত হয়, তখন তার বিবেক রজোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিধিমার্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে। সে জানে না যে তার এই অবৈধ আচরণ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছেন এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং এই জড় জগৎ দুঃখময়। কিন্তু, প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পশুর মতো সেই মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়। শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তাকে ভর্ৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তার কাছে তা কর্ণশূল এবং হৃদয়-

বেদনা উৎপাদন করে। এই ভর্ৎসনা পেঁচা এবং ঝিল্লীর শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে, সে জীবন্মৃত ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যারা তাকে এই জীবনে অথবা পরলোকে উভয় পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে অপবিত্র বৃক্ষ-লতা এবং বিষাক্ত কূপের সঙ্গে। কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব নাস্তিকদের সস্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সঙ্গ প্রভাবে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। তার তাপের উপশম হয় না এবং এইভাবে উভয়দিক দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিভ্রান্ত বদ্ধ জীব বেদবিরুদ্ধ বাণীর প্রচারকারী তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের শরণাগত হয়। তার ফলে তাদের কাছ থেকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না। এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন অন্যদের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তখন সে তার পিতা অথবা পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে এবং তাদের অতি তুচ্ছ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।"

"এই জগতে গৃহস্থ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহস্থ-জীবনে চিরন্তন সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। গৃহস্থ-আশ্রমে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা', 'পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি' এই বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখাদক রাক্ষসদের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিকূল হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বস্তুত, মনে হয় যেন তার মৃত্যু হয়েছে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব কল্পনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসুখতুল্য মনকল্পিত সুখ অনুভব করে। গৃহস্থ আশ্রমে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যজ্ঞ এবং সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থদের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্লেশদায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে। কখনও সে দৈহিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয় এবং তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্দয় হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সাপের মতো। যারা সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রারূপ অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের মতো পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে। সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের ছলনার প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তখন সে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তার ফলে সে আরও অসুখী হয় এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অন্ধের মতো অজ্ঞানের অন্ধকূপে পতিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অতি নগণ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্ত্রীগমন করে অথবা অন্যের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা সেই স্ত্রীর পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কারারুদ্ধ হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সকাম কর্মের প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং

পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি। বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্রব্য অপহরণ করে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার ধন ছিনিয়ে নেয়। তারপর দেবদত্ত থেকেও আবার সেই ধন বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি অপহরণ করে নেয়। এইভাবে ধন কখনও একস্থানে থাকে না। তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়। চরমে কেউই ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারে না এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে। জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার না করতে পেরে, জীব দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধিদৈবিক (যেমন প্রচণ্ড শীত, প্রবল ঝড় ইত্যাদি), অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত আধিভৌতিক ক্লেশ এবং দেহ ও মনজাত আধিআত্মিক ক্লেশ। ধন বিনিময়ের ব্যাপারে যদি কেউ এক কড়ি অথবা তার থেকেও কম বঞ্চনা করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।"

"এই সংসারে পূর্বোক্ত কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহু কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বদ্ধ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না। কখনও বদ্ধ জীব মূর্তিমতী মায়ারূপিণী পত্নী অথবা বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষ্যরূপ বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্মাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সম্ভাষণ, অবলোকন এবং কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি রহিত হয়ে অপার অন্ধকার নরকে পতিত হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রের নাম হরিচক্র। সেই চক্র হচ্ছে কালচক্র। তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জীবের আয়ু হরণ করছে। তার ফলে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে প্রতিহত করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্র হওয়ার ফলে এই কাল অত্যন্ত কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় কারোর পূজা করতে চায়। তবুও সে অপ্রতিহত কাল যার আয়ুধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে অপ্রামাণিক শাস্ত্রবর্ণিত মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মনুষ্যসৃষ্ট এই সমস্ত অবতারেরা বাজ, শকুনি, বক এবং কাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এদের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বাজ, কাক এবং বকেরা সিংহের আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যারা এই সমস্ত অপ্রামাণিক মনুষ্যসৃষ্ট দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায় না।"

"ভণ্ড স্বামী, যোগী এবং অবতারেরা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। তারা স্বয়ং অধঃপতিত এবং প্রতারিত, কারণ তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয় এবং যারা তাদের কাছে যায়, তারাও নিঃসন্দেহে প্রতারিত হয়। এইভাবে প্রতারিত হয়ে কেউ যখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুগামীর (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদের) শরণ গ্রহণ করে, তখন তাঁরা তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরায়ণ শূদ্রদের শরণ গ্রহণ করে। বানর ইত্যাদি পশুদের মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল; তাই যে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের বানরের বংশধর বলা যেতে পারে। এইভাবে বানরের বংশধরেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত শূদ্র বলে পরিচিত। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে তারা অবাধে বিচরণ করে। তারা কেবল পরস্পরের মুখদর্শন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা গ্রাম্যকর্ম বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের

আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং বিবর্তনের চক্রে তারা অধঃপতিত হবে। বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। বানর যেমন অবশেষে শিকারীর জালে বন্দী হয় এবং তখন আর তার বন্ধন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব ক্ষণস্থায়ী মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবন বদ্ধ জীবকে ক্ষণস্থায়ী মৈথুন উৎসবে মগ্ন হওয়ার অবসর প্রদান করে এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।"

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুষ্কর্ম এবং পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিকন্দরে পতিত হয়। বদ্ধ জীব প্রবল শীত, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি বহু প্রকার দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেগুলির প্রতিকার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। বদ্ধ জীবদের মধ্যে যখন অর্থের বিনিময় হয়, তখন প্রতারণার ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প লাভের জন্য বদ্ধ জীবদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে বদ্ধ জীবের বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার বসার মতো স্থানও থাকে না এবং সে আহারাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সৎ উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, সে অসৎ উপায়ে অন্যের ধন অপহরণ করতে চায়। সে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অন্যের কাছে অপমানিত হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সংসার-মার্গ বহুবিধ ক্লেশে পূর্ণ এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বদ্ধ জীবকে সর্বদা পীড়া দেয়। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিপদে পূর্ণ। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য পরিস্থিতির দ্বারা তার পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পিতাকে পরিত্যাগ করে সে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয় এবং ভীত হয়। কখনও সে ভয়ে আর্তনাদ করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয় এবং কখনও সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনাদিকাল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিপদসঙ্কুল সংসার-মার্গে বিচরণ করে এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।"

"সমস্ত জীবের সুহৃৎ মহাত্মারা শান্ত চিত্ত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন এবং তাঁরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত সংসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করতে পারে না। বহু রাজর্ষি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা জয় করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বদ্ধ জীব যখন সকাম কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে নারকীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করার পর, তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী হচ্ছে।"

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের বাহন গরুড় যে পথ অবলম্বন করেন, জড় ভরত প্রদর্শিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক মাছির মতো। মাছি গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আজ পর্যন্ত কোনও রাজা এবং দিগ্বিজয়ী নেতা মনের দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণে সমর্থ হয়নি। মহারাজ ভরত তাঁর যৌবনেই উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার লালসায় সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, আদরের সন্তান, সুহৃৎ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মলবৎ সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।"

"হে রাজন্, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অন্যের পক্ষে যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবতাদেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতো মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাঁদের মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়। মৃগশরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হননি; তাই মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—'ভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলদাতা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগমূর্তি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যামী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় আমি যেন নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করছি।' এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত দেহত্যাগ করেছিলেন। শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী ভক্তেরা নিয়মিতভাবে ভরত মহারাজের বিশুদ্ধ চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। কেউ যদি বিনীতভাবে মঙ্গলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, যশ লাভ হয়, অনায়াসে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্যের কাছে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহারাজ ভরতের জীবন-চরিত কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়।"

❀ ❀ ❀

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ ভরতের পুত্র সুমতি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ডী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্জন যারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তারা বৈদিক নির্দেশকে কল্পিত বলে মনে করে এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা সুমতিকে বুদ্ধদেব বলে স্বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য সুমতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোধর্মের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। বৃদ্ধসেনা নামক পত্নীর গর্ভে সুমতির দেবতাজিৎ নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তারপর, দেবতাজিতের পত্নী আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার ফলে তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন। সুর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ ভূমার উদ্গীথ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্গীথের প্রস্তাব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রস্তাবের বিভু নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে বিভুর পৃথুষেণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকূতী নামক পত্নীর গর্ভে পৃথুষেণের নক্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ছিলেন দ্রুতি এবং তাঁর গর্ভে মহারাজ গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার ফলে, মহারাজ গয়ও বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত। মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম খাদ্যাভাব না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাকে বলা হয় পোষণ)। প্রজাদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় প্রীণন)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভায় আহ্বান করে মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলালন)। কিভাবে সর্বোচ্চ স্তরের নাগরিক হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাদের সদুপদেশ দিতেন (তাকে বলা হয় অনুশাসন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজোচিত চরিত্র। আর তা ছাড়া রাজা গয় গৃহস্থরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত নিয়ম কঠোরতা সহকারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত। তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত, কারণ তিনি রাজারূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন এবং একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তদের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতেন। একে বলা হয় ভক্তিযোগের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ পৃথু সর্বদা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ

এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও জড়-জাগতিক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য শাসনের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পুরাণবিদ্ পণ্ডিতেরা মহারাজ গয়ের এই সকল মহিমা কীর্তন করেন। মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মরক্ষক এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জনদের নায়ক এবং ভক্তদের সেবক এবং তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ভগবানের কলা অবতার ছিলেন। তাই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? মহারাজ দক্ষের শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধ্বী কন্যারা, যাঁদের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অভিষেক করেছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সদ্গুণ দর্শন করে যেন তিনি তাঁর বৎসকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর স্তন থেকে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল। অর্থাৎ মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না। যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করতেন। তেমনই, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উদার দানের ফলে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ পরলোকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে দান করেছিলেন। মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুও সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করতেন। ভগবান যখন কারও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনা থেকেই সমস্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম, তৃণ আদি এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জগতের জীবদের সন্তোষ উৎপাদিত হয়। সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, 'আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।' গয়ন্তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাঁদের নাম ছিল—চিত্ররথ, সুগতি এবং অবরোধন। চিত্ররথ তাঁর পত্নী ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সম্রাটের মরীচি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মরীচি তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বিন্দুর পত্নী সরঘার গর্ভে মধু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মধু তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে বীরব্রত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীরব্রতের পত্নী ভোজার গর্ভে মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মন্থুর পত্নী সত্যার গর্ভে ভৌবন নামক এক পুত্র হয় এবং ভৌবন তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ত্বষ্টা তাঁর পত্নী বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামক এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন। বিরজের পত্নী ছিলেন বিষূচী এবং তাঁর গর্ভে বিরজের শতজিৎ প্রমুখ এক শত পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ বিরজ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে—'ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন তাঁর দিব্য প্রভাবের দ্বারা দেবতাদের অলঙ্কৃত করেন, ঠিক তেমনই মহারাজ বিরজ তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং বিপুল যশোরাশির দ্বারা প্রিয়ব্রতের বংশকে ভূষিত করেছিলেন।' "

✿ ✿ ✿

ষোড়শ অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার। হে ভগবান, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির মাপ, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন। মন যখন ভগবানের গুণময় স্থূল স্বরূপে অর্থাৎ বিরাট রূপে নিবিষ্ট হয়, তখন তা বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং গুণাতীত। হে গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করা যায়।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ভগবানের মায়াশক্তির বিস্তারের অন্ত নেই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) রূপান্তর, তবু ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয় এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সতত চিন্তা করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের যথাযথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন্, তা সত্ত্বেও আমি কেবল ভূলোক আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম, রূপ, পরিমাপ এবং লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।"

"ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বুদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল)। জম্বুদ্বীপ পদ্মপাতার মতো গোলাকার। এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন (৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমানা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে। এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। এই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশ ১৬,০০০ যোজন। ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রস্থ। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই তারা লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশ কম, কিন্তু উচ্চতায় তারা সকলেই সমান। তেমনই, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ করছে। ঠিক সেইভাবে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যবান ও গন্ধমাদন নামক যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিষধ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে। সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত মেখলার মতো বিন্যস্ত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই চারটি পর্বতের শিখরে

ধ্বজার মতো একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।"

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো; দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর মতো এবং তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইক্ষুরসের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ করেন। তার ফলে তাঁরা অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করেছেন। সেখানে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি দিব্য উদ্যানও রয়েছে। সেই উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ স্ত্রীরত্নসদৃশ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করেন। তখন গন্ধর্ব নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন। মন্দর পর্বতের পাদদেশে দেবচূত নামক একটি আম্রবৃক্ষ রয়েছে। তার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। পর্বতের শৃঙ্গের মতো স্থূল এবং অমৃতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়। অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি ফেটে যায়। তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অরুণবর্ণ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বস্তুর সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের মতো প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। শিবপত্নী ভবানীর অনুচরী যক্ষদের পুণ্যবতী পত্নীদের দেহ সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার ফলে সুরভিত হয়ে ওঠে এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, দশ যোজন পর্যন্ত চতুর্দিক সুরভিত হয়ে ওঠে। তেমনই, জম্বু বৃক্ষের হস্তী-শরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের রসে জম্বু নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বু নদী মেরু পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তি স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে। জম্বু নদীর উভয় তীরবর্তী মৃত্তিকা সেই রসের দ্বারা আর্দ্র হয়ে এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের দ্বারা পরিপক্ক হয়ে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়। স্বর্গের দেবতারা সেই স্বর্ণের দ্বারা বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্মাণ করেন। তাই স্বর্গের দেবতারা এবং তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীরা স্বর্ণমুকুট, বলয়, মেখলা, আদি অলঙ্কারের দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন। সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটর থেকে পাঁচটি মধুর ধারা নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ ব্যাম। এই মধুর ধারা সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে ইলাবৃতবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ মনোরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে। যাঁরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের মুখনিঃসৃত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্যন্ত স্থানকে সুবাসিত করে। তেমনই, কুমুদ পর্বতে শতবল্শ নামক একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। তার একশত স্কন্ধ রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত স্কন্ধ থেকে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত নদগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের উপকারের জন্য ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদগুলি থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। তাদের অভিলষিত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে অত্যন্ত সুখী। এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন, তাঁদের দেহে কখনও বলীরেখা দেখা যায় না এবং তাঁদের চুল পাকে না। তাঁরা কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং গাত্রে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদের কখনও জরা, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও শীত ও গ্রীষ্মের ক্লেশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের গায়ের জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হয় না। তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত

সুখে জীবনযাপন করেন। সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিনীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি। সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত। তেমনই, সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। এই সব কয়টি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অগ্নির মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুমেরু পর্বত এই আটটি পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার চতুর্দিক এক হাজার অযুত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুরী স্বর্ণনির্মিত এবং তাই পণ্ডিত ও ঋষিরা সেই পুরীটিকে শাতকৌম্ভী পুরী বলেন। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরী ঠিক ব্রহ্মপুরীর মতো কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক-চতুর্থাংশ।"

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেব রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বামপদ বিস্তার করে পদাঙ্গুষ্ঠের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিলেন। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের বিশুদ্ধ জল গঙ্গানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুমকুমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার দিব্য জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পণ্ডিতেরা সেই ধ্রুবলোককে বিষ্ণুপদ বলেন (ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত)।"

"মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ভগবানের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করেন জেনে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে, গভীর উৎকণ্ঠায় তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নয়ন থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে এবং তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুলক প্রকাশ পায়। মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি সপ্তর্ষি ধ্রুবলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাতে

ধারণ করেন। তাঁরা স্থির করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার সিদ্ধি এবং চিন্ময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জ্ঞানীরা যেমন ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভগবদ্ভক্তিকেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন। ধ্রুবলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে গঙ্গাজল কোটি কোটি দিব্য বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিম্নে অবতরণ করে। তারপর তা চন্দ্রলোক প্লাবিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়। সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাগুলির নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অবশেষে এই ধারাগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে। সীতা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরের ব্রহ্মপুরী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাচল পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সুমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাচল পর্বত থেকে গঙ্গা গন্ধমাদন পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। চক্ষু নামক গঙ্গার ধারা মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে পতিত হয়ে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্লাবিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই ধারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে শ্বেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে, উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করে। তেমনই, অলকনন্দা নামক গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকূট এবং হিমকূট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্লাবিত করে গঙ্গা ভারতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্লাবিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। যারা এই নদীতে স্নান করতে আসে, তারা ভাগ্যবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করা দুর্লভ হয় না। অন্য বহু বড় এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কন্যার মতো এবং শত শত ধারায় তারা বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।"

"নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিত এবং মহাত্মাগণ বলেন যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান। স্বর্গলোক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট অংশ এই আটটি বর্ষে ভোগ করেন। এই আটটি বর্ষে যারা বাস করেন, তাঁদের আয়ু মানুষের গণনায় দশ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা দশ হাজার হাতির বল ধারণ করেন। তাঁদের শরীর বজ্রের মতো সুদৃঢ়। তাঁদের যৌবন সমন্বিত জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরম আনন্দে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বৎসর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত স্বর্গের অধিবাসীদের সুখের মান যেন ত্রেতাযুগের মানুষদের মতো। সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব ঋতুর ফুল, ফল এবং কিশলয় শোভিত বহু উদ্যান রয়েছে এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির মধ্যদেশে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি নববিকশিত পদ্মে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কারণ্ডব, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আমোদিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তার সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক। ভৃত্যদের দ্বারা সর্বদা সেবিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর সমীপস্থ উদ্যানে জীবন উপভোগ করেন। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেবপতিদের পত্নীরা মধুর হাসি এবং কামক্ষুব্ধ নয়নে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য তাঁদের ভৃত্যেরা সব সময় চন্দন ও ফুলমালা প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি স্বর্গসদৃশ বর্ষের অধিবাসীরা তাদের

রমণীদের আচরণে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে নয়টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষেই বিরাজমান। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইলাবৃতবর্ষে পরম শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী চান না যে, কোন পুরুষ সেই স্থানে প্রবেশ করুক। অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নারীতে পরিণত করেন। সেই কথা আমি পরে (*শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে) বর্ণনা করব। ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিব সর্বদা কোটি কোটি সেবিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবিত হন। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ—ভগবানের এই চতুর্ব্যূহের চতুর্থ মূর্তি সঙ্কর্ষণ নিঃসন্দেহে শুদ্ধ চিন্ময়। কিন্তু এই জড় জগতে তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্য তামসিক বলে তিনি তামসী নামে অভিহিত হন। ভগবান শিব জানেন যে, সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন তাঁর অংশী বা মূল কারণ এবং তাই তিনি সর্বদা সমাধি যোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তাঁর ধ্যান করেন।"

পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীশিব বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের আধার। যদিও আপনি অনন্ত, তবুও অভক্তদের কাছে আপনি অব্যক্ত থাকেন। হে ভগবান, আপনি একমাত্র আরাধ্য, কারণ আপনি পরমেশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার। আপনার অভয়চরণারবিন্দ আপনার ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনি বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের সংসার মোচন করেন। কিন্তু অভক্তেরা চিরকাল আপনারই ইচ্ছায় এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি কৃপা করে আমাকে আপনার নিত্য দাসত্ব প্রদান করুন। আমরা আমাদের ক্রোধের বেগ জয় করতে পারিনি। তাই যখন আমরা জড় বস্তু দর্শন করি, তখন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের ভাব এড়ানো যায় না। কিন্তু ভগবান কখনও এইভাবে প্রভাবিত হন না। যদিও সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য তিনি এই জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবুও তিনি অণুমাত্রও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগ জয় করার অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন। যাদের দৃষ্টি কলুষিত, তাদের কাছে ভগবানের চক্ষু মধু এবং সুরা পানের ফলে আরক্তিম বলে মনে হয়। এইভাবে যারা বিমোহিত হয়েছে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং তাদের ক্রোধের ফলে, তাদের কাছে ভগবানও ক্রুদ্ধ এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কিন্তু এটি তাদের ভ্রান্তি। যখন নাগবধূরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন, লজ্জাবশত তাঁরা আর তাঁর অন্যান্য অঙ্গের অর্চনা করতে সমর্থ হননি। তবুও ভগবান তাঁদের স্পর্শে বিচলিত হননি, কারণ তিনি সর্ব অবস্থাতেই ধীর। তাই এমন কে আছে, যে ভগবানের আরাধনা করবে না?"

"দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানকে সমগ্র সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে স্বীকার করেন, যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপে তাঁর করণীয় কিছু নেই। তাই ভগবানকে বলা হয় অনন্ত। ভগবান যদিও তাঁর শেষ অবতারে তাঁর সহস্র ফণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে এক-একটি সরিষার মতো মনে হয়। তাই সিদ্ধি লাভের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি তাঁর আরাধনা করবেন না? ভগবান থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, যাঁর শরীর মহত্তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত এবং যিনি রজোগুণ-প্রধান বুদ্ধির আশ্রয়। সেই ব্রহ্মা থেকে অহঙ্কার তত্ত্ব আমি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার শক্তির দ্বারা আমি অন্য সমস্ত দেবতাদের, পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করি। তাই আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি, যিনি আমাদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁর নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দেবতারা, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, এমনকি ব্রহ্মা ও আমি স্বয়ং—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পাখিদের মতো নিয়ন্ত্রিত হই। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশকার্য সাধনে সক্ষম হই। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবানের মায়া সমস্ত বদ্ধ

জীবদের এই জড় জগতে বেঁধে রাখে। তাই তাঁর কৃপা ব্যতীত আমাদের মতো ব্যক্তি বুঝতে পারে না কিভাবে সেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ধর্মরাজের পুত্র ভদ্রশ্রবা ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি। ঠিক যেভাবে শিব ইলাবৃতবর্ষে সঙ্কর্ষণের আরাধনা করেন, ভদ্রশ্রবাও তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিবাসীগণ সহ হয়শীর্ষ নামক বাসুদেবের অবতারের আরাধনা করেন। ভগবান হয়শীর্ষ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেষ্টা। ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর পার্ষদেরা পরম সমাধিযোগে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং সযত্ন উচ্চারণের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রার্থনা কীর্তন করেন।"

শ্রীভদ্রশ্রবা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা এইভাবে ভগবানের স্তব করেন—"আমরা সমস্ত ধর্মের উৎস ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এই জড় জগতে জীবের মলিনতা দূরীভূত করে তাদের হৃদয় নির্মল করেন। আমরা বারবার তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আহা, কি আশ্চর্য! মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখেও দেখে না! তারা জানে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবুও তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে উপেক্ষা করতে চায়। পিতার মৃত্যু হলে পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায় এবং পুত্রের মৃত্যু হলে পিতা সেই পুত্রের ধন-সম্পদ উপভোগ করতে চায়। উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধ ধন দ্বারা জড় সুখ ভোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।"

"হে অজ, আত্ম-তত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা, বিবেকীরা এবং দার্শনিকেরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ নশ্বর। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁরা এই জগতের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই তত্ত্ব তাঁরা প্রচারও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও কখনও আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত হন। এটিই আপনার অতি অদ্ভুত লীলা। তাই আমি বুঝতে পারি যে, আপনার মায়া অতি অদ্ভুত। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।"

"হে ভগবান, যদিও আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আপনি কখনও প্রভাবিত হন না, তবুও তা আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। আপনি সমস্ত কার্যের কারণ, যদিও আপনি সবকিছু থেকেই স্বতন্ত্র। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে। কল্পান্তে মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্য যখন সমস্ত বেদ অপহরণ করে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীব-মূর্তি প্রকট করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন। সেই সত্যসংকল্প পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ভগবান নৃসিংহদেব হরিবর্ষে অবস্থান করেন। আমি পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করব কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য নৃসিংহ মূর্তিতে ভগবান আবির্ভূত

হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সমস্ত সৎগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং হরিবর্ষবাসীদের নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করছেন। সমস্ত তেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান আপনার নখ এবং আপনার দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন যাতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক হতে পারি। সারা জগতের মঙ্গল হোক; খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক। সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

"হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসাররূপ কারাগারের প্রতি যেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা যেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ এবং যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।– এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অন্যেরা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন। যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই হচ্ছেন সব, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীর্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গার স্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করবেন না? যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্‌ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়? জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনই জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহান অস্তিত্বে থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিচারে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে গৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহত্ত্ব শূদ্রাদি নীচ জাতিতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স দ্বারা যে মহত্ত্ব নিরূপিত হয়, ঠিক সেই রকম। যারা বিষয়ী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে। অতএব হে অসুরগণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নির্ভীকতার প্রকৃত আশ্রয় শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই রাগ, বিষয়তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, স্পৃহা, ভয়, মান, প্রভৃতির মূল কারণ, যার ফল হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও কন্যাগণ। প্রজাপতির কন্যারা হচ্ছেন রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাতা। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। তারা মানুষের আয়ুষ্কালের (একশ বছরের) প্রতিটি দিন এবং রাত্রির নিয়ন্তা। বৎসরান্তে প্রজাপতির কন্যারা ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্র দর্শন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়। কেতুমালবর্ষে ভগবান

কামদেব (প্রদ্যুম্ন) অত্যন্ত সুললিত গতিবিলাস এবং সুন্দর মৃদুমধুর হাস্যসহ অবলোকন লীলা প্রকাশপূর্বক ভ্রূযুগল ঈষৎ উন্নত করে তাঁর বদন-কমলের শোভার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধান করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের দিব্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর কালের দিবাভাগে দিনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং রাত্রে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পরম কৃপাময় রূপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সবকিছুর উৎস ভগবান হৃষীকেশকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দেহ, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা। পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরই আংশিক প্রকাশ। তিনি জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। তিনি সকলের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির কারণ, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আরাধনা করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন।"

"হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পতি কামনা করে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ধন অথবা আয়ুও রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন। যিনি কখনও ভীত হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়ার্ত ব্যক্তিদের পূর্ণরূপে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল পতি অথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই হচ্ছেন একমাত্র পতি এবং অন্য কেউ সেই পদ দাবি করতে পারে না। আপনি যদি একমাত্র পতি না হন, তা হলে আপনি অন্যদের ভয়ে ভীত হতেন। তাই যাঁরা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, তাঁরা কেবল আপনাকেই সকলের পতি বলে স্বীকার করেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ পতি বা রক্ষক আর কেউ হতে পারে না।"

"হে ভগবান, যে রমণী বিশুদ্ধ প্রেমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে আপনার আরাধনা করেন, আপনি অচিরেই তার বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরমে তিনি ভগ্নহৃদয় হয়ে অনুশোচনা করেন। তাই কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত নয়। হে পরম অজিত ভগবান! ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সুর ও অসুরেরা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁরা আমার বর লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত না হলে, আমি কাউকেই কৃপা করি না, তা তিনি যত মহৎই হোন না কেন। যেহেতু আমি আপনাকে সর্বদা আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কাউকে আমি কৃপা করতে পারি না। হে অচ্যুত, আপনার করকমল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তেরা সেই করকমলের বন্দনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের মস্তকে স্থাপন করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমার মস্তকেও সেই করকমল স্থাপন করুন। যদিও আপনি স্বর্ণরেখা চিহ্নরূপে আমাকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করেন তবু আমার মনে হয় আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদর প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দান করেন, আমাকে নয়। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রম্যকবর্ষে, যেখানকার অধিপতি হচ্ছেন বৈবস্বত মনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে) মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত মনু এখনও শুদ্ধ ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করে মৎস্য অবতারের

আরাধনা করেন। আমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি প্রাণ, বল, ওজস এবং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের উৎস। সমস্ত অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহামৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, বাজীকর যেভাবে তার পুতুলদের নাচায় এবং পতি যেভাবে তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আদি নাম সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। যদিও আপনি পরম সাক্ষী এবং নির্দেষ্টারূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, সেই সঙ্গে আপনি তাদের বাইরেও রয়েছেন, তবুও সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদির তথাকথিত সমস্ত নেতারা আপনাকে বুঝতে পারে না। কেবল যাঁরা বৈদিক মন্ত্রের শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন, তাঁরাই আপনাকে জানতে পারেন। হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সমস্ত লোকপালেরা আপনার আধিপত্যের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ। আপনার সাহায্য ব্যতীত তারা স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য জীবদের পালন করতে পারে না। সমস্ত মানুষদের, পশুদের, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পক্ষী, পাহাড়-পর্বত—এই জড় জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার সবেরই একমাত্র পালক হচ্ছেন আপনি। হে সর্বশক্তিমান! সমস্ত লতা, ওষধি এবং বৃক্ষের আশ্রয়-স্বরূপ এই বসুন্ধরা যখন কল্পান্তে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল প্রলয়-বারিতে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আমাকে সহ এই পৃথিবীকে ধারণ করে, আপনি প্রবল বেগে সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। হে অজ, আপনি সমগ্র জগতের প্রকৃত নিয়ন্তা, তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কূর্মশরীর ধারণ করে বিরাজ করেন। হিরণ্ময়বর্ষের অধিপতি অর্যমা সেই বর্ষবাসী পুরুষদের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন। তাঁরা নিরন্তর এই মন্ত্রটি জপ করেন। হে প্রভু, কূর্মরূপ ধারণকারী আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের উৎস এবং সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি জলে বিচরণ করেন, কিন্তু আপনার স্থিতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না। তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার চিন্ময় স্থিতির জন্য আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত নন। আপনি সবকিছুর আশ্রয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাই আপনাকে বারবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই দৃশ্য জগৎ আপনার সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তি। এই জগতে যে অন্তহীন রূপ রয়েছে তা কেবল আপনার বহিরঙ্গা শক্তিরই প্রদর্শন মাত্র। এই বিরাটরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। চিন্ময় চেতনাসম্পন্ন আপনার ভক্তেরা ছাড়া অন্য কেউই আপনার প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারে না। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ প্রভৃতি চরাচর জীব, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয়, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ এবং নক্ষত্র—এই সবই আপনারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ, কিন্তু আপনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আপনার অতীত আর কিছু নেই। এই সমগ্র জগৎ তাই মিথ্যা নয়, তা আপনার অচিন্ত্য শক্তির সাময়িক প্রকাশ। হে ভগবান, আপনার নাম, রূপ এবং আকৃতি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়। আপনি যে কত রূপে বিরাজ করেন তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না, তবুও আপনি কপিলদেব রূপে এই জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই কেউ যদি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হন, যার দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার কাছ থেকে তা শ্রবণ করা। দুর্ভাগ্যবশত অভক্তেরা আপনার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কেবল বিভিন্ন উপাদানেরই গণনা করে। আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, জম্বুদ্বীপের উত্তরভাগে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকট করে বিরাজ করছেন। সেখানে কুরুবর্ষবাসীদের সঙ্গে ধরণীদেবী অবিচলিত ভক্তিযোগে নিম্নলিখিত উপনিষদ মন্ত্র বারংবার জপ করে তাঁর আরাধনা করেন। হে ভগবান, বিরাটপুরুষ রূপে আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কেবল

মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আমরা আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পারব। আপনি যজ্ঞ এবং আপনি ক্রতু। তাই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান আপনারই চিন্ময় দেহের অঙ্গ এবং আপনিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনার রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত কারণ কলিযুগে আপনি আপনার রূপ প্রচ্ছন্ন রেখে অবতরণ করেন। এই নামের আর একটি কারণ হচ্ছে আপনি ত্রিযুগল ঐশ্বর্যবিশিষ্ট অর্থাৎ আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।"

"মুনি-ঋষিরা অরণি কাষ্ঠ মন্থনের দ্বারা কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রকাশিত করতে পারেন। তেমনই, হে ভগবান, যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সবকিছুতে আপনাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের শরীরেও। তবুও আপনি প্রচ্ছন্ন থাকেন। মানসিক অথবা দৈহিক পরোক্ষ কার্যকলাপের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কারণ আপনি স্বয়ংপ্রকাশ। যখন আপনি দেখেন যে, কেউ সর্বান্তঃকরণে আপনার অন্বেষণ করছে, তখন আপনি তার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শরীর, কাল এবং অহঙ্কার—এই সবই আপনার মায়া-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলনের দ্বারা যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান যে, এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার মায়া-শক্তির পরিণাম। তাঁরা সবকিছুর পটভূমিতে আপনার চিন্ময় পরমাত্মা রূপও দর্শন করেন। তাই আপনাকে বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার বাঞ্ছিত নয়; কিন্তু আপনার সৃজনী শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের জন্য আপনি সেই কার্য করেন। চুম্বকের প্রভাবে লৌহখণ্ড যেভাবে গতিশীল হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎ সক্রিয় হয়। হে ভগবান, এই ব্রহ্মাণ্ডে আদি বরাহরূপে আপনি মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে সংহার করেছিলেন। তারপর, হস্তী যেভাবে জল থেকে পদ্ম তুলে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে আপনি আমাকে আপনার দশনাগ্রে ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

ঊনবিংশতি অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, কিম্পুরুষবর্ষে হনুমান সর্বদা সেই বর্ষবাসীগণ সহ, লক্ষ্মণাগ্রজ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। গন্ধর্বগণ সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে রত। সেই কীর্তন পরম কল্যাণময়ী। কিম্পুরুষবর্ষপতি আর্ষ্টিষেণ সহ হনুমান নিরন্তর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই মহিমা শ্রবণ করেন। হনুমান নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি গান করেন। আমি আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রণব জপ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আর্যদের সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস। আপনার চরিত্র ও আচরণ সর্বদা অবিচল এবং আপনার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সর্বদা সংযত। একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে, আপনি আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করে সকলকে শিক্ষা দেন কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য। নিকষ পাথরে কেবল স্বর্ণের গুণের পরীক্ষা হয়, কিন্তু আপনি এমনই স্পর্শমণি যাতে সমস্ত উত্তম গুণের পরীক্ষা হয়। আপনি ভক্তাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপাসিত। হে পরম পুরুষ,

হে রাজাধিরাজ, আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। যাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই দর্শন করা যায়। বেদান্তে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তিনি জড় কলুষের অতীত এবং যেহেতু তিনি জড় দৃষ্টির বিষয় নন, তাই তিনি 'প্রত্যক্' স্বরূপ। তিনি মায়িক চেষ্টা শূন্য এবং তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ বিবর্জিত। কেবল শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষ ব্যতীত অন্য কারোর বধ্য ছিল না এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাবণকে বধ করাই ছিল না, স্ত্রীসঙ্গ যে বহু দুঃখের কারণ তা মর্ত্য জীবদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং তিনি স্ব-স্বরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোচনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর সীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে? যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিভুবনের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন। সমস্ত আত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাত্মাদের তিনি প্রিয়তম পরমাত্মা এবং অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। এই দুয়ের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাক্‌চাতুরি, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করার জন্য এই সমস্ত গুণগুলির আবশ্যকতা হয় না। আমরা অসভ্য বনচর, আমরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সভ্য মানুষের মতো কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সখারূপে অঙ্গীকার করেছেন। অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পশু-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা, যিনি নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভজনের জন্য বহু তপস্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। ভক্তদের কৃপাপূর্বক ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার জন্য তিনি ভারতবর্ষে বদরিকাশ্রম নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত তপস্যায় রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পন্থা। নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভগবান নারদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তি লাভ করা যায়। তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। দেবর্ষি নারদ এই চিন্ময় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ভারতবর্ষবাসীদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নারদমুনি ভারতবর্ষবাসীদের সঙ্গে সর্বদা নরনারায়ণের সেবায় যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন। সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংসদের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি। দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন—"ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, তবুও তিনি সর্বতোভাবে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। যদিও মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির দৈহিক ক্লেশের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সবকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অনাসক্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা শ্রীভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি। হে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, এটি তারই পুনরাবৃত্তি। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের

বর্তমান শরীর এবং ভবিষ্যৎ শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে এবং মল-মূত্রে পূর্ণ শরীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। অতএব, হে অধোক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিযোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করার আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।"

"ভারতবর্ষে ইলাবৃতবর্ষের মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি আদি শত-সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ এবং চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্যা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা—এই সমস্ত মহানদীই প্রধান। ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র। কখনও কখনও তাঁরা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন এবং কখনও কখনও তাঁরা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাতে স্নান করেন। এইভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হন। এই বর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে তাদের কর্ম অনুসারে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কারণ ভারতবর্ষে মানুষ ঠিক তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে, যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। বহু বহু জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সকাম কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন, তখন সে তা ছেদন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সর্বভূতের আত্মা, আসক্তি রহিত, মন ও বাক্যের অগোচর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান বাসুদেবে ভক্তি লাভ হয়। বাসুদেবের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত পথ। যেহেতু মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বর্গের দেবতারা বলেন—আহা, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই মহা পুণ্যজনক তপস্যা করেছেন, অথবা ভগবান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। তা না হলে, কিভাবে তাঁরা এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন? আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।"

দেবতারা বললেন—"দুষ্কর যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে আমরা স্বর্গ লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে প্রবলভাবে লিপ্ত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম কদাচিৎ স্মরণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যধিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে, আমরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার থেকে ভারতবর্ষে অল্প আয়ু লাভ করাও শ্রেয়স্কর, কারণ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। অথচ নিম্নতর লোক ভারতবর্ষের আয়ু অল্প হলেও এখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর অতীত

বৈকুণ্ঠলোকে অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেইরূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ হয় না, (যেহেতু এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আশ্রয় করবেন না।"

"ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্মল ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যদেহ লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক বনচর পশু-পক্ষীর মতো, অসাবধানতা বশত যারা পুনরায় ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয়। ভারতবর্ষে বহু দেবতা-উপাসক রয়েছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা পৃথক্‌ভাবে উপাসিত হলেও তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত দায়িত্বশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকেরা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের বাসনা পূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁর চিন্ময় শরীরের অংশমাত্রের পূজা করলেও, তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে বাসনা থেকে পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা। আমরা নিঃসন্দেহে যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন স্বর্গলোকে বাস করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাপূর্বক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে, সেই বর্ষবাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, কোন কোন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন ঐ আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। হে ভারতোত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করলাম।"

* * *

বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এরপর আমি প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ এবং আকার বর্ণনা করব।"

"সুমেরু পর্বত জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল) এবং লবণ

সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা যেমন কখনও কখনও উপবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনই জম্বুদ্বীপকে বেষ্টনকারী লবণ সমুদ্র প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২,০০,০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্লক্ষদ্বীপে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল একটি প্লক্ষ বৃক্ষ রয়েছে এবং তা জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূলে সাতটি শিখা সমন্বিত আগুন রয়েছে। এই প্লক্ষ বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্লক্ষদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এবং সাতটি নদীর নাম অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। সেই নদীর জল স্পর্শ ও স্নান করার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং হংস, পতঙ্গ, উর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক চারটি বর্ণের মানুষ যাঁরা প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এক হাজার বছর। তাঁরা দেবতাদের মতো সুন্দর এবং তাঁদের সন্তান উৎপাদনের প্রকারও দেবতাদের মতো। তাঁরা বেদোক্ত কর্মমার্গ অবলম্বনপূর্বক, সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করে সূর্যলোকরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন। (এই মন্ত্রের দ্বারা প্লক্ষ দ্বীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য ভগবান। তিনি বেদ, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।"

"হে রাজন্, প্লক্ষ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ু, ইন্দ্রিয়ের বল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধি এবং বিক্রম সকলেরই সমান। প্লক্ষদ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত ইক্ষুরস-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শাল্মলীদ্বীপ সমান বিস্তার সমন্বিত সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত। শাল্মলীদ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্লক্ষ বৃক্ষটির মতনই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উন্নত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত। সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি এখনও বর্তমান। শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং ইষন্ধর নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুরুষেরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে উপাসনা করেন। (শাল্মলী-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত স্তবের দ্বারা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন—) পিতৃদের এবং দেবতাদের অন্ন প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রদেব তাঁর কিরণের দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষে মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রদেব কালের বিভাগ কর্তা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অধিপতি এবং পথপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"সুরা-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০,০০০ যোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সুরা-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তৃত। শাল্মলী দ্বীপ যেমন সুরা-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশদ্বীপ তেমন ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কুশদ্বীপেরই সমান। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ভ

আছে এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ ভগবানের ইচ্ছায় দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির স্বরূপ। তার কোমল এবং স্নিগ্ধ শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত। হে রাজন্, মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভাগ করে তাঁর সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্যরেতার সাতটি পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুতব্রত, বিবিক্ত এবং বামদেব। সেই সাতটি বর্ষে চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ নামক সাতটি সীমা নির্ধারক পর্বত রয়েছে। সেখানে রমকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক নামে বিখ্যাত কুশদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিদেব রূপে ভগবানের উপাসনা করেন। (কুশদ্বীপবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিদেব, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আহুতি যা আমরা দেবতাদের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।"

"ঘৃত-সাগরের বাইরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ঘৃত-সমুদ্রের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সমন্বিত ক্ষীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের তটপ্রদেশের কুঞ্জগুলি কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে। এই দ্বীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান। এই ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত কল্যাণকর গুণ সমন্বিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। সেই নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অঞ্জলিপূর্ণ করে ভগবানের জলময় মূর্তি বরুণের উপাসনা করেন। (ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক পবিত্র করেন। আপনার স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।"

"ক্ষীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ যেমন ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনই সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুরভিত থাকে। এই দ্বীপের অধিপতিও প্রিয়ব্রতের এক পুত্র মেধাতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুরোজব, মনোজব, পবমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর মেধাতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান অনন্তের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন করার উদ্দেশ্যে তপোবনে প্রবেশ করেছিলেন। এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রস্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চনদী, সহস্রস্রুতি এবং নিজধৃতি। এই বর্ষবাসীরাও ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামক চারটি বর্ণে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ-বিভাগের অনুরূপ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও তমোগুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। (শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বায়ুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বান্তর্যামী, হে জগদীশ্বর, আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।"

"সেই দধি-সমুদ্রের বাইরে পুষ্করদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা ৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দধি-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তার সমন্বিত। তা সেই দ্বীপেরই সমান বিস্তার সমন্বিত অত্যন্ত স্বাদু জলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুষ্করদ্বীপে অযুত অযুত (১০,০০,০০,০০০) বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র সমন্বিত একটি বিশাল পদ্ম রয়েছে, যা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল। সেই পদ্ম ফুলটিকে ব্রহ্মার উপবেশনের স্থান বলে মনে করা হয় এবং পরম শক্তিমান জীব হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে কখনও কখনও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অন্তরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের চারদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সংবৎসর নামক চক্রে সূর্যদেব তাঁর রথে পরিভ্রমণ করে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। সূর্যের উত্তর দিকের পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তার একদিক দেবতাদের দিন এবং অন্য দিক দেবতাদের রাত্রি। বীতিহোত্র নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমণক এবং ধাতকি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই দ্বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেধাতিথির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন। তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রহ্মারূপী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত স্তোত্রে ভগবানের স্তব করেন। ব্রহ্মা কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মন্ত্র তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অবিচলভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বয়বাদীরা যেভাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে দ্বৈত ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত। সর্বদা পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"তারপর, স্বাদুজলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে। সুমেরু পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি ভূমি স্বাদু জলের সমুদ্রের পরে রয়েছে। সেখানে কষ্ট প্রাণীও বাস করে। তারপর লোকালোক পর্বত ও দধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি রয়েছে। সেই ভূমি স্বর্ণময় হওয়ার ফলে তা দর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে এবং কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সমস্ত প্রাণী সেই স্থান বর্জন করেছে। প্রাণী অধ্যুষিত এবং প্রাণী বর্জিত স্থান

দুটির মাঝখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে লোকালোক পর্বত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারক পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। সূর্যলোক থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতিষ্ক এই পর্বতের দ্বারা নির্ণীত সীমার মধ্যে ত্রিলোক জুড়ে তাদের কিরণ বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ, এমনকি ধ্রুবলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কিরণ তার বাইরে যেতে পারে না। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত পণ্ডিতেরা বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাপ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বিচার পূর্বক স্থির করেছেন যে, সুমেরু পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের এক-চতুর্থাংশ। লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগদ্গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। তাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত লোক ধারণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত দিব্য ঐশ্বর্যের ঈশ্বর এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁরই নির্দেশে জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান সেই পর্বতের উপরে তাঁর এক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ প্রকাশ করেছেন। বিষ্বক্সেন আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আদি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তাঁর চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজমান। নারায়ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলংকৃত। ভগবান তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত গ্রহলোক পালন করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।"

"হে রাজন্, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, যার বিস্তার পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০ কোটি মাইল)। অলোকবর্ষের পথ মুক্তিকামী ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থান। সেই স্থান জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, সুতরাং বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের মধ্যবর্তী স্থান অন্তরীক্ষ এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (২০০ কোটি মাইল)। সূর্যদেব বৈরাজ নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হন, তাই তিনি মার্তণ্ড নামেও পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে তাঁর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"হে রাজন, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ স্থান জড় সুখভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল। দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাপ এবং আলোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব দেখতে পায় এবং তাই তাঁকে বলা হয় দৃগ্-ঈশ্বর বা দৃষ্টির ঈশ্বর।"

❁ ❁ ❁

একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০ কোটি যোজন বা ৪০০ কোটি মাইল ব্যাস) বর্ণনা করলাম। গম আদি দ্বিদল শস্যের অধঃস্থিত দলের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ দলের পরিমাণ জানা যায়, তেমনই ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাপ জানা হলে ঊর্ধ্বভাগের পরিমাপ সহজেই জানা যায়। ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ। তা ভূগোলকের ঊর্ধ্বে এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত। সেই অন্তরীক্ষের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রভৃতি তাপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর তেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবরেখার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় সূর্যের গতি যথাক্রমে মন্দ, ক্ষিপ্র এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও সমস্থানে মকর আদি রাশিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়। সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকেন, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পঞ্চ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। তারপর দিনের মান প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে কমতে কমতে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেষ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্যন্ত দিবাভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরায়ণ পর্যন্ত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

"হে রাজন, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংযমনী নামে যমের, পশ্চিমে নিম্লোচনী নামে বরুণের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে এবং তার ফলে সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়। সুমেরু পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উষ্ণতা অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা তাঁদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও নক্ষত্র অভিমুখী স্বাভাবিক গতি অনুসারে সুমেরুকে বামদিকে রেখে বামাবর্তে ভ্রমণ করেন, তবুও দক্ষিণাবর্ত বায়ুর প্রভাবে সুমেরুকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন। যে স্থানে মানুষ সূর্যের উদয় হতে দেখছে, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত দেশের মানুষেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত দর্শন করবে এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার সমসূত্রপাত স্থানে সেখানকার মানুষদের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে স্থানে অবস্থিত হয়ে মানুষ সূর্য অস্ত দর্শন করে, তারা তার সমসূত্রপাত স্থানে গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না। সূর্য যখন ইন্দ্রের পুরী দেবধানী থেকে যমপুরী সংযমনীতে গমন করেন, তখন তিনি ১৫ ঘটিকায় (৬ ঘণ্টায়) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল) পথ অতিক্রম করেন। যমরাজের পুরী থেকে সূর্য বরুণের পুরী নিম্লোচনীতে যান, সেখান থেকে চন্দ্রের পুরী বিভাবরীতে যান এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে ফিরে আসেন। ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং অস্তে গমন করেন। এইভাবে সূর্যদেবের রথ যা ত্রয়ীময়, অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাসিত হয়, তা

এক মুহূর্তে ৩৪ লক্ষ ৮ শত যোজন (২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। সূর্যদেবের রথে সংবৎসর নামক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অর, ছয় ঋতু তার নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য তার তিনটি নাভি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সুমেরুর শিখরে এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিভ্রমণ করছে। তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, যার দৈর্ঘ্য প্রথম অক্ষরটির এক-চতুর্থাংশ (৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ যোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রজ্জুর দ্বারা ধ্রুবলোকের সঙ্গে সংযুক্ত। হে রাজন, সূর্যদেবের রথ ৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (৯ লক্ষ যোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রথের অশ্বগুলির নামকরণ হয়েছে গায়ত্রী আদি বৈদিক ছন্দের নাম অনুসারে। অরুণদেব সেই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন দীর্ঘ রথের জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই রথ নিরন্তর সূর্যদেবকে বহন করে। অরুণদেব যদিও সূর্যদেবের সামনে অবস্থিত হয়ে রথের অশ্ব পরিচালনারূপ সারথির কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষাট হাজার বালিখিল্য ঋষি সূর্যদেবের সম্মুখে স্তুতিবাক্যে তাঁর স্তব করছেন। তেমনই অন্য চোদ্দজন—ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা দুজন করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। হে রাজন, ভূমণ্ডলে সূর্যদেব তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিক্ষণে দুই হাজার যোজন এবং দুই ক্রোশ (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু, পরম শক্তিমান সূর্যদেব ধ্রুবলোক এবং সুমেরু পর্বতকে তাঁর দক্ষিণে রেখে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করেন। অথচ সেই সময় আবার তিনি সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে তাঁর বামদিকে রেখে রাশিগণের অভিমুখে অগ্রসর হন। সূর্য যুগপৎ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে বামে এবং দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, তা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন—"কুমোরের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছোট ছোট পিপীলিকাদের যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রের গতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায়, তেমনই, নক্ষত্র এবং রাশিগণ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে দক্ষিণে রেখে কালচক্রে ভ্রমণ করে এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে এবং নক্ষত্রে দেখা যায়। তা ইঙ্গিত করে যে, তাদের গতি রাশি এবং কালচক্রের গতি থেকে ভিন্ন। জগতের আদি কারণ ভগবান নারায়ণ। বেদজ্ঞ মহাত্মারা বেদস্তুতির দ্বারা তাঁর উপাসনা করলে, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য এবং কর্ম শুদ্ধির জন্য এই জগতে সূর্যরূপে অবতরণ করেছেন। তিনি নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বসন্ত আদি

ছয় ঋতু সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি শীত, উষ্ণ আদি ঋতুর গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে মানুষ সাধারণত সূর্যদেবরূপী ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ কর্মের দ্বারা এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা পরমাত্মারূপে তাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন। এইভাবে তাঁরা অনায়াসে জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। সূর্যদেব, যিনি হচ্ছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু, তিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ রাশিতে অবস্থিত হয়ে, রাশির নাম অনুযায়ী বারোটি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। সেই বারোটি মাসের সমন্বয়কে বলা হয় সংবৎসর। চন্দ্রের গণনা অনুসারে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস হয়। তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। সৌর গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্রে এক মাস। সূর্যদেবের দুই মাস ভ্রমণে এক ঋতু হয় এবং তাই ঋতুর পরিবর্তনকে সংবৎসরের দেহের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে সূর্যদেব যে সময়ে নভোমণ্ডলের অর্ধাংশে ভ্রমণ করেন, সেই সময়কে বলা হয় অয়ন। সূর্যদেব তাঁর মন্দ, ক্ষিপ্র ও সমান গতির দ্বারা যে কাল পর্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করেন, সেই পরিমিত সময়কে পণ্ডিতেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।"

"সূর্য কিরণের ১,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে রয়েছেন চন্দ্র, যিনি সূর্যের থেকেও দ্রুততর গতিতে ভ্রমণ করেন। চন্দ্র দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসরের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন, সোয়া দুই দিনে সূর্যের এক মাসের পথ অতিক্রম করেন এবং এক দিনে সূর্যের এক পক্ষের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন। শুক্লপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা বর্ধিত হয় এবং তখন দেবতাদের দিন এবং পিতৃদের রাত্রি হয়। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষে দেবতাদের রাত্রি হয় এবং পিতাদের দিন হয়। এইভাবে চন্দ্র ত্রিশ মুহূর্তে (সারাদিনে) এক-এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। চন্দ্র শস্যবৃদ্ধিকারী অমৃতময় শীতল কিরণের উৎস এবং তাই চন্দ্রদেবকে সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের মধ্যে প্রধান বলে তাকে বলা হয় জীব। চন্দ্র সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের প্রভাবের প্রতীক। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা বলে মনোময়। তিনি সমস্ত ঔষধি এবং বৃক্ষ-লতাকে শক্তি প্রদান করেন বলে অন্নময় এবং তিনি সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ বলে তিনি অমৃতময়। চন্দ্র সমস্ত দেবতা, পিতৃ, মানুষ, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত জীবের প্রসন্নতা বিধান করেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়, তাই চন্দ্রকে বলা হয় সর্বময়।"

"চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা কালচক্রে যোজিত। তাঁরা সুমেরুর দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে এবং তাদের গতি সূর্যের গতি থেকে ভিন্ন। অভিজিৎ আদি এই রকম আটাশটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে। সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে শুক্রগ্রহ বর্তমান। সূর্যের দ্রুত, মন্থর এবং সমান গতি অনুসারে ঐ গ্রহ কখনও সূর্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করেন। যে গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, শুক্র সেই গ্রহের প্রভাব নাশ করেন। তাই তাঁর উপস্থিতির ফলে বৃষ্টি হয় এবং তাই তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে সর্বদা হিতকর বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।"

"বুধকে শুক্রেরই মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ বুধও কখনও কখনও সূর্যের পিছনে, কখনও সামনে এবং কখনও একসঙ্গে ভ্রমণ করেন। শুক্র গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৭২,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে চন্দ্রতনয় বুধ বিরাজ করেন। ইনি প্রায় সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ড-বাসীদের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু যখন সূর্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তখন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলশূন্য মেঘ, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি-জনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।"

"বুধের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহের গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে ইনি তিন-তিন পক্ষে এক-একটি করে বারোটি রাশি অতিক্রম করেন। এই গ্রহ প্রায় সর্বদাই দুঃখজনক অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।"

"মঙ্গল গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর ১,০৪,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি অবস্থিত, যিনি এক পরিবৎসরে এক-একটি রাশি অতিক্রম করেন। তাঁর গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী হন।"

"বৃহস্পতির ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে শনিগ্রহ অবস্থিত, যিনি এক একটি রাশিতে ত্রিশ মাস ধরে অবস্থান করে ত্রিশ অনুবৎসরে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করেন। এই গ্রহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য অত্যন্ত অশুভ।"

"শনির থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,০৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিগণ বিরাজ করছেন। তাঁরা সর্বদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল কামনা করতে করতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে যে স্থান রয়েছে, পণ্ডিতেরা তাকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বলেন। সেখানে উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন, সেই সমস্ত জীবদের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সম্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের মহিমা আমি পূর্বেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি। ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন স্তম্ভরূপে নিরন্তর নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন। অবিশ্রান্ত, অব্যক্ত, পরম শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষ্কদের নিরন্তর ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করাচ্ছেন। ধান মাড়াই করার সময় বলদদের যেমন মেটীস্তম্ভে, একটিকে স্তম্ভের নিকটে, একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সংযোজিত করা হয় এবং সেই পশুগুলি তাদের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম না করে স্তম্ভের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, তেমনই, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র ঊর্ধ্ব ও অধঃস্থান বিভাগ অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্মফল অনুসারে ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে সংযোজিত হয়ে, ধ্রুবকে অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিক্রমা করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টন জল সমন্বিত মেঘ ভেসে বেড়ায় অথবা বিশাল শ্যেন পাখি তাদের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে অথচ কখনও পতিত হয় না।"

"গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল যন্ত্রটি শিশুমার (শুশুক) নামক জলজন্তুর আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কখনও কখনও অবতার বলে মনে করা হয়। মহান যোগীরা বাসুদেবের এই রূপের উপর ধ্যান করেন, কারণ তাঁর এই রূপটি দেখা যায়। সেই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীভূত। তাঁর পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা। কটিদেশে বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা আদি সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পাশে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার ফলে তাঁর ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং তাঁর উদরে আকাশগঙ্গা বর্তমান। পুনর্বসু এবং পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম শ্রোণীদেশে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষে, ধনিষ্ঠা ও মূল দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরায়ণের আটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বের অস্থিতে এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে সন্নিবেশিত রয়েছে। শিশুমারের উপরের চোয়ালে অগস্ত্যি, নীচের চোয়ালে যমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গলার পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত রয়েছে।"

"হে রাজন, এইভাবে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব দেবতাময় রূপ। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে মৌন হয়ে সেই রূপ নিরীক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—'হে ভগবান, আপনি কালরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রমণশীল নক্ষত্রদের আশ্রয়, হে সর্ব দেবাধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনার ধ্যান করি।' শিশুমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহদের আশ্রয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, দিনে তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহু গ্রহ নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তার কথা আমি পরে বর্ণনা করব।"

"তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং রাহুমণ্ডলের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহু সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাঁদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে। চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাহুর আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিযুক্ত পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অসুরদের সংহার করার জন্য প্রচণ্ড তাপ এবং জ্যোতি সমন্বিত সুদর্শন রাহুর কাছে অসহ্য হয়েছিল এবং তার ফলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে। রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিদ্ধলোক, চারণলোক এবং বিদ্যাধরলোক। বিদ্যাধরলোক, চারণলোক এবং সিদ্ধলোকের নীচে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তরীক্ষ। যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ বিচরণ করে, ততদূর পর্যন্ত

অন্তরীক্ষ বিস্তৃত। যক্ষ, রক্ষ আদির বাসস্থানের ১০০ যোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, ভাস, শোন আদি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।"

"হে রাজন্, পৃথিবীর অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামক অন্য আরও সাতটি গ্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। এই সাতটি গ্রহলোকের আয়তনও ভূমণ্ডলের সমান। বিলস্বর্গ নামক এই সপ্ত পাতালে যে সমস্ত ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান ও বিহারভূমি রয়েছে সেগুলি স্বর্গের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী দৈত্য, দানব এবং নাগেরা গৃহসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সকলেই মায়িক জড় সুখভোগে মগ্ন। দেবতাদের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা মায়িক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।"

"হে মহারাজ, যাকে বলা হয় বিলস্বর্গ, সেই কৃত্রিম স্বর্গে ময় নামক এক মহা দানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ব সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, দ্বার, সভাগৃহ, মন্দির, চত্বর, এমনকি প্রবাসীজনের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মণিরত্ন দিয়ে এবং সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর এবং কপোত, শুক, শারি ইত্যাদি পক্ষীতে সমাকীর্ণ। সেই কৃত্রিম স্বর্গপুরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে বিরাজ করছে। সেই কৃত্রিম স্বর্গের উদ্যানগুলি যেন অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গিত এবং তাদের শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর নব পল্লবের ভারে অবনত হয়ে এমন শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে জলাশয় রয়েছে তা স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; সেই জলে নানা প্রকার মাছ উল্লম্ফন করায় তা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সেই জলাশয়গুলি কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আদি যে সমস্ত বিহঙ্গ-মিথুন বাস করছে, তারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত হয়ে নানা প্রকার কূজনে সমস্ত কাননকে মুখরিত করছে। সেই মনোরম ধ্বনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব আনন্দ বিধান করে। যেহেতু সেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজনিত কোন ভয়ও সেখানে নেই। সেখানে বহু মহাসর্প বাস করে, যাদের মাথার মণির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার দূর হয়। যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা দিব্য ঔষধির রস পান করে এবং ঐ রসে স্নান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত। তাদের চুল পাকে না, শরীরে বলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের দেহে বার্ধক্যজনিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কান্তি কখনও মলিন হয় না, তাদের ঘামজনিত দুর্গন্ধ হয় না এবং তারা বার্ধক্যজনিত শ্রান্তি ও অনুৎসাহ অনুভব করে না। তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুদর্শন চক্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। সুদর্শন চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন ভয়ে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের গর্ভপাত হয়।"

"হে রাজন, আমি এখন আপনাকে একে একে অতল আদি লোকের বর্ণনা করব। অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই বলই ছিয়ানব্বই প্রকার মায়া সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত যোগী এবং স্বামীরা আজও সেই মায়াশক্তির বলে মানুষকে প্রতারণা করে। সেই দানবের জৃম্ভণের ফলে তার মুখ থেকে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরিণীরা স্ববর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে এবং পুংশ্চলীরা একের পর এক পতি পরিবর্তন করে। কোন পুরুষ যদি অতলে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হাটক রস পান করায়। এই মাদক পানের ফলে তাদের যৌন ক্রিয়ায় প্রবল সামর্থ্য হয় এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ, অনুরাগযুক্ত হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে রমণ করায়। তাদের বর্ধিত রতি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অযুত হস্তীর থেকেও বলবান বলে মনে করে মদান্ধ হয়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা তাদের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।"

"অতল লোকের নীচে বিতল, যেখানে হাটকেশ্বর শিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রেত সহ মিলিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ মিথুনীভূত হয়ে বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্য থেকে হাটকী নামক নদী বিতল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি বায়ুবলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্য পান করে ফুৎকার করেন। তার ফলে হাটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হাটক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে মহাসুখে সেখানে বাস করে।"

"বিতললোকের নীচে সুতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাযশা মহাপুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতির গর্ভ থেকে বটু বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে, ছলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে ত্রিলোক অপহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সুতললোকে বলি মহারাজ এখনও ভগবানের আরাধনায় যুক্ত রয়েছেন।"

"হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে বিলস্বর্গে মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। যিনি সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ, যিনি পরম সুহৃৎরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের ভক্ত হন, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু, কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। কেউ যদি ক্ষুধা, পতন, স্খলন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই মুক্তিকামীরা কর্মমূলস্বরূপ সংসারবন্ধন ছেদন করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ আদি নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে। সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান নারদ মুনির মতো ভক্তদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুদ্ধ প্রেম দান করেন। সনকাদি আত্মজ্ঞানীদের তিনি পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধিরূপ চিন্ময় আনন্দ দান করেন। ভগবান বলি মহারাজকে জড় সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেননি, কারণ ভোগৈশ্বর্যের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একাগ্র করা যায় না। ভগবান যখন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সবকিছু নিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে ত্রিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরুণপাশে বদ্ধ করে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন। আহা, কি দুঃখের বিষয়! এই দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকে তাঁর সচিবের পদে বরণ করে তাঁর থেকে

মন্ত্রণা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বৃহস্পতিও বুদ্ধিমান নন, কারণ তিনি তাঁর শিষ্য ইন্দ্রকে যথাযথভাবে উপদেশ দেননি। ভগবান বামনদেব ইন্দ্রের দ্বারে এসে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দাস্য প্রার্থনা না করে, তাঁকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সামান্য ত্রিলোকের আধিপত্য ভিক্ষা করালেন। এই ত্রিলোকের আধিপত্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্যই কেবল মন্বন্তর পর্যন্ত থাকে, যা অনন্ত কালের এক নগণ্য অংশ।"

বলি মহারাজ বললেন—"আমার পিতামহ প্রহ্লাদই একমাত্র পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে তাঁর পিতার রাজ্য এমনকি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ মুক্তি এবং ভোগৈশ্বর্য কোনটিই গ্রহণ করেননি তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সেইগুলি ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ এবং তাই তা ভগবানের প্রকৃত কৃপা নয়। তাই, কর্ম এবং জ্ঞানের ফল গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ভগবানের দাস্যই ভিক্ষা করেছিলেন। আমাদের মতো ব্যক্তিরা, যারা এখনও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত এবং যারা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত, তারা কখনও প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভগবদ্ভক্তের দ্বারা প্রদর্শিত মহান মার্গ অনুসরণ করতে পারে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, বলি মহারাজের মহিমা আমি কিভাবে বর্ণনা করব? অখিল জগদ্গুরু, তাঁর ভক্তের প্রতি সদয় হৃদয় ভগবান নারায়ণ স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশস্কন্ধ রাবণ যখন সেই বলির দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তখন বামনদেব তাকে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আশি হাজার মাইল দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই বলি মহারাজের চরিত্র এবং কার্যকলাপ আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।"

"সুতললোকের নীচে তলাতল নামক আর একটি লোক রয়েছে, যা ময়দানবের রাজ্য। মায়ামায়াবীদের আচার্য। ত্রিলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিপুরারি শিব একবার ময়ের তিনটি পুরী দগ্ধ করেন, কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তিনি আবার তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন। সেই সময় থেকে দানবেন্দ্র ময় ত্রিপুরারি মহাদেব কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত এবং তাই তিনি ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত হওয়ার আর কোন কারণ নেই।"

"তলাতলের নীচে মহাতল। সেখানে বহুফণাধারী সর্বদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কদ্রুতনয় সর্পেরা বাস করে। সেই সমস্ত মহাসর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ আদি প্রধান। মহাতলের সর্পেরা সর্বদাই ভগবানের বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।"

"মহাতলের নীচে রসাতল, যেখানে দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য ও দানবেরা বাস করে। তাদের বলা হয় পণি, নিবাতকবচ, কালেয় এবং হিরণ্যপুরবাসী। এরা সকলে দেবতাদের শত্রু এবং সর্পের মতো বিবরে বাস করে। এরা জন্ম থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর। যিনি সমস্ত লোকের অধিপতি সেই ভগবানের সুদর্শন চক্রের দ্বারা এরা সর্বদাই পরাভূত হয়। ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন একটি বিশেষ অভিশাপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরেরা ইন্দ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়।"

"রসাতলের নীচে পাতাল বা নাগলোক, যেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, দেবদত্ত আদি নাগলোকপতি ভয়ঙ্কর আসুরিক সর্পেরা বাস করে। তাদের নেতা হচ্ছে বাসুকি। তারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং তারা বহু ফণাবিশিষ্ট—তাদের কারও পাঁচটি ফণা, কারও সাতটি, কারও দশটি, কারও এক শত এবং কারও আবার এক হাজার ফণা। এই সমস্ত ফণায় মহা মূল্যবান মণি সংলগ্ন রয়েছে এবং সেই মণির আলোকে সেই বিলস্বর্গের ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন, পাতাললোকের ৩০,০০০ যোজন নীচে ভগবানের আর এক অবতার রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন অনন্ত বা সঙ্কর্ষণ নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ। তিনি সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের অবতার শ্রীরুদ্রের দ্বারা পূজিত হন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। ভগবান অনন্তদেব জড়া প্রকৃতির তমোগুণের এবং বদ্ধ জীবের অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। বদ্ধ জীব যখন মনে করে, 'আমি ভোক্তা এবং এই জগৎ আমার ভোগের জন্য,' এই ধারণা সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডটি সহস্র ফণা সমন্বিত ভগবান অনন্তদেবের একটি ফণায় অবস্থান করে একটি সর্ষের দানার মতো প্রতীয়মান হয়। প্রলয়ের সময়ে অনন্তদেব যখন সমগ্র সৃষ্টি সংহার করতে ইচ্ছা করেন, তখন ক্রোধবশত তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন একাদশ রুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র উত্থিত হন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন। ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মের অরুণবর্ণ স্বচ্ছ নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ-সহ নাগপতিরা যখন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবান সঙ্কর্ষণের প্রতি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন, তখন তাঁরা তাঁর পদনখে তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হতে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁদের গণ্ডদেশ অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ভগবান অনন্তদেবের সুন্দর সুদীর্ঘ বাহু সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তা মনোহর বলয় বিভূষিত। তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র হওয়ার ফলে সেগুলিকে রজত স্তম্ভের মতো মনে হয়। সুন্দরী নাগরাজকন্যারা যখন ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্বাদ লাভের আশায় তাঁর বাহুতে অগুরু, চন্দন ও কুমকুম পঙ্ক অনুলেপন করেন, তখন তাঁর শ্রীহস্তের সংস্পর্শে তাঁদের হৃদয় কামাবেশে উন্মথিত হয়ে ওঠে। তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ভগবান তখন কৃপাপূর্ণ মধুর হাস্য সহকারে সেই রাজকন্যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁদের মনের বাসনা তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে বুঝতে পেরে তাঁরা তখন লজ্জিত হন। তখন তাঁরা মধুর হাস্য সহকারে মদ-বিঘূর্ণিত অরুণ বর্ণ, ভক্তপ্রেমে প্রসন্ন ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভগবান সঙ্কর্ষণ অনন্ত গুণের সমুদ্র, তাই তাঁর নাম অনন্তদেব। তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। এই জড় জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ করে তাঁর ধামে বিরাজ করছেন।"

"দেবতা, অসুর, উরগ (সর্পদেবতা), সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মুনিগণ নিরন্তর ভগবানের বন্দনা করছেন। ভগবানকে যেন মদভরে বিহ্বল বলে মনে হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণ বিকশিত পুষ্পসদৃশ নেত্র মদভরে ঘূর্ণায়মান। তিনি তাঁর পার্ষদ দেব যূথপতিদের তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণীর দ্বারা আনন্দিত করছেন। তাঁর পরনে নীল বসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, পৃষ্ঠদেশে হল এবং তাঁর বাহুযুগল অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। তাঁর অঙ্গকান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো শুভ্র, তাঁর কোমরে স্বর্ণময়ী মেখলা এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা, তাতে যে নব নব তুলসী মঞ্জরী গ্রথিত রয়েছে, তার কান্তি কখনও ম্লান হয় না। তার মধুর সৌরভে মত্ত হয়ে মৌমাছিরা অত্যন্ত মধুর স্বরে গুঞ্জন করছে এবং তার ফলে তা আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভগবান তাঁর উদার লীলা-বিলাস করছেন।"

"জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যাঁরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে অনন্তদেবের মহিমা শ্রবণ করেন এবং নিরন্তর সঙ্কর্ষণের ধ্যান করেন, ভগবান তাঁদের

অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অনাদি কাল ধরে সকাম কর্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন। ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সভায় তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র (অথবা গন্ধর্ব) সহ স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন কার্যের কারণ-স্বরূপ সক্রিয় করেন। সেই পরম আত্মা অনন্ত এবং অনাদি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মানুষ কিভাবে অবগত হতে পারে? সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর ভক্তদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়। পরমেশ্বর ভগবান পরম উদার এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের মন জয় করার জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন লীলা-বিলাস করেন। সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে সেই নাম একবার উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে তো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হনই, উপরন্তু তাঁর সান্নিধ্য মাত্র অন্যের পাপরাশিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? তাঁকে ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন?"

"ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি অণুর মতো তাঁর সহস্র ফণার একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কে-ই বা বর্ণনা করতে পারেন? মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতপক্ষে তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন।"

"হে রাজন্, আমি যেভাবে আমার শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্মিত হয়। সকাম ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এবং মহাজনদের শ্রীমুখে আমি যা শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার ফলে তাদের কার্যকলাপও

তিন প্রকার। যারা সত্ত্বগুণে কর্ম করে তারা ধার্মিক এবং সুখী হয়, যারা রজোগুণে কর্ম করে তারা সুখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়। পুণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং তাদের অজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তাদের নারকীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে, তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যারা নাস্তিকতাবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনাদি কাল ধরে অবিদ্যাজনিত কামনার পরিমাণস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অগ্নিষ্বাত্তা আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান করেন এবং তাঁদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন। সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি স্বপার্ষদ পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তাঁর অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথভাবে বিচার করে নরকে দণ্ডদান করেন। কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি হচ্ছে—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের দণ্ডভোগের স্থান।"

"হে রাজন্, যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেখানে যমদূতেরা পাপীকে ভীষণভাবে প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। বৃক্ষকে ভূপাতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়, তেমনই সেই পাপীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। এই যন্ত্রণা এতই প্রচণ্ড যে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই সেই নরককে পণ্ডিতেরা অন্ধতামিস্র বলেন। যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য দিনের পর দিন অপর প্রাণীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে, প্রাণী হিংসাজনিত পাপের ফলে রৌরব নরকে নিপতিত হয়। এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কৃত কর্মের ফলে যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, যাদের হিংসা করা হয়েছে, তারা 'রুরু' হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা সেই নরককে রৌরব নরক বলেন। রুরু প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা সর্পের থেকেও হিংস্র। যারা অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই নরকে ক্রব্যাদ নামক রুরু পশুরা তাদের যন্ত্রণা দিয়ে

মাংস আহার করে। যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের দেহ ধারণের জন্য এবং জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশু-পক্ষীকে হত্যা করে রন্ধন করে, সেই প্রকার ব্যক্তিরা নর-মাংসভোজী রাক্ষসদেরও ঘৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুম্ভীপাক নরকে ফুটন্ত তেলে তাদের পাক করে। ব্রহ্মঘাতীকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার পরিধি ৮০,০০০ মাইল এবং যা তাম্রনির্মিত। নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই তাম্রময় ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে অন্তরে এবং বাইরে দগ্ধ করা হয়। অন্তরে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দগ্ধ হয় এবং বাইরে সে প্রখর সূর্যকিরণ ও তপ্ত তাম্রে দগ্ধ হতে থাকে। তাই সে কখনও শয়ন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্তত ছুটাছুটি করে। এইভাবে একটি পশুর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আপৎকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় সে যখন সেই নরকে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। তখন সে 'হায়, আমি এখন কি করব! আমি এখন কিভাবে রক্ষা পাব!' এই বলে আর্তনাদ করতে করতে পদে পদে মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড মত অবলম্বনের ফল এইভাবে ভোগ করতে হয়। ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শরীরদণ্ড প্রদান করে, সেই পাপীকে যমদূতেরা সূকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলশালী যমদূতেরা তাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো নিষ্পেষণ করে। তখন সে আর্তস্বরে রোদন করতে থাকে এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে মূর্ছিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার এই ফল। ভগবানের আয়োজনে ছারপোকা, মশা ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন ধারণা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডদান করেন এবং সে যে-সমস্ত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না পেরে অন্ধকারে নিরন্তর ছুটাছুটি করতে থাকে। এইভাবে অন্ধকূপে সে একটি নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হলে অতিথি, বালক বা বৃদ্ধদের তার যথাযথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কাকতুল্য বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কৃমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কৃমিকুণ্ডে একটি কৃমি হয়ে সে কৃমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কৃমিরা তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পাপীকে সেই কুণ্ডের বিস্তার যত যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।"

"হে রাজন্, যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা আলিঙ্গন করায়। এটিই অবৈধ যৌন সঙ্গের দণ্ড। যে ব্যক্তি পশুতেও

অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার কাঁটা বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পাপীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার ফলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়। যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বেষ্টনকারী পরিখাসদৃশ এই নদীটি ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পাপী ব্যক্তি যখন এই বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিংস্র জলচরেরা তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে। শূদ্রা-রমণীদের নির্লজ্জ পতিরা ঠিক একটি পশুর মতো জীবন যাপন করে এবং তাই তাদের জীবন সদাচার, শৌচ এবং নিয়মবিহীন। মৃত্যুর পর তাদের পূয়োদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যা পুঁজ, মূত্র, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, গর্দভ ইত্যাদি পশু পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ায় গিয়ে পশু হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দম্ভ প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে। যে মূর্খ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) তার সবর্ণা পত্নীকে বশে রাখার জন্য নিজের শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সেখানে শুক্রনদীর মধ্যে তাকে শুক্র পান করায়। ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করে, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুরদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নীচের দিকে করে অবীচিমৎ নামক নরকে নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও এবং তাদের দেহ তিল তিল করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অয়ঃপান নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষঃস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়। যে নীচ কুলোদ্ভূত এবং অধম হওয়া সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যা অহঙ্কারপূর্বক জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর পর তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা রাক্ষস হয়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে

রক্তকারীর রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে। যে সমস্ত মানুষ ইহলোকে গ্রামে বা অরণ্যে জীবন রক্ষার্থে আগত পশু-পাখিদের আশ্রয় দান পূর্বক বিশ্বাস জন্মিয়ে শূল অথবা সূত্রের দ্বারা তাদের বিদ্ধ করে এবং তারপর ক্রীড়নকের মতো ক্রীড়া করে প্রবল যন্ত্রণা দেয়, তারা মৃত্যুর পর যমদূতদের দ্বারা শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয় এবং তাদের শরীর তীক্ষ্ণ শূল ইত্যাদির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। সেখানে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয় এবং চতুর্দিক থেকে বক, শকুন প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষী এসে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। এইভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা তখন তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে থাকে। যারা ইহলোকে সর্পের মতো ক্রোধপরায়ণ হয়ে অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, তারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন্, সেই নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পেরা তাদের মূষিকের মতো গ্রাস করে। যারা ইহলোকে অন্য প্রাণীদের অন্ধকূপে, গোলায় বা পাহাড়ের গুহায় রুদ্ধ করে কষ্ট দেয়, মৃত্যুর পর তাদের অবটনিরোধন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে অন্ধকূপ আদিতে বিষাক্ত ধূম এবং বহ্নির দ্বারা শ্বাসরোধ করে তাদের কঠোরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। যে গৃহপতি অতিথি অভ্যাগত সেখানে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাদের ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয়, তাকে পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে বজ্রের মতো কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট শকুন, বক, কাক ইত্যাদি পক্ষীরা সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্বক উৎপাটন করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে তার ধনের গর্বে গর্বিত, সে মনে করে, 'আমি কত ধনী। কে আমার সমকক্ষ হতে পারে?' এইভাবে অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয়ে সে সব সময় শঙ্কিত থাকে যে, অন্যেরা তার ধন অপহরণ করে নেবে। এমনকি সে তার গুরুজনদেরও সম্মান করে। এইভাবে ধন হারানোর ভয়ে তার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হয়ে যায় এবং তার ফলে তাকে ঠিক একটি পিশাচের মতো দেখাতে লাগে। সে জন্যই সুখ পায় না এবং দুশ্চিন্তাহীন জীবন যাপন যে কি বোঝায়, তা সে জানতে পারে না। ধন উপার্জন, রক্ষণ ও রক্ষণের জন্য যেহেতু তাকে পাপকর্ম করতে হয়, তার ফলে তাকে সূচীমুখ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে যমদূতেরা তার সর্বাঙ্গে তাঁতীর মতো সূত্র বয়ন করে।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক রয়েছে। যে সমস্ত পাপীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তারা সকলেই তাদের পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার নরকে প্রবেশ করবে। আর যারা পুণ্যবান, তারা স্বর্গ আদি পুণ্যময় লোকে গমন করে। কিন্তু, পাপী এবং পুণ্যবান উভয়কেই তাদের কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শুরুতে (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করেছি কিভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিরাট রূপটি ভগবানের শক্তি এবং তেজের দ্বারা সৃষ্ট বাহ্য শরীর বলে মনে করা হয়। সাধারণত একে বলা হয় বিরাটরূপ। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই বাহ্য শরীরের বর্ণনা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে ভাগবতধর্ম বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, তা হলে তাঁর শ্রদ্ধা এবং কৃষ্ণভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই চেতনার বিকাশ করা যদিও অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই পন্থায় নিজেকে পবিত্র করে ধীরে ধীরে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনা লাভ করা যায়। যিনি মুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন এবং বদ্ধ জীবনের প্রতি যাঁর কোন আসক্তি নেই, তাঁকে বলা হয় যতি বা ভক্ত। তাঁর কর্তব্য প্রথমে ভগবানের বিরাটরূপের চিন্তার দ্বারা মনকে বশীভূত করে, তারপর ধীরে ধীরে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপের (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) চিন্তায় মগ্ন করা। এইভাবে মন সমাধিস্থ হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যা ভক্তের চরম লক্ষ্য। এইভাবে তাঁর জীবন সার্থক হয়। হে রাজন্, আমি আপনার কাছে এই পৃথিবী, অন্যান্য লোক, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক, নরক ও নক্ষত্রমণ্ডল বর্ণনা করলাম। সেগুলি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের বিরাটরূপ। এইভাবে আমি ভগবানের পরম অদ্ভুত বাহ্য শরীরের ব্যাখ্যা করলাম।"

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত

ষষ্ঠ স্কন্ধ

(মনুষ্যজাতির কর্তব্য কর্ম)

প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি পূর্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) মুক্তির পথ (নিবৃত্তিমার্গ) বর্ণনা করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায় এবং সেখান থেকে ব্রহ্মার সঙ্গে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। হে মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয় এবং সেই শরীর অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণ করে এবং স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, যে কথা পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে। আপনি (পঞ্চম স্কন্ধের শেষে) অধর্মস্বরূপ যে নানাবিধ নরক রয়েছে, তারও বর্ণনা করেছেন এবং আপনি (চতুর্থ স্কন্ধে) প্রথম যে মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই আদ্য মন্বন্তরের কথাও বর্ণনা করেছেন। হে প্রভু, আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ এবং চরিত্র বর্ণনা করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যেভাবে বিভাগ, লক্ষণ এবং পরিমাণ নির্দেশ করে বিভিন্ন লোক, বর্ষ, নদী, উদ্যান, বনস্পতি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে ভূমণ্ডল, জ্যোতিষ্চক্র ও পাতাল আদি লোকের সংস্থান করেছেন, আপনি তাও বর্ণনা করেছেন। হে মহাভাগ শুকদেব গোস্বামী, যে উপায় অবলম্বন করলে মানুষকে নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রণাময় নরকে পতিত হতে হয় না, এখন আপনি আমার কাছে সেই উপায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, মৃত্যুর পূর্বে এই জীবনেই মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা যে পাপ আচরণ করা হয়েছে, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষ যদি যথাযথভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তাকে নরকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, যে কথা আমি পূর্বেই আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। অতএব মৃত্যুর পূর্বেই, শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে, শীঘ্রই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত; তা না হলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাপের ফল বর্ধিত হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসা করেন, তেমনই পাপের মহত্ত্ব এবং অল্পত্ব বিবেচনা করে সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"মানুষ জানে যে, পাপকর্ম করা তার পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ সে দেখতে পায় যে, রাষ্ট্রের আইনে পাপী দণ্ডিত হয়, সাধারণ মানুষেরা তাকে তিরস্কার নিন্দা করে এবং শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, পাপীকে পরবর্তী জীবনে নরকে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বার বার পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও। অতএব, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য আছে? পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনও কখনও পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই তার মাথায় এবং গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।"

বেদব্যাস-নন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, যেহেতু পাপকর্মের ফল নিষ্ক্রিয় করার এই পন্থাটিও সকাম কর্ম, তাই তার দ্বারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কেননা তার ফলে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পুণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা পরম সত্য

পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। হে রাজন্, রোগী যেমন চিকিৎসকের দেওয়া পথ্য আহারের ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাকে যেমন ব্যাধি আর আক্রমণ করতে পারে না, তেমনই, যিনি জ্ঞানের বিধি-নিষেধগুলি পালন করে চলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে জড় কলুষ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হন। মনকে একাগ্র করার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য এবং কখনও সেই স্তর থেকে পতিত হওয়া উচিত নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যা করা উচিত। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা উচিত। দান করা উচিত, সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, শুচি এবং অহিংস হওয়া উচিত, বিধি-নিষেধ পালন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম জপ করা উচিত। এইভাবে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত শ্রদ্ধা সমন্বিত ধীর ব্যক্তি তাঁর দেহ, বাণী এবং মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ থেকে সাময়িকভাবে পবিত্র হন। সেই পাপগুলি ঝাঁশঝাড়ের নীচে শুকনো লতার মতো, যেগুলি আগুনে পোড়ানো হলেও তাদের মূল থেকে প্রথম সুযোগেই আবার সেই লতাগুলি গজাতে থাকে। যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই আগাছাগুলির পুনরুদ্গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।"

"হে রাজন্, কোন পাপী যদি ভগবদ্ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য এবং প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য পন্থার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। সুশীল এবং সদ্গুণ-সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত যে পথ অনুসরণ করেন, সেটিই এই জগতে সব চাইতে মঙ্গলময় পথ। সেই পথ ভয়বিহীন এবং শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত। হে রাজন্, সুরাভাণ্ড যেমন বহু নদীর জলে ধৌত করলেও শুদ্ধ হয় না, তেমনই অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তের পন্থার দ্বারা অভক্ত পবিত্র হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করলেও যাঁরা অন্তত একবার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেই শরণাগত ব্যক্তি স্বপ্নেও পাপীদের বন্ধন করার জন্য পাশ-বহনকারী যমদূতদের দর্শন করেন না। এই বিষয়ে পণ্ডিত এবং মহাত্মারা একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের আলোচনা সমন্বিত সেই ঘটনাটি আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।"

"কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে এক বেশ্যা দাসীকে বিবাহ করে তার সঙ্গ প্রভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত সদ্গুণ হারিয়েছিল। এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ অজামিল মানুষকে বন্দী করে, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনা করে অথবা সরাসরিভাবে লুণ্ঠন করে অন্যদের কষ্ট দিত। এইভাবে সে তার স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার জন্য জীবিকা উপার্জন করত। হে রাজন্, বহু পুত্রসমন্বিত তার পরিবারের লালন-পালন করার জন্য নানা রকম জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তার ৮৮ বৎসর দীর্ঘ আয়ু অতিক্রান্ত হয়েছিল। বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র ছিল, তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। যেহেতু নারায়ণ ছিল তার পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তাই সে পিতা-মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকত। সে সর্বদা সেই শিশুটিকে নিয়ে থাকত এবং শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হত। অজামিল নিজে যখন কোন কিছু আহার করত, অথবা পান করত, তখন সে সেই শিশুটিকেও ভোজন করাত এবং পান করাত। এইভাবে শিশুটির লালন-পালন করে এবং তার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে অজামিল সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং সে বুঝতে পারেনি যে, এখন তার আয়ু সমাপ্ত হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয়েছে। যখন মূর্খ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে কেবল তার পুত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করতে লাগল। অজামিল তখন দেখতে পেল যে, তিনজন পাশহস্ত, বক্রমুখ, ঊর্ধ্বরোমা, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ তাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। তাদের দেখে অজামিল অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং কিছু দূরে খেলায় মগ্ন তার পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশত অজামিল উচ্চস্বরে তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করে।

এইভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল। হে রাজন, বিষ্ণুদূতেরা মরণোন্মুখ অজামিলের মুখ থেকে তাঁদের প্রভুর দিব্য নাম শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অজামিল নিশ্চয় নিরপরাধে সেই নাম উচ্চারণ করেছিল, কারণ সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে সেই নাম করেছিল। যমদূতেরা যখন বেশ্যাপতি অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করছিল, তখন বিষ্ণুদূতেরা বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাদের নিবারণ করেছিলেন। সূর্যপুত্র যমরাজের দূতেরা এইভাবে নিবারিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'যমরাজের শাসনের প্রতিবেধ করার দুঃসাহসকারী আপনারা কারা?' আপনারা কার সেবক? কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? এবং কেন আপনারা আমাদের অজামিলকে স্পর্শ করতে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কি দেবতা, উপদেবতা অথবা শ্রেষ্ঠ ভক্ত? আপনাদের নয়ন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো বিস্ফারিত। আপনারা পীত কৌশেয় বসনধারী, আপনাদের সকলের মাথাতেই কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মফুলের মালা শোভা পাচ্ছে এবং আপনারা সকলেই নবযৌবন-সম্পন্ন। আপনাদের দীর্ঘ চতুর্ভুজ ধনুক, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মের দ্বারা অলঙ্কৃত। আপনাদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এক অপূর্ব জ্যোতির দ্বারা এই স্থানের অন্ধকার দূর করেছে। আপনারা কেন আমাদের বাধা দিচ্ছেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যমদূতেরা এইভাবে বললে, বাসুদেবের সেবকেরা হেসে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'তোমরা যদি সত্যিই যমরাজের সেবক হও, তা হলে আমাদের কাছে ধর্মের স্বরূপ এবং অধর্মের লক্ষণ বল। দণ্ডদানের বিধি কি? দণ্ডের উপযুক্ত কে? সমস্ত কর্মীরাই কি দণ্ডনীয় অথবা তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র?' "

যমদূতেরা উত্তর দিল—"বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি। সর্বকারণের পরম কারণ নারায়ণ তাঁর ধাম চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে সমস্ত জীব বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন নাম (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি), বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এইভাবে নারায়ণ হচ্ছেন সমগ্র জগতের কারণ। সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা স্বয়ং জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণকারীই দণ্ডের পাত্র। সকাম কর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডনীয়। হে বৈকুণ্ঠবাসীগণ, আপনারা নিষ্পাপ, কিন্তু এই জড় জগতে পাপ অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী সকলেই কর্মী। উভয় প্রকার কর্মই তাদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত এবং গুণের প্রভাব অনুসারে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। দেহধারী জীব কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না এবং প্রকৃতির গুণ অনুসারে যারা কর্ম করে, তারা পাপকর্ম করতে বাধ্য। তাই এই জড় জগতে সমস্ত জীবই দণ্ডনীয়। এই জীবনে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম অথবা অধর্ম আচরণ করে, পরবর্তী জীবনে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্মফল ভোগ করে।"

"হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের ফলে আমরা তিন প্রকার জীবন দেখতে পাই। তার ফলে জীবেদের শান্ত, চঞ্চল এবং মূঢ়; সুখী, অসুখী এবং তাদের মধ্যবর্তী; অথবা ধার্মিক, অধার্মিক এবং প্রায়-ধার্মিকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে আমরা ঠিক করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণ এইভাবে কার্য করবে। ঠিক যেমন বর্তমান বসন্ত ঋতু অতীতের এবং ভবিষ্যতের বসন্ত ঋতুর প্রকৃতি নির্দেশ করে, তেমনই এই জীবনের সুখ, দুঃখ অথবা তাদের মিশ্রণ পূর্ববর্তী জীবনের এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ধর্ম এবং অধর্ম আচরণের নিদর্শন-স্বরূপ হয়। সর্বশক্তিমান যমরাজ ব্রহ্মারই মতো। কারণ তাঁর নিজের ধামে অথবা পরমাত্মার মতো সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে মনের দ্বারা তিনি জীবের পূর্বকৃত আচরণ দেখতে পান এবং এইভাবে তিনি বুঝতে পারেন জীব ভবিষ্যতে কিভাবে আচরণ করবে। নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি যেমন তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, ঠিক

তেমনই জীব তার পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে প্রাপ্ত বর্তমান শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের ঊর্ধ্বে হচ্ছে মন, যা ষোড়শ তত্ত্ব। মনের ঊর্ধ্বে সপ্তদশ তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা অর্থাৎ জীব স্বয়ং, যে অন্য ষোলটির সহযোগিতায় একা জড় জগৎকে ভোগ করে। জীব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের মিশ্রণ—এই তিন প্রকার পরিস্থিতি উপভোগ করে। সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এবং মন—এই ষোলটি কলা-সমন্বিত। এই সূক্ষ্ম দেহটি গুণত্রয়ের প্রভাব সমন্বিত। তা দুর্নিবার বাসনাময় এবং তাই তা জীবকে মনুষ্য, পশু, দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত করায়। জীব যখন দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সে যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদাই শোক করে এবং যখন সে পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদা ভয়ভীত থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সে সর্ব অবস্থাতেই দুঃখী। তার এই দুঃখদায়ক অবস্থাকে বলা হয় সংসৃতি বা জড় জগতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া। মূর্খ জীব তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে না পেরে, তার ইচ্ছা না থাকলেও গুণের প্রভাব অনুসারে কার্য করতে বাধ্য হয়। তার অবস্থা ঠিক একটি রেশম-গুটিপোকার মতো, যে তার মুখনিঃসৃত লালা দিয়ে কোষ নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনই তার নিজের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না। এইভাবে সে সর্বদা মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং বার বার তার মৃত্যু হয়। কোন জীবই কর্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না। প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোন বিশেষভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। জীবের পাপ এবং পুণ্য কর্মসমূহ ফলোন্মুখ হলে তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তার প্রবল কর্ম-বাসনার ফলে জীব কোন বিশেষ পরিবারে পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। তার বাসনা অনুসারে তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টি হয়। জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে জীবের এই বিপর্যয় বা স্বরূপ-বিস্মৃতি হয়, কিন্তু মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর সে যদি ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার শিক্ষা লাভ করে, তা হলে সে তার সেই পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে পারে।"

"অজামিল নামক ব্রাহ্মণ প্রথমে বৈদিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সৎ স্বভাব, সদাচার এবং সদ্গুণের আলয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু তিনি সত্যবাদী, মনস্বী এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। অজামিল তাঁর শ্রীগুরুদেব, অগ্নিদেব, অতিথি ও বৃদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বস্তুতই নিরহঙ্কার, উন্নতচেতা, সর্বভূতের হিতকারী সুহৃৎ এবং সদাচরণ-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কখনও অনর্থক বাক্যালাপ করতেন না এবং কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না। সেই ব্রাহ্মণ অজামিল এক সময় তাঁর পিতার আদেশে ফল, ফুল, সমিৎ এবং কুশ ঘাস সংগ্রহ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়, তিনি পথে এক অত্যন্ত কামার্ত শূদ্রকে লজ্জা পরিত্যাগ করে এক বেশ্যাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে দেখেন। সেই শূদ্রটি তার আনন্দ প্রকাশ করে হাসছিল আর গান গাইছিল যেন সেটিই হচ্ছে যথাযথ আচরণ। সেই শূদ্র এবং বেশ্যা উভয়েই সুরাপানে উন্মত্ত ছিল। সুরাপানের ফলে সেই বেশ্যার চোখ ঘূর্ণিত হচ্ছিল এবং তার বসন শিথিল হয়েছিল। এই রকম অবস্থায় অজামিল তাদের দর্শন করেছিলেন। শূদ্রটি হরিদ্রালিপ্ত বাহুর দ্বারা সেই বেশ্যাটিকে আলিঙ্গন করছিল। তা দেখে অজামিলের সুপ্ত কামবাসনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং বিমোহিত হয়ে তিনি তখন কামের বশীভূত হয়েছিলেন। তিনি তখন স্ত্রীদর্শন পর্যন্ত না করার শাস্ত্রনির্দেশ যথাসাধ্য স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই জ্ঞান এবং তাঁর বুদ্ধির দ্বারা তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হৃদয়ে মদন বেগের প্রভাবে তিনি তাঁর মনকে সংযত করতে পারলেন না। রাহু যেভাবে চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করে, সেভাবেই সেই ব্রাহ্মণ অজামিল গ্রহগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাঁর বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সর্বদা সেই বেশ্যার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অচিরেই তাঁর অধঃপতন হয়েছিল এবং তিনি তাকে তাঁর গৃহে দাসীরূপে রেখেছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত আচার-আচরণ

পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে অজামিল সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। সেই বেশ্যার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেন। অজামিলের বুদ্ধি বেশ্যার কামপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর অতি সুন্দরী নবযৌবনা, সৎ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে এক দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার পুত্র-কন্যা সমন্বিত পরিবার প্রতিপালন করতে ধন উপার্জন করার জন্য ন্যায্য এবং অন্যায্য উপায় অবলম্বন করতেন। এই ব্রাহ্মণ এইভাবে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়ে এবং বেশ্যার তৈরি ভোজন আহার করে দীর্ঘকাল যাপন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত পাপময় হয়েছিল এবং তিনি অপবিত্র ও অন্যায় কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন। এই অজামিল কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। অতএব আমরা তাঁকে তাঁর পাপ কর্মের দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তাঁর পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডভোগ করে তিনি শুদ্ধ হবেন।"

❁ ❁ ❁

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, নীতিশাস্ত্রকুশল বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মুখে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন, 'আহা, কী কষ্ট! যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সভায় অধর্ম প্রবেশ করছে। যাঁরা ধর্মের পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন। রাজা অথবা সরকারি কর্মচারীদের পুত্রবৎ স্নেহে প্রজাদের পালন করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সদুপদেশ দেওয়া এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া। যমরাজ তা করেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মাধীশ এবং যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাই করেন। কিন্তু, তাঁরা যদি ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং একজন নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তা হলে প্রতিপালন এবং সুরক্ষার জন্য প্রজারা কোথায় যাবে? জনসাধারণ সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে, প্রজারা তাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক একটি অবোধ পশুর মতো, যে তার পালনকর্তা প্রভুর উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি সদয়-হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তা হলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সহকারে যে তাঁর সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছে, তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা হত্যা করতে পারেন? অজামিল তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, বিবশ হয়ে নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও কেবল নামাভাসের ফলেই তিনি এখন শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছেন।' "

"পূর্বেও এই অজামিল ভোজনাদি সময়ে 'বৎস নারায়ণ, এখানে এসো' এইভাবে তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও না-রা-য়-ণ এই চারটি বর্ণ উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর কোটি কোটি বছরের জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তু অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, 'যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।' ভগবান শ্রীহরির দিব্য নাম একবার উচ্চারণ করে মানুষ যেভাবে নির্মল হয়, বৈদিক ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে সেইভাবে নির্মল হওয়া যায় না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, ভগবানের যশ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, লীলা, পরিকর আদির স্মরণ হয়। ধর্মশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পরে মানুষের মন আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত হয়। অতএব, যারা সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাদের পক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অর্থাৎ ভগবানের নাম, যশ এবং লীলার মহিমা কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কীর্তন হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সর্বতোভাবে বিধৌত করে। মৃত্যুর সময় এই অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চস্বরে ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে মুক্ত করেছে। অতএব, হে যমদূতগণ, তাঁকে নরকে দণ্ডভোগ করার জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসচ্ছলে হোক, সংগীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন। উচ্চ গৃহ থেকে পতিত হয়ে, পথে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে, সর্প দংশনের ফলে, প্রবল জ্বরে পীড়িত হয়ে অথবা অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি যদি অবশেও দিব্য হরিনাম উচ্চারণ করে, তা হলে সে পাপী হলেও তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মহর্ষিরা বিশেষ বিচার করে গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছেন। কিন্তু হরিনাম কীর্তনের ফলে লঘু-গুরু নির্বিশেষে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। যদিও তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তবুও সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম হৃদয়ের কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ কর্ম-বাসনারূপ সমস্ত কলুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। অগ্নি যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কেউ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তা হলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওষুধের শক্তি রোগীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তেমনই, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা ভাগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত বিচার করে ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন।"

"হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তর শুনে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অজামিল ভয়মুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি তখন নতমস্তকে বিষ্ণুদূতদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সশ্রদ্ধ

প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করে তাঁর তখন পরম আনন্দ হয়েছিল, কারণ তাঁরা তাঁকে যমদূতদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"হে নিষ্পাপ মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অনুচর বিষ্ণুদূতেরা দেখলেন যে, অজামিল কিছু বলতে চাইছেন। তাই তাঁরা সহসা তাঁর সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। যমদূত এবং বিষ্ণুদূতদের কথোপকথন শ্রবণ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীন ধর্ম কি। সেই তত্ত্ব তিনি বেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় চিন্ময় গুণাতীত ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধেও অবগত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ভগবানের নাম, যশ, গুণ, লীলা আদি মহিমাও শ্রবণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর তখন পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ হয়েছিল এবং সেই জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন।"

অজামিল বললেন—"হায়, আমার ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আমি কতই না অধঃপতিত হয়েছিলাম! আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি। হায়, আমাকে ধিক! আমি এতই পাপী যে, আমি আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি আমার তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সুরাপায়িণী এক বেশ্যার সঙ্গে রত হয়েছি। আমাকে ধিক! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের দেখাশুনা করার জন্য কোন পুত্র বা বন্ধু ছিল না। যেহেতু আমি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করিনি, তাই তাঁদের নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। হায়, একজন জঘন্য নীচ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মতো আমি তাঁদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখেছিলাম। এই প্রকার কার্যকলাপের পরিণতি এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমার মতো পাপীকে অবশ্যই ধর্মনীতি ভঙ্গকারী এবং অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিদের জন্য যে ভয়ঙ্কর নরক রয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তাদের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, না তা বাস্তব ছিল? আমি দেখেছিলাম ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষেরা হাতে দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা এখন কোথায় গেছে? আর সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন চারজন সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা আমাকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন এবং পৃথিবীর অধঃদেশে নরকে নীয়মান পাশবদ্ধ আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি অবশ্যই অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং দুর্ভাগা, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে আমি সেই চারজন অতি উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করেছি, যাঁরা আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাঁদের আগমনের ফলে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। আমার পূর্ব সুকৃতি না থাকলে, অত্যন্ত অশুচি, বেশ্যাপতি আমি কিভাবে মৃত্যুর সময় বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম? তা নিশ্চয় সম্ভব হত না।"

"কোথায় আমি—নির্লজ্জ, বঞ্চক, ব্রাহ্মণত্ব-নাশক মূর্তিমান পাপ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নারায়ণ নাম? সেই মহাপাপী আমি যখন এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তখন আমি আমার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযত করে সর্বদা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হব, যাতে আমাকে পুনরায় এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার-জীবনে পতিত হতে না হয়। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার উদয় হয় এবং তার ফলে জীব নানা প্রকার পাপ এবং পুণ্যকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটিই জড় বন্ধনের কারণ। এখন আমি নিজেকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করব। ভগবানের মায়াই রমণীরূপে আমাকে বশীভূত করেছে, অত্যন্ত অধঃপতিত আমি সেই মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে রমণীর বশীভূত পশুর মতো নৃত্য করেছি। এখন আমি আমার সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে এই মোহ থেকে মুক্ত হব। আমি সমস্ত জীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হব এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকব। ভক্তসঙ্গে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, আমার হৃদয় এখন পবিত্র হয়েছে। তাই আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মিথ্যা প্রলোভনে যুক্ত হব না। এখন আমি পরম সত্যে স্থির হয়েছি, তাই আমি আর আমার দেহকে আমার স্বরূপ বলে মনে করব না। আমি দেহাদিতে 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার মনকে নিবিষ্ট করব।"

"ক্ষণমাত্র ভক্তসঙ্গ (বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ) প্রভাবে অজামিল দৃঢ়সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত

হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হরিদ্বারে গমন করেছিলেন। হরিদ্বারে অজামিল একটি বিষ্ণুর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে তাঁর মন ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেছিলেন। অজামিল পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে বিযুক্ত করেছিলেন এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন। যখন তাঁর বুদ্ধি এবং মন ভগবানের শ্রীরূপে নিবদ্ধ হয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ অজামিল আবার তাঁর সম্মুখে চারজন দিব্য পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁদের তিনি পূর্বদৃষ্ট চারজন পুরুষ বলে চিনতে পেরে, মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন। বিষ্ণুদূতদের দর্শন করে অজামিল হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভগবৎ পার্ষদের উপযুক্ত ছিল। বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহণ করে, অজামিল আকাশ-মার্গে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করেছিলেন।"

"অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। অধঃপতিত হয়ে তিনি চৌর্যবৃত্তি, সুরাপান এবং অন্যান্য সমস্ত জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একটি বেশ্যাকেও একজন রক্ষিতারূপে রেখেছিলেন। তার ফলে যমদূতেরা তাঁকে নরকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণের প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ যমপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অতএব যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের কর্তব্য, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, সেই ভগবানের নাম, যশ, রূপ, লীলা আদির মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত, মনোধর্মী জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগে ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থায় যথার্থ লাভ হয় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা অনুশীলন করার পরেও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত মনকে সংযত করতে সমর্থ না হওয়ার ফলে, মানুষ পুনরায় সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। যেহেতু এই অত্যন্ত গোপনীয় ঐতিহাসিক কাহিনীর সমস্ত পাপ দূর করার শক্তি রয়েছে, তাই যদি কেউ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা বর্ণনা করেন, তা হলে জড় দেহ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এবং মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর নরকগামী হতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, যমদূতেরা তাঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না। তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যেখানে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সমাদৃত এবং পূজিত হন। মৃত্যুর সময় অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, অতএব যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁরা যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?"

❁ ❁ ❁

তৃতীয় অধ্যায়

যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ সমস্ত জীবের ধর্মাধর্মের বিচারক, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর আদেশ প্রতিহত হয়েছে। তাঁর ভৃত্য যমদূতেরা যখন অজামিলকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে বিষ্ণুদূতদের কাছে তাদের পরাজয়ের কথা তাঁকে বর্ণনা করল, তখন তিনি কি বললেন? হে ঋষিবর, পূর্বে

কখনও যমরাজের আদেশ ব্যর্থ হওয়ার কথা শোনা যায়নি। তাই আমার মনে হয়, মানুষের মনে সেই বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। আপনি ছাড়া আর কেউই এই সংশয় ছেদন করতে পারবে না। সেটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতএব কৃপা করে সেই সংশয় দূর করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, বিষ্ণুদূতদের দ্বারা প্রতিহত এবং পরাভূত হয়ে যমদূতেরা সংযমনীপুরীর অধীশ্বর যমরাজকে সেই বৃত্তান্ত জানিয়েছিল।"

যমদূতেরা বলল—"হে প্রভু, এই জড় জগতের শাসনকর্তা কয়জন রয়েছে? সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে অনুষ্ঠিত কর্মফল প্রকাশের কারণই বা কয়টি? এই জগতে যদি বহু শাসনকর্তা এবং বিচারক থাকেন, তা হলে তাঁদের পরস্পর মতবিরোধের ফলে, কে যে দণ্ডনীয় এবং কে যে পুরস্কৃত হবে, তা বোঝা যাবে না। পক্ষান্তরে, পরস্পরের বিরোধী কার্য যদি পরস্পরকে প্রতিহত করতে না পারে, তা হলে সকলেই দণ্ডভোগ করবে এবং পুরস্কৃতও হবে।"

"যেহেতু বহু কর্মী রয়েছে, তাই তাদের বিচারের জন্য বহু বিচারক হতে পারে, কিন্তু একজন সম্রাট যেমন তার অধীনস্থ শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনই বিভিন্ন বিভাগীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন মুখ্য বিচারক থাকা আবশ্যক। মুখ্য শাসনকর্তা একজন, বহু হতে পারেন না। আমরা জানতাম যে, আপনিই হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক এবং দেবতারাও আপনার অধীন। আমরা মনে করতাম, আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর এবং সমস্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, আপনার বিহিত দণ্ড আর কার্যকরী হচ্ছে না। চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধপুরুষ আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। আমরা মহাপাপী অজামিলকে আপনার আদেশ অনুসারে নরকে নিয়ে আসছিলাম, তখন সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন সিদ্ধপুরুষেরা বলপূর্বক তার পাশবন্ধন ছেদন করে তাকে মুক্ত করেছিলেন। পাপী অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেই চারজন অতি সুন্দর দর্শন পুরুষ তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'ভয় করো না। ভয় করো না।' আপনার কাছে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চাই। আপনি যদি মনে করেন যে, আমরা তাঁদের বুঝতে পারব, তা হলে দয়া করে আপনি বলুন তাঁরা কে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর দূতদের এই প্রকার প্রশ্নে 'নারায়ণ' এই দিব্য নাম শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে জীবদের নিয়ন্তা যমরাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে তাঁর দূতদের বলতে লাগলেন—হে দূতগণ, তোমরা আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমার ঊর্ধ্বে এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের ঊর্ধ্বে একজন পরম ঈশ্বর ও নিয়ন্তা রয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধ্যক্ষ, তাঁরা তাঁরই অংশ। বস্ত্রে সূত্রের মতো এই বিশ্ব তাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। বলদ যেমন নাসিকা-সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎও তেমনই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গরুর গাড়ির চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা বলদদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই ভগবান বেদবাক্যরূপী রজ্জুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, যা মানব-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আদি বিভিন্ন নাম এবং কর্ম অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে, এই সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তাদের স্বীয় কর্ম অনুসারে ভগবানকে পূজোপহার প্রদান করেন। আমি যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, মহাদেব, পবন, ব্রহ্মা, সূর্য, বিশ্বাবসু, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, মরুৎগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্বস্রষ্টা, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং রজ ও তমোগুণ যাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, সেই ভৃগু প্রমুখ সত্ত্বগুণ-প্রধান মুনিগণও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না, অতএব মায়ামোহিত অন্যান্য জীবেরা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তেমনই জীবও সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্যের দ্বারা জানতে পারে না।"

"ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। তিনি সকলের অধীশ্বর। তিনি মায়াধীশ। তাঁর রূপ, গুণ এবং স্বভাব রয়েছে; তেমনই তাঁর দূত বৈষ্ণবদের রূপ, গুণ এবং স্বভাবও তাঁরই মতো সুন্দর। তাঁরা সর্বদা এই জগতে

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। শ্রীবিষ্ণুর সেই ভৃত্যরা দেবতাদেরও পূজ্য, তাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো এবং তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। বিষ্ণুদূতেরা শত্রুর কবল থেকে, আমার থেকে এবং দৈব-দুর্বিপাক থেকেও ভগবদ্ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। প্রকৃত ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন, সেই মহান ঋষিগণও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তা হলে অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চারণদের আর কি কথা। ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিল (দেবহূতি-পুত্র), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি—আমরা এই বারো জন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভৃত্যগণ, এই দিব্য ধর্ম যা ভাগবত-ধর্ম বা ভগবৎ-প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তা-ই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।"

"হে পুত্রসদৃশ ভৃত্যগণ, ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য দর্শন কর। মহাপাপী অজামিল তার পুত্রকে সম্বোধন করে, অজ্ঞাতসারে, এই নাম গ্রহণ করার ফলে নারায়ণ-স্মৃতিহেতু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অতএব বুঝতে হবে যে, ভগবানের নাম, গুণ এবং কর্মের কীর্তনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। পাপ মোচনের জন্য এটিই একমাত্র উপদিষ্ট পন্থা। কেউ যদি নিরপরাধে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই উচ্চারণ অশুদ্ধ হলেও তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অজামিল ছিলেন অত্যন্ত পাপী, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণের ফলে, তিনি পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি প্রমুখ ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণ দ্বাদশ মহাজন বর্ণিত ভাগবত ধর্মের রহস্য অবগত হতে পারেননি। তাঁরা ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। যেহেতু তাঁদের মন বেদে উল্লিখিত, বিশেষ করে যজুর্বেদ, সামবেদ এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত কর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট, তাই তাঁদের বুদ্ধি জড়ীভূত হয়ে গেছে। এইভাবে তাঁরা জড়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া আদি অনিত্য ফল লাভের জন্য কর্ম অনুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহেই ব্যস্ত। তাঁরা সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতিই আগ্রহশীল। অতএব, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আকর সর্বান্তর্যামী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের বিবেচনা করেন। তাঁরা আমার দণ্ডার্হ নন। সাধারণত তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন না, কিন্তু যদি ভ্রমবশত, প্রমাদবশত অথবা মোহবশত তাঁরা কখনও কোন পাপ করেনও তবু তাঁরা নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পান।"

"হে দূতগণ, তোমরা কখনও এই প্রকার ভক্তদের কাছে যেও না, কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। তাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী এবং তাঁদের গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধরা গান করেন। তাঁদের কাছে পর্যন্ত তোমরা যেও না। ভগবানের গদা তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে এবং ব্রহ্মা, আমি এমন কি কাল পর্যন্ত তাঁদের দণ্ড দিতে পারে না। পরমহংস হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের জড় সুখভোগের প্রতি কোন আসক্তি নেই এবং যাঁরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু পান করেন। হে দূতগণ, যারা সেই পরমহংসদের সঙ্গ করে না, যাদের সেই মধুপানে কোন রকম স্পৃহা নেই এবং যারা নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহস্থ-জীবন এবং জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তাদেরই আমার কাছে দণ্ডদানের জন্য আনয়ন করো। হে ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত পাপীদেরই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর যারা মনুষ্য

জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।"

(তারপর যমরাজ নিজেকে এবং তাঁর ভৃত্যদের অপরাধী বলে মনে করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন।) "হে ভগবান্, অজামিলের মতো একজন বৈষ্ণবকে গ্রেপ্তার করে আমার ভৃত্যরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছে। হে নারায়ণ, হে পুরাণ পুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান্, যেহেতু আপনি পরম দয়ালু এবং সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত, তাই দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুনন্দন, ভগবানের নাম-সংকীর্তন গুরুতর পাপ-সমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তা অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্যেরাও নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অবলম্বন করে। নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম এবং তাঁর কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে অনায়াসেই শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, যা হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিধৌত করে। তা যেভাবে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে, ব্রত আদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তা পারে না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানরত ভক্তেরা প্রকৃতির তিন গুণের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ-দুর্দশা প্রদানকারী জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কখনও আসক্ত হন না। তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে রত হন না। কিন্তু, যারা বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় অবহেলা করার ফলে, কাম-বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে কখনও কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হওয়ার ফলে, তারা পুনরায় সেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যমদূতেরা তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের এবং তাঁর নাম, যশ ও গুণাবলীর মহিমা শ্রবণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করা মাত্রই তাঁদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতেও ভয় করে। কুম্ভ-উদ্ভূত মহর্ষি অগস্ত্য যখন মলয় পর্বতে অবস্থান করে ভগবানের আরাধনায় রত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই অত্যন্ত গোপনীয় ইতিহাস বলেছিলেন।"

● ● ●

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে ভগবন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, নর, নাগ, পশু ও পক্ষীদের সৃষ্টির বৃত্তান্ত আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা সবিস্তারে জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমি জানতে চাই।"

সূত গোস্বামী বললেন—(নৈমিষারণ্যে সমবেত) "হে মহর্ষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে, মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশংসা করে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র তপস্যা সমাপন করে যখন সমুদ্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সারা

পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করার ফলে, বৃক্ষসমূহের প্রতি প্রচেতাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাঁরা সেই বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করার বাসনায় তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ হতে দেখে, বনস্পতিদের রাজা চন্দ্রদেব প্রচেতাদের ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললেন। হে মহা ভাগ্যবানগণ, এই দীন বৃক্ষরাজিকে দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নয়। আপনাদের কর্তব্য প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবদের পতি, এমন কি তিনি ব্রহ্মা আদি প্রজাপতিদেরও পতি। সেই সর্বব্যাপক এবং অব্যয় প্রভু সমস্ত জীবদের ভক্ষ্য অন্নরূপে এই সমস্ত বনস্পতি এবং ওষধি সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ফল ও ফুল পতঙ্গ এবং পক্ষীদের খাদ্য; ঘাস আদি পদহীন জীবেরা গো-মহিষ আদি চতুষ্পদ প্রাণীদের খাদ্য; যে সমস্ত প্রাণী তাদের সামনের পা দুটিকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে না, তারা থাবাযুক্ত ব্যাঘ্র আদি পশুর খাদ্য; এবং হরিণ, ছাগল আদি চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য ইত্যাদি মানুষদের খাদ্য।"

"হে নির্মল আত্মাগণ, আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হি এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনাদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব কিভাবে আপনারা এই সমস্ত বৃক্ষ এবং ওষধি ভস্মীভূত করছেন, যা প্রজাদের জীবন ধারণের উপযোগী? আপনাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রমুখ মহাত্মারা যে সৎ মার্গ অনুসরণ করেছেন, মানুষ, পশু এবং বৃক্ষরূপ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সেই মার্গ আপনারাও অনুসরণ করুন। ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে সংগত নয়। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করুন। পিতা-মাতা যেমন শিশুদের বন্ধু এবং রক্ষক, পলক যেমন চক্ষুর রক্ষক, পতি যেমন স্ত্রীর পালক এবং রক্ষক, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুকদের পালক এবং জ্ঞানী যেমন অজ্ঞানীর বন্ধু, তেমনই রাজা প্রজাদের রক্ষক এবং প্রাণদাতা। বৃক্ষও রাজার প্রজা। তাই তাদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবান মানুষ-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ আদি স্থাবর অথবা জঙ্গম, সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই আপনারা প্রতিটি প্রাণীকেই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভূমি বা মন্দির বলে দর্শন করুন। এই প্রকার দর্শনের দ্বারা আপনারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন। বৃক্ষরূপী এই সমস্ত জীবদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করা আপনাদের উচিত নয়। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর বলবান ক্রোধ যা আকাশ থেকে পড়ার মতো হঠাৎ দেহে জেগে ওঠে, তা সংযত করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই দীন বৃক্ষগুলিকে দহন করার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত বৃক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের মঙ্গল হোক। আপনাদেরও মঙ্গল হোক। এখন আপনারা বৃক্ষদের দ্বারা পালিতা 'মারিষা' নাম্নী অতি সুন্দরী এবং গুণান্বিতা এই কন্যাটিকে আপনাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে, চন্দ্রাধিপতি সোমদেব প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতারা প্রম্লোচার সেই অতি সুন্দরী গুরুনিতম্বিনী কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন। সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতারা দক্ষ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন।"

"দুহিতৃবৎসল প্রজাপতি দক্ষ যেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমার কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মনের দ্বারা প্রথমে দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, পশু, জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথাযথভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন। সেই পর্বতের নিকটে অঘমর্ষণ নামক একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসন্ধ্যা স্নান-আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন এবং সেই স্তুতির ফলে ভগবান শ্রীহরি

যেভাবে দক্ষের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব।"

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান মায়া ও মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের অতীত। তিনি অব্যভিচারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত এবং তিনি জীব ও মায়াশক্তির নিয়ন্তা। বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড় জগৎকে সব কিছু বলে মনে করে, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের অতীত। তাই তিনি স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। (রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দ) ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়গুলি যেমন জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে তাদের অনুভব করে, তেমনি বদ্ধ জীব পরমাত্মার সঙ্গে দেহে নিবাস করলেও বুঝতে পারে না, সমগ্র জড় সৃষ্টির ঈশ্বর কিভাবে সেই পরম পুরুষ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করেন। সেই পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যেহেতু দেহ, প্রাণ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) হচ্ছে জড় তত্ত্ব, তাই তারা তাদের স্বীয় প্রকৃতি জানতে পারে না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাদের নিয়ন্তাদের প্রকৃতিও জানতে পারে না। কিন্তু জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে, তার দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে জানতে পারে এবং তাদের মূল স্বরূপ তিন গুণকেও জানতে পারে। জীব যদিও সম্পূর্ণরূপে সেগুলি সম্বন্ধে অবগত, তবুও সে সর্বজ্ঞ অসীম পরম পুরুষকে জানতে পারে না। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারও চেতনা যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যাঁর চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না এবং সুষুপ্তিতে যাঁর চিত্তের লয় হয় না, তিনি সমাধি স্তর প্রাপ্ত হন। জড় দর্শন এবং মনের স্মৃতি, যা নাম ও রূপ প্রকাশ করে, তা তখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিতে কেবল ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ চিন্ময় অন্তঃকরণে যাঁকে দর্শন করা যায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বৈদিক কর্মকাণ্ডে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা যেমন পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রের দ্বারা কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে বৈদিক মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন, তেমনই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে উন্নত চেতনা সমন্বিত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাসমন্বিত, তাঁরা হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন। হৃদয় জড়া প্রকৃতির তিন গুণ এবং নয়টি উপাদানের দ্বারা (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র) এবং পঞ্চ মহাভূত ও দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই সপ্তবিংশতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। মহান যোগীরা পরমাত্মারূপে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তখনি তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং তাঁর সেবাবৃত্তির প্রভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানকে জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিবিধ চিন্ময় নামের দ্বারা সম্বোধন করা যায়। সেই পরমেশ্বর ভগবান কখন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন? জড় শব্দের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত হয়, বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যা কিছু গ্রাহ্য হয় অথবা মনের দ্বারা যা সংকল্পিত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টির অতীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বকারণের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রলয়ের পরেও থাকবেন। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুরই পরম আশ্রয় এবং উৎস। সব কিছুই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, সব কিছুই তাঁর এবং সব কিছুই তাঁকে নিবেদন করা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম লক্ষ্য, তিনি নিজেই করুন অথবা অন্যদের দিয়েই করান, তিনিই হচ্ছেন পরম কর্তা। উচ্চাবচ বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি পরমব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত কার্য-কারণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাঁর

কোন কারণ নেই। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয়-অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দুটি পক্ষ রয়েছে—আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিকেরা, যারা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে, তারা যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কারণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা, যারা কেবল জড় উপাদানের বিশ্লেষণ করে, তারা নির্বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভগবান, পরমাত্মা এমন কি ব্রহ্মকেও পরম কারণরূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা জড়া প্রকৃতির অনাবশ্যক বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপে মগ্ন থাকে। কিন্তু, চরমে উভয় পক্ষই এক পরম সত্যকে স্বীকার করে, কারণ বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করলেও তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পরম কারণ। তারা উভয়েই সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই পরমব্রহ্মকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান জড় নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ রহিত। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবারত ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে তাঁর চিন্ময় নাম এবং রূপ প্রকাশ করেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হন। বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধবিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই রূপবিশিষ্ট হয়, তেমনই ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিম্ন স্তরের উপাসনা মার্গে, তাঁর আদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে দেবতারূপে প্রকাশিত হন। সেই সমস্ত অন্য রূপের কি প্রয়োজন? আদি পুরুষ ভগবান কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, দক্ষের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাভুজ আজানুলম্বিত। সেই আট হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা—এই আটটি অস্ত্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরনে ছিল পীত বসন এবং অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম। তাঁর নয়ন ও বদন অত্যন্ত প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে আপাদ-বিলম্বিত বনমালা। তাঁর বক্ষ কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মস্তকে মহা উজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল এবং তাঁর কর্ণযুগল মকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল স্বর্ণমেখলা, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় এবং চরণযুগলে নূপুর। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অখিল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্ষদসমূহ, ইন্দ্র আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থেকে স্তব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। ভগবানের সেই পরম আশ্চর্য জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে একটু ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। ঝর্ণার জলপ্রবাহে নদী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনই অত্যন্ত আনন্দে দক্ষের ইন্দ্রিয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে দক্ষ কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি কেবল ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়ে রইলেন। প্রজাপতি দক্ষ কিছু না বলতে পারলেও, সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান তাঁর ভক্তকে প্রজাবৃদ্ধির বাসনায় তাঁর সম্মুখে সেইভাবে প্রণত দেখে, তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে মহাভাগ্যবান প্রাচেতস, যেহেতু তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাই আমার প্রতি তুমি পরম ভক্তি লাভ করেছ। প্রকৃতপক্ষে, তোমার পরম ভক্তিযুক্ত তপস্যার প্রভাবে তোমার জীবন এখন পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তুমি পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ।"

"হে প্রজাপতি দক্ষ, তুমি বিশ্ব সংসারের মঙ্গল এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করেছ। আমিও চাই

যে, এই জগতের সকলেই সুখী হোক। তুমি যেহেতু সারা জগতের মঙ্গল সাধন করে আমার বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। ব্রহ্মা, শিব, মনু, সমস্ত দেবতা এবং তোমরা প্রজাপতিরা সকলেই সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য করছ। তোমরা সকলে আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতার বিশেষ।"

"হে ব্রাহ্মণ, ধ্যানরূপ তপস্যা আমার হৃদয়, মন্ত্ররূপে বৈদিক জ্ঞান আমার দেহ, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ভক্তিভাব আমার আকৃতি, সুনিষ্পন্ন যজ্ঞ আমার অঙ্গ, পুণ্যকর্ম অথবা সুকৃতি আমার মন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে আমার আদেশ পালনকারী দেবতারা আমার প্রাণ। এই জড় সৃষ্টির পূর্বে, আমার বিশেষ চিন্ময় শক্তিসহ আমিই কেবল ছিলাম। চেতনা তখন অপ্রকাশিত ছিল, ঠিক যেমন নিদ্রিত অবস্থায় কারও চেতনা অপ্রকাশিত থাকে। আমি অনন্ত গুণের উৎস এবং তাই আমি অনন্ত অথবা সর্বব্যাপ্ত নামে পরিচিত। আমার মায়াশক্তি থেকে আমারই মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার উৎসস্বরূপ অযোনিজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন। আমারই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভু) যখন সৃষ্টিকার্যে উদ্যত হয়ে নিজেকে অসমর্থ বলে মনে করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে উপদেশ প্রদান করেছিলাম। সেই উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই বিভু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন।"

"হে বৎস দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের অসিক্নী নামক একটি কন্যা রয়েছে। তাকে আমি তোমায় প্রদান করছি, তুমি তাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর। তুমি স্ত্রী-পুরুষের রতিরূপ ধর্ম অবলম্বন করে, প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই কন্যার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। তুমি যে শত-সহস্র সন্তান উৎপাদন করবে, তারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তোমার মতো মৈথুনভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু তোমার এবং তাদের উপর আমার কৃপার প্রভাবে, তারা আমার পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে ভক্তি সহকারে তা আমাকে উপহার দেবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে এইভাবে বলে, স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তুর মতো সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।"

❋ ❋ ❋

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্চজনীর (অসিক্নীর) গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত।"

"হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষের সেই সমস্ত পুত্রদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নম্র এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার অত্যন্ত বাধ্য। তাঁদের পিতা যখন তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। পশ্চিমে যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণসর নামক একটি তীর্থস্থান রয়েছে। বহু মুনি ঋষি এবং সিদ্ধগণ সেই স্থানে বাস করেন। হর্যশ্বরা সেই পবিত্র তীর্থের জল স্পর্শ করে ও তাতে স্নান করে বিশেষভাবে পবিত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পারমহংস-

ধর্মে মতি হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু তাঁদের পিতা তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যারত হর্যশ্বদের দেখতে পেয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে হর্যশ্বগণ, তোমরা পৃথিবীর অন্ত দর্শন করনি। সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে কেবল একজন মানুষ বিরাজ করেন। সেখানে একটি গর্ত রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ বেরিয়ে আসে না। সেখানে একটি স্ত্রী রয়েছে যে অত্যন্ত অসতী এবং সে বিভিন্ন মনোহর বসনের দ্বারা নিজেকে সাজায়, আর সেখানে এক পুরুষ আছে যে তার পতি। সেই রাজ্যে একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। সেখানে একটি আশ্চর্য গৃহ রয়েছে, যা পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত, একটি হংস রয়েছে, যে বহুবিধ শব্দ করে এবং একটি বস্তু আছে যা ক্ষুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা সেই সব দর্শন করনি; সুতরাং তোমরা উন্নত-জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ বালক। অতএব তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে কি করে? হায়, তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ, কিন্তু তোমরা তাঁর প্রকৃত আদেশ জান না। সুতরাং তোমাদের পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, তোমরা কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নারদ মুনির সেই হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে, হর্যশ্বেরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই তা বিচার করতে লাগলেন।"

"(হর্যশ্বরা নারদ মুনির বাণীর অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—) 'ভূ' ('পৃথিবী') শব্দের অর্থ কর্মক্ষেত্র। কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন যে জড় শরীর, তা হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র এবং তা তাকে ভ্রান্ত উপাধি প্রদান করে। জীব স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা তার ভববন্ধনের মূলস্বরূপ। কেউ যদি মূর্খতাবশত এই অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা না করে, তা হলে তার অনিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ রয়েছেন। হর্যশ্বেরা তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।) একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি সর্বত্র সব কিছুর পর্যবেক্ষক। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, কারণ তিনি সর্বদা এই জড় সৃষ্টির অতীত। মানব-সমাজ যদি তাদের উন্নত জ্ঞান এবং কার্যকলাপের দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে না জেনে, কেবল তাদের অনিত্য সুখভোগের জন্য দিন-রাত কুকুর-বেড়ালের মতো পরিশ্রম করে, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপে কি লাভ?"

"(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি বিল বা ছিদ্র রয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। হর্যশ্বরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পাতালে প্রবেশ করলে যেমন সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না, তেমনি বৈকুণ্ঠ ধামে (প্রত্যগ্-ধাম) প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর এই জড় জগতে কেউ ফিরে আসে না। এমন কোন স্থান যদি থাকে, যেখানে গেলে আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, তা হলে সেই স্থানটি দর্শন না করে বা জানবার চেষ্টা না করে, কেবল বানরের মতো এই জড় জগতে লাফালাফি করলে কি লাভ হবে?'

"(নারদ মুনি এক বেশ্যা রমণীর বর্ণনা করেছেন। হর্যশ্বেরা সেই রমণীকে চিনতে পেরেছেন।) রজোগুণ সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে। তা বুঝতে না পেরে মানুষ যদি অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, তাতে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি এক বেশ্যাপতি পুরুষের কথাও বলেছেন। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনাটি এইভাবে বুঝেছিলেন—) কেউ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তেমনই, কলুষিত বুদ্ধিমত্তা সমন্বিত ব্যক্তি তার জড়-জাগতিক জীবনকে বর্ধিত করে। জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সে তার বুদ্ধির গতি অনুসরণ করে, যার ফলে সে বিভিন্ন সুখ এবং দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কেউ যদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার ফলে কি লাভ হয়?"

"(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনার তাৎপর্য

উপলব্ধি করেছিলেন।) সৃষ্টি এবং প্রলয়কারিণী মায়াই সেই নদী। তাই সেই নদীটি উভয় দিকে প্রবাহিত। কেউ যদি অজ্ঞানবশত সেই নদীতে পতিত হয়, তা হলে সে তার তরঙ্গে নিমজ্জিত হয় এবং যেহেতু তটের নিকটে সেই নদীর বেগ অত্যন্ত প্রবল, তা সে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। মায়ারূপ সেই নদীতে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত একটি গৃহের কথা বলেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয় এবং পরম পুরুষরূপে তিনি কার্য ও কারণের পরিচালক এবং প্রকাশক। কেউ যদি সেই পরম পুরুষকে না জেনে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি একটি হংসের কথা বলেছেন। এই ভাবে সেই হংসটির তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে।) বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জড় এবং চিন্ময় শক্তির উৎস ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, যিনি সব কিছুর সার গ্রহণ করেন এবং বন্ধনের কারণ ও মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করেন। শাস্ত্রের বাণী বিবিধ শব্দ-তরঙ্গ সমন্বিত। কোন মূর্খ যদি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে অনিত্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে?"

"(নারদ মুনি ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত একটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকটির অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) কালের গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ, যেন তা ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অপ্রতিহতভাবে কাল সারা জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে। কেউ যদি এই কালচক্রকে জানার চেষ্টা না করে অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূর্খতাবশত মানুষ কিভাবে তার পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে। এই প্রশ্নের অর্থ হর্যশ্বেরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) শাস্ত্রনির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রের উপদেশ শিক্ষা লাভের ফলে এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। তাই, শাস্ত্র হচ্ছেন প্রকৃত পিতা। সমস্ত শাস্ত্রে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি তার পিতার বা শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে সে মূর্খ। জড় দেহের পিতার যে আদেশ পুত্রকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে, তা প্রকৃত পিতার উপদেশ নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে, প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উপদেশ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন। সেই মহর্ষিকে তাঁদের গুরুদেবরূপে বরণ করে তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং যে পথে গেলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না, তাঁরা সেই পথে গমন করেছিলেন। সপ্ত স্বর—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত সেগুলি এসেছে সামবেদ থেকে। দেবর্ষি নারদ ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই আদি চিন্ময় মহামন্ত্রের কীর্তনের প্রভাবে মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। হর্যশ্বদের উদ্ধার করার পর, নারদ মুনি ভগবান শ্রীহৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করে সমস্ত গ্রহলোকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।"

"প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুশীল এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নারদ মুনির উপদেশে তাঁরা তাঁদের পিতার আদেশের প্রতি বিমুখ হন। দক্ষ যখন সেই সংবাদ পান, যা নারদ মুনিই তাঁর কাছে বহন করে এনেছিলেন, তখন তিনি শোক করতে শুরু করেন। এই প্রকার সুসন্তানদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য এটি শোচনীয় বিষয়ই ছিল।"

"প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁর পুত্রদের হারিয়ে শোক করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে

আরও এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই পুত্রেরা সবলাশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য সবলাশ্বেরাও নারায়ণ সরোবরে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা নারদ মুনির উপদেশ পালন করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তপস্যা করার দৃঢ়ব্রত ধারণ করে সবলাশ্বেরা সেই তীর্থে অবস্থান করেছিলেন। দক্ষের দ্বিতীয় সন্তানের দলটি নারায়ণ সরোবরে তাঁদের অগ্রজদের মতই তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করে হৃদয়ের সমস্ত জড় বাসনারূপ কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র জপ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা কয়েক মাস কেবল জল পান এবং বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করে তাঁরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে / বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি (আমরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন। যেহেতু তিনি পরম পুরুষ (পরমহংস), তাই আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।)"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, নারদ মুনি প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যারত দক্ষ-পুত্রদের কাছে এসে, পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের যেভাবে গূঢ় অর্থ সমন্বিত উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁদেরও দিলেন। হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হর্যশ্বদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ, অতএব তাদের মার্গ অনুসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ভ্রাতা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি তাঁর অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অতি উন্নত সেই সমস্ত পুণ্যবান ভ্রাতারা মরুৎ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৎসল দেবতাদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পান।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে আর্য, যাঁর দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের এই উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দক্ষের পুত্ররা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা না করে তাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সবলাশ্বেরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা লভ্য সর্বতোভাবে সমীচীন পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাই পশ্চিম দিকে চলে গেছে যে রাত্রি, তার মতো তাঁরা আজও ফিরে আসেননি। এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহু অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করেছিলেন এবং তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে, সবলাশ্ব নামক তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। দক্ষ যখন শুনলেন যে, সবলাশ্বরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিলেন। নারদ মুনির সঙ্গে যখন দক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ক্রোধে দক্ষের অধর কম্পিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'হায়, নারদ মুনি, আপনি কেবল সাধুর বেশই ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধু নন। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকলেও আমিই সাধু। আমার পুত্রদের ত্যাগের পথ প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছেন।' "

"আমার পুত্রেরা ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও বিবেচনা করেনি। হে নারদ মুনি, হে মূর্তিমান পাপ, আপনি তাদের ইহলোক এবং পরলোকে মঙ্গল প্রাপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, কারণ তারা এখনও ঋষি, দেবতা এবং পিতৃদের কাছে ঋণী।"

"এইভাবে আপনি জীবেদের প্রতি হিংসা করছেন এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে একজন ভগবৎ-পার্ষদ বলে দাবি করে আপনি ভগবানের যশ নাশ করছেন। আপনি অনভিজ্ঞ বালকদের চিত্তে অনর্থক সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাই আপনি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর। আপনি কিভাবে ভগবৎ-পার্ষদদের মধ্যে বিচরণ করতে পারেন? আপনি ছাড়া ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তেরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং তাদের মঙ্গল সাধনে অত্যন্ত উৎসুক। যদিও আপনি ভগবদ্ভক্তের বেশ পরিধান করেন, তবুও আপনার প্রতি যাঁরা শত্রুভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গেও আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন। আপনি বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী এবং বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

ভক্ত হওয়ার ভান করে এই সমস্ত জঘন্য কার্য করতে আপনার লজ্জা হয় না?"

"আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আপনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তা হলে আমি বলব যে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবল আপনার মতো বেশ পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না। জড় সুখভোগই যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ, তা বিষয়ভোগ না করে জানা যায় না। নিজে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করলে ভোগবাসনা ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বিষয়ভোগ করতে করতে যখন বোঝা যায় এই জড় জগৎ কত দুঃখময়, তখন অন্যদের সাহায্য ব্যতীতই জড় সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। যাদের মন অন্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের বৈরাগ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিদের মতো হতে পারে না। আমি যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহস্থ আশ্রমে বাস করি, তবুও আমি সৎভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পাপহীন জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। আমি দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি। যেহেতু এই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় ব্রত, তাই আমি গৃহব্রত নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি অকারণে আমার পুত্রদের সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আপনি আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছেন। যা কেবল একবার মাত্র সহ্য করা যায়। আপনি একবার আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং এখন আপনি আবার সেই অশুভ কার্য করেছেন। তাই আপনি মূঢ় এবং অন্যদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না। তাই আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং আপনি কোথাও স্থান পাবেন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, নারদ মুনি যেহেতু একজন সর্বসম্মত সাধু, তাই প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তদ্ বাঢ়ম্—'হ্যাঁ, আপনি ভাল কথাই বলেছেন। আমি এই অভিশাপ গ্রহণ করছি।' নারদ মুনিও দক্ষকে প্রতিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন সহিষ্ণু এবং উদার সাধু।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষকন্যাদের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রাচেতস নামে পরিচিত প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর পত্নী অসিক্নীর গর্ভে ষাটটি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই তাঁদের পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণা ছিলেন। তিনি দশটি কন্যা ধর্মরাজকে, তেরটি কশ্যপকে (প্রথমে বারোটি এবং তারপর একটি), সাতাশটি চন্দ্রদেবকে এবং অঙ্গিরা, কৃশাশ্ব ও ভূতকে দুটি দুটি করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। অন্য চারটি কন্যা তিনি কশ্যপকে সম্প্রদান করেছিলেন। (এইভাবে কশ্যপ সর্বসমেত সতেরটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।) এখন আপনি আমার কাছে এই সমস্ত কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁরা ত্রিভুবন পূর্ণ করেছেন।"

"যমরাজকে যে দশটি কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের নাম ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্তা এবং সঙ্কল্পা। এখন তাঁদের পুত্রদের নাম শ্রবণ করুন। হে রাজন্, ভানুর গর্ভে দেবঋষভ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ইন্দ্রসেন নামক

একটি পুত্রের জন্ম হয়। লম্বার গর্ভে বিদ্যোত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়, বিদ্যোত থেকে মেঘসমূহ জন্মগ্রহণ করেছেন। ককুদের গর্ভে সঙ্কট নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সঙ্কট থেকে কীকট নামক পুত্রের জন্ম হয়। কীকট থেকে দুর্গা নামক দেবতাদের জন্ম হয়। যামির থেকে স্বর্গ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্গ থেকে নন্দির জন্ম হয়। বিশ্বার পুত্রেরা হচ্ছেন বিশ্বদেবগণ, তাঁদের কোন সন্তান নেই। সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণের জন্ম হয় এবং সাধ্যগণ থেকে অর্থসিদ্ধি জন্মগ্রহণ করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্ এবং জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্ত ভগবান বাসুদেবের অংশ; তিনি উপেন্দ্র নামে পরিচিত। মুহূর্তার গর্ভে মৌহূর্তিক নামক দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতারা জীবদের স্ব-স্ব কালজাত কর্মফল প্রদান করেন। সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প থেকে কামের জন্ম হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু। তাঁদের নাম আমার কাছে শ্রবণ করুন—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। এঁরাই অষ্টবসু নামে বিখ্যাত। দ্রোণ নামক বসুর পত্নী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয় আদি নামক পুত্রদের জন্ম হয়। প্রাণের পত্নী ঊর্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরনির গর্ভ থেকে বিবিধ পুরসমূহ উৎপন্ন হয়। অর্কের পত্নী বাসনার গর্ভে তর্ষ আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। অগ্নি নামক বসুর ভার্যা ধারা দ্রবিণক আদি বহু পুত্র প্রসব করেন। অগ্নির আর এক পত্নী কৃত্তিকার গর্ভে স্কন্দ বা কার্তিকেয়র জন্ম হয়। স্কন্দ থেকে বিশাখ আদি পুত্রের জন্ম হয়। দোষ নামক বসুর ভার্যা শর্বরীর গর্ভে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত শিশুমার নামক পুত্রের জন্ম হয়। বাস্তু নামক বসুর পত্নী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন আকৃতীর পতি। তাঁদের থেকে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়। বিশ্বদেব এবং সাধ্যগণ এই মনুর পুত্র। বিভাবসুর পত্নী ঊষা ব্যুষ্ট, রোচিষ এবং আতপ নামক তিনটি পুত্র প্রসব করেন। আতপ থেকে পঞ্চযাম বা দিবসের উৎপত্তি হয়, যিনি জীবদের স্বীয় কর্মে অনুপ্রাণিত করেন। ভূতের পত্নী সরূপার গর্ভে যে কোটি সংখ্যক রুদ্রের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে এগার জন প্রধান। সেই একাদশ রুদ্রের নাম রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, বহুরূপ এবং মহান্। ভূতের অপর পত্নীর গর্ভে একাদশ রুদ্রের সহচর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রেত, বিনায়ক প্রভৃতির জন্ম হয়। প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা এবং সতী নামক দুই পত্নী। স্বধা নাম্নী পত্নী সমস্ত পিতৃদের তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস বেদকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কৃশাশ্বের অর্চিস্ এবং ধিষণা নামক দুই পত্নী। অর্চিস্ নামক পত্নীর গর্ভে তিনি ধূমকেতু এবং ধিষণার গর্ভে দেবশিরা, দেবল, বয়ুন এবং মনু নামক চার পুত্র উৎপাদন করেন। তার্ক্ষ্য অর্থাৎ কশ্যপের চার পত্নী—বিনতা (সুপর্ণা), কদ্রু, পতঙ্গী এবং যামিনী। পতঙ্গী নানা প্রকার পক্ষীদের প্রসব করেন এবং যামিনী শলভগণকে প্রসব করেন। বিনতা (সুপর্ণা) ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং সূর্যের রথের সারথি অনূরু বা অরুণ—এই দুটি পুত্র প্রসব করেছেন। কদ্রুর গর্ভে বিভিন্ন প্রকার নাগদের জন্ম হয়।"

"হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃত্তিকা আদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রদেবের পত্নী ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে 'যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হও' বলে অভিশাপ প্রদান করেন। তাই তাঁর কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয়নি। তারপর চন্দ্রদেব বিবিধ বিনয় বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করে কলাসমূহকে লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান লাভ করতে পারেননি। এই কলাসমূহ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় হয় এবং শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন কশ্যপের পত্নীদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁদের গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণকারী সমস্ত প্রাণীদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রবণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। তিমির গর্ভে সমস্ত জলচর প্রাণীর জন্ম হয় এবং সরমার গর্ভে সিংহ, ব্যাঘ্র আদি সমস্ত হিংস্র জন্তুদের জন্ম হয়।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুরভির গর্ভ থেকে মহিষ, গাভী এবং দুই খুরবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তুরা জন্মগ্রহণ করে। তাম্রার গর্ভ থেকে শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি বিশাল শিকারী পক্ষীদের জন্ম হয় এবং মুনির গর্ভ থেকে অপ্সরাদের জন্ম হয়। ক্রোধবশার গর্ভ থেকে দন্দশূক নামক

সরীসৃপ, অন্যান্য সর্প এবং মশার জন্ম হয়। সমস্ত বৃক্ষলতার জন্ম হয় ইলার গর্ভ থেকে। সুরসার গর্ভে রাক্ষসদের জন্ম হয়। অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্বদের জন্ম হয় এবং অশ্ব আদি পশু, যাদের খুর বিভক্ত নয়, তাদের জন্ম হয়েছে কাষ্ঠার গর্ভে। হে রাজন্, দনুর গর্ভে একষট্টিটি পুত্রের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে আঠারো জন প্রধান। তাদের নাম—দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি এবং দুর্জয়। স্বর্ভানুর সুপ্রভা নামক এক কন্যা ছিল, নমুচির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহুষের পুত্র অত্যন্ত বলবান মহারাজ যযাতি বিবাহ করেন। দনুর পুত্র বৈশ্বানরের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা নামক চারটি অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। উপদানবীর সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের এবং ক্রতুর সঙ্গে হয়শিরার বিবাহ হয়। তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রজাপতি কশ্যপ বৈশ্বানরের অপর দুই কন্যা পুলোমা এবং কালকাকে বিবাহ করেন। এই দুই পত্নীর গর্ভে কশ্যপ নিবাতকবচ আদি ষাট হাজার পুত্র উৎপন্ন করেন, যারা পৌলোমা এবং কালকেয় নামে পরিচিত। তারা অত্যন্ত বলবান ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং তারা সর্বদা মুনি-ঋষিদের যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। হে রাজন্, আপনার পিতামহ অর্জুন যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি একাকী সেই সমস্ত দানবদের সংহার করেন এবং তার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির এক শত এক পুত্রের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে রাহু জ্যেষ্ঠ এবং অন্য এক শত কেতু। তারা সকলেই প্রভাবশালী গ্রহে স্থান লাভ করেছে।"

"এখন আমি ক্রমানুসারে অদিতির বংশ বর্ণনা করছি, আপনি তা শ্রবণ করুন। এই বংশে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অদিতির পুত্রদের নাম—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উরুক্রম। সূর্যদেব বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব নামক মনুর জন্ম হয়। সেই মহাভাগ্যবতী পত্নী সংজ্ঞাই যমদেবকে ও যমুনাকে যমজ সন্তানরূপে প্রসব করেন। তারপর যমী অশ্বিনীরূপ ধারণ করে যখন পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। সূর্যের অপর পত্নী ছায়া শনৈশ্চর এবং সাবর্ণি মনু—এই দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। তপতী সংবরণকে পতিরূপে বরণ করেন। অর্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে বহু জ্ঞানবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আত্ম অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি সমন্বিত, ব্রহ্মা তাঁদের মধ্য থেকে মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করেন। পূষার কোন সন্তান ছিল না। শিব যখন দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, পূষা তখন তাঁর দন্ত বিকশিত করে শিবকে দেখে হেসেছিলেন। তার ফলে তাঁর দন্ত-সমূহ ভগ্ন হয়েছে এবং তাই তাঁকে পিষ্টক ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে হয়। দৈত্যকন্যা রচনা ছিলেন প্রজাপতি ত্বষ্টার পত্নী। তাঁর গর্ভে সন্নিবেশ এবং বিশ্বরূপ নামক দুটি অত্যন্ত বীর্যবান পুত্রের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ যদিও তাঁদের চিরশত্রু দৈত্যদের ভাগিনেয় ছিল, তবুও দেবতারা তাঁদের গুরু বৃহস্পতিকে অপমান করার ফলে এবং তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন।"

সপ্তম অধ্যায়

দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে, দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর শিষ্য দেবতাদের কেন পরিত্যাগ করেছিলেন? দেবতারা তাঁর চরণে কি অপরাধ করেছিলেন? দয়া করে তা আমার কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত হয়ে বৈদিক সদাচার লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সভামণ্ডলে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতগ ও উরগেরা তাঁর সেবা এবং স্তব করছিলেন এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে অতি মধুর স্বরে গান করছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল শ্বেত ছত্র ইন্দ্রের মস্তকের উপর শোভা পাচ্ছিল এবং চামর, ব্যজন প্রভৃতি মহারাজ চক্রবর্তীর চিহ্নসমূহ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্র তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন মহর্ষি বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ইন্দ্র এবং দেবতাদের গুরুদেব এবং তিনি সুর ও অসুর সকলেরই সম্মানিত। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর গুরুদেবকে দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর আসন থেকে উঠে অভ্যর্থনা করলেন না অথবা তাঁর গুরুদেবকে আসন প্রদান করলেন না। এইভাবে ইন্দ্র তাঁকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করলেন না।"

"ভবিষ্যতে কি হবে বৃহস্পতি তা সবই জানতেন। ইন্দ্রের এই অসদ্ব্যবহার দর্শন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্র তার ঐশ্বর্য মদে মত্ত হয়েছে। যদিও তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে সমর্থ ছিলেন তবুও তিনি তা করেননি। তিনি মৌনভাবে সভা ত্যাগ করে তাঁর নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে তাঁর গুরুদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেই কথা বুঝতে পেরে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত সকলের সামনেই নিজের নিন্দা করতে লাগলেন। হায়, জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে, অল্পবুদ্ধিবশত আমি কি শোচনীয় অন্যায় করেছি। সভায় সমাগত গুরুদেবকে অভ্যর্থনা না করে, আমি তাঁকে অপমান করেছি। যদিও আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেবতাদের রাজা, তবুও আমি সামান্য ধনমদে মত্ত হয়ে অহঙ্কারের দ্বারা কলুষিত হয়েছি। এই জগতে এই ধন-ঐশ্বর্য কে গ্রহণ করতে চায়, যার ফলে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? হায়! আমার এই ঐশ্বর্যকে ধিক্। যদি কেউ বলে, 'রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য রাজা অথবা ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে না,' বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি ধর্মের নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং যারা ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পাথরের তৈরি নৌকায় করে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছে। যারা অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে, তারাও অচিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে, তেমনি যারা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে, তারা নরকগামী হয়, তাদের অনুগামীরাও তাদের সঙ্গে নরকে যায়।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"তাই আমি এখন সরলভাবে নিষ্কপটে দেবগুরু বৃহস্পতির চরণকমলে আমার মস্তক অবনত করব, কারণ তিনি সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে আহরণ করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বতোভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ। আমি আমার মস্তকের দ্বারা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করব। দেবরাজ ইন্দ্র যখন এইভাবে তাঁর নিজের সভায় চিন্তা করছিলেন এবং অনুতাপ করছিলেন, তখন পরম শক্তিমান গুরু বৃহস্পতি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে, তাঁর গৃহ ত্যাগ করে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা অদৃশ্য হয়েছিলেন,

কারণ বৃহস্পতি আধ্যাত্মিক চেতনায় দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন। ইন্দ্র যদিও অন্য দেবতাগণ সহ সর্বত্র বৃহস্পতিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন ইন্দ্র ভাবলেন, 'হায়, আমার গুরুদেব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আমার সৌভাগ্য লাভের আর কোন উপায় নেই।' ইন্দ্র যদিও দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তবুও তিনি মানসিক শান্তি পেলেন না।"

"ইন্দ্রের এই দুর্দশার কথা শুনে, দুষ্টমতি অসুরেরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অসুরদের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে দেবতাদের মস্তক, ঊরু, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ-সমূহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা উপায়ন্তর না দেখে অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।"

পরম শক্তিমান ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, অসুরদের বাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে দেবতারা তাঁর কাছে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করে বলতে লাগলেন—"হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তোমরা তোমাদের সভায় সমাগত বৃহস্পতিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করনি। যেহেতু তিনি পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে অবগত এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-দমনশীল, তাই তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অতএব এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা তাঁর প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করেছ। হে দেবতাগণ, বৃহস্পতির প্রতি তোমাদের অন্যায় আচরণের ফলেই তোমরা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়েছ। অসুরেরা তোমাদের থেকে দুর্বল, পূর্বে তারা কয়েকবার তোমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে, তা হলে তোমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে পরাজিত হলে কেন? হে ইন্দ্র, পূর্বে তোমার শত্রু দৈত্যরা তাদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে দুর্বল হয়েছিল, কিন্তু এখন গভীর ভক্তি সহকারে শুক্রাচার্যের আরাধনা করার ফলে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। শুক্রাচার্যের প্রতি তাদের ভক্তির বলে তারা এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, এখন তারা আমার ধামও অনায়াসে অধিকার করে নিতে পারে। শুক্রাচার্যের শিষ্য অসুরেরা তাদের গুরুর নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, দেবতাদের গণনাই করছে না। প্রকৃতপক্ষে, রাজা অথবা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ, গাভী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং যাঁরা সর্বদা এই তিনের পূজা করেন, তাঁদের কখনও অমঙ্গল হয় না। হে দেবতাগণ, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে তোমাদের গুরুরূপে বরণ কর। তিনি একজন শুদ্ধ, তপস্বী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। তোমরা যদি অসুরদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সহ্য করে তাঁর ভজনা কর, তা হলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এবং তাঁদের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত দেবতারা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, হে বিশ্বরূপ, তোমার মঙ্গল হোক। আমরা দেবতারা তোমার আশ্রমে অতিথিরূপে এসেছি। আমরা তোমার পিতৃতুল্য, তাই আমাদের সময়োচিত বাসনা পূর্ণ কর। হে ব্রাহ্মণ, পুত্রবান হলেও পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম, যাঁরা ব্রহ্মচারী, তাঁদের কথা আর কি বলব? যিনি উপনয়ন প্রদান করে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দান করেন, সেই আচার্য হচ্ছেন বেদের মূর্তি। তেমনই, পিতা ব্রহ্মার মূর্তি, ভ্রাতা ইন্দ্রের মূর্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্তি, ভগিনী দয়ার মূর্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্মের মূর্তি, অভ্যাগত অগ্নিদেবের মূর্তি এবং সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি। হে পুত্র, আমরা শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তুমি তোমার তপোবলের দ্বারা আমাদের সেই দুঃখ দূর কর। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর। তুমি যেহেতু পূর্ণরূপে পরব্রহ্মকে জেনেছ, তাই তুমি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত বর্ণের গুরু। আমরা তোমাকে আমাদের গুরু এবং পরিচালক রূপে বরণ করছি, যাতে তোমার তপোবলের প্রভাবে আমরা অনায়াসে শত্রুদের পরাজিত করতে পারি।"

"আমাদের কনিষ্ঠ বলে তুমি মনে কোন নিন্দার আশঙ্কা করো না, বৈদিক মন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিষ্টাচার প্রযোজ্য নয়। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু বৈদিক

মন্ত্র উচ্চারণে অধিক উন্নত হলে কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রণম্য। অতএব যদিও সম্পর্কের দিক দিয়ে তুমি আমাদের কনিষ্ঠ তবুও তুমিই আমাদের পুরোহিত হবে, সেই জন্য কোন সংকোচ করো না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত দেবতারা যখন মহা তপস্বী বিশ্বরূপকে তাঁদের পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—হে দেবতাগণ, পৌরোহিত্য পূর্বলব্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক বলে যদিও ধর্মশীল মুনিরা তার নিন্দা করেন, তবুও আমি কিভাবে আপনাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনারা ব্রহ্মাণ্ডের মহান অধ্যক্ষ। আমি আপনাদের শিষ্যসদৃশ এবং আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাই আমার নিজের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করব। হে বিভিন্ন লোকের অধীশ্বরগণ, শস্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণিকা গ্রহণ করে এবং হাটে পতিত শস্য গ্রহণ করে শিলোঞ্ছন বৃত্তির দ্বারাই আদর্শ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণেরা দেহ ধারণ করেন। এইভাবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তপস্যা করে নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন এবং সর্বপ্রকার বাঞ্ছনীয় পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন। যে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করে সুখভোগ করতে চান, তিনি অত্যন্ত নিচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সেই প্রকার পৌরোহিত্য আমি কিভাবে গ্রহণ করব? আপনারা সকলে আমার গুরুজন। তাই, পৌরোহিত্য নিন্দনীয় হলেও, আমি আপনাদের স্বল্পমাত্র প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি আমার ধন ও প্রাণ দিয়ে আপনাদের অনুরোধ সাধন করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাতপা বিশ্বরূপ দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে পরম উদ্যম এবং মনোযোগ সহকারে পৌরোহিত্য-কার্য সম্পাদন করেছিলেন। শুক্রাচার্যের বিদ্যার দ্বারা যদিও দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের ঐশ্বর্য রক্ষিত হয়েছিল, তবুও অত্যন্ত শক্তিমান বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ নামক এক সুরক্ষাত্মক স্তোত্র রচনা পূর্বক সেই মন্ত্রের দ্বারা দৈত্যদের ঐশ্বর্য আহরণ করে তা মহেন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। অত্যন্ত উদারমতি বিশ্বরূপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে যে গুহ্য মন্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিল এবং দৈত্য সৈন্যদের জয় করেছিল।"

অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণ-কবচ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু, যে বিষ্ণুমন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র অনায়াসে বাহন সহ শত্রু সৈন্যদের জয় করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে আমাকে বলুন। যে নারায়ণ-কবচের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে বধোদ্যত শত্রুদের জয় করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমাকে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবগণ কর্তৃক পুরোহিতরূপে নিযুক্ত বিশ্বরূপের কাছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যা বলেছিলেন, তা আমি বলছি, একাগ্র চিত্তে তা শ্রবণ করুন।"

বিশ্বরূপ বললেন—"যদি কোন ভয় উপস্থিত হয়, তা হলে হাত এবং পা ভালভাবে ধুয়ে তারপর, ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা / যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ / শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু

শ্রীবিষ্ণু—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আচমন করবে। তারপর কুশ গ্রহণ করে উত্তরমুখে মৌন অবলম্বনপূর্বক বসে শুদ্ধভাবে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেহের আটটি অঙ্গে অঙ্গন্যাস করবে এবং দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করে নারায়ণ-কবচের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে নিজেকে বন্ধন করবে। প্রথমে, ওঁ নমো নারায়ণায়—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করে হস্তের দ্বারা শরীরের আটটি অঙ্গ—পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, হৃদয়, উদর, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তক যথাক্রমে স্পর্শ করবে। তারপর বিপরীতভাবে অর্থাৎ 'য়' থেকে 'ওঁ' পর্যন্ত বর্ণসমূহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংহার-ন্যাস করে পুনরায় 'ওঁ' থেকে 'য়' পর্যন্ত বর্ণসকল মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমে উৎপত্তি-ন্যাস করবে। এইভাবে উৎপত্তি ন্যাস এবং সংহার-ন্যাস করা কর্তব্য। তারপর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে করন্যাস করবে। এই মন্ত্রের এক-একটি অক্ষর প্রণব যুক্ত করে, ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে বাম হাতের তর্জনী পর্যন্ত এই আটটি আঙ্গুলে আটটি বর্ণ ন্যাস করবে। তারপর অবশিষ্ট চারটি অক্ষর দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠের দুটি পর্বে ন্যাস করবে। তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'—এই ছয় অক্ষর সমন্বিত মন্ত্র ন্যাস করতে হবে, যথা হৃদয়ে 'ওঁ—এই বর্ণ ন্যাস করবে, পরে মস্তকে 'বি'—এই বর্ণ, ভ্রূযুগলের মধ্যে 'ষ'-কার, শিখাগুচ্ছে 'ণ'-কার, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বে' ন্যাস করবে। তারপর মন্ত্রজপকর্তা 'ন'-কার তাঁর দেহের সমস্ত সন্ধিস্থলে ন্যাস করে 'ম'-কারকে অন্তররূপে চিন্তা করে ধ্যান করবে। এইভাবে তিনি স্বয়ং মন্ত্রমূর্তি হবেন। তারপর অন্তিম 'ম'-কারের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত করে, পূর্ব দিক থেকে শুরু করে সর্বদিকে 'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। এইভাবে সমস্ত দিক এই মন্ত্ররূপ কবচের দ্বারা বন্ধন করা হবে। এই ন্যাস সমাপ্তির পর নিজেকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং ধ্যেয় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক বলে চিন্তা করতে হবে। তারপর নারায়ণ কবচ নামক মন্ত্র জপ করবে। যিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আসীন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা তাকে স্পর্শ করছেন এবং যিনি আট হাতে শঙ্খ, চক্র, ঢাল, খড়্গ, গদা, বাণ, ধনুক এবং পাশ ধারণ করে বিরাজ করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আট হাতের দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। তিনি সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি অণিমা, লঘিমা আদি অষ্ট ঐশ্বর্য সমন্বিত। জলে বরুণ দেবতার পার্ষদ হিংস্র জলজন্তুদের থেকে মৎস্যরূপী ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবলে যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান বামনদেব আমাকে স্থলে রক্ষা করুন। ভগবানের যে বিরাটস্বরূপ বিশ্বরূপ ত্রিলোক জয় করেছিল, তিনি আমাকে গগনমণ্ডলে রক্ষা করুন। যাঁর ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে দিকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং অসুর-পত্নীদের গর্ভ নিপতিত হয়েছিল, সেই হিরণ্যকশিপুর শত্রু ভগবান নৃসিংহদেব অরণ্য, যুদ্ধক্ষেত্র আদি দুর্গম স্থানে আমাকে রক্ষা করুন। পরম অবিনশ্বর ভগবানকে যজ্ঞের মাধ্যমে জানা যায় এবং তাই তিনি যজ্ঞেশ্বর নামে পরিচিত। তিনি বরাহ অবতাররূপে রসাতল থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ দশনাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন। তিনি আমাকে পথের মধ্যে দুর্বৃত্তদের থেকে রক্ষা করুন। পরশুরামরূপী ভগবান আমাকে পর্বত-শিখরে রক্ষা করুন এবং ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ আমাকে প্রবাসে রক্ষা করুন। অনাবশ্যক ধর্ম এবং প্রমাদবশত বিহিত কর্মের লঙ্ঘন থেকে নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। নররূপী ভগবান আমাকে গর্ব থেকে রক্ষা করুন, যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান আমাকে ভক্তিযোগের পতন হতে রক্ষা করুন এবং সমস্ত সৎ গুণের ঈশ্বর কপিলরূপী ভগবান আমাকে সংসার-বন্ধন থেকে রক্ষা করুন। ভগবান সনৎকুমার আমাকে কামবাসনা থেকে রক্ষা করুন, ভগবান হয়গ্রীব আমাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অবহেলা জনিত অপরাধ থেকে রক্ষা করুন। দেবর্ষি নারদ আমাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চনার অপরাধ থেকে রক্ষা করুন এবং কূর্মরূপী ভগবান আমাকে অশেষ নরক থেকে রক্ষা করুন। ভগবান ধন্বন্তরি শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্যাদি ভক্ষণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয় বিজয়ী ঋষভদেব আমাকে শীতোষ্ণাদি দ্বৈতভাব জনিত ভয় থেকে রক্ষা করুন। ভগবান যজ্ঞ আমাকে লোকের অপবাদ থেকে রক্ষা করুন এবং শেষরূপী ভগবান বলরাম আমাকে ক্রোধান্ধ সর্পদের থেকে রক্ষা করুন। ব্যাসদেব রূপী ভগবান আমাকে বৈদিক জ্ঞানের অভাব জনিত সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে রক্ষা করুন। ভগবান বুদ্ধদেব আমাকে

বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্যবশত বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বিমুখতারূপ প্রমাদ থেকে রক্ষা করুন এবং ধর্মরক্ষার জন্য যিনি অবতরণ করেন, সেই ভগবান কল্কিদেব আমাকে কলিযুগের কলুষ থেকে রক্ষা করুন। দিনের প্রথম ভাগে ভগবান কেশব তাঁর গদার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, দিনের দ্বিতীয় ভাগে সর্বদা বেণুবাদনরত গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করুন, সর্বশক্তি সমন্বিত নারায়ণ আমাকে দিনের তৃতীয় ভাগে রক্ষা করুন এবং দিনের চতুর্থ ভাগে চক্রহস্ত বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন। অসুরদের জন্য ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী ভগবান মধুসূদন দিনের পঞ্চম ভাগে আমাকে রক্ষা করুন, সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে প্রকাশিত ভগবান মাধব আমাকে রক্ষা করুন, রাত্রির প্রথম ভাগে ভগবান হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন এবং অর্ধরাত্রে ও নিশীথে (রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) ভগবান পদ্মনাভ আমাকে রক্ষা করুন। রাত্রির নিশীথকাল থেকে অরুণোদয় কাল পর্যন্ত বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্নধারী শ্রীভগবান আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যূষকালে অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থ ভাগে অসিধারী ভগবান জনার্দন আমাকে রক্ষা করুন, প্রভাতকালে দামোদর আমাকে রক্ষা করুন এবং প্রতি সন্ধি সময়ে কালমূর্তি ভগবান বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক বায়ুর সহায়তায় আগুন যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইভাবে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রখর প্রান্তভাগ বিশিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শত্রুদের ভস্মীভূত করুক। হে ভগবানের গদা, তোমার স্পর্শের ফলে বজ্রের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তুমি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমিও তাঁর দাস। অতএব তুমি দয়া করে আমাদের শত্রু—কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং গ্রহগণকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ কর। হে শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য, তুমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে শত্রুদের হৃদয় কম্পিত করে রাক্ষস, প্রমথ, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ এবং ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সমন্বিত ব্রহ্মরাক্ষসদের বিদূরিত কর। হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ, তুমি ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে আমার শত্রুদের খণ্ড খণ্ড কর। হে শতচন্দ্রাকৃতি মণ্ডল-বিশিষ্ট চর্ম (ঢাল), তুমি পাপাত্মা শত্রুদের চক্ষু আচ্ছাদন কর এবং তাদের পাপপূর্ণ চক্ষু অপহরণ কর। ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের কীর্তন দুষ্ট গ্রহের প্রভাব, উল্কাপাত, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ, সরীসৃপ, বৃশ্চিক, বাঘ-সিংহ আদি হিংস্র প্রাণী, ভূত-প্রেত, মাটি, জল, আগুন, বায়ু প্রভৃতির উপদ্রব, বিদ্যুৎ এবং পূর্বকৃত পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের মঙ্গলময় জীবনের প্রতিবন্ধকতার ভয়ে আমরা সর্বদা ভীত। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তনের ফলে এই সব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হোক। ভগবান বিষ্ণুর বাহন প্রভু গরুড় ভগবানেরই মতো শক্তিমান। তিনি বেদমূর্তি এবং বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা তিনি পূজিত হন। তিনি আমাদের সমস্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন এবং ভগবান বিষ্বক্সেন তাঁর পবিত্র নামের দ্বারা আমাদের সমস্ত সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন। ভগবানের পবিত্র নাম, তাঁর চিন্ময় রূপ, তাঁর বাহন, অস্ত্র প্রভৃতি যাঁরা তাঁর পার্ষদের মতো তাঁকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁরা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ হচ্ছে জড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ভগবান থেকে অভিন্ন, কারণ চরমে তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। প্রকৃতপক্ষে কার্য এবং কারণ এক, কেননা কার্যের মধ্যে কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই পরম সত্য ভগবান তাঁর যে কোন অংশের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিপদ বিনাশ করতে পারেন। ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং জগৎ—এই সবই বস্তু। বস্তুতত্ত্ব বিচারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; চরমে তারা এক বাস্তব বস্তু ভগবান। তাই যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করেন। এই প্রকার উন্নত চেতনা সমন্বিত ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের অঙ্গের ভূষণ, তাঁর নাম, তাঁর যশ, তাঁর গুণ, তাঁর রূপ, তাঁর আয়ুধ প্রভৃতি সব কিছুই তাঁর শক্তির প্রকাশ। তাঁদের উন্নত চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা জানেন যে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান সর্বত্রই উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। প্রহ্লাদ মহারাজ উচ্চস্বরে নৃসিংহদেবের পবিত্র নাম কীর্তন করেছিলেন। বড় বড় নেতাদের দ্বারা সমস্ত দিকে বিষ, অস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত বিপদ সৃষ্টি হয়েছে, ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য গর্জনকারী নৃসিংহদেব তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ভগবান তাঁর স্বীয় চিন্ময় প্রভাবের

দ্বারা তাদের প্রভাব আচ্ছাদিত করুন। সর্বপ্রান্তে, উপরে, নিচে, অন্তরে, বাইরে এবং সর্বত্রই নৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করুন।"

বিশ্বরূপ বললেন—"হে ইন্দ্র, নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য কবচের বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই কবচ ধারণ করার ফলে, আপনি নিশ্চিতভাবে অসুর নেতাদের জয় করতে পারবেন। কেউ যদি এই কবচ ধারণ করে তাঁর চক্ষুর দ্বারা কাউকে দর্শন করেন অথবা তাঁর পায়ের দ্বারা কাউকে স্পর্শ করেন, তা হলে সেও তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবে। যেই ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচ নামক বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁর কোন কালেও রাজা, দস্যু, অসুর অথবা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিষয় থেকে ভয় থাকবে না।"

"হে দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ এই কবচ ধারণ করে মরুপ্রদেশে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এক সময় বহু সুন্দরী রমণী পরিবৃত হয়ে, বিমানে করে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। চিত্ররথ হঠাৎ অধোমস্তক হয়ে তাঁর বিমান সহ আকাশ থেকে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর বালিখিল্য ঋষির নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণের অস্থিগুলি পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে তাতে স্নান করেছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর ধাম গন্ধর্বলোকে গমন করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হলে এই কবচ ধারণ করেন অথবা শ্রদ্ধা সহকারে সেই সম্পর্কে শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত জীবের পূজ্য হন। শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করে তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত সম্পদ ভোগ করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি পরম্পরা সূত্রে শুনেছি যে, সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটির দ্বারা তিনি সোমরস পান করতেন, অন্যটির দ্বারা তিনি সুরা পান করতেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি অন্ন আহার করতেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বরূপ তাঁর পিতার দিক থেকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সঙ্গে, "ইন্দ্রায় ইদং স্বাহা" ("এটি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য") এবং "ইদম্ অগ্নয়ে" ("এটি অগ্নিদেবের জন্য"), ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের নামে যজ্ঞে ঘি আহুতি দিচ্ছিলেন, তবুও দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তিনি অসুরদেরও যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন, কারণ তাঁর মাতৃ সম্বন্ধে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বরূপ গোপনে দেবতাদের প্রতারণা করে অসুরদের যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন। তখন তিনি অসুরদের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে এবং বিশ্বরূপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনটি মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন যে মস্তকটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, সেটি কপিঞ্জল পক্ষীতে (চাতক) রূপান্তরিত হয়েছিল। যে মস্তকটি দিয়ে সুরা পান করতেন, সেটি কলবিঙ্ক পক্ষী (চটক), এবং যে মস্তকটি দিয়ে অন্ন ভোজন করতেন, সেটি তিত্তিরি পক্ষী হয়েছিল।

ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ স্খালন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুতাপ সহকারে সেই পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বছর যাতনা ভোগ করার পর, নিজের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ভূমির খাদ (গর্ত) আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে, ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়ে ভূমি ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফলস্বরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠে মরুভূমি দেখতে পাই। বৃক্ষেরা ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাটা হলেও তাদের ডালপালা আবার বর্ধিত হবে; সেই বর লাভ করে বৃক্ষেরা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফল বৃক্ষের নির্যাসরূপে দৃষ্ট হয়। (সেই জন্যই বৃক্ষের নির্যাস পান করা নিষিদ্ধ)। নারীগণ ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তারা সর্বকালে মৈথুন সম্ভোগ করতে পারবে, এমন কি গর্ভ অবস্থায়ও সম্ভোগ যদি গর্ভের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তা হলে সম্ভোগ করতে পারবে। সেই বর লাভ করার ফলে, তারা ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। তাই প্রতি মাসে ঋতুকালে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের কাছ থেকে জল বর লাভ করেছিল যে, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে তার মিশ্রণের ফলে, সেই বস্তুরই আধিক্য ঘটবে। সেই বর লাভ করে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ জলে বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দেখা যায়। যখন জল আহরণ করা হয়, তখন বুদ্বুদ ও ফেনা বাদ দিয়েই তা আহরণ করতে হয়।"

"বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। 'হে ইন্দ্রশত্রু, তোমার শত্রুকে অচিরে বধ করার জন্য তুমি বর্ধিত হও।' এই বলে যজ্ঞে তিনি আহুতি নিবেদন করেছিলেন। তারপর অন্বহার্য নামক যজ্ঞের দক্ষিণ দিগস্থ অগ্নি থেকে প্রলয়কালীন কৃতান্তের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হয়েছিল। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বাণের মতো দ্রুত গতিতে সেই অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। তার শরীর দগ্ধ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তার অঙ্গের দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের মতো ছিল। তার শিখা শ্মশ্রু উত্তপ্ত তাম্রের মতো পিঙ্গল বর্ণ এবং নেত্রদ্বয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো অত্যন্ত উগ্র ছিল। সে ছিল দুর্জয় এবং মনে হচ্ছিল যেন সে তার জ্বলন্ত ত্রিশূলের উপর ত্রিলোক ধারণ করেছে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে যখন নৃত্য করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ভূমিকম্পের ফলে কম্পিত হচ্ছে। সে যখন বার বার জৃম্ভণ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সে তার পর্বত গহ্বরের মতো গভীর মুখের দ্বারা সমগ্র আকাশ গ্রাস করার চেষ্টা করছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার জিহ্বার দ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলিকে লেহন করছে এবং তার দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা ত্রিভুবনকে গ্রাস করছে। সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে দর্শন করে মানুষেরা ভীত হয়ে দশ দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। ত্বষ্টার পুত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন সেই অসুর তার তপস্যার প্রভাবে সমগ্র লোক আবৃত করেছিল। তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্র অর্থাৎ যে সব কিছু আবৃত করে। ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা সসৈন্যে তার প্রতি ধাবিত হয়ে, তাঁদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা তাকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করেছিল। অসুরের এই প্রকার প্রভাব দর্শন করে দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে অন্তর্যামী ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও মাটি—এই পঞ্চ মহাভূত থেকে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল আমাদের বিনাশ করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা কাল কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই কালকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু সেই কালও ভগবানের ভয়ে ভীত। অতএব এখন আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, যিনি আমাদের পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম। ভগবান সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার এবং তিনি কোন কিছুর দ্বারাই আশ্চর্যান্বিত হন না। তাঁর চিন্ময় পূর্ণতার ফলে তিনি সর্বদা আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তাঁর কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তিনি স্থির এবং

অনাসক্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের রক্ষা কামনা করে, সে অবশ্যই অত্যন্ত মূর্খ, যে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে। পূর্বে মহারাজ সত্যব্রত নামক মনু পৃথিবীরূপা ক্ষুদ্র নৌকাটি মৎস্য অবতারের শৃঙ্গে বেঁধে প্রলয়ের সময়ে মহা সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেয়েছিলেন, ত্বষ্টার পুত্রের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে সেই মৎস্যমূর্তি ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়-সলিলে প্রচণ্ড বায়ু ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহা তরঙ্গ থেকে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছিল, তার ফলে ব্রহ্মা তাঁর কমলাসন থেকে প্রলয়-সলিলে পতনোন্মুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন। যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিস্তার করি, তিনি সর্বদা আমাদের সম্মুখে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, কিন্তু আমরা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারি না। আমরা তাঁকে দর্শন করতে অক্ষম, কারণ আমরা নিজেদের এক-একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করি। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে বহু দিব্য শরীরে নিজেকে বিস্তার করেন, যেমন দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, পশুদের মধ্যে নৃসিংহ, বরাহ আদি রূপে, জলচরদের মধ্যে মৎস্য, কূর্মরূপে এবং মানুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি সর্বদা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, পরম কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিরাটরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন। আমাদের ভয়ার্ত অবস্থায় আমরা তাঁর শরণাগত হই, কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সেই পরম ঈশ্বর, পরম আত্মা আমাদের রক্ষা করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, দেবতারা এইভাবে স্তব করলে, শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরি প্রথমে তাঁদের হৃদয়ে এবং তারপর তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে রাজন্, শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ভগবানেরই সমতুল্য ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদ দ্বারা চতুর্দিকে সেব্যমান, শরৎকালীন বিকশিত পদ্মফুলের মতো নেত্রসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করে, দেবতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা পুনরায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং আপনি যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ। আপনি অসুরদের বিনাশের জন্য চক্র বিক্ষেপকারী এবং আপনি বহু নামধারী। হে ভগবান, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করি। হে পরম নিয়ন্তা, আপনি ত্রিবিধ গতির (স্বর্গলোকে উন্নতি, মনুষ্যজন্ম এবং নরক-যন্ত্রণা) নিয়ন্তা, তবু আপনার পরম ধাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। যেহেতু আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করার পর আমরা এসেছি, তাই আপনার কার্যকলাপ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি ব্যতীত অন্য আর কিছুই নিবেদন করার নেই। হে ভগবান! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম করুণাময়! হে নির্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকনাথ! হে সর্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা যাঁরা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, ভক্তিযোগে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে তাঁরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যেহেতু তাঁদের মন আপনাতে একাগ্রীভূত, তাই তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন তাঁদের হৃদয়ের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং আপনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন, তখন তাঁরা আপনার চিন্ময় স্বরূপের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনার কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না এবং যদিও আপনার কোন জড় শরীর নেই, তবু আপনার আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু আপনি সমস্ত

জড় সৃষ্টির কারণ, আপনি বিকার প্রাপ্ত না হয়ে সমস্ত জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করেন এবং স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। যদিও মনে হয় যে আপনি জড় কার্যকলাপে যুক্ত, তবু আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তাই আপনার এই সমস্ত দিব্য কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দুটি প্রশ্ন। সাধারণ বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং তার ফলে তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আপনিও কি একজন সাধারণ মানুষের মতো জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন একটি শরীরে অবস্থান করেন? আপনি কি কাল, কর্ম আদির অধীনে স্বকৃত শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করেন? নতুবা আপনি কি আত্মারাম, জড় বাসনামুক্ত এবং নিত্য-চিৎশক্তিযুক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে কেবল বিরাজ করেন? আমরা আপনার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারি না।"

"হে ভগবান, আপনাতে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়। যেহেতু আপনি পরম পুরুষ, অনন্ত দিব্য গুণের আধার, পরম ঈশ্বর, তাই আপনার অনন্ত মহিমা বদ্ধ জীবদের কল্পনার অতীত। আধুনিক সিদ্ধান্তবাদীরা প্রকৃত সত্য যে কি তা না জেনে, কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা নিয়ে তর্ক করে। তাদের তর্ক সর্বদাই ভ্রান্ত এবং তাদের বিচার অমীমাংসিত, কারণ আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা তারা জানে না। যেহেতু তাদের মন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ তথাকথিত শাস্ত্রের দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তাই তারা পরম সত্য আপনাকে জানতে অক্ষম। অধিকন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কলুষিত আগ্রহবশত তাদের মতবাদগুলি তাদের জড় ধারণার অতীত অধোক্ষজ আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। আপনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাই আপনার কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিরোধ নেই। আপনার শক্তি এমনই মহান যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই শক্তির প্রভাবে আপনার পক্ষে অসম্ভব কি হতে পারে? আপনার স্বরূপে যেহেতু কোন দ্বৈত ভাব নেই, তাই আপনি আপনার শক্তির প্রভাবে সব কিছুই করতে পারেন। একটি রজ্জু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে সর্পের মতো প্রতিভাত হয়ে ভয় উৎপাদন করে, কিন্তু যথার্থ বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, তা কেবল একটি রজ্জু। তেমনই, আপনি, সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে তাদের বুদ্ধি অনুসারে ভয় এবং অভয় উৎপাদন করেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই। বিচার করলে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূলতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব জড় জগতের কারণ, কিন্তু সেই মহত্তত্ত্বের কারণও হচ্ছেন তিনি। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। তিনি অন্তর্যামীরূপে উপলক্ষিত হন। তাঁর অভাবে সব কিছুই মৃত। সেই পরমাত্মা, পরম ঈশ্বর, আপনি ভিন্ন আর কেউই নন। অতএব, হে মধুসূদন, যাঁরা আপনার মহিমা সমুদ্রের এক বিন্দু অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাঁদের মনে নিরন্তর আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার মহান ভক্ত নাস্তিক দৃষ্টি এবং শ্রুতিজাত বিষয় সুখের আভাস বিস্মৃত হন। সমস্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত এই মহাভাগবতেরা সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁদের মন সর্বতোভাবে আপনাতে নিবেদন করে এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে তাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণ। হে ভগবান, আপনি এই ভক্তদের পরম আত্মা এবং পরম সুহৃদ, যাঁরা কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। তাঁরা কিভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন?"

"হে ভগবান, হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, ত্রিভুবনের জনক! হে বামন রূপধারী ত্রিবিক্রম! হে নৃসিংহদেবরূপী ত্রিনয়ন! হে ত্রিলোক মনোহর! মনুষ্য, দৈত্য, দানব, সকলেই আপনার শক্তির প্রকাশ। হে পরম শক্তিমান, অসুরেরা যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তাদের দণ্ড দান করার জন্য আপনি বিভিন্নরূপে সর্বদা অবতরণ করেন। আপনি বামনদেব, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি কখনও কখনও বরাহ আদি পশুরূপে আবির্ভূত হন, কখনও নৃসিংহদেব এবং হয়গ্রীব—এই মিশ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও মৎস্য, কূর্ম আদি জলচররূপে আবির্ভূত হন। এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি সর্বদা অসুর এবং দানবদের দণ্ড দান করেন। আমরা তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে বৃত্রাসুরকে সংহার করুন।"

"হে পরম রক্ষক, হে পিতামহ, হে পরম পবিত্র ভগবান! আমরা সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত আত্মা। আপনার চরণারবিন্দ-যুগলের ধ্যানে আমাদের চিত্ত প্রেমরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত। আপনি কৃপাপূর্বক অবতাররূপে নিজেকে প্রকাশিত করুন। আমাদের আপনার নিত্য দাস এবং ভক্ত বলে গ্রহণ করে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা, শীতল করুণাঘন হাসির দ্বারা এবং আপনার সুন্দর মুখ থেকে নিঃসৃত অমৃত মধুর বাণীর দ্বারা আমাদের বৃত্রভয়জনিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা প্রশমিত করুন।"

"হে ভগবান, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র অগ্নির কার্য করতে পারে না, তেমনই আপনার অংশস্বরূপ আমরা আপনাকে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি জানাতে অক্ষম। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই আপনাকে আমরা কি জানাতে পারি? আপনি সব কিছুই জানেন, কারণ আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। আপনি সর্বদা আপনার চিৎশক্তিতে এবং জড়শক্তিতে লীলা-বিলাস করেন, কারণ আপনিই এই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত জীবের এবং জড় জগতের অন্তরে বিরাজ করেন এবং বাইরেও বিরাজ করেন। আপনি অন্তরে পরব্রহ্মরূপে এবং বাইরে জড় সৃষ্টির উপাদানরূপে বিরাজ করেন। তাই যদিও আপনি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শরীরে প্রকট হন, তবু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। বস্তুতপক্ষে আপনিই মূলতত্ত্ব। আপনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু আপনি যেহেতু আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত, তাই কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে আপনিই সব কিছুর সাক্ষী। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আপনি ভালভাবেই জানেন, কেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, যে পাদপদ্মের ছায়া সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশের উপশম করে। যেহেতু আপনি পরম গুরু এবং আপনি সব কিছুই জানেন, তাই আমরা আপনার উপদেশের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধন করে আমাদের শান্তি প্রদান করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায়। অতএব, হে পরমেশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, ত্বষ্টানন্দন এই ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে আপনি সংহার করুন, যে আমাদের অস্ত্র, আয়ুধ এবং তেজরাশি গ্রাস করেছে।"

"হে ভগবান, হে পরম পবিত্র, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে বদ্ধ জীবেদের সমস্ত বাসনা এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনার আদি নেই, কারণ আপনি সব কিছুর আদি। শুদ্ধ ভক্তেরা সেই কথা জানেন, কারণ যাঁরা শুদ্ধ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা অনায়াসে আপনাকে লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা যখন কোটি কোটি বছর ধরে এই জড় জগতে ভ্রমণ করার পর মুক্ত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা জীবনের পরম সাফল্য লাভ করেন। তাই, হে ভগবান, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা যখন ভগবানকে এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। প্রসন্ন হয়ে তিনি তখন দেবতাদের বলেছিলেন—হে প্রিয় দেবতাগণ, তোমরা যে আমার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই জ্ঞানের প্রভাবেই মুক্তি লাভ হয় এবং আমার প্রতি ঐশ্বর্যময় স্মৃতির উদয় হয়। তখন সে জড় জগতের অতীত আমার দিব্য পদ উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রকার ভক্ত পূর্ণ জ্ঞানে আমার স্তব করার ফলে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটিই আমার ভক্তির উৎস।"

"হে বিবুধ শ্রেষ্ঠগণ, এই কথা যদিও সত্য যে, আমি প্রসন্ন হলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না, তবু আমার অনন্য ভক্ত যার মন সর্বতোভাবে আমাতে একনিষ্ঠ হয়েছে, সে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কাছে প্রার্থনা করে না। যারা জড় সম্পদকেই সব কিছু বলে মনে করে অথবা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের বলা হয়

কৃপণ। আত্মার পরম প্রয়োজন যে কি তা তারা জানে না। সেই প্রকার মূর্খদের যা বাঞ্ছিত, তা যদি কেউ তাদের দান করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেও তাদেরই মতো মূর্খ। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ শুদ্ধ ভক্ত কখনও মূর্খ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন না, আর তাকে সেই কর্মে সাহায্য করা তো দূরের কথা। রোগী চাইলেও অভিজ্ঞ বৈদ্য তাকে অপথ্য খেতে দেন না, এই প্রকার ভক্তও অজ্ঞ ব্যক্তিদের সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন না।"

"হে মঘবন্ (ইন্দ্র), তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে যাও। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা তাঁর শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ দেহ প্রার্থনা কর। সেই দধ্যঞ্চ ঋষি, যিনি দধীচি নামেও পরিচিত, স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, দধ্যঞ্চ অশ্বশির ধারণ করে তাঁদের সেই মন্ত্র দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বলা হয় অশ্বশির। দধীচির কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছেন। দধ্যঞ্চ নারায়ণ-কবচ নামক দুর্ভেদ্য বর্ম ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন, ত্বষ্টা তাঁর পুত্র বিশ্বরূপকে তা দান করেন এবং বিশ্বরূপের কাছ থেকে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ। এই নারায়ণ-কবচের বলে দধীচির শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেই দেহটি প্রার্থনা কর। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যখন তোমাদের জন্য তাঁর শরীর প্রার্থনা করবেন, তখন তোমাদের প্রতি স্নেহবশত তিনি অবশ্যই তা দান করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। কারণ দধ্যঞ্চ অতিশয় ধর্মজ্ঞ। দধ্যঞ্চ তাঁর শরীর দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার করা সম্ভব হবে, কারণ আমার শক্তির দ্বারা বজ্রের তেজ বর্ধিত হবে। আমার শক্তির প্রভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে, তোমরা তোমাদের তেজ, অস্ত্র, আয়ুধ এবং সম্পদ ফিরে পাবে। এই ভাবে তোমাদের সকলের মঙ্গল হবে। বৃত্রাসুর ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই জন্য ভয় করো না। সেও আমার ভক্ত, তাই তোমাদের প্রতি সে কখনও হিংসা করবে না।"

দশম অধ্যায়

দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রকে এইভাবে আদেশ দিয়ে, সমগ্র জগতের পরম কারণ ভগবান শ্রীহরি দেবতাদের সম্মুখেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা অথর্বার পুত্র দধীচি মুনির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার চিত্ত এবং যখন দেবতারা তাঁর কাছে তাঁর শরীর ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি আশ্চর্যভাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবতাদের কাছে ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ করার জন্য ঈষৎ হেসে পরিহাস ছলে তিনি বলেছিলেন, 'হে দেবগণ, দেহধারী জীবেদের মৃত্যুর সময় চেতনা অপহরণকারী যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তা কি আপনারা জানেন না? এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই তার জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনায় প্রতিটি জীব সর্বতোভাবে, এমন কি তার সর্বস্ব উৎসর্গ করেও তার দেহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। সুতরাং বিষ্ণুও যদি তা প্রার্থনা করেন, তা হলেও কে সেই দেহ দান করতে সম্মত হবে?' "

দেবতারা বললেন—"হে মহান ব্রাহ্মণ, আপনার মতো

পুণ্যবান ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তাঁরা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। অন্যের মঙ্গলের জন্য এই প্রকার পুণ্যবান মহাত্মা কি না দান করতে পারেন? তাঁরা সব কিছু এমন কি তাঁদের দেহ পর্যন্ত দান করতে পারেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পরের ক্লেশ বুঝতে না পেরে তাদের কাছে ভিক্ষা করে। কিন্তু প্রার্থনাকারী যদি দাতার ক্লেশ বুঝতে পারে, তা হলে সে তার কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করবে না। তেমনই প্রার্থনাকারীর ক্লেশ বুঝতে না পারার ফলেই দান করতে সমর্থ ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা না হলে তিনি প্রার্থনাকারীকে কোন কিছু দান করতে অস্বীকার করতে পারতেন না।"

মহর্ষি দধীচি বললেন—"আপনাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব শ্রবণ করার জন্যই আমি আমার দেহ আপনাদের দান করতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন, তা অতি প্রিয় হলেও যে দেহ একদিন না একদিন আমাকে ত্যাগ করতেই হবে, তা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করছি। হে দেবতাগণ, যে পুরুষ জীবেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই অনিত্য দেহের দ্বারা ধর্ম এবং যশ অর্জনের চেষ্টা করে না, সেই ব্যক্তি স্থাবর প্রাণীদের চেয়েও শোচনীয়। কেউ যদি অন্য জীবের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন এবং তাদের সুখ দর্শন করে সুখী হন, তাঁর ধর্মই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ অক্ষয় ধর্ম বলে উপাসনা করেন। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ যা কুকুর শিয়ালের ভক্ষ্য এবং যার দ্বারা নিজের আত্মার কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই দেহের ধন-সম্পদ এবং তার আত্মীয়স্বজন দিয়ে যদি পরের উপকার করা না যায়, তা হলে সেই সকল কেবল দুঃখ-দুর্দশা ভোগেরই কারণ হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অথর্বানন্দন দধীচি মুনি এইভাবে দেবতাদের সেবায় তাঁর দেহ উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর আত্মাকে স্থাপন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেছিলেন। দধীচি মুনি তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত জড় বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর আত্মা যে তাঁর দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেননি। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্মার নির্মিত বজ্র ধারণ করেছিলেন। দধীচি মুনির শক্তির দ্বারা শক্তিমান ও ভগবানের তেজে তেজীয়ান হয়ে এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যখন ঐরাবতে আরোহণ করেছিলেন, তখন মুনিরা তাঁর স্তব করছিলেন। এইভাবে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করে বৃত্রাসুরকে বধ করতে যাচ্ছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রুদ্র যেমন অন্তকের প্রতি (যমরাজের প্রতি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর সেনাপতি পরিবৃত বৃত্রাসুরের দিকে বেগে ধাবিত হয়েছিলেন। তারপর সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্মদা নদীর তীরে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল।"

"হে রাজন্, বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে সমস্ত অসুরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎগণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ পরিবৃত বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখে তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না। স্বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল এবং অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হাজার হাজার দৈত্য; দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালি প্রমুখ দুর্দান্ত অসুরেরা সিংহের মতো গর্জন করতে করতে গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের নিপীড়িত করতে লাগল। শূল, কুঠার, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অসুরেরা বিভিন্ন দেবতাদের আক্রমণ করেছিল এবং দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। আকাশে ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত তারকারাজি যেমন দেখা যায় না, তেমনই চতুর্দিকে একের পর এক নিক্ষিপ্ত শরের জালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দেবতাদের দেখা যাচ্ছিল না। দেবসৈন্যদের সংহার করার উদ্দেশ্যে অসুরদের সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ দেবতারা ক্ষিপ্রহস্তে আকাশমার্গেই সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহস্র খণ্ডে ছেদন করেছিলেন। অসুরদের মন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, তারা পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ এবং পাথর দেবসৈন্যদের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু দেবতারা এতই শক্তিশালী এবং দক্ষ ছিলেন যে, তাঁরা সেগুলি আকাশমার্গেই পূর্বের মতো খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। বৃত্রাসুরের অসুর-সৈন্যেরা যখন দেখল যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার এবং বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ ও পাথর বর্ষণের ফলেও ইন্দ্রের সৈন্যরা অক্ষত রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। নিচ ব্যক্তি যেমন মহৎ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করলে তা মহৎ ব্যক্তিকে বিচলিত করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল। ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা যখন দেখল যে, তাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের যুদ্ধ করার গর্ব খর্ব হয়েছিল। যুদ্ধের আরম্ভেই তাদের সেনাপতিকে পরিত্যাগ করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে মনস্থ করেছিল, কারণ তাদের শত্রুরা তাদের সমস্ত বল অপহরণ করে নিয়েছিল। নিজ সেনাবাহিনী ভগ্ন হতে দেখে, এমন কি যারা বীর বলে প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে দেখে, উদার চিত্ত মহাবীর বৃত্রাসুর হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন। স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর মনস্বীদের মনোজ্ঞ এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি অসুরবীরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমা! হে ময়, অনর্বা এবং শম্বর! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর এবং পলায়ন করো না।' "

বৃত্রাসুর বললেন—"যে সমস্ত জীব এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর প্রতিকারের কোন উপায় এই জড় জগতে কেউ খুঁজে পায়নি। এমন কি বিধাতাও তার প্রতিকারের উপায় বিধান করেননি। সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে যদি ইহকালে যশ এবং পরকালে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কোন্ ব্যক্তি সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না? দুই প্রকার মহিমান্বিত মৃত্যু রয়েছে এবং সেই দুটি অত্যন্ত দুর্লভ। একটি যোগ অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে ভক্তিযোগ, যার দ্বারা মন এবং প্রাণবায়ু সংযত করে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা। অন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে মৃত্যুবরণ করা।"

একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, অসুর সেনাপতি বৃত্র এইভাবে তার সেনানায়কদের ধর্ম উপদেশ প্রদান করলেও সেই সমস্ত কাপুরুষ অসুর সেনানায়কেরা এতই ভয়ভীত হয়েছিল যে, তারা তার বাক্য গ্রহণ করতে পারল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা সেই অনুকূল সুযোগ লাভ করে অসুর-সৈন্যদের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিলেন এবং তার ফলে অসুর-সৈন্যরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের তখন কোন নেতা ছিল না। তাঁর সৈন্যদের এই প্রকার করুণ অবস্থা দর্শন করে, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার বিরূপ পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে, তিনি বলপূর্বক দেবতাদের নিবারিত করে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন, "হে দেবগণ, এই পলায়নরত অসুরেরা তাদের মাতৃজঠর থেকে বিষ্ঠার মতো বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের জন্ম নিরর্থক। এই প্রকার শত্রুকে পিছন থেকে

বধ করে তোমাদের লাভ কি? নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে, তাদের প্রাণভয়ে ভীত শত্রুকে কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার হত্যা প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফলে স্বর্গও লাভ হয় না। হে তুচ্ছ দেবতাগণ, যদি তোমাদের যুদ্ধে যথার্থই শ্রদ্ধা থাকে ও হৃদয়ে ধৈর্য থাকে এবং বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে ক্ষণিকের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াও।"

"মহা বলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শরীর প্রদর্শনপূর্বক দেবতাদের ভীত করে এমনভাবে গর্জন করেছিলেন যে, তার ফলে সমস্ত প্রাণীবর্গ মূর্ছিত হয়েছিল। দেবতারা বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ সদৃশ গর্জন শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির মতো মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। দেবতারা যখন ভয়ে তাঁদের চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবতাদের পদদলিত করেছিলেন। বৃত্রাসুরের কার্যকলাপ দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি এক মহাগদা নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরের পক্ষে দুঃসহ হলেও বৃত্রাসুর তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই গদাটিকে অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গর্জন করে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের মস্তকে সেই গদার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যেরাই তাঁর প্রশংসা করেছিল। বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হয়েছিল, তার ফলে ঐরাবত অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে এবং বজ্রাহত পর্বতের মতো ঘুরতে ঘুরতে পিঠে ইন্দ্রকে নিয়ে সপ্ত ধনুক (চোদ্দ গজ) দূরে পতিত হয়। মহাত্মা বৃত্রাসুর ধর্মনীতি অনুসরণ করে, বাহন ঐরাবতকে আহত এবং অবসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনরায় গদা নিক্ষেপ করেন নি। সেই অবসরে ইন্দ্র তাঁর অমৃতস্রাবী হস্তের স্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করে, সেই স্থানে নীরবে অবস্থান করেছিলেন।"

"হে রাজন্, বৃত্রাসুর তাঁর ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধ করার বাসনায় বজ্র ধারণ করে সম্মুখে অবস্থিত দেখে বৃত্রাসুরের মনে পড়েছিল, ইন্দ্র নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইন্দ্রের সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করে, তিনি শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যবশত সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পাপিষ্ঠ, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ করব, তখন আমি আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব। কেবল স্বর্গকামনায় তুমি আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, তোমার যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রূপে নিযুক্ত যোগ্য ব্রাহ্মণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছ। তিনি ছিলেন তোমার গুরু, কিন্তু তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করা সত্ত্বেও তুমি নির্দয়ভাবে তোমার খড়্গের দ্বারা একটি পশুর মতো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছ। হে ইন্দ্র, তুমি লজ্জা, দয়া, কীর্তি এবং ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। নিজ কর্মবশে এই সমস্ত সদ্‌গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দনীয় হয়েছ। এখন আমি আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করব, তার ফলে তোমাকে অতি কষ্টে মরতে হবে এবং তোমার মৃত্যুর পর অগ্নিও তোমাকে স্পর্শ করবে না; কেবল শকুনেরা তোমার দেহ ভক্ষণ করবে। যদি অন্যান্য দেবতারা আমার প্রভাব না জেনে, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তোমার অনুগামী হয়ে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাদের অস্ত্র উদ্যত করে, তা হলে আমি আমার এই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করব এবং তাদের সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে ভূত-প্রেত আদি সহ ভৈরব আদি ভূতনাথদের যজ্ঞ করব।"

"হে বীর ইন্দ্র! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর এবং আমার সৈন্যদের বিনাশ কর, তা হলে আমি আমার এই দেহ অন্য সমস্ত জীবেদের (যেমন শৃগাল এবং শকুনিদের) উপহার দিয়ে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নারদ মুনির মতো মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। হে দেবরাজ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি তোমার বজ্র নিক্ষেপ করছ না? যদিও আমার প্রতি

নিক্ষিপ্ত তোমার গদা কৃপণের কাছে ধন প্রার্থনা করার মতো নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু এই বজ্র সেভাবে বিফল হবে না। এই বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করো না। হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি আমাকে বধ করার জন্য যে বজ্র ধারণ করেছ, তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যায় অত্যন্ত তেজোযুক্ত হয়েছে। তুমিও যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার বজ্রের আঘাতে যে আমার মৃত্যু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তোমার বিজয়, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ অবশ্যম্ভাবী। তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হব এবং এই দেহ ও জড় বাসনা সমন্বিত এই জগৎ ত্যাগ করব। ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে, আমি নারদ মুনি আদি মহান ঋষিদের গতি লাভ করব, যে কথা ভগবান সঙ্কর্ষণ স্বয়ং বলেছেন। যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের ভগবান তাঁর নিজ জন বা সেবকরূপে স্বীকার করেন। স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে যে সম্পদ রয়েছে, তা তিনি তাদের দান করেন না। কারণ এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের ফলে শত্রুতা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, গর্ব এবং কলহের সৃষ্টি হয়। তখন সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য তাকে অধিক প্রয়াস করতে হয় এবং সেই সম্পদ হারালে তখন তার গভীর দুঃখ হয়।"

"হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান তাঁর ভক্তদের ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রয়াস করতে নিষেধ করেন। তা থেকে বোঝা যায় ভগবান কত কৃপাময়। এই প্রকার কৃপা কেবল অনন্য ভক্তদেরই লভ্য, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও এই প্রকার কৃপা লাভ করতে পারে না। হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার আপনার সেই দাসদের দাস হতে পারব? হে প্রাণপতি, আমি যেন পুনরায় তাঁদের দাস হতে পারি যাতে আমার মন সর্বদা আপনার দিব্য গুণাবলী স্মরণ করে, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার মহিমা কীর্তন করে এবং আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারে। হে সর্ব সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, অষ্ট যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও লাভ করতে চাই না। হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কখন স্তন্য পান করবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিরহা প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে। হে নাথ, আমি আমার কর্মের ফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করছি। তাই আমি যেন আপনার পুণ্যকীর্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ করতে পারি। আপনার মায়ার প্রভাবে আমার চিত্ত যে দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাতে যেন আর আসক্তি না থাকে। আমার মন, প্রাণ, সব কিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়।"

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করে বৃত্রাসুর জয় লাভের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল গ্রহণ করে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন হয়েছিল তখন কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেভাবে ধাবিত হয়েছিল, সেইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত

হয়েছিলেন। তখন অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর বৃত্র যুগান্তকালীন অগ্নিশিখার মতো তীক্ষ্ণাগ্র শূল ঘূর্ণন করে, অতি বেগে ক্রোধের সঙ্গে ইন্দ্রের উপর নিক্ষেপপূর্বক গর্জন করে বলেছিলেন, 'হে পাপাত্মা। এখন আমি তোকে হত্যা করব।' বৃত্রাসুরের ত্রিশূল আকাশমার্গে উল্কার মতো উড়ে আসছিল। যদিও সেই অস্ত্রটি এত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ছিল যে তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, তবু নির্ভীক চিত্তে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা সেই অস্ত্রটি খণ্ড খণ্ড করেন এবং সেই সঙ্গে বৃত্রাসুরের সর্পরাজ বাসুকির শরীরের মতো বিশালাকৃতি একটি বাহুও ছিন্ন করেন। যদিও তাঁর একটি হস্ত দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তবু বৃত্রাসুর অপর হস্তে একটি লৌহ গদা নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর চোয়ালে আঘাত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকেও আঘাত করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র পড়ে গিয়েছিল। বৃত্রাসুরের সেই অদ্ভুত কার্য দর্শন করে সুর, অসুর, চারণ ও সিদ্ধগণ সকলেই তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রের মহাবিপদ দর্শন করে দেবতাগণ হাহাকার করে বিলাপ করেছিলেন। শত্রুর সম্মুখে তাঁর হাত থেকে বজ্র পতিত হওয়ায়, ইন্দ্রের এক প্রকার পরাজয় হয়েছিল এবং তিনি সেই জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অস্ত্র তুলে নিতে সাহস করেননি। বৃত্রাসুর কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "বজ্র গ্রহণ করে তোমার শত্রুকে বিনাশ কর। এটি বিষাদের সময় নয়।"

বৃত্রাসুর বললেন—"হে ইন্দ্র, আদি ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কারোরই বিজয় নিশ্চিত নয়। সেই ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। পরতন্ত্র দেহধারী জীব যুদ্ধ করার ইচ্ছা করে কখনও বিজয়ী হয় এবং কখনও পরাজিত হয়। লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোকের সমস্ত জীবেরা সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জালবদ্ধ পাখির মতো তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি, প্রাণ, অমরত্ব এবং মৃত্যু সবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই কথা না জেনে, মূর্খেরা জড় দেহটিকেই তাদের কার্যকলাপের কারণ বলে মনে করে। হে ইন্দ্র, দারুময়ী নারী এবং পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে না অথবা নৃত্য করতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের অধীন। কেউই স্বতন্ত্র নয়। তিন পুরুষ—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং জড়া প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, জড় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চেতনা ভগবানের কৃপা ব্যতীত জড় জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। মূর্খ নির্বোধ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যদিও তারা সর্বদাই নির্ভরশীল, তবু তারা ভ্রান্তিবশত নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করে। কেউ যদি মনে করে যে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার দেহটি পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দেহটি অন্য কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে, যেমন ব্যাঘ্র আদি পশু অন্য পশুকে গ্রাস করে, অর্থাৎ কেউ যদি পিতা-মাতাকে স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্র আদি পশুদের হন্তা বলে মনে করে, তা হলে তার সেই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবেদের দ্বারা জীবেদের সৃষ্টি এবং জীবেদের দ্বারা জীবেদের বিনাশ করেন, অতএব তাতে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নেই—ভগবানই স্বতন্ত্র। মৃত্যুর সময় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়ু, শ্রী, যশ প্রভৃতি ত্যাগ করতে হয়, তেমনই বিজয়ের সময়ও ভগবান যখন কৃপা করে সেইগুলি প্রদান করেন, তখন কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই সেইগুলি লাভ হয়। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের পরম ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই অকীর্তি এবং যশে, জয় এবং পরাজয়ে, মৃত্যু এবং জীবনে অবিচলিত থাকা উচিত। সেইগুলির কার্য, সুখ এবং দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান করা উচিত। যিনি জানেন সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই গুণ তিনটি আত্মার গুণ নয়, জড়া প্রকৃতির গুণ এবং যিনি জানেন শুদ্ধ আত্মা এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র, তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি এই সকল গুণের বন্ধনে আবদ্ধ নন। হে শত্রু, দেখ, যুদ্ধে আমার অস্ত্র এবং বাহু ছিন্ন হয়েছে। তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই পরাজিত করেছ, তবু তোমার প্রাণ হরণের বাসনায় আমি যথাশক্তি যুদ্ধ করে চলেছি। এই প্রকার বিষম পরিস্থিতিতেও আমি একটুও বিষণ্ণ হইনি। অতএব তুমিও তোমার বিষাদ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর। হে শত্রু, এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়া বলে মনে কর, এতে প্রাণই পণ, বাণই অক্ষ (পাশা), হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি

বাহনই তার ফলক। এতে যে কার জয় হবে আর কার পরাজয় হবে, তা কেউই বলতে পারে না। তা সবই নির্ভর করে ভবিতব্যের উপর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃত্রাসুরের নিষ্কপট বাক্য শ্রবণ করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রশংসাপূর্বক পুনরায় বজ্র ধারণ করেছিলেন। বিস্ময় এবং কপটতা পরিত্যাগ করে তিনি হাসতে হাসতে বৃত্রাসুরকে বলেছিলেন—হে দানব, সঙ্কটকালেও যে তোমার বিবেক, ধৈর্য এবং ভক্তিযুক্ত মতি অবিচলিত রয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি, তুমি সর্বাত্মা এবং সর্বসুহৃদ্ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করেছ। তুমি ভগবানের মায়াকে অতিক্রম করেছ এবং এইভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে, তুমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করে মহান ভক্তের পদ প্রাপ্ত হয়েছ।"

"হে বৃত্রাসুর, অসুরেরা সাধারণত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই, তুমি যে অসুর হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবে সুদৃঢ় ভক্তিপরায়ণ হয়েছ, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তিনি অমৃতের সাগরে ক্রীড়া করেন। ক্ষুদ্র খাতোদকে তাঁর কি প্রয়োজন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃত্রাসুর এবং দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এইভাবে বলতে বলতে, কর্তব্যবলে পুনরায় যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। হে রাজন্, তাঁরা উভয়েই ছিলেন মহান যোদ্ধা এবং সমান শক্তিশালী।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শত্রু দমনে পূর্ণরূপে সক্ষম বৃত্রাসুর তাঁর লৌহনির্মিত পরিঘ বাম হস্তে ঘূর্ণনপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। ইন্দ্র শতপর্বন্ নামক তাঁর বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের পরিঘ এবং বাম হাত যুগপৎ ছেদন করেছিলেন। বৃত্রাসুরের মূল হতে ছিন্ন বাহুযুগল থেকে প্রবল ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল, তাই তখন তাঁকে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ থেকে পতিত ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। বৃত্রাসুর ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন এবং বলবান। তিনি তাঁর নিম্ন হনু ভূমিতে রেখে অপর হনু আকাশ পর্যন্ত বিস্তার করে, আকাশেরই মতো সুগভীর বদন, সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা এবং মৃত্যুতুল্য করাল দন্তসমূহের দ্বারা যেন ত্রিজগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল শরীর ধারণ করে, মহান অসুর বৃত্র পর্বতসমূহকে বিচলিত করতে করতে এবং পায়ের দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করতে করতে পাদচারী গিরিরাজের মতো ইন্দ্র সমীপে আগত হয়ে মহা বলশালী অজগর সর্প যেভাবে হস্তীকে গ্রাস করে, সেইভাবে বাহন সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। ব্রহ্মা, অন্যান্য প্রজাপতিগণ এবং মহর্ষিগণ সহ দেবতারা যখন দেখলেন যে বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হাহাকার করে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। ইন্দ্রের কাছে যে নারায়ণ-কবচ ছিল তা ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। সেই কবচের দ্বারা এবং তাঁর নিজের যোগশক্তির বলে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদরে গিয়েও মৃত হননি। অত্যন্ত প্রভাবশালী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের উদর বিদীর্ণ করে নির্গত হয়েছিলেন। বলাসুর সংহারকারী ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছিলেন। বজ্র অতিশয় বেগবান হলেও বৃত্রাসুরের গলার চারদিকে ভ্রমণ করে ছেদন করতে করতে তার এক বৎসর সময় অতীত হয়েছিল। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে ৩৬০ দিন অতীত হলে, বৃত্র হত্যার যোগ্য সময় উপস্থিত হয়। তখন বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ভূমিতে নিপতিত হয়। বৃত্রাসুর নিহত হলে স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল। গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তুতি করে মহাহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃত্রের দেহ থেকে জ্যোতির্ময় আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। দেবতারা দেখলেন যে, ভগবান সঙ্কর্ষণের পার্ষদরূপে তিনি চিৎ-জগতে প্রবেশ করলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ, বৃত্রাসুর নিহত হলে, ইন্দ্র ব্যতীত লোকপালগণ সহ ত্রিভুবনের সকলেই তখন সন্তাপ রহিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য, দেবানুগগণ এবং ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রের অনুগামী দেবতারা সকলে তাঁদের স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। যাওয়ার সময় কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রকে কোন সম্ভাষণ করেননি।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে, ইন্দ্রের দুঃখের কি কারণ ছিল? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। তিনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা হলে ইন্দ্র কেন অসুখী ছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—"বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ যখন ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে তাতে অস্বীকার করেছিলেন।"

দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—"বিশ্বরূপকে বধ করার ফলে আমার যে পাপ হয়েছিল তা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ এবং জল অনুগ্রহপূর্বক বিভক্ত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন আর একজন ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করলে, সেই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবরাজ ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করে মহান ঋষিগণ বলেছিলেন, 'হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হবে। তুমি সেই জন্য কোন ভয় করো না। আমরা তোমাকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, তার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে তুমি মুক্ত হবে।' "

ঋষিরা বললেন—"হে ইন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তুমি সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারবে, অতএব বৃত্রবধের আর কি কথা। ভগবান শ্রীনারায়ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে ব্রাহ্মণ, গাভী, পিতা, মাতা অথবা গুরুহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। শূদ্রাধম শ্বপচ এবং চণ্ডাল আদি পাপীরা পর্যন্ত এইভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আর তুমি ভক্তিমান এবং আমরা তোমাকে মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করব। তুমি যদি এইভাবে ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান কর, তা হলে তুমি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত প্রাণীহত্যা করলেও পাপে লিপ্ত হবে না, অতএব বৃত্রাসুরের মতো দুষ্ট অসুরহত্যা-জনিত পাপের আর কি কথা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ঋষিদের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে, সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিল। দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই পাপের ফলে তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য দেবতারা যদিও তার ফলে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি। ঐশ্বর্য, ধৈর্য আদি অন্যান্য সদ্গুণ তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেনি। ইন্দ্র দেখলেন, চণ্ডালীর মতো মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। তার দেহ জরাগ্রস্ত এবং তার ফলে তার অঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং তাই তার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত। তার শ্বাসবায়ু মৎস্যের মতো অসহ্য দুর্গন্ধ ত্যাগ করছে এবং তাতে পথ পর্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। সে ইন্দ্রকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলে পশ্চাদ্ধাবন করছে। হে রাজন, ইন্দ্র প্রথমে আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি দেখলেন যে মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই সেই পিশাচী তাঁকে অনুসরণ করেছিল। অবশেষে তিনি দ্রুতবেগে উত্তর-পূর্ব কোণে মানস সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। ইন্দ্র সেই মানস সরোবরে অন্যের অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে পদ্মনাল তন্তুতে

এক হাজার বছর বাস করেছিলেন। অগ্নিদেব সমস্ত যজ্ঞের ভাগ তাঁর জন্য আনয়ন করতেন, কিন্তু জলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে, এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র প্রায় অনাহারেই ছিলেন। যে পর্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল তন্তুতে বাস করছিলেন, সেই সময় পর্যন্ত নহুষ তাঁর বিদ্যা, তপস্যা এবং যোগবলে স্বর্গলোক শাসন করার যোগ্যতা-সম্পন্ন হওয়ার ফলে, স্বর্গরাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্যগর্বে মদান্ধ হয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে ভোগ করার অবৈধ বাসনা করেন। তার ফলে নহুষ ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিক দেবতা শ্রীরুদ্রের প্রভাবে ইন্দ্রের পাপ ক্ষীণ হয়েছিল। ইন্দ্র যেহেতু মানস-সরোবরের পদ্মবনস্থিত বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চরমে ইন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হন।"

"হে রাজন, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলে, ব্রহ্মর্ষিরা তাঁর কাছে এসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁকে যথাযথভাবে দীক্ষিত করেছিলেন। ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছিল, কারণ তিনি সেই যজ্ঞে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করেছিলেন। হে রাজন, তিনি যদিও মহাপাপ করেছিলেন, তবুও সূর্যের তেজে কুজ্ঝটিকা যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে তাঁর পাপ বিনষ্ট হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র মরীচি আদি মহর্ষিদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁরা পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ ভগবানের আরাধনা করে যথাবিধি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হয়ে তাঁর মহান পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সকলের পূজ্য হয়েছিলেন। এই আখ্যানটি অত্যন্ত মহৎ, এতে তীর্থপদ নারায়ণের মাহাত্ম্য, ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন, ভক্তদের কথা, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি এবং অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয় লাভের বর্ণনা হয়েছে। এই ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং, বিদ্বান ব্যক্তিদের সর্বদা এই আখ্যানটি পাঠ করার উপদেশ দেওয়া হয়। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে দক্ষতা অর্জন করবেন, তাঁর ধন বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর যশ বিস্তৃত হবে। তার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাভূত করবেন এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হবে। যেহেতু এই আখ্যানটি সর্বতোভাবে কল্যাণকর, তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতি শুভ উৎসবে তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

মহারাজ চিত্রকেতুর শোক

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, সাধারণত অসুরেরা রজ এবং তম স্বভাবসম্পন্ন পাপাত্মা। কিন্তু বৃত্রাসুর কিভাবে ভগবান নারায়ণে এই প্রকার দৃঢ় ভক্তি লাভ করেছিলেন? শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতারা এবং ভোগবাসনারূপ কলুষরহিত ঋষিরাও প্রায়ই মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন না। (অতএব বৃত্রাসুর কিভাবে এই প্রকার মহান ভক্ত হলেন?) এই জড় জগতে পরমাণুসমূহ যেমন অসংখ্য, জীবও তেমন অসংখ্য। সেই সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প সংখ্যক এবং তাদের

মধ্যে কেউ কেউ কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করেন। হে দ্বিজোত্তম শুকদেব গোস্বামী, সেই ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন। হাজার হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন জড় জগতের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে মুক্ত হন এবং এই প্রকার হাজার হাজার মুক্তদের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন। হে মহর্ষে, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েও সেই কুখ্যাত পাপাত্মা অসুর, যে সর্বদা অন্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠার কারণ ছিল, সে কিভাবে এই প্রকার মহান কৃষ্ণভক্ত হয়েছিল? হে প্রভু শুকদেব গোস্বামী, বৃত্র পাপাত্মা অসুর হলেও যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রদর্শন করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই প্রকার অসুর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত হয়েছিলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার কাছে তার কারণ শ্রবণ করতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মেছে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শ্রদ্ধাবান মহারাজ পরীক্ষিতের যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করে, মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী গভীর স্নেহ সহকারে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ব্যাসদেব, নারদ এবং দেবল ঋষির শ্রীমুখ থেকে যে ইতিহাস আমি শ্রবণ করেছি, সেই কথাই আমি তোমাকে বলব। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামক একজন রাজা ছিলেন, যিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী কামধুক্ ছিলেন অর্থাৎ জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ করতেন। এই চিত্রকেতুর এক কোটি পত্নী ছিল, তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও তাদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি। দৈবযোগে তারা সকলেই বন্ধ্যা ছিল। এক কোটি বন্ধ্যা পত্নীর পতি চিত্রকেতু রূপবান, উদার এবং তরুণ ছিলেন। তাঁর অতি উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাঁর অতি সুন্দরী চারুনয়না মহিষীগণ, সম্পদ, ভূমি—এই সব কিছুই সেই সার্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক হয়নি। এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে মহারাজ চিত্রকেতুর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁকে আহার্য এবং পানীয় প্রদান করে তিনি সেই মহান অতিথির সৎকার করেছিলেন। ঋষি যখন সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে সেই ঋষির পায়ের কাছে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু যখন বিনয়াবনতভাবে মহর্ষির শ্রীপাদপদ্মের পাশে মাটিতে বসেছিলেন, তখন ঋষি অঙ্গিরা তাঁকে তাঁর বিনয় এবং আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—'হে রাজন্, আমি আশা করি আপনার দেহ, মন এবং রাজকীয় পার্ষদ ও সামগ্রী সবই কুশলে রয়েছে। প্রকৃতির সাতটি তত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র) যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জড় তত্ত্বের মধ্যে জীব সুখী থাকে। এই সাতটি তত্ত্ব ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনই রাজাও সর্বদা সাতটি তত্ত্বের দ্বারা রক্ষিত—তাঁর উপদেষ্টা (স্বামী বা গুরু), তাঁর মন্ত্রীবর্গ, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র। হে নরদেব, রাজা যখন সাক্ষাৎভাবে এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী হন, তখন তিনি সুখী হন। তেমনই তাঁরাও যখন তাঁদের ধন-সম্পদ এবং কর্মক্ষমতা রাজাকে নিবেদন করে রাজার আদেশ পালন করেন, তখন তাঁরাও সুখী হন। হে রাজন্, তোমার পত্নী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, তেল মসলা আদি সরবরাহকারী বণিকগণ, মন্ত্রিবৃন্দ, পুরবাসীগণ, রাজ্যপালগণ, পুত্রগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছে তো? যদি রাজার মন সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকে, তা হলে তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং রাজকর্মচারীগণ সকলেই তাঁর অধীন থাকেন। তাঁর রাজ্যপালগণ তাঁকে যথাসময়ে অবাধে কর প্রদান করেন, অতএব নিম্নতর ভৃত্যদের আর কি কথা? হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন

প্রসন্ন নয়। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তা কি তোমার নিজের থেকেই হয়েছে না অন্য কারও কারণে হয়েছে? তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলই তোমার গভীর দুশ্চিন্তা প্রতিফলিত করছে।'

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহর্ষি অঙ্গিরা যদিও সব কিছুই জানতেন, তবু তিনি রাজাকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু মহর্ষি অঙ্গিরাকে বলেছিলেন—"হে মহাত্মন্, তপস্যা, জ্ঞান এবং সমাধির বলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই আপনার মতো একজন সিদ্ধ যোগী আমার মতো একজন বদ্ধ জীবের অন্তরের এবং বাইরের সব কথা জানেন। হে মহাত্মন্, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই আপনার আদেশ অনুসারে আমি তার কারণ বিশ্লেষণ করছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মালা অথবা চন্দন আদি সুখপ্রদ বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনই স্বর্গের দেবতাদেরও অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ আমাকে সুখ দিতে পারে না, কারণ আমি অপুত্রক। হে মহর্ষি, যাতে আমি পুত্র লাভ করে আমার পূর্বপুরুষগণ সহ অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেই উপায় বিধান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ চিত্রকেতুর অনুরোধে ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহা শক্তিশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে পায়স নিবেদন করে এক যজ্ঞ করেছিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজা পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতুর এক কোটি রাণীর মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা, কৃতদ্যুতি নামক সেই প্রথম বিবাহিতা মহিষীকে মহর্ষি অঙ্গিরা যজ্ঞাবশেষ প্রদান করেছিলেন। তারপর, মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে বলেছিলেন, "হে মহারাজন্, এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হর্ষ এবং শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই কথা বলে, চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই ঋষি প্রস্থান করেছিলেন। কৃত্তিকাদেবী যেমন অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করে স্কন্দ (কার্তিকেয়) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তেমন অঙ্গিরার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে, রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারপর, যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই সংবাদ শ্রবণ করে শূরসেন দেশবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং স্নান করে শুচি হয়ে অলঙ্কার ধারণপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা কুমারের আশীর্বাদ বাণী পাঠ এবং জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন। রাজা সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, রজত, বসন, অলঙ্কার, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ছয় অর্বুদ (ষাট কোটি) গাভী দান করেছিলেন। মেঘ যেভাবে অকাতরে জল বর্ষণ করে, মহামতি রাজাও সেইভাবে কুমারের যশ, ধন ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকলকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তির যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই, মহারাজ চিত্রকেতু বহু কষ্টে সেই পুত্র লাভ করার ফলে, তার প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। পিতার মতো মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। কৃতদ্যুতির সন্তান দর্শন করে তাঁর সপত্নীদেরও পুত্র কামনার পরিতাপ উপস্থিত হয়েছিল। পুত্রের লালন পালন করতে করতে পুত্রবতী ভার্যা কৃতদ্যুতির প্রতি চিত্রকেতুর প্রীতি যেমন বর্ধিত হয়েছিল, তেমনই তাঁর অন্যান্য পত্নী যাঁদের পুত্র ছিল না, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। অন্য মহিষীরা পুত্রহীনা হওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিলেন। রাজা তাঁদের প্রতি উপেক্ষা করার ফলে, তাঁরা ঈর্ষায় নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে অনুতাপ করেছিলেন। পুত্রহীনা স্ত্রীকে তার গৃহে তার পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরা তাকে দাসীর মতো অসম্মান করে। সেই প্রকার স্ত্রী তার পাপের জন্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। দাসীরাও নিরন্তর স্বামীর পরিচর্যা করে স্বামীর কাছ থেকে সম্মান পায় এবং তাই তাদের কোন সন্তাপ থাকে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা দাসীরও দাসীর মতো। অতএব, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—"এইভাবে পতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ দর্শন করে, কৃতদ্যুতির সপত্নীরা সর্বক্ষণ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগলেন, যা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর হৃদয় হয়ে এবং তাদের প্রতি রাজার অনাদর সহ্য করতে না পেরে, তারা অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করেছিল। তাঁর সপত্নীরা যে তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করেছে মহারাণী কৃতদ্যুতি সেই কথা জানতে পারেননি। তাঁর পুত্রকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন বলে মনে করে, তিনি গৃহে বিচরণ করছিলেন। তাঁর পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে, সেই কথা তিনি বুঝতে পারেননি। পুত্র বহুক্ষণ ধরে নিদ্রিত আছে বলে মনে করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহারাণী কৃতদ্যুতি ধাত্রীকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'হে ভদ্রে, আমার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ধাত্রী শায়িত বালকের কাছে গিয়ে দেখল যে, তার চক্ষু ঊর্ধ্বগত হয়ে আছে। তার দেহে জীবনের লক্ষণ নেই এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন সে বুঝতে পারে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তা দেখে, 'হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে' এই বলে আর্তনাদ করে সে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিল। ধাত্রী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার করযুগলের দ্বারা বক্ষে আঘাত করতে করতে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। তার সেই চিৎকার শুনে রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রের কাছে এসে সহসা তাকে মৃত দেখতে পেলেন। গভীর শোকে তখন রাণীর কেশ এবং বসন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেখানে এসেছিল এবং তাঁদের মতো দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। বিষ প্রদানকারী রাণীরাও তাদের অপরাধ ভালভাবে জেনে কপটভাবে ক্রন্দন করেছিল। রাজা চিত্রকেতু যখন শুনলেন যে, অজ্ঞাত কারণে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে, তাঁর শোক জ্বলন্ত অগ্নির মতো বর্ধিত হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে তিনি বার বার ভূমিতে স্খলিত এবং পতিত হতে লাগলেন। মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি বিকীর্ণ কেশ এবং বিক্ষিপ্ত বসনে মৃত বালকের পাদমূলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা যখন তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করছিলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না। পতিকে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত এবং বংশের একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখে, রাণী নানাভাবে বিলাপ করেছিলেন। তা শুনে অন্তঃপুরবাসী, অমাত্যবর্গ এবং ব্রাহ্মণদের হৃদয়ের বেদনা বর্ধিত হয়েছিল। রাণীর উন্মুক্ত কেশপাশ থেকে ফুলের মালাগুলি পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অশ্রু চোখের কাজল বিগলিত করে তাঁর কুমকুম-রঞ্জিত স্তনযুগলকে সিক্ত করেছিল। পুত্রশোকে তাঁর উচ্চ ক্রন্দন কুররী পাখির মধুর স্বরের মতো শোনাচ্ছিল।"

"হে বিধাতা, তুমি সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কারণ তুমি পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুরূপ নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কার্য করেছ। তুমি যদি এইভাবে বিপরীত আচরণই করতে চাও, তা হলে তুমি নিশ্চয় তাদের প্রতি কৃপালু নও, তুমি তাদের শত্রু। হে ভগবান, তুমি বলতে পার যে, পুত্র জীবিত থাকতেই পিতার মৃত্যু হবে এবং পিতা জীবিত থাকতেই পুত্রের জন্ম হবে, এই রকম কোন নিয়ম নেই, কারণ সকলেরই কর্ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম যদি এতই প্রবল হয় যে, জন্ম এবং মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে, তা হলে নিয়ন্তা বা ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি বল যে, নিয়ন্তার প্রয়োজন রয়েছে কারণ জড়া প্রকৃতির নিজে থেকে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার উত্তরে তা হলে বলা যায় যে, তুমি যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছ তা তুমি কর্মের দ্বারা ছিন্ন কর এবং তা হলে স্নেহের ফলে এই প্রকার দুঃখ দর্শন করে কেউই আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ করবে না, পক্ষান্তরে তারা তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করবে। যে স্নেহের বশে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তুমি সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছ, তাই তুমি অনভিজ্ঞ এবং নির্বোধ।"

"হে বৎস, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাতরা। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত

পিতাকে দেখ। আমরা অসহায়, কারণ পুত্র না থাকলে আমাদের ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধারের তুমিই একমাত্র ভরসা। তাই তুমি নির্দয় যমের সঙ্গে আর অধিক দূরে যেও না। হে প্রিয় পুত্র, তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। এখন ওঠ। তোমার খেলার সাথীরা তোমাকে খেলতে ডাকছে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। উঠে স্তন পান কর এবং আমাদের শোক দূর কর। হে প্রিয় পুত্র, আমি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ আমি আর তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য দর্শন করতে পারব না। তা হলে কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। হে প্রিয় পুত্র, আমি আর তোমার অস্ফুট মধুর বাক্য শুনতে পাব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মৃত পুত্রের জন্য বিলাপকারিণী পত্নীর সঙ্গে রাজা চিত্রকেতু অতি উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। এইভাবে রাজা ও রাণী ক্রন্দন করতে থাকলে, তাঁদের অনুগত নরনারী সকলেই রোদন করেছিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমস্ত নগরবাসী শোকে অচেতনপ্রায় হয়েছিল। মহর্ষি অঙ্গিরা যখন জানতে পারলেন যে, রাজা শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ সেখানে গিয়েছিলেন।"

✦ ✦ ✦

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শোকসন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজেন্দ্র, যে মৃত বালকের জন্য তুমি এইভাবে শোক করছ, সে তোমার কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পার এখন তুমি তার পিতা এবং সে তোমার পুত্র, কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে? হে রাজন্, স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একত্রিত হয় এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়। জমিতে বীজ বপন করলে কখনও তা অঙ্কুরিত হয়, কখনও হয় না। কখনও জমি উর্বর না হওয়ার ফলে বীজ বপন নিরর্থক হয়। তেমনই কখনও সম্ভাব্য পিতা ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সন্তান লাভ করে এবং কখনও করে না। তাই এই কৃত্রিম পিতৃত্বের সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়, যা চরমে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হে রাজন্, তুমি এবং আমরা—তোমার উপদেষ্টাগণ, তোমার পত্নী এবং মন্ত্রীগণ এবং চরাচর সমস্ত জগৎ এই যে এক বর্তমান কালে রয়েছি, তা এক অনিত্য পরিস্থিতি। আমাদের জন্মের পূর্বে তা ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না। তাই বর্তমানে আমাদের যে স্থিতি, তা মিথ্যা না হলেও অনিত্য। সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান অবশ্যই এই অনিত্য জড় জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমুদ্রের তটে বালক যেমন খেলার ছলে কিছু তৈরি করে, ভগবানও তেমন সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। পিতাদের সন্তান উৎপাদনের কার্যে ব্যাপৃত রেখে তিনি সৃষ্টি করেন, রাজাদের দ্বারা তিনি পালন করেন এবং সর্প আদি মৃত্যুদূতের মাধ্যমে সংহার করেন। সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের এই প্রতিনিধিদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু

মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করে। হে রাজন, একটি বীজ থেকে যেমন আর একটি বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনই একটি দেহ (পিতার দেহ) থেকে অন্য একটি দেহের (মাতার দেহের) মাধ্যমে আর একটি দেহের (পুত্রের দেহের) জন্ম হয়। জড় দেহের উপাদানগুলি যেমন নিত্য, তেমনই এই সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে প্রকট হয় যে জীব সেও নিত্য। যারা উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন নয় তারাই জাতি এবং ব্যক্তি, এই ধরনের সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিভেদ সৃষ্টি করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা ঋষির উপদেশে জ্ঞান লাভ করে রাজা চিত্রকেতু আশ্বাসিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর হস্তের দ্বারা তাঁর মলিন মুখ পরিমার্জন করে বলেছিলেন—হে মহাপুরুষদ্বয়! অবধূত বেশে আত্মগোপন করে এখানে সমাগত আপনারা দুজন কে? আমি দেখছি যে আপনারা মহাজ্ঞানী এবং মহৎ থেকেও অতিশয় মহৎ। বৈষ্ণবের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কখনও কখনও তাঁরা উন্মাত্তের মতো বেশ গ্রহণ করে, আমাদের মতো বিষয়াসক্ত মূর্খদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করেন। হে মহাত্মাগণ, আমি শুনেছি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবদের জ্ঞান উপদেশ করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা (ব্যাসদেব), মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বসিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতূকর্ণ, অরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ। আপনারা নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে কেউ হবেন। আপনারা দুজন মহাপুরুষ, তাই আপনারা আমাকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ। আমি শূকর, কুকুর আদি গ্রাম্যপশুর মতো মূঢ়বুদ্ধি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন। তাই দয়া করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আমাকে উদ্ধার করুন।"

অঙ্গিরা বললেন—"হে রাজন, তুমি যখন পুত্র কামনা করেছিলে, তখন যে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিল, আমিই সেই অঙ্গিরা ঋষি। আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ। হে রাজন, তুমি ভগবানের পরম ভক্ত। তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের ক্ষতিতে মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলে তুমি যে শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়েছ, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমরা দুজন এসেছি। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁদের জড়-জাগতিক লাভে অথবা ক্ষতিতে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আমি যখন পূর্বে তোমার গৃহে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম তোমার মন অন্য বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তখন আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম, যে তোমার হর্ষ ও বিষাদের কারণ হয়েছে। হে রাজন, এখন তুমি নিজেই পুত্রবানদের দুঃখ অনুভব করছ। হে শূরসেন-পতি, স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য, বিবিধ সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এ সবই অনিত্য। রাজ্য, সামরিক শক্তি, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন—এরা সকলেই ভয়, মোহ, শোক এবং দুঃখের কারণ। এরা গন্ধর্ব-নগরের মতো, অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এক বিশাল প্রাসাদের মতো। সেগুলি স্বপ্ন, মায়া এবং কল্পনার মতো ক্ষণস্থায়ী। স্ত্রী, সন্তান, সম্পত্তি—এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি স্বপ্নের মতো এবং মনঃকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, তার কোন বাস্তব সত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য তা দৃষ্ট হয় এবং তারপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমরা এই প্রকার কল্পনা সৃষ্টি করি এবং সেই অনুসারে পুনরায় কার্য করি। দেহাভিমানী জীব পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সমন্বিত দেহে মগ্ন থাকে। মনের মাধ্যমে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। তাই দেহ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস। অতএব, হে রাজা চিত্রকেতু, সাবধানতা সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কি দেহ, মন না আত্মা, সেই কথা বোঝার চেষ্টা কর। বিচার করে দেখ তুমি কোথা হতে এসেছ এবং এই দেহ ত্যাগ করার পর তুমি কোথায় যাবে এবং কেন তুমি জড় শোকের বশীভূত হয়েছ। এইভাবে তুমি তোমার প্রকৃত স্থিতি জানার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি

তোমার অনর্থক আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারবে। তখন এই জড় জগৎ এবং কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত নয় যে সমস্ত বস্তু তাদের নিত্য বলে মনে করার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে। এইভাবে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।"

মহর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন, তুমি সংযত হয়ে আমার কাছ থেকে এই পরম শ্রেয়াস্পদ মন্ত্র গ্রহণ কর, যা গ্রহণ করলে সাত রাত্রির মধ্যে ভগবান সঙ্কর্ষণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারবে। হে রাজন, পুরাকালে ভগবান শিব এবং অন্যান্য দেবতারা সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ দ্বৈতভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে অতুলনীয় এবং অনতিক্রম্য মহিমা লাভ করেছিলেন। তুমিও শীঘ্রই সেই পরম পদ লাভ করবে।"

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন কর। যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে, তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর। তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।"

নারদ মুনির যোগবলে জীবাত্মা কিছুকালের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নারদ মুনির অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন—"আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কোন্ জন্মে এঁরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি? সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতো প্রবহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরে বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষী আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। স্বর্ণ আদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে। অল্প কিছু সংখ্যক জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহু জীব পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পশু কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে এবং তারপর সেই পশুটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। যখন পশুটি চলে যায়, তখন আর পূর্বের মালিকের তার উপর মমত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশুটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মমত্ব থাকে, কিন্তু পশুটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মমত্ব শেষ হয়ে যায়। এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক নশ্বর, কিন্তু জীব নিত্য।

প্রকৃতপক্ষে দেহের জন্ম হয় অথবা মৃত্যু হয়, জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই পিতা-মাতা প্রদত্ত শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে তাদের পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি নেই এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার দেহের মূল কারণ, তবু সে কোন দেহের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমান্বিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে। এই আত্মার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। সে আপন এবং পরের পার্থক্য দর্শন করে না। সে এক; অর্থাৎ সে শত্রু অথবা মিত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা অনিষ্টকারীর দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যদের গুণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী। পরম ঈশ্বর (আত্মা) কার্য ও কারণের স্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় দেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অল্পমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত বালকের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করেছিলেন। আত্মীয়স্বজনেরা মৃত বালকের দেহটির দাহ সংস্কার সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ স্নেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাঁরা অনায়াসে তা করেছিলেন। মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা যারা শিশুটিকে বিষ প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল এবং সেই পাপের ফলে হতপ্রভ হয়েছিল। হে রাজন্, অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে তারা পুত্র কামনা পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গিরা এবং নারদ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন। তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে দেবতা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মার দুই পুত্র অঙ্গিরা এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। তারপর, ভগবান নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।"

"(নারদ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে প্রণবাত্মক ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনার ধ্যান করি, হে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিৎ-শক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আত্মারাম, হে শান্ত, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অদ্বিতীয়, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন এবং তাই আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আপনার স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা মায়ার তরঙ্গের অতীত। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান এবং তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বদ্ধ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না,

কারণ জড় নাম এবং রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধারণার অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন। মৃন্ময় পাত্র যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে এবং ভেঙে গেলে পুনরায় মৃত্তিকাতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরমব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরমব্রহ্মে অবস্থান করছে এবং সেই পরমব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ নেই, তবু তা সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরমব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।"

"হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-যুগল সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কমলকলি-সদৃশ হস্তের দ্বারা সেবিত। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। পুরুষসূক্ত স্তবে আপনাকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন বলে, নারদ মুনি তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন। চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাবধানতা সহকারে নারদ মুনির দেওয়া সেই মন্ত্র এক সপ্তাহ ধরে জপ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র কেবলমাত্র সাত দিন জপ করার ফলে, সেই মন্ত্রজপের গৌণ ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েছিল এবং তিনি দেবদেব অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ভগবান অনন্ত শেষের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপনীত হয়ে চিত্রকেতু দেখেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র, তিনি নীলাম্বর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি সনৎকুমার আদি মুক্ত পুরুষ দ্বারা পরিবৃত। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই মহারাজ চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর স্বরূপগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে করতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আদি পুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করেছিলেন। চিত্রকেতু তাঁর প্রেমাশ্রু ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম-তলের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমে গদ্‌গদ-কণ্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ণ উচ্চারণ করতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্তব করতে পারলেন না। তারপর, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্বক পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র আদি ভক্তিশাস্ত্রের (সাত্বত সংহিতার) মূর্তরূপ জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বলেছিলেন, 'হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে ভক্ত তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অধীনে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্কাম ভক্তদের আপনি আত্মদান করেন, সেই জন্য আপনিও আপনার সেই ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন। হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি আপনারই বৈভব।

ব্রহ্মা আদি অন্যান্য স্রষ্টারা আপনারই অংশের অংশ। তাঁদের মধ্যে যে সৃষ্টি করার আংশিক শক্তি রয়েছে, তা তাঁদের ঈশ্বরে পরিণত করে না। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে তাঁদের যে অভিমান, তা বৃথা। এই জগতে পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্তে আপনি বর্তমান রয়েছেন। অথচ, আপনি আদি, অন্ত এবং মধ্য রহিত সনাতন। এই তিনটি অবস্থাতেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় বলে আপনি নিত্য। যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তখন আপনি আদি শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার—এই সাতটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং প্রতিটি আবরণ পূর্ববর্তীটির থেকে দশগুণ অধিক। এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেগুলি আপনার মধ্যে পরমাণুর মতো পরিভ্রমণ করছে। তাই আপনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ।' "

"হে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা জড় সুখভোগের পিপাসু এবং দেব-দেবীদের উপাসনা করে, তারা নরপশুতুল্য। তাদের পাশবিক প্রবণতার ফলে, তারা আপনার আরাধনা না করে নগণ্য দেবতাদের উপাসনা করে, যাঁরা আপনার বিভূতির কণিকা-সদৃশ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন লয় হয়ে যায়, তখন দেবতা সহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হলে, তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ্যসমূহও নষ্ট হয়ে যায়। হে পরমেশ্বর, কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার বশেও সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, তা হলে দগ্ধ বীজ থেকে অঙ্কুর জন্মায় না, তেমনই তাদেরও আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই যে নির্গুণ স্তরে আপনার সঙ্গ করে সেও জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। হে অজিত, আপনি যখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের পন্থাস্বরূপ নিষ্কলুষ ভাগবত-ধর্ম বলেছিলেন, তখন আপনার বিজয় হয়েছিল। চতুঃসনদের মতো জড় বাসনামুক্ত আত্মারামেরাও জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার আরাধনা করেন। অর্থাৎ, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য তাঁরা ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন। ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবনায় পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকাম কর্ম এবং "তুমি ও আমি" এবং "তোমার ও আমার" এই প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা সমন্বিত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামীদের এই প্রকার বিষম বুদ্ধি নেই। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় এবং তাঁরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের। যে সমস্ত নিম্নস্তরের ধর্ম শত্রুসংহার এবং যোগশক্তি লাভের জন্য সাধিত হয়, তা কাম এবং বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ার ফলে অশুদ্ধ এবং নশ্বর। যেহেতু সেগুলি হিংসাপরায়ণ, তাই সেগুলি অধর্মে পূর্ণ। যে ধর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সেই ধর্ম কিভাবে নিজের অথবা অন্যের মঙ্গলজনক হতে পারে? এই প্রকার ধর্ম অনুশীলন করার ফলে কি কল্যাণ হতে পারে? তার ফলে কি কখনও কোন লাভ হতে পারে? আত্মদ্রোহী হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে এবং অন্যদের কষ্ট দিয়ে, তারা আপনার ক্রোধ উৎপাদন করে এবং অধর্ম আচরণ করে।"

"হে ভগবান, আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতায় মানুষের ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হয় না। যাঁরা আপনার পরিচালনায় সেই ধর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রতিই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং তাঁরা কখনও উচ্চ-নিচ বিচার করেন না। তাঁদের বলা হয় আর্য। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান আপনারই উপাসনা করেন। হে ভগবান, আপনার দর্শনে যে মানুষের অখিল পাপ নাশ হয়, তা অসম্ভব নয়। আপনার দর্শনের কি কথা, কেবল একবার মাত্র আপনার পবিত্র নাম শ্রবণ করলে, সব চাইতে নিকৃষ্ট চণ্ডাল পর্যন্ত জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অতএব, আপনাকে দর্শন করে কে না জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হবে? অতএব, হে ভগবান, আপনাকে দর্শন করেই আমার অন্তরের সমস্ত পাপ এবং তার ফলস্বরূপ জড় আসক্তি ও কামবাসনা অপসারিত হয়েছে। আপনার ভক্ত দেবর্ষি নারদ যা

বলেছিলেন তার কখনও অন্যথা হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ফলেই আমি আপনার দর্শন পেলাম। হে অনন্ত, এই সংসারে জীবেরা যা আচরণ করে তা আপনার সুবিদিত, কারণ আপনি পরমাত্মা। সূর্যের উপস্থিতিতে জোনাকি পোকা যেমন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই, আপনি যেহেতু সব কিছুই জানেন, তাই আপনার উপস্থিতিতে আমার পক্ষে জানাবার মতো কিছুই নেই। হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা, কিন্তু যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং সর্বদা ভেদ দৃষ্টি সমন্বিত, আপনাকে দর্শন করার চক্ষু তাদের নেই। তারা আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে না এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার ঐশ্বর্য থেকে স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি পরম পবিত্র এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি চেষ্টা যুক্ত হলে তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি জড় জগতের অন্যান্য অধ্যক্ষেরা তাঁদের নিজ নিজ কার্যে যুক্ত হয়। জড়া প্রকৃতিকে আপনি দর্শন করার পর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি অনুভব করতে শুরু করে। আপনার শিরোদেশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্পের মতো বিরাজ করে। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুর স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভগবান অনন্তদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'হে রাজন্, দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন, সেই দিব্য জ্ঞানের ফলে এবং আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছ। স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব আমারই প্রকাশ এবং তারা আমার থেকে ভিন্ন। আমিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং আমি প্রকাশ করি বলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমিই ওঁকার এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে শব্দব্রহ্ম এবং আমিই পরমব্রহ্ম। আমার এই দুটি রূপ—যথা শব্দব্রহ্ম এবং বিগ্রহরূপে আমার সচ্চিদানন্দঘন তনু আমার শাশ্বত স্বরূপ; সেগুলি জড় নয়। বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে সুখভোগের সাধন বলে মনে করে এই জড় জগতে ভোক্তারূপে ব্যাপ্ত। তেমনই, জড় জগৎ জীবাত্মাতে ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। কিন্তু যেহেতু তারা উভয়েই আমার শক্তি, তাই তারা আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমেশ্বররূপে আমি এই উভয় কার্যেরই কারণ। তাই জন্য উচিত তারা উভয়েই আমাতে অবস্থিত। কোন ব্যক্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তখন সে গিরি, নদী, এমন কি সমগ্র বিশ্ব দূরস্থ হলেও নিজের মধ্যে দর্শন করে, কিন্তু জেগে উঠলে দেখতে পায় যে, সে একটি মানুষরূপে তার শয্যায় এক স্থানে শায়িত রয়েছে। তখন সে নিজেকে কোন বিশেষ জাতি, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তরূপে বিভিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই অবস্থাগুলি ভগবানেরই মায়া মাত্র। মানুষের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত অবস্থার আদি স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। যে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তি তার স্বপ্নাবস্থা এবং অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে পারে, আমাকেই সেই পরমব্রহ্ম বলে জেনো। অর্থাৎ, আমিই সুপ্ত জীবাত্মার কার্যকলাপের কারণ। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় যদি কেবল পরমাত্মাই দেখে থাকেন, তা হলে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন জীবাত্মা কিভাবে সেই স্বপ্নের বিষয় স্মরণ রাখে? এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অন্য ব্যক্তি বুঝতে পারে না। অতএব জ্ঞাতা জীব, যে স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, সে কার্য থেকে পৃথক। সেই জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ, জানবার ক্ষমতা জীব এবং পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে রয়েছে। অতএব জীবও স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। উভয় স্তরেই জ্ঞাতা অপরিবর্তিত এবং গুণগতভাবে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক। জীবাত্মা যখন নিজেকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে সে যে আমার সঙ্গে গুণগতভাবে এক তা বিস্মৃত হয়, তখন তার জড়-জাগতিক সংসার-জীবন শুরু হয়। অর্থাৎ, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সে তার কর্মের প্রভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে পরিভ্রমণ করে। বৈদিক জ্ঞান এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। পুণ্য ভারত-ভূমিতে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে, তাদের পক্ষে তা বিশেষভাবে

সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যে মহাক্লেশ প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখে এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপরীত ফল লাভ হয়, সেই কথা স্মরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা স্মরণ করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানা প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সকাম বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।' "

"মানুষের বোঝা উচিত যে, যারা তাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে কর্ম করে, তাদের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জানা উচিত যে, জড়বাদীর পক্ষে আত্মাকে জানা অত্যন্ত কঠিন এবং তা এই সমস্ত অবস্থার অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত। যাঁরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অংশরূপে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের তত্ত্ব ভালভাবে নিরীক্ষণ করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নেই। হে রাজন্, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশ্বাস প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।"

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যেদিকে ভগবান অনন্তদেব অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সেই দিকে প্রণতি নিবেদন করে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাধর-পতিরূপে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বিবিধ যোগশক্তির সিদ্ধিস্থল সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা হরিনাম কীর্তন করিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এক সময় রাজা চিত্রকেতু যখন বিষ্ণু প্রদত্ত দীপ্তিমান বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণ পরিবেষ্টিত মহাদেবকে দর্শন করেছিলেন। মহাদেব মহর্ষিদের সভায় পার্বতীকে অঙ্কে ধারণ করে তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। তা দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হাস্য করে যাতে পার্বতীর শ্রুতিগোচর হয়, এইভাবে বলেছিলেন—মহাদেব

সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্মের বক্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর ভার্যা পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন! জটাধারী মহা-তপস্বী শিব ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সভার সভাপতি, অথচ তিনি একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সভার মধ্যে অবস্থান করছেন। সাধারণ মানুষেরাও নির্জন স্থানে তাদের পত্নীকে আলিঙ্গন করে তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করে। কিন্তু মহাদেব মহা-তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করছেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, চিত্রকেতুর উক্তি শ্রবণ করে, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাদেব ঈষৎ হেসে নীরব রইলেন এবং তাঁর অনুচর সভাসদেরাও কিছু না বলে তাঁর অনুসরণ করলেন। শিব এবং পার্বতীর প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু কঠোর বাক্যে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উক্তি মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না এবং তাই পার্বতী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জিতাত্মা-অভিমানী চিত্রকেতুকে বলেছিলেন, 'আহা, এই ভুঁইফোড় ব্যক্তি এখন আমাদের মতো নির্লজ্জ ব্যক্তিদের দণ্ডদাতার পদ প্রাপ্ত হয়েছে নাকি? এ কি শাসনকর্তা রূপে দণ্ডধারী হয়েছে? এ কি সব কিছুর একমাত্র প্রভু? আহা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভৃগু, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ চতুঃসন, এঁদের কারোরই ধর্মজ্ঞান নেই। মনু এবং কপিলও ধর্মতত্ত্ব ভুলে গেছেন। আমার মনে হয় সেই জন্যই তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবকে এই প্রকার অশোভন আচরণ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেননি। এই ক্ষত্রিয়াধম চিত্রকেতু ধৃষ্টতাপূর্বক ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও অতিক্রম করে, তাঁরা যাঁর চরণকমল-যুগল ধ্যান করেন, সেই জগদ্পূজ্য পরম ধর্মমূর্তি শিবকে শাসন করেছে, অতএব তাকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। এই ব্যক্তি তার সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে। সে সাধুদের দ্বারা পূজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের অযোগ্য, কারণ সে দুর্বিনীত এবং অহঙ্কারে মত্ত। হে উদ্ধত পুত্র, এখন তুমি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর, যাতে ভবিষ্যতে আর এই সংসারে সাধুদের প্রতি এই প্রকার অপরাধ না কর।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে পার্বতীকে প্রণাম করেছিলেন এবং তার ফলে পার্বতী দেবী পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।"

চিত্রকেতু বললেন—"হে মাতঃ, আপনি যে আমাকে অভিশাপ প্রদান করলেন, তা আমি আমার অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করছি। এই অভিশাপে আমি বিচলিত নই, কারণ মানুষকে তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে দেবতারা সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন। অবিদ্যার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীব সংসাররূপ অরণ্যে, তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে সর্বত্র সর্বদা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব, হে মাতঃ, এই শাপ প্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোন দোষ নেই।) এই সংসারে স্বয়ং বা শত্রু-মিত্র প্রভৃতি অন্য কেউই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়। কিন্তু যারা অজ্ঞ তারা নিজেকে এবং অন্যকে এই সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে। এই সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। সুতরাং শাপই বা কি আর অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি আর নরকই বা কি? প্রকৃত সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? কারণ তরঙ্গের মতো সেগুলি নিয়ত প্রবহমান। তাদের কোন বাস্তবিক সত্তা নেই। পরমেশ্বর ভগবান এক। জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মায়ার দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও কখনও জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্ত হয়। সত্ত্বগুণে তারা সুখভোগ করে এবং রজোগুণে দুঃখভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তাই কেউই তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি বা বন্ধু এবং পর বা আত্মীয় নয়। জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি-রহিত হওয়ার ফলে তাঁর তথাকথিত সুখের প্রতি অনুরাগ অথবা দুঃখের প্রতি রোষ নেই। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক। ভগবান যেহেতু সর্বদা আনন্দময়, তাই তাঁর দুঃখের কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবান যদিও আমাদের কর্মফল অনুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের প্রতি অনাসক্ত এবং যদিও কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়, তবু তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম সৃষ্টি করে সুখ এবং দুঃখ, মঙ্গল

এবং অমঙ্গল, বন্ধন এবং মুক্তি, জন্ম এবং মৃত্যুরূপ সংসারের কারণ হন। হে মাতঃ, আপনি আমার প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু যেহেতু আমার সমস্ত সুখ এবং দুঃখ আমার পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তাই আমি শাপমুক্তির জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি না। আমার বাক্য সঙ্গত হলেও আপনি যে তা অসঙ্গত বলে মনে করছেন, সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, শিব এবং পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে চিত্রকেতু তাঁর বিমানে আরোহণপূর্বক তাঁদের সমক্ষে সেখান থেকে চলে গেলেন। শিব এবং পার্বতী যখন দেখলেন যে, শাপ শ্রবণ করা সত্ত্বেও চিত্রকেতু ভীত হলেন না, তখন তাঁর আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁরা হেসেছিলেন। তারপর, দেবর্ষি নারদ, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্ষদদের সমক্ষে পরম শক্তিমান শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছিলেন, 'হে সুন্দরী পার্বতী, তুমি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য দর্শন করলে তো? ভগবান শ্রীহরির দাসানুদাস হওয়ার ফলে তাঁরা যথার্থই মহাত্মা এবং তাঁরা বিষয়সুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল। ভগবানের মায়ার প্রভাবেই জীব জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অভিশাপ-অনুগ্রহ, এই সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ভ্রান্তিবশত যেমন একটি ফুলের মালাকে সর্প বলে মনে হয়, অথবা স্বপ্নে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তেমনই, এই জড় জগতে অবিবেক-বশত সুখ এবং দুঃখকে ভাল এবং মন্দ বলে মনে করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা হয়। যাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন এবং এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হন। তাই তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ বা দুঃখের প্রতি আগ্রহশীল হন না। আমি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নারদ আদি ব্রহ্মার পুত্র, ঋষিগণ এবং দেবতারা তাঁর অংশের অংশ হলেও, আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, তা হলে তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হব না। তিনি কাউকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বলে মনে করেন না। কেউই তাঁর আপন বা পর নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের আত্মার আত্মা। তাই তিনি সমস্ত জীবের মঙ্গলময় বন্ধু এবং তাঁদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়। এই উদারচিত্ত চিত্রকেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী এবং রাগ-দ্বেষশূন্য। তেমনই, আমিও ভগবান নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব এই সমস্ত মহাত্মা মহাপুরুষ, ভক্ত, রাগ-দ্বেষ রহিত, সর্বভূতে সমদর্শী পুরুষের কার্য দর্শন করে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, পতির বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবী উমা চিত্রকেতুর আচরণে বিস্ময় পরিত্যাগ করে তাঁর বুদ্ধি স্থির করেছিলেন। পরম ভক্ত চিত্রকেতু পার্বতী দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হলেও তা দেননি; পক্ষান্তরে তিনি দেবী প্রদত্ত শাপই অবনত মস্তকে স্বীকার করেছিলেন এবং শিব ও পার্বতীকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে। দুর্গামাতা (শিবপত্নী ভবানী) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে, সেই চিত্রকেতুই অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিব্যজ্ঞান ও জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সংযুক্ত হয়েই তিনি ত্বষ্টার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অসুর রূপে আবির্ভূত হন এবং তাই তিনি বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যে মহান ভগবদ্ভক্ত বৃত্রের অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি। চিত্রকেতু ছিলেন একজন মহান ভক্ত (মহাত্মা)। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে তাঁর বাণী এবং মন সংযত করেন এবং ভগবানকে স্মরণ করে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী, এই তিন কন্যা এবং পাঁচজন মহাযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পশু, সোম ও চাতুর্মাস্য নামক পুত্র সকলের জন্ম হয়। হে রাজন্, অদিতির ভগ নামক ষষ্ঠ পুত্রের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু এবং প্রভু নামক তিন পুত্র এবং আশী নাম্নী এক অতি সুশীলা পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অদিতির সপ্তম পুত্র ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চার পত্নী ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে সায়ম্, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামক চার পুত্র প্রসব করেছিলেন। অদিতির অষ্টম পুত্র বিধাতার ক্রিয়া নাম্নী ভার্যার গর্ভে পুরীষ্য নামক পাঁচজন অগ্নিদেবের জন্ম হয়। অদিতির নবম পুত্র বরুণের পত্নীর নাম ছিল চর্ষণী। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাঁর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। বরুণের বীর্যে একটি বল্মীক থেকে মহাযোগী বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগু ও বাল্মীকি বরুণের বিশিষ্ট পুত্র, কিন্তু অগস্ত্য এবং বসিষ্ঠ ঋষি ছিলেন মিত্র (অদিতির দশম পুত্র) এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্য স্খলিত হলে, তাঁরা সেই বীর্য একটি কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করেন। সেই কুম্ভ থেকে অগস্ত্য এবং বসিষ্ঠ—এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁরা মিত্র এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। মিত্র তাঁর পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট এবং পিপ্পল নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অদিতির একাদশতম পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌলোমী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ, মীঢুষ—এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কথা আমরা শুনেছি। অনন্ত শক্তি সমন্বিত ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বামনরূপে অদিতির দ্বাদশতম পুত্র উরুক্রম নামে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎশ্লোকের সৌভগ আদি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করব উরুক্রম বা ভগবান বামনদেব কিভাবে মহর্ষি কশ্যপের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিন পদ-বিক্ষেপের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর শক্তি এবং কিভাবে তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা আমি বর্ণনা করব। এখন আমি দিতির গর্ভজাত এবং কশ্যপের পুত্র দৈত্যদের সম্বন্ধে তোমার কাছে বর্ণনা করব। এই দৈত্যবংশে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজও আবির্ভূত হন। দিতির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার ফলে অসুরদের দৈত্য বলা হয়। প্রথমে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং দৈত্য ও দানবদের দ্বারা পূজিত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম ছিল কয়াধু। তিনি ছিলেন জম্ভ দানবের কন্যা। তাঁর গর্ভে যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামক চার পুত্রের জন্ম হয়। এই চার পুত্রের ভগ্নীর নাম সিংহিকা। তার সঙ্গে বিপ্রচিৎ দানবের বিবাহ হয় এবং রাহু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। রাহু যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে অমৃত পান করছিল, তখন ভগবান শ্রীহরি তার শিরশ্ছেদ করেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতির গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্রের জন্ম হয়। হ্লাদের পত্নী ধমনি। তার দুই পুত্রের নাম বাতাপি এবং ইল্বল। ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে পাক করে অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করতে দিয়েছিল। অনুহ্লাদের পত্নীর নাম সূর্যা। তার গর্ভে বাস্কল এবং মহিষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভে বলি মহারাজের জন্ম হয়। তারপর বলি মহারাজ অশনার গর্ভে এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের মধ্যে বাণ ছিল সর্বজ্যেষ্ঠ। বলি মহারাজের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণিত হবে। বাণ

শিবের আরাধনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদদের অন্যতম হয়েছিলেন। এখনও শিব বাণের রাজধানী রক্ষা করেন এবং সর্বদা তার পাশে থাকেন। ঊনপঞ্চাশজন মরুতেরাও দিতির পুত্র। তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। দিতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দান করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে গুরুদেব, সেই ঊনপঞ্চাশজন মরুৎ তাঁদের জন্মের ফলে নিশ্চয়ই আসুরিক-ভাবাপন্ন ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কেন তাঁদের অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়ে দেবত্ব প্রদান করেছিলেন? তাঁরা কি কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন? হে ব্রাহ্মণ, আমি এবং আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষিরা এই বিষয়ে জানবার জন্য উৎসুক। অতএব হে মহাত্মন, দয়া করে আমাদের তার কারণ বিশ্লেষণ করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে মহর্ষি শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বচন শ্রবণপূর্বক সর্বজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে উত্তর দিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের মৃত্যুতে তাদের মাতা দিতি শোকপ্রদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ ইন্দ্র তাঁর দুই ভাই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর দ্বারা বধ করিয়েছে। অতএব ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয় এবং পাপিষ্ঠ। কবে আমি তাকে হত্যা করে সুখে নিদ্রা যাব? রাজা বা অধীশ্বর নামে খ্যাত ব্যক্তিদের দেহ মৃত্যুর পর কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। সেই দেহ রক্ষার জন্য কেউ যদি হিংসা-পরায়ণ হয়ে অন্যদের হত্যা করে, সে কি জীবনের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত? অবশ্যই নয়, কারণ জীব-হিংসার ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে।"

দিতি চিন্তা করেছিলেন—"ইন্দ্র মনে করে যে তার শরীর নিত্য এবং তার ফলে যে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। তাই আমি এমন এক পুত্র কামনা করি যে ইন্দ্রের মদমত্ততা দূর করবে। সেই জন্য আমাকে কোন উপায় স্থির করতে হবে। এই ভেবে (ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করে), দিতি নিরন্তর তাঁর মনোহর আচরণের দ্বারা কশ্যপের প্রসন্নতা বিধান করতে লাগলেন। হে রাজন্, দিতি সর্বদা কশ্যপের সমস্ত বাসনা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর সেবা, প্রেম, বিনয়, আত্মসংযম, মৃদুহাস্য এবং মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর পতির মন আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর বশীভূত করেছিলেন। কশ্যপ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, তবু তিনি কপটাচার-নিপুণা স্ত্রীর শুশ্রূষায় মোহিত হয়ে তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তাঁর এই উক্তি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, সমস্ত জীবেরা অনাসক্ত। তাই প্রজাবৃদ্ধির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাঙ্গ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হয়। হে প্রিয়, অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কশ্যপ তাঁর পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন—হে সুন্দরী, হে অনিন্দিতে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোন বর প্রার্থনা করতে পার। পতি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্ত্রীর ইহকালে অথবা পরকালে কোন্ কামনা দুর্লভ হতে পারে? নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অন্তঃকরণে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কর্মীদের পূজার পাত্র হন, তেমনই, সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন। হে সুমধ্যমে, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিব্রতা হয়ে পতির আদেশ পালন করা। পতিকে বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে জেনে, পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য। হে ভদ্রে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছ, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুরস্কৃত করব, যা অসতী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ।"

দিতি উত্তর দিলেন—"হে মহাত্মা পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হারিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তা হলে এক অমর পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কারণ বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে। দিতির অনুরোধ শুনে কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অনুতাপ করেছিলেন, 'আহা, আজ আমার ইন্দ্রহত্যারূপ মহা অধর্ম উপস্থিত হয়েছে।' "

কশ্যপ মুনি ভাবলেন—"হায়, আমি এখন জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি। তাই আমার মন স্ত্রীরূপিনী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। হতভাগ্য আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব। আমার এই পত্নী তার স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি পুরুষ। তাই আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে? স্ত্রীলোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে, পুরুষেরা যেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় যেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করাতে পারে। আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় স্থির করেছি, তাই উপযুক্ত।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে চিন্তা করে কশ্যপ মুনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিন্দা করে দিতিকে বলেছিলেন—হে ভদ্রে, তুমি যদি এক বছর ধরে আমার উপদিষ্ট এই ব্রত পালন কর, তা হলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, এই বৈষ্ণবব্রত পালনে যদি তোমার কোন ত্রুটি হয়, তা হলে তুমি ইন্দ্রের পক্ষপাতী এক পুত্র লাভ করবে।"

দিতি বললেন—"হে ব্রহ্মন্, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। এখন আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।"

কশ্যপ মুনি বললেন—"হে প্রিয়ে, এই ব্রত পালন করার সময় জীবহিংসা করো না, কাউকে অভিশাপ দিয়ো না, মিথ্যা কথা বলো না, নখ এবং লোম কেটো না এবং ধূলি ও অস্থি আদি অশুভ বস্তু স্পর্শ করো না।"

"হে ভদ্রে, কখনও জলের মধ্যে প্রবেশ করে স্নান করো না, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না, দুর্জনের সঙ্গে সম্ভাষণ করো না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্বধৃত মালা কখনও পুনরায় ধারণ করো না। কখনও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন অথবা মাংস বা মাছযুক্ত অপবিত্র অন্ন, কিংবা শূদ্রের দ্বারা আনীত অন্ন অথবা রজঃস্বলা রমণীদৃষ্ট অন্ন ভোজন করবে না এবং অঞ্জলির দ্বারা জলপান করবে না। আহারের পর মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে, সন্ধ্যাবেলা কেশ মুক্ত করে, অলঙ্কার রহিত হয়ে, বাক্যসংযত না হয়ে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে কখনও বাইরে যাওয়া উচিত নয়। পা না ধুয়ে অথবা ভিজা পায়ে, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মাথা রেখে অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিংবা নগ্ন অবস্থায়, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় কখনও শয়ন করবে না। ধৌত বস্ত্র পরিধান করে, সর্বদা পবিত্র এবং হরিদ্রা-চন্দন আদি মঙ্গল দ্রব্যযুক্ত হয়ে, প্রাতঃরাশের পূর্বে গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করবে। পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে সম্যকরূপে অর্চনা করে তাঁর স্তব করবে এবং পতিকে গর্ভে অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে।"

"তুমি যদি এক বছর ধরে পুংসবন নামক এই ব্রত নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটি পুত্র উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই ব্রত ধারণে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তা হলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বন্ধু হবে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কশ্যপের পত্নী দিতি পুংসবন নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব।" তারপর তিনি প্রফুল্লচিত্তে কশ্যপ থেকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং যত্ন সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন। হে মানদ রাজন্, দিতির অভিপ্রায় ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি

অনুসারে দিতির ব্রত ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং তাঁর মাতৃষ্বসা আশ্রমবাসিনী দিতির সেবা করতে লাগলেন। ইন্দ্র প্রতিদিন বন থেকে ফুল, ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে এসে তাঁর মাতৃষ্বসার সেবা করতে লাগলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মৃগহন্তা ব্যাধ যেমন মৃগচর্মের দ্বারা তার শরীর আচ্ছাদনপূর্বক মৃগরূপ ধারণ করে মৃগের সেবা করে, তেমনই ইন্দ্র অন্তরে দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বন্ধুভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি পাওয়া মাত্রই দিতিকে প্রতারণা করা। কিন্তু তিনি সেই ভাব গোপন রেখে, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তাঁর সেবা করে যেতে লাগলেন।"

"হে মহীপতে, এইভাবে ইন্দ্র যখন দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, "কিভাবে আমার মঙ্গল হবে?" এইভাবে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। কঠোর ব্রত পালন করার ফলে দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়ে, দিতি এক সময় আহারের পর দুর্ভাগ্যবশত মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই ছিদ্র পেয়ে (অণিমা, লঘিমা আদি) যোগসিদ্ধির অধীশ্বর ইন্দ্র যোগবলে গভীর নিদ্রায় অচেতন দিতির উদরে প্রবেশ করলেন। দিতির গর্ভে প্রবেশ করে ইন্দ্র স্বর্ণের মতো প্রভাশালী সেই গর্ভকে বজ্রের দ্বারা সাত খণ্ডে কেটেছিলেন। সাতটি খণ্ডে সাতটি জীব রোদন করতে থাকলে, ইন্দ্র তাদের "রোদন করো না" বলে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় প্রতিটি খণ্ডকে সাত ভাগে কেটেছিলেন। হে রাজন্, এইভাবে পীড়িত হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইন্দ্রকে বললেন, 'হে ইন্দ্র, আমরা মরুৎ, তোমারই ভ্রাতা, অতএব কেন তুমি আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছ?' ইন্দ্র যখন দেখলেন যে তাঁরা তাঁর অনুগত ভক্ত, তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তা হলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে আপনাকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনই দিতির গর্ভও ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড হলেও শ্রীনিবাসের কৃপায় তা বিনষ্ট হয়নি। যে আদি পুরুষ ভগবানকে একবার মাত্র পূজা করলে জীব তাঁর সমান রূপতা লাভ করে, মহান ব্রতপরায়ণ হয়ে দিতি প্রায় এক বছর ধরে সেই ভগবানকে পূজা করেছিলেন। তার ফলে উনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় দিতির গর্ভে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মরুতেরা যে দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? ভগবানের আরাধনা করার ফলে দিতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি যখন শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর উনপঞ্চাশজন পুত্রকে দেখতে পেলেন। তাঁর সেই উনপঞ্চাশজন পুত্র অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, তা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।"

তারপর দিতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন—"হে বৎস, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যদের বধ করার জন্য একটি পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে আমি এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম। আমি কেবল এক পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু উনপঞ্চাশ জন পুত্র কিভাবে হল? হে বৎস ইন্দ্র, তুমি যদি তা জান, তা হলে সত্যি করে বল। মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না।"

ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—"হে মাতঃ, আমি স্বার্থান্ধ হয়ে ধর্মদৃষ্টি হারিয়েছিলাম। আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আপনি মহান ব্রত পালন করছিলেন, তখন আমি আপনার ত্রুটি অন্বেষণ করছিলাম। সেই ত্রুটি পেয়ে আমি আপনার উদরে প্রবেশ করে গর্ভ ছেদন করেছি। প্রথমে আমি গর্ভস্থ শিশুটিকে সাত খণ্ডে কেটেছিলাম। তার ফলে সাতজন কুমার হয়। তারপর আমি সেই প্রত্যেকটি শিশুকে সাত খণ্ডে আবার কাটি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাদের কারও মৃত্যু হয়নি। হে মাতঃ, আমি যখন উনপঞ্চাশটি পুত্রকেই জীবিত দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি নিশ্চয়ই আপনার ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার আনুষঙ্গিক ফল। যাঁরা কেবল ভগবানের আরাধনার অভিলাষী তাঁরা ভগবানের কাছে জড় বিষয় কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা মুক্তিও কামনা করেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। সমস্ত অভিলাষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়া। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পরম প্রিয় ভগবানের সেবা করেন, যিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা হলে যে জড় সুখ নরকেও লাভ হয়, তা কেন তিনি বাসনা করবেন?"

"হে মহীয়সী মাতঃ, আমি মূর্খ। দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার ভগবদ্ভক্তির বলে আপনার উনপঞ্চাশজন পুত্রই অক্ষত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। শত্রুরূপে আমি তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলাম, কিন্তু আপনার মহান ভক্তির বলে তাদের মৃত্যু হয়নি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রের এই উত্তম আচরণে দিতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র তাঁর মাতৃষ্বসাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে, তাঁর অনুমতিক্রমে ভ্রাতা মরুৎগণ সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিশেষ করে এই শুদ্ধ মরুৎদের সম্বন্ধে, তা আমি যথাসাধ্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন আপনার আর কি প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন, তা হলে আমি তা বর্ণনা করব।"

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, আপনি যে পুংসবন-ব্রত সম্বন্ধে বলেছেন, সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রসন্ন করা যায়।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পতির আজ্ঞা অনুসারে স্ত্রী সর্বকামনা পূরণকারী এই ব্রত আরম্ভ করবেন। ব্রত আরম্ভের পূর্বে মরুৎদের জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করে, দন্তধাবন-পূর্বক স্নান করে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করবেন এবং অনন্যতা হয়ে প্রাতরাশের পূর্বে লক্ষ্মীদেবী সহ বিষ্ণুকে পূজা করবেন। (তারপর তিনি এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করবেন—) হে পূর্ণকাম, আপনি সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত, কিন্তু আমি আপনার কাছে কোন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি না। আমি কেবল আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি মহাবিভূতি স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পতি। তাই আপনি সমস্ত সিদ্ধির ঈশ্বর। আমি কেবল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি কৃপা, ঐশ্বর্য, তেজ, মহিমা, বল এবং অন্যান্য সমস্ত দিব্য গুণে বিভূষিত, তাই আপনি ভগবান ও সকলের প্রভু। (ভগবান বিষ্ণুকে উত্তমরূপে প্রণতি নিবেদন করবার পরে, ভক্ত লক্ষ্মীদেবীকে প্রণতি নিবেদন করে এইভাবে প্রার্থনা করবেন।) হে বিষ্ণুপত্নী, হে বিষ্ণুশক্তি স্বরূপিণী, আপনি বিষ্ণুরই তুল্য, কারণ আপনি তাঁরই সমান গুণ এবং ঐশ্বর্যশালিনী। হে লক্ষ্মীদেবী, দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে জগন্মাতা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। 'হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বিষ্ণু, আপনি পুরুষোত্তম এবং পরম শক্তিমান। হে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বক্সেন আদি পার্ষদগণ সহ সর্বদা বিরাজমান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি আপনাকে সমস্ত পূজোপহার সমর্পণ করি।' প্রতিদিন সমাহিত চিত্তে এই মন্ত্রের দ্বারা পা ধোয়ার জল, হাত এবং মুখ ধোয়ার জল, স্নানের জল, বস্ত্র, উপবীত,

অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, দীপ আদি উপহার নিবেদন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"উপরোক্ত উপচার সহকারে ভগবানের পূজা করার পর, 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বাদশটি আহুতি প্রদান করবেন। যদি কেউ সমস্ত সম্পদ কামনা করেন, তা হলে তিনি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করবেন। উপরোক্ত মন্ত্রে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করা উচিত। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ একত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ। তাঁরা সমস্ত বর প্রদান করেন এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস। তাই সকলের কর্তব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা। ভক্তিনম্র চিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দশবার সেই মন্ত্র জপ করতে হবে এবং তারপর নিম্নলিখিত স্তোত্রটি পাঠ করা উচিত।"

"হে নারায়ণ, হে লক্ষ্মী, আপনারা উভয়েই বিশ্বের অধিপতি এবং এই জগতের মুখ্য কারণ। লক্ষ্মীদেবীকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তিনি এতই শক্তিশালিনী যে, তাঁর শক্তি অতিক্রম করা দুষ্কর। তিনি এই জড় জগতে বহিরঙ্গা শক্তিরূপে প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। হে ভগবান, আপনি প্রকৃতির অধীশ্বর এবং তাই আপনিই সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। আপনি যজ্ঞমূর্তি। চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মীদেবী আপনার উপাসনার আদি রূপ, কিন্তু আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। এই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত চিন্ময় গুণের উৎস, আর আপনি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সবকিছুর পরম ভোক্তা। আপনিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁদের শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনরূপা। তিনি নাম ও রূপযুক্তা এবং আপনি সেই নাম এবং রূপের আশ্রয় এবং তাঁদের প্রকাশের কারণ। আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা এবং পরমেশ্বর, অতএব হে উত্তমশ্লোক ভগবান, আপনার কৃপায় আমার মহান অভিলাষসমূহ পূর্ণ হোক।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে, পূজার উপকরণ সরিয়ে আচমন দান করে, পুনরায় তাঁদের পূজা করবেন। তারপর ভক্তিনম্র চিত্তে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব করবেন এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্টের ঘ্রাণ গ্রহণ করে পুনরায় লক্ষ্মী সহ ভগবানের পূজা করবেন। ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পতিকে প্রসাদ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন। পতি ও পত্নীর মধ্যে একজন এই ভক্তিপরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করলেই যথেষ্ট। কারণ তাঁদের পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কের ফলে, তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই ব্রত অনুষ্ঠানে অসমর্থা হন, তা হলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং পতিপরায়ণা পত্নী তা হলে তার ফলভাগী হবেন। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ এই বিষ্ণুব্রত ধারণ করা উচিত এবং কখনও অন্য কোন কার্যবশত এই ব্রত থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রসাদ, ফুলের মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা প্রতিদিন ব্রাহ্মণ এবং পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের পূজা করবেন। পত্নীর কর্তব্য অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক প্রত্যহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা। তারপর, বিষ্ণুকে স্বধামে স্থাপনপূর্বক তাঁকে নিবেদিত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। তার ফলে পতি এবং পত্নী শুদ্ধ হবেন এবং তাঁদের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে। সাধ্বী স্ত্রী এইভাবে এক বছর এই পূজাবিধি অনুষ্ঠান করবেন। এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, তিনি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবেন। পরের দিন সকালে স্নান এবং আচমন করে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করার পর, গৃহ্যসূত্রে উক্ত পার্বণের পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সঙ্গে পক্ক পায়স দ্বারা পতি অগ্নিতে বারোটি আহুতি দেবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রীত হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করবেন, তখন তা মস্তক দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। ভোজন করার পূর্বে পতি প্রথমে আচার্যকে সুখাসনে উপবেশন করিয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ বাকসংযত হয়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করবেন। তারপর ঘৃতপক্ক পায়েসের অবশেষ পত্নী ভোজন করবেন। এই যজ্ঞাবশেষ সৎপুত্র প্রদানকারী এবং সৌভাগ্যজনক। এই ব্রত যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে

পালন করা হয়, তা হলে মানুষ এই জীবনেই ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ করতে পারে। এই ব্রত পালনকারিণী স্ত্রী নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, পুত্র, দীর্ঘজীবী পতি, যশ, গৃহ ইত্যাদি লাভ করবে। অবিবাহিতা কন্যা যদি এই ব্রত পালন করে, তা হলে সে সমস্ত সদ্‌গুণযুক্ত পতি লাভ করতে পারে। অনীরা রমণী অর্থাৎ পতি-পুত্রহীনা রমণী যদি এই ব্রত পালন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন। মৃতবৎসা রমণী আয়ুষ্মান পুত্র লাভ করতে পারেন এবং বহু ধন ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। দুর্ভাগা রমণী সৌভাগ্যবতী হতে পারেন এবং কুরূপা রমণী অত্যন্ত সুন্দরী হতে পারেন। এই ব্রত পালনের ফলে রোগী রোগমুক্ত হয়ে কর্মক্ষম দেহ লাভ করতে পারে। কেউ যদি পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার সময়, বিশেষ করে শ্রাদ্ধের সময় এই আখ্যায়িকা পাঠ করেন, তা হলে দেবতা এবং পিতৃগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দিতি কিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান পুত্র মরুৎদের লাভ করেছিলেন এবং সুখী হয়েছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা আপনার কাছে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।"

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত

সপ্তম স্কন্ধ

(ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান)

প্রথম অধ্যায়

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের প্রতি সমদর্শী, সুহৃদ্ এবং পরম প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কেন দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য অসমদর্শীর মতো ইন্দ্রশত্রু দৈত্যদের বধ করেছিলেন? সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি কিভাবে কারও প্রতি পক্ষপাত এবং অন্য কারও প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করতে পারেন? ভগবান শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ পরমানন্দ আত্মস্বরূপ। অতএব দেবতাদের পক্ষপাতিত্ব করে তাঁর কি লাভ? তার ফলে তাঁর কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে? ভগবান যেহেতু নির্গুণ, তাই অসুরদের কাছ থেকে তাঁর ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? অতএব অসুরদের প্রতি তিনি বিদ্বেষ-পরায়ণ হলেন কেন? হে মহাভাগ, ভগবান নারায়ণ পক্ষপাতপূর্ণ না নিরপেক্ষ সেই সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত সংশয় জন্মেছে। দয়া করে, নারায়ণ যে সর্বদা নিরপেক্ষ এবং সকলের প্রতি সমদর্শী তা প্রমাণ করে আমার সেই সংশয় দূর করুন।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনায় তাঁর ভক্তের মহিমাও কীর্তিত হয় এবং তা ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই অতি অদ্ভুত বিষয়টি সর্বদা সংসার-দুঃখ দূর করে। তাই নারদ আদি মহর্ষিরা সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, কারণ তার ফলে ভগবানের অতি অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ এবং কীর্তন করার সুযোগ লাভ হয়। মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করে আমি ভগবান শ্রীহরির কার্যকলাপ বর্ণনা করব।"

"ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং তাই তাঁকে বলা হয় নির্গুণ। যেহেতু তিনি অজ, তাই তাঁর রাগ এবং দ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত জড় শরীর নেই। যদিও ভগবান সর্বদাই জড়াতীত, তবুও তাঁর স্বরূপ শক্তির প্রভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে, আপাতদৃষ্টিতে একজন বদ্ধ জীবের মতো কর্তব্য এবং দায়িত্ব স্বীকার করেছেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ জড়া প্রকৃতিজাত এবং সেগুলি ভগবানকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এই তিনটি গুণ একই সময়ে হ্রাস অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কার্য করতে পারে না। যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন ঋষি এবং দেবতারা সেই গুণের প্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁরা ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তেমনই যখন রজোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন অসুরেরা উন্নতি সাধন করে এবং যখন তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন যক্ষ এবং রাক্ষসেরা উন্নতি সাধন করে। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রতিক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করেন। সর্বব্যাপ্ত ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে তিনি ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হন। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি, পাত্রের মধ্যে জল বা ঘটের মধ্যে আকাশ অনুভব করা যায়, তেমনই জীবের ভক্তিযুক্ত কার্যকলাপের মাত্রা অনুসারে বোঝা যায় কে অসুর এবং কে দেবতা। মানুষের কার্যকলাপ দর্শন করে, চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝতে পারেন কে কতটা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছেন। ভগবান যখন জীবের চরিত্র এবং কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর প্রদান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তারপর পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি শরীরে প্রবেশ করেন এবং রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন এবং তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন। হে মহারাজ, জড়া এবং পরা প্রকৃতির নিয়ন্তা ভগবান, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি জড়া প্রকৃতি এবং জীবকে কালের সীমার মধ্যে সক্রিয় হওয়ার জন্য কালের সৃষ্টি করেন। ভগবানই প্রকৃতি এবং কালের স্রষ্টা, অতএব তিনি কখনও তাদের অধীন নন। হে রাজন্, এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে। এইভাবে যদিও ভগবান পরম নিয়ন্তা, তিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতাদের অনুগ্রহ করেন এবং তমোগুণ বিশিষ্ট অসুরদের সংহার করেন। ভগবান কালের দ্বারা বিভিন্নভাবে কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না। পক্ষান্তরে তাঁর কার্যকলাপ মহিমান্বিত, তাই তাঁকে বলা হয় উরুশ্রবা। হে রাজন্,

পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে একটি ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করেছিলেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান সর্বদা নিরপেক্ষ, এমন কি যখন তিনি অসুরদের বধ করেন তখনও। হে রাজন্, পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে যেতে দেখেছিলেন। তাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, তিনি অন্যান্য ঋষিদের সমক্ষে যজ্ঞসভায় উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ভগবানের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও অসুর শিশুপাল যে ভগবানের দেহে লীন হয়েছিল তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মহান পরমার্থবাদীদের পক্ষেও এই সাযুজ্য মুক্তি দুর্লভ। তা হলে ভগবদ্বিদ্বেষী শিশুপাল তা লাভ করল কি করে? হে মহামুনি, ভগবানের এই কৃপার কারণ জানতে আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসুক। আমি শুনেছি যে, পূর্বে বেণ নামক এক রাজা ভগবানের নিন্দা করেছিল এবং তার ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাকে নরকে নিক্ষেপ করেছিলেন। শিশুপালেরও নরকে পতন হওয়ার কথা ছিল। তা হলে সে ভগবানের দেহে লীন হল কি করে? দমঘোষের পুত্র পাপী শিশুপাল বাল্যকালের সেই অস্ফুট ভাষণ থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করে তাঁর নিন্দা করেছে। তেমনই তার ভ্রাতা দুর্মতি দন্তবক্রও চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার দ্বেষ প্রদর্শন করেছে। যদিও শিশুপাল এবং দন্তবক্র বার বার অব্যয় পরমব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর নিন্দা করেছে, তবুও তাদের জিহ্বায় শ্বেত কুষ্ঠ হয়নি এবং তারা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করেনি। তাতে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। অত্যন্ত দুর্লভ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে শিশুপাল এবং দন্তবক্র বহু মহান ব্যক্তিদের সমক্ষে অনায়াসে লীন হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব হয়েছিল? এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। বায়ুর দ্বারা দীপশিখা যেভাবে অস্থির হয়, সেইভাবে আমার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে। হে নারদ মুনি, আপনি সর্বজ্ঞ, এই আশ্চর্য বিষয়ের কারণ কি? তা আপনি দয়া করে আমাকে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুরোধ শ্রবণ করে, সর্বজ্ঞ, পরম শক্তিশালী শুকদেব শ্রীনারদ মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলের সমক্ষে উত্তর দিয়েছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্, নিন্দা এবং প্রশংসা, অপমান এবং সম্মান অজ্ঞানের ফলে অনুভূত হয়। বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্য ভগবান বদ্ধ জীবের শরীর সৃষ্টি করেছেন। হে রাজন্, বদ্ধ জীব দেহাভিমানের ফলে তার শরীরকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের বলে মনে করে। তার এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, সে প্রশংসা এবং নিন্দা আদি দ্বৈত-ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, দেহের নাশ হলে বদ্ধ জীব মনে করে তারও নাশ হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবের পরমাত্মা। যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তাঁর 'আমি' এবং 'আমার', এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাও নেই। অতএব তিনি নিন্দা অথবা প্রশংসায় বিষণ্ণ বা হর্ষিত হবেন বলে মনে করা ভুল। তাঁর পক্ষে এই দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কেউ তাঁর শত্রু নন অথবা বন্ধু নন। তিনি যখন অসুরদের দণ্ড দেন তা তাদের মঙ্গলেরই জন্য এবং যখন তিনি তাঁর ভক্তদের স্তুতি অঙ্গীকার করেন তাও তাঁদের মঙ্গলের জন্য। তিনি স্বয়ং নিন্দা বা প্রশংসার দ্বারা প্রভাবিত হন না। অতএব বৈরীভাব অথবা ভক্তিযোগ, ভয়, স্নেহ অথবা কাম—এর যে কোন একটি উপায়ের দ্বারা কোন না কোনও ভাবে বদ্ধ জীব যদি তার মনকে ভগবানে একাগ্র করে তা হলে তার ফল একই হবে, কারণ ভগবান আনন্দময় হওয়ার ফলে শত্রুতা বা মিত্রতার দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না।"

"ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে যেভাবে তাঁর চিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়, ভক্তিযোগের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। সেটিই আমার নিশ্চিত বিচার। ভ্রমর কর্তৃক দেয়ালের গর্তে অবরুদ্ধ হয়ে কীট যেমন ভয় ও দ্বেষবশত কেবল ভ্রমরের স্মরণ করতে করতে ভ্রমর হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবেরা যদি কোন না কোনও মতে কেবল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তা হলে তাঁরাও তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন।

আরাধ্য ভগবানরূপেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার ফলে তাঁরা তাঁদের চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হবেন। বহু ব্যক্তি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোনিবেশ কাম থেকে, দ্বেষ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। কেবল শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করার ফলে যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় তা এখন আমি বর্ণনা করব।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কামবশত, কংস ভয়বশত, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ শত্রুতাবশত, যদুগণ সম্বন্ধবশত, তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহবশত এবং আমরা ভক্তিবশত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছি। কোন না কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গভীর নিষ্ঠা সহকারে চিন্তা করতে হবে। তারপর, পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি পন্থার যে কোন একটির দ্বারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব। রাজা বেণের মতো নাস্তিকেরা কিন্তু এই পাঁচটি চিন্তার মধ্যে কোন একটির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে পারেনি, তাই তাদের মুক্তি লাভ হয়নি। অতএব যে কোন উপায়েই হোক, বন্ধুভাবেই হোক অথবা শত্রুভাবেই হোক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।"

"হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমার মাতৃষ্বসার দুই পুত্র শিশুপাল এবং দন্তবক্র পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে তাঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়েছেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—"কি প্রকার সেই মহা অভিশাপ, যা নিত্য মুক্ত বিষ্ণুভক্তদেরও অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং কে সেই শাপ দিয়েছিল? ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের এই জড় জগতে পুনরায় অধঃপতন তো অসম্ভব। তাই, সেই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বৈকুণ্ঠবাসীদের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাঁদের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় অথবা প্রাণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, তাঁরা কিভাবে অভিশপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো প্রাকৃত দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কথা আপনি দয়া করে বলুন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"এক সময় ব্রহ্মার চার পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে করতে ঘটনাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও সেই চারজন মহর্ষি মরীচি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবু তাঁরা ছিলেন উলঙ্গ ও দেখতে যেন পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের বালকের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল যখন দেখলেন যে, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের সাধারণ বালক বলে মনে করে, তাঁরা তাঁদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। এইভাবে জয় এবং বিজয় নামক দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে, সনন্দন আদি মহর্ষিগণ অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে তাঁদের অভিশাপ দিলেন—'হে মূর্খ দ্বারপালদ্বয়, তোমরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তোমরা নির্গুণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকার অযোগ্য। তোমরা এক্ষুণি জড় জগতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।' এইভাবে মহর্ষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জয় এবং বিজয় যখন জড় জগতে পতিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ঋষিরা বলেছিলেন—'হে দ্বারপালগণ, তিন জন্মের পর তোমরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে তোমাদের পদে ফিরে আসবে। তখন তোমাদের শাপের কাল সমাপ্ত হবে।' ভগবানের এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দিতির পুত্ররূপে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ ছিল। তারা দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পূজিত ছিল। ভগবান শ্রীহরি নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবান যখন বরাহরূপ ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ভগবান বরাহদেব তখন তাকে সংহার করেন। হিরণ্যকশিপু তার পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য তাঁকে নানাভাবে যাতনা দিয়েছিল। ভগবান সর্বভূতের পরমাত্মা, প্রশান্ত এবং সমদর্শী। মহান ভক্ত প্রহ্লাদ যেহেতু ভগবানের শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই হিরণ্যকশিপু নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বধ করতে পারেনি। তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় কেশিনীর গর্ভে বিশ্রবার পুত্ররূপে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের প্রবল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছিল।"

"হে রাজন্, ব্রাহ্মণদের অভিশাপ থেকে জয় এবং বিজয়কে মুক্ত করতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তুমি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে শ্রীরামচন্দ্রের বলবীর্যের কাহিনী শ্রবণ করবে। জয় এবং বিজয় তাদের তৃতীয় জন্মে তোমার মাতৃষ্বসার পুত্ররূপে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের আঘাতে তাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় তারা এখন শাপমুক্ত হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই দুই পার্ষদ জয় এবং বিজয় দীর্ঘকাল ধরে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিলেন। এইভাবে নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করার ফলে, তাঁরা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু নারদ মুনি, প্রিয় পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপু কেন এই প্রকার বিদ্বেষী ছিল? প্রহ্লাদ মহারাজ কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহান ভক্ত হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি তা আমাকে বলুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, তখন হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধাভিভূত হয়ে পরিতাপ করেছিল। ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করতে করতে হিরণ্যকশিপু কোপোদ্দীপ্ত চক্ষুতে রোষাগ্নির ধূমে ধূম্রবর্ণ আকাশ-মণ্ডল অবলোকন করতে করতে বলল, করাল দন্তবিশিষ্ট, উগ্রদৃষ্টি এবং ভয়ানক দর্শন ভ্রূকুটিযুক্ত মুখে তার শূল উত্তোলন করে সমবেত দানবদের বলেছিল, 'হে দৈত্য এবং দানবেরা! হে দ্বিমূর্ধ, ত্র্যক্ষ, শম্বর এবং শতবাহু! হে হয়গ্রীব, নমুচি, পাক এবং ইল্বল! হে বিপ্রচিত্তি, পুলোমন, শকুন এবং অন্য সমস্ত অসুরেরা! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিলম্ব না করে সেই অনুসারে কার্য কর। আমার নগণ্য শত্রু দেবতারা আমার পরম প্রিয় এবং অনুগত শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে। ভগবান বিষ্ণু যদিও দেবতা এবং অসুরদের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু এখন দেবতাদের দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে পূজিত হওয়ার ফলে, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে তাদের সহায়তা করেছে। ভগবান অসুর এবং দেবতাদের প্রতি সমদর্শী হওয়ার স্বভাব পরিত্যাগ করেছে। যদিও সে পরম পুরুষ, তবুও এখন, সে মায়ার বশে একটি অস্থির বালকের মতো সেবা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছে। আমি তাই আমার শূলের দ্বারা সেই বিষ্ণুর ধড় থেকে তার মুণ্ড ছিন্ন করে, তার রক্তের দ্বারা আমার রক্তপিপাসু ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করব। তা হলেই আমার শান্তি হবে। বৃক্ষের মূল ছেদন করা হলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়, তেমনই আমি যখন সেই কপট-স্বভাব বিষ্ণুকে হত্যা করব, তখন বিষ্ণুপ্রাণ দেবতারাও বিনষ্ট হবে। যখন আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে যুক্ত থাকব, তখন তোমরা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয়-শাসনের দ্বারা সমৃদ্ধ পৃথিবীতে গিয়ে তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত এবং দান কার্যে যুক্ত মানুষদের সংহার করো। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির মূল হচ্ছে যজ্ঞরূপী ধর্মময় পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান উৎস এবং তিনি সমস্ত দেবতা,

ঋষি, পিতৃ এবং জনসাধারণের পরম আশ্রয়। যখন ব্রাহ্মণদের বধ করা হবে, তখন ক্ষত্রিয়দের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কেউ থাকবে না এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন না হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই মরে যাবে। যেখানে যেখানে গাভী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান দেখবে, সেই স্থানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেল।' তখন সংহারপ্রিয় দানবেরা হিরণ্যকশিপুর আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে শিরোধার্য করে এবং তাকে প্রণাম করে, তার আদেশ অনুসারে জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। দৈত্যেরা নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, প্রাকৃতিক অরণ্য, ঋষিদের আশ্রম, মূল্যবান ধাতুর খনি, কৃষকাবাস, উপত্যকাস্থ গ্রাম এবং গোপপল্লী দগ্ধ করেছিল। তারা রাজধানী-সমূহও দগ্ধ করেছিল। কোন কোন দানব খনিত্র দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিল। কেউ কেউ কুঠার হাতে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলেছিল। কোন কোন দৈত্য জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে প্রজাদের বাসস্থান দগ্ধ করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা বার বার অস্বাভাবিকভাবে উপদ্রুত হওয়ায়, মানুষেরা বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞভাগ না পেয়ে দেবতারাও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে দৈত্যদের অলক্ষিতভাবে, তাদের উপদ্রবের ক্ষয়ক্ষতি দর্শন করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, হিরণ্যকশিপু তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান করে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।"

"হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে ছিল একজন মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ, তাই সে জানত কিভাবে স্থান এবং কাল অনুসারে আচরণ করতে হয়। মধুর বাক্যে সে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু এবং উৎকচ নামক তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের এবং তাদের মাতা, তার ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু এবং তার নিজ মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, হে মাতঃ, হে ভ্রাতৃবধূ, হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, মহান বীরের মৃত্যুতে তোমরা শোক করো না, কারণ শত্রুর সম্মুখে বীরের মৃত্যু অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। হে মাতঃ, ভোজনশালায় * থবা পানশালায় যেমন পথিকেরা একত্রে মিলিত হয় ,বং জলপান করার পর তারা তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে, তেমনই জীবেরা কোন পরিবারে একত্রে মিলিত হয় এবং তারপর তাদের কর্মফল অনুসারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে। জীবাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ সে নিত্য এবং অব্যয়। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, সে জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে পারে। সে পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বতোভাবে জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে, তাকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয় এবং তার ফলে তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই আত্মার দেহত্যাগে শোক করা উচিত নয়। জল চঞ্চল হলে যেমন তীরস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিও চঞ্চল বলে মনে হয়, তেমনই মানসিক বিকারের ফলে যখন চক্ষু ঘূর্ণিত হয়, তখন ভূমিও ঘুরছে বলে মনে হয়। হে মাতঃ, তেমনই মন যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয়, তখন জীব যদিও সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের বিভিন্ন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও মনে করে যে, সে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দেহ এবং ন কে আত্মা বলে মনে করে, কোন ব্যক্তিকে তার আপ এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে পর বলে মনে করে। এ ভ্রান্তির ফলে সে দুঃখভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে তার এই মনোভাবই এই জড় জগতে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কার্য করতে হয় এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"উশীনর নামক রাজ্যে সুযজ্ঞ নামক এক বিখ্যাত

রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদের হস্তে নিহত হলে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর মৃতদেহের চারদিকে বেষ্টন করে শোক করছিলেন। তাঁর রত্নময় কবচ বিশীর্ণ হয়েছিল এবং আভরণ ও মালা স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাঁর কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়েছিল, এইভাবে শত্রুর বাণের দ্বারা হৃদয় নির্ভিন্ন হয়ে নিহত সেই রাজার রুধিরাপ্লুত কলেবর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ছিল। মৃত্যুর সময় রাজা তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অধর দংশন করেছিলেন এবং তাঁর দাঁত সেইভাবেই ছিল। তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল এখন কালো হয়ে গেছে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলায় ধূসরিত। তাঁর বাহু এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ উশীনরের মহিষীরা তাঁদের স্বামীর মৃতদেহ দর্শন করে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, 'হে নাথ, তুমি নিহত হয়েছ, আমরাও হত হয়েছি।' বার বার এইভাবে আক্ষেপ করে তাঁরা তাঁদের বক্ষে আঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পতিত হয়েছিলেন। মহিষীরা যখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন তাঁদের অশ্রুধারা তাঁদের কুচ-কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে তাঁদের পতির পাদপদ্মে পতিত হয়েছিল। তাঁদের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অলঙ্কার খসে পড়েছিল। এইভাবে তাঁরা সকলের অন্তরে শোক উৎপাদন করে তাঁদের পতির মৃত্যুতে বিলাপ করেছিলেন। হে প্রভু, নিষ্ঠুর বিধাতা আপনাকে আমাদের চক্ষুর অগোচরে নিয়ে গেছে। পূর্বে আপনি উশীনরবাসীদের বৃত্তি প্রদান করে পালন করতেন এবং তার ফলে তারা সুখী ছিল, কিন্তু এখন আপনার এই অবস্থা তাদের শোকের কারণ হয়েছে। হে রাজন্, হে বীর, আপনি আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পতি এবং পরম সুহৃৎ ছিলেন। আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে প্রাণ ধারণ করব? হে বীর, আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমাদেরও সেই স্থানে অনুগমন করতে আদেশ করুন। আমরা সেখানে গিয়ে আপনার পদদ্বয়ের সেবা করব। আমাদেরও আপনি আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন! যদিও মৃতদেহ দাহ করার জন্য সময় উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মহিষীরা তা নিয়ে যেতে না দিয়ে, তাঁদের মৃত পতিকে কোলে করে বিলাপ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্তাচলে গমন করলেন। রানীরা যখন রাজার মৃত শরীরের জন্য বিলাপ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন যমালয় থেকেও যমরাজ তা শুনতে পেয়েছিলেন। একটি বালকের রূপ ধারণ করে, যমরাজ স্বয়ং মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীযমরাজ বললেন—"আহা, কি আশ্চর্য! এরা যদিও আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, এরা ভালভাবেই জানে যে, শত-সহস্র জীবদের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে। তাই তাদের বোঝা উচিত যে তাদেরও মৃত্যু হবে, কিন্তু তবুও তারা মোহাচ্ছন্ন। বদ্ধ জীবাত্মা এক অজ্ঞাত স্থান থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর সেই অপরিচিত স্থানে পুনরায় ফিরে যায়। প্রকৃতির এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও এরা কেন বৃথা শোক করছে? এই বয়স্কা রমণীদের যে আমাদের মতো জ্ঞানও নেই তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমরা অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ আমরা আমাদের পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অসহায় শিশু হলেও ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা আমাদের খেয়ে ফেলেনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি আমাদের মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই সর্বত্র আমাদের রক্ষা করবেন।"

বালকটি সেই রমণীদের সম্বোধন করে বললেন—"হে অবলাগণ! অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হয়। এটিই বেদের বাণী। চরাচরাত্মক এই বিশ্ব ঠিক তাঁর খেলনার মতো। তিনি পরমেশ্বর, তাই সৃষ্টি ও সংহার উভয় কার্যেই তিনি পূর্ণরূপে সমর্থ। কখনও কখনও মানুষের ধন রাস্তায় যেখানে সকলে দেখতে পায় সেইখানে হারিয়ে গেলেও, ভাগ্যের ফলে রক্ষিত হয় এবং অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। এইভাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পায়। পক্ষান্তরে, ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে ঘরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত ধনও হারিয়ে যায়। ভগবান যদি রক্ষা করেন, তা হলে বনের মধ্যে অসহায় ব্যক্তিও জীবিত থাকে, আবার গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় এবং কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। প্রতিটি বদ্ধ জীবই তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম সমাপ্ত হলে তার শরীরও বিনষ্ট হয়।

আত্মা ঐ সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হলেও দেহের ধর্মে যুক্ত হয় না; কারণ আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। গৃহস্বামী যেমন গৃহ থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তার গৃহটিকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তেমনই বদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশত তার শরীরটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার দেহটি তার আত্মা থেকে ভিন্ন। মাটি, জল এবং আগুনের অংশ থেকে জীব তার দেহ লাভ করে এবং যখন সেই মাটি, জল এবং আগুন কালক্রমে বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন সেই দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে পৃথক্ বলে প্রতীত হয়, বায়ু যেমন মুখ এবং নাসিকার অভ্যন্তরে থাকলেও দেহ থেকে ভিন্ন বলে বোধ হয় এবং আকাশ যেমন সর্বগত হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, তেমনই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে জড় দেহের উৎস এবং তা থেকে পৃথক।"

"হে শোকার্তাগণ, তোমরা সকলেই নিতান্ত মূর্খ! সুযজ্ঞ নামক যে ব্যক্তির জন্য তোমরা শোক করছ, তিনি তো তোমাদের সম্মুখেই শায়িত রয়েছেন। অতএব তোমরা শোক করছ কেন? পূর্বে তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন এবং তার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁকে না পেয়ে তোমরা শোক করছ। এই আচরণ তো অসঙ্গত, কারণ দেহ অভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি তোমাদের কথা শ্রবণ করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন তাঁকে তো তোমরা কখনও দেখনি। অতএব তোমাদের শোক করার তো কোন কারণ নেই। কেননা যে দেহকে তোমরা সর্বদা দেখেছ, সেই দেহ তো এখানেই শায়িত রয়েছে। এই দেহে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাণবায়ু, কিন্তু তাও শ্রোতা বা বক্তা নয়। প্রাণ থেকেও শ্রেষ্ঠ যে আত্মা সেও স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারে না, কারণ পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রকৃত নির্দেশক, যিনি আত্মার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। শরীরের কার্যকলাপ পরিচালনাকারী পরমাত্মা দেহ এবং প্রাণ থেকে ভিন্ন। পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয় এবং মনের সমন্বয়ে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। জীব উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট তার এই সমস্ত জড় দেহের সংস্পর্শে আসে এবং পরে তার স্বীয় শক্তিবলে সেগুলিকে ত্যাগ করে। জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভের ক্ষমতা থেকে এই বল উপলব্ধি করা যায়। আত্মা যতক্ষণ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই আবরণের ফলে আত্মা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং জন্ম-জন্মান্তরে অবিদ্যাবশত বিপর্যয়রূপ ক্লেশ ভোগ করে।"

"প্রকৃতির গুণ এবং তা থেকে উৎপন্ন তথাকথিত সুখ এবং দুঃখকে বাস্তব বস্তুরূপে দর্শন করা এবং ব্যাখ্যা করা নিষ্ফল। জাগ্রত অবস্থায় মন যখন বিচরণ করে এবং মানুষ নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, অথবা রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় সে যখন সুন্দরী রমণীকে সম্ভোগ করছে বলে দর্শন করে, তা সবই নিছক স্বপ্ন মাত্র। তেমনই, ইন্দ্রিয়জাত সুখ এবং দুঃখকে অর্থহীন বলে জানা উচিত। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলে জানার ফলে, কখনও শোকের বশীভূত হন না। কিন্তু যারা স্বরূপ জ্ঞান রহিত, শোক করাই তাদের স্বভাব। তাই মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত কঠিন। এক সময়ে একটি ব্যাধ ছিল যে আহারের প্রলোভন দেখিয়ে পাখিদের তার জাল দিয়ে ধরত। সে যেন মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত পক্ষী-ঘাতকরূপে নিযুক্ত হয়েছিল। বনে বিচরণ করতে করতে সেই ব্যাধ একজোড়া কুলিঙ্গ পক্ষী দেখতে পেল। সেই পক্ষীযুগলের মধ্যে পক্ষিণী সেই ব্যাধ কর্তৃক প্রলুব্ধা হয়ে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল। হে সুযজ্ঞের মহিষীগণ, কুলিঙ্গ তার ভার্যাকে বিধিবশে মহা বিপদগ্রস্ত দর্শন করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। সেই অসহায় পক্ষীটি তাকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়ে, স্নেহবশত দীনভাবে বিলাপ করতে লাগল। হায়, বিধাতা কি নির্দয়! আমার বিপন্না পত্নী অসহায় হয়ে আমার জন্য শোক করছে। এই দীন পক্ষীটিকে নিয়ে বিধাতার কি লাভ হবে? তাঁর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? নির্দয় বিধাতা যদি আমার অর্ধ দেহরূপ ভার্যাকে নিয়ে যান, তবে তিনি আমাকেও নিয়ে যান না কেন? পত্নীর বিরহে দুঃখ-ভারাক্রান্ত অর্ধ দেহ নিয়ে জীবিত থেকে আমার কি লাভ? দুর্ভাগা মাতৃহীন পক্ষীশাবকগুলি কুলায়ে তাদের মা তাদের খেতে দেবে বলে প্রতীক্ষা করছে। তাদের এখনও পাখা গজায়নি।

আমি কিভাবে তাদের পালন করব? তার পত্নীর বিয়োগে ব্যাকুল হয়ে কুলিঙ্গ পক্ষীটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করছিল, তখন সেই কাল প্রেরিত ব্যাধ গোপনে দূর থেকে সেই কুলিঙ্গ পক্ষীটিকে বাণে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল।"

বালকরূপী যমরাজ মহিষীদের বললেন—"তোমরা সকলে এতই মূর্খ যে, তোমরা নিজেদের মৃত্যুকেও দর্শন করতে পারছ না। অজ্ঞানতাবশত তোমরা বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের পতির জন্য একশ বছর ধরে শোক করলেও তোমরা আর তাকে ফিরে পাবে না এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আয়ুও শেষ হয়ে যাবে।"

হিরণ্যকশিপু বলল—"যমরাজ যখন বালকরূপে সুযজ্ঞের মৃতদেহকে ঘিরে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা তার সেই দার্শনিক বাণী শ্রবণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য এবং কোন কিছুই চিরকাল থাকবে না। সুযজ্ঞের মূর্খ আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে বালকরূপী যমরাজ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সুযজ্ঞের আত্মীয়-স্বজনেরা রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল। অতএব তোমাদের দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়—তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ "আমি কে? অন্যেরা কে? কি আমার? কি অন্যের?" এইভাবে দেহজনিত ভেদভাব সৃষ্টি করে।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতি তাঁর পুত্রবধূ অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের পত্নী কয়াধুর সহ হিরণ্যকশিপুর সেই উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রকৃত দর্শনে মনোনিবেশ করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা

নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—"দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অজেয় এবং জরা ও মৃত্যুরহিত হতে চেয়েছিল। সে অণিমা, লঘিমা আদি সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিল, মৃত্যুহীন হতে চেয়েছিল এবং ব্রহ্মলোক সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিল। হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে এবং আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেছিল। এইভাবে থাকা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ সেই অবস্থা অবলম্বন করেছিল। হিরণ্যকশিপুর জটা থেকে প্রলয়কালীন সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল এবং অসহ্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তাকে এইভাবে কঠোর তপস্যারত দেখে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণকারী দেবতারা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে তার মস্তক থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং সেই অগ্নি ও তার ধূম সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার তাপে সমস্ত গ্রহলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার কঠোর তপস্যার প্রভাবে নদী এবং সমুদ্রগুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, পর্বত এবং দ্বীপ সহ ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্রগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। দশ দিক প্রজ্বলিত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার ফলে সন্তপ্ত এবং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, সমস্ত দেবতারা স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে

কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে সংযত করে, স্থির বুদ্ধি এবং দৃঢ়সংকল্প সহকারে তাঁর সমস্ত কামবাসনা দমন করেছিলেন।"

"হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহারাজের মহৎ গুণাবলী আজও জ্ঞানবান মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরা কীর্তন করে থাকেন। সমস্ত সদ্‌গুণ যেমন ভগবানের মধ্যে সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যেও সেইগুলি নিত্য বিরাজমান। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সাধু এবং ভগবদ্ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সেখানে অসুরদের শত্রু দেবতারাও মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের তো কথাই নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণাবলী কে নির্ণয় করতে পারে? বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তি ছিল। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তির প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। যদিও তাঁর সদ্‌গুণগুলির গণনা করা সম্ভব নয়, তবুও তার ফলে সিদ্ধ হয় যে, তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব থেকেই শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বতোভাবে সেগুলি পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত, তাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিভাবে এই জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এইভাবে ভগবানের দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত হয়ে, তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কিভাবে উপবেশন, পর্যটন, ভোজন, শয়ন, পান, কথোপকথন আদি দৈহিক প্রয়োজনগুলি আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল চিত্তে কখনও তিনি ক্রন্দন করতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং কখনও উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন। কখনও ভগবানকে দর্শন করে, প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ উৎকণ্ঠার বশে উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। কখনও আনন্দে লজ্জারহিত হয়ে নৃত্য করতেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তন্ময়তা লাভ করতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের লীলার অনুকরণ করতেন। কখনও কখনও ভগবানের করকমলের স্পর্শ অনুভব করে, তিনি আনন্দমগ্ন হয়ে মৌন হয়ে থাকতেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হত এবং ভগবৎ প্রেমে তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত। অকিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ আনন্দময় রূপ দর্শন করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তিরাও পবিত্র হত। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের দিব্য আনন্দ প্রদান করতেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু সেই মহাভাগবত, মহাভাগ্যবান প্রহ্লাদকে নির্যাতন করেছিল, যদিও তিনি ছিলেন তার নিজের পুত্র।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, প্রহ্লাদ যদিও ছিল তার পুত্র, তবুও হিরণ্যকশিপু কিভাবে সেই নির্মল হৃদয় মহাত্মাকে দুঃখ দিয়েছিল? এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি। পিতামাতা সর্বদাই তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হন। সন্তান অবাধ্য হলে পিতামাতা তাদের তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কার শত্রুতার বশে নয়, পক্ষান্তরে সন্তানদের শিক্ষার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কিভাবে তার এই প্রকার মহান পুত্রকে উৎপীড়ন করেছিল? সেই কথাই আমি জানতে উৎসুক। এই প্রকার আজ্ঞানুবর্তী, সদাচারী এবং পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি হিংসা আচরণ করা পিতার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? হে ব্রাহ্মণ, হে প্রভু, স্বভাবত স্নেহশীল পিতা তার মহান পুত্রকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই কথা আমি কখনও শুনিনি। দয়া করে আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।"

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হিরণ্যকশিপু আদি অসুরেরা শুক্রাচার্যকে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করেছিল। শুক্রচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত। প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে শুক্রাচার্যের দুই পুত্রের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তারা প্রহ্লাদকে তাদের পাঠশালায় অন্য অসুর-বালকদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিল, প্রহ্লাদ অবশ্যই তা শ্রবণ করেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিতে কাউকে বন্ধু এবং কাউকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয় এবং তা তিনি ভাল বলে মনে করেননি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে করে অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেছিল—হে বৎস, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তা আমাকে বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"হে অসুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ, আমার গুরুদেবের কাছে আমি জেনেছি যে, যারা তাদের অনিত্য দেহকে কেন্দ্র করে গৃহব্রতের জীবন যাপন করে, তারা জলশূন্য অন্ধকূপে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে কেবল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তব্য সেই পরিস্থিতি পরিত্যাগ করে বনে গমন করা, বিশেষ করে বৃন্দাবনে এবং সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।"

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ আত্ম-উপলব্ধির পন্থা সম্বন্ধে বললেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে শত্রুপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাক্য শ্রবণ করে হেসে বলেছিলেন, 'বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই শত্রুর বাণীর দ্বারা বিপর্যস্ত হয়।' হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিল—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুকুলে এমনভাবে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে। হিরণ্যকশিপুর ভৃত্যেরা যখন প্রহ্লাদকে গুরুকুলে নিয়ে এসেছিল, তখন দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে প্রশংসাসূচক প্রেমময় কোমল বচনে জিজ্ঞাসা করেছিল। হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সত্য কথা বল, মিথ্যা বল না। এই সমস্ত বালকেরা তোমার মতো নয়, কারণ তারা তোমার মতো বিপরীত বাণী বলছে না। এই শিক্ষা তুমি কিভাবে পেয়েছ? তোমার বুদ্ধি এইভাবে বিপর্যস্ত হল কি করে? হে কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যয় তোমার নিজের দ্বারা হয়েছে, না শত্রুদের দ্বারা? আমরা তোমার গুরু এবং সেই কথা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমাদের কাছে তুমি সত্যি কথা বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"যাঁর মায়া মানুষের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে 'আমার বন্ধু' এবং 'আমার শত্রু' এই ভেদভাব সৃষ্টি করায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এই বিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করেছি, কিন্তু এখন আমি তা বাস্তবিক উপলব্ধি করছি। ভগবান যখন কোন জীবের প্রতি তাঁর ভক্তির ফলে প্রসন্ন হন তখন তিনি পণ্ডিত হন এবং শত্রু, মিত্র ও নিজের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তখন তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে মনে করেন, 'আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যদাস এবং তাই আমরা পরস্পরের থেকে ভিন্ন নই।' যারা সর্বদা 'শত্রু' এবং 'মিত্র' এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, তারা তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কি কথা, এমন কি ব্রহ্মার মতো বৈদিক শাস্ত্রবেত্তা মহান ব্যক্তিও কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই প্রকার

গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিধাতাকে বলেছিলেন—'হে দেবদেব, হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তার মস্তক থেকে উদ্গত অগ্নির তাপে আমরা এতই সন্তপ্ত হয়েছি যে, আমরা আর স্বর্গলোকে থাকতে পারছি না। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। হে মহাপুরুষ, হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আপনার সমস্ত অনুগত ব্যক্তিদের বিনাশের পূর্বেই এই সর্বলোক-ক্ষয়কারী উপদ্রব নিবারণ করুন।' হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যদিও তার পরিকল্পনা আপনার অজ্ঞাত নয়, তবুও আমরা তার অভিপ্রায় বর্ণনা করছি, দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ ব্রহ্মা তপস্যা, যোগশক্তি এবং সমাধির দ্বারা তাঁর অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর তিনি সর্বাধিক পূজ্য দেবতা হয়েছেন। যেহেতু আমি নিত্য এবং কালও নিত্য, তাই আমিও বহু জন্ম তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে ব্রহ্মার মতো পদ অধিকার করব। আমার কঠোর তপস্যার প্রভাবে আমি পুণ্য এবং পাপের ফল উল্টে দেব। আমি জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দেব। কল্পান্তে ধ্রুবলোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করি।"

"হে প্রভু, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, আপনার পদ লাভের উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু এখন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়া করে আপনি অচিরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। হে ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার পদ সকলের জন্যই পরম কল্যাণকর, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। তার ফলে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষা অধিক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত হবে এবং এইভাবে সর্বপ্রকার সুখ, ঐশ্বর্য এবং সৌভাগ্য আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হিরণ্যকশিপু যদি আপনার পদ অধিকার করে, তা হলে সব কিছু বিনষ্ট হবে।"

"হে রাজন, পরম শক্তিমান ব্রহ্মা এইভাবে দেবতাদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ভৃগু, দক্ষ আদি মহর্ষিগণ সহ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপু যেখানে তপস্যা করছিল সেখানে গিয়েছিলেন। হংসবাহন ব্রহ্মা প্রথমে হিরণ্যকশিপুকে দেখতে পাননি, কারণ হিরণ্যকশিপুর দেহ একটি উইয়ের ঢিপি, তৃণ, বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল সেখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল বলে, অসংখ্য পিপীলিকা তার ত্বক, মেদ, মাংস এবং রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ব্রহ্মা এবং দেবতারা তাকে তার তপস্যার দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ প্রদানকারী মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মতো দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা বিস্মিত চিত্তে হাসতে হাসতে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে কশ্যপ মুনির পুত্র, তুমি ওঠ, ওঠ। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ এবং তাই আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। আমি তোমার সহনশক্তি দর্শন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। কীট এবং পিপীলিকারা যদিও তোমার সারা শরীর খেয়ে ফেলেছে, তবুও তুমি তোমার অস্থিতে তোমার প্রাণবায়ু ধারণ করে আছ। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তোমার পূর্বতন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরাও এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, এক শত দিব্য বর্ষ ধরে জল পান না করে প্রাণ ধারণ করতে পারে? হে দিতিনন্দন, দৃঢ়সংকল্প সহকারে তুমি যে কঠোর তপস্যা করেছ তা মহান ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। তোমার এই তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে নিশ্চিতভাবে জয় করেছ। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার বাসনা অনুসারে সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত। আমি অমর দেবতা, মানুষের মতো যাঁদের মৃত্যু হয় না। তাই তুমি মরণশীল হলেও আমার দর্শন তোমার বিফল হবে না।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে অব্যর্থ দিব্য জল নিয়ে পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত হিরণ্যকশিপুর দেহের উপর সিঞ্চন করেছিলেন। তার ফলে হিরণ্যকশিপুর শরীর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জলে সিক্ত হওয়া মাত্র হিরণ্যকশিপু বজ্রসদৃশ সর্ব অবয়ব সমন্বিত হয়ে উত্থিত হয়েছিল। তার দেহ শক্তিসম্পন্ন এবং অঙ্গের কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল এবং কাষ্ঠ থেকে যেভাবে অগ্নি উত্থিত হয়, ঠিক

সেইভাবে সে কর্দমের মধ্যে থেকে পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। হংসবাহন ব্রহ্মাকে আকাশ-পথে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মস্তক অবনত করে ব্রহ্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তারপর ব্রহ্মাকে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, দৈত্যপতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্রহ্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সে তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কম্পিত কলেবরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে গদ্গদ বাক্যে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।"

"আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বরকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর জীবনের প্রতি দিনের অন্তে এই ব্রহ্মাণ্ড কালের প্রভাবে ঘন অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং তার পরের দিন পুনরায় সেই স্বয়ং প্রকাশ প্রভু তাঁর নিজের জ্যোতির দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সমগ্র জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। সেই ব্রহ্মাই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের আশ্রয়। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানবান এবং যিনি এই বিরাট জগৎ সৃষ্টির কার্যে তাঁর মন ও বুদ্ধির উপযোগ করতে পারেন। তাঁরই কার্যকলাপের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের কারণ। হে প্রভু, আপনি এই জড় জগতে জীবনের উৎস, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রভু ও নিয়ন্তা এবং আপনি তাদের চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেন। আপনি মন, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পালক। অতএব আপনি সমস্ত জড় উপাদান ও তাদের গুণাবলীর পরম নিয়ন্তা এবং আপনি সমস্ত বাসনারও নিয়ন্তা। হে প্রভু, মূর্তিমান বেদরূপে এবং সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপের জ্ঞানের দ্বারা আপনি অগ্নিষ্টোম আদি সাত প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে আপনি তিন বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অনুপ্রাণিত করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, আপনি অনাদি, অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ। আপনি স্থান এবং কালের সীমার অতীত। হে প্রভু, আপনি নিত্য জাগ্রত হয়ে সর্বদ্রষ্টা নিত্য কালরূপে লব, পল, মুহূর্ত আদি বিভিন্ন অংশের দ্বারা আপনি সমস্ত জীবের আয়ু হরণ করেন। অথচ আপনি অপরিবর্তনীয়, পরমাত্মারূপে আপনি কূটস্থ, সাক্ষী, পরম নিয়ন্তা, জন্মরহিত, সর্বব্যাপ্ত এবং সমস্ত জীবের কারণ এবং নিয়ন্তা। আপনার থেকে পৃথক কিছুই নেই, তা সে উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক। উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রের জ্ঞানই হচ্ছে আপনার বাহ্য শরীরের রূপ। আপনি হিরণ্যগর্ভ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম নিয়ন্তারূপে আপনি ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির অতীত। হে প্রভু, আপনি অবিকৃতভাবে আপনার ধামে অবস্থিত হয়ে, এই জগতে আপনার বিশ্বরূপ বিস্তার করেন, তার ফলে মনে হয় যেন আপনি জড় জগতের রস আস্বাদন করছেন। আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ ভগবান। আমি সেই পরম পুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত এবং অব্যক্তরূপে এই অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত। তিনি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তি নামক মিশ্র শক্তি সমন্বিত। জীবেরা ভগবানের তটস্থা শক্তি। হে প্রভু, হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তা হলে যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যেন গৃহের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে, দিনের বেলা অথবা রাত্রে, ভূমিতে অথবা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আপনার সৃষ্ট জীব ছাড়াও অন্য কারোর দ্বারা, কোন অস্ত্রের দ্বারা, কোন মানুষের দ্বারা অথবা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে প্রাণী, অপ্রাণী কারও থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে দেবতা, দৈত্য, অধঃলোকবাসী মহাসর্প থেকে আমার মৃত্যু না হয়। যেহেতু কেউই আপনাকে যুদ্ধে হত্যা করতে পারে না, তাই আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আমারও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। আপনি আমাকে সমস্ত জীবদের ও লোকপালদের একাধিপত্য প্রদান করুন এবং সেই পদের সমস্ত মহিমা প্রদান করুন। অধিকন্তু, আমাকে তপস্যা এবং যোগ অভ্যাসের ফলে লব্ধ সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদান করুন, যা কখনও বিনষ্ট হয় না।"

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ত্রাস

নারদ মুনি বললেন—"হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেছিল, তা অত্যন্ত দুর্লভ হলেও তখন তিনি তাকে সেই সমস্ত বর প্রদান করেছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে হিরণ্যকশিপু, তুমি যে সমস্ত বর আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, তা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে বৎস, আমি তোমাকে তা দান করব। তারপর ভগবান ব্রহ্মা, যিনি অব্যর্থ বর প্রদান করেন, তিনি অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা পূজিত এবং মহান ঋষি ও মহাত্মাগণ কর্তৃক সংস্তুত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু এইভাবে ব্রহ্মার বর লাভ করে স্বর্ণের মতো কান্তি সমন্বিত দেহ লাভ করেছিল এবং তার ভ্রাতৃবধের কথা স্মরণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগল। হিরণ্যকশিপু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জয় করেছিল। সেই দৈত্য প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের (উচ্চ, মধ্য এবং অধোলোকের) দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, যম আদি পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত আদি সমস্ত প্রাণীদের অধিপতিগণ সহ তাঁদের গ্রহলোকসমূহ জয় করেছিল। এইভাবে সে সমস্ত গ্রহলোকের অধিপতিদের পরাভূত করে তাঁদের তার বশীভূত করেছিল। তাঁদের স্থানসমূহ জয় করে সে তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব অপহরণ করেছিল। সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত হিরণ্যকশিপু স্বর্গের দেবতাদের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান নন্দনকাননে বাস করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে সে দেবরাজ ইন্দ্রের মহা ঐশ্বর্য সমন্বিত প্রাসাদে বাস করত। সেই প্রাসাদ স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন এবং তা এত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সেখানে বাস করতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের সোপানগুলি প্রবাল দিয়ে তৈরি ছিল। ভূমিতল মহামূল্য মরকত মণিখচিত, ভিত্তিসমূহ স্ফটিক শোভিত এবং স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য মণি ভূষিত ছিল। উপরের চন্দ্রাতপগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, আসনসমূহ পদ্মরাগ মণি খচিত এবং দুগ্ধফেননিভ রেশমের শয্যা মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই প্রাসাদের রমণীরা অত্যন্ত সুন্দর দন্তবিশিষ্ট এবং তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অতুলনীয় ছিল। তারা যখন প্রাসাদে ইতস্তত বিচরণ করত, তখন তাদের পায়ের নূপুর অত্যন্ত সুন্দর সুরে ধ্বনিত হত এবং রত্নে তাদের সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হত। দেবতারা কিন্তু অত্যন্ত নির্যাতিত হয়েছিল এবং হিরণ্যকশিপুর পদযুগলে মস্তক অবনত করে তাদের প্রণত হতে হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু অকারণে দেবতাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে দণ্ড দিয়েছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু তার কঠোর শাসনের দ্বারা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই প্রাসাদে বাস করছিল।"

"হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু সর্বদা উগ্রগন্ধ সুরাপানে মত্ত থাকত এবং তাই তার তাম্রলোচন সর্বদা ঘূর্ণিত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সে কঠোর তপস্যা এবং যোগসাধনার বলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাই সে নিতান্ত ঘৃণিত হলেও ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত সমস্ত দেবতারাই উপহার হস্তে তার উপাসনা করতেন। হে পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু তার স্বীয় শক্তির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু আদি গন্ধর্বগণ, আমি স্বয়ং এবং বিদ্যাধর, অপ্সরা এবং সমস্ত মহর্ষিরা তার যশোগান করার জন্য বার বার তার স্তব করতাম। নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণকারীরা যে প্রচুর উপহার এবং উপচার দিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সেই যজ্ঞভাগ না দিয়ে স্বয়ং তা গ্রহণ করত। তখন হিরণ্যকশিপুর ভয়েই যেন সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবী বিনা কর্ষণেই চিৎ-জগতের সুরভির মতো অথবা স্বর্গের কামধেনুর মতো বিবিধ শস্য উৎপন্ন করেছিল। পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছিল, গাভী পর্যাপ্ত

পরিমাণে দুধ দিয়েছিল এবং নভোমণ্ডল বিশেষ শোভা প্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ সমুদ্র তাদের পত্নীসদৃশ নদীসমূহের তরঙ্গের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর কাছে বিবিধ মণিরত্ন প্রেরণ করত। এই সমুদ্রগুলি হচ্ছে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং মিষ্টি জলের সমুদ্র। পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি হিরণ্যকশিপুর ক্রীড়াস্থলী হয়েছিল। তার প্রভাবে সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা সমস্ত ঋতুতেই প্রচুর ফল এবং ফুলে শোভিত ছিল। বারিবর্ষণ, শোষণ এবং দহনের ক্রিয়া, যেগুলি ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ—ইন্দ্র, বায়ু এবং অগ্নির কার্য, সেগুলি হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সহায়তা ব্যতীত একাকীই পরিচালনা করছিল। সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও এবং যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তৃপ্ত হতে পারেনি, কারণ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে সে তার ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তার ঐশ্বর্যগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে এবং শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিল। তার ফলে সে সনকাদি মহান ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল। বিভিন্ন লোকের লোকপালগণ সহ সমস্ত অধিবাসীরা হিরণ্যকশিপুর প্রচণ্ড উৎপীড়নে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। ভীত এবং বিচলিত হয়ে, অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, তারা অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিল।"

"যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, যেখানে অমল আত্মা সন্ন্যাসীগণ গমন করে আর ফিরে আসেন না, সেই দিককে আমরা নমস্কার করি।" এইভাবে ধ্যান করে লোকপালগণ নিদ্রাহীন হয়ে, পূর্ণরূপে তাদের মন সংযত করে এবং কেবল বায়ুমাত্র আহার করে ভগবান হৃষীকেশের আরাধনা করতে লাগলেন। তখন জড় চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য এক ব্যক্তির দিব্য কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। সেই স্বর মেঘের ধ্বনির মতো গম্ভীর ছিল এবং তা সমস্ত ভয় দূর করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভগবানের সেই বাণী ঘোষণা করেছিল, 'হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ, ভয় করো না। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করে এবং আমার প্রার্থনা করে তোমরা আমার ভক্ত হও। তার ফলে সমস্ত জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। হিরণ্যকশিপুর সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি অবগত আছি এবং অচিরেই আমি তার সেই সমস্ত দুষ্কর্মের সমাপ্তি সাধন করব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর।' কেউ যখন ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের প্রতি, সমস্ত জ্ঞান প্রদানকারী বেদের প্রতি, গাভীদের প্রতি, ব্রাহ্মণদের প্রতি, বৈষ্ণবদের প্রতি, ধর্মের প্রতি এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যকশিপু যখন তার নির্বৈর, প্রশান্ত এবং মহাত্মা স্বপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করবে, তখন ব্রহ্মার বর সত্ত্বেও আমি তাকে সংহার করব।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"সকলের পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবান যখন স্বর্গের দেবতাদের এইভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, দৈত্য হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁদের আলয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুর চারজন অত্যন্ত সুযোগ্য পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, প্রহ্লাদ ছিলেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত। (এখানে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে)। তিনি ব্রহ্মণ্য গুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং পরম সত্যকে জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সংযত করেছিলেন। পরমাত্মার মতো তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু এবং সৌহার্দ্য-পরায়ণ ছিলেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভৃত্যের মতো আচরণ করতেন, দরিদ্রদের প্রতি তিনি পিতার মতো বাৎসল্য প্রকাশ করতেন, সমান ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভ্রাতার মতো অনুরক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর গুরু ও জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের ঈশ্বরতুল্য সম্মান করতেন। তিনি বিদ্যা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও আভিজাত্য জনিত গর্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি আসুরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত। অন্য অসুরদের মতো তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না। চরম বিপদেও তিনি উদ্বিগ্ন হতেন না এবং তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈদিক সকাম কর্মে আগ্রহী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জড় বস্তুকে অর্থহীন বলে মনে করতেন এবং তাই তিনি সমস্ত

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে ভগবান তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আপনাদের তথাকথিত শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করার বুদ্ধি প্রদান করেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ (অধ্যাপকগণ), লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকেই চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার চেতনা ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপাণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ককে এই কথা বলে মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজ নীরব হলেন। সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সেবক, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে তিরস্কার করে তারা বলেছিল—ওরে, বেত নিয়ে আয়! এই প্রহ্লাদ আমাদের অপযশের কারণ। তার দুর্বুদ্ধির ফলে সে দৈত্যকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এখন রাজনীতির চারটি নীতির চতুর্থটির দ্বারা একে শায়েস্তা করতে হবে। এই দুষ্ট প্রহ্লাদ দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। চন্দন বৃক্ষ ছেদন করার জন্য কুঠারের প্রয়োজন হয় এবং কণ্টক বৃক্ষের কাঠ কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। দৈত্যবংশরূপ চন্দনবৃক্ষ ছেদনকারী কুঠার হচ্ছেন বিষ্ণু, আর এই প্রহ্লাদ হচ্ছে সেই কুঠারের সংশ্লিষ্ট দণ্ড।"

"প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তর্জন, তিরস্কার ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগল। এইভাবে তারা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল। কিছুকাল পর প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডনীতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তারা একদিন প্রহ্লাদের মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করতে দেখে স্নেহভরে আশীর্বাদ করেছিল এবং তাঁকে তার দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেছিল। পিতা স্বভাবতই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দ অনুভব করে। হিরণ্যকশিপুও তার ফলে পরম আনন্দ অনুভব করেছিল।"

নারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিল। তার স্নেহাশ্রু তার পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে সিক্ত করেছিল। সে তার পুত্রকে এই প্রকার বলেছিল।"

হিরণ্যকশিপু বললেন—"হে প্রিয় প্রহ্লাদ, হে বৎস, হে আয়ুষ্মান, তুমি এতকাল তোমার গুরুর কাছে যা কিছু শিখেছ, তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর তা আমাকে বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"পুত্র প্রহ্লাদের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল এবং সে তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ডকে এই কথাগুলি বলেছিল। হে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত অযোগ্য এবং ঘৃণ্য পুত্র, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছ। তুমি এই অবোধ বালককে অসার বিষ্ণুভক্তির শিক্ষা দিয়েছ! এ তুমি কি করেছ? কালক্রমে যেমন পাপীদের রোগ প্রকাশ পায়, তেমনই এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী প্রতারক বন্ধু হয়, কিন্তু কালক্রমে তাদের কপট আচরণের মাধ্যমে তাদের শত্রুতা প্রকাশ পায়।"

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন—"হে ইন্দ্রশত্রু, হে রাজন্, আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যা বলেছে তা আমরা তাকে শিক্ষা দিইনি এবং অন্য কেউও দেয়নি। তার এই বিষ্ণুভক্তি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। অতএব, আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং অনর্থক

আমাদের প্রতি দোষারোপ করবেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণকে অপমান করা ভাল নয়।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"শিক্ষকের এই উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বলেছিল, "ওরে অভদ্র, ওরে কুলনাশক, তুই যদি এই শিক্ষা তোর গুরুর কাছ থেকে না পেয়ে থাকিস, তা হলে কোথা থেকে তা তুই পেয়েছিস?"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না। যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ এবং তাই যারা তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয়, তেমনই জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিতে অবগাহন না করা পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবান উরুক্রমের (যিনি তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের জন্য যশস্বী তাঁর) শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হতে পারে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এইভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

"এইভাবে বলে প্রহ্লাদ মহারাজ যখন নীরব হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হয়ে তার কোল থেকে তাঁকে ভূতলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঘৃণ্য এবং ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে হিরণ্যকশিপু তার ভৃত্যদের বলল—হে অসুরগণ, এই বালককে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ বধের যোগ্য, সুতরাং এক্ষুণি একে বধ কর! এই প্রহ্লাদই আমার ভ্রাতৃঘাতী, কারণ সে তার সুহৃদ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে ভৃত্যের মতো আমার শত্রু বিষ্ণুর পদযুগলের সেবায় যুক্ত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতামাতার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী। সে যে বিষ্ণুর প্রতিও সাধু ব্যবহার করবে, তাতেই বা বিশ্বাস কি? ঔষধ যদি হিতকারী হয় তা হলে বনে জাত হলেও যেমন তাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়, তেমনই যদি পরও হিতকারী হয়, তা হলে তাকে পুত্রের মতো পালন করা যায়। পক্ষান্তরে, দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগের ফলে বিষাক্ত হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করার জন্য তা কেটে ফেলা হয়। তেমনই, নিজের পুত্রও যদি প্রতিকূল হয়, তা হলে স্বীয় দেহজাত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অসংযত ইন্দ্রিয় যেমন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রয়াসী যোগীদের শত্রু, সুহৃদের বেশধারী এই প্রহ্লাদও আমার শত্রু, কারণ আমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই এই শত্রুকে ভোজন, আসন অথবা শয়নে, যে কোন উপায়েই হোক হত্যা করতে হবে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও বদন-বিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা যারা ছিল হিরণ্যকশিপুর অনুচর, তারা 'একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল!' বলে ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন প্রহ্লাদ মহারাজকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করতে লাগল। পুণ্যহীন ব্যক্তি সৎকর্ম করলেও যেমন তা নিষ্ফল হয়, তেমনই রাক্ষসদের অস্ত্রশস্ত্র প্রহ্লাদ মহারাজের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, কারণ তিনি নির্বিকার, অনির্দেশ্য, জগতাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ঐকান্তিক ভক্ত।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে দৈত্যদের সমস্ত প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিশাল হস্তীর পায়ের নিচে ফেলে, বিশালকায় ভয়ঙ্কর সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ধ্বংসাত্মক যাদু প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, মায়াগর্তে নিরোধ করে, বিষ প্রদান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিশাল পাথরের নিচে তাঁকে পেষণ করেও বধ করতে

পারেনি। হিরণ্যকশিপু যখন দেখল যে সে কোন মতেই নিষ্পাপ প্রহ্লাদের অনিষ্ট করতে পারছে না, তখন সে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল তারপর সে কি করবে।"

হিরণ্যকশিপু ভাবতে লাগল—"আমি বালক প্রহ্লাদের প্রতি বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করে তিরস্কার করেছি এবং তাকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি বধ করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে সে এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা এবং ঘৃণ্য কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার নিজের তেজের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করেছে। যদিও সে আমার অতি নিকটে রয়েছে এবং সে একটি নিতান্ত শিশু, তবুও সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক। কুকুরের লেজ যেমন তার স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, এও তেমন আমার অন্যায় আচরণ এবং তার প্রভু বিষ্ণুকে কখনই বিস্মৃত হবে না। আমি দেখছি যে এই বালকের শক্তি অসীম, কারণ আমার কোন দণ্ডেই এর ভয় হয়নি। মনে হয় যেন সে অমর। তাই, তার প্রতি শত্রুতার ফলে আমার মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে।"

"এইভাবে চিন্তা করে দৈত্যরাজ বিষণ্ণ এবং কান্তিহীন হয়ে, মুখ নিচু করে মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। তখন শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক তাকে গোপনে এই কথাগুলি বলেছিল। হে প্রভু, আমরা জানি যে আপনার ভ্রূভঙ্গি মাত্র সমস্ত লোকপালেরা ভীত হয়। কারও সহায়তা ছাড়াই আপনি একলা ত্রিভুবন জয় করেছেন। অতএব আমরা আপনার বিষণ্ণ হওয়ার অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। প্রহ্লাদ একটি শিশুমাত্র, অতএব সে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। বালকের ব্যবহার কোন দোষ অথবা গুণের বিষয় হতে পারে না। আমাদের গুরু শুক্রাচার্য ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এই শিশুকে বরুণপাশে আবদ্ধ করে রাখুন যাতে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন আমাদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করবে অথবা আমাদের গুরুদেবের সেবা করবে, তখন আপনা থেকেই তার বুদ্ধির পরিবর্তন হবে। তাই চিন্তা করার কোন কারণ নেই। হিরণ্যকশিপু তার গুরুর পুত্র ষণ্ড এবং অমর্কের পরামর্শে সম্মত হয়েছিল এবং গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রহ্লাদকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করেছিল। তারপর ষণ্ড এবং অমর্ক অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র প্রহ্লাদ মহারাজকে নিরন্তর ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগল। প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সেই উপদেশের অতীত ছিলেন, তাই তাঁর তা ভাল লাগেনি, কারণ সেই সমস্ত উপদেশ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভিত্তিক সংসারের দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষকেরা যখন তাদের গৃহস্থালির কার্যে তাদের গৃহে চলে যেত, তখন সেই উপযুক্ত অবসরে প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সমবয়স্ক ছাত্রেরা খেলা করার জন্য ডাকত। প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি ছিলেন যথার্থই মহা জ্ঞানী, তিনি তাঁর সহপাঠীদের অত্যন্ত মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করে, হেসে জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, তিনি তাদের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সমস্ত বালকেরা প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাদের অল্প বয়সের ফলে, দ্বৈতভাব এবং দেহসুখের প্রতি আসক্ত শিক্ষকদের উপদেশের দ্বারা তাদের অন্তঃকরণ দূষিত হয়নি। তারা তাদের খেলার সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ করে, প্রহ্লাদ মহারাজের কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাদের হৃদয় এবং নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ ছিল এবং গভীর নিষ্ঠা সহকারে তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাভাগবত এবং তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। তার ফলে তিনি তাদের জড়-জাগতিক জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই, অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে। মনুষ্য-জীবন ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। তাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। এই ভগবদ্ভক্তি স্বাভাবিক, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলেরই পরম প্রিয়, পরমাত্মা এবং পরম সুহৃদ্।"

"হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগবশত যে ইন্দ্রিয় সুখ তা যে কোন যোনিতেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকার সুখ আপনা থেকেই কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখলাভ হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগের প্রয়াস করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে বাস্তবিক কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে কেবল সময় এবং শক্তিরই অপচয় হয়। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে আত্ম-উপলব্ধির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যুক্ত হওয়ার ফলে কোন লাভ হয় না। অতএব জড় জগতে অবস্থানকালে (ভবমাশ্রিতঃ), পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করে, যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার সেই একশ বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়, কারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে, রাত্রিবেলায় সে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল মাত্র পঞ্চাশ বছর। বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হয়। তেমনই, কৈশোরে খেলাধুলায় মগ্ন থেকে আরও দশ বছর অতিবাহিত হয়। এইভাবে কুড়ি বছর বিফলে যায়। তেমনই, বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়ে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, আরও কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়। যার মন এবং ইন্দ্রিয় অসংযত, তার অতৃপ্ত কামনা এবং প্রবল মোহের ফলে, পারিবারিক জীবনের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবনও বিফলে যায়, কারণ সেই কয়টি বছরেও সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়? গৃহাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুর দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ধন মানুষের এতই প্রিয় যে, সে ধনকে মধু থেকেও মধুরতর বলে মনে করে। তাই, সেই ধন সংগ্রহের বাসনা কে ত্যাগ করতে পারে, বিশেষ করে গৃহস্থ-জীবনে? তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য (সৈনিক) এবং বণিক—এরা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, যার অন্তরের অন্তস্থল সর্বদা তাদের চিত্রে পূর্ণ, সে কিভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? বিশেষত, স্নেহশীলা এবং সহানুভূতিশীলা পত্নীর নির্জন সঙ্গ স্মরণ করলে, কে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে? শিশুদের মধুর আধো আধো বুলি স্মরণ করলে কোন্ স্নেহশীল পিতা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে? বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা এরা সকলেই অত্যন্ত প্রিয়। কন্যা বিশেষ করে পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং যখন সে তার পতিগৃহে চলে যায়, তখন তার কথা পিতার সব সময় মনে হয়। সেই সঙ্গ কে পরিত্যাগ করতে পারে? আর

তা ছাড়া গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, গৃহপালিত পশু এবং ভৃত্য থাকে। সেই সুখ কে পরিত্যাগ করতে পারে? গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশমকীটের মতো, যে কোষ সে তৈরি করে, সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা এবং উপস্থ—এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিভাবে সে তা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে? যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত সে বুঝতে পারে না যে, তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে, পরম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্যজীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। কিন্তু, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে, একটি পয়সাও যেন অনর্থক নষ্ট না হয়। এইভাবে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না। যদি কোন ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের ধন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবুও সে ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে।"

"হে বন্ধু, দানব-নন্দনগণ! এই জড় জগতে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও মনে করে, 'এটি আমার এবং ওটি অন্যের।' তার ফলে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর-বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।"

"হে আমার বন্ধু দৈত্যনন্দনগণ, কোন দেশে অথবা কোন কালে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিরা জড়া প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রীসম্ভোগ। বস্তুতপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগতুল্য। এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় অসুর। অতএব, যদিও তোমরা দৈত্যনন্দন, সেই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাক এবং আদিদেব ভগবান শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।"

"হে অসুর-নন্দনগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাত্মা এবং পরম পিতা। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তাঁর আরাধনা করতে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারুরই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। পরম ঈশ্বর ভগবান যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, তিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ), অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাঁকে ব্যাপ্য এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তাঁকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে, তারা মনে করে যে তাঁর অস্তিত্ব নেই। অতএব দৈত্য কুলোদ্ভূত আমার বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে শত্রুতা এবং দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর এবং এইভাবে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হও।"

"সর্বকারণের পরম কারণ, সব কিছুর আদি উৎস

ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছেন যে সমস্ত ভক্তেরা, তাঁদের পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য নয়। ভগবান অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস। তাই, গুণাতীত ভক্তদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির প্রচেষ্টা করার কি প্রয়োজন—যা প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়? আমরা ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করি এবং তাই আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদির বাসনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে বেদে ত্রিবর্গ বা মোক্ষ লাভের তিনটি উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি বর্গের মধ্যেই আত্ম-উপলব্ধির বিদ্যা, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠানের পন্থা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বৃত্তি নিহিত রয়েছে। এগুলি বেদ অধ্যয়নের বাহ্য বিষয় এবং তাই আমি এগুলিকে জড়-জাগতিক বলে মনে করি। কিন্তু, পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনের পন্থাকে আমি দিব্য বলে মনে করি। সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদ ভগবান প্রথমে এই দিব্য জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনির মতো মহাত্মার কৃপা ব্যতীত এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি শ্রীনারদ মুনির পরম্পরার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"এই জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই জ্ঞান, যাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম, তা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তা ন্যায় এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত।"

দৈত্যনন্দনেরা বলল—"হে প্রহ্লাদ, তুমি অথবা আমরা শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক ব্যতীত অন্য কোন গুরুকে জানি না। আমরা শিশু এবং তারা আমাদের নিয়ন্তা। বিশেষ করে তোমার পক্ষে, যে সর্বদা প্রাসাদে থাকে, তার মহাত্মার সঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। হে সৌম্য, দয়া করে আমাদের বল কিভাবে তুমি নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করেছিলে? দয়া করে আমাদের এই সংশয় দূর কর।"

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সহপাঠী অসুর-বালকদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি আমার কথিত উপদেশসমূহ হেসে তাদের বলেছিলেন—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দর পর্বতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র আদি দেবতারা দানবদের দমন করার জন্য এক ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। 'আহা! পিপীলিকা যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমনই সর্বদা সকলের সন্তাপ প্রদানকারী হিরণ্যকশিপুও তার পাপকর্মের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।' এই বলে ইন্দ্র আদি দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। অসুর যূথপতিরা যখন যুদ্ধে একে একে দেবতাদের হস্তে নিহত হতে লাগল, তখন অন্য অসুরেরা নানাদিকে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, পশু এবং গৃহের উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারেনি। বিজয়ী দেবতারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সেখানকার সব কিছু বিনষ্ট করেছিলেন।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা দৈত্য-রাজমহিষীকে বন্দী করেছিলেন। শকুনের কবলগ্রস্ত কুররী পক্ষীর মতো ক্রন্দন-পরায়ণা আমার মাকে যখন তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমার মাকে দর্শন করেছিলেন।"

নারদ মুনি বললেন—"হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই নিষ্পাপ রমণীকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে মহাভাগ্যবান, এই সতী অন্যের স্ত্রী, একে তুমি এখনই মুক্ত কর, মুক্ত কর।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"এই দানবপত্নীর গর্ভে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুর বীজ রয়েছে। তাই যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন আমি একে আমার তত্ত্বাবধানে রাখব, তারপর পুত্রের জন্ম হলে একে মুক্ত করব।"

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—"এই রমণীর গর্ভস্থ শিশুটি নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন মহাভাগবত, ভগবানের এক মহা প্রভাবসম্পন্ন অনুচর। তাই তুমি একে বধ করতে পারবে না।"

"দেবর্ষি নারদ এইভাবে বললে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ আমার মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। আমি ভগবানের ভক্ত বলে সমস্ত দেবতারা তখন আমার মাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, 'হে বৎসে, তোমার পতি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক।' দেবর্ষি নারদের উপদেশ অঙ্গীকার করে আমার মাতা সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে, আমার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর কঠোর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত, তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। গর্ভবতী সতী আমার মাতা তাঁর গর্ভের মঙ্গল কামনা করে তাঁর পতির আগমনের পর প্রসব করার বাসনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি পরম ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। নারদ মুনি গর্ভস্থ আমি এবং পরিচর্যারত আমার মাতা উভয়কেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, তাই তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল গত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি বলে আমার মা সেই সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমি তা ভুলিনি।"

"হে বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে কেবল সেই শ্রদ্ধার ফলে তোমরাও ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো এই দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। তেমনই, স্ত্রীলোকেরাও এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে জানতে পারবেন আত্মা কি এবং জড় পদার্থ কি। বৃক্ষের ফল এবং ফুলের যেমন কালবশত ছয় প্রকার বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু) হয়, তেমনই জীবাত্মার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত জড় দেহেরও এই প্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। 'আত্মা' শব্দে ভগবান অথবা জীবকে বোঝায়। তাঁরা উভয়েই চিন্ময়, জন্ম-মৃত্যু রহিত, অব্যয়, জড় কলুষ থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, সব কিছুর আশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্বকারণ, সর্বব্যাপ্ত, জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয় এবং তাই সর্বদা অনাবৃত। যে ব্যক্তি আত্মার এই বারোটি গুণ সম্বন্ধে অবগত, তিনি যথার্থ বিদ্বান্ এবং তাঁর কর্তব্য 'এই জড় শরীরটি আমি এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার' মোহজনিত এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা। দক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্, যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে এবং বিভিন্ন পন্থার দ্বারা স্বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন, তেমনই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন কিভাবে জড় দেহের মধ্যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না কোথায় সোনা রয়েছে, তেমনই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেনি সে কখনই বুঝতে পারে না কিভাবে দেহের ভিতর আত্মা রয়েছে। ভগবানের আটটি ভিন্ন জড় শক্তি, তিনটি গুণ এবং ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মাটি, জল আদি পঞ্চ মহাভূত)—এই সবের মধ্যে এক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তাই সমস্ত মহান আচার্যেরা

উল্লেখ করেছেন যে, আত্মা এই সমস্ত জড় উপাদানের দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—পঞ্চ-ভূতাত্মক স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে চিন্ময় আত্মা। মানুষের কর্তব্য "এটি নয়, এটি নয়," এইভাবে বিচার করে আত্মার অনুসন্ধান করা এবং এইভাবে চিন্ময় আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। ধীর এবং দক্ষ ব্যক্তিদের কর্তব্য, বিশ্লেষণের দ্বারা পবিত্র মনের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশধর্মী সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং পার্থক্য নিরূপণ করা। বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যিনি এই তিনটি বৃত্তিকেই অনুভব করেন, তিনিই আদি নিয়ন্তা, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। সৌরভের দ্বারা যেমন বায়ুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের পরিচালনায় বুদ্ধির এই তিন বিভাগের দ্বারা আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তিনটি বিভাগ কিন্তু আত্মা নয়; সেগুলি তিন গুণ সমন্বিত এবং ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন। কলুষিত বুদ্ধির ফলে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয় এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বপ্নে যেমন মানুষ অলীক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনই অজ্ঞানজনিত সংসার অবাঞ্ছিত এবং নশ্বর। অতএব, হে বন্ধু দৈত্যবালকগণ, তোমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হবে এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির প্রবাহ নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাঁর অজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়।"

"ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পন্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে। সেই পন্থাটি হচ্ছে ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান। মানুষের কর্তব্য সদ্গুরু গ্রহণ করে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা। নিজের যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত এবং সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা, শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করা, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা এবং শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত। এইভাবে প্রতিটি জীবকে তার স্থিতি অনুসারে সম্মান করা উচিত। এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড়্‌রিপুকে জয় করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তর প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন এবং তার ফলে তিনি মুক্ত পুরুষ। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ, বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যখন লীলাবিলাস পরায়ণ ভগবানের বিবিধ অবতারের দিব্য গুণাবলী এবং অসাধারণ বীর্যবতী কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, অত্যন্ত আনন্দবশত তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও তিনি মুক্ত কণ্ঠে গান করেন, নৃত্য করেন এবং কখনও কখনও তিনি ক্রন্দন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য আনন্দ প্রকাশ করেন। ভক্ত যখন প্রহৃষ্ট ব্যক্তির মতো হয়ে যান, তখন তিনি হাসেন, উচ্চস্বরে ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করেন, কখনও তিনি ধ্যান করেন, প্রতিটি জীবকে ভগবানের সেবায় যুক্ত বলে মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, সামাজিক শিষ্টাচার গ্রাহ্য না করে পাগলের মতো উচ্চস্বরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ! হে ভগবান, হে জগৎপতে!" এইভাবে বলতে থাকেন। নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ করার ফলে, ভক্তের মন এবং শরীর তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তাঁর অজ্ঞান, জড় চেতনা এবং সর্বপ্রকার জড় বাসনা ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারে। জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। কিন্তু জীব যখন ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন এই চক্রের গতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন থাকার ফলে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার

ফলে জীব এই সংসার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই কথা জানেন। অতএব, হে বন্ধুগণ, হে দৈত্যনন্দনগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের ধ্যান করে তাঁর আরাধনা কর।"

"হে বন্ধুগণ! হে অসুর বালকগণ! পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু এবং তাঁর উপাসনায় কোন অসুবিধা নেই। তা হলে লোকেরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না? কেন তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কৃত্রিম আয়োজনের চেষ্টায় অনর্থক আসক্ত হয়? মানুষের ধন, সুন্দরী স্ত্রী এবং বান্ধবী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূমি, গাভী, হস্তী, অশ্ব আদি গৃহপালিত পশু, ধনাগার, অর্থ এবং কাম, এমন কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পরমায়ু সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থির। যেহেতু মনুষ্য-জীবন অনিত্য, অতএব যে ব্যক্তি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি নিত্য, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সুখ প্রদান করতে পারে? বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, স্বর্গলোকের জীবন যদিও এই পৃথিবীর জীবন থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক সুখকর, তবুও স্বর্গলোক শুদ্ধ (নির্মলম) অথবা জড় অস্তিত্বের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। স্বর্গলোকও অনিত্য এবং তাই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। তাই, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রকৃত লাভের জন্য এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা। জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, নিরন্তর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু বার বার বেদবিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিরাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ না করে তার বিপরীত ফল লাভ করে। এই জড় জগতে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সুখ লাভের এবং দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন সে সুখের জন্য কোন রকম চেষ্টা করে না। মানুষ যখনই সুখের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে, তখনই তার দুঃখভোগ শুরু হয়। জীব তার দেহসুখ কামনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহটি অন্যের সম্পত্তি। প্রকৃতপক্ষে, নশ্বর দেহটি জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়। যেহেতু দেহটি চরমে বিষ্ঠা অথবা মাটিতে পরিণত হবে, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, গৃহ, ধন, সন্তান, আত্মীয়, ভৃত্য, বন্ধু, রাজ্য, কোষাগার, পশু, মন্ত্রী ইত্যাদির কি প্রয়োজন? সেই সবই অনিত্য। সেই সম্বন্ধে অধিক কি বলার আছে? যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই এই সমস্ত বস্তু অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্ত বস্তুগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবিদ্যার ফলে সেগুলি অনর্থ হলেও অর্থের মতো প্রতীত হয়। নিত্য আনন্দ-রসের সমুদ্রের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ। নিত্য আত্মার এই প্রকার তুচ্ছ সম্পর্কের কি প্রয়োজন?"

"হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার ফলে গর্ভে প্রবেশ থেকে শুরু করে তার বিশেষ শরীরের সমস্ত অবস্থাতেই তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই, পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তোমরাই বল, যে সকাম কর্ম চরমে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই প্রদান করে, তা অনুষ্ঠান করে কি লাভ? দেহধারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সে আর একটি শরীর তৈরি করে। এইভাবে সে তার অজ্ঞানের ফলে, জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। পারমার্থিক উন্নতির চারটি বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের উপর আশ্রিত। তাই হে বন্ধুগণ, ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কোন রকম কামনা না করে, ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে, ভক্তি সহকারে সেই পরম

আত্মা ভগবানের আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ এবং অন্তর্যামী। সমস্ত জীবই চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান পরম প্রিয় এবং পরম নিয়ন্তা। দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব অথবা এই জগতের যে কেউই যদি মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তিনি ঠিক আমাদেরই মতো (প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের মতো) পরম মঙ্গলময় স্থিতি লাভ করেন।"

"হে অসুরনন্দনগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। এই সমস্ত গুণগুলি ভগবানকে আনন্দ দান করে না। এমন কি দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল অবিচল, ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র। হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, যেভাবে তোমরা নিজেদের ভালবাস এবং নিজেদের দেখাশোনা কর, ঠিক সেইভাবে, সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর সেবা কর। হে দৈত্যনন্দন বন্ধুগণ! যক্ষ, রাক্ষস, নির্বোধ স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পক্ষী, পশু এবং পাপী জীবেরাও কেবলমাত্র ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। এই জগতে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা এবং সর্বত্র তাঁকে দর্শন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, যা সমস্ত শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।"

অষ্টম অধ্যায়

ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ

নারদ মুনি বললেন, "সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের শিক্ষক ষণ্ড ও অমর্কের বৈষয়িক উপদেশ গ্রহণ করেনি। শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক যখন দেখল যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ প্রভাবে অসুর-বালকেরা কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠছে, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে, দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিল। সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল। তখন সে স্থির করেছিল তার পুত্র প্রহ্লাদকে সে বধ করবে। হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং এইভাবে অপমানিত বোধ করে, সে পদাহত সর্পের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন শান্ত, বিনীত এবং নম্র, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত ছিল এবং তিনি করজোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কোমল বয়স এবং মহান আচরণের জন্য তিনি তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না, তবুও হিরণ্যকশিপু বক্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোর বাক্যে তাঁকে তিরস্কার করেছিল।"

হিরণ্যকশিপু বলল—"হে দুর্বিনীত, হে মন্দবুদ্ধি, হে কুলভেদকারক, হে অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করেছিস, তাই তুই এক জেদী মূর্খ। আজ আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব। ওরে মূঢ় প্রহ্লাদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণ সহ ত্রিভুবন কম্পিত হয়। কিন্তু তুই কার বলে ভয়শূন্য হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"হে রাজন, আমার যে

বলের উৎসের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি আপনারও উৎস। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বলের আদি উৎস একজন। তিনি কেবল আমার অথবা আপনার বলেরই নয়, তিনি সকলেরই বলের উৎস। তাঁরই বলে সকলেই বলীয়ান। স্থাবর-জঙ্গম, উচ্চ-নিচ, সকলেই, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই পরমেশ্বর ভগবানের বলের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম নিয়ন্তা এবং কালস্বরূপ, তিনিই ইন্দ্রিয়ের বল, মনের বল, দেহের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের আত্মা। তাঁর পরাক্রম অসীম। তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীশ্বর। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন।"

"হে পিতৃদেব, দয়া করে আপনি আপনার আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন। আপনার হৃদয়ে শত্রু এবং মিত্রের ভেদ না করে সকলের প্রতি সমভাব পোষণ করুন। অসংযত এবং বিপথগামী মন ব্যতীত এই জগতে অন্য কোন শত্রু নেই। সর্বভূতে সমদর্শনের ফলেই পূর্ণরূপে ভগবানের আরাধনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। পূর্বে আপনার মতো বহু মূর্খ ব্যক্তি তাদের দেহের সর্বস্ব অপহরণকারী ছয়টি শত্রুকে জয় না করে গর্বভরে মনে করেছে, 'আমি দশ দিকস্থ আমার সমস্ত শত্রুদের জয় করেছি।' কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর ষড়রিপু জয় করেছেন এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তাঁর কোন শত্রু নেই। অজ্ঞানের ফলেই শত্রুর কল্পনা হয়।"

হিরণ্যকশিপু বলল—"ওরে মূর্খ, তুই আমার মহিমা খর্ব করে, নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলে গর্ব করছিস। এটি তোর অতি বুদ্ধিমত্তা। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, আমার হাতে তোর মরবার ইচ্ছা হয়েছে, কারণ মরণাপন্ন ব্যক্তিরাই এইভাবে অর্থহীন কথা বলে। ওরে হতভাগা প্রহ্লাদ, তুই সব সময় বলিস যে আমি ছাড়া অন্য কোন জগদীশ্বর রয়েছেন, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, যিনি সকলের নিয়ন্তা এবং যিনি সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি যদি সর্বত্রই থাকেন, তা হলে কেন তিনি আমার সম্মুখস্থ এই স্তম্ভে উপস্থিত নন? তোর এই অকথ্য কথনের জন্য আমি এখন তোর শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করব। তোর পরম আরাধ্য ভগবান এসে এখন তোকে রক্ষা করুক। আমি তা দেখতে চাই। ক্রোধান্ধ হয়ে মহাবলবান হিরণ্যকশিপু এইভাবে তার মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছিল। তাঁর প্রতি বার বার তর্জন করে হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ গ্রহণপূর্বক তার রাজসিংহাসন থেকে উত্থিত হয়ে মহাক্রোধে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করেছিল। তখন সেই স্তম্ভ থেকে এক ভয়ঙ্কর ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল, যার ফলে মনে হয়েছিল যেন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়েছে। হে যুধিষ্ঠির, সেই শব্দ ব্রহ্মা আদি দেবতাদের ধামে পৌঁছেছিল এবং তা শুনে তাঁরা মনে করেছিলেন, 'হায়, আমাদের গ্রহলোক বুঝি বিনষ্ট হয়ে গেল।' হিরণ্যকশিপু যখন তার পুত্রকে বধ করতে অভিলাষী হয়ে তার অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করছিল, তখন সে সেই অতি অদ্ভুত প্রচণ্ড ধ্বনি শ্রবণ করেছিল, যা পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। সেই শব্দ শুনে অন্যান্য অসুর-নায়কেরাও ভীত হয়েছিল। সেই সভায় কেউই বুঝতে পারেনি সেই শব্দের উৎস কোথায় ছিল।

তাঁর ভৃত্য প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ ভগবান যে সর্বত্র বিরাজমান, এমন কি সভাগৃহের স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজমান, সেই কথা প্রমাণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এক অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই রূপটি ছিল না মানুষের না সিংহের। এইভাবে ভগবান এক অদ্ভুত মূর্তিতে সভাগৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু যখন সেই শব্দের উৎস অন্বেষণ করে চতুর্দিকে দেখছিল, তখন সে স্তম্ভের মধ্যে থেকে ভগবানের সেই অদ্ভুত রূপ বহির্গত হতে দেখেছিল, যা মানুষও নয়, সিংহও নয়। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে হিরণ্যকশিপু ভেবেছিল, 'এই প্রাণীটি কি অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক সিংহ?' হিরণ্যকশিপু তার সম্মুখে দণ্ডায়মান নরসিংহরূপী ভগবানকে দর্শন করে বিচার করার চেষ্টা করে তিনি কে। তাঁর সেই রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—তাঁর ক্রোধান্বিত নয়নযুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল; তাঁর দীপ্ত কেশর তাঁর ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলকে বিস্তার করেছে; তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি ভয়ানক; এবং তাঁর ক্ষুরধার জিহ্বা খড়্গের মতো চঞ্চল। তাঁর উন্নত কর্ণযুগল নিশ্চল এবং তাঁর মুখ ও নাসিকাবিবর পর্বতের গুহার মতো। তাঁর হনুদেশ ভয়ঙ্করভাবে বিদীর্ণ এবং তাঁর শরীর আকাশকে স্পর্শ করছে। তাঁর গ্রীবা হ্রস্ব এবং স্থূল, বক্ষ বিশাল, উদর কৃশ এবং তাঁর দেহের লোম চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র। তাঁর অসংখ্য বাহু সেনাবাহিনীর মতো চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং অন্যান্য স্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারা দৈত্য, দানব এবং নাস্তিকদের বিনাশ করে। হিরণ্যকশিপু মনে মনে বলেছিল, 'মহা মায়াবী ভগবান বিষ্ণু আমাকে হত্যা করার এই পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু তাঁর এই চেষ্টায় কি হতে পারে? আমার সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারবে?' এই বলে হস্তীর মতো বিশালকায় হিরণ্যকশিপু গদা ধারণ করে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পতিত হলে অদৃশ্য হয়, তেমনই হিরণ্যকশিপু যখন তেজোময় ভগবানকে আক্রমণ করেছিল, তখন সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ ভগবান সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। পূর্বে, সৃষ্টির সময় তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্বক তাঁর চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা সেই অন্ধকার বিনাশ করে ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেছিলেন। তারপর মহা অসুর হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্বক দ্রুতবেগে নৃসিংহদেবকে আক্রমণ করে তার গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু গরুড় যেভাবে মহাসর্পকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব গদা সহ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে ভরত-বংশজ মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান নৃসিংহদেব যখন তাঁর হাত থেকে হিরণ্যকশিপুকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে গরুড় খেলার ছলে কখনও কখনও সর্পকে তার মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়, তখন দৈত্যভয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্থানভ্রষ্ট দেবতারা ভগবানের হাত থেকে দৈত্যের নির্গমনের ব্যাপারটি ভাল বলে মনে করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু যখন নৃসিংহদেবের হস্ত থেকে মুক্ত হয়েছিল, তখন সে ভ্রান্তভাবে মনে করেছিল যে, ভগবান তার শক্তিতে ভীত হয়েছেন। তাই সে ক্ষণকাল বিশ্রামের পরে, খড়্গ এবং ঢাল গ্রহণ করে পুনরায় মহাবেগে ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। হিরণ্যকশিপু তার খড়্গ এবং ঢাল নিয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে আবৃত হয়ে নিজেকে রক্ষা করছিল, কিন্তু তখন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ অট্টহাস্য করে পরম শক্তিমান ভগবান নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করেছিলেন। বাজপাখির মতো তীব্র গতিতে হিরণ্যকশিপু কখনও আকাশে এবং কখনও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল, নৃসিংহদেবের অট্টহাস্যের ফলে ভয়ে তার চক্ষু মুদিত ছিল। সর্প যেভাবে ইঁদুরকে ধরে অথবা গরুড় যেভাবে একটি অত্যন্ত বিষধর সর্পকে ধরে, ঠিক সেইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতেও অক্ষত হিরণ্যকশিপুকে ধরেছিলেন। এইভাবে ধৃত হওয়ার ফলে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে হিরণ্যকশিপু যখন সর্বত্র তার অঙ্গ সঞ্চালন করছিল, তখন ভগবান নৃসিংহদেব সভাগৃহের দ্বারদেশে অসুরটিকে তাঁর উরুর উপর স্থাপন করে অনায়াসে তার দেহ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেবের মুখ এবং কেশর রক্তবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল এবং তাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নের দিকে কেউই তাকাতে পারছিল না। তাঁর জিহ্বার দ্বারা মুখের প্রান্তভাগ অবলেহন করে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রের মালায় বিভূষিত হয়েছিলেন। তখন তাঁকে সদ্য একটি হস্তী সংহারকারী সিংহের মতো দেখাচ্ছিল। বহু হস্ত সমন্বিত ভগবান প্রথমে তাঁর নখাস্ত্রের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় উৎপাটনপূর্বক তাকে পরিত্যাগ করে অসুর সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই সমস্ত হাজার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিকেরা ছিল হিরণ্যকশিপুর অতি বিশ্বস্ত অনুচর, কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখাগ্রভাগের দ্বারা তাদের সকলকে সংহার করেছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা মেঘসমূহ কম্পিত এবং বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গ্রহগুলির জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়েছিল, তাঁর নিশ্বাসে আহত হয়ে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তাঁর গর্জনে দিগ্‌হস্তীরা ভীত হয়ে আর্তনাদ করেছিল। নৃসিংহদেবের জটার দ্বারা বিমানসমূহ অন্তরীক্ষে এবং উচ্চলোকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভগবানের চরণ-কমলের গুরুভারে পৃথিবী যেন তাঁর স্ব-স্থান থেকে বিচলিত হয়েছিল এবং তাঁর অসহ্য বলের প্রভাবে যেন সমস্ত পাহাড়-পর্বতগুলি উৎপতিত হয়েছিল। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার প্রভাবে আকাশ এবং সমস্ত দিক তাদের স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়েছিল। পূর্ণ তেজ এবং ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল প্রদর্শন করে ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবং বীর্যে ও ঐশ্বর্যে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই দেখে, সভাগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রাজ-

সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। ভয় এবং সম্ভ্রমবশত কেউই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকের শিরঃপীড়া সদৃশ ছিল। তাই স্বর্গের দেবপত্নীগণ যখন দেখলেন যে, সেই মহা অসুর ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছে, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল পরম আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তখন স্বর্গ থেকে নৃসিংহদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। তখন ভগবান নারায়ণের দর্শনাভিলাষী দেবতাদের বিমানে আকাশ ভরে গিয়েছিল। দেবতারা তাঁদের ঢাক এবং দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন। মুখ্য গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মহাসর্প, মনু, প্রজাপতি, অপ্সরা, গন্ধর্ব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর, বেতাল, কিম্পুরুষ এবং সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ ভগবানের নিকটে এসেছিলেন। উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁদের মস্তকে হাত জোড় করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং স্তব করেছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বললেন—"হে প্রভু, আপনি অনন্ত এবং আপনার শক্তি অসীম। আপনার পরাক্রম এবং অদ্ভুত প্রভাব কেউই অনুমান করতে পারে না, কারণ আপনার কার্যকলাপ কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না। জড় গুণের দ্বারা আপনি অনায়াসে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, তবুও আপনি অপরিবর্তনীয় এবং অব্যয়ই থাকেন। আমি তাই আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—"যুগের অন্ত হচ্ছে আপনার ক্রোধের সময়। এখন এই নগণ্য অসুর হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছে। হে ভগবান, আপনি স্বভাবতই ভক্তবৎসল, দয়া করে আপনি তার পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করুন, যে সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত ভক্তরূপে আপনার নিকটেই দণ্ডায়মান।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"হে পরমেশ্বর, আপনি আমাদের উদ্ধারকারী রক্ষাকর্তা। আমাদের যজ্ঞভাগ যা প্রকৃতপক্ষে আপনার, তা আপনি দৈত্যের কাছ থেকে পুনরায় আহরণ করেছেন। যেহেতু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিল অত্যন্ত ভয়ানক, তাই আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃদয়পদ্ম সে অধিকার করে নিয়েছিল। এখন, আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের হৃদয়ের বিষাদ এবং অন্ধকার দূর হয়েছে। হে ভগবান, যাঁরা সর্বদাই আপনার সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে সমস্ত জড় ঐশ্বর্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ আপনার সেবা মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। তাঁরা মুক্তির বহুমানন করেন না, অতএব কাম, অর্থ এবং ধর্মের আর কি কথা।"

সমস্ত ঋষিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"হে ভগবান, হে শরণাগত পালক, হে আদি পুরুষ, পূর্বে আপনি আমাদের যে তপস্যার বিধির উপদেশ দিয়েছিলেন তা আপনারই চিন্ময় শক্তি। এই তপস্যার দ্বারাই আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, যা আপনার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই অসুরের কার্যকলাপের দ্বারা এই তপস্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন, আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং এই অসুরকে সংহার করার জন্য নৃসিংহদেব রূপে আপনার আবির্ভাবের ফলে, তপস্যার পন্থা পুনরায় আপনি অনুমোদন করেছেন।"

পিতৃগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"সারা জগতের ধর্মপালক ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যে দৈত্য বলপূর্বক আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড আদি অধিকার করে ভোগ করত এবং তীর্থস্থানে প্রদত্ত তিলোদক পান করত, সেই হিরণ্যকশিপুকে আপনি সংহার করেছেন। হে ভগবান, সেই দৈত্যের উদর আপনার নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে, আপনি তার উদর থেকে সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু আহরণ করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

সিদ্ধগণ ভগবানের বন্দনা করে বললেন—"হে ভগবান নৃসিংহদেব, আমরা, সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ স্বভাবতই অষ্ট যোগসিদ্ধি সমন্বিত। তবুও হিরণ্যকশিপু এতই অসৎ ছিল যে, সে তার বল এবং তপস্যার প্রভাবে

আমাদের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করে নিয়েছিল। তার ফলে সে তার যোগবলের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা সেই দুর্বৃত্ত নিহত হয়েছে, তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

বিদ্যাধরগণ প্রার্থনা করে বললেন—"আমাদের পৃথক পৃথক ধ্যানের প্রভাবে প্রাপ্ত অন্তর্ধান আদি বিদ্যা, যে মূর্খ হিরণ্যকশিপু তার দেহের বল এবং অন্যদের পরাজিত করার ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে নিষেধ করেছিল, পরমেশ্বর ভগবান সেই অসুরকে একটি পশুর মতো বধ করেছেন। সেই পরম লীলাবিগ্রহ ভগবান নৃসিংহদেবকে আমরা নিত্য প্রণতি নিবেদন করি।"

নাগগণ বললেন—"মহাপাপী হিরণ্যকশিপু আমাদের মস্তকের মণি এবং সুন্দরী স্ত্রীদের অপহরণ করেছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ফলে, আপনি আমাদের পত্নীদের আনন্দ প্রদান করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

মনুগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"হে ভগবান, আপনার আজ্ঞাকারী দাসরূপে আমরা মনুগণ মানব-সমাজের আইন প্রদান করি। কিন্তু এই মহা অসুর হিরণ্যকশিপুর সাময়িক শ্রেষ্ঠত্বের ফলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার প্রথা বিনষ্ট হয়েছিল। হে ভগবান, এই মহা অসুরকে সংহার করার ফলে এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি লাভ করেছি। আমরা আপনার নিত্যদাস। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন এখন আমরা কি করব।"

প্রজাপতিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"ব্রহ্মা এবং শিবেরও ঈশ্বর হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আদেশ পালন করার জন্য আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নিষেধের ফলে আমরা প্রজা সৃষ্টি করতে পারিনি। এখন সেই অসুর নিহত হয়ে আমাদের সম্মুখে শায়িত। আপনি তার বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। তাই, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

গন্ধর্বেরা প্রার্থনা করলেন—"হে ভগবান, আমরা নাট্য অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতের দ্বারা আপনার সেবা করি, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু তার বল এবং বীর্যের দ্বারা আমাদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল। এখন সে আপনার দ্বারা এই অধম দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তার মতো কুপথগামীর কার্যকলাপের দ্বারা কি লাভ হতে পারে?"

চারণলোকের অধিবাসীগণ বললেন—"হে ভগবান, সাধুদের হৃদয়ে ভয়ের উৎপাদনকারী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে যেহেতু আপনি সংহার করেছেন, তাই আমরা এখন আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি, যা বদ্ধ জীবদের জড় কলুষ থেকে মুক্ত করে।"

যক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন—"হে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিয়ন্তা, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমরা আপনার সেবা করি বলে আমাদের আপনার শ্রেষ্ঠ সেবক বলে মনে করা হয়, তবুও দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর আদেশে আমরা তার শিবিকা-বাহকের কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলাম। হে নৃসিংহদেব, এই অসুর যে কিভাবে সকলকে কষ্ট দিয়েছিল তা আপনি জানেন, কিন্তু এখন আপনি তাকে সংহার করেছেন এবং তার শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।"

কিম্পুরুষেরা বললেন—"আমরা অত্যন্ত নগণ্য জীব এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা। সুতরাং আমরা কিভাবে আপনার স্তব করব? যখন ভক্তেরা এই অসুরের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ধিক্কার করেছিল, তখনই আপনার দ্বারা তার মৃত্যু হয়েছিল।"

বৈতালিকগণ বললেন—"হে ভগবান, মহতী সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার নির্মল যশ গান করি বলে সকলের কাছে আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দৈত্য আমাদের সেই পূজা তার আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এখন আমাদের মহা সৌভাগ্যের ফলে রোগের মতো সেই দুর্জনকে আপনি বধ করেছেন।"

কিন্নরগণ বললেন—"হে পরম ঈশ্বর, আমরা আপনার নিত্যদাস, কিন্তু আপনার সেবা করার পরিবর্তে আমরা কিনা পারিশ্রমিকে এই অসুরের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই মহাপাপী এখন আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই, হে ভগবন নৃসিংহদেব, হে প্রভু, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের সংরক্ষক হোন।"

বৈকুণ্ঠলোকের বিষ্ণুপার্ষদেরা ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"আমাদের পরম আশ্রয় প্রদানকারী হে ভগবান, আজ আমরা সমস্ত জগতের মঙ্গল প্রদানকারী আপনার এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ দর্শন করলাম। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই হিরণ্যকশিপু আপনারই সেবক জয়, যে ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে অসুর-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, তাকে বধ করে আপনি তার প্রতি আপনার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন।"

❀ ❀ ❀

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম

দেবর্ষি নারদ বললেন—"ভগবান তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন বলে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ দেবতারা তাঁর সামনে যেতে সাহস করেননি। সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবানের এই অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত রূপ দর্শন করে ভয়ভীত হওয়ার ফলে তাঁর সামনে যেতে পারেননি। তখন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—হে বৎস, ভগবান নৃসিংহদেব তোমার আসুরিক পিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে শান্ত কর।"

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন্, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ একটি ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মার বাণী শিরোধার্য করে ধীরে ধীরে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে ভূতলে পতিত হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহদেব করুণার্দ্র হয়ে তাঁকে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের অভয় প্রদানকারী করকমল তাঁর মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে, প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ এবং বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, যেন তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরে চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল এবং তিনি তখন পরম আনন্দে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ একাগ্র চিত্তে সমাহিত হয়ে, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি তাঁর মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রেম-গদ্গদ বচনে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—"অসুর কুলোদ্ভূত আমার পক্ষে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করা কি করে সম্ভব? সত্ত্বগুণান্বিত এবং অত্যন্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এবং ঋষিগণ অপূর্ব সুন্দর বাক্য প্রবাহের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম হননি, সুতরাং আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো কোনই যোগ্যতা নেই।"

"আমি মনে করি যে ধন-সম্পদ, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগশক্তি, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। (সনৎসুজাত গ্রন্থে বর্ণিত) বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের

শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁর মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ভক্ত সেই রকম ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্ত তাঁর কুল পবিত্র করতে পারে, কিন্তু সেই অতি গর্বান্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। তাই কেউ যখন তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন সেই ভক্তের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, নিজের মুখের সৌন্দর্যই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনার ফলে নিজেরই মঙ্গল হয়)। অতএব, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার বুদ্ধি এবং পূর্ণ প্রয়াস অনুসারে আমি শঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের মহিমা বর্ণনা করব। ভগবানের মহিমা শ্রবণ বা পাঠ করলে অবিদ্যাবশত এই জড় জগতে প্রবিষ্ট মানুষও পবিত্র হয়।"

"হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত আপনার নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক। তাই তাঁরা আমাদের মতো নন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু)। এই ভয়ঙ্কর রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য আপনারই লীলাবিলাস। আপনার এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য। হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগৎ এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে। হে অজিত ভগবান, আপনার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখ, জিহ্বা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র অথবা ভ্রূকুটিভঙ্গির ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আপনার তীক্ষ্ণ দন্ত, অন্ত্রের মালা, রক্তাক্ত কেশর অথবা উন্নত কর্ণের ভয়ে ভীত নই। এমন কি আপনার যে গর্জনের ফলে দিগ্‌গজেরা পলায়ন করে অথবা যে নখাগ্রের দ্বারা শত্রুরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার ভয়েও আমি ভীত নই। হে পরম শক্তিমান, পতিত-বৎসল, দুর্জয় প্রভু, আমার কর্মের ফলে আমি অসুরদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং তাই এই দুঃসহ সংসার-চক্রে অত্যন্ত ভীত হয়েছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির আশ্রয় আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করবেন? হে মহান্, হে পরমেশ্বর ভগবান, প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিস্থিতির সংযোগের ফলে এবং তার সংযোগ ও বিয়োগের ফলে জীবকে স্বর্গ অথবা নরকের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হতে হয়। যদিও এই দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের বহু উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকেও অধিক দুঃখজনক। তাই আমি মনে করি যে, তার একমাত্র নিরাময় হচ্ছে আপনার সেবায় যুক্ত হওয়া। দয়া করে আপনি আমাকে সেই সেবার উপদেশ প্রদান করুন। হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুক্ত পুরুষদের (হংস) সঙ্গে আপনার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে আমি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হব এবং তার ফলে আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রভু আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। আমি ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরম্পরায় আপনার মহিমা কীর্তন করব। এইভাবে আমি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব। হে নৃসিংহদেব, হে বিভো, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত দেহধারী জীবেরা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। তারা তাদের দুঃখ নিবারণের যে উপায়ই গ্রহণ করে তা সাময়িকভাবে লাভজনক হলেও, ক্ষণস্থায়ী। যেমন, পিতা এবং মাতা তাদের শিশুকে রক্ষা করতে পারে না, চিকিৎসক এবং ঔষধ রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তরণী সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না। হে প্রভু, এই জড় জগতে সকলেই সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই এই গুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। তাই এই জড় জগতে সকলেই আপনার প্রকৃতির বশীভূত। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে সময়ে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, তাদের জীবনের যে উদ্দেশ্যকে তারা চরম বলে বিবেচনা করেছে

এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—তা সবই আপনারই শক্তির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সেই সবই আপনারই প্রকাশ। হে ভগবান, হে পরম শাশ্বত, আপনার স্বীয় অংশ বিস্তার করে কালের দ্বারা ক্ষোভিত আপনার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আপনি জীবের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে মন বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নির্দেশ এবং ষোলটি উপাদানের দ্বারা অন্তহীন বাসনার বন্ধনে জীবকে বেঁধে রাখে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ বিনা এই বন্ধন থেকে কে মুক্ত হতে পারে? হে প্রভু, হে বিভো, আপনি ষোলটি উপাদানের দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি তাদের জড় গুণের অতীত। অর্থাৎ, এই জড় গুণগুলি সর্বতোভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আপনি কখনও তাদের দ্বারা পরাভূত হন না। তাই, কাল আপনার প্রতিনিধিত্ব করে। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, হে অজেয়, আমি কালচক্রে নিষ্পেষিত এবং তাই আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হয়েছি, এখন দয়া করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।"

"হে ভগবান, মানুষ সাধারণত দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য এবং সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু আমার পিতার কার্যকলাপের দ্বারা আমি তা দেখেছি। আমার পিতা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করত, তখন তার ভ্রূকুটি দর্শন করে দেবতারা বিনষ্ট হত। কিন্তু আমার সেই পিতা, যিনি এত শক্তিশালী ছিলেন, তিনি এখন নিমেষের মধ্যে আপনার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন। হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড় সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনার কাছে অনুরোধ করি, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁকে সেবা করতে দিন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করে, যা ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো। মরুভূমিতে জল কোথায়? ঠিক তেমনই এই জড় জগতে সুখ কোথায়? এই শরীরটির কি মূল্য? এটি কেবল নানা প্রকার রোগের উদ্ভবস্থল। তথাকথিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদেরা সেই কথা ভালভাবেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করে। সুখ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা জড় জগতের তথাকথিত সুখের পিছনে ধাবিত হয় এবং কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, নারকীয় তম ও রজোগুণাচ্ছন্ন অসুরকুল জাত আমি বা কোথায়? আর ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীকেও যা কখনও প্রদান করা হয়নি, আপনার সেই অহৈতুকী কৃপাই বা কোথায়? আপনি কখনও তাঁদের মস্তকে আপনার করকমল অর্পণ করেননি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি তা করেছেন। হে ভগবান, আপনি সাধারণ জীবের মতো শত্রু ও মিত্রের এবং অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করেন না, কারণ আপনার মধ্যে উচ্চ এবং নিচ ধারণা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন মহৎ এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে জীবের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে, তেমনই আপনি ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে তাঁকে আপনার আশীর্বাদ প্রদান করেন। হে ভগবান, একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করে সর্বপূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি? হে ভগবান, হে চিন্ময় গুণের অন্তহীন উৎস, আপনি আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে তাঁর খড়্গ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন, "আমি এখন তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। আমি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর যদি থাকে তা হলে সে তোকে ক্ষমা করুক।" তাই আমি মনে করি যে, আপনার ভক্তের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমার পিতাকে বধ করেছেন। এই ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।"

"হে ভগবান, আপনি নিজেকে সমগ্র জগৎরূপে প্রকাশিত করেন, কারণ সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির পরে আপনি থাকেন এবং আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী অবস্থায় আপনি পালন করেন। তা সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব অন্তরে এবং বাইরে যা কিছু বিরাজ করে, তা সবই আপনি। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, সমগ্র জড় সৃষ্টির কারণ আপনি এবং এই জড় সৃষ্টি আপনারই শক্তির পরিণাম। যদিও সমগ্র জড় জগৎ আপনার থেকেই প্রকাশিত তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। 'আমার এবং তোমার' ধারণা তা অবশ্যই মিথ্যা মায়া, কারণ প্রতিটি বস্তুই আপনার থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে আপনার থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে জড় জগৎ আপনার থেকে অভিন্ন এবং তার বিনাশও আপনারই দ্বারা সাধিত হয়। আপনার সঙ্গে আপনার সৃষ্টির সম্পর্ক বীজ এবং বৃক্ষ, অথবা সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মতো। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রলয়ের পর আপনার সৃজনী শক্তিকে আপনার মধ্যে রাখেন এবং তখন মনে হয় যেন আপনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রা যান না, কারণ আপনি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তুরীয় অবস্থায় আপনি চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আপনি এইভাবে জড়া প্রকৃতিকে স্পর্শ না করে আপনার চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করেন। আপনাকে নিদ্রিত বলে মনে হলেও, এই নিদ্রা অবিদ্যাজনিত নিদ্রা থেকে ভিন্ন। এই বিশাল জড় জগৎ আপনারই শরীর। আপনার কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয় এবং তার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অনন্তশেষের শয্যা থেকে জেগে ওঠেন এবং আপনার নাভি থেকে একটি চিন্ময় বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী পদ্ম উদ্ভূত হয়, ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষের জন্ম হয়। সেই মহাপদ্ম থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা সেই পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি। তাই, আপনাকে বাইরে অবস্থিত বলে মনে করে, ব্রহ্মা সেই জলে নিমগ্ন হয়ে শতবর্ষব্যাপী সেই পদ্মের উৎসের অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে খুঁজে পাননি, কারণ বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আর সেই বীজ দেখা যায় না। সেই আত্মযোনি ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, সেই পদ্মকে আশ্রয় করে বহু শত বৎসর কঠোর তপস্যা করার ফলে পবিত্র হয়ে, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পৃথিবীতে যেমন গন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই তাঁর নিজের শরীরে এবং ইন্দ্রিয়ে তিনি ভগবানকে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সহস্র সহস্র বদন, চরণ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ ও নয়ন সমন্বিত আপনাকে দেখেছিলেন। আপনি সুন্দর অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন। পাতাললোকে বিস্তৃত পদ সমন্বিত, চিন্ময় লক্ষণযুক্ত আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে ব্রহ্মা দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন।"

"হে ভগবান, আপনি হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হয়ে রজ এবং তমোগুণের প্রতীক মধু এবং কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই কারণে সমস্ত ঋষিরা আপনার রূপকে জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় বলে বর্ণনা করেন। হে ভগবান, এইভাবে আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য অথবা কূর্মরূপে অবতরণ করে সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং অসুরদের সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি আপনার ভগবত্তা প্রকাশ করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়। হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার পাপপূর্ণ কামাতুর মন হর্ষ, শোক, ভয় এবং ধন লাভের বাসনায় পূর্ণ। তার ফলে তা অত্যন্ত কলুষিত এবং আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং দীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনার তত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হব? হে অচ্যুত, আমার অবস্থা বহু সপত্নীর স্বামীর মতো, যারা তাকে তাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। জিহ্বা সুস্বাদু আহারের প্রতি, উপস্থ সুন্দরী রমণীর প্রতি, ত্বক কোমল বস্তুর প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি এবং কর্ণ গ্রাম্য সঙ্গীতের প্রতি, নাক ঘ্রাণের প্রতি, চঞ্চল দৃষ্টি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক সুন্দর দৃশ্যের প্রতি এবং কর্মেন্দ্রিয় বিভিন্ন কর্মের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যুনদীর অপর পারে চিন্ময়ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আমরা আমাদের পাপকর্মের ফলে সেই

নদীর এই পারে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নদীতে পতিত হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তুসমূহ আহার করছি। দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কেবল আমার প্রতিই নয়, অন্য যারা কষ্টভোগ করছে তাদের প্রতিও—এবং আপনার অহৈতুকী কৃপা ও অনুকম্পার প্রভাবে আমাদের উদ্ধার করুন এবং পালন করুন।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, হে সমগ্র জগতের আদি গুরু, আপনি সারা জগতের সমস্ত কার্যের পরিচালক, অতএব আপনার পক্ষে আপনার সেবায় যুক্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা এমন কি পরিশ্রম? আপনি সমস্ত আর্তদের বন্ধু এবং মহতের কর্তব্য হচ্ছে মূর্খদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা। তাই আমি মনে করি যে, আপনার সেবায় যুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবেন। হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে। হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই। চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত তথাকথিত গৃহস্থেরা মনে করে যে, এই চুলকানিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খেরা, যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, বার বার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং তার ফলে তাঁদের মূঢ়দের মতো দুঃখভোগ করতে হয় না।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, মুক্তির মার্গে দশটি উপায়—মৌন, ব্রত, বৈদিক জ্ঞান আহরণ, তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ, ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্র জপ এবং সমাধি। মুক্তির এই সমস্ত উপায়গুলি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পেশাদারি অভ্যাস এবং জীবিকা। যেহেতু এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত দাম্ভিক, তাই এই উপায়গুলি সফল নাও হতে পারে। প্রামাণিক বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় যে, জড় জগতে কার্য এবং কারণের রূপ ভগবানেরই রূপ, কারণ জড় জগৎ তাঁরই শক্তি। কার্য এবং কারণ উভয়ই ভগবানের শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই, হে ভগবান, জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কার্য এবং কারণের বিচার করে দেখতে পান কিভাবে কাঠের মধ্যে অগ্নি ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আপনিই কার্য এবং কারণ। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি বায়ু, পৃথিবী, আগুন, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণবায়ু, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, চেতনা এবং অহঙ্কার। বস্তুতপক্ষে, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, সব কিছুই আপনি। মন এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনার থেকে ভিন্ন নয়। জড়া প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ), এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, পঞ্চ স্থূল তত্ত্ব, মন, দেবতা, মানুষ, কেউই আপনাকে জানতে পারে না, কারণ তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সেই কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ স্তব, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম-সমর্পণ, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে?"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"এইভাবে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের অপ্রাকৃত প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করেছিলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে

বলেছিলেন—হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি সমস্ত মানুষের বাসনা পূর্ণ করি, সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে প্রহ্লাদ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাকে প্রসন্ন না করে কেউই আমাকে জানতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু যে আমাকে দর্শন করেছে অথবা আমাকে প্রসন্ন করেছে, তাকে আর তার নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শোক করতে হয় না। হে প্রহ্লাদ, তুমি মহা-ভাগ্যবান। যাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং উন্নত, তাঁরা সর্বতোভাবে আমার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেন, কারণ আমিই সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।"

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুরকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অসুরেরা সর্বদা জড় সুখের বাসনা করে। কিন্তু ভগবান যদিও এই জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করার বর প্রদান করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।"

দশম অধ্যায়

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রদত্ত সেই সমস্ত বরগুলিকে ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেছিলেন—হে ভগবান, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তাই, দয়া করে আমাকে এই সমস্ত বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি ভৌতিক অবস্থার ভয়ে অত্যন্ত ভীত এবং তাই আমি এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। সেই জন্যই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে পরমারাধ্য ভগবান, যেহেতু সকলের হৃদয়ে ভববন্ধনের মূল কারণরূপ কাম-বাসনার বীজ রয়েছে, তাই আপনি আমাকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য এই জড় জগতে প্রেরণ করেছেন। অন্যথা, হে ভগবান, হে সমগ্র জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর পক্ষে অহিতকর কোন কিছু তাঁকে আপনি করতে দেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে আপনার শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময়ে লাভ চায়। যে ভৃত্য তার সেবার বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কোন রকম জাগতিক লাভের বাসনা করে, সে যোগ্য সেবক বা শুদ্ধ ভক্ত নয়। তেমনই, যে প্রভু তার প্রভুত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তার ভৃত্যকে জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করেন, তিনিও শুদ্ধ প্রভু নন। হে প্রভু, আমি আপনার নিষ্কাম সেবক এবং আপনি আমার নিত্য প্রভু। আমাদের প্রভু এবং ভৃত্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি প্রকৃতই আমার প্রভু এবং আমি স্বভাবতই আপনার সেবক। আমাদের আর অন্য কোন সম্পর্ক নেই। হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়। হে ভগবান, জন্ম থেকেই কাম-বাসনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য, বল, স্মৃতি এবং সত্য, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। হে ভগবান, মানুষ যখন

তার মনের সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তখন সে আপনারই মতো ঐশ্বর্য লাভ করার যোগ্য হয়। হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান! হে পরমাত্মা, সকল দুঃখহন্তা! হে অদ্ভুত নরসিংহ রূপধারী পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ভগবান বললেন—"হে প্রিয় প্রহ্লাদ, তোমার মতো ভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে, কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য বাসনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি যে, তুমি এই মন্বন্তর পর্যন্ত এখানে দৈত্যদের অধীশ্বর হয়ে, এই জড় জগতে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ কর। তুমি যে জড় জগতে রয়েছ তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি সর্বদা আমার উপদেশ এবং বাণী শ্রবণ করে আমার চিন্তায় মগ্ন থেকো, কারণ আমিই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে আমার আরাধনা কর। হে প্রহ্লাদ, এই জড় জগতে অবস্থানকালে তুমি তোমার সুখ অনুভবের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং পুণ্য আচরণের দ্বারা পাপকর্মের ফল ক্ষয় করবে। শক্তিশালী কালের প্রভাবে তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করবে, কিন্তু তোমার যশ স্বর্গলোকেও কীর্তিত হবে এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত হয়ে তুমি ভগবদ্ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তোমার কার্যকলাপ স্মরণ করে এবং আমার কার্যকলাপও স্মরণ করে এবং তোমার দ্বারা গীত এই স্তোত্র কীর্তন করে, সে যথাসময়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"হে পরমেশ্বর, আপনি যেহেতু অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই আমি আপনার কাছে কেবল একটি বর প্রার্থনা করি। আমি জানি যে আমার পিতা মৃত্যুর সময় আপনার দৃষ্টিপাতের প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন, কিন্তু আপনার অপূর্ব শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে তিনি ভ্রান্তভাবে আপনাকে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী বলে মনে করে অনর্থক আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সমস্ত জীবের পরম গুরু আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিন্দা করেছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি পাপাচরণ করেছেন। সেই সমস্ত দুস্তর পাপ থেকে আপনি তাঁকে পবিত্র করুন।"

ভগবান বললেন—"হে প্রহ্লাদ, হে পরম পবিত্র সাধু, তোমার পিতা পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ সহ পবিত্র হয়েছে। যেহেতু তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই সমস্ত কুল পবিত্র হয়েছে। যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সদাচার যুক্ত এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত আমার ভক্তেরা বাস করে, অত্যন্ত অধঃপতিত হলেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়। হে দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ, আমার প্রতি ভক্তি হেতু আমার ভক্তেরা উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট জীবদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে না। তারা কখনও কাউকে হিংসা করে না। যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই আমার শুদ্ধ ভক্ত হবে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং অন্যদের কর্তব্য তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। হে বৎস, তোমার পিতা তার মৃত্যুকালে আমার অঙ্গের স্পর্শে ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, যার ফলে তার পিতা সৎ প্রজা এবং ভক্ত হওয়ার জন্য উচ্চলোকে গমন করতে পারে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করার পর তুমি তোমার পিতার রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও এবং বৈষয়িক কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে আমাতে মনোনিবেশ কর। বেদের নির্দেশ লঙ্ঘন না করে, তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ভগবান প্রসন্ন হওয়ার ফলে ব্রহ্মার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য বাণীর দ্বারা প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে দেবদেব, হে অখিল অধ্যক্ষ, হে ভূতভাবন, হে পূর্বজ (আদিপুরুষ), আমাদের সৌভাগ্যের ফলে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সন্তাপ প্রদানকারী মহাপাপী অসুরকে সংহার করেছেন। এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমার কাছ থেকে বর লাভ করেছিল যে, আমার সৃষ্ট কোন জীবের দ্বারা সে নিহত হবে না। এই প্রতিশ্রুতি

এবং তার তপস্যা ও যোগশক্তির বলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল। ভাগ্যক্রমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাভাগবত সাধু বালক প্রহ্লাদ মহারাজ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণে রয়েছে। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা। যদি কেউ আপনার চিন্ময় শরীরের ধ্যান করেন, তা হলে আপনি তাঁকে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন, এমন কি আসন্ন মৃত্যুভয় থেকেও।"

ভগবান উত্তর দিলেন—"হে ব্রহ্মা, হে পদ্মসম্ভব, সর্পদের দুধ প্রদান করা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব এবং ঈর্ষাপরায়ণ অসুরদের বরদান করাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অসুরদের আর কখনও এই প্রকার বর দান করো না।"

নারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ জীবদের অগোচর ভগবান এইভাবে ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়ে, ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত হয়ে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তারপর প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অংশ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি আদি সমস্ত দেবতাদের পূজা করে বন্দনা করেছিলেন। তারপর কমলাসন ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য এবং দানবদের অধিপতি করেছিলেন।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, প্রহ্লাদকে চরম আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁদের স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই পার্ষদ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে, ভ্রান্তিবশত সকলের হৃদয়স্থিত ভগবানকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করে, নিহত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভগবানের সেই দুই পার্ষদ পুনরায় কুম্ভকর্ণ এবং দশানন রাবণরূপে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। সেই দুই রাক্ষস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ পরাক্রমে নিহত হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ এবং রাবণ উভয়েই রণক্ষেত্রে শায়িত হয়েছিল এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে তাদের পূর্বজন্মের মতোই পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেছিল। তারা পুনরায় মনুষ্য-সমাজে শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিল এবং তোমার সমক্ষে ভগবানের শরীরে লীন হয়েছিল। কেবল শিশুপাল এবং দন্তবক্রই নয়, অন্য বহু রাজারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করে মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করেছিল। যেহেতু তারা ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা ভগবানেরই মতো চিন্ময় দেহ এবং রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেমন ভ্রমরের দ্বারা বন্দী কীট ভ্রমরের কথা চিন্তা করতে করতে ভ্রমরেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়। যে শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা ভগবানেরই মতো শরীর প্রাপ্ত হন। তাকে বলা হয় সারূপ্য-মুক্তি। যদিও শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যান্য রাজারা শত্রুরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেছিল, তারাও সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছিল। শিশুপাল এবং অন্যেরা ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই সম্বন্ধে তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলে, তার বিশ্লেষণ আমি করলাম।"

"ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনায় ভগবানের বিভিন্ন অবতারের কথা এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দুই দৈত্য কিভাবে নিহত হয়েছিল, তার বর্ণনা করা হল। এই কাহিনী মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, তাঁর দৃঢ় ভক্তি, পূর্ণ জ্ঞান ও তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য বর্ণনা করেছে। এখানে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের কারণরূপেও ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্থনায় ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং সেই সঙ্গে কিভাবে দেবতা ও অসুরদের আবাস, তা যতই ঐশ্বর্যশালী হোক না কেন, ভগবানের নির্দেশ মাত্রই ধ্বংস হয়, তারও বর্ণনা করা হয়েছে। যে ধর্মের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। তাই এই আখ্যানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই আখ্যানে বর্ণিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সর্ব-শক্তিমত্তার কথা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, হিরণ্যকশিপু বধ এবং ভগবান নৃসিংহদেবের লীলা যিনি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে অকুতোভয় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন।"

নারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তোমরা

সকলে (পাণ্ডবেরা) অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে তোমাদের প্রাসাদে বাস করেন। মহর্ষিগণ সেই কথা জানেন এবং তাই তাঁরা সর্বদা তোমাদের গৃহে গমন করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কারণ শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। তিনিই মহাপুরুষদের অন্বেষণীয় পরমানন্দের উৎস, তবুও সেই পরমেশ্বর ভগবান তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু, সুহৃদ এবং মাতুলপুত্র রূপে তোমাদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তোমাদের আত্মাস্বরূপ। তিনি তোমাদের পূজনীয়, তবুও তিনি কখনও কখনও তোমাদের সেবকরূপে এবং কখনও আবার গুরুরূপে আচরণ করেন। শিব, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। যিনি মহাপুরুষদের মৌনব্রত, ধ্যান, ভক্তি এবং ত্যাগের দ্বারা ভক্তরক্ষক-রূপে পূজিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহুকাল পূর্বে অনন্ত মায়াধারী ময়দানব যখন দেবাদিদেব মহাদেবের যশ খর্ব করেছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের যশ উদ্ধার করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"কি কারণে ময়দানব শিবের যশ বিনষ্ট করেছিল? কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবকে রক্ষা করে পুনরায় তাঁর যশ বিস্তার করেছিলেন? সেই কথা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।"

নারদ মুনি বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সর্বদা পরম শক্তিসম্পন্ন দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। তখন অসুরেরা মায়াবীশ্রেষ্ঠ ময়দানবের শরণ গ্রহণ করেছিল। অসুরদের মহান নায়ক ময়দানব তিনটি অদৃশ্য পুরী নির্মাণ করে অসুরদের সেগুলি দিয়েছিল। সেই পুরীগুলি ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত এবং সেগুলি বিমানের মতো অন্তরীক্ষে গমনশীল ছিল এবং সেগুলি অসাধারণ উপকরণে পূর্ণ ছিল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই তিনটি পুরীতে দেবতাদের অগোচর থেকে অসুর সেনাপতিরা দেবতাদের সঙ্গে তাদের পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে ত্রিলোক বিনাশ করতে শুরু করেছিল। তারপর অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট স্বর্গলোকের দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে বলেছিলেন—হে প্রভু, আমরা দেবতারা ত্রিপুরবাসী অসুরদের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হয়েছি। আমরা আপনার অনুগামী। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। তখন পরম শক্তিমান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'ভয় করো না।' তারপর তিনি তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করে অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে নিক্ষেপ করেছিলেন। সূর্যমণ্ডল থেকে রশ্মিসমূহের মতো মহাদেবের ধনুক থেকে আগুনের মতো উজ্জ্বল বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত হয়ে, সেই তিনটি পুরী আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দৃষ্টির অগোচর হয়েছিল। মহাদেবের স্বর্ণনির্মিত বাণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, সেই পুরী তিনটির অধিবাসী অসুরেরা প্রাণ হারিয়ে পতিত হয়েছিল। তখন মহাযোগী ময়দানব তার নির্মিত অমৃতের কূপে তাদের নিক্ষেপ করেছিল। সেই অমৃতের স্পর্শে অসুরদের মৃতদেহ বজ্রের মতো দুর্ভেদ্য হয়েছিল। মহা বলে বলীয়ান হয়ে, তারা তখন মেঘভেদী বিদ্যুতের মতো উত্থিত হয়েছিল। মহাদেবকে অত্যন্ত নিরাশ এবং অসুখী দর্শন করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ময়দানবের সেই উৎপাত কিভাবে নিবারণ করা যায়, তার উপায় বিবেচনা করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা গোবৎস এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু গাভী হয়ে পুরীতে প্রবেশ করে কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছিলেন। অসুরেরা গোবৎস এবং গাভীটিকে দেখেছিল, কিন্তু ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তারা তাদের নিষেধ করতে পারেনি। মহাযোগী ময়দানব যখন জানতে পেরেছিল যে, একটি গোবৎস এবং গাভী সেই কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, দৈবের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে। তখন সে শোকার্ত অসুরদের বলেছিল—যা হয়েছে তা নিজের, অপরের, অথবা নিজের এবং অপরের উভয়ের প্রতি দৈবনির্দিষ্ট ভাগ্য এবং দেবতা, অসুর, মানুষ অথবা অন্য কারও পক্ষে কখনই তার অন্যথা করা সম্ভব নয়।"

"তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, বিদ্যা এবং ক্রিয়া সমন্বিত স্বীয় শক্তির দ্বারা রথ, সারথি, ধ্বজা, অশ্ব, হস্তী, ধনুক, বর্ম, বাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করে মহাদেবকে সজ্জিত করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়ে মহাদেব তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রথে আরোহণ করে ধনুর্বাণ গ্রহণ করেছিলেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির,

পরম শক্তিমান মহাদেব তাঁর ধনুকে শর সংযোজন করে, দ্বিপ্রহরে অসুরদের তিনটি পুরীতে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি ভস্মসাৎ করেছিলেন। স্বর্গের দেবতারা তাঁদের বিমানে চড়ে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ জয়ধ্বনি দিয়ে শিবের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে গান ও নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইভাবে অসুরদের তিনটি পুরী ভস্মীভূত করার ফলে শিব ত্রিপুরারি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে মহাদেব তখন তাঁর নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা তিনি অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক বহু লীলাবিলাস করেছিলেন। মহর্ষিগণ তাঁর কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, তার অতিরিক্ত আমি আর কি বলতে পারি? যথাযথ সূত্রে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা কেবল শ্রবণ করার ফলেই সকলে পবিত্র হতে পারে।"

ঔঁ ঔঁ ঔঁ

একাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চাতুর্বর্ণ্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মা, শিব আদি মহাজনদের আদরণীয় প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে, মহাত্মাদের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হয়ে পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, যে ধর্ম থেকে মানুষ জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার কাছে সেই ধর্মের কথা শুনতে চাই। মানুষের বৃত্তি অনুসারে মানব-সমাজকে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম, সেই সম্বন্ধে আমি শুনতে চাই। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পুত্র। আপনার তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার মতো শান্ত এবং দয়ালু আর কেউ নেই এবং কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে হয়, সেই সম্বন্ধে আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউই জানেন না। তাই, আপনি ধর্মের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অবগত আছেন এবং তা আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউ জানেন না।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"সর্বপ্রথমে আমি সমস্ত জীবের ধর্মরক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, নারায়ণের মুখ থেকে শ্রুত সনাতন ধর্ম বিশ্লেষণ করছি। ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশ নর সহ ধর্মের ঔরসে দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনও তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য বদরিকাশ্রমে তপস্যা করছেন। সর্ববেদময় ভগবান শ্রীহরিই ধর্মের মূল এবং বেদবেত্তা মহাত্মাদের স্মৃতি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ধর্মই প্রমাণস্বরূপ। এই ধর্মের ভিত্তিতেই মন, আত্মা, দেহ ইত্যাদি সব কিছুই প্রসন্ন হয়। সমস্ত মানুষেরই যে সাধারণ নীতিগুলি মেনে চলা উচিত সেগুলি হচ্ছে—সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস), শৌচ (দিনে অন্তত দুবার স্নান), সহনশীলতা, ভাল-মন্দের বিচার, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সরলতা, সন্তোষ, সাধুসেবা, অনাবশ্যক কার্য থেকে ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ, মানব-সমাজের অনাবশ্যক কার্যকলাপের নিরর্থকতা দর্শন, মৌন এবং গম্ভীর হয়ে বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, জীব তার স্বরূপে দেহ না আত্মা তার বিচার, সমস্ত জীবকে (মানুষ এবং পশু উভয়কে) সমভাবে খাদ্য

বিতরণ, প্রতিটি আত্মাকে (বিশেষ করে মনুষ্যরূপে) ভগবানের অংশরূপে দর্শন, (সাধুদের আশ্রয়) পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ এবং উপদেশ শ্রবণ, এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের মহিমা কীর্তন, সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের কথা স্মরণ, ভগবানের সেবা করার চেষ্টা, ভগবানের পূজা, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন, ভগবানের দাস হওয়া, ভগবানের সখা হওয়া এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ত্রিশটি গুণ অর্জন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই গুণগুলি অর্জন করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। যাঁরা অবিচ্ছিন্নরূপে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভাধান এবং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন এবং ব্রহ্মা যাঁদের অনুমোদন করেছেন, তাঁরা দ্বিজ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁরা তাঁদের কুল-পরম্পরা এবং আচরণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পূজা করা, বেদ অধ্যয়ন করা এবং দান করা। এই পদ্ধতিতে তাঁদের চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) নিয়ম পালন করা কর্তব্য।"

"ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আদি ছয়টি কর্ম। ক্ষত্রিয় দান গ্রহণ ব্যতীত অন্য পাঁচটি কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা প্রজাদের উপর ন্যূনতম কর, শুল্ক, দণ্ড ধার্য করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বৈশ্যদের কর্তব্য সর্বদা ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য গ্রহণ করতে পারেন। অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষেত্রে ধান ভিক্ষা করতে পারেন, ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা দোকানে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তিও ব্রাহ্মণ অবলম্বন করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠ। বিপদ উপস্থিত না হলে, নিম্নস্তরের মানুষ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করবে না। আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলেই অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। আপৎকালে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত নামক বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। উঞ্ছশীল বৃত্তি, অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র থেকে পতিত শস্য সংগ্রহ করাকে বলা হয় ঋত। অযাচিত বৃত্তিকে বলা হয় অমৃত, শস্য ভিক্ষা করাকে বলা হয় মৃত, কৃষিকার্যকে বলা হয় প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে বলা হয় সত্যানৃত। নিচ ব্যক্তির সেবাকে বলা হয় শ্ব-বৃত্তি বা কুকুরের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কখনও এই নিন্দিত এবং ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব-বেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব-দেবময়। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, সত্যভাষণ এবং ভগবানের কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যুদ্ধে পরাক্রম, অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া, ধৈর্য, তেজ, দান, দৈহিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত না হওয়া, ক্ষমাশীলতা, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রি-বর্গের অনুষ্ঠান, শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের বাণীতে শ্রদ্ধা এবং সর্বদা অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্যম এবং নিপুণতা—এইগুলি বৈশ্যের লক্ষণ। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) প্রণতি নিবেদন করা, শৌচ, নিষ্কপটতা, প্রভুর সেবা, মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, চুরি না করা, সর্বদা সত্যভাষণ এবং গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা—এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ।"

"পতির সেবা করা, সর্বদা পতির প্রতি অনুকূল থাকা, পতির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও সমানভাবে অনুকূল থাকা এবং পতির ব্রত পালন করা—এই চারটি পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ। সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য পতির প্রসন্নতার জন্য সুন্দর বসন এবং স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা হওয়া এবং সর্বদা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় বস্ত্র পরিধান করে, সম্মার্জন এবং অনুলেপনের দ্বারা গৃহকে সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা। তাঁর কর্তব্য গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা এবং ধূপ ও ফুলের দ্বারা গৃহকে সর্বদা সুরভিত রাখা এবং সর্বদা

পতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। বিনীত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে এবং মধুর বাক্যে কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য প্রেম দ্বারা তাঁর পতির সেবা করা। পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য লোভী না হওয়া এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। গৃহকার্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণা এবং ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগতা। তিনি প্রিয়ভাষিণী এবং সত্যবাক্, পবিত্র ও নির্মল। এইভাবে সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা সতর্ক এবং স্নেহযুক্তা হয়ে সেই পতির সেবা করবেন, যিনি পতিত নন। যে নারী লক্ষ্মীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির সেবা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর পতি সহ বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়ে মহাসুখে সেখানে বাস করেন।"

"সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যারা চোর নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী বা চণ্ডাল (শ্বপচঃ) এবং তাদেরও কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে। হে রাজন্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুগে যুগে, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের আচরণকেই ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলজনক বলে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ তাঁর স্বভাবজাত বৃত্তি অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করে নিষ্কাম ভাব প্রাপ্ত হন। হে রাজন্, কৃষিক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করা হলে ক্ষেত নির্বীর্য হয়ে পড়ে এবং তখন বীজ বপন করা হলেও সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন বিন্দু বিন্দু ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হলেও প্রচুর ঘি নিক্ষেপের ফলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনই কাম-বাসনায় অত্যন্ত লিপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

নারদ মুনি বললেন—"বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে মৌন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গুরু, অগ্নি, সূর্য এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। শ্রীগুরুদেব আহ্বান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের কর্তব্য। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হস্তে কুশঘাস ধারণ করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে দান করা। গুরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল তার আহার করা উচিত; শ্রীগুরুদেব যদি তাকে আদেশ না দেন, তা হলে কখনও বা তার উপবাস করা উচিত। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সুশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অনলস এবং দক্ষ হওয়া, শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া, জিতেন্দ্রিয় হওয়া এবং স্ত্রী ও স্ত্রৈণদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

ব্রহ্মচারী অথবা যারা গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাঁদের কর্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্বক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন পরিত্যাগ করা, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্র মর্দন, স্নান এবং তৈল মর্দন আদি কার্য করাবে না। যুবতী স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনির্জন স্থানে অন্য সময়ে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাদের সাথে সঙ্গ করা উচিত। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি না করে—যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহাত্মবুদ্ধির যে ভ্রান্ত ধারণা, যা তার মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে যে দ্বৈতভাব প্রতিভাত হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধঃপতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেন। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রমর্দন, স্ত্রীদর্শন, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন, আমিষ আহার, সুরাপান, পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহসজ্জা, গন্ধ অনুলেপন অথবা অলঙ্কার ধারণ ত্যাগ করা উচিত। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুরুকুলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যথাশক্তি এবং ইচ্ছামতো অনুসারে অধ্যয়ন করা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের বাসনা অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা। মানুষের কর্তব্য অগ্নি, গুরুদেব, আত্মা এবং সমস্ত জীবে সর্ব অবস্থাতেই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে দর্শন করা। তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্তারূপে অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত। এইভাবে অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

"হে রাজন্, আমি এখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর গুণাবলী বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মুনিদের উচ্চতর গ্রহলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। বানপ্রস্থ আশ্রমীর ভূমি কর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অকর্ষণোৎপন্ন অপক্ক শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অগ্নিপক্ক শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ক ফলই কেবল তাঁর আহার্য। বানপ্রস্থীর কর্তব্য জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং অন্ন, তা দিয়ে তৈরি পুরোডাশ (পিষ্টক) যজ্ঞে নিবেদন করা। নতুন নতুন অন্ন প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংগৃহীত পুরাতন অন্ন পরিত্যাগ করা। বানপ্রস্থাবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পবিত্র অগ্নি রাখার জন্য পর্ণ কুটির অথবা পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা এবং সূর্যকিরণ সহ্য করবেন। বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটাধারী হয়ে কেশ, রোম, শ্মশ্রু বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, দণ্ড, বল্কল এবং অগ্নিবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা। বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত মননশীল হয়ে বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুবছর, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর বনে থাকা। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যার ফলে বিচলিত অথবা ক্লিষ্ট না হন। যখন তিনি ব্যাধি অথবা বার্ধক্যবশত আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা বেদ অধ্যয়নে অক্ষম হবেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত। তাঁর কর্তব্য আত্মাতে অগ্নি যথাযথভাবে স্থাপন করে, দেহাত্মবুদ্ধির কারণ দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পঞ্চ-মহাভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।"

"সংযত এবং পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উৎসে বিলীন করে দেওয়া। দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ থেকে, নিঃশ্বাস বায়ু থেকে, দেহের তাপ অগ্নি থেকে, শুক্র, শোণিত ও শ্লেষ্মা জল থেকে এবং ত্বক, পেশী, অস্থি আদি কঠিন বস্তুগুলি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তাই তাদের পুনরায় সেই উপাদানগুলিতে বিলীন করে দেওয়া উচিত। তারপর, বাক্যের সঙ্গে বাক্ ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) অগ্নিতে সমর্পণ করা উচিত। শিল্প সহ হস্তদ্বয় ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পদদ্বয় বিষ্ণুকে নিবেদন করা উচিত। রতি সহ উপস্থ প্রজাপতিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুকে মৃত্যুতে অর্পণ করা উচিত। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক সমূহের অধিপতি দেবতাদের নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। রস সহ জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত। জড় বাসনা সহ মনকে চন্দ্রদেবে লীন করা উচিত। বৌধ্য বিষয় সহ বুদ্ধি ব্রহ্মাকে অর্পণ করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে মমতা উৎপাদনকারী অহঙ্কার সহ কর্মসমূহকে অহঙ্কারের দেবতা রুদ্রদেবে লীন করে দেওয়া উচিত। চেতনা সহ চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে লীন করে দেওয়া উচিত এবং বিকার প্রাপ্ত জীব সহ প্রকৃতির গুণের অধীন দেবতাদের পরম পুরুষে লীন করে দেওয়া উচিত। পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে সমগ্র জড় শক্তি স্বরূপ আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানে এবং অবশেষে প্রধানকে পরমাত্মায় লীন করে দেওয়া উচিত। এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাধি তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিন্ময় জীব পরম পুরুষের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হবে, ঠিক যেমন কাঠ দগ্ধ হয়ে গেলে আর তখন অগ্নিশিখা থাকে না। জড় দেহ যখন বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিন্ময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। এই চিন্ময় জীব হচ্ছে ব্রহ্ম এবং সে পরব্রহ্মের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।"

❋ ❋ ❋

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধ পুরুষের আচরণ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে সমর্থ ব্যক্তির কর্তব্য, সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক কেবল তাঁর দেহটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে, প্রতি গ্রামে কেবল এক রাত্রি অবস্থান করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। এইভাবে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করা। সন্ন্যাসীর কেবল দেহ আচ্ছাদনের জন্যও বসন পরিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি যদি কোন কিছু পরিধান করেনও, তা হলে কেবলমাত্র কৌপীনই পরিধান করা উচিত এবং প্রয়োজন না হলে দণ্ডও গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল দণ্ড এবং কমণ্ডলু ছাড়া সন্ন্যাসীর অন্য কিছু বহন করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী আত্মারাম, ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা, তিনি কোন স্থান অথবা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেন না, তিনি সমস্ত জীবের সুহৃদ, শান্ত এবং নারায়ণের অনন্য ভক্ত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য, এইভাবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম ব্রহ্মকে প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্তরূপে দর্শন করার চেষ্টা করা এবং ব্রহ্মাণ্ড সহ সমস্ত বস্তুকে পরব্রহ্মে আশ্রিতরূপে দর্শন করা। অচেতন, চেতন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়, সন্ন্যাসীর কর্তব্য আত্মাতে অবস্থিত হয়ে, আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, বন্ধন এবং মুক্তিকে মায়ামাত্র

ও অবাস্তব বলে বিবেচনা করা। এই প্রকার উন্নত উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়ে, পরম ব্রহ্মকে সর্ব-ব্যাপ্তরূপে দর্শন করা উচিত। যেহেতু জড় দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং জীবন অনিশ্চিত, তাই জীবন অথবা মৃত্যু কোনটিরই অভিনন্দন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিত্য কালকে অবলোকন করা উচিত, যাতে জীবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়। যে সমস্ত সাহিত্য কেবল অনর্থক সময়ের অপচয়ের জন্য পাঠ করা হয়, অর্থাৎ, যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক লাভ হয় না, সেই সমস্ত গ্রন্থ ত্যাগ করা উচিত। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাদারি শিক্ষক হওয়া উচিত নয় এবং বৃথা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পক্ষ আশ্রয় করাও উচিত নয়। প্রলোভন আদির দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়, অনর্থক বহু গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অনর্থক জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কোন প্রয়াস করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রকৃতই উন্নত, শান্ত এবং সমদর্শী ব্যক্তির ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু আদি সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। আবশ্যকতা অনুসারে তিনি কখনও কখনও সেই চিহ্নগুলি ধারণ করতে পারেন এবং কখনও বর্জন করতে পারেন।"

"সাধু ব্যক্তি মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করলেও, তাঁর আচরণের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। তিনি মনীষী হলেও উন্মত্ত বালকের মতো এবং বাগ্মী হলেও মূকবৎ মানব-সমাজের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করেন। এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ মহারাজ এবং আজগর বৃত্তি অবলম্বনকারী এক মহাত্মার আলোচনা বিষয়ক একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে থাকেন। ভগবানের পরম প্রিয় সেবক প্রহ্লাদ মহারাজ এক সময় তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, মহাত্মাদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার বাসনায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি কাবেরী নদীর তীরে সহ্য পর্বতের ধরাপৃষ্ঠে এসে উপনীত হন। সেখানে তিনি শায়িত এক মহাত্মাকে দর্শন করেন, যাঁর দেহ ধূলি-ধূসরিত হলেও আধ্যাত্মিক চেতনায় যিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত। সেই মহাত্মার কার্যকলাপ, দেহের আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রম আদির চিহ্ন দ্বারা মানুষ বুঝতে পারেনি ইনিই তাদের সেই পরিচিত ব্যক্তিটি কি না। মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ আজগর বৃত্তিপরায়ণ সেই মহাত্মাকে পূজা করেছিলেন এবং তাঁর মস্তক দ্বারা তাঁর চরণকমল স্পর্শপূর্বক প্রণতি নিবেদন করে, তাঁকে জানার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন।"

সেই মহাত্মাকে স্থূলকায় দর্শন করে প্রহ্লাদ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে মহাশয়, আপনি আপনার জীবিকা অর্জনের কোন চেষ্টা করেন না অথচ আপনি ভোগী ব্যক্তির মতো স্থূল দেহ ধারণ করেছেন। আমি জানি যে, যারা অত্যন্ত ধনবান এবং যাদের কিছুই করার নেই, তারাই খেয়ে এবং ঘুমিয়ে অত্যন্ত স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়। হে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণ, আপনার কিছুই করণীয় নেই এবং তাই আপনি শায়িত। আপনার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থও নেই। তা হলে ভোগরহিত আপনার দেহ এত স্থূল হল কি করে? আমার এই প্রশ্ন যদি অশালীন না হয়ে থাকে, তা হলে আপনি দয়া করে আমাকে বলুন তা হল কি করে। আপনি বিদ্বান, দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী প্রিয়বাদী। সাধারণ মানুষদের সকাম কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখেও আপনি নিরুদ্যম হয়ে শয়ান রয়েছেন।"

নারদ মুনি বললেন—"দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত এবং তাঁর বাক্যামৃতে বশীভূত হয়ে, সেই মহাত্মা ঈষৎ হাস্য সহকারে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।"

সেই ব্রাহ্মণ মহাত্মা বললেন—"হে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি সুসভ্য মানুষদের পূজ্য, আপনি জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, কারণ আপনি দিব্য চক্ষু লাভ করেছেন, যার দ্বারা আপনি মানুষের চরিত্র দর্শন করতে পারেন এবং মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত। সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণ আপনার হৃদয়ে বিরাজ করেন, কারণ আপনি তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। সূর্য যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, ঠিক তেমনই তিনিও সর্বদা আপনার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করছেন। হে রাজন্, যদিও আপনি সব কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

মহাজনদের কাছে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি নীরব থাকতে পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-শুদ্ধকামী ব্যক্তি আমার সম্ভাষণের যোগ্য। অপূরণীয় কাম-বাসনার ফলে আমি সংসার প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছিলাম এবং এইভাবে আমি বিভিন্ন যোনিতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, নানা রকম কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছিলাম। অবাঞ্ছিত জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাজনিত সকাম কর্মের ফলে, বিবর্তনের পন্থায় আমি এই মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, যা স্বর্গ, মুক্তি, নিম্ন স্তরের যোনি অথবা পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রদান করতে পারে। মনুষ্য-জীবনে স্ত্রী এবং পুরুষ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য যুক্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে, তারা কেউই সুখী নয়। তাই, বিপরীত ফল দর্শন করে আমি জড়-জাগতিক কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। জীব তার প্রকৃত স্বরূপে আনন্দময়। এই আনন্দ তখনই লাভ হয়, যখন সে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়। জড় সুখভোগ কল্পনা মাত্র। তাই সেই বিষয়ে বিবেচনা করে আমি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি এবং এখানে শায়িত রয়েছি। এইভাবে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মা তার স্বার্থ বিস্মৃত হয় কারণ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যেহেতু তার এই দেহ জড় তাই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে জড় জগতের বৈচিত্র্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। তার ফলে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে। হরিণ যেমন অজ্ঞানবশত তৃণাচ্ছন্ন জলাশয় দর্শন না করে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়, জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবও তেমনই তার নিজের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা দর্শন না করে, জড় সুখের প্রতি ধাবিত হয়। জীব সুখভোগের এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন জীবদেহ সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই বিভিন্ন শরীরে তার সমস্ত পরিকল্পনা চরমে ব্যর্থ হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সর্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ দুঃখ মিশ্রিত। তাই, এই প্রকার কার্য সফল হলেও, তাতে কি লাভ? তা সত্ত্বেও তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"আমি দেখেছি ধন সংগ্রহে অত্যন্ত লোভী অজিতেন্দ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সর্বদিক থেকে ভীত হওয়ার ফলে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না। যারা বলবান এবং ধনবান তারা সর্বদাই রাষ্ট্রের আইন, দস্যু-তস্কর, শত্রু, আত্মীয়স্বজন, পশু-পক্ষী, দানপ্রার্থী, কাল, এমন কি নিজের কাছ থেকেও সর্বদা ভীত থাকে। মানব-সমাজে যারা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি, দৈন্য, শ্রম প্রভৃতির মূল কারণ বল এবং অর্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করা। মৌমাছি এবং অজগর, এই দুজন আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরু, যারা আমাদের স্বল্প সংগ্রহে সন্তুষ্ট থাকার এবং এক স্থানে অবস্থান করার আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। মৌমাছির কাছ থেকে আমি সঞ্চিত ধনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছি, কারণ ধন যদিও মধুর মতোই মধুর, যে কোন ব্যক্তি ধনপতিকে হত্যা করে সেই ধন হরণ করতে পারে। আমি কোন কিছু লাভ করার প্রয়াস করি না, আপনা থেকেই যা কিছু আমার কাছে আসে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি বহুদিন কিছু না পাই, তা হলেও আমি অবিচলিত থেকে অজগরের মতো ধৈর্যশীল হয়ে শায়িত থাকি। কখনও আমি অতি অল্প আহার করি এবং কখনও প্রচুর আহার করি। কখনও সেই খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু এবং কখনও তা বিস্বাদ। কখনও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সেই খাদ্য আমাকে দেওয়া হয় এবং কখনও অত্যন্ত অবহেলাভরে তা দেওয়া হয়। কখনও আমি দিনের বেলা আহার করি এবং কখনও রাত্রে। এইভাবে অনায়াসে আমি যা পাই তাই আহার করি। আমার দেহ আচ্ছাদন করার জন্য আমি ক্ষৌম বসন, রেশম, সুতী, বল্কল, মৃগচর্ম আদি ভাগ্যবশত যা কিছু পাই, তা নিয়েই পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকি। কখনও আমি ধরাপৃষ্ঠে, কখনও পাতার উপর, কখনও ঘাস বা পাথরের উপর, কখনও বা ভস্মস্তূপে, আবার কখনও অন্যের ইচ্ছাক্রমে প্রাসাদে উত্তম পালঙ্কে বালিশের উপর শয়ন করি।"

"হে প্রভু, কখনও কখনও আমি সুন্দরভাবে স্নান করে, সারা শরীরে চন্দন লেপন করে এবং ফুলমালা, মনোহর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে রাজার মতো রথে, হস্তীতে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করি। কখনও

আবার পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির মতো দিগম্বর হয়ে ভ্রমণ করি। বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব বিভিন্ন। তাই আমি তাদের প্রশংসাও করি না অথবা নিন্দাও করি না। আমি কেবল এই আশা করে তাদের মঙ্গল কামনা করি যে, তারা যেন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকতা লাভ করে। ভাল এবং মন্দের যে মনোধর্মপ্রসূত ভেদভাব তার ঐক্য চিন্তা করে, তারপর তাদের মনে অর্পণ করতে হবে। তারপর মনকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করা কর্তব্য। এটিই মিথ্যা ভেদভাব জয় করার পন্থা। বিজ্ঞ মননশীল ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য সংসারকে মায়া বলে উপলব্ধি করা। আত্ম-উপলব্ধির ফলেই কেবল তা সম্ভব। সত্যদ্রষ্টা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য আত্ম-উপলব্ধিতে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া। প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি অবশ্যই একজন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্ত। আপনি সাধারণ মানুষের অথবা তথাকথিত শাস্ত্রের অভিমতের অপেক্ষা করেন না। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে আমার আত্ম-উপলব্ধির ইতিহাস আপনার কাছে বর্ণনা করলাম।"

নারদ মুনি বললেন—"অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ মহারাজ সেই মহাত্মার উপদেশ শ্রবণ করে পারমহংস্য-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তারপর সেই মহাত্মাকে পূজা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে দেবর্ষি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ আমাদের মতো গৃহব্রত ব্যক্তিরাও যে বৈদিক বিধি অনুসারে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করতে পারে, দয়া করে আমাকে তা বলুন।"

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, যাঁরা গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের কর্মের ফল ভোগ করার চেষ্টা না করে, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যা অর্জন করেন, তা সবই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা। ভগবানের মহান ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই জীবনেই বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করার পন্থা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গৃহস্থের কর্তব্য বার বার সাধুসঙ্গ করা এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে ভগবান ও তাঁর অবতারদের কার্যকলাপের যে অমৃতময় বর্ণনা করা হয়েছে তা শ্রবণ করা। এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। প্রকৃতই যিনি পণ্ডিত তাঁর কর্তব্য, দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উপার্জন করার জন্য কার্য করা এবং পারিবারিক বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে মানব-সমাজে বসবাস করা এবং এমনভাবে আচরণ করা যাতে বাইরে থেকে তাঁকে অত্যন্ত আসক্ত বলে মনে হয়। মানব-সমাজে বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত সহজ-সরল রাখা। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই এবং অন্যেরা যদি তাঁকে কোন প্রস্তাব দেয়, তা হলে বাইরে "হ্যাঁ তা ঠিকই," বলে সম্মতি প্রদর্শন করে অন্তরে যে জটিল পরিস্থিতি জীবনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করবে না, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি না করতে তাঁর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপাদানগুলি জীবের প্রাণ ধারণের জন্য উপযোগ করা উচিত। জীবন ধারণের প্রয়োজন তিন প্রকার—আকাশ

থেকে উৎপন্ন (বৃষ্টি থেকে), ভূমি থেকে উৎপন্ন (খনি, সমুদ্র অথবা ক্ষেত্র থেকে) এবং বায়ুমণ্ডল থেকে যা (অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে) পাওয়া যায়। প্রাণ ধারণের জন্য যত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তত পরিমাণ অর্থই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয় এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়। হরিণ, উট, গাধা, বানর, ইঁদুর, সাপ, পাখি এবং মাছি, এদের নিজের পুত্রের মতো দর্শন করা উচিত। পুত্র এবং এই সমস্ত নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কেউ যদি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থ না হয়ে কেবল গৃহস্থও হয়, তবুও তাঁর ধর্ম, অর্থ এবং কামের জন্য কঠোর প্রয়াস করা উচিত নয়। গৃহস্থ-জীবনেও স্থান এবং কাল অনুসারে ভগবানের কৃপায় ন্যূনতম প্রয়াসের দ্বারা যা লাভ হয়, তা দিয়েই জীবন-যাপন করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। উপকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।"

"কুকুর, পতিত মানুষ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্যদেরও গৃহস্থেরা যথাযোগ্য ভোগ্য বস্তু দিয়ে পালন করবেন। এমন কি অত্যন্ত মমতাস্পদ পত্নীকেও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। মানুষ তার পত্নীকে তার এতই আপন বলে মনে করে যে, তার জন্য সে নিজেকে হত্যা করতে পারে অথবা পিতা এবং গুরুকেও হত্যা করতে পারে। অতএব কেউ যদি সেই পত্নীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, তা হলে তার দ্বারা অজিত ভগবানও বিজিত হন। যথাযথভাবে বিবেচনা করে পত্নীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ সেই শরীর অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। এই তুচ্ছ শরীরের কি মূল্য? আর পরম পুরুষ ভগবান কত মহান, যিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত! বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভগবৎ-প্রসাদ অথবা পঞ্চসূনা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবশিষ্ট আহার করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার ফলে দেহের প্রতি আসক্তি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি তথাকথিত মমতা পরিত্যাগ করা যায়। কেউ যখন তা করতে সক্ষম হন, তখন তিনি মহাত্মার পদ প্রাপ্ত হন। প্রতিদিন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষের আরাধনা করা উচিত এবং তার ভিত্তিতে পৃথকভাবে দেবতাদের, ঋষিদের, মানুষদের, জীবদের, পিতৃদের ও নিজের আত্মাকে পূজা করা কর্তব্য। এইভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষকে পূজা করা যায়। যখন মানুষ ধন এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তার কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। ভগবান যদিও যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভক্ষণ করেন, তবুও হে রাজন্, অন্ন এবং ঘি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু আহার্য যখন যোগ্য ব্রাহ্মণের মুখের মাধ্যমে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন। সুতরাং, হে রাজন্, প্রথমে ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রসাদ প্রদান কর এবং তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করানোর পর, সেই প্রসাদ তোমার যোগ্যতা অনুসারে অন্য জীবদের মধ্যে বিতরণ কর। এইভাবে তুমি সমস্ত জীবের অথবা সমস্ত জীবের অন্তরে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাঁর আরাধনা করতে সমর্থ হবে।"

"ধনবান ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন। তেমনই আশ্বিন মাসের মহালয়ার সময় পূর্বপুরুষদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন। মকর সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে) অথবা কর্কট সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে), শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। মেষ সংক্রান্তিতে, তুলা সংক্রান্তিতে ব্যতীপাত যোগে, ব্যূহস্পর্শে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণের সময়, দ্বাদশীতে, শ্রবণ নক্ষত্রে, অক্ষয় তৃতীয়ায়, কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের নবমী তিথিতে এবং শীত ঋতুর চারটি অষ্টকায়, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে, মঘাযুক্ত পূর্ণিমায়, পূর্ণ পূর্ণিমায় অথবা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ পূর্ণ নয় সেই সময়, মাসনাম নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমায়, দ্বাদশী তিথিযুক্ত অনুরাধা, শ্রবণ, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অথবা উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া অথবা উত্তর ভাদ্রপদা একাদশীতে এবং নিজের জন্ম-নক্ষত্রে অথবা শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দিনে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। এই সমস্ত কাল মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে সমস্ত মঙ্গলজনক কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ সেই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে মানুষ তার অল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে

সাফল্য অর্জন করে। এই সমস্ত ঋতুর পরিবর্তনের সময় কেউ যদি গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান করে, জপ করে, হোম করে, ব্রত করে, ভগবান, ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূজা করে এবং দান করে, তা হলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পত্নীর, পুত্রের এবং নিজের সংস্কার কালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে, সকাম কর্মের উন্নতি সাধনের জন্য উপরোক্ত মাঙ্গলিক কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।"

নারদ মুনি বললেন—"আমি এখন যেখানে ধর্ম অনুষ্ঠান সুন্দররূপে সম্পাদন করা যায়, সেই স্থানের বর্ণনা করব। যে স্থানে বৈষ্ণব পাওয়া যায়, সেই স্থান সমস্ত মঙ্গলজনক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম। সমগ্র চরাচর বিশ্বের আধার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান পুণ্যতম। অধিকন্তু, যেখানে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, বিদ্যা এবং দয়ার দ্বারা বৈদিক নিয়ম পালন করেন, সেই স্থানও পুণ্যতম। যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহ বিধিবৎ পূজিত হয়, সেই স্থান অবশ্যই পবিত্র এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গা আদি পবিত্র নদী প্রবাহিত হয়, সেই স্থানও প্রসিদ্ধ। সেখানে যা কিছু আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন হয়, তা অবশ্যই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। পুষ্কর আদি পবিত্র সরোবর এবং যে সমস্ত স্থানে মহাত্মারা বাস করেন, যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস, দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা, পম্পা, বিন্দুসরোবর, বদরিকাশ্রম (নারায়ণ আশ্রম), নন্দা নদী এবং যে সমস্ত স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চিত্রকেতু, মহেন্দ্র এবং মলয় আদি পর্বত—এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যতীর্থ বলে মনে করা হয়। তেমনই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির সেই সমস্ত স্থানে গমন করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এই সমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার হাজার গুণ অধিক ফল উৎপাদন করে।"

"হে পৃথিবীনাথ! দক্ষ বিদ্বানগণ বিবেচনা করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম, সব কিছুর আশ্রয় এবং উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁকে সব কিছু দান করা কর্তব্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বহু দেবতা, বহু মুনি-ঋষি, এমন কি ব্রহ্মার চারপুত্র এবং আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল কে অগ্রপূজা লাভ করবে, তখন সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন। জীবরাশিতে পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বৃক্ষের মতো, যার মূল হচ্ছেন ভগবান অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলেই সমস্ত জীবের তৃপ্তি হয়। ভগবান মানুষ, পশু, পক্ষী, ঋষি, দেবতা ইত্যাদি বহু প্রকার শরীররূপী বাসস্থান সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অসংখ্য শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে বাস করেন, তার ফলে তিনি পুরুষাবতার নামে প্রসিদ্ধ। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রতিটি শরীরে পরমাত্মা জীবকে তার উপলব্ধির ক্ষমতা অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই শরীরে পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রধান। জীবের জ্ঞান, তপস্যা, ইত্যাদির তুলনামূলক বিকাশ অনুসারে জীবাত্মার কাছে পরমাত্মা প্রকাশিত হন।"

"হে রাজন্, ত্রেতাযুগের শুরুতে ঋষিরা যখন মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ দর্শন করলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে নানা উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনার প্রচলন করেছিলেন। কখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত পূজার সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী, তাই ভগবান তার দ্বারা পূজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না। হে রাজন্, সমস্ত মানুষদের মধ্যে যোগ্য ব্রাহ্মণকেই এই জগতে সর্বোত্তম বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সন্তোষের দ্বারা ভগবানের শরীরস্বরূপ হয়ে থাকেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁরা জগদাত্মা ভগবানেরও পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারের দ্বারা, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন এবং তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন্, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কোন ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত এবং অন্য অনেকে বেদ অধ্যয়নে আসক্ত, কিন্তু কয়েকজন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং বিভিন্ন যোগের, বিশেষ করে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন। পিতৃপুরুষদের মুক্তিকামী ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান করবেন। এই প্রকার উন্নত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠ (কর্মকাণ্ড পরায়ণ) ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে। দেবপক্ষে কেবল দুজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অথবা, উভয় পক্ষেই কেবল একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই যথেষ্ট। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হলেও এই অনুষ্ঠানে ব্যয়বহুল আয়োজন করা উচিত নয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় যদি অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভোজন করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে দেশ-কালোচিত শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চনা যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। শুভ কাল এবং স্থান প্রাপ্ত হলে, শ্রদ্ধা সহকারে ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে, তারপর সেই প্রসাদ বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা উচিত। তার ফলে অক্ষয় সমৃদ্ধি লাভ হয়। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই ভগবানের ভক্তরূপে দর্শন করে, প্রসাদ নিবেদন করা উচিত। ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ নিবেদন করবেন না এবং তিনি যদি ক্ষত্রিয়ও হন, তা হলেও স্বয়ং আমিষ আহার করবেন না। যখন ঘি দিয়ে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুরুষ এবং ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যজ্ঞের নামে পশুহিংসা করা হলে তাঁরা কখনও প্রসন্ন হন না। যাঁরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা হিংসা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের ফলে, যাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, যাঁরা যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদ এবং যাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পরম তত্ত্বজ্ঞানের অগ্নিতে আত্মাকে সংযত করেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন। দ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে দর্শন করে যজ্ঞের পশুরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে মনে করে, 'এই নির্দয় যজ্ঞকর্তা যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। সে অন্যদের বধ করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। এখন সে নিশ্চয়ই আমাদের হত্যা করবে।' অতএব, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি নিরীহ পশুদের প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়ে, ভগবানের কৃপায় অনায়াসে যে খাদ্য লাভ হয়, তা দিয়েই প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করবেন।"

"অধর্মের পাঁচটি শাখা—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা কর্তব্য। যে ধর্ম স্ব-ধর্মের প্রতিবন্ধক, তাকে বলা হয় বিধর্ম। অন্যের বিহিত ধর্মকে বলা হয় পরধর্ম। বেদের বিরুদ্ধাচরণকারী দাম্ভিক ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ধর্মকে বলা হয় উপধর্ম এবং বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা অন্যথা ব্যাখ্যাকে বলা হয় ছলধর্ম। মানুষের মনগড়া যে ধর্ম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্য কর্মের অবহেলা করে, তাকে বলা হয় আভাস। মানুষ যদি তার আশ্রম অথবা বর্ণ অনুসারে তার ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তা হলে তার সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে না কেন?"

"মানুষ দরিদ্র হলেও, জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত নয় অথবা বিখ্যাত ধর্মবিৎ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগর যেমন এক স্থানে অবস্থান করে, জীবন ধারণের চেষ্টা না করেও আহার প্রাপ্ত হয়, তেমনই নিষ্কাম ব্যক্তিও বিনা প্রচেষ্টায় তাঁর জীবিকা প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট

এবং যিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বান্তর্যামী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি জীবিকা অর্জনের কোন রকম প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের বাসনায় ইতস্তত ধাবিত হয়, সে কি কখনও সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে? পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির যেমন পাথরকুচি এবং কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্লেশ হয় না; বস্তুতপক্ষে তিনি সর্বদাই সুখ অনুভব করেন। হে রাজন্, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কেবল একটু জল পান করেই সুখে থাকতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়, বিশেষ করে জিহ্বা এবং উপস্থের দ্বারা, তাকে অবশ্যই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গৃহপালিত কুকুরের পদ গ্রহণ করতে হয়। যে ভক্ত বা ব্রাহ্মণ আত্মতৃপ্ত নয়, তার আধ্যাত্মিক বল, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ইন্দ্রিয় লোলুপতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তার জ্ঞানও ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যখন আহার করে, তখন তার দেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন অবশ্যই তৃপ্ত হয়। তেমনই, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ তিরস্কার এবং তার ফলের দ্বারা শান্ত হয়। কিন্তু লোভী সকল দিক জয় করে অথবা সারা পৃথিবী ভোগ করেও তুষ্ট হতে পারে না।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পণ্ডিত, সংশয়চ্ছেত্তা, বিদ্বান এবং বিদ্বৎ সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিও তাঁদের নিজেদের পদে সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে নারকীয় জীবনে অধঃপতিত হয়েছেন। সঙ্কল্পপূর্বক পরিকল্পনা করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনই, হিংসা বর্জনের দ্বারা ক্রোধ, ধন সঞ্চয়ের অনর্থতা দর্শনের দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভয় বর্জন করা উচিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা শোক এবং মোহ, মহান ভক্তদের সেবার দ্বারা দম্ভ, মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগের অন্তরায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা জয় করা যায়। সদাচার এবং অহিংসার দ্বারা অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ জয় করা উচিত। ধ্যান ও সমাধির দ্বারা দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ এবং হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দেহ ও মন জনিত দুঃখ জয় করা উচিত। তেমনই, সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা, বিশেষ করে আহারের মাধ্যমে নিদ্রা জয় করা উচিত। সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা রজ এবং তমোগুণকে জয় করা কর্তব্য এবং তারপর ঔদাসীন্যের দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করে, শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার দ্বারা তা অনায়াসে সম্ভব হয়। এইভাবে প্রকৃতির গুণের প্রভাব জয় করা যায়।"

"শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি দিব্য জ্ঞানরূপ দীপের আলো প্রদান করেন। তাই, যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তার সর্বনাশ হয়। তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান হস্তীস্নানের মতো ব্যর্থ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান এবং পুরুষের ঈশ্বর। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্যাসদেব আদি যোগেশ্বরদেরও অন্বেষণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, তপস্যা এবং যোগ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, কিন্তু মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার পরেও সে যদি ভগবানের ধ্যান-ধারণা করতে না পারে, তা হলে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। পেশাদারি কার্যকলাপ অথবা ব্যবসা যেমন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য না করে কেবল জড় বন্ধনের কারণ হয়, তেমনই বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ভগবদ্বিমুখ অভক্তের কোন লাভ হয় না। যে ব্যক্তি তাঁর মনকে জয় করতে ইচ্ছুক, তাঁর অবশ্য কর্তব্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করে, দূষিত সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন স্থানে বাস করা এবং কেবল দেহ ধারণের জন্য মিতাহারী হয়ে, যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু ভিক্ষা করা।"

"হে রাজন্, যোগ অভ্যাস করার জন্য পবিত্র তীর্থস্থানে সমতল ক্ষেত্রে আসন স্থাপন করা উচিত এবং ঋজুভাবে সুখে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক, চিত্ত স্থির করে বৈদিক প্রণব মন্ত্র জপ করা কর্তব্য। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অভিজ্ঞ যোগী পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে মনের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করবেন। মন যখনই কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি

ধাবিত হয়, যোগী তৎক্ষণাৎ তাকে আহরণ করে হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ করবেন। এইভাবে নিয়ত অভ্যাস করার ফলে যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই ধূমবিহীন অগ্নির মতো স্থির এবং অবিচল হয়। চেতনা যখন আর কাম-বাসনার দ্বারা কলুষিত হয় না, তখন তা সমস্ত কার্যকলাপে প্রশান্ত হয়, কারণ তখন নিত্য আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। একবার সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয় না। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গের ক্ষেত্র গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে, তাকে বলা হয় বান্তাশী, বা যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে। সে অবশ্যই নির্লজ্জ। যে সমস্ত সন্ন্যাসী দেহকে মরণশীল মনে করে এবং চরমে দেহটি বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মে পরিণত হবে বলে মনে করে, কিন্তু পুনরায় দেহের গুরুত্ব দিয়ে তাকে আত্মা বলে তার মহিমা কীর্তন করে, তারা সব চাইতে মূর্খ। গৃহস্থের শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ, গুরুর তত্ত্বাবধানে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন না করা, বানপ্রস্থাশ্রমীর গ্রামে বাস করে তথাকথিত সমাজ-সেবার কাজে যুক্ত হওয়া এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, সে আশ্রমের কলঙ্ক এবং আশ্রমস্থ অন্যের বিড়ম্বনাকারী। এই সমস্ত প্রতারকেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত এবং তাদের যে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা তাদের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক সম্ভব হলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের মূল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।"

"মনুষ্য-শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানকে জানা। তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে নির্মল হলে তাঁদের উভয়কেই জানা যায়। অতএব মূর্খ এবং লোভী ব্যক্তি কি কারণে এবং কার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার দেহ ধারণ করছে? অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের সৃষ্ট শরীরটিকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করেন। ইন্দ্রিয়গুলি তার অশ্ব; ইন্দ্রিয়াধিপতি মন তার লাগাম; ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্তব্যস্থল; বুদ্ধি হচ্ছে সারথি; এবং সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত চেতনা এই বন্ধনের কারণ। দেহাভ্যন্তরস্থ দশটি বায়ু সেই রথের চাকার অক্ষ, সেই চাকার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ ধর্ম এবং অধর্ম, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীব সেই রথের রথী, বৈদিক মন্ত্র প্রণব হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধ জীব স্বয়ং বাণ এবং ভগবান হচ্ছেন লক্ষ্য।"

"বদ্ধ অবস্থায় মানুষের জীবন কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয় এবং তার প্রকাশ হয় রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রার মাধ্যমে। এগুলি জীবের শত্রু। কখনও কখনও মানুষের ধারণা সত্ত্বগুণের দ্বারাও কলুষিত হয়। মানুষকে যতক্ষণ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত জড় শরীর গ্রহণ করতে হয়, যা সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, ততক্ষণ শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবের পূর্বতন আচার্যদের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের কৃপায় মানুষ তার জ্ঞানরূপ তরবারিকে শাণিত করতে পারে এবং ভগবানের কৃপারূপ শক্তির দ্বারা উপরোক্ত শত্রুদের পরাভূত করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত স্বীয় আনন্দে তুষ্ট হয়ে, দেহত্যাগ করে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। পক্ষান্তরে, কেউ যদি অচ্যুত এবং বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে তার অশ্বসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি এবং সারথিরূপী বুদ্ধি, উভয়েই জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার প্রকৃতির ফলে, অসাবধান দেহরূপ রথটিকে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবে। এইভাবে যখন সে আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনরূপ বিষয়-দস্যুর দ্বারা পুনরায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই দস্যুরা অশ্ব এবং সারথি সহ তাকে সংসাররূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে এবং সে তখন পুনরায় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।"

"বেদবিহিত কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নস্তরের জীবন থেকে উচ্চস্তরের জীবনে উন্নতি সাধন হয়, আর নিবৃত্তির দ্বারা জড় বাসনার নিবারণ হয়। প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়।

অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ, দর্শ-যজ্ঞ, পূর্ণমাস-যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য-যজ্ঞ, পশু-যজ্ঞ এবং সোম-যজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পশুহত্যা এবং শস্য আদি মূল্যবান সামগ্রী দহন করার দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং সেই সবই জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এবং তার ফলে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈশ্বদেব পূজা এবং বলিহরণ অনুষ্ঠান, যেগুলিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয় এবং দেবালয় নির্মাণ, পান্থশালা এবং উদ্যান নির্মাণ, পানীয় জল বিতরণের জন্য কূপ খনন, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যের অনুষ্ঠান—এই সবই জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তিরই লক্ষণ।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কেউ যখন ঘি মিশ্রিত শস্য, যথা যব ও তিল যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিরূপে নিবেদন করে, তখন তা দিব্য ধূমে পরিণত হয়, যা তাকে ধূমা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চরমে চন্দ্রে নিয়ে যায়। তারপর যজ্ঞকর্তা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ওষধি, লতা এবং শস্যে পরিণত হয়। সেগুলি বিভিন্ন জীব আহার করার ফলে তা তাদের বীর্যে পরিণত হয়, যা স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে বার বার তার জন্ম হয়। গর্ভাধান সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) তাঁর পিতা-মাতার কৃপায় তাঁর দেহ প্রাপ্ত হন। এই গর্ভাধান থেকে শুরু করে জীবনের শেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত মানুষকে পবিত্র করার অন্য আরও সংস্কার রয়েছে। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, যোগ্য ব্রাহ্মণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হন এবং পূর্ণজ্ঞানে ইন্দ্রিয়যজ্ঞে জ্ঞানাগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন।"

"মন সর্বদা সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। তাই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ মনকে নিবেদন করা উচিত, তারপর মনকে বাক্যে নিবেদন করা উচিত, বাক্যকে বর্ণসমুদয়ে, বর্ণসমুদয়কে ওঙ্কারে, ওঙ্কারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে প্রাণে, তারপর অবশিষ্ট জীবকে ব্রহ্মে নিবেদন করা উচিত। এটিই যজ্ঞের পন্থা। ঊর্ধ্বগামী জীব ক্রমশ অগ্নি, সূর্য, দিবা, সন্ধ্যা, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা, উত্তরায়ণ এবং তাদের দেবতাদের প্রাপ্ত হন। তারপর জীব যখন ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হন এবং অবশেষে তাঁর স্থূল জড় উপাধির সমাপ্তি হয়। তিনি তখন সূক্ষ্ম উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর সেই সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণে লয় করে তিনি কারণ উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা সাক্ষীরূপে দর্শন করেন। সেই কারণ উপাধি লয় করে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে অবস্থায় তিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় দর্শন করেন। এইভাবে জীব চিন্ময়ত্ব লাভ করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের এই পন্থা তাঁদের জন্য, যাঁরা যথার্থই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। দেবযান নামক এই মার্গে বার বার জন্মগ্রহণ করার পর, মানুষ এই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি প্রাপ্ত হন। যিনি আত্মস্থ হওয়ার ফলে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত, তাঁকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর মার্গে বিচরণ করতে হয় না। যে ব্যক্তি পিতৃযান এবং দেবযান মার্গ পূর্ণরূপে অবগত এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রভাবে যাঁর চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, তিনি জড় শরীরে অবস্থান করলেও কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না। যিনি সব কিছুর এবং সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে, আদিতে এবং অন্তে, ভোগ্য এবং ভোক্তা, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, তিনিই পরম সত্য। তিনি সর্বদাই জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে, বাচক ও বাচ্যরূপে এবং অন্ধকার ও আলোকরূপে বর্তমান। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু। দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্বকে মিথ্যা বলে মনে করা হলেও যেমন তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনই কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব বলে কিছু নেই, সেই কথা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। এই জগতে পাঁচটি উপাদান রয়েছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, কিন্তু শরীর সেগুলির প্রতিবিম্ব নয় অথবা সেগুলির সমন্বয় বা বিকারও নয়। যেহেতু শরীর এবং তার উপাদানগুলি পৃথক নয় অথবা সমন্বিত নয়, তাই এই সমস্ত মতবাদ নিতান্তই ভিত্তিহীন। দেহ যেহেতু পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত, তাই সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ অবয়ব ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব যেহেতু দেহ মিথ্যা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও স্বভাবতই মিথ্যা বা অনিত্য। যখন কোন বস্তুকে তার অংশ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তাদের সাদৃশ্য স্বীকার করা হলে তাকে ভ্রম বলা হয়। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে,

তখন সে জাগরণ এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে বিধি-নিষেধ সমন্বিত শাস্ত্র-নির্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে। ভাব, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের অদ্বৈত (একত্ব) বিবেচনা করে এবং আত্মাকে সমস্ত কার্য এবং কারণ থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে, মুনি তাঁর উপলব্ধি অনুসারে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা পরিত্যাগ করবেন। মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, কার্য ও কারণ এক এবং তাদের ভেদ বস্ত্রের তন্তু ও বস্ত্রকে ভিন্ন বলে মনে করার মতো চরমে অবাস্তব, তখন এই একত্বের বিচারকে বলা হয় ভাবাদ্বৈত। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির (পার্থ), যখন মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সেবায় সমর্পণ করা হয়, তাকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে। যখন নিজের, পত্নীর, পুত্রের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং অন্য সমস্ত জীবদের স্বার্থ এক হয়, তাকে বলা হয় দ্রব্যাদ্বৈত। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ অবস্থায়, যখন কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, তখন মানুষের কর্তব্য তার জীবনের স্তর অনুসারে অনিষিদ্ধ বস্তু, প্রচেষ্টা, উপায় এবং স্থানে তার বিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা, অন্য কোন উপায়ে নয়।"

"হে রাজন্, এই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে এবং বেদের অন্যান্য নির্দেশ অনুসারে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায়। তার ফলে, গৃহে অবস্থান কালেও জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবানের প্রতি আপনাদের সেবার ফলে আপনারা পাণ্ডবেরা, অসংখ্য রাজা এবং দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট মহা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার দ্বারা আপনি দিগ্ হস্তীর মতো মহা বলবান শত্রুদের জয় করে যজ্ঞের উপকরণ আহরণ করেছেন। ভগবানের কৃপায় আপনি ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হোন। বহুকাল পূর্বে, অন্য এক মহাকল্পে (ব্রহ্মার কল্পে), আমি উপবর্হণ নামক এক গন্ধর্ব ছিলাম। অন্য গন্ধর্বেরা আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আমার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং দেহের গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফুলমালা এবং চন্দনে অলঙ্কৃত আমি পুর-স্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তার ফলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি সর্বদা কামোন্মত্ত ছিলাম। এক সময় দেবতাদের সভায় ভগবানের মহিমা কীর্তনের এক সংকীর্তন উৎসব হয়েছিল এবং প্রজাপতিরা সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

নারদ মুনি বললেন—"সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমিও স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়ে দেবতাদের মহিমা গাইতে শুরু করেছিলাম। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ প্রজাপতিগণ প্রবলভাবে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—'তোমার এই অপরাধের ফলে, তুমি এক্ষুণি তোমার সৌন্দর্য রহিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।' যদিও আমি দাসীর গর্ভে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তবুও বেদজ্ঞ বৈষ্ণবদের সেবা করার ফলে আমি এই জন্মে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পন্থা এমনই শক্তিশালী যে, তার প্রভাবে গৃহস্থেরাও অনায়াসে সেই চরম ফল লাভ করতে পারেন, যা সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমি এখন আপনার কাছে ধর্মের সেই পন্থা বর্ণনা করলাম।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই জগতে আপনারা পাণ্ডবগণ এতই ভাগ্যবান যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করতে পারেন যে-সমস্ত মহর্ষিগণ, তাঁরা আপনাদের দর্শন করার জন্য আপনাদের গৃহে আসেন। অধিকন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক আপনার ভাইয়ের মতো আপনাদের গৃহে অত্যন্ত গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন। আহা কি আশ্চর্যের বিষয়। মহান ঋষিরা মুক্তি এবং চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্য যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয় পরিচালক এবং গুরুরূপে আচরণ করছেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন এখানে উপস্থিত, যাঁর রূপ ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষেরাও বুঝতে পারেন না। ভক্তদের নিষ্ঠাপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের জন্য তিনি তাঁদের দ্বারা উপলব্ধ হন। সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের পালক এবং যিনি মৌনতা, ভক্তি এবং জড় কার্যকলাপের নিবৃত্তির দ্বারা পূজিত হন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির বর্ণনা থেকে এইভাবে সব

কিছু জানতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তিনি অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূজিত হয়ে, নারদ মুনি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে দেবতা, অসুর, মনুষ্য আদি চর এবং অচর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। তারা সকলে মহারাজ দক্ষের কন্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের বিভিন্ন বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম।"

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত

অষ্টম স্কন্ধ

(সৃষ্টির সংবরণ)

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে শ্রবণ করলাম। কিন্তু অন্য মনুদের সম্বন্ধেও আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে আপনি তাঁদের কথা বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিভিন্ন মন্বন্তরে ভগবানের কার্যকলাপ এবং আবির্ভাবের বর্ণনা করেন। সেই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে তা বর্ণনা করুন। হে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান অতীত মন্বন্তরে যে সমস্ত কার্য করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং আগামী মন্বন্তরে যা করবেন, তা দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কল্পে ছয়জন মনু ইতিমধ্যেই অতীত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনু এবং দেবতাদের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছি। ব্রহ্মার এই কল্পে স্বায়ম্ভুবই প্রথম মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা আকূতি এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবান যথাক্রমে যজ্ঞমূর্তি এবং কপিল নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) দেবহূতি-পুত্র কপিলের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে আকূতির পুত্র যজ্ঞপতির কার্যকলাপ বর্ণনা করব। শতরূপার পতি স্বায়ম্ভুব মনু স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য তাঁর পত্নী সহ বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে ভারত, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী সহ বনে গমন করে সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে একশ বছর ঘোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর ভগবান চৈতন্যযুক্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন; এমন নয় যে তিনি এই জড় জগতের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। সব কিছু নিদ্রিত হলেও ভগবান সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। জীব তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন। এই জগতে যেখানে স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী রয়েছে, সেখানেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই তিনি যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন, কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত; কখনও অন্যের ধন আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। ভগবান যদিও নিরন্তর সমগ্র বিশ্বের কার্যকলাপ দর্শন করেন, তবুও তাঁকে কেউ দর্শন করতে পারে না। কিন্তু, তা বলে এই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কেউই তাঁকে দেখতে পায় না, তাই তিনিও কিছুই দেখছেন না, কারণ তাঁর দর্শন শক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই সকলেরই কর্তব্য জীবাত্মার সঙ্গে সখারূপে যিনি নিরন্তর বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার আরাধনা করা। ভগবানের আদি নেই, মধ্য নেই এবং অন্ত নেই। তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির নন। তাঁর অন্তর এবং বাহির নেই। এই জড় জগতে আদি এবং অন্ত, আমার এবং তাদের ইত্যাদি যে দ্বৈতভাব দেখা যায়, তা ভগবানের মধ্যে নেই। এই জগৎ যা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁরই আর একটি রূপ। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য এবং তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। সমগ্র জড় জগৎ পরমতত্ত্ব ভগবানের শরীর, যাঁর অসংখ্য নাম এবং অনন্ত শক্তি রয়েছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অজ এবং নির্বিকার। তিনি সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। যেহেতু তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই মনে হয় যেন তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। অতএব কর্মফল থেকে মানুষকে মুক্ত স্তরে উন্নীত করার জন্য মহান ঋষিরা প্রথমে মানুষদের সকাম কর্মে নিযুক্ত করেন। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান না করলে, মুক্তির বা নৈষ্কর্ম্যের স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মলাভপূর্ণ সর্বৈশ্বর্য সমন্বিত ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন। এইভাবে কার্য করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আসক্ত হন না। তাঁর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও কখনও বদ্ধ হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও, কখনও

তিনি তাঁর কর্মের ফল ভোগ করার বাসনা করেন না। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত, অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানব-সমাজের পরম শিক্ষকরূপে তিনি তাঁর নিজের মার্গ শিক্ষা দেন এবং এইভাবে তিনি প্রকৃত ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করেন। আমি সকলকে তাঁর প্রদর্শিত সেই পন্থা অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্বায়ম্ভুব মনু যখন উপনিষদ নামক এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে দেখে রাক্ষস এবং অসুরেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল এবং তাই তারা অতি দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাক্ষস এবং অসুরদের স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে উদ্যত দেখে, তিনি যাম নামক তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, সেই সমস্ত রাক্ষস এবং অসুরদের সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে স্বর্গলোক শাসন করেছিলেন। অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন। দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল। সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যজ্ঞের পুত্র রোচন ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তুষিত আদি মুখ্য দেবতা হয়েছিলেন এবং ঊর্জ, স্তম্ভ আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। বিখ্যাত ঋষি বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামক অবতারের জন্ম হয়েছিল। বিভু আজীবন ব্রহ্মচারী এবং চিরকুমার ছিলেন। অষ্টাশি হাজার মুনি তাঁর কাছে আত্ম-সংযম, তপস্যা আদি আচরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।"

"হে রাজন্, তৃতীয় মনু উত্তম ছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি এই মনুর পুত্র ছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরে প্রমদ আদি বসিষ্ঠের পুত্রেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সত্য, বেদশ্রুত এবং ভদ্রের দেবতা হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ দেবরাজ ইন্দ্ররূপে মনোনীত হয়েছিলেন। এই মন্বন্তরে ধর্মের পত্নী সূনৃতার গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি সত্যব্রত নামক দেবতাগণ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত সখা সত্যজিৎ সহ সত্যসেন মিথ্যাভাষী, দুরাচারী এবং দুষ্ট প্রাণীপীড়িত যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত-প্রেতদের সংহার করেছিলেন। তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন। তামসের পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু আদি দশটি পুত্র ছিল। তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীরগণ দেবতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র হয়েছিলেন ত্রিশিখ এবং জ্যোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। হে রাজন্, তামস মন্বন্তরে বিধৃতির বৈধৃতি নামক পুত্রগণ দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হতে থাকলে, সেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের তেজের প্রভাবে বেদ রক্ষা করেছিলেন। এই মন্বন্তরেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হরি নামে খ্যাত হন। তিনি কুমিরের মুখ থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বাদরায়ণি, কুমিরের দ্বারা গজেন্দ্র আক্রান্ত হলে, শ্রীহরি কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কথা আমরা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। যে শাস্ত্রে অথবা বর্ণনায় উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা বর্ণিত হয়, তা নিশ্চিতভাবে মহান, শুদ্ধ, ধন্য, মঙ্গলজনক এবং শুভ।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে বলতে অনুরোধ করলেন, তখন মহারাজের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, শুকদেব গোস্বামী রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রবণেচ্ছু মহর্ষিদের সভায় মহা আনন্দে বলেছিলেন।"

卐 卐 卐

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের সঙ্কট

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ত্রিকূট নামে এক অতি বিশাল পর্বত রয়েছে। তার উচ্চতা দশ হাজার যোজন (আশি হাজার মাইল)। ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এই পর্বতটি অত্যন্ত সুন্দর। সেই পর্বত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান (আশি হাজার মাইল)। লৌহময়, রৌপ্যময় এবং স্বর্ণময় তার তিনটি শিখর সর্বদিক এবং আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সেই পর্বতের অন্যান্য শৃঙ্গও রয়েছে, যেগুলি মণিরত্ন ও ধাতুতে পূর্ণ এবং বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সুশোভিত। সেই পর্বতের ঝর্নার জলের ধ্বনি অত্যন্ত মনোহর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সমস্ত দিকের শোভা বর্ধন করে সেই পর্বত বিরাজমান। সেই পর্বতের পাদদেশ সর্বদা দুগ্ধ-তরঙ্গের দ্বারা ধৌত হয়, এবং সেই দুধ অষ্টদিকে (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও চারটি দিক) মরকত মণি সৃষ্টি করে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্প, কিন্নর এবং অপ্সরাগণ সেই পর্বতে খেলা করতে যান। তার ফলে সেই পর্বতের গুহাগুলি সেই সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। পর্বত কন্দরে স্বর্গলোকবাসীদের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে সিংহেরা অন্য কোন সিংহ সেইভাবে গর্জন করছে মনে করে, তাদের নিজেদের শক্তিতে গর্বিত হয়ে অসহ্য ক্রোধে গর্জন করে। ত্রিকূট পর্বতের প্রান্তদেশ নানাবিধ বন্য পশুসমূহে অলঙ্কৃত এবং দেবতাদের উদ্যানের বৃক্ষে পক্ষীরা সুমধুর স্বরে কূজন করে। ত্রিকূট পর্বতে বহু সরোবর এবং নদী রয়েছে, তার তট মণিময় বালুকারাশির দ্বারা আচ্ছাদিত। তার জল স্ফটিকের মতো নির্মল এবং স্বর্গ-ললনাগণ যখন সেখানে স্নান করেন, তখন তাঁদের দেহের সৌরভে সেখানকার জল এবং বায়ু সুরভিত হয়। ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক এক উদ্যান রয়েছে। সেই উদ্যানটি মহান ভগবদ্ভক্ত বরুণদেবের এবং সেটি দেবস্ত্রীদের ক্রীড়োদ্যান। সেটি সমস্ত ঋতুতে নানা প্রকার ফুল এবং ফলে পূর্ণ থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে—মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, ক্রমুক, নারিকেল, খর্জুর, ডালিম, মধুক, তাল, তমাল, অশ্বত্থ, অর্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, প্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়, আমলকী প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ। সেই উদ্যানে স্বর্ণকমলে পূর্ণ এক বিশাল সরোবর রয়েছে। তা কুমুদ, কহ্লার, উৎপল এবং শতপত্রে পূর্ণ, যা সেই পর্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেখানে বিল্ব, কপিত্থ, জম্বীর এবং ভল্লাতক বৃক্ষ রয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা পাখির অত্যন্ত সুমধুর কূজনের সঙ্গে গুঞ্জন করছিল। সেই সরোবরটি হংস, কারণ্ডক, চক্রবাক, সারস, জলকুক্কুট, দাত্যূহ, কোয়ষ্টি এবং অন্যান্য কূজনশীল পক্ষীতে পূর্ণ থাকে। মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগ নিঃসৃত হওয়ার ফলে, সেই জল এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে। সেই সরোবরটি কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুলক, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ, ইঙ্গুদ, কুব্জক, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র, জালকা এবং মাধবীলতায় পরিবৃত। সেই সরোবরের তীর সর্বঋতুতে ফুল এবং ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষের দ্বারাও অলঙ্কৃত। এইভাবে সেই পর্বতটি অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে বিরাজমান। সেই ত্রিকূট পর্বতের কাননবাসী এক গজযূথপতি হস্তিনীগণ সহ বহু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ভগ্ন করে, তাদের তীক্ষ্ণ কণ্টক গ্রাহ্য না করে, সরোবর অভিমুখে বিচরণ করছিল। সেই গজেন্দ্রের গন্ধ মাত্রই সিংহ, অন্য গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু, গণ্ডার, মহাসর্প, শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ সরভ এবং চমরী মৃগসমূহ ভয়বশত পলায়ন করেছিল। সেই গজেন্দ্রের কৃপায় শৃগাল, নেকড়ে, মহিষ, বরাহ, ভল্লুক, গোপুচ্ছ, শজারু, বানর, শশক, হরিণ আদি ক্ষুদ্র পশুরা তার ভয়ে ভীত না হয়ে, অরণ্যের অন্যত্র বিচরণ করছিল। যূথের অন্য হস্তী ও হস্তিনীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে এবং শাবকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে, সেই গজপতি তার দেহের ভারে ত্রিকূট পর্বত কম্পিত করেছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে

সেই মদগ্রাবী গজেন্দ্রের দৃষ্টি মদবিহ্বল হয়েছিল। মধুপায়ী ভ্রমরকুলের দ্বারা সে সেবিত হয়েছিল এবং পদ্মরাগ সুবাসিত সরোবরের মৃদুমন্দ বায়ু সে দূর থেকে আঘ্রাণ করেছিল। এইভাবে সে তার তৃষ্ণার্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, শীঘ্র সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। গজেন্দ্র সরোবরে প্রবেশপূর্বক খুব ভালভাবে স্নান করে তার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারপর সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের শীতল, নির্মল, অমৃততুল্য জল, যা পদ্ম এবং উৎপলের রেণু মিশ্রিত ছিল, তা পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করেছিল। আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত মানুষ যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তেমনই সেই গজেন্দ্র ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে তার পত্নীদের ও শাবকদের স্নান করিয়েছিল এবং জল পান করিয়েছিল। সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের জল আকর্ষণ করে তাদের গায়ে তা সিঞ্চন করেছিল। সেই প্রচেষ্টায় তার যে কঠোর পরিশ্রম হয়েছিল, সেই জন্য সে কিছুই মনে করেনি। হে রাজন্, দৈবক্রমে এক অত্যন্ত বলবান কুমির সেই গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে জলে তার চরণ আক্রমণ করেছিল। সেই গজেন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত বলবান ছিল এবং দৈববশত এই প্রকার বিপদে পতিত হয়ে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তখন গজেন্দ্রের সেই ভীষণ পরিস্থিতি দর্শন করে, তার পত্নীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। অন্য হস্তীরা গজেন্দ্রকে পিছন থেকে ধরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই কুমির ছিল মহাশক্তিশালী, তাই তারা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।"

"হে রাজন্, সেই গজেন্দ্র ও কুমির এইভাবে জলের মধ্যে এবং জলের বাহিরে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। তাদের সেই যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তারপর জলে আকৃষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে, গজেন্দ্রের মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের বল ক্ষয় হয়েছিল। কিন্তু জলনিবাসী কুমিরের সেই সময় সমস্ত বল বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেহধারী সেই গজেন্দ্র যখন দেখল যে, দৈববশত কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরিস্থিতির বশে সে সম্পূর্ণ অসহায় এবং নিজেকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম, তখন সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। আমার আত্মীয় এবং অন্যান্য বন্ধু হাতিরা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারল না। সুতরাং আমার পত্নীদের আর কি কথা? তাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। বিধাতার ইচ্ছাক্রমে আমি এই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, তাই আমি এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করব, যিনি সর্বদা সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন এমন কি মহাপুরুষদেরও। ভগবান দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাঁর শক্তি এবং প্রভাব অসীম। তাই, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বলবান কালসর্প যদিও সকলকে গ্রাস করার জন্য প্রচণ্ড বেগে অবিরামভাবে তাদের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, তবুও সেই কালসর্পের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন, কারণ ভগবানের ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে। তাই আমি সকলের আশ্রয় সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।"

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের স্তব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, গজেন্দ্র তার মনকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ে স্থির করে, তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্নরূপে যে মন্ত্র শিখেছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যা তার স্মরণ হয়েছিল, তা জপ করেছিল।"

গজেন্দ্র বলল—"আমি পরম পুরুষ বাসুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। তাঁরই কারণে আত্মার উপস্থিতির ফলে এই জড় শরীর কর্ম করে এবং তাই তিনি সকলের মূল কারণ। তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষদেরও পূজনীয় এবং তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁর ধ্যান করি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম অধিষ্ঠান যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে, তিনি সেই উপাদান যা থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন পুরুষ যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন। আমি সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়া বিস্তার করে কখনও এই জগৎকে প্রকাশ করেন এবং কখনও অপ্রকট করেন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম কারণ এবং পরম কার্য, তিনি দ্রষ্টা এবং সাক্ষী উভয়ই। তাই তিনি সব কিছুরই অতীত। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। কালক্রমে যখন সমস্ত গ্রহলোক এবং লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য এবং কারণের বিনাশ হয়, তখন এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু সেই অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।"

"আকর্ষণীয় বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গতিবিধি সহকারে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরায়ণ শিল্পীকে যেমন দর্শকেরা চিনতে পারে না, তেমনই, পরম অভিনেতার কার্যকলাপ এবং আকৃতি মহান দেবতা এবং ঋষিরাও বুঝতে পারেন না, সুতরাং নির্বোধ পশুদের আর কি কথা। দেবতা, ঋষি এবং বুদ্ধিহীন জীবেরা কেউই ভগবানের আকৃতি বুঝতে পারে না এবং তাঁর প্রকৃত স্থিতি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। সমদর্শী, সকলের সুহৃদ্, সর্বত্যাগী মহর্ষিগণ, যাঁর সর্ব-মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার বাসনায় বনে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ব্রত অনুশীলন করেন, সেই ভগবান আমার গতি হোন। ভগবানের জড় জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ অথবা দোষ নেই। যে উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদি নররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর শক্তি অসীম এবং জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর বিবিধ রূপে তিনি অতি আশ্চর্য কর্ম করেন। তাই তিনি পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন এবং মন, বাণী অথবা চেতনার অনুশীলনের দ্বারা যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। চিন্ময় স্তরে ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্বাণ সুখ প্রদাতা এবং চিন্ময় লোকের প্রভু। তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের উগ্র রূপকে, বরাহদেব আদি ভগবানের পশুরূপকে, নির্বিশেষবাদের প্রচারক ভগবান দত্তাত্রেয়কে, ভগবান বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য সমস্ত অবতারদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণকে আশ্রয় করেন, সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে ভগবান আপনি পরমাত্মা, সর্বাধ্যক্ষ, সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পরম পুরুষ। আপনি সমস্ত জড় শরীরের অধ্যক্ষ। তাই আপনি পরম পূর্ণ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টা। আপনার কৃপা ব্যতীত সন্দেহরূপ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। জড় জগৎ আপনার ছায়ার মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনার অস্তিত্বের আভাস প্রদান করে বলেই এই জড় জগৎকে সত্য বলে মনে হয়। হে প্রভু, আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, কিন্তু আপনার কোন কারণ নেই। তাই আপনি সব কিছুর অদ্ভুত কারণ। আপনি হচ্ছেন পঞ্চরাত্র ও বেদান্ত-সূত্র আদি শাস্ত্রে নিহিত বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয় এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার সাক্ষাৎ স্বরূপ এবং আপনি পরম্পরার পরম উৎস। যেহেতু আপনিই কেবল মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তাই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের আপনিই একমাত্র আশ্রয়। আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু, অগ্নি যেমন অরণি কাষ্ঠে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনই আপনি এবং আপনার জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনার মন কিন্তু জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপে অভিনিবিষ্ট হয় না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নন। যেহেতু এই প্রকার উন্নত আত্মারা জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই আপনি স্বয়ং তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। অতএব আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। যেহেতু আমার মতো একটি পশু পরম মুক্ত আপনার শরণাগত হয়েছে, তাই অবশ্যই আপনি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবেন। বস্তুতপক্ষে, অত্যন্ত করুণাময় হওয়ার ফলে, আপনি নিরন্তর আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত দেহধারী জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি প্রত্যক্ষ দিব্য জ্ঞানরূপে বিখ্যাত এবং আপনি অসীম। সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, যাঁরা সর্বতোভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে আপনার ধ্যান করেন। আমার মতো যারা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা, গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধন, বিত্ত, পরিচারক আদিতে আসক্ত, তাদের পক্ষে আপনি দুষ্প্রাপ্য। আপনি জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত পরমেশ্বর ভগবান। আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস পরম ঈশ্বর। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যে ভগবানকে আরাধনা করলে চতুর্বর্গকামী ব্যক্তিরা তাদের বাসনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা হলে অন্যান্য আশীর্বাদের আর কি কথা? প্রকৃতপক্ষে ভগবান সেই প্রকার উচ্চাভিলাষী উপাসকদের চিন্ময় দেহও প্রদান করেন। সেই অপার করুণাময় ভগবান আমাকে এই বর্তমান সঙ্কট এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করুন। ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তাঁর আরাধনা করেন এবং সর্বদা তাঁর অতি অদ্ভুত ও মঙ্গলময় কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার ভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছে কোন বর প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমি এখন এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছি, তাই আমি সেই নিত্য, অব্যক্ত, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষদেরও ঈশ্বর এবং কেবল ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য, সেই ভগবানের প্রার্থনা করি। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তিনি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত বাহ্য অনুভূতির অতীত। তিনি অসীম, তিনি আদি কারণ এবং তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবান তাঁর স্বল্প অংশ দ্বারা জীবতত্ত্বরূপে ব্রহ্মা আদি দেবগণ এবং বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার (সাম, ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব) এবং বিভিন্ন নাম ও গুণ সমন্বিত চরাচর সমস্ত লোক সৃষ্টি করেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে নির্গত হয়ে অথবা উজ্জ্বল কিরণ যেমন সূর্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে, তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় দেহ এবং প্রকৃতির গুণের সতত রূপান্তর—এই সবই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তিনি দেবতা নন বা দানব নন, তিনি মানুষ, পক্ষী অথবা পশু নন। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন অথবা ক্লীব নন, তিনি জন্তুও নন। তিনি জড় গুণ, সকাম কর্ম,

প্রকাশ এবং অপ্রকাশ নন। তিনি 'নেতি নেতি' নিষেধের অবধি এবং তিনি অনন্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হোন। আমি কুমিরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচতে চাই না। অন্তরে এবং বাইরে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত এই হস্তী শরীরের কি প্রয়োজন? আমি কেবল অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্তি কামনা করি। সেই আবরণ কালের প্রভাবের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। এখন আমি পূর্ণরূপে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ এবং তা সত্ত্বেও যিনি এই বিশ্বের অতীত। তিনি এই জগতের সব কিছুর পরম জ্ঞাতা, বিশ্বের পরমাত্মা। তিনি অজ এবং পরম পদস্বরূপ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, যোগেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁকে ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা কর্মফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের নির্মল অন্তরের অন্তস্তলে দর্শন করেন। হে প্রভু, আপনি তিন প্রকার শক্তির অসহ্য বেগের নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের উৎসরূপে প্রতীয়মান এবং আপনি শরণাগতজনের রক্ষক। আপনি অনন্ত শক্তি সমন্বিত, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম তারা আপনাকে লাভ করতে পারে না। আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর মায়ার দ্বারা তাঁর বিভিন্ন অংশ জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর মহিমা বোঝা কঠিন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গজেন্দ্র যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা না করে পরমেশ্বরকে এইভাবে সম্বোধন করেছিল, তখন সে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের আহ্বান করেনি। তাই তাঁরা কেউই তার কাছে আসেনি। কিন্তু, ভগবান শ্রীহরি হচ্ছেন পুরুষোত্তম পরমাত্মা, তাই তিনি গজেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রার্থনারত গজেন্দ্রের আর্ত অবস্থা বুঝতে পেরে, ভগবান যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন তিনি স্তূয়মান দেবতাগণ সহ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে, ইচ্ছা অনুরূপ বেগে, চক্র আদি অস্ত্র ধারণ করে তিনি যেখানে গজেন্দ্র অবস্থান করছিল, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গজেন্দ্র সেই সরোবরের জলে মহাবল কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল, কিন্তু সে যখন আকাশে গরুড়ের পিঠে উদ্যত চক্র ভগবানকে দর্শন করেছিল, তখন সে তার শুঁড়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে অতি কষ্টে বলেছিল—"হে নারায়ণ, হে অখিল গুরু, হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" তারপর, গজেন্দ্রকে সেই পীড়িত অবস্থায় দর্শন করে, অজ ভগবান শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত গরুড়ের পিঠ থেকে অবতরণ করে, কুমির সহ গজেন্দ্রকে জল থেকে টেনে উঠালেন এবং তারপর দর্শনরত সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরের মুখ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান যখন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং গন্ধর্বগণ ভগবানের এই কার্যের প্রশংসা করে ভগবান এবং গজেন্দ্র উভয়েরই উপর পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভি বেজে উঠেছিল, গন্ধর্বেরা নৃত্যগীত করতে শুরু করেছিল এবং ঋষি, চারণ এবং সিদ্ধগণ পুরুষোত্তম ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন। দেবল মুনির অভিশাপে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হূহূ একটি কুমিরে পরিণত হয়েছিলেন। এখন, ভগবানের দ্বারা মুক্ত হওয়ার ফলে, তিনি এক অতি সুন্দর গন্ধর্বরূপ ধারণ করেছেন। কার কৃপায় তা হয়েছে তা বুঝতে পেরে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তকের দ্বারা প্রণতি নিবেদন করে উত্তমশ্লোক পরম নিত্য ভগবানের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেয়ে, রাজা হূহূ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সমক্ষে গন্ধর্বলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের করকমলের স্পর্শে গজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি ভগবানেরই মতো পীতবাস এবং চতুর্ভুজ সমন্বিত হয়ে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রবিড় প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশের ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন এবং সেখানে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করে তিনি তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনি জটাধারী হয়ে সর্বদা তপস্যায় রত ছিলেন। এক সময় তিনি যখন মৌনব্রত অবলম্বন করে ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন তিনি ভগবৎ প্রেমানন্দে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবানের পূজা করার সময় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন অগস্ত্য মুনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে নির্জন স্থানে মৌন অবলম্বন করে বসে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।"

অগস্ত্য মুনি তখন এইভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা, অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী। সুতরাং সে অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করুক এবং স্থূলবুদ্ধি হস্তীযোনি প্রাপ্ত হোক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিয়ে, অগস্ত্য মুনি তাঁর শিষ্যগণ সহ সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। রাজা যেহেতু ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি অগস্ত্য মুনির অভিশাপকে ভগবানের ইচ্ছা বলে বিবেচনা করে তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হস্তী শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও ভগবান শ্রীহরির অর্চনার প্রভাবে তাঁর স্মরণ হয়েছিল কিভাবে ভগবানের পূজা করতে হয় এবং স্তব করতে হয়। কুমিরের আক্রমণ থেকে এবং কুমিরসদৃশ জড় জগতের বন্ধন থেকে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে, ভগবান তাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের সমক্ষে ভগবান গজেন্দ্রকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে তাঁর অতি অদ্ভুত ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি আপনার কাছে ভগবানের অদ্ভুত প্রভাবের কথা বর্ণনা করলাম, যা তিনি গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় প্রদর্শন করেছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যাঁরা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন। এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা ভক্তের খ্যাতি লাভ করেন, কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তাঁরা আর কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না। অতএব, দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের, বিশেষ

করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে দুঃস্বপ্ন আদি অশুভের নিবৃত্তি সাধনের জন্য যথাযথভাবে এই গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা কীর্তন করা উচিত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে প্রসন্ন হয়ে, সকলের সমক্ষে গজেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—যারা রাত্রির শেষে, খুব সকালে শয্যাত্যাগ করে সংযত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার এবং তোমার রূপ, এই সরোবর, এই পর্বত, গুহা, কানন, বেত্র, কীচক এবং বেণুগুল্ম, দেবদারু বৃক্ষ, ত্রিকূট পর্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহনির্মিত শৃঙ্গ যেগুলি আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাসস্থল, আমার প্রিয় ধাম ক্ষীর সমুদ্র, চিন্ময় কিরণে সর্বদা উদ্ভাসিত শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আমার বাহন পক্ষীরাজ গরুড়, আমার শয্যা শেষনাগ, আমার শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, প্রহ্লাদ এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি আমার অবতার, আমার সর্ব-মঙ্গলময় অনন্ত লীলা যা শ্রবণকারীকে পবিত্রতা প্রদান করে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঁকার মন্ত্র, পরম সত্য, মায়া, গো, ব্রাহ্মণ, ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্মপত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও যমুনা (কালিন্দী) নদী, ঐরাবত, ধ্রুব মহারাজ, সপ্তর্ষি এবং পুণ্যবান মানবগণকে স্মরণ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। হে প্রিয় ভক্ত, যারা নিশান্তে শয্যাত্যাগ করে তোমার দ্বারা অর্পিত এই স্তোত্রের মাধ্যমে আমাকে স্তব করে, আমি তাদের জীবনান্তে আমার চিন্ময় ধামে তাদের নিত্য স্থিতি প্রদান করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই উপদেশ প্রদান করে ভগবান হৃষীকেশ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের আনন্দিত করে গরুড়ের উপর আরোহণ করলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আমি আপনার কাছে অতি পবিত্র গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলা বর্ণনা করলাম। ভগবানের এই লীলা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমি রৈবত মনু সম্বন্ধে বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।"

"তামস মনুর ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, বলি এবং বিন্ধ্য ছিলেন প্রধান। হে রাজন্, রৈবত মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র হয়েছিলেন, ভূতরয়গণ দেবতা হয়েছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও ঊর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। শুভ্র এবং তাঁর পত্নী বিকুণ্ঠার সংযোগে ভগবান বৈকুণ্ঠ তাঁর স্বীয় অংশে দেবতাগণ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য, তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বৈকুণ্ঠ আর একটি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা সকলের দ্বারা পূজিত হয়। যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অতি মহৎ কার্যকলাপ এবং দিব্য গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবুও কখনও কখনও আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। যে ব্যক্তি ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়, সে ভূমিস্থ রেণুগুলিকেও গণনা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী কেউ গণনা করতে পারে না। চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু ছিলেন। তাঁর পুরু, পুরুষ এবং সুদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ছিলেন ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা এবং হবিষ্মান, বীরক আদি সপ্তর্ষি ছিলেন। এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও জগৎপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর স্বীয় অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বৈরাজের পত্নী দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে অজিত দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেছিলেন। কূর্ম রূপে তিনি বিশাল মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামী, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেন এবং কিভাবে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেছিলেন? কি কারণে তিনি জলে কূর্মরূপে মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন? দেবতারা কিভাবে অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে অন্য আর কি কি উৎপন্ন হয়েছিল? দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলা আপনি বর্ণনা করুন। আপনার দ্বারা বর্ণিত ভক্তের ঈশ্বর ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করে, জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা তপ্ত আমার হৃদয় এখনও তৃপ্ত হয়নি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে নৈমিষারণ্যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ, দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অসুরেরা যখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, তখন বহু দেবতা পতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁরা আর জীবিত হননি। হে রাজন্, তখন দেবতারা দুর্বাসা মুনির দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে ত্রিলোক শ্রীহীন হয়েছিল এবং তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তার ফলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়েছিল। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের জীবন এইভাবে বিপন্ন দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোন সমাধান খুঁজে পাননি। তখন সমস্ত দেবতারা একত্রে সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার সভায় গমন করেছিলেন এবং ব্রহ্মাকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেছিলেন। দেবতাদের হতপ্রভ ও বলহীন এবং তার ফলে লোকত্রয়কে মঙ্গল রহিত দর্শন করে এবং অসুরদের পরিস্থিতি দেবতাদের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী দর্শন করে, আদি দেব পরম শক্তিমান ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে একাগ্র করে উৎফুল্ল বদনে দেবতাদের বলতে লাগলেন, 'আমি, শিব ও তোমরা দেবতারা, অসুরেরা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ, সমস্ত প্রাণীরা ভগবানের থেকে, রজোগুণে ভগবানের গুণাবতার (ব্রহ্মা) থেকে এবং আমার কন্যা মহর্ষিগণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই চল, আমরা সেই ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই। ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় কেউ নেই, তবুও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য কালক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন। এখন দেহধারী জীবদের সত্ত্বগুণ আহ্বান করার সময়। সৃষ্টির পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটিই ভগবানের শরণ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। যেহেতু তিনি স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং প্রিয়, তাই তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করবেন।' "

"হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এই কথা বলার পর, ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে এই জড় জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গিয়েছিলেন। ভগবানের ধাম ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত। সেখানে (শ্বেতদ্বীপে), ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও তাঁকে দর্শন করেননি। যেহেতু ব্রহ্মা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি সমাহিত চিত্তে বৈদিক বাণীর দ্বারা ভগবানের স্তব করেছিলেন।"

"হে অবিকারী, অসীম পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সব কিছুর উৎস। আপনি সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান। আপনার কোন জড় গুণ নেই। বস্তুতপক্ষে, আপনি অচিন্ত্য। মনঃকল্পনা আপনাকে গ্রহণ করতে পারে না এবং বাণী আপনাকে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি সব কিছুর পরম ঈশ্বর এবং তাই আপনি সকলের পরম পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা কিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জানেন। তিনি সব কিছুর প্রকাশক

এবং অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর কোন জড় শরীর নেই। তিনি পক্ষপাত এবং অবিদ্যা থেকে মুক্ত। তাই আমি সেই নিত্য, সর্বব্যাপ্ত এবং আকাশের মতো মহান ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, যিনি ত্রিযুগে (সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে) ষড়ৈশ্বর্য সহ আবির্ভূত হন।"

"জড় কার্যের চক্রে জড় দেহটি মনরূপ রথের চক্র। দশটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু সেই চক্রের পনেরটি অর। প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম) সেই চক্রের তিনটি নাভি এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রকৃতির এই আটটি উপাদান সেই চক্রের পরিধি। বিদ্যুৎশক্তির মতো বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা এই চক্র ভগবানরূপী কেন্দ্রের চতুর্দিকে অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হয়। সেই পরমাত্মা এবং পরম সত্যকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত এবং তাই তিনি একবর্ণ—ওঁকার (প্রণব)। যেহেতু তিনি তমসাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই তিনি জড় চক্ষুতে অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাল বা স্থানের দ্বারা তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যাঁরা জড়া প্রকৃতির ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যোগরূপ উপায়ের দ্বারা সেই গরুড়াসীন ভগবানের আরাধনা করেন। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবানের মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না এবং তা এত প্রবল যে, সকলকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে না দিয়ে মোহিত করে। সেই মায়া কিন্তু ভগবানের বশীভূত, যিনি সকলকে শাসন করেন এবং সকলের প্রতি সমদর্শী। সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমাদের দেহ যেহেতু সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্মিত, তাই আমরা দেবতারা অন্তরে এবং বাইরে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। মহান ঋষিরাও এইভাবে সত্ত্বগুণে অবস্থিত। সুতরাং, আমরা যদি ভগবানকে না জানতে পারি, তা হলে রজ এবং তমোগুণাচ্ছন্ন ইতর শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর কি কথা? তারা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। এই পৃথিবীতে চার প্রকার জীব রয়েছে এবং তারা সকলেই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। জড় সৃষ্টি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে পূর্ণ পরম পুরুষ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সমগ্র জড় জগৎ যে জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জলেরই কারণে জীবসমূহ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। সেই জল ভগবানের বীর্যস্বরূপ। সেই মহা বিভূতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সোম বা চন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের অন্ন, বল এবং আয়ুর উৎস। তিনি সমস্ত বনস্পতির ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের উৎপত্তির উৎস। পণ্ডিতেরা সেই সোমকে ভগবানের মন বলেন। সমগ্র ঐশ্বর্যের উৎস সেই ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করার জন্য যার জন্ম হয়েছে, সেই অগ্নি ভগবানের মুখস্বরূপ। সম্পদ উৎপাদন করার জন্য সেই অগ্নি সমুদ্রের গভীরে বিরাজ করে এবং উদরে বিরাজ তা অন্ন পাক করে এবং দেহের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্রাব উৎপাদন করে। সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সূর্যদেব অর্চিরাদি-বর্ত্ম নামক মুক্তির মার্গের দেবতা। তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির প্রধান উৎস। তিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান। তিনি মুক্তির দ্বার, অমৃতের উৎস এবং মৃত্যুর কারণ। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু, সেই পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব বায়ু থেকে তাদের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয়। ভৃত্যেরা যেমন সম্রাটের অনুসরণ করে, আমরাও তেমন আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর অনুসরণ করি। সেই বায়ু যে ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যাঁর কর্ণ থেকে দিকসমূহ, হৃদয় থেকে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। যাঁর তেজ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, প্রসন্নতা থেকে দেবতাগণ, ক্রোধ থেকে শিব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, দেহের ছিদ্র থেকে বেদসমূহ, মেঢ্র থেকে মহর্ষি এবং প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর বক্ষ থেকে লক্ষ্মীদেবী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে স্বর্গ

এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক জ্ঞান, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং দেহের বল, উরু থেকে বৈশ্য এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ধন এবং চরণ থেকে বৈদিক জ্ঞানের বহির্ভূত শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহা-শক্তিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে লোভ, উপরের ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাসিকা থেকে দেহের কান্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে পাশবিক কাম, ভ্রূ থেকে যমরাজ এবং অক্ষিপক্ষ্ম থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। মহা বুধগণেরও অগ্রাহ্য; পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, প্রকৃতির গুণ এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই জড় জগতের বৈচিত্র্য যাঁর যোগমায়া দ্বারা রচিত বলে পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, সেই পরম নিয়ন্তা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পূর্ণরূপে শান্ত, সমস্ত প্রয়াস থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাস করার সময় বায়ুর মতো অনাসক্ত থাকেন।"

"হে ভগবান, আমরা আপনার শরণাগত, তবুও আপনাকে দর্শন করতে চাই। দয়া করে আপনি আপনার আদি রূপ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম আমাদের চক্ষুকে দর্শন করতে দিন এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে দিন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারে প্রকট হন এবং অসাধারণ কার্য সম্পাদন করেন যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব। কর্মীরা সর্বদাই তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধন সংগ্রহে আগ্রহী, কিন্তু সেই জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার ফল কিন্তু কখনও সন্তোষজনক হয় না। বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল কেবল নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, যে সমস্ত ভক্তেরা তাঁরা কঠোর পরিশ্রম না করেও যথেষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর আশাতীত ফল লাভ করেন। ভগবানে সমর্পিত কর্ম যদি অতি অল্প পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, তবুও তা ব্যর্থ হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সকলের পরম পিতা, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় এবং সর্বদা জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ এবং শাখা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়, তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করলে সকলেরই সেবা করা হয়, কারণ ভগবান সকলের পরমাত্মা। হে ভগবান! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সীমার ঊর্ধ্বে নিত্য বর্তমান আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার কার্যকলাপ অচিন্ত্য, আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত হওয়ার ফলে আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা হলেও আপনি সত্ত্বগুণের অনুকূল। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান শ্রীহরি এইভাবে দেবতা এবং ব্রহ্মার দ্বারা তাঁদের স্তবের মাধ্যমে পূজিত হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গজ্যোতি হাজার হাজার সূর্যের উদয়ের মতো উজ্জ্বল। ভগবানের সেই অঙ্গজ্যোতির ছটায় দেবতাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়েছিল। তাই তাঁরা আকাশ, দিকসমূহ, পৃথিবী, এমন কি নিজেদেরও দেখতে সমর্থ হলেন না, অতএব তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ভগবানকে দর্শন করবেন কি করে? শিব সহ ব্রহ্মা ভগবানের নির্মল সৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ, তাঁর চক্ষু পদ্মগর্ভের মতো অরুণবর্ণ, তাঁর রেশমের বসন তপ্তকাঞ্চনের মতো পীতবর্ণ এবং তাঁর সারা শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। তাঁরা তাঁর প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর পদ্মমুখশ্রী এবং বহু মূল্যবান মণিখচিত মুকুট দর্শন করেছিলেন। ভগবানের ভ্রূযুগল অত্যন্ত মনোহর এবং তাঁর কপোলদ্বয় কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মা এবং শিব দেখেছিলেন ভগবানের কোমরে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর। তিনি ফুলমালায় ভূষিত, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছেন। তিনি সুদর্শন চক্র, গদা আদি স্বীয় অস্ত্রে সজ্জিত। শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে দর্শনপূর্বক তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তখন ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"আপনি যদিও অজ তবুও অবতাররূপে আপনার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কখনও নিবৃত্তি হয় না। আপনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত এবং আপনি চিন্ময় আনন্দের সমুদ্র সদৃশ। আপনার অপ্রাকৃত শাশ্বত রূপ সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেই অচিন্ত্য আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতা, শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিরা বৈদিক তন্ত্র অনুসারে সর্বদা আপনার এই মূর্তির পূজা করেন। হে প্রভু, আমরা আপনার মধ্যে সমগ্র ত্রিভুবন দর্শন করতে পারি। হে ভগবান, আপনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আপনার থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই তা বিরাজ করে এবং চরমে তা আপনাতেই লীন হয়ে যায়। আপনিই সব কিছুর আদি, মধ্য এবং অন্ত, ঠিক যেমন মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ ও আশ্রয় এবং অবশেষে সেই ঘট ভেঙ্গে গেলে তা আবার মাটিতেই মিশে যায়। হে ভগবান, আপনি আপনাতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আপনি অন্য কারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। আপনার নিজের শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা পূর্ণরূপে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত এবং যাঁরা ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে দর্শন করতে পারেন যে, যদিও আপনি জড় গুণের রূপান্তরের ভিতর অবস্থান করেন, তবুও আপনি জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত। যেভাবে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি, গাভী থেকে দুগ্ধ, ভূমি থেকে অন্ন ও জল এবং উদ্যোগ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতেও আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অথবা বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই কথা বলে গেছেন। দাবাগ্নি পীড়িত হস্তীগণ যেমন গঙ্গার জল প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়, তেমনই, হে পদ্মনাভ ভগবান, যেহেতু এখন আপনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা দিব্য আনন্দ অনুভব করছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু এখন আপনাকে দর্শন করে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। হে ভগবান, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সমস্ত দেবতাগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি। যে

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এখানে এসেছি, তা আপনি দয়া করে চরিতার্থ করুন। আপনি অন্তরে এবং বাইরে সব কিছুর সাক্ষী। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই এবং তাই আপনাকে পুনরায় বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি (ব্রহ্মা), শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ ও দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো আপনার থেকে প্রকাশিত। যেহেতু আমরা আপনার অংশ, তাই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা কি বুঝতে পারি? হে ভগবান, দয়া করে ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের উপযুক্ত মুক্তির উপায় আপনি আমাদের প্রদান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মা আদি দেবতারা যখন এইভাবে ভগবানের স্তব করলেন, তখন ভগবান তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মেঘগম্ভীর বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি এবং সংযত-ইন্দ্রিয় দেবতাদের বললেন। যদিও দেবতাদের ঈশ্বর ভগবান একাই দেবতাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও, সমুদ্রমন্থন লীলা উপভোগ করার ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাগণ, গভীর মনোযোগ সহকারে আমার বাক্য শ্রবণ কর, কারণ আমি যা বলছি তার ফলে তোমাদের শ্রেয় লাভ হবে। যতক্ষণ তোমাদের সমৃদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তোমরা কালের দ্বারা অনুগৃহীত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। হে দেবতাগণ, নিজের হিতসাধন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্প-মূষিক ন্যায় অনুসারে কার্য করতে হয়। এখনই তোমরা অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর, যা পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়। হে দেবতাগণ, ক্ষীরসমুদ্রে সর্বপ্রকার গুল্ম, তৃণ, লতা ও ওষধী নিক্ষেপ করে মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে, আমার সাহায্যে তোমরা একাগ্রচিত্তে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কর। তার ফলে দৈত্যরা ক্লেশভাগী হবে, কিন্তু তোমরা দেবতারা ফলভাগী হয়ে সমুদ্রোত্থিত অমৃত লাভ করবে। হে দেবগণ, ধৈর্য এবং শান্তির দ্বারা সব কিছুই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রোধের দ্বারা হয় না। অতএব, অসুরেরা যা চাইবে, তোমরা তাই অনুমোদন করো। সমুদ্র থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হবে, কিন্তু তোমরা সেই বিষকে ভয় করো না এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে যখন বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হবে, তখন সেগুলি লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ো না এবং ক্রুদ্ধ হয়ো না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দগতি পুরুষোত্তম ভগবান তাঁদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন। তারপর ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা তখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। দৈত্যদের অত্যন্ত মহান রাজা বলি কখন সন্ধি স্থাপন করতে হয় এবং কখন যুদ্ধ করতে হয়, সেই কথা খুব ভালভাবে জানতেন। তাই যদিও তাঁর সেনা নায়কেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দেবতাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ বলি দেবতাদের যুদ্ধে অনুদ্যত দেখে, তাঁর সেনানায়কদের নিষেধ করেছিলেন। দেবতারা বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজের সমীপে উপবেশন করেছিলেন। বলি মহারাজ তাঁর অসুর সেনাপতিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন এবং ত্রিলোক বিজয় করার ফলে পরম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। মৃদু বাক্যের দ্বারা বলি মহারাজের প্রসন্নতা বিধান করে, মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রস্তাব অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সেই প্রস্তাব বলি মহারাজ এবং তাঁর পার্ষদ শম্বর, অরিষ্টনেমি আদি ত্রিপুরবাসী সমস্ত অসুরদের রুচিকর হওয়ায়, তারা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।"

"হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহা উদ্যোগে তাঁরা ইন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে অমৃত উৎপাদনের আয়োজন করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী অর্গলবাহু দেবতা এবং দানবেরা বলপূর্বক মন্দর পর্বত উৎপাটন করে সিংহনাদ করতে করতে ক্ষীরসমুদ্রে নিয়ে চলল। বহু দূর থেকে সেই বিশাল পর্বত বহন করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র, মহারাজ বলি প্রভৃতি দেবতা এবং অসুরেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পর্বত বহন করতে অক্ষম এবং অবশ হয়ে তাঁরা তা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই মন্দর পর্বত স্বর্ণময় হওয়ার ফলে

অত্যন্ত ভারী ছিল এবং তা পতিত হয়ে বহু দেবতা এবং দানবদের চূর্ণ করেছিল। দেবতা এবং দানবেরা তখন ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন এবং তাদের বাহু, উরু ও স্কন্ধ ভগ্ন হয়েছিল। তাই সর্বজ্ঞ ভগবান তখন গরুড়ে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পর্বতের পতনের ফলে অধিকাংশ দেবতা এবং দানবকে নিষ্পিষ্ট দর্শন করে ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। এইভাবে তারা শোকমুক্ত হয়েছিল এবং তাদের দেহ অক্ষত হয়েছিল। ভগবান তখন তাঁর এক হাতের দ্বারা অনায়াসে মন্দর পর্বত উত্তোলন করে গরুড়ের পিঠে স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি নিজে তার উপর আরোহণ করে, দেবতা এবং দানবগণ পরিবৃত হয়ে ক্ষীরসমুদ্রে গমন করেছিলেন। তারপর, পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় মন্দর পর্বতকে জলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।"

❁ ❁ ❁

সপ্তম অধ্যায়

বিষপান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতা এবং দানবেরা নাগরাজ বাসুকিকে নিমন্ত্রণ করে অমৃতের অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে রজ্জুরূপে মন্দর পর্বতে বেষ্টন করে, মহা আনন্দে যত্ন সহকারে অমৃত উৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগর মন্থন করতে আরম্ভ করলেন।

ভগবান অজিত প্রথমে বাসুকির সম্মুখভাগ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারপর দেবতারা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। দৈত্য অধিপতিরা বিবেচনা করেছিল, সর্পের পুচ্ছভাগ গ্রহণ করা অমঙ্গলজনক। তাই তারা ভগবান এবং দেবতাদের দ্বারা গৃহীত সর্পের অগ্রভাগ মঙ্গলজনক এবং মহিমান্বিত বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এইভাবে অসুরেরা, নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত এবং জন্ম ও কর্মের দ্বারা বিখ্যাত বলে মনে করে প্রতিবাদ করেছিল যে, তারা সর্পের অগ্রভাগ ধারণ করবে। দেবতাদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে দৈত্যেরা তখন মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। দৈত্যদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান ঈষৎ হেসে সর্পের সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করে দেবতাগণ সহ বাসুকির পুচ্ছদেশ গ্রহণ করেছিলেন। কে সর্পের কোন্ অংশ ধারণ করবে তার স্থান বিভাগ করে কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা মহা উদ্যম সহকারে অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন।"

"হে পাণ্ডুনন্দন, মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে যখন এইভাবে ক্ষীরসমুদ্র মন্থর করা হচ্ছিল, তখন তার কোন আধার ছিল না এবং তাই বলিষ্ঠ দেবতা এবং দানবগণ কর্তৃক ধৃত হওয়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত ভারী হওয়ার ফলে তা সাগরের জলে নিমজ্জিত হয়েছিল। দৈব বলে পর্বত নিমজ্জিত হওয়ায়, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁদের মুখশ্রী ম্লান হয়েছিল। বিধিসৃষ্ট সেই পরিস্থিতি দর্শন করে, সেই অপার শক্তিশালী, সত্যসঙ্কল্প ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে জলে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেই বিশাল মন্দর পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন। দেবতা এবং দানবেরা মন্দর পর্বতকে উত্থিত দেখে পুনরায় মন্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ভগবান এক লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি বিশাল দ্বীপের মতো তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বত ধারণ করেছিলেন।"

"হে রাজন্, যখন দেবতা এবং দানবেরা তাঁদের বাহুবলের দ্বারা সেই অদ্ভুত কূর্মের পৃষ্ঠে ধৃত মন্দর পর্বতকে ঘূর্ণিত করছিলেন, তখন সেই কূর্ম সেই পর্বতের

আবর্তনকে তাঁর অঙ্গ-কণ্ডূয়নের মতো সুখকর বলে মনে করেছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং বলবীর্য বৃদ্ধি করার জন্য অসুরদের মধ্যে রজোগুণরূপে, দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বগুণরূপে এবং বাসুকিতে তমোগুণরূপে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। হাজার হাজার বাহু সমন্বিত হয়ে, ভগবান তখন মন্দর পর্বতের উপর আর একটি বিশাল পর্বতের মতো প্রকাশিত হলেন এবং এক হস্তের দ্বারা মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন। স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। পর্বতের উপরিভাগে ও অধঃদেশে বিরাজমান এবং দেবতা, দৈত্য, বাসুকি ও পর্বতের মধ্যেও প্রবিষ্ট ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দেবতা ও দানবেরা অমৃতের জন্য উন্মত্তের মতো কার্য করতে লাগলেন। দেবতা এবং অসুরদের বলের দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র এতই ক্ষোভিত হয়েছিল যে, জলের সমস্ত কুমিরেরা তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রের মন্থনকার্য এইভাবে চলতে লাগল। বাসুকির সহস্র নেত্র এবং মুখ ছিল। সেই মুখ থেকে তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধূম এবং অগ্নি নির্গত হচ্ছিল, যা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল আদি অসুরদের প্রভাবিত করেছিল। তারা তখন দাবানল-দগ্ধ সরল বৃক্ষের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। দেবতারাও বাসুকির অগ্নিশিখাময় নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—তাঁদের দেহের প্রভা মলিন হয়েছিল এবং তাঁদের বস্ত্র, মালা, অস্ত্র এবং মুখ ধূমের দ্বারা কালিমায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় দেবতাদের স্বস্তি প্রদানের জন্য সমুদ্রের উপরে মেঘ আবির্ভূত হয়ে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করতে থাকে এবং সমুদ্র-তরঙ্গের জলকণা বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা এত প্রয়াস সত্ত্বেও যখন ক্ষীরসমুদ্র থেকে অমৃত উৎপন্ন হল না, তখন ভগবান অজিত স্বয়ং সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করলেন। মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবাস, কর্ণে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, আলুলায়িত কেশ, বনমালী এবং কমলনয়ন ভগবান জগতের অভয়প্রদ বাহুসমূহের দ্বারা বাসুকিকে গ্রহণপূর্বক মন্দর পর্বত ধারণ করে মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। তখন তিনি ইন্দ্রনীল পর্বতের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্পগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিল এবং তিমি, জলহস্তী, কুমির ও তিমিঙ্গিল (বিশাল তিমি যা ছোট তিমিদের গিলে খায়) অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জলের উপরিভাগে ভেসে উঠেছিল। যখন এইভাবে সমুদ্র মথিত হচ্ছিল, তখন প্রথমে অতি ভীষণ হালাহল নামক বিষ উত্থিত হয়েছিল।"

"হে রাজন্, সেই দুর্দমনীয় বিষ যখন মহাবেগে উপরে এবং নিচে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সমস্ত দেবতারা নিরাশ্রয় এবং অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে সদাশিবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। দেবতারা শিবকে তাঁর পত্নী ভবানী সহ কৈলাস পর্বতের শিখরে ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য তপস্যারত দর্শন করেছিলেন। মহান ঋষিরা মুক্তি লাভের বাসনায় তাঁর আরাধনা করছিলেন। দেবতারা তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর বন্দনা করেছিলেন।"

প্রজাপতিগণ বললেন—"হে দেবাদিদেব মহাদেব, আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ। আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি। সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে এই যে ভয়ঙ্কর বিষ, তা থেকে আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন। হে ভগবান, আপনি সমগ্র জগতের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, কেন না আপনি তার ঈশ্বর। যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত, তাঁরা আপনার শরণাগত হয় এবং তাই আপনি তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন এবং আপনি তাঁদের মুক্তিরও কারণ। আমরা তাই আপনার অর্চনা করি। হে বিভো, আপনি স্বপ্রকাশ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি আপনার স্বশক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম ধারণ করে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। আপনি সর্ব-কারণের কারণ, স্বপ্রকাশ, অচিন্ত্য, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা মূলত পরব্রহ্ম। এই জড় জগতে আপনি বিবিধ শক্তি প্রকাশ করেন।"

"হে ভগবান, আপনি বেদের মূল উৎস। আপনি জড় সৃষ্টির মূল কারণ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, ত্রিগুণ এবং মহত্তত্ত্ব। আপনি কাল, সঙ্কল্প এবং সত্য ও ঋত নামক দুই প্রকার ধর্ম। আপনি 'অ-উ-ম', এই তিন অক্ষর

সমন্বিত 'ওঁ' এর আশ্রয়। হে সর্ব-লোকপিতা, পণ্ডিতেরা জানেন যে অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গতি, দিকসমূহ আপনার কর্ণ এবং জলের অধিষ্ঠাতা বরুণ আপনার জিহ্বা। হে ভগবান, আকাশ আপনার নাভি, বায়ু আপনার নিঃশ্বাস, সূর্য আপনার চক্ষু, জল আপনার রেত এবং আপনি উচ্চ ও নিচ সমস্ত জীবের আশ্রয়। চন্দ্র আপনার মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক। হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ বেদত্রয়। সপ্তসমুদ্র আপনার উদর, পর্বতসমূহ আপনার অস্থি, সর্বপ্রকার ওষধি ও লতা আপনার গায়ের রোম, গায়ত্রী আদি মন্ত্র আপনার সপ্তধাতু এবং বৈদিক ধর্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ আপনার পঞ্চমুখ, যা থেকে আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের বর্গ উৎপন্ন হয়েছে। হে দেব, স্বয়ং জ্যোতি, আপনি শিব নামে বিখ্যাত। আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা-তত্ত্বে অবস্থিত। হে দেব, অধর্মের তরঙ্গে আপনার ছায়া বর্তমান, যার ফলে বিবিধ অধর্মের সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ আপনার তিনটি নেত্র। ছন্দোময় বেদ আপনারই প্রকাশ, কারণ সমস্ত শাস্ত্রকারেরা আপনার কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে বিবিধ শাস্ত্র রচনা করেছেন। হে গিরীশ, ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের অতীত, তাই এই জড় জগতের লোকপালেরাও তা জানতে পারেন না বা উপলব্ধি করতে পারেন না। তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ মহেন্দ্রেরও বোধগম্য নয়। প্রলয়ের সময় আপনার নেত্রাগ্নির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে যে তা হয় আপনি পর্যন্ত জানেন না। অতএব দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুরাসুর, কালকূট বিষ ইত্যাদি বিনাশের কথা কি আর বলার আছে? আপনার এই সমস্ত কার্যকলাপ আপনার স্তুতির বিষয়বস্তু হতে পারে না। সারা জগতের উপদেশ প্রদানকারী প্রচারক আত্মারাম মহাত্মারা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে আপনার চরণ-কমলের চিন্তা করেন, কিন্তু যারা আপনার তপস্যার কথা জানে না, তারা আপনাকে উমা সহ বিচরণ করতে দেখে ভ্রান্তিবশত কামী, অথবা শ্মশানে ভ্রমণ করতে দেখে উগ্র ও হিংস্র বলে মনে করে। তারা অবশ্যই নির্লজ্জ। তারা আপনার লীলা বুঝতে পারে না। ব্রহ্মা আদি দেবতারাও আপনাকে জানতে পারেন না, কারণ আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত সৃষ্টির অতীত। যেহেতু কেউই আপনাকে তত্ত্বত জানতে পারে না, অতএব আমরা কিভাবে আপনাকে প্রার্থনা নিবেদন করব? তা অসম্ভব। আমরা ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব, অতএব আমাদের পক্ষে যথাযথভাবে আপনার বন্দনা করা সম্ভব নয়, তবুও আমরা যথাসাধ্য আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছি। হে মহেশ্বর, আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা কেবল দেখতে পাই যে, আপনার উপস্থিতি সকলের সুখ এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করে। তার অতীত, আপনার কার্যকলাপ কিছুই বোঝা যায় না। আমরা কেবল এটুকুই দেখতে পাই, তার বেশি নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সর্বজীবের হিতকারী মহেশ্বর সর্বত্র প্রসারণশীল সেই বিষের কারণে সমস্ত জীবদের অত্যন্ত পীড়িত দর্শন করে, অতীব দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গিনী সতীকে এইভাবে বলেছিলেন।"

শিব বললেন—"হে ভবানী, দেখ ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের ফলে উৎপন্ন কালকূট বিষ থেকে সমস্ত জীবদের কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জীবন-সংগ্রামে রত সমস্ত জীবদের সুরক্ষা প্রদান করাই আমার কর্তব্য। অধীনস্থ আর্তজনদের রক্ষা করাই প্রভুর কর্তব্য। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবেরা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তেরা তাঁদের নশ্বর জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। হে সাধ্বী ভবানী, কেউ যখন পরোপকার করেন, তখন ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন আমিও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সহ প্রসন্ন হই। তাই, আমি এই বিষ পান করব। আমার দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন হোক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভবানীকে এই কথা বলে বিশ্বভাবন ভগবান শিব সেই বিষ পান করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং মহাদেবের সামর্থ্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ভবানী তা অনুমোদন করেছিলেন। তারপর, লোকহিতকারী মহাদেব কৃপাপূর্বক সেই হালহল নামক বিষ করতলে গ্রহণ করে পান করেছিলেন। ক্ষীরসমুদ্র থেকে উৎপন্ন কলঙ্ক-স্বরূপ সেই বিষ মহাদেবের কণ্ঠে একটি নীল রেখা উৎপন্ন করে তার শক্তি প্রকাশ করেছিল। সেই রেখাটিকে কিন্তু মহাদেবের ভূষণ বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে, জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য মহাপুরুষেরা সর্বদাই স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করেন। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের আরাধনার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়। এই কার্যের কথা শ্রবণ করে, দক্ষকন্যা ভবানী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সমস্ত প্রজাগণ দেবতাদেরও পূজ্য এবং জনগণকে বর প্রদাতা শিবের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বিষ পান করার সময় শিবের হাত থেকে যে একটু বিষ পড়ে গিয়েছিল তা বৃশ্চিক, সর্প, বিষময় ওষধি এবং অন্য যে সমস্ত প্রাণীদের দংশন বিষময়, তারা পান করেছিল।"

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষীরসমুদ্র মন্থন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহাদেব সেই বিষ পান করলে, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলপূর্বক সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলেন। তার ফলে সুরভি গাভী উত্থিতা হলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার উদ্দেশ্যে দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃত লাভের জন্য সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার আয়োজনে শুদ্ধ ঘি লাভের জন্য তাঁরা সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর, উচ্চৈঃশ্রবা নামক চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ অশ্ব উত্থিত হয়েছিল। বলি মহারাজ সেই অশ্ব গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রতিবাদ করেননি। মন্থনের ফলে তারপর ঐরাবত নামক হস্তীরাজ উত্থিত হয়েছিল। সেই হস্তী শ্বেতবর্ণ এবং শিবের মহিমান্বিত ধাম কৈলাসের মহিমা তিরস্কারকারী চারটি দন্ত সমন্বিত।"

"হে রাজন্, তারপর, ঐরাবণ আদি আটটি দিগ্‌গজ এবং অভ্রমু প্রমুখা আটটি হস্তিনী উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর মহাসমুদ্র থেকে বিখ্যাত কৌস্তুভ মণি এবং পদ্মরাগ মণি উত্থিত হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য তাদের গ্রহণ করতে অভিলাষ করেছিলেন। তারপর স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে যে পারিজাত পুষ্প তা উত্থিত হয়েছিল। হে রাজন্, আপনি যেমন এই পৃথিবীতে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করেন, এই পারিজাতও তেমন সকলের বাসনা পূর্ণ করে। তারপর অপ্সরাগণ (স্বর্গের বেশ্যাগণ) আবির্ভূত হয়েছিল। তারা স্বর্ণ আভরণ ও কণ্ঠহারে বিভূষিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং তাদের মন্থর আকর্ষণীয় গতি স্বর্গবাসীদের চিত্ত হরণ করে। তারপর রমাদেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবৎ-পরায়ণা এবং কেবল ভগবানেরই ভোগ্যা। তিনি সুদাম পর্বত থেকে জাতা বিদ্যুতের মতো তাঁর কান্তির দ্বারা সর্বদিক রঞ্জিত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য, দেহের লাবণ্য, যৌবন, অঙ্গকান্তি এবং মহিমার ফলে দেব, দানব এবং মানব সকলেই তাঁকে বাসনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস। লক্ষ্মীদেবীর উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উপযুক্ত সিংহাসন নিয়ে এলেন। গঙ্গা, যমুনা আদি শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মূর্তিমতী হয়ে লক্ষ্মীদেবীর জন্য স্বর্ণ কলসে পবিত্র জল নিয়ে এলেন। ভূমি মূর্তিমতী হয়ে অভিষেকের অনুকূল সমস্ত ঔষধি নিয়ে এলেন। গাভীরা পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘি, গোমূত্র এবং গোময় প্রদান করল এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সমস্ত ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তা নিয়ে এল। মহর্ষিগণ

শাস্ত্রবিধি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করেছিলেন, গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন এবং নর্তকীগণ বেদবিহিত সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন। মেঘসমূহ মৃতমন্ত হয়ে মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তুমুলভাবে নিনাদিত হয়েছিল। তারপর, দিগ্‌হস্তীসমূহ গঙ্গাজলে পূর্ণ কলসের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তাঁর হাতে পদ্মফুল ছিল এবং তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিতা ছিলেন। সতী লক্ষ্মী তাঁর পতি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না। রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ মধুপানে উন্মত্ত মধুকরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বৈজয়ন্তী মালা উপহার প্রদান করেছিলেন। প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ দান করেছিলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী কণ্ঠহার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণকুণ্ডল উপহার দিয়েছিলেন। তারপর লক্ষ্মীদেবী শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, গুঞ্জনরত ভ্রমর বেষ্টিত পদ্মমালা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করে গতিশীল হয়েছিলেন। তাঁর সলজ্জ হাস্য এবং কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কপোলের সৌন্দর্য প্রভাবে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর সুষম ও সুবিন্যস্ত স্তনযুগল চন্দন এবং কুঙ্কুমে লিপ্ত এবং তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি মনোহর নূপুর ধ্বনি সহকারে যখন ইতস্তত পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন একটি স্বর্ণলতিকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে, লক্ষ্মীদেবী স্বভাবতই সর্বগুণ সমন্বিত কাউকে খুঁজে পেলেন না। তাঁরা কেউই দোষ রহিত ছিল না এবং তাই তিনি তাঁদের কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেন না। লক্ষ্মীদেবী সেই সভাস্থ সকলকে পরীক্ষা করে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—এদের মধ্যে কেউ কঠোর তপস্যা করেছেন, কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারেননি। কারও জ্ঞান আছে, কিন্তু ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা জয় করতে পারেননি। কেউ অত্যন্ত মহান, কিন্তু কাম জয় করতে পারেননি। এমন কি মহান ব্যক্তিও অন্য কারও উপর নির্ভর করেন। তা হলে তিনি পরম ঈশ্বর হবেন কি করে? কারও পূর্ণরূপে ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু নন। কারও মধ্যে, তা তিনি মানুষই হোন অথবা দেবতাই হোন, ত্যাগ থাকতে পারে, কিন্তু তা মুক্তির কারণ নয়। কেউ মহা শক্তিশালী হতে পারেন, কিন্তু তিনি কালের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ নন। কেউ জড় জগতের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। তাই কেউই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেননি। কারও দীর্ঘ আয়ু থাকতে পারে, কিন্তু মঙ্গল বা সৎ আচরণ নেই। কারও মঙ্গল এবং সৎ আচরণ উভয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর আয়ু স্থির নয়। যদিও শিব আদি দেবতাদের নিত্য জীবন রয়েছে, কিন্তু শ্মশানে বাস করা আদি অশুভ অভ্যাস রয়েছে। আর কেউ যদি সর্বতোভাবে সদ্‌গুণ সম্পন্ন হনও, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত নন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে পূর্ণরূপে বিবেচনা করার পর, লক্ষ্মীদেবী মুকুন্দকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও তিনি (মুকুন্দ) সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁকে (লক্ষ্মীদেবীকে) লাভ করার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিব্য গুণ ও যোগশক্তি সমন্বিত এবং তাই তিনি পরম বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্মীদেবী ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর গলদেশে মধুমত্ত ভ্রমর নিনাদিত নব বিকশিত পদ্মফুলের মালা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তাঁর বক্ষে স্থান লাভ করার আশায় সলজ্জ হাস্য-বিকশিত নয়নে তাঁর পাশে অবস্থান করতে লাগলেন। ভগবান ত্রিজগতের পিতা এবং তাঁর বক্ষঃস্থল সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিজগতের জননী লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান। লক্ষ্মীদেবী তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রভাবে, প্রজা ও লোকপাল দেবতাগণ সহ ত্রিজগতের ঐশ্বর্য বর্ধিত করতে পারেন।

গন্ধর্ব এবং চারণেরা তখন শঙ্খ, তূর্য ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ সহ তাঁরা নৃত্য-গীত করতে শুরু করেছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, অঙ্গিরা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকেরা পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। প্রজাপতি এবং প্রজাগণ সহ সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে অচিরেই সৎ আচরণ এবং দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন।"

"হে রাজন, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে দৈত্য ও দানবেরা দুর্বল, মোহাচ্ছন্ন ও নিরুদ্যম হয়েছিল এবং তার ফলে তারা নির্লজ্জ হয়েছিল। তারপর সুরার অধিষ্ঠাত্রী কমলনয়না বারুণীদেবী উত্থিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে বলি মহারাজ প্রমুখ দানবেরা সেই কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে রাজন, তারপর, কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে থাকলে, এক পরম অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁর শরীর সুদৃঢ়, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ, তাঁর কণ্ঠ শঙ্খের মতো ত্রিরেখাঙ্কিত, তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি তরুণ বয়স্ক, বনমালী এবং তাঁর দেহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত। তিনি পীত বসন এবং সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী। তাঁর কেশাগ্র ভাগ স্নিগ্ধ ও সুকুঞ্চিত এবং তাঁর বক্ষস্থল সুপ্রশস্ত। তাঁর দেহ সর্ব সুলক্ষণ সমন্বিত এবং সিংহের মতো বিক্রমশালী। সেই পুরুষ বলয় শোভিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশসম্ভূত ধন্বন্তরি। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি দেবতাদের অন্যতম।"

"ধন্বন্তরিকে অমৃতকলস বহন করতে দেখে, অসুরেরা সেই কলস এবং তার ভিতর যা কিছু ছিল তা সব লাভ করার ইচ্ছায় বলপূর্বক সেই অমৃতভাণ্ড হরণ করেছিল। অসুরেরা এইভাবে অমৃতকলস হরণ করে নিলে, দেবতারা বিষণ্ণ চিত্তে ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেছিলেন। ভক্তের বাসনা পূর্ণকারী ভগবান দেবতাদের এইভাবে বিষণ্ণ দেখে তাঁদের বলেছিলেন, 'তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি আমার মায়ার দ্বারা অসুরদের বিমোহিত করে তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করব। এইভাবে আমি তোমাদের অমৃত লাভ করার বাসনা পূর্ণ করব।' হে রাজন, তখন অসুরদের মধ্যে কে প্রথম অমৃত পান করবে তা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সকলেই বলেছিল, 'আমি প্রথমে পান করব। আমি প্রথমে পান করব। তুমি প্রথমে পান করতে পারবে না। তুমি পান করতে পারবে না।' কোন কোন অসুর বলেছিল, 'দেবতারাও ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিল। এখন সনাতন ধর্ম অনুসারে, যেহেতু সার্বজনীন যজ্ঞে সকলেরই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, তাই দেবতাদেরও অমৃতের ভাগ পাওয়া উচিত।' হে রাজন, এইভাবে দুর্বল অসুরেরা বলবান অসুরদের অমৃত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যিনি যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারেন, তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। নারীরূপে ভগবানের এই মোহিনীমূর্তি অবতার পরম মনোরম। তাঁর অঙ্গকান্তি নব-বিকশিত নীল কমলের মতো এবং তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর কর্ণযুগল সমান আভরণে বিভূষিত, তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত মনোহর, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকাযুক্ত এবং যৌবনের ছটায় পূর্ণ। তাঁর উন্নত স্তনযুগলের প্রভাবে তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ বলে প্রতীত হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তাঁর চতুর্দিকে গুঞ্জন করছিল এবং তার ফলে তাঁর নয়নযুগল চঞ্চল হয়েছিল। তাঁর সুন্দর কেশদাম মল্লিকা মালায় ভূষিত। তাঁর কমনীয় গ্রীবা কণ্ঠ আভরণে ভূষিত, তাঁর বাহুযুগল অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর দেহ নির্মল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাঁর নিতম্ব এক সৌন্দর্যের সমুদ্রে দুটি দ্বীপের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর চরণ নূপুরের দ্বারা বিভূষিত। মধুর হাস্য সহকারে ভ্রূযুগল বিচলিত করে তিনি যখন অসুরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন সমস্ত অসুরদের হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ হয়েছিল এবং তারা সকলেই তাঁকে কামনা করেছিল।"

নবম অধ্যায়

মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর অসুরেরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করে অমৃতভাণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং নিক্ষেপ করেছিল। তখন তারা দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাদের দিকে আসছে। সেই পরমা সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে অসুরেরা বলেছিল, "আহা এর সৌন্দর্য কি অপূর্ব, এর অঙ্গকান্তি কি অদ্ভুত, এর যৌবন কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত।" এই কথা বলতে বলতে তারা তাঁকে উপভোগ করার বাসনায় কামার্ত হয়ে, তাঁর প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল। হে সুন্দরী! হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি কার? হে অপূর্বসুন্দর উরুশালিনী, তোমাকে দর্শন করা মাত্র আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। মানুষদের কি কথা, দেবতা, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ এবং লোকপাল প্রজাপতিরাও তোমাকে স্পর্শ করেনি। এমন নয় যে আমরা তোমার পরিচয় জানি না। হে সুন্দর জ্রূশালিনী, বিধাতা নিশ্চয়ই কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই নয় কি? হে সুমধ্যমে, হে সুন্দরী, আমরা একটি বস্তু অর্থাৎ অমৃতভাণ্ড নিয়ে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছি। আমরা এক কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরস্পর বিবাদ করে শত্রু হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাদের এই বিবাদের সমাধান কর। দেবতা এবং দানব আমরা সকলেই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান এবং তার ফলে আমরা ভ্রাতারূপে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে নিজেদের পৌরুষ প্রদর্শন করছি। তাই আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে এই অমৃত সমানভাবে বিতরণ করে তুমি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দাও।"

"এইভাবে দৈত্যদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে মায়া রচিত মোহিনীমূর্তি ধারণকারী ভগবান হাস্য সহকারে মনোহর কটাক্ষে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলেন।"

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান অসুরদের বললেন—"হে কশ্যপ-তনয়গণ, আমি একটি বেশ্যা। আপনারা আমাকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও রমণীকে বিশ্বাস করেন না। হে অসুরগণ, বানর, শৃগাল এবং কুকুরদের যৌন সম্পর্কের যেমন কোন স্থিরতা নেই এবং তারা প্রতিদিন নতুন নতুন সঙ্গিনীর অন্বেষণ করে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোকেরাও তেমন। এই প্রকার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনও স্থায়ী হয় না। সেটিই পণ্ডিতদের মত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মোহিনীমূর্তির এই প্রকার পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে সমস্ত অসুরেরা আশ্বস্ত হয়েছিল এবং গম্ভীরভাবে হেসে তারা সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল। তারপর ভগবান সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করে, ঈষৎ হেসে মধুর বচনে বললেন—'হে অসুরগণ, আমি অমৃত বিভাগের ব্যাপারে ভাল-মন্দ যা করি না কেন, যদি তোমরা তা অঙ্গীকার কর, তা হলে আমি এই অমৃত তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।' অসুর-নায়কেরা বিচক্ষণ ছিল না। তাই মোহিনীমূর্তির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে, 'হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক', এই বলে তারা তাঁর বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিল। দেবতা এবং অসুরেরা উপবাস করে স্নান করেছিল এবং তারপর ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সদস্যদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের যথাযোগ্য উপহার প্রদান করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে দেবতা এবং অসুরেরা শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর তাঁদের নিজের নিজের রুচি অনুসারে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হয়ে পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা সুশোভিত এবং ধূপের সৌরভে আমোদিত সভাগৃহে দেবতা এবং দানবেরা পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত, গুরু নিতম্বের ভারে মন্থর গতি, মদবিহ্বল নয়না, কুম্ভসদৃশ স্তন এবং হাতির শুঁড়ের মতো সুডৌল উরু সমন্বিতা মোহিনী অমৃতকলস হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাক, কপোল এবং স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণ তাঁর মুখমণ্ডলকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর চলার সময় তাঁর স্তন থেকে শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল। দেবতা এবং দানবেরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অসুরেরা স্বভাবতই সর্পের মতো ক্রূর। তাদের অমৃত দান করা সর্পকে দুগ্ধদান করার মতোই অন্যায্য বলে বিবেচনা করে অচ্যুত ভগবান অসুরদের অমৃতের ভাগ প্রদান করলেন না। মোহিনীমূর্তিরূপী জগৎপতি ভগবান দেবতা এবং দানবদের স্থিতি অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়েছিলেন। ভগবান অমৃতকলস হাতে নিয়ে প্রথম অসুরদের কাছে গিয়েছিলেন এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের প্রসন্নতা বিধান করে অমৃত থেকে বঞ্চনা করেছিলেন। তারপর তিনি দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

"হে রাজন্, অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সেই রমণী ন্যায় অন্যায় যা-ই করুক না কেন, তাই তারা অনুমোদন করবে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য, তাদের সাম্যভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা গর্হিত বলে, তারা নীরব ছিল। অসুরেরা মোহিনীমূর্তির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের এক প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল। তাই তাদের ভয় ছিল যাতে সেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে না যায়। সেইজন্য তারা তাঁর বাক্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে কিছু বলেনি। চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে যে রাহু, সে দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন রেখে দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং সকলের অলক্ষ্যে এমন কি ভগবানেরও অলক্ষ্যে অমৃত পান করেছিল। কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য রাহুর প্রতি তাঁদের স্থায়ী শত্রুতাবশত তা বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে রাহুর এই প্রতারণা ধরা পড়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীহরি তাঁর ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করেছিলেন। রাহুর মস্তক যখন তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তখন সে অমৃত গলাধঃকরণ করতে না পারার ফলে, তার দেহ অমৃতের স্পর্শ লাভ করতে পারেনি এবং তার ফলে তা অমৃতত্ব লাভ করেনি। রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করার ফলে অমর হয়েছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রাহু যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই সে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়।"

"দেবতাদের অমৃত পান সমাপ্ত হলে, ত্রিভুবনের পরম সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান অসুরশ্রেষ্ঠদের সমক্ষেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও দেবতা এবং অসুরদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থান, কাল, কারণ, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ এবং মতাদর্শ একই ছিল, তবুও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হয়েছিল। দেবতারা সর্বদা ভগবানের পাদপদ্মরেণুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁরা অনায়াসে অমৃতরূপ ফল লাভ করেছিলেন; কিন্তু অসুরেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করায়, তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেনি। মানব-সমাজে বাক্য, মন এবং কর্মের দ্বারা ধন এবং প্রাণ রক্ষা করার জন্য নানা রকম কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই সবই অনুষ্ঠিত হয় নিজের অথবা দেহ সম্পর্কিত বিভ্রান্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেই কার্যকলাপই যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার লাভজনক ফল সকলেই ভোগ করে, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছটিতেই জল দেওয়া হয়।"

✿ ✿ ✿

দশম অধ্যায়

দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, দৈত্য এবং দানবেরা সকলেই পূর্ণ উদ্যমে সমুদ্রমন্থন কার্যে যত্নবান হয়েছিল, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত না হওয়ার ফলে অমৃত পান করতে পারেনি। হে রাজন্, ভগবান সমুদ্র মন্থনের দ্বারা অমৃত উৎপাদন করে, তাঁর প্রিয় ভক্ত দেবতাদের তা পান করিয়ে, সকলের সমক্ষে তাঁর বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"দেবতাদের এই প্রকার পরম ঐশ্বর্য লাভ করতে দেখে, অসুরেরা অসহিষ্ণু হয়ে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে দেবতাদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তারপর, অমৃত পানে অনুপ্রাণিত এবং নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা শরণাগত দেবতারা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হে রাজন্, তখন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ এতই ভয়ানক যে, তা শ্রবণ করলেও রোমাঞ্চ হয়। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা তরবারি, বাণ এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন। শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিকদের তুমুল ধ্বনিতে সেই রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথীরা বিপক্ষের রথীদের সঙ্গে, পদাতিকেরা বিপক্ষের পদাতিকদের সঙ্গে, অশ্বারোহী সৈনিকেরা বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈনিকদের সঙ্গে এবং গজারূঢ় সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল। সৈন্যরা কেউ উটের উপর, কেউ হাতির উপর, কেউ গর্দভের উপর, কেউ শ্বেতমুখ এবং রক্তমুখ বানরের উপর, কেউ বাঘের উপর এবং কেউ সিংহের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করছিলেন। হে রাজন্, অন্য সমস্ত সৈনিকেরা কেউ শকুনি, কেউ ঈগল, কেউ বক, কেউ শ্যেন কেউ ভাস, কেউ তিমিঙ্গিল, কেউ শরভ, কেউ মহিষ, কেউ গণ্ডার, কেউ গাভী, কেউ বৃষ, কেউ গবয় এবং কেউ অরুণের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যেরা শৃগাল, মূষিক, গিরগিটি, শশক, মানুষ, ছাগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হংস এবং শূকরের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে জলচর, স্থলচর ও খেচর এবং বিকট আকার প্রাণীর উপর আরোহণ করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। হে রাজন্, হে পাণ্ডুনন্দন, দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষের যোদ্ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত চন্দ্রাতপ, বিচিত্র ধ্বজা এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিরত্ন খচিত দণ্ডযুক্ত ছত্রে বিভূষিত ছিলেন। তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত পাখা এবং অন্যান্য প্রকার চামরের দ্বারাও সজ্জিত হয়েছিলেন। সেই সমস্ত যোদ্ধাদের উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং তাঁদের বর্ম, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। এইভাবে দুই পক্ষের সৈনিকদের যেন জলজন্তুসমূহে সমাকীর্ণ দুটি সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। সেই যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচনের পুত্র বলি বৈহায়স নামক এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিমানে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, সেই অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত বিমানটি ময়দানব নির্মাণ করেছিল এবং তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র সমন্বিত ছিল। সেই বিমানটি ছিল অচিন্ত্য এবং অবর্ণনীয়। তা কখনও দৃশ্য এবং অদৃশ্য ছিল। সেই বিমানে এক সুন্দর ছত্রের নিচে অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বলি মহারাজকে শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা ব্যজন করা হচ্ছিল এবং তখন তাঁকে ঠিক সর্বদিক আলোকিত করে সন্ধ্যাবেলায় উদীয়মান চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল। বলি মহারাজের চতুর্দিকে সমস্ত অসুর সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ বাহনে উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে ছিল নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি,

ত্রিপুরাধিপ, ময়, পুলোমার পুত্রগণ এবং কালেয় ও নিবাতকবচ আদি অসুরেরা। এই সমস্ত অসুরেরা অমৃতের অংশলাভে বঞ্চিত হয়ে কেবল সমুদ্রমন্থনের ক্লেশভাগী হয়েছিল। এখন, তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা সিংহনাদ করতে করতে তুমুল রবে শঙ্খ বাজাতে লাগল। বলভিৎ বা ইন্দ্র তাঁর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর্শন করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রস্রবণসমূহ যেখানে সর্বদা ক্ষরিত হয়, সেই উদয়গিরিতে আরূঢ় সূর্যদেবের মতো ইন্দ্র তখন মদধারাস্রাবী দিগ্‌হস্তীতে আরোহণ করে শোভা পাচ্ছিলেন। স্বর্গের বিভিন্ন দেবতারা ধ্বজা ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং বিভিন্ন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি সমস্ত দেবতা এবং পার্ষদ সহ সমস্ত লোকপালগণ। দেবতা এবং দানবেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা পরস্পরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তারপর পরস্পরের সমীপবর্তী হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে রাজন্, মহারাজ বলি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কার্তিকেয় তারকাসুরের সঙ্গে, বরুণ হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যমরাজ কালনাভের সঙ্গে, বিশ্বকর্মা ময়দানবের সঙ্গে, ত্বষ্টা শম্বরের সঙ্গে এবং সূর্যদেব বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অপরাজিতদেব নমুচির সঙ্গে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৃষপর্বার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সূর্যদেব বাণ আদি বলি মহারাজের একশ পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং চন্দ্রদেব রাহুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পবনদেব পুলোমার সঙ্গে এবং মহাবলবতী ভদ্রকালীদেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেব জম্ভের সঙ্গে এবং বিভাবসু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভ্রাতা বাতাপি সহ ইল্বল ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্মর্ষ কামদেবের সঙ্গে, উৎকল অসুর মাতৃকা দেবীদের সঙ্গে, বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের সঙ্গে এবং শনি নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মরুতেরা নিবাতকবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, বসুগণ কালকেয় নামক অসুরদের সঙ্গে, বিশ্বদেব দেবতাগণ পৌলোম অসুরদের সঙ্গে এবং রুদ্রগণ ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে, অত্যন্ত বলপূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করেছিলেন। জয় লাভের আশায় তাঁরা সকলে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ এবং তোমরের দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। তারা ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, অষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর এবং ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের মস্তক ছিন্ন করতে লাগলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহন সহ তাঁদের আরোহীদের বাহু, উরু, গলা, পা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের পতাকা, ধনুক, বর্ম এবং অলঙ্কার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল। দেবতা এবং অসুরদের পদাঘাতে এবং রথের চাকার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড ধূলি আকাশে উত্থিত হয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সর্বদিক আচ্ছাদিত করেছিল। কিন্তু তার পরেই রক্তের ধারায় সিক্ত হয়ে সেই ধূলিজাল নিবৃত্ত হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্র তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মস্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হলেও তাঁদের নয়ন ক্রোধযুক্ত ছিল এবং ক্রোধে তাঁরা তাঁদের অধর দংশন করেছিলেন। তাঁদের বিচ্ছিন্ন মস্তক থেকে কিরীট এবং কুণ্ডল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনই, অলঙ্কারে ভূষিত এবং অস্ত্রধৃত বহু হস্ত এবং হাতির শুঁড়ের মতো পা এবং উরু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহু কবন্ধের (মস্তকরহিত দেহের) উৎপত্তি হয়েছিল, যারা তাদের নিপতিত মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছিল এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল। বলি মহারাজ তখন দশটি বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে, তিনটি বাণের দ্বারা ঐরাবতকে, চারটি বাণের দ্বারা ঐরাবতের পাদরক্ষক চারজন অশ্বারোহীকে এবং একটি বাণের দ্বারা হস্তীচালককে আক্রমণ করেছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসতে হাসতে ভল্ল নামক অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেই বাণগুলি প্রতিহত করেছিলেন। ইন্দ্রের অতি সুনিপুণ সামরিক কার্য দর্শন করে, বলি মহারাজ তাঁর ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি তখন শক্তি নামক উল্কার মতো এক জ্বলন্ত অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বলির হাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্র

সেই অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর, বলি মহারাজ একের পর এক শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেগুলি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।"

"হে রাজন্, বলি মহারাজ তখন অন্তর্হিত হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে তখন দেবসৈনিকদের মাথার উপর এক বিশাল পর্বত আবির্ভূত হয়েছিল। সেই পর্বত থেকে দাবানলে দগ্ধ বিশাল বৃক্ষসমূহ, পাষাণ বিদারক অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণাগ্র পাথরের খণ্ডসমূহ দেবসৈনিকদের উপর পতিত হয়ে তাঁদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগল। বৃশ্চিক, বিশাল সর্প এবং অন্যান্য বহু বিষাক্ত জন্তু, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বিশাল হস্তীসমূহ দেবসৈন্যদের উপর পতিত হয়ে সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। শত শত বিবসনা রাক্ষসী এবং রাক্ষসেরা শূলহস্তে সেখানে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, "ছেদন কর! বিদ্ধ কর!" তখন আকাশে প্রবল বায়ু তাড়িত হয়ে ভয়ঙ্কর মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল। বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে সেই মেঘ থেকে অঙ্গার বর্ষিত হতে লাগল। বলি মহারাজের সৃষ্ট এক মহা সংহারক অগ্নি দেবতাদের সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল। অতি প্রচণ্ড বায়ু সহ সেই অগ্নি সাংবর্তক নামক প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভয়ঙ্কর ছিল। তারপর সর্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্থিত সমুদ্রের তরঙ্গ এবং আবর্ত দৃষ্ট হয়েছিল। যুদ্ধে যখন মহা মায়াবী দানবেরা এইভাবে অদৃশ্য থেকে বিবিধ মায়া সৃষ্টি করতে লাগল, তখন দেবসৈনিকেরা বিষণ্ণ হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, দেবতারা যখন অসুরদের সেই মায়ার প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের ধ্যান করেছিলেন এবং বিশ্বভাবন ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করে পীতবসন, নব বিকশিত পদ্মপলাশ লোচন ভগবান তাঁর আট হাতে আটটি অস্ত্র ধারণ করে শ্রী, কৌস্তুভ, মহামূল্যবান কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। জাগ্রত হলে যেমন দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যায়, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে অসুরদের কূটকর্মজনিত মায়া বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

"হে রাজন্, সিংহবাহন কালনেমি গরুড়বাহন ভগবানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনপূর্বক তার শূল ঘূর্ণন করে গরুড়ের মস্তকের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিল। ত্রিলোকেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, সেই অস্ত্রের দ্বারাই কালনেমিকে তার বাহন সিংহ সহ সংহার করেছিলেন। তারপর ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা মালী এবং সুমালী নামক দুই অতি বলবান অসুরদের মস্তক ছিন্ন করে সংহার করেছিলেন। তারপর মাল্যবান নামক আর একটি অসুর ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। তার অতি তীক্ষ্ণ গদা নিয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে সেই অসুরটি পক্ষীরাজ গরুড়কে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আদি পুরুষ ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা সেই শত্রুটিরও মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।"

একাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবতারা যে সমস্ত অসুরেরা পূর্বে তাঁদের পরাস্ত করেছিল, তাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন। পরম শক্তিমান ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলি

মহারাজকে হত্যা করার জন্য তাঁর হস্তে বজ্র গ্রহণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা 'হায়, হায়!' বলে বিলাপ করতে শুরু করেছিল। মনস্বী এবং রণসজ্জায় সুসজ্জিত বলি মহারাজ যখন মহান যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'ওরে মূঢ়, কপট ব্যক্তি যেমন শিশুর চোখ বেঁধে তার ধন অপহরণ করে নেয়, তেমনই তুই মায়ার দ্বারা আমাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করছিস, যদিও তুই জানিস যে আমরা ঐ সমস্ত মায়ার অধীশ্বর। যে সমস্ত মূর্খেরা যোগশক্তি অথবা জড় উপায়ের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা স্বর্গলোক অতিক্রম করে চিজ্জগৎ প্রাপ্ত হতে চায় অথবা মুক্তিলাভ করতে চায়, আমি তাদের পাতাল থেকেও অধঃলোকে নিক্ষেপ করি। আজ, সেই শক্তিমান পুরুষ আমি শতপর্ব সমন্বিত বজ্রের দ্বারা তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। যদিও তুই বহু মায়া সৃষ্টি করতে পারিস, তবুও তুই মন্দবুদ্ধি। এখন তোর জ্ঞাতিবর্গ এবং বন্ধুবান্ধব সহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা কর।' "

বলি মহারাজ উত্তর দিলেন—"এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা কীর্তি, জয়, পরাজয় এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবে। কালের গতি দর্শন করে বিবেকী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য হরষিত হন না অথবা শোক করেন না। তাই, তুমি যেহেতু তোমার জয়ের কারণে হরষিত হচ্ছ, তাই তোমাকে খুব একটা বিচক্ষণ বলে মনে হয় না। তোমরা দেবতারা মনে কর যে তোমরাই হচ্ছ জয় এবং পরাজয়ের কারণ। তোমাদের এই মূর্খতায় সাধুরা তোমাদের জন্য শোক করেন। তাই তোমার বাক্য মর্মপীড়াদায়ক হলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বীরমর্দন বলি মহারাজ নারাচ নামক বাণ তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিলেন। তারপর তিনি পুনরায় কঠোর বাক্যে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন। যেহেতু বলি মহারাজের সেই তিরস্কার বাক্য ছিল সত্য, তাই দেবরাজ ইন্দ্র দুঃখিত না হয়ে, অঙ্কুশ-আহত হস্তীর মতো তাঁর সেই তিরস্কার সহ্য করেছিলেন। শত্রুদমনকারী ইন্দ্র যখন বলি মহারাজকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অব্যর্থ বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বলি মহারাজ ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো তাঁর বিমান সহ ভূতলে পতিত হয়েছিলেন। জম্ভাসুর যখন দেখল, তার সখা বলি ভূপতিত হয়েছে, তখন সে তার বন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্য আচরণ করার জন্য তার শত্রু ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। মহাবলবান, সিংহবাহন জম্ভাসুর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন করে তার গদার দ্বারা ইন্দ্রের কণ্ঠমূলে প্রবল আঘাত করেছিল। সে ইন্দ্রের হস্তীকেও প্রহার করেছিল। জম্ভাসুরের গদার আঘাতে ইন্দ্রের হস্তী অত্যন্ত ব্যথিত এবং ব্যাকুলিত হয়ে জানুর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে মূর্ছা প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজিত ইন্দ্রের রথ নিয়ে এসেছিল। ইন্দ্র তখন তাঁর হস্তী পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করেছিলেন। মাতলির সেবার প্রশংসা করে অসুরশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুর হেসেছিল। তবুও সে তার জ্বলন্ত শূলের দ্বারা মাতলিকে আঘাত করেছিল। সেই বেদনা দুঃসহ হলেও মাতলি ধৈর্য অবলম্বন করে সেই আঘাত সহ্য করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রাঘাতে জম্ভাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।"

"নারদ মুনি যখন জম্ভাসুরের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জম্ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন নমুচি, বল এবং পাক নামক তিনজন অসুর শীঘ্রই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। কর্কশ নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের মর্মস্থল বিদ্ধ করে এই অসুরেরা বর্ষার ধারা যেভাবে পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, ঠিক সেইভাবে বাণ বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করেছিল। বল অসুর ক্ষিপ্র হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সামলে নিয়ে, ইন্দ্রের এক হাজার অশ্বকে একই সময়ে ততগুলি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে আহত করেছিল। পাক নামক আর এক অসুর দুইশত বাণ যুগপৎ ধনুকে যোজন এবং মোচন করে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ রথ এবং মাতলি উভয়কে পৃথকভাবে আবৃত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ঘটনাটি বস্তুতই অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছিল। তারপর নমুচি নামক আর একটি অসুর জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জনকারী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পনেরটি স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল। অন্য অসুরেরা নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁর রথ এবং সারথি সহ বর্ণালোকের

সূর্যের মতো আচ্ছন্ন করেছিল। দেবতারা তাঁদের শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মাঝসমুদ্রে নায়কবিহীন ভগ্নপোত বণিকদের মতো বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেকে শরজালের পঞ্জর থেকে মুক্ত করে তাঁর রথ, অশ্ব, ধ্বজা এবং সারথি সহ নির্গত হয়ে, রাত্রিশেষে সূর্যের মতো স্বীয় তেজে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত দিক বিকশিত করে শোভা পেতে লাগলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত দর্শন করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুদের হত্যা করার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা বল এবং পাকের মস্তক তাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগামীদের সমক্ষে ছেদন করেছিলেন। তার ফলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। হে রাজন্, বল এবং পাকের মৃত্যু দর্শন করে আর এক অসুর নমুচি অত্যন্ত শোকান্বিত ও বিদ্বেষযুক্ত হয়েছিল। তার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার বহু চেষ্টা করতে লাগল। ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে নমুচি অসুর ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শূল গ্রহণপূর্বক চিৎকার করে বলেছিল, 'তুই এখন নিহত হলি।' এইভাবে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি তার অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।"

"হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী শূলটিকে জ্বলন্ত উল্কার মতো পতিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর বাণের দ্বারা সেটি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর বজ্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করার জন্য তার গ্রীবাদেশে আঘাত করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও মহাবেগে সেই বজ্র নমুচির প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও তার ত্বক পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারেনি। যে বজ্র বৃত্রাসুরের দেহও ভেদ করেছিল, তা যে নমুচির গলার ত্বক পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে শত্রুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন তা কোনও দৈব শক্তির প্রভাবে ঘটেছিল কি না।"

ইন্দ্র ভাবলেন—"পূর্বে, অনেক পর্বত যখন তাদের পাখার সাহায্যে আকাশে উড়ত এবং ভূতলে প্রবিষ্ট হয়ে প্রজাদের বিনাশ সাধন করত, তখন আমি এই বজ্রের দ্বারা তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম। বৃত্রাসুর ছিলেন ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ, তবুও এই বজ্র তাঁকে সংহার করেছিল। বস্তুতপক্ষে, কেবল তিনিই নন, অন্য বহু বীর যাঁদের ত্বক পর্যন্ত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা আহত হত না, তাঁরা সকলেই এই বজ্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন। কিন্তু এখন, সেই বজ্র এক তুচ্ছ অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের মতো হলেও তা এখন একটি সাধারণ দণ্ডের মতো অকিঞ্চিৎকর হয়েছে। তাই আমি আর এই বজ্র গ্রহণ করব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্র যখন এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে শোক করছিলেন, তখন একটি দৈববাণী হয়েছিল, "এই অসুর নমুচি কোন শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা নিহত হবে না।"

সেই কণ্ঠস্বর বলল, "হে ইন্দ্র, যেহেতু আমি এই অসুরকে বর দিয়েছি যে শুষ্ক অথবা আর্দ্র কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, তাই তাকে হত্যা করার জন্য তোমাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।"

"সেই দৈববাণী শুনে, কিভাবে সেই অসুরকে বধ করা যায় সেই কথা ইন্দ্র সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন যে ফেনা হচ্ছে তার উপায়, কারণ তা শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয়। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার অস্ত্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন সমস্ত ঋষিরা সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং মালার দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। বিশ্বাবসু এবং পরাবসু নামক দুই গন্ধর্ব-প্রধান পরম আনন্দে গান করতে লাগলেন, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। সিংহ যেভাবে মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইভাবে বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা প্রতিপক্ষ অসুরদের বধ করতে লাগলেন। হে রাজন্, ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে দানবকুল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে চলেছে, তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে পাঠিয়েছিলেন। নারদ দেবতাদের দানব বিনাশ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"তোমরা দেবতারা নারায়ণের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁর কৃপায় তোমরা অমৃত লাভ করেছ। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তোমরা সর্বতোভাবে যশস্বী হয়েছ। অতএব এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীনারদ মুনির বাণী মেনে নিয়ে দেবতারা তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুরেরা অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদ মুনির আদেশে মরণাপন্ন বলি মহারাজকে অস্তগিরি নামক পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত দানব সৈন্যের মস্তক, দেহ এবং অঙ্গ একেবারে বিনষ্ট হয়নি, সেই পর্বতে শুক্রাচার্য তাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা পুনর্জীবিত করেছিলেন। বলি মহারাজ জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি যখন শুক্রাচার্যের কৃপায় তাঁর ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতি ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। তাই যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষাদগ্রস্ত হননি।"

❀ ❀ ❀

দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীহরি স্ত্রীরূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, সেই কথা শুনে বৃষধ্বজ মহাদেব উমা সহ ভূতগণ পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীমধুসূদন যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁর মোহিনীরূপ দর্শন করার জন্য গমন করেছিলেন। উমা সহ মহাদেবকে ভগবান সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্বক ভগবানের পূজা করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'হে দেবদেব, হে জগদ্ব্যাপী, হে জগদীশ, হে জগন্ময়, আপনি সমস্ত বস্তুর মূল নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আপনি জড় নন। বস্তুতপক্ষে, আপনি সমস্ত চেতনের আত্মা বা পরমাত্মা। অতএব, আপনি পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা। হে ভগবান, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অহঙ্কার এবং এই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত সবই আপনার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পরম সত্য, পরমাত্মা এবং পরমব্রহ্ম, তাই জন্ম, মৃত্যু এবং স্থিতি প্রভৃতির পরিবর্তন আপনার মধ্যে নেই। জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জড় বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত বা মহাত্মাগণ নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন।' "

"হে প্রভু, আপনি পরমব্রহ্ম, সর্বতোভাবে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে আপনি নিত্য, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণ আনন্দময়। প্রকৃতপক্ষে আপনার শোকের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই আপনাকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবুও আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কে আপনার থেকে ভিন্ন, কারণ এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কার্য এবং কারণ ভিন্ন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের আদি কারণ এবং আপনি সমস্ত জীবদের বর প্রদান করেন। সকলেই তার কর্মের ফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি সর্বদাই স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি কার্য এবং কারণস্বরূপ। তাই, আপনি দুইরূপে প্রতীত হলেও

আপনি এক। স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার এবং স্বর্ণখনির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; তারা উভয়েই এক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ ভেদ কল্পনা করে থাকে। আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং যেহেতু সমগ্র জগৎ আপনারই সৃষ্ট এবং আপনাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই তা আপনার চিন্ময় গুণের পরিণাম। অতএব ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যার ধারণা ভ্রান্ত। বৈদান্তিক নামে পরিচিত নির্বিশেষবাদীরা আপনাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে মনে করে। মীমাংসক নামক অন্য দার্শনিকেরা আপনাকে ধর্ম বলে মনে করে। সাংখ্য দার্শনিকেরা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এবং সমস্ত দেবতাদেরও নিয়ন্তা পরম পুরুষ বলে মনে করেন। ভগবদ্ভক্তির মার্গ অনুসরণকারী পাঞ্চরাত্রিকেরা আপনাকে নবশক্তি সমন্বিত বলে মনে করেন এবং পতঞ্জলি মুনির অনুগামী পাতঞ্জল দার্শনিকেরা আপনাকে পরম স্বতন্ত্র, অসমোর্ধ্ব ভগবান বলে মনে করেন। হে ভগবান, আমি মহাদেব, ব্রহ্মা, মরীচি আদি ঋষিগণ সত্ত্বগুণে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত এবং এই জগৎ যে কি তা বুঝতে পারি না। সুতরাং অসুর, মানুষ আদি অন্য সমস্ত জীবেরা, যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে (রজ ও তমোগুণে) রয়েছে, তাদের কথা আর কি বলার আছে? তারা কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে? হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ পরম জ্ঞান। আপনি এই জগৎ সম্বন্ধে এবং তার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে সব কিছু জানেন। জীবের যে সমস্ত প্রচেষ্টা এই জড় জগতে তার বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ, তা সবই আপনি জানেন। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করে আবার সেই সঙ্গে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত শরীরেও প্রবেশ করে, আপনিও তেমন সর্বত্রই বিরাজমান এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।"

"হে ভগবান, আপনার চিন্ময় গুণের প্রভাবে আপনি যে সমস্ত অবতারে প্রকাশিত হয়েছেন তা সবই আমি দর্শন করেছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি যে এক অপরূপ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করেছিলেন, তা আমি দর্শন করতে ইচ্ছা করি। হে ভগবান! যে রূপের দ্বারা আপনি দৈত্যদের সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমরা সেই রূপ দর্শন করার বাসনায় এখানে এসেছি। সেই রূপ দর্শন করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শূলপাণি মহাদেব এইভাবে প্রার্থনা করলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হেসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মহাদেবকে বললেন, 'অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড অপহরণ করেছিল, তখন আমি এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণপূর্বক তাদের মোহিত করে দেবতাদের কার্যোদ্ধার করেছিলাম। হে সুরসত্তম, যেহেতু আপনি ইচ্ছা করেছেন, তাই আমি আপনাকে কামার্ত ব্যক্তিদের অত্যন্ত আদরণীয় আমার সেই রূপ দেখাব।' "

"এই কথা বলতে বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন এবং মহাদেব উমা সহ চতুর্দিকে তাঁর চক্ষু সঞ্চালন করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। তারপর, নানাবিধ ফুল এবং অরুণবর্ণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষশোভিত নিকটবর্তী একটি উপবনে মহাদেব এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। তাঁর নিতম্বদেশ উজ্জ্বল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মেখলা শোভিত। সেই কন্দুকের অবক্ষেপণ এবং উৎক্ষেপণ করে সেই রমণীটি যখন খেলছিলেন, তখন তাঁর স্তনদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর সেই স্তনের ভারে এবং ভারী ফুলমালার ভারে মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের মধ্যভাগ যেন প্রতি পদক্ষেপে ভগ্ন হয়ে যাবে, এইভাবে তিনি তাঁর প্রবালতুল্য কোমল চরণ ইতস্তত সঞ্চালন করছিলেন। সেই রমণীর মুখমণ্ডল আয়ত, সুন্দর, চঞ্চল চক্ষুর দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং তাঁর সেই নয়নযুগল কন্দুকের উৎক্ষেপণ এবং অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। দুটি অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল তাঁর উজ্জ্বল গণ্ডদেশকে নীলাভ প্রতিবিম্বের দ্বারা সুশোভিত করেছিল এবং তাঁর এলোমেলো কেশরাশি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও দর্শনীয় করে তুলেছিল। সেই কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁর গায়ের শাড়ি শ্লথ হয়েছিল এবং তাঁর কেশ স্খলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সুন্দর বাম হস্তের দ্বারা তাঁর কেশ বন্ধনের চেষ্টা করছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে কন্দুকে আঘাত করে সেই কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সারা জগৎ বিমোহিত করেছিলেন।"

"মহাদেব যখন সুন্দরী রমণীটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর প্রতি কখনও কখনও দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং লজ্জায় ঈষৎ হেসেছিলেন। সেই সুন্দরী রমণীকে নিরীক্ষিণ করে এবং সেই রমণীকে প্রতিনিরীক্ষণ করতে দেখে মহাদেব তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নী উমা এবং নিকটস্থ তাঁর পার্ষদদের বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁর হাত থেকে কন্দুকটি যখন দূরে পতিত হল, তখন সেই রমণী তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তখন মহাদেবের সমক্ষেই বায়ু হঠাৎ কাঞ্চি সহ তাঁর কটিদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহাদেব দেখলেন, সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর এবং সেই সুন্দরী রমণীও তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাই সেই রমণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে করে, মহাদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন। সেই রমণীর সঙ্গে রমণ করার বাসনায় শিব তাঁর জ্ঞান হারিয়ে তাঁকে পাবার জন্য এমনই উন্মত্ত হয়েছিলেন যে, ভবানীর সমক্ষেই তিনি নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর কাছে গিয়েছিলেন। সেই সুন্দরী রমণী ইতিমধ্যেই বিবসনা হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি যখন দেখলেন শিব তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়েছিলেন; তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেননি। মহাদেবের ইন্দ্রিয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। কামান্ধ হস্তী যেভাবে হস্তিনীর প্রতি ধাবিত হয়, মহাদেবও ঠিক সেইভাবে সেই সুন্দরীর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে, মহাদেব সেই সুন্দরীর চুলের বেণী ধরে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন এবং অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে তাঁর বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছিলেন।"

"হে রাজন্, হস্তীর দ্বারা আলিঙ্গিতা হস্তিনীর মতো সেই ভগবানের যোগমায়া নির্মিতা স্থূল নিতম্বিনী সুন্দরী মহাদেবের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়ে, আলুলায়িত কেশে মহাদেবের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন। কামরূপ শত্রুর দ্বারা বিচলিত হয়ে শিব যেন অদ্ভুতকর্মা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পথ অনুসরণ করতে লাগলেন। মত্ত হস্তী যেমন ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগমন করে, অমোঘবীর্য মহাদেবও তেমন সেই সুন্দরীর অনুসরণ করতে লাগলেন এবং তখন তাঁর বীর্য স্খলিত হয়েছিল। হে রাজন্, পৃথিবীর যে যে স্থানে মহাত্মা শিবের বীর্য পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান স্বর্ণ এবং রৌপ্য খনিতে পরিণত হয়েছিল। মোহিনীকে অনুসরণ করতে করতে শিব নদী, সরোবর, পর্বত, বন ও উপবনে এবং যেখানে ঋষিগণ অবস্থান করতেন, সেই সমস্ত স্থানে গিয়েছিলেন।"

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেবের বীর্য সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হলে, তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়েছেন। তখন তিনি সেই মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শিব নিজের এবং অনন্ত শক্তিমান ভগবানের স্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীশক্তি যে তাঁকে এইভাবে মোহিত করেছিল, সেই জন্য তিনি একটুও আশ্চর্য হননি। শিবকে বিচলিত এবং লজ্জিত না হতে দেখে ভগবান মধুসূদন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন, 'হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি যদিও আমার স্ত্রীরূপা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছেন, তবুও আপনি আপনার স্থিতিতেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অতএব, সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক। হে শম্ভু, এই জড় জগতে আপনি ছাড়া আমার মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারে? জীবেরা সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রভাবের দ্বারা পরাভূত। বস্তুতপক্ষে, তাদের পক্ষে মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া, যে সৃষ্টিকার্যে আমার সহায়তা করে এবং যে প্রকৃতির তিনগুণে প্রকাশিতা, সে আর আপনাকে মোহিত করতে পারবে না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, শ্রীবৎসাঙ্ক ভগবান কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে মহাদেব তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে মহাদেব তাঁর পার্ষদ সহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হে ভারত, তারপর শিব সমস্ত মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত বিষ্ণুর শক্তিরূপা তাঁর পত্নী ভবানীকে সম্বোধন করে আনন্দ সহকারে বলতে লাগলেন, 'হে দেবী, তুমি জন্মরহিত পরদেবতা ও পরম পুরুষ ভগবানের মায়া দর্শন করলে। যদিও আমি তাঁর

অংশাবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবুও আমি তাঁর মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছি। অতএব যারা সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রিত, তাদের আর কি কথা। এক হাজার বছর যোগ অনুষ্ঠান করার পর আমি যখন নিবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি কার ধ্যান করছিলাম। ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ, যাঁর মধ্যে কাল প্রবেশ করতে পারে না এবং যাঁকে বেদ জানতে পারে না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের সময় যিনি তাঁর পৃষ্ঠে বিশাল মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, শার্ঙ্গধন্বা সেই ভগবানের পরাক্রমের কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের এই বর্ণনা যিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁর প্রচেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। বস্তুতপক্ষে, ভগবানের মহিমা কীর্তনই এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে। যিনি যুবতীর রূপ ধারণপূর্বক অসুরদের মোহিত করে, ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন অমৃত দেবতাদের পান করিয়েছিলেন, ভক্ত বাসনাপূর্ণকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাবী মনুদের বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বর্তমান মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব। এই শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। আমি এখন তাঁর পুত্রদের কথা বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মনুর দশ পুত্র যথাক্রমে ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ এবং সপ্তম পুত্র দিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। তারপর তরূষ ও পৃষধ্র এবং দশম পুত্র বসুমান। হে রাজন্, এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর তাঁদের ইন্দ্র। কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—এঁরা সপ্তর্ষি বলে কথিত। ভগবান এই মন্বন্তরে কশ্যপ এবং অদিতির পুত্ররূপে আদিত্যদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি সংক্ষেপে আপনার কাছে সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বললাম। এখন আমি বিষ্ণুর অবতার সহ ভবিষ্যৎ মনুদের কথা বলব।"

"হে রাজন্, আমি পূর্বে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) সংজ্ঞা এবং ছায়া নামক বিশ্বকর্মার দুই কন্যার কথা বলেছি। তাঁরা ছিলেন বিবস্বানের প্রথম দুই পত্নী। কেউ কেউ বলেন, সূর্যের তৃতীয় পত্নীর নাম বড়বা। এই তিন পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিনটি সন্তান—যম, যমী এবং শ্রাদ্ধদেব। এখন আমি ছায়ার সন্তানদের কথা বর্ণনা করব। ছায়ার সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়। তপতী পরে সংবরণ নামক রাজার পত্নী হন। ছায়ার তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চর (শনি)। বড়বার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।"

"হে রাজন্, অষ্টম মন্বন্তর আগত হলে মনু হবে সাবর্ণি। নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সেই সাবর্ণি মনুর পুত্র হবেন। অষ্টম মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা, অমৃতপ্রভা প্রভৃতি দেবতা হবেন। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হবেন। বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি ত্রিভুবন হারিয়েছিলেন। কিন্তু বলি মহারাজ তাঁকে সব কিছু দান করায় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন বলে, পরে বলি মহারাজ জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। ভগবান গভীর প্রীতি সহকারে বলিকে বন্ধন

করে, স্বর্গলোকের থেকেও অধিক ঐশ্বর্য সমন্বিত সুতললোকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বলি মহারাজ এখন সেখানে ইন্দ্রের থেকেও অধিক সুখে অবস্থান করছেন। হে রাজন্, অষ্টম মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা নারায়ণের অবতার ব্যাসদেব, এই সাতজন মহাত্মা সপ্তর্ষি হবেন। এখন তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করছেন। অষ্টম মন্বন্তরে পরম শক্তিমান ভগবান সার্বভৌম দেবগুহ্যের পুত্ররূপে সরস্বতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি পুরন্দরের (দেবরাজ ইন্দ্রের) কাছ থেকে স্বর্গ হরণ করে বলিকে প্রদান করবেন।"

"হে রাজন্, নবম মন্বন্তরে বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি মনু হবেন। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবে। এই নবম মন্বন্তরে পারা, মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা হবেন। অদ্ভুত হবেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। ভগবানের অংশাবতার ঋষভদেব আয়ুষ্মানের পুত্ররূপে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করাবেন।"

"উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হবেন। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র এবং হবিষ্মান প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হবেন। হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। সুবাসন, বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁদের রাজা ইন্দ্র হবেন। বিশ্বসৃষ্টার গৃহে বিষূচীর গর্ভে ভগবানের অংশাবতার বিষ্বক্সেন নামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শম্ভুর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবেন।"

"একাদশ মন্বন্তরে মনু হবেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্মসাবর্ণি। সত্যধর্ম আদি তাঁর দশটি সন্তান হবে। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, নির্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা হবেন। দেবরাজ ইন্দ্র হবেন বৈধৃত এবং অরুণ আদি সপ্তর্ষি হবেন। আর্যকের পুত্র ধর্মসেতু নামে ভগবানের অংশাবতার আর্যকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে এই মন্বন্তরে ত্রিভুবন পালন করবেন।"

"হে রাজন্, দ্বাদশ মনু হবেন রুদ্রসাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন। এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম হবে ঋতধামা এবং হরিত আদি দেবতা হবেন। তপোমূর্তি, তপস্বী, আগ্নীধ্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। ভগবানের অংশাবতার স্বধামা সুনৃতা নামক মাতা এবং সত্যসহা নামক পিতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সেই মন্বন্তর পালন করবেন।"

"আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হবেন। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সুকর্মা, সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা হবেন। দিবস্পতি হবেন স্বর্গের রাজা এবং নির্মোক, তত্ত্বদর্শ আদি সপ্তর্ষি হবেন। দেবহোত্রের পুত্ররূপে যোগেশ্বর নামে ভগবানের অংশাবতার বৃহতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি দিবস্পতির কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করবেন।"

"চতুর্দশ মনুর নাম হবে ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি তাঁর সন্তান হবেন। পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা হবেন। শুচি হবেন দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ আদি মহাতপস্বীগণ সপ্তর্ষি হবেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চতুর্দশ মন্বন্তরে ভগবান সত্রায়ণের পুত্ররূপে বিতানার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। বৃহদ্ভানু নামে বিখ্যাত হয়ে এই অবতার আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করবেন। হে রাজন্, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কালচক্রে আবির্ভূত চতুর্দশ মনুর বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই চতুর্দশ মনুর শাসনকাল এক সহস্র চতুর্যুগ। তাকে বলা হয় কল্প বা ব্রহ্মার একদিন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ভগবন্, হে শুকদেব গোস্বামী, প্রতি মন্বন্তরে মনু আদি যাঁর দ্বারা যে যে কর্মে যেভাবে নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সমস্ত মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সমস্ত দেবতারাই পরম পুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতারদের দ্বারা নিয়োজিত হন। হে রাজন্, আমি পূর্বেই যজ্ঞ আদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের বর্ণনা করেছি। মনু এবং অন্যেরা এই অবতারদের দ্বারা মনোনীত হয়ে, তাঁদের নির্দেশনায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। প্রতি চতুর্যুগের অন্তে মহান ঋষিগণ কালক্রমে সনাতন ধর্ম লুপ্তপ্রায় হতে দেখে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হে রাজন্, তারপর মনুগণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত হয়ে চতুষ্পাদ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যজ্ঞের ফল ভোগ করার জন্য প্রজাপালকগণ অর্থাৎ মনুর পুত্র এবং পৌত্রেরা মন্বন্তরের অবসান পর্যন্ত ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। দেবতারাও সেই সমস্ত যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এবং তার ফলে অসীম ঐশ্বর্য ভোগ করে সমস্ত লোকে যথেষ্ট বারি বর্ষণ করেন এবং ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের পালন করেন। প্রতিটি যুগে ভগবান শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধদের রূপ ধারণ করে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করে কর্মের শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে যোগ শিক্ষা দেন। প্রজাপতি মরীচিরূপে ভগবান প্রজাসৃষ্টি করেন; রাজারূপে তিনি দস্যু-তস্করদের বধ করেন এবং কালরূপে তিনি সব কিছু সংহার করেন। জড় জগতের সমস্ত গুণ ভগবানেরই গুণ বলে বুঝতে হবে। মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে দেখতে পায় না। এক কল্পে বা ব্রহ্মার একদিনে বহু পরিবর্তন হয়, যেগুলিকে বলা হয় বিকল্প। হে রাজন্, সেগুলি আমি আপনার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবান সব কিছুর অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও কেন এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন এবং সেই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন? সেই আপাতবিরোধী আচরণের রহস্য জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, বলি মহারাজ যখন যুদ্ধে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন, তখন ভৃগুমুনির বংশধর শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য মহাত্মা বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, তাঁর সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে তাঁকে সেবা করতে শুরু করেছিলেন। ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রলোক

জয়ের অভিলাষী বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই, তাঁরা বলি মহারাজকে মহা অভিষেকের দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নিতে যখন ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই অগ্নি থেকে স্বর্ণময় ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ কতকগুলি অশ্ব এবং সিংহ চিহ্নিত একটি ধ্বজা উত্থিত হয়েছিল। স্বর্ণখচিত একটি ধনুক, দুটি অক্ষয় তূণীর এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত হয়েছিল। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এমন একটি পুষ্পের মালা দিয়েছিলেন, যা কখনও ম্লান হয় না। শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেছিলেন। বলি মহারাজ এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাঁদের কৃপায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজকে সম্ভাষণপূর্বক প্রণাম করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ শুক্রাচার্য প্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্বক, সুন্দর মালায় ভূষিত হয়ে, কবচের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে ধনুক, খড়্গ, তূণ ধারণ করেছিলেন। স্বর্ণবলয় এবং মরকত মণির কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তিনি যখন রথে উপবেশন করেছিলেন, তখন তিনি আহুনীয় অগ্নির মতো শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি যখন বল, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে তাঁরই সমান তাঁর সৈন্য এবং দৈত্য যূথপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেন তারা আকাশকে গ্রাস করছিল এবং দৃষ্টির দ্বারা দিকসমূহ দগ্ধ করছিল। এইভাবে অসুর সৈন্যদের সমবেত করে বলি মহারাজ পৃথিবী কম্পিত করতে করতে সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছিলেন। সেই ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুভারে অবনত দেববৃক্ষসমূহে পূর্ণ নন্দনকাননের মতো অতীব মনোরম উপবন এবং উদ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়। সেই সমস্ত উদ্যানগুলি কূজন-পরায়ণ বিহঙ্গ-মিথুন এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরে পূর্ণ। সেই পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়। হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডবসমূহে সমাকীর্ণ পদ্মসরোবর সমন্বিত সেই সমস্ত উদ্যানে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিতা সুন্দরী রমণীরা খেলা করেন। সেই পুরী পরিখাস্বরূপ আকাশগঙ্গার দ্বারা এবং অগ্নিবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রাচীরের উপর যুদ্ধস্থানসমূহ বিরচিত ছিল। সেখানকার দরজাগুলি স্বর্ণপট্টের দ্বারা নির্মিত এবং পুরদ্বারগুলি অপূর্ব সুন্দর স্ফটিকের দ্বারা নির্মিত। সেগুলি বিভিন্ন রাজপথের দ্বারা যুক্ত। সেই সমগ্র পুরীটি নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা। সেই নগর অঙ্গন, বিস্তৃত পথ, সভাগৃহ এবং কোটি কোটি বিমানে পূর্ণ ছিল। সেখানকার চতুষ্পথগুলি ছিল মণিময় এবং সেখানে হীরক ও প্রবাল নির্মিত উপবেশনের স্থান ছিল। নিত্য রূপ এবং যৌবন-সম্পন্না, নির্মল বসনা, রূপবতী রমণীগণ অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালিনী হয়ে সেই নগরীতে বিরাজ করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্যামাগুণ সমন্বিতা। সেখানে বায়ু দেবাঙ্গনাদের কেশ থেকে নিপতিত ফুলের সৌরভ বহন করে পথে প্রবাহিত হয়। সেখানে অঙ্গরাগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুর গন্ধযুক্ত সিক্ত শুভ্র ধূমে আচ্ছাদিত পথে পরিভ্রমণ করেন। সেই পুরী মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং সেখানকার প্রাসাদের গম্বুজগুলি মণি ও সুবর্ণময় পতাকা শোভিত ছিল। সেই পুরী সর্বদা ময়ূর, কপোত এবং মধুকরদের গুঞ্জনে নিনাদিত এবং সেখানে বিমানচারিণী সুন্দরী রমণীরা নিরন্তর যে মঙ্গলময় সংগীত গাইতেন তা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। সেই পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনকদুন্দুভি, বেণু, বীণা আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাদিত হওয়ার শব্দে পূর্ণ ছিল। গন্ধর্বদের সংগীতে সেখানে নিরন্তর নৃত্য হত। ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করেছিল। যারা পাপী, খল, জীবহিংসক, শঠ, দাম্ভিক, কামুক এবং লোভী তারা সেই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সমস্ত দোষরহিত ব্যক্তিরাই সেখানে বাস করে। অসংখ্য সৈনিকদের সেনাপতি বলি মহারাজ তাঁর সৈনিকদের দ্বারা সেই ইন্দ্রপুরীর বাইরে চতুর্দিকে অবরোধ করে আক্রমণ করেছিলেন এবং ইন্দ্রপত্নীদের ভয় উৎপাদন করে শুক্রাচার্য প্রদত্ত শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। বলি মহারাজের বিপুল উদ্যম দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

"হে প্রভু, আমাদের পূর্বশত্রু বলি মহারাজ এখন নতুন উদ্যম এবং এমন আশ্চর্যজনক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে যে,

আমাদের মনে হয় তার সেই তেজ হয়ত আমরা প্রতিহত করতে পারব না। বলির এই সামরিক আয়োজন কেউই কোথাও প্রতিহত করতে পারবে না। মনে হচ্ছে যেন সে তাঁর মুখের দ্বারা সমগ্র জগৎ পান করছে, জিহ্বার দ্বারা দশ দিক লেহন করছে এবং চক্ষুর দ্বারা সর্বদিক দহন করছে। সে যেন সংবর্তক নামক প্রলয়াগ্নির মতো উত্থিত হয়েছে। দয়া করে আমাকে বলুন, বলি মহারাজের শক্তি, প্রয়াস, প্রভাব এবং বিজয়ের কারণ কি? তাঁর এই উদ্যম এল কোথা থেকে?"

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—"হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু কিভাবে এত শক্তিশালী হয়েছে তা আমি জানি। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শিষ্য বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে এই অসাধারণ শক্তি প্রদান করেছেন। তুমি অথবা তোমার নিজ জনেরা কেউই পরম শক্তিমান বলিকে জয় করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান ছাড়া কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, কারণ সে এখন ব্রহ্মতেজ সমন্বিত হয়েছে। কেউই যেমন যমরাজের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে না, তেমনই কেউই এখন বলি মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের এই শত্রুর বিপর্যয় না হয়, ততক্ষণ তোমরা সকলে স্বর্গলোক ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে থাক, যেখানে তোমাদের কেউ দেখতে পাবে না। সম্প্রতি বলি মহারাজ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের ফলে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরে সে যখন সেই ব্রাহ্মণদের অপমান করবে, তখন সে সগণে বিনষ্ট হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবতারা তৎক্ষণাৎ বৃহস্পতির সেই কল্যাণকর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে, দৈত্যদের অলক্ষ্যে স্বর্গলোক ত্যাগ করেছিলেন। দেবতারা অন্তর্হিত হলে, বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ ইন্দ্রপুরীতে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভুবন বশীভূত করেছিলেন। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বিশ্ববিজয়ী শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর দ্বারা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বলি মহারাজের কীর্তি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তাঁর পদে চন্দ্রের মতো উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে মহাত্মা বলি মহারাজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।"

ষোড়শ অধ্যায়

পয়োব্রত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, অদিতির পুত্র দেবতারা স্বর্গলোক থেকে অদৃশ্য হলে দৈত্যেরা যখন তাঁদের পদ অধিকার করেছিল, তখন অদিতি অনাথিনীর মতো শোক করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল পর সমাধি থেকে নিবৃত্ত হয়ে মহা শক্তিমান মহর্ষি কশ্যপ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে, অদিতির আশ্রম নিরানন্দময় এবং উৎসব রহিত।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কশ্যপ মুনি যথাযথভাবে সমাদৃত হয়ে আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শোককাতরা পত্নী অদিতিকে বলেছিলেন, 'হে ভদ্রে, এখন কি জগতে ধর্মের, ব্রাহ্মণদের অথবা মৃত্যুর বশবর্তী মানুষদের কোন অমঙ্গল হয়েছে? হে গৃহমেধিনী, গৃহস্থ-আশ্রমে যদি ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রমেও তাঁর কার্যকলাপ একজন যোগীর

মতো। এই ত্রিবর্গের অনুশীলনে কোন ত্রুটি হয়নি তো? অথবা তুমি অত্যন্ত কুটুম্বাসক্ত হওয়ার ফলে অতিথিকে যথাযথভাবে সমাদর না করায় তাঁরা গৃহ থেকে চলে যায়নি তো? যে গৃহ থেকে অতিথি কেবল একটু জলের দ্বারাও সৎকৃত না হয়ে চলে যায়, সেই গৃহ শৃগালের বিবর সদৃশ। হে সতী ভদ্রে, আমি যখন গৃহ থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলাম, তখন কি তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে হোম করনি? অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করার দ্বারা গৃহস্থ তাঁর ঈপ্সিত উচ্চলোক লাভ করতে পারেন, কারণ যজ্ঞাগ্নি এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবতাদের আত্মা শ্রীবিষ্ণুর মুখস্বরূপ। হে মনস্বিনী, তোমার পুত্রেরা কুশলে আছে তো? তোমার শুষ্ক মুখমণ্ডল দর্শন করে আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার চিত্ত অশান্ত হয়েছে। তার কারণ কি?' "

অদিতি বললেন—"হে পরম পূজ্য ব্রহ্মজ্ঞানী পতিদেবতা! ব্রাহ্মণ, গাভী, ধর্ম এবং অন্য মানুষেরা সকলেই কুশলে আছে। হে গৃহস্বামী, সৌভাগ্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে গৃহ স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। হে প্রভু, অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক সকলেই আমার দ্বারা যথাযথভাবে সৎকৃত হয়েছে। যেহেতু আমি সর্বদা আপনার ধ্যান করি, তাই ধর্মের অবহেলার কোন সম্ভাবনা নেই। হে প্রভু, যেহেতু আপনি প্রজাপতি এবং আমার ধর্ম উপদেষ্টা, তাই আমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ থাকতে পারে? হে মরীচি পুত্র, যেহেতু আপনি একজন মহাপুরুষ, তাই আপনার দেহ এবং মন থেকে উদ্ভূত এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত দৈত্য এবং দেবতাদের প্রতি আপনি সমদর্শী। কিন্তু ভগবান যদিও পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। অতএব, হে সুব্রত, দয়া করে আপনি আপনার সেবিকাকে অনুগ্রহ করুন। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যেরা আমাদের ধন, সম্পদ এবং রাজ্য অপহরণ করেছে। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু দৈত্যেরা আমাদের ঐশ্বর্য, শ্রী, যশ এবং বাসস্থান সব কিছুই অপহরণ করেছে। তাদের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে আমি দুঃখ-সাগরে মগ্ন হয়েছি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আপনি কল্যাণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে আমার পুত্রদের প্রতি আপনি কৃপা করুন, যাতে তারা তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে পারে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অদিতি যখন এইভাবে কশ্যপ মুনির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আহা, বিষ্ণু মায়ার কী শক্তি, যার দ্বারা এই জগৎ স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ'।"

কশ্যপ মুনি বললেন—"পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এই জড় দেহটি কি? এটি আত্মা থেকে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে যে জড় উপাদানগুলি দিয়ে দেহটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু দেহের প্রতি আসক্তির ফলে মানুষ কাউকে তার পতি, কাউকে তার পুত্র, ইত্যাদি বলে মনে করে। এই সমস্ত মায়িক সম্পর্কের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। হে অদিতি, তুমি ভগবানকে ভজনা কর। তিনি সকলের প্রভু, তিনি সকলের শত্রুদমনকারী এবং তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই সকলকে সর্বমঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন সমগ্র জগতের গুরু। সেই দীনবৎসল ভগবান তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কারণ ভগবদ্ভক্তি অব্যর্থ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পন্থাই নিষ্ফল। সেটিই আমার অভিমত।"

শ্রীমতী অদিতি বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, কোন্ বিধি অনুসারে আমি সেই জগৎপতির আরাধনা করতে পারি, যার ফলে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাকে ভগবানের আরাধনা করার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, শীঘ্রই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমার পুত্রগণ সহ আমাকে রক্ষা করেন।"

শ্রীকশ্যপ মুনি বললেন—"আমি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি কেশবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে ব্রত আমাকে বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে বলব।"

"ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পর্যন্ত কেবল বারো দিন দুগ্ধ পানপূর্বক পয়োব্রত আচরণ করে, পরম ভক্তি সহকারে কমলনয়ন ভগবানের অর্চনা করবে। যদি বরাহ

বিদারিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তা হলে তার দ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন করে নদীর জলে স্নান করবে এবং স্নান করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। হে মাতা বসুন্ধরা, আপনি থাকবার স্থান অভিলাষ করেছিলেন বলে বরাহরূপী ভগবান আপনাকে রসাতল থেকে উত্তোলন করেছিলেন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত পাপ বিনাশ করুন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তারপর, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন করে, একাগ্র চিত্তে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ, বেদি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবকে পূজা করবে। হে ভগবান, মহত্তম, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান, সকলের আশ্রয়, হে সব কিছুর সাক্ষী, হে বাসুদেব, সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে জড় চক্ষুর অগোচর। আপনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞাতা এবং আপনি সাংখ্যযোগ পদ্ধতির প্রবর্তক। আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর দুইটি মস্তক (প্রায়ণীয় এবং উদায়নীয়), তিনটি পা (সবনত্রয়), চারটি শৃঙ্গ (চতুর্বেদ) এবং সপ্তহস্ত (গায়ত্রী আদি সপ্তছন্দ)। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আত্মা ত্রয়ীবিদ্যা (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড) এবং যজ্ঞরূপে যিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। শিব অথবা রুদ্ররূপে যিনি সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং সর্বভূতের অধিপতি, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হিরণ্যগর্ভ, প্রাণের উৎস, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে অবস্থিত আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত যোগৈশ্বর্যের উৎস যাঁর শরীর, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আদিদেব, সকলের হৃদয়ে সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতরণ করেছেন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পীতবাস, মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ দেহধারী, লক্ষ্মীদেবীর নিয়ন্তা এবং কেশীহন্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি জীবের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন এবং তাই যাঁরা ধীর, তাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করেন। সমস্ত দেবতা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সৌরভের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

কশ্যপ মুনি বললেন—"এই মন্ত্রগুলি জপের দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে আবাহন করে, (পাদ্য, অর্ঘ্য, আদি) পূজার উপকরণের দ্বারা সেই ভগবান কেশব, হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করবে। প্রথমে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে ফুলের মালা, ধূপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চনপূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। তারপর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্য এবং ধূপগন্ধ আদির দ্বারা পুনরায় তাঁর পূজা করবে। সম্ভব হলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সঙ্গে শালি অন্ন নিবেদন করে, মূল মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে। সেই প্রসাদ ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করবে অথবা সেই প্রসাদের কিছু অংশ বৈষ্ণবকে প্রদান করে তারপর স্বয়ং গ্রহণ করবে। তারপর শ্রীবিগ্রহকে আচমন করিয়ে তাম্বুল প্রদান করবে এবং তারপর পুনরায় পূজা করবে। তারপর, একশ আট বার মন্ত্র জপ করে প্রভুর মহিমা স্তব করবে এবং তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আনন্দের সঙ্গে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করবে। শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ফুল এবং জল মস্তকে ধারণ করে, তারপর তা পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করবে। তারপর অন্তত দুজন ব্রাহ্মণকে পায়স ভোজন করাবে। সেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পর যথাযথভাবে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবে, তারপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই রাত্রে ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং তার পরের দিন পুনরায় স্নান করে পবিত্র হয়ে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে একাগ্রতা সহকারে দুধ দিয়ে স্নান করাবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করবে। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে এবং কেবলমাত্র দুধ পান করে এই ব্রত পালন করবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে। প্রতিদিন

ভগবানের পূজা, নৈমিত্তিক কর্ম, হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, এইভাবে বারো দিন পর্যন্ত এই পয়োব্রত পালন করবে। প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করে, ভূমিতে শয়নপূর্বক ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে এই ব্রত পালন করবে। এই সময় জড় বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনর্থক আলোচনা করবে না এবং সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রহিত হয়ে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত হবে। তারপর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রয়োদশীর দিন পঞ্চামৃতের দ্বারা (দুধ, দৈ, ঘি, চিনি এবং মধু) শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাবে। বিত্তশাঠ্য বর্জন করে, মহা আড়ম্বরে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করবে। ঘি, দুধ এবং শস্য দিয়ে চরু প্রস্তুত করে, সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে এবং বিবিধ স্বাদযুক্ত নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করবে। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করবে। বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্যকে এবং (হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা নামক) তাঁর সহকারী পুরোহিতদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দান করে সন্তুষ্ট করবে। এটিই বিষ্ণুর আরাধনার পন্থা বলে জানবে।"

"হে পরম পুণ্যবতী, তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে এবং আচার্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। শ্রীগুরুদেব এবং সহকারী পুরোহিতদের (ঋত্বিকদের) বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী এবং অর্থ দক্ষিণা প্রদান করার দ্বারা সন্তুষ্টিবিধান করবে এবং প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমবেত চণ্ডালদের পর্যন্ত সন্তুষ্টিবিধান করবে। দরিদ্র, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সকলকে বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে যজ্ঞকর্তা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য বা স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করবে। পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা যায়। আমার পিতামহ ব্রহ্মার কাছে আমি এই তথ্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এখন আমি তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।"

"হে পরম সৌভাগ্যবতী, তুমি তোমার মনকে শুদ্ধ চেতনায় স্থির করে, এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা অব্যয় স্বরূপ ভগবান কেশবের ভজনা কর। এই পয়োব্রতকে সর্বযজ্ঞও বলা হয়। অর্থাৎ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আপনা থেকেই অন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এটি সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভদ্রে, এটি সমস্ত তপস্যার সার, এটিই দান এবং এটিই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়। যার দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান তুষ্ট হন, তা-ই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ ব্রত ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। অতএব, হে কল্যাণী, তুমি এই নিয়ম সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রত আচরণ কর। তার ফলে ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।"

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে স্বীয় পতি কশ্যপের দ্বারা উপদিষ্টা হয়ে, অদিতি আলস্য পরিত্যাগ করে দ্বাদশ দিন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে অদিতি ভগবানের চিন্তা করে, বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনরূপ রশ্মির দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদের সংযত

করেছিলেন। তিনি একাগ্র চিত্তে ভগবান বাসুদেবে মন স্থির করে পয়োব্রত আচরণ করেছিলেন। হে রাজন্, তখন অদিতির সম্মুখে চতুর্ভুজ পীতবাস, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আদিপুরুষ ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান যখন অদিতির নেত্রের গোচরীভূত হয়েছিলেন, অদিতি তখন দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন এবং তারপর দণ্ডবৎ ভূপতিত হয়ে ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। অদিতি ভগবানের স্তব করতে সমর্থ না হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নয়নযুগল তখন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল, সারা দেহে রোমাঞ্চের সঞ্চার হতে লাগল এবং ভগবানের দর্শনজনিত গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কম্পিত হতে লাগল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেই দেবী অদিতি গভীর প্রেমে স্খলিত কণ্ঠে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন রমাপতি যজ্ঞেশ্বর জগৎপতিকে তাঁর চক্ষুর দ্বারা পান করছিলেন।"

দেবী অদিতি বললেন—"হে যজ্ঞেশ্বর! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে পুণ্যকীর্তে! হে শ্রবণমঙ্গল নামধারী! হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! হে তীর্থপাদ! বিপন্ন জনগণের দুঃখ উপশমের জন্য আবির্ভূত দীননাথ আপনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। হে ভগবান, আপনি সর্বব্যাপক বিশ্বরূপ এবং এই বিশ্বের পূর্ণ স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। যদিও আপনি জড় তত্ত্বে আপনার শক্তি নিযুক্ত করেন, তবুও আপনি সর্বদা আপনার আদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং কখনও সেই স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ আপনার জ্ঞান অচ্যুত এবং আপনি সর্বদাই যে কোন পরিস্থিতির উপযুক্ত। আপনি কখনও মায়ার দ্বারা মোহিত হন না। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে অনন্ত! আপনি সন্তুষ্ট হলে ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু, স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে ইচ্ছানুরূপ দেহ, অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ, পূর্ণ দিব্য জ্ঞান এবং অষ্ট যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ হতে পারে। অতএব শত্রুজয়ের মতো তুচ্ছ লাভের কি আর কথা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হে ভারত! সর্বভূতের পরমাত্মা কমললোচন ভগবান অদিতির দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে বলেছিলেন, 'হে দেবমাতা! শত্রুদের দ্বারা হৃতসম্পদ এবং বাসস্থান থেকে বিচ্যুত তোমার পুত্রদের মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকাল ধরে যে বাসনা তুমি তোমার মনের মধ্যে পোষণ করেছ তা আমি জানি। হে দেবী! আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি মদোদ্ধত অসুরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধে জয় করে তোমার বাসস্থান এবং ঐশ্বর্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমার পুত্রগণ সহ আমার পূজা করতে ইচ্ছা করছ। ইন্দ্র যাঁদের জ্যেষ্ঠ সেই পুত্রদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত শত্রুদের পত্নীগণকে তাঁদের মৃত পতির সামনে এসে বিলাপ করতে দেখার বাসনা করেছ। তোমার যে পুত্রেরা যশ এবং শ্রী হারিয়েছে, সেই পুত্রেরা সুসমৃদ্ধ হয়ে স্বর্গলোকে পুনরায় বাস করুক—তা তুমি দেখতে ইচ্ছা করছ।' "

"হে দেবমাতা! আমার মনে হয় যে, সমস্ত অসুর যূথপতিরাই প্রায় অজেয়, কারণ, ভগবান যাঁদের সর্বদা অনুগ্রহ করেন সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁরা সুরক্ষিত। তাই তাঁদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা এখন সুখের কারণ হবে না। হে দেবী অদিতি! তবুও যেহেতু আমি তোমার ব্রত অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য আমাকে কোন উপায় অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। কারণ আমার অর্চনা কখনই বিফল হয় না—তা অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর বাসনানুরূপ ফল প্রদান করে। তোমার পুত্রদের রক্ষা করার জন্য তুমি পয়োব্রত পালন করে যথাযথভাবে আমার পূজা করেছ এবং স্তব করেছ। অতএব আমি কশ্যপ মুনির তপস্যায় স্থিত হয়ে স্বাংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করব এবং তোমার অন্য পুত্রদের রক্ষা করব। আমি তোমার পতি কশ্যপের শরীরে অবস্থিত আছি, এইভাবে সর্বদা আমাকে চিন্তা করে তোমার পতির ভজনা কর, যিনি তাঁর তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছেন। হে দেবী! কেউ জিজ্ঞাসা করলেও এই বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করো না। অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় গোপন রাখলেই তা সফল হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কথা বলে ভগবান সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, এই দুর্লভ বর লাভ করে অদিতি কৃতার্থ হয়েছিলেন এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন। অব্যর্থদৃষ্টি কশ্যপ মুনি সমাধিযোগে দর্শন করেছিলেন যে, ভগবানের অংশ তাঁর

মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। বায়ু যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ঘর্ষণ করিয়ে আগুন উৎপাদন করে, তেমনই ভগবানের চিন্ময় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন কশ্যপ মুনি অদিতির গর্ভে তাঁর তেজ সংস্থাপন করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান অদিতির গর্ভে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে ভগবান, আপনার জয় হোক! আপনার কার্যকলাপ অসাধারণ এবং সকলেই আপনার মহিমা কীর্তন করে। হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে ত্রিগুণাধীশ, আপনাকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত জীবের হৃদয়ে যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সেই সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ত্রিভুবন তাঁর নাভিতে বিরাজ করে, তবুও তিনি ত্রিভুবনের অতীত। পূর্বে আপনি পৃশ্নির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে পরম স্রষ্টা, যাঁকে কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আদি, মধ্য এবং অন্ত। বেদে আপনি অনন্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানরূপে পূজিত। হে প্রভু, গভীর স্রোত যেমন তৃণ, পল্লব আদি আকর্ষণ করে, তেমনই আপনি কালরূপে এই জগতের সকলকে আকর্ষণ করেন। হে ভগবান, আপনি স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত জীবের আদি জনক। আপনি প্রজাপতিদের জনক। হে প্রভু, নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির একমাত্র ভরসা, তেমনই আপনি স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের একমাত্র আশ্রয়।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের কর্ম এবং বীর্য সম্বন্ধে স্তব করলে, জন্ম-মৃত্যু রহিত ভগবান অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর চতুর্ভুজ শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র শোভিত, তাঁর পরনে পীতবসন এবং তাঁর চোখ দুটি যেন পূর্ণবিকশিত কমলদলের মতো। ভগবানের দেহ শ্যামবর্ণ এবং সর্বতোভাবে মায়ামুক্ত। মকরকুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখপদ্ম অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, হাতে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, মাথায় মুকুট, কটিদেশে মেখলা, বক্ষে যজ্ঞসূত্র এবং পায়ে নূপুর শোভা পাচ্ছিল। ভগবানের গলদেশ এক অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত ফুলমালায় সুশোভিত ছিল এবং সেই ফুলগুলি অত্যন্ত সুবাসিত হওয়ার ফলে, মধুকরকুল মধুলোভে গুঞ্জন করতে করতে তাঁর চতুর্দিকে উড়ছিল। কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি ধারণ করে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর কান্তি প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার দূর করেছিল। তখন সর্বদিক, নদী, সাগর আদি জলাশয় এবং সকলের হৃদয় নির্মল হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতু তাদের নিজ নিজ গুণ প্রদর্শন করেছিল এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা হরষিত হয়েছিল। দেবতা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত গিরিপর্বত আনন্দে মগ্ন হয়েছিল। শ্রবণ দ্বাদশীর দিন (ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী) যখন চন্দ্র শ্রবণস্থ হয়েছিল, অভিজিৎ নক্ষত্রে পরম শুভলগ্নে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবানের আবির্ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে মনে করে, সূর্য থেকে শনি পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহ অত্যন্ত উদার ও মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল।"

"হে রাজন্! দ্বাদশী তিথিতে ভগবান যখন আবির্ভূত

হয়েছিলেন, সূর্য তখন মধ্য গগনে ছিল। পণ্ডিতেরা তা জানেন। এই দ্বাদশী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতির ঐক্যতান ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল। তখন অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান গেয়েছিলেন এবং মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃ ও অগ্নিদেবগণ ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভুজঙ্গ এবং দেবতাদের অনুচরগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করে নৃত্য করতে করতে অদিতির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করেছিল। অদিতি যখন দেখলেন যে, ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর ধারণ করে তাঁর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁকে দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়ধ্বনি করেছিলেন। ভগবান অলঙ্কার এবং অস্ত্রসহ তাঁর আদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই নিত্য রূপ জড় জগতে প্রকাশিত নয়, তবুও তিনি এই রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, তাঁর পিতা-মাতার সমক্ষেই একজন নটের মতো তিনি বামন ব্রাহ্মণকুমার হয়েছিলেন। মহর্ষিরা সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে তাঁর জাতকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সেই বামনদেবের উপনয়নের সময় স্বয়ং সূর্যদেব গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ করেছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র দান করেছিলেন এবং কশ্যপ মুনি মেখলা প্রদান করেছিলেন। পৃথিবী তাঁকে কৃষ্ণাজিন দান করেছিলেন, বনস্পতি চন্দ্রদেব তাঁকে ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মচারীর দণ্ড) দান করেছিলেন, তাঁর মা অদিতি তাঁকে কৌপীন বসন দান করেছিলেন এবং স্বর্গ তাঁকে ছত্র দান করেছিলেন।"

"হে রাজন্, ব্রহ্মা সেই অব্যয় পরম পুরুষকে কমণ্ডলু দান করেছিলেন, সপ্তর্ষিগণ কুশ দান করেছিলেন এবং সরস্বতী দেবী রুদ্রাক্ষের মালা দান করেছিলেন। এইভাবে বামনদেবের উপনয়ন হলে, যক্ষরাজ কুবের তাঁকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবতী জগন্মাতা ভবানী দেবী তাঁকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এইভাবে সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি প্রদর্শন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সৌন্দর্য ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সমন্বিত সেই সভার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিল। ভগবান শ্রীবামনদেব যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে অর্চনা করেছিলেন এবং তাতে সমিধের দ্বারা হোম নিবেদন করে যজ্ঞ করেছিলেন।"

"ভগবান যখন শুনলেন, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে বলি মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তখন বলি মহারাজের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ভগবান তাঁর গুরুভারে প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করতে করতে সেখানে গমন করেছিলেন। নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিকটে উদিত সূর্যের মতো বামনদেবকে দর্শন করেছিলেন। হে রাজন্, তখন বামনদেবের তেজের প্রভাবে হতপ্রভ ঋত্বিকগণ, যজমান বলি এবং সভাসদেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, যজ্ঞ দর্শন করার বাসনায় স্বয়ং সূর্যদেব, সনৎকুমার অথবা অগ্নিদেব সমাগত হয়েছেন কি না। ভৃগুবংশীয় পুরোহিতেরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা যখন এইভাবে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন ভগবান বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে নিয়ে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেছিলেন। মৌঞ্জী মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ধারণ করে এবং জটাধারী ব্রাহ্মণ বালকরূপে ভগবান বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর তেজের প্রভাবে সমস্ত পুরোহিত এবং তাঁদের শিষ্যগণ হতপ্রভ হয়েছিলেন। তাঁরা তখন তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে, প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভিনন্দন করেছিলেন। যাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ, সেই ভগবান বামনদেবকে দর্শন করে বলি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আসন প্রদান করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে যিনি পরম সুন্দর সেই ভগবানকে স্বাগত বচনে অভিনন্দিত করে, তাঁর পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক তাঁর অর্চনা করেছিলেন। দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি মহাদেব পরম ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম উদ্ভূত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্মজ্ঞ বলি মহারাজও মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।"

বলি মহারাজ তখন বামনদেবকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক স্বাগত জানাই এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি। আমাদের মনে হয়, আপনি ব্রহ্মর্ষিদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপস্বরূপ। হে ভগবান, যেহেতু আপনি কৃপা করে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! আজ যজ্ঞাগ্নি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজ্বলিত হয়েছে এবং আমি আপনার পাদধৌত জলের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনার ক্ষুদ্র চরণ-কমলের স্পর্শের দ্বারা সারা পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি যেন কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। অতএব, আপনি যা কিছু চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পূজ্যতম, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্ণ, সুসজ্জিত গৃহ, সুস্বাদু আহার্য এবং পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ অথবা যা কিছু আপনি চান, তাই গ্রহণ করুন।"

ঊনবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বলি মহারাজের এই প্রকার মনোমুগ্ধকর বাক্য শ্রবণ করে ভগবান বামনদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ বলি মহারাজ ধর্মের ভিত্তিতে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই ভগবান তখন তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।"

ভগবান বললেন—"হে রাজন্, আপনি যথার্থই মহান, কারণ ঐহিক বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপদেষ্টা এবং পারলৌকিক ধর্মে আপনার শান্ত প্রকৃতির পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার উপদেষ্টা। আপনার বাক্য অতি সত্য এবং তা ধর্মনীতির অনুকূল। আপনার এই আচরণ আপনার বংশের উপযুক্ত এবং তা আপনার যশ বৃদ্ধি করবে। আমি অবগত আছি যে, এখনও পর্যন্ত আপনার বংশে কোন সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি যাচক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দান করেননি। হে বলি মহারাজ! আপনার বংশে কখনও এমন কোন সংকীর্ণহৃদয় রাজার জন্ম হয়নি যিনি তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত বস্তু দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বংশ বিশেষভাবে যশস্বী হয়েছে, প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে, যিনি আকাশে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন। আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছে, যিনি কারও সহায়তা ব্যতীতই একাকী কেবল তাঁর গদা নিয়ে সমস্ত দিক জয় করার জন্য সারা পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাননি। পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার সময় বরাহরূপধারী বিষ্ণু তাঁর সমক্ষে আগত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল এবং বিষ্ণু অতি কষ্টে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব স্মরণ করতে করতে নিজেকে যথার্থই বিজয়ী বলে মনে করেছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী

বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুকে শূল হস্তে কৃতান্তের মতো আসতে দেখে, মায়াবীদের প্রধান এবং কালোচিত কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। আমি যেখানে যেখানে যাব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবদের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করবে। অতএব আমি তার হৃদয়ে প্রবেশ করব, কারণ সে বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলে আমাকে দেখতে পাবে না।"

ভগবান বামনদেব বললেন—"হে দৈত্যরাজ! ভগবান বিষ্ণু এইভাবে নির্ণয় করে তীব্রবেগে তাঁর প্রতি ধাবমান শত্রু হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্বিগ্নচিত্ত ভগবান বিষ্ণু অচিন্ত্য এক সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, হিরণ্যকশিপুর শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নিবাসস্থান শূন্য দেখে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পেয়ে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে গর্জন করতে করতে পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিক, আকাশ, পর্বত-গহ্বর এবং সমুদ্রের মধ্যে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর হিরণ্যকশিপু কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না। বিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, "আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করেও কোথাও আমার ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে দেখতে পেলাম না। অতএব সে নিশ্চয়ই সেখানে গমন করেছে, যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে)।" ভগবান বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত অন্য ব্যক্তিদের ক্রোধ কেবল অহঙ্কার এবং অজ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে। প্রহ্লাদের পুত্র, আপনার পিতা বিরোচন ছিলেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবৎসল। যদিও তিনি জানতেন যে, দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের অনুরোধে তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের দান করেছিলেন। গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা, আপনার পূর্বপুরুষেরা এবং মহাবীরেরা, যাঁরা তাঁদের অতি উদার কার্যকলাপের জন্য বিশাল কীর্তি অর্জন করেছেন, আপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। হে দৈত্যরাজ! এমন বংশে যাঁর জন্ম হয়েছে এবং যিনি উদারভাবে দান করতে সমর্থ, তাঁর কাছে আমি কেবল আমার নিজের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি। হে রাজন্, হে জগৎপতি, আপনি যদিও অত্যন্ত উদার এবং আমি যত ইচ্ছা ভূমি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবুও আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই চাই না। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয় না।"

বলি মহারাজ বললেন—"হে ব্রাহ্মণকুমার, তোমার উপদেশ বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বালক এবং তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তুমি তোমার স্বার্থ সম্বন্ধে বস্তুতই অজ্ঞান। আমি ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর এবং তাই আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা আমাকে তুষ্ট করে তুমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছ, সেই জন্য তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীন। হে বালক, আমার কাছে যে ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হয় না। তাই, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর।"

ভগবান বললেন—"হে রাজন্, ত্রিভুবনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যত বস্তু রয়েছে, সেই সমস্ত বস্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না। আমি যদি ত্রিপাদ ভূমি লাভ করে সন্তুষ্ট না হই, তা হলে নয়টি বর্ষ সমন্বিত একটি দ্বীপ লাভ করেও আমি সন্তুষ্ট হব না, তখন আমার সপ্তদ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে। আমরা শুনেছি যে মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় প্রভৃতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেও সন্তুষ্ট হননি অথবা তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়নি। প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসন্তোষ কখনও সুখ প্রদান করতে পারে না। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে ত্রিভুবন লাভ করেও সুখী হতে পারে না। কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সাই অসন্তোষের কারণ এবং এই অসন্তোষই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি এই সংসার থেকে মুক্ত

হওয়ার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট, তার তেজ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন জল ঢালার ফলে অগ্নির তেজ বিনষ্ট হয়। অতএব, হে রাজন্, দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার কাছে আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি। সেই দানের ফলেই আমি সন্তুষ্ট হব, কারণ প্রয়োজনের অনুরূপ বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বলি মহারাজকে ভগবান এই কথা বললে, বলি মহারাজ হেসে বলেছিলেন, "বেশ, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই গ্রহণ কর।" তারপর বামনদেবকে ভূমি দান করার জন্য সঙ্কল্প করতে তিনি জলপাত্র গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য তখন বিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান বামনদেবকে সব কিছু দান করতে উদ্যত তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন—হে বিরোচন-নন্দন, বামনরূপী এই ব্রহ্মচারী অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। কশ্যপ মুনি এবং অদিতির পুত্ররূপে ইনি দেবতাদের কার্যসাধন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে, তুমি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছ তা তুমি জান না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি না। তার ফলে দৈত্যদের অত্যন্ত অনিষ্ট হবে। এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি, যিনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ এবং জ্ঞান সমস্ত হরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে তিনি তা তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দান করবেন। তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন তাঁকে তা দান করবে, তখন তিনি ত্রিভুবন অধিকার করবেন। হে মূঢ়! তুমি যে কি মহা ভুল করেছ তা তুমি জান না। বিষ্ণুকে সব কিছু দান করলে তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে? বামনদেব তাঁর এক পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী, তারপর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ এবং তারপর বিরাট শরীরের দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করবেন। তখন তাঁর তৃতীয় পদবিক্ষেপের স্থান কোথায় হবে? তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে এবং আমি মনে করি যে, তোমার এই অক্ষমতার ফলে নিশ্চয়ই তোমার নরকে স্থিতি হবে। যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেই প্রকার দানের প্রশংসা করেন না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং কর্ম অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। (যারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।) অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন পালনের জন্য তাঁর বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হন। যদি বল যে তুমি ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেছ, সুতরাং তুমি তা প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বহ্বৃচ-শ্রুতির বাণী আমার কাছে শ্রবণ কর। ওঁ শব্দের দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা সত্য এবং ওঁ শব্দ না থাকলে তা মিথ্যা। বেদে বলা হয়েছে যে, সত্যই এই দেহরূপ বৃক্ষের ফুল এবং ফলস্বরূপ। কিন্তু দেহরূপ বৃক্ষই যদি না থাকে, তা হলে তাতে সত্যরূপ ফুল এবং ফলের সম্ভাবনা থাকে না। মিথ্যা যদি সেই দেহরূপ বৃক্ষের মূল হয়, তা হলে তার সাহায্য ব্যতীত সত্যরূপ ফুল এবং ফল লাভ করা যায় না। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন তা ভূপতিত হয় এবং শুষ্ক হতে শুরু করে, তেমনই যে ব্যক্তি তার দেহের যত্ন নেয় না, যা মিথ্যা বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ মিথ্যাকে যদি উৎপাটিত করা হয়, তা হলে দেহ শুষ্ক হয়ে যায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওঁ শব্দের উচ্চারণ মানুষের ধন-সম্পদের বিয়োগের সূচক, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণের ফলে মানুষ ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, কারণ তা তার ধন-সম্পত্তিকে দূরে নিয়ে যায়। ধন শূন্য হওয়া অতৃপ্তিকর, কারণ তখন মানুষ তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ওঁ শব্দের ব্যবহারের ফলে মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কেউ যখন দরিদ্র ব্যক্তি বা ভিক্ষুককে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করে, তখন তার আত্ম উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপূর্ণ থাকে। অতএব 'না' বলাই নিরাপদ। সেটি মিথ্যা হলেও তা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তা অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করে এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সব সময় বলে যে, তার কাছে কিছু নেই, সে নিন্দিত এবং জীবিত

অবস্থায়ও মৃত অথবা সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত। স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে, পরিহাসে, বিবাহে, জীবিকা অর্জনে, জীবন বিপন্ন হলে, গাভী এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে অথবা শত্রুর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করার সময় মিথ্যা কথা বলা নিন্দনীয় নয়।"

* * *

বিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, কুলগুরু শুক্রাচার্যের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, বলি মহারাজ ক্ষণকাল মৌনভাবে বিচার করে তাঁর গুরুদেবকে বলতে লাগলেন।"

বলি মহারাজ বললেন—"আপনি বলেছেন, যে ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, যশ এবং জীবিকার প্রতিবন্ধক নয়, তাই গৃহস্থদের প্রকৃত ধর্ম। আমিও সেই কথা সত্য বলে মনে করি। আমি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। আমি ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অর্থের লালসায় কিভাবে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি? আমি কিভাবে একজন সাধারণ প্রবঞ্চকের মতো আচরণ করতে পারি, বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণের প্রতি? অসত্য থেকে গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নেই। সেই জন্যই মাতা বসুন্ধরা বলেছিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোন ভার বহন করতে পারি।" আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করতে যেভাবে ভয় করি, নরক, দারিদ্র্য, দুঃখের সমুদ্র, পদচ্যুতি কিংবা মৃত্যু থেকেও আমি ততটা ভীত নই।"

"হে প্রভু, দেখুন, এই জগতের সমস্ত সম্পদ মৃত পুরুষকে পরিত্যাগ করে। অতএব, যে সম্পদ মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যাবে, সেই সম্পদ দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা হোক না কেন? দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটিই ঐতিহাসিক প্রমাণ। অতএব এই সামান্য ভূমি পরিত্যাগে বিবেচনা করার কি আছে?"

"হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সমস্ত মহান দৈত্য রাজারা এই পৃথিবী ভোগ করেছিলেন, কাল তাঁদের সব কিছু হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের সঞ্চিত যশোরাশি হরণ করতে পারেনি। অর্থাৎ কেবল যশ লাভ করারই চেষ্টা করা উচিত। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বহু মানুষ যুদ্ধে ভীত না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু তীর্থস্থান সৃষ্টি করেন যে মহাত্মা তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ধন দান করার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। দান করার ফলে উদার কারুণিক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আরও মঙ্গলজনক হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে আপনার মতো ব্যক্তিকে যখন দান করা হয়। অতএব এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী আমার কাছে যা চাইবেন, আমি তাই তাঁকে দান করব।"

"হে মুনিবর, বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে নিপুণ আপনার মতো মহাত্মারা সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। তাই সেই বিষ্ণু আমাকে সমস্ত বর দান করবার জন্যই আসুন অথবা শত্রুরূপে দণ্ডদান করবার জন্যই আসুন, আমার কর্তব্য তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর অনুরোধ অনুসারে তাঁকে তাঁর প্রার্থিত ভূমি দান করা। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু হলেও ভয়বশত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন। অতএব, যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণরূপে এসেছেন, তাই তিনি যদি অধর্ম সহকারে আমাকে বন্ধন করেন অথবা হত্যাও করেন, তবুও আমি এই শত্রুকেও হিংসা করব না। যদি ইনি উত্তমশ্লোক বিষ্ণুই হন, তা হলে তিনি তাঁর কীর্তি

পরিত্যাগ করবেন না; হয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে বধ করে এই ভূমি গ্রহণ করবেন, নয়তো আমার দ্বারা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর গুরু শুক্রাচার্য ভগবানের প্রেরণাবশত উদারচরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁর বাক্যে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁর আদেশ লঙ্ঘনকারী শিষ্য বলি মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। যদিও তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবুও তুমি নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করছ এবং তাই তুমি এতই উদ্ধত হয়েছ যে, আমার আদেশ লঙ্ঘন করছ। আমাকে এইভাবে উপেক্ষা করার ফলে তুমি অচিরেই তোমার সমস্ত ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।"

"তাঁর গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহাপুরুষ বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিচলিত হননি। তাই, প্রথা অনুসারে তিনি বামনদেবকে প্রথমে জলদান করেছিলেন, তারপর প্রতিশ্রুত ভূমি দান করেছিলেন। মুক্তামালায় শোভিতা বলি মহারাজের পত্নী বিন্ধ্যাবলি তখন ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জন্য জলপূর্ণ স্বর্ণকলস নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যজমান বলি তখন হর্ষভরে ভগবান বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন এবং তারপর বিশ্বপাবন সেই চরণামৃত তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন। তখন স্বর্গস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণেরা বলি মহারাজের নিষ্কপটতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা হাজার হাজার দুন্দুভি বারংবার নিনাদিত করে মহা আনন্দে ঘোষণা করতে লাগলেন—'এই বলি মহারাজ কত মহান এবং তিনি কি সুন্দর কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন। যদিও তিনি জানতেন যে, বিষ্ণু তাঁর শত্রুদের পক্ষপাতী, তবুও তিনি তাঁকে ত্রিলোক দান করেছেন।' "

"তখন অনন্ত ভগবানের বামনরূপ বর্ধিত হতে লাগল। পৃথিবী, আকাশ, দিকসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্র, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা এবং ঋষিগণ সেই বিগ্রহে অবস্থিত ছিল। বলি মহারাজ তখন সমস্ত ঋত্বিক, আচার্য এবং সদস্যগণ সহ ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত বিরাট শরীর দর্শন করেছিলেন। সেই শরীরে সমস্ত স্থূল উপাদান, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার জীব এবং ত্রিগুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আদি ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ছিল। তারপর, ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলি মহারাজ ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পদতলে রসাতল প্রভৃতি অধঃলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জঙ্ঘায় পর্বতসমূহ, জানুতে পক্ষীসমূহ এবং তাঁর উরুতে বায়ুগণকে দর্শন করলেন। বলি মহারাজ দেখলেন ভগবান উরুক্রমের বসনে সন্ধ্যাদেবী, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, কটির সম্মুখভাগে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ নিজেকে, নাভিমণ্ডলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র এবং বক্ষে নক্ষত্ররাজি। হে রাজন্, তিনি দেখলেন মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয় ও সত্য বাক্য, মনে চন্দ্র, বক্ষে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, কণ্ঠে সমস্ত বেদ এবং সমস্ত শব্দরাজি, বাহুতে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ, কর্ণদ্বয়ে দিকসমূহ, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে সূর্য, বদনে অগ্নিদেব। তাঁর বাক্যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র, জিহ্বায় বরুণদেব, ভ্রূযুগলে বিধি-নিষেধ, চোখের পলকের উন্মীলন এবং নিমীলনে দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ, অধরে লোভ। হে রাজন্, তাঁর স্পর্শে কাম, তাঁর বীর্যে সলিল, পৃষ্ঠে অধর্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাসিতে মায়া এবং শরীরের রোমরাজিতে ওষধিসমূহ। তাঁর নাড়ীসমূহে নদী, নখে শিলারাশি, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র শরীরে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব। এইভাবে বলি মহারাজ ভগবানের বিরাট শরীরে সব কিছু দর্শন করেছিলেন।"

"হে রাজন্, বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন ভগবানের বিরাটরূপে নিখিল ভুবন, সুদর্শন চক্র, অসহ্য তেজসম্পন্ন মেঘের মতো শব্দশালী শার্ঙ্গ ধনুক দর্শন করেছিল, তখন তারা সকলে তাদের হৃদয়ে খেদ অনুভব করেছিল। তখন মেঘের মতো গভীর নাদযুক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অত্যন্ত বেগবতী কৌমোদকী নামক গদা, বিদ্যাধর নামক অসি, শত শত চন্দ্রাকৃতি ফলকযুক্ত ঢাল এবং অক্ষয়সায়ক নামক শ্রেষ্ঠ তূণ—তাঁরা সকলেই একত্রে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। সমস্ত লোকপালগণ সহ সুনন্দ আদি প্রধান পার্ষদেরা উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকর আকৃতি কুণ্ডল শোভিত ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ছিল। তাঁর পরনে পীতবসন, মেখলা এবং তিনি

মধুকর বেষ্টিত ফুলমালায় শোভিত ছিলেন। হে রাজন্, এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ভগবান ত্রিবিক্রম তাঁর এক পায়ের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী, তাঁর শরীরের দ্বারা আকাশ এবং হস্তের দ্বারা বিভিন্ন দিক আচ্ছাদিত করেছিলেন। ভগবান যখন তাঁর দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা স্বর্গলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন, তখন আর তৃতীয় পদবিক্ষেপের জন্য অণুমাত্র স্থানও ছিল না, কারণ ভগবানের চরণ স্বর্গ থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বদেশে প্রসারিত হতে হতে মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিল।"

❊ ❊ ❊

একবিংশতি অধ্যায়

ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পদ্মফুলে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা যখন দেখলেন, ভগবান বামনদেবের পদ-নখচন্দ্রের ছটায় তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকের দ্যুতি নিষ্প্রভ হয়েছে, তখন তিনি ভগবানের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং সনন্দন প্রমুখ মহাব্রত যোগীরাও তখন ব্রহ্মার সঙ্গে ছিলেন। হে রাজন্, তখন পার্ষদ সহ ব্রহ্মাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। তখন যম, নিয়ম, ন্যায় শাস্ত্র, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি গ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, আয়ুর্বেদাদি উপবেদে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ এবং যাঁরা যোগবায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির বলে কর্মফল দগ্ধ করেছেন, সেই সমস্ত পুরুষগণ, অন্যান্য সত্যলোকবাসীগণ যাঁরা শ্রীহরির সেই পাদপদ্মের স্মরণ করার ফলে কর্মফলের দ্বারা অলভ্য এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করলেন এবং ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল সেই ব্রহ্মা ভক্তিভরে বিষ্ণুর অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন। হে রাজন্, ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল উরুক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম ধৌত করে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হয়েছিল। সেই নদী আকাশে প্রবাহিত হয়ে ভগবানের বিমল কীর্তির মতো ত্রিলোক পবিত্র করছে। ব্রহ্মা এবং বিভিন্ন লোকের সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের পরম প্রভু বামনদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন, যিনি তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপকে ছোট করে তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর পূজার জন্য সমস্ত উপচার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা সুগন্ধি ফুল, জল, পাদ্য, অর্ঘ্য, অগুরু-চন্দন অনুলেপন, ধূপ, দীপ, খই, অক্ষত শস্য, ফল, অঙ্কুর, ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব, জয়ধ্বনি, নৃত্য, বাদ্য, গীত, শঙ্খ এবং দুন্দুভির ধ্বনি সহকারে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববানও তখন সেই উৎসবে সমাগত হয়ে ভেরীর শব্দে সর্বদিকে ভগবান বামনদেবের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন দেখল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প তাদের প্রভুর সর্বস্ব ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার অছিলায় বামনদেব অপহরণ করেছেন, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল।"

"এই বামন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়, এ মায়াবীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণবেশে তার স্বরূপ গোপন করে সে দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে। আমাদের প্রভু বলি মহারাজ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁর দণ্ডদানের ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছেন। সেই সুযোগে আমাদের চিরশত্রু বিষ্ণু ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকবেশে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছে। আমাদের প্রভু বলি মহারাজ সর্বদাই সত্যব্রত, বিশেষ করে এখন, যেহেতু তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং দয়াবান, তিনি কখনই

মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। 'তাই আমাদের কর্তব্য এই বামনরূপী বিষ্ণুকে বধ করা। এটিই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রভুর সেবা করার উপায়।' এইভাবে সঙ্কল্প করে বলি মহারাজের অনুচর অসুরেরা বামনদেবকে বধ করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করেছিল।"

"হে রাজন্, স্বভাবত ক্রুদ্ধ অসুরেরা উত্তেজিত হয়ে তাদের শূল, ভল্ল আদি অস্ত্র হাতে নিয়ে বলি মহারাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবান বামনদেবকে বধ করার জন্য ধাবিত হয়েছিল। হে রাজন্, হিংসা-পরায়ণ হয়ে দৈত্যসৈন্যদের আসতে দেখে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুচরেরা হেসেছিলেন। তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে তাঁরা দৈত্যদের নিষেধ করতে লাগলেন। অযুত হস্তীতুল্য বলশালী ভগবৎ-পার্ষদ নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, পতত্রিরাট্ (গরুড়), জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত অসুর-সৈন্যদের বিনাশ করেছিলেন। বলি মহারাজ যখন দেখলেন, তাঁর সৈন্যেরা বিষ্ণুর পার্ষদদের দ্বারা নিহত হচ্ছে, তখন তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপ স্মরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। হে বিপ্রচিত্তি, হে রাহু, হে নেমি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। এক্ষুণি যুদ্ধ বন্ধ কর, কারণ বর্তমান কাল আমাদের অনুকূল নয়। হে দৈত্যগণ, যিনি সমস্ত জীবের সুখ এবং দুঃখ প্রদানকারী সেই ভগবানকে কেউই পৌরুষের দ্বারা পরাস্ত করতে পারে না। ভগবানের প্রতিনিধি কাল, যিনি পূর্বে আমাদের অনুকূল ছিলেন এবং দেবতাদের প্রতিকূল ছিলেন, সেই কাল এখন আমাদের বিপরীত হয়েছেন। কোন জীবই বল, মন্ত্রীদের পরামর্শ, বুদ্ধি, রাজনীতি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধি অথবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ভগবানের প্রতিনিধি কালকে অতিক্রম করতে পারে না। পূর্বে দৈববলে বলীয়ান হয়ে তোমরা বহুবার বিষ্ণুর এই সমস্ত অনুচরদের যুদ্ধে পরাজিত করেছ, আজ তারাই যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে সিংহনাদ করছে। দৈব যদি আমাদের অনুকূল হয়, তা হলে আমরা আবার তাদের পরাজিত করতে পারব। অতএব সেই অনুকূল কালের জন্য প্রতীক্ষা করা কর্তব্য।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, বিষ্ণুর অনুচরদের দ্বারা বিতাড়িত দৈত্যদানবযূথপতিরা তাদের প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করে রসাতলে প্রবেশ করেছিল। তারপর যজ্ঞান্তে সোমরস পানের দিন পক্ষীরাজ গরুড় তাঁর প্রভুর অভিলাষ বুঝতে পেরে, বরুণ পাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন। সর্বোত্তম প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বলি মহারাজকে বন্ধন করলেন, তখন ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।"

"হে রাজন্, ভগবান বামনদেব তখন বরুণপাশে আবদ্ধ নষ্টশ্রী অথচ স্থিরবুদ্ধি, উদার এবং যশস্বী বলি মহারাজকে বলেছিলেন। হে দৈত্যরাজ, তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, কিন্তু আমি দুই পদেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছি। এখন আমার তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করব তা তুমি স্থির কর। নক্ষত্রগণ সহ সূর্য ও চন্দ্র যতদূর কিরণ বিতরণ করে এবং যতদূর মেঘ বারি বর্ষণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই সমস্ত ভূমি তোমার অধিকারে রয়েছে। তোমার অধিকৃত ভূমির মধ্যে আমি এক পদবিন্যাসের দ্বারা ভূর্লোক অধিকার করেছি এবং আমার শরীরের দ্বারা সমগ্র আকাশ ও সমস্ত দিক অধিকার করেছি এবং তোমার উপস্থিতিতে আমার দ্বিতীয় পদবিন্যাসের দ্বারা আমি স্বর্গলোক অধিকার করেছি। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে দান না করতে পারায়, তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্রসম্মত। অতএব, তোমার গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে তুমি পাতালে গিয়ে বাস কর। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করে যাচককে বঞ্চিত করে, তার স্বর্গে উন্নীত হওয়া অথবা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, সে নরকে অধঃপতিত হয়। তুমি তোমার ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে আমাকে ভূমি দান করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু তোমার সেই প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্ণ করতে পারনি। তাই এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ মিথ্যা বাক্যের ফলে তুমি কয়েক বছর নরক ভোগ কর।"

❊ ❊ ❊

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অনিষ্ট সাধন করেছিলেন, তবুও বলি মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি বলে মনে করে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

বলি মহারাজ বললেন—"হে উত্তমশ্লোক, হে দেবপূজ্য, আপনি যদি মনে করেন যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অবশ্যই সংশোধন করে সত্যে পরিণত করব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ হতে দিতে পারি না। তাই, দয়া করে আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন। আমি অপযশকে যেভাবে ভয় করি, সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, অর্থাভাব, বরুণপাশ অথবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড থেকেও আমি সেই প্রকার ভীত নই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধু যদিও কখনও কখনও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে দণ্ডদান করেন, তবুও তাঁরা তাঁদের আশ্রিতজনকে কখনও এইভাবে দণ্ডদান করেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু পরম আরাধ্য ভগবান, তাই আমি আপনার প্রদত্ত এই দণ্ডকে সব চাইতে প্রশংসনীয় বলে মনে করি। যেহেতু আপনি পরোক্ষভাবে আমাদের মতো অসুরদের পরম হিতকারী, তাই আপনি শত্রুর ভূমিকা অবলম্বন করে আমাদের পরম হিত সাধন করেন। যেহেতু আমাদের মতো অসুরেরা সর্বদাই প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই হেতু আপনি আমাদের দণ্ডদান করে প্রকৃত সৎপথ দর্শন করার জ্ঞানচক্ষু দান করেন। বহু অসুরেরা আপনার প্রতি নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে অবশেষে মহান যোগীদের লভ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি এক কার্যের দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন এবং তার ফলে যদিও আপনি আমাকে নানাভাবে দণ্ডদান করেছেন এবং বরুণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তবুও আমি একটুও লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করছি না। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার সমস্ত ভক্তদের পূজনীয়। যদিও তিনি তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আপনার শরণাগত হয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। এই জড় দেহের কি প্রয়োজন, যা জীবনান্তে আপনা থেকেই তার মালিককে পরিত্যাগ করে? আত্মীয়-স্বজনের কি প্রয়োজন যারা প্রকৃতপক্ষে ধন অপহরণ করে, যা ভগবানের চিন্ময় সেবায় ব্যবহার করা যেত? পত্নীর কি প্রয়োজন যে কেবল সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ মাত্র এবং পরিবার-পরিজন, গৃহ, দেশ এবং জাতির কি প্রয়োজন? তাদের প্রতি আসক্তি কেবল মূল্যবান আয়ুর অপচয় মাত্র। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুর সংহারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্মকে একমাত্র আশ্রয় জেনে, আপনার অবিনশ্বর এবং অভয় পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। দৈববশত আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে, বলপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যজনিত মোহবশত মরণশীল জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। আমি দৈববশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলি মহারাজ যখন এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, তখন ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের মতো সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন বলি মহারাজ পরম সৌভাগ্যবান, অঞ্জনের মতো কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত কলেবর, পীতবসনধারী, লম্বিতভুজ, পদ্মলোচন, পরম শোভাসম্পন্ন তাঁর পিতামহকে দর্শন করেছিলেন। বরুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারলেন না। পরন্তু তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করে লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ সুনন্দ আদি অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে সেখানে উপবিষ্ট দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হয়েছিল। ভগবানের কাছে এসে ভূপতিত হয়ে, তাঁর মস্তকের দ্বারা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"হে প্রভু, আপনি এই বলিকে মহা সম্পদশালী ইন্দ্র পদ প্রদান করেছিলেন এবং আজ আপনি তা হরণ করলেন। আমার মনে হয় আপনার এই দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই সমান সুন্দর। কারণ এই অতি উচ্চ ইন্দ্রপদ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, অতএব আপনি তার সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করে তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। জড় ঐশ্বর্য এমনই মোহজনক যে, তা বিদ্বান এবং আত্মসংযত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু জগদীশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু দর্শন করতে পারেন। অতএব আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রুতিগোচরেই ভগবানকে বলতে লাগলেন। বলি মহারাজের সাধ্বী পত্নী তাঁর পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করে ভীতা এবং ব্যাকুলিতা হয়েছিলেন। তিনি তখন ভগবান বামনদেবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত বদনে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

শ্রীমতী বিন্ধ্যাবলি বললেন—"হে প্রভু, আপনি আপনার লীলা-বিলাসের আনন্দ আস্বাদনের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ভোগবুদ্ধিবশত এই জগতের উপর প্রভুত্ব আরোপ করে। তারা নিশ্চিতভাবে নির্লজ্জ সংশয়বাদী। মিথ্যা প্রভুত্ব দাবি করে তারা মনে করে যে, তারা দান করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। এই অবস্থায়, জগতের স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা আপনার প্রীতি সাধনের জন্য তারা কি করতে পারে?"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগন্ময়, আপনি বলির যথাসর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন আপনি এঁকে মুক্ত করুন। তিনি আর দণ্ডযোগ্য নন। বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই সব কিছু আপনাকে দান করেছেন। অকাতরে তিনি তাঁর ভূমি, লোক এবং তাঁর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেই সব, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত আপনাকে দান করেছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মে জল, দূর্বা অথবা ফুলের কলি নিবেদন করে, নিষ্কপট ব্যক্তি চিৎ-জগতে উত্তম গতি লাভ করেন। এই বলি মহারাজ ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনাকে অকাতর চিত্তে দান করেছেন। তা হলে কেন তিনি বন্দী হওয়ার কষ্ট ভোগ করবেন?"

ভগবান বললেন—"হে ব্রহ্মা, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তি স্থূলবুদ্ধি এবং উন্মত্ত হয়। তার ফলে সে এই ত্রিভুবনে কাউকে সম্মান করে না, এমন কি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। আমি এই প্রকার ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করি। পরতন্ত্র জীব তার কর্মফলে সংসার-চক্রে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। কোন মানুষ যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা উচ্চকুলে জন্ম, অদ্ভুত কর্ম, যৌবন, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা ধনের গর্বে গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে। যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম আদি ঐশ্বর্য ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক যেহেতু সেগুলি অভিমান এবং দম্ভের মূল কারণ, তবুও এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বিচলিত করে না। বলি মহারাজ দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়েছে, কারণ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তিতে অবিচলিত ছিল। বলি মহারাজ যদিও তার ধন-সম্পদ হারিয়েছে, তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয়েছে, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং গুরুর দ্বারা তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত ছিল এবং সত্যভ্রষ্ট হয়নি। আমি কপটতাপূর্বক ধর্মতত্ত্ব বলেছিলাম, তবুও সে ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, কারণ সে সত্যপ্রতিজ্ঞ।"

"তার মহান সহনশক্তির ফলে আমি তাকে সেই স্থান প্রদান করেছি যা দেবতাদেরও দুর্লভ। সাবর্ণি মন্বন্তরে সে দেবলোকের রাজা ইন্দ্র হবে। সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিরচিত সুতললোকে বাস করবে। সেই স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাই সেখানে মানসিক ক্লেশ, দৈহিক ক্লেশ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাজয় প্রভৃতি উপদ্রব নেই। বলি মহারাজ, এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস কর। হে বলি মহারাজ (ইন্দ্রসেন), এখন তুমি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত সুতললোকে যেতে পার। সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে তুমি শান্তিতে বসবাস কর। তোমার কল্যাণ হোক। সুতললোকে সাধারণ মানুষদের কি কথা, লোকপালেরাও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর দৈত্যেরা যদি তোমার শাসন লঙ্ঘন করে, তা হলে আমার চক্র তাদের সংহার করবে। হে মহাবীর, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমার পার্ষদগণ ও উপকরণ সহ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। অধিকন্তু, সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা দর্শন করতে পারবে। সেখানে আমার পরম প্রভাব দর্শন করার ফলে, দানব এবং দৈত্যদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকণ্ঠার উদয় হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সনাতন পুরুষ ভগবান এইভাবে বললে, সমস্ত সাধুদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকৃত মহামতি বলি মহারাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ভক্তিব্যাকুল চিত্তে কৃতাঞ্জলি সহকারে গদগদবাক্যে বলতে লাগলেন।"

বলি মহারাজ বললেন—"আপনার প্রতি প্রণামেরও কী আশ্চর্য মহিমা। আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রয়াসই শুদ্ধ ভক্তির পরম সিদ্ধি প্রদান করেছে। এই অধঃপতিত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তা দেবতা এবং লোকপালেরাও কখনও লাভ করতে পারেননি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কথা বলে বলি মহারাজ প্রথমে ভগবান শ্রীহরিকে এবং তারপর ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে নাগপাশ (বরুণপাশ) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্নতা সহকারে তাঁর অসুর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। এইভাবে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গের অধিকার প্রদান করে এবং দেবমাতা অদিতির কামনা পূর্ণ করে, ভগবান সমস্ত জগৎ শাসন করতে লাগলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন শুনলেন যে, তাঁর পৌত্র বলি মহারাজ তাঁর বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তখন তিনি ভক্তির আনন্দে উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, আপনি সারা জগতের পূজ্য; এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষেরাও আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন। তবুও আপনি আমাদের অর্থাৎ অসুরদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীও লাভ করতে পারেননি, অতএব অন্যান্য দেবতা অথবা সাধারণ মানুষদের কথা কি আর বলার আছে। হে পরম আশ্রয়! ব্রহ্মা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপী মধু পান করার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু ক্রূর অসুরকুলে উদ্ভূত দুর্বৃত্ত আমরা কিভাবে আপনার কৃপা লাভ করলাম? তা কেবল আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে। হে

ভগবান! আপনার অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আপনার লীলা অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়। সেই অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির ছায়ারূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি সব কিছু জানেন এবং তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। সেটি আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়, কারণ আপনি কল্পবৃক্ষের মতো সকলের বাসনা পূর্ণ করেন।"

ভগবান বললেন—"হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি সুতললোকে গমন কর, ও সেখানে তোমার পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ আনন্দ উপভোগ কর।"

ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—"সেখানে তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম হস্তে সর্বদা আমাকে দর্শন করবে। নিরন্তর আমাকে দর্শন করার আনন্দে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, বলি মহারাজ সহ সমস্ত অসুরনায়কদের অধিপতি বিশুদ্ধমতি প্রহ্লাদ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর নিকটে ঋত্বিকদের (ব্রহ্ম, হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্যু) সভায় উপবিষ্ট শুক্রাচার্যকে সম্বোধন করে ভগবান শ্রীহরি বা নারায়ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত পুরোহিতেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী, অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য, আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী শিষ্য বলি মহারাজের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে দোষ-ত্রুটি হয়েছে তা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে যদি তা বিচার করা হয়, তা হলে সেই ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যাবে।"

শুক্রাচার্য বললেন—"হে ভগবান, আপনি সমস্ত কর্মের প্রবর্তক এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কেউ যদি সর্বতোভাবে আপনার প্রসন্নতা বিধান করে, তা হলে তার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন রকম ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কোথায়? মন্ত্র উচ্চারণে এবং বিধিবিধান অনুশীলনে ত্রুটি থাকতে পারে এবং দেশ, কাল, পাত্র এবং উপকরণের বিষয়েও ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু আপনার নাম সংকীর্তনের প্রভাবে সব কিছু ত্রুটিহীন হয়ে যায়। হে বিষ্ণু, তবুও আপনার আদেশ আমি পালন করব, কারণ আপনার আদেশ পালনই সকলের পক্ষে পরম কল্যাণজনক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহা শক্তিশালী শুক্রাচার্য সসম্মানে ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ সহ বলি মহারাজের যজ্ঞের ত্রুটির সমাধান করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত ভূমি ভিক্ষা করে, ভগবান বামনদেব তাঁর ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে শত্রু কর্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করেছিলেন। সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুবর্গ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ নেতাগণ এবং কার্তিকেয় ও মহাদেব সহ দক্ষ আদি সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা ভগবান বামনদেবকে সকলের পালকরূপে বরণ করেছিলেন। কশ্যপ মুনি এবং তাঁর পত্নী অদিতির আনন্দ বিধানের জন্য এবং লোকপালগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তা করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ইন্দ্রকে যদিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা বলে মনে করা হয়, তবুও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে বেদ, ধর্ম, যশ, ঐশ্বর্য, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গের পালকরূপে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে সব কিছুর পরম প্রভু বলে বরণ করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইন্দ্র ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বর্গলোকের নেতাদের সঙ্গে ভগবান বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান বামনদেবের বাহুর দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করেছিলেন এবং নির্ভয় ও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্তিকেয়, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধগণ এবং যে সমস্ত বিমানচর সেখানে

উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে ভগবান বামনদেবের অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। হে রাজন্, ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা সকলে অদিতি দেবীরও প্রশংসা করেছিলেন।"

"হে কুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান বামনদেবের অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তা শ্রবণ করার ফলে শ্রোতার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মরণশীল মানুষের পক্ষে ভগবান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। যাদের ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, তাদের কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সেই কথা মহর্ষি বশিষ্ঠ কীর্তন করেছেন। কেউ যদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অদ্ভুত কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উচ্চতর লোকে উন্নীত হন অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যান। দেবতাদের, পিতৃদের অথবা মানুষদের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা বিবাহে) যেখানে যেখানে বামনদেবের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান পরম মঙ্গলজনক বলে বুঝতে হবে।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

ভগবানের মৎস্যাবতার

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"ভগবান শ্রীহরি নিত্যকাল তাঁর চিন্ময় পদে অবস্থিত, তবুও তিনি বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি এক মহামৎস্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী, আমি আপনার কাছে সেই মৎস্যাবতারের বিষয়ে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। সাধারণ জীব যেমন কর্মফলের অধীন হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই কি উদ্দেশ্যে ভগবান লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন? মৎস্যরূপ নিশ্চিতরূপে গর্হিত এবং দুঃসহ বেদনাপূর্ণ। হে ভগবন্, এই অবতারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দয়া করে আমাদের কাছে সেই কথা বর্ণনা করুন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক।"

সূত গোস্বামী বললেন—"পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরম শক্তিমান মহাত্মা ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত, বৈদিক শাস্ত্র, ধর্ম এবং জীবনাদর্শের নীতি রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতারমূর্তি ধারণ করেন। বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই ভগবানও কখনও মানুষরূপে এবং কখনও নিকৃষ্ট স্তরের পশুরূপে আবির্ভূত হলেও সর্বদাই গুণাতীত। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। পূর্ব কল্পের অবসানে, ব্রহ্মার দিনান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, তখন প্রলয় হয়েছিল এবং ত্রিলোক তখন সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল। ব্রহ্মার দিনান্তে ব্রহ্মার ঘুম পেলে, তিনি তখন শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক মহান দানব হরণ করেছিল। সেই দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের আচরণ অবগত হয়ে, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীহরি সেই দানবকে সংহার করে বেদ উদ্ধার করার জন্য একটি মৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন।"

"চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক মহান ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র জলপানপূর্বক জীবন ধারণ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই (বর্তমান) কল্পে রাজা সত্যব্রত শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন তপস্যারত রাজা সত্যব্রত যখন কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিল।"

"হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ! দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জল সহ সেই মৎস্যটিকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন সেই মৎস্যটি অত্যন্ত দয়াশীল রাজা সত্যব্রতের কাছে কাতর স্বরে বলতে লাগলেন—হে দীনবৎসল রাজন্। কেন আপনি আমাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করছেন, যেখানে অন্য জলজন্তুরা আমাকে হত্যা করতে পারে? আমি তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত। সেই মৎস্যটি যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা না জেনেই, রাজা সত্যব্রত নিজেকে অনুগৃহীত করার জন্য মহা আনন্দে সেই মৎস্যটির রক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই দয়ালু রাজা সেই মৎস্যের সকাতর বাক্য শ্রবণ করে, তাঁকে একটি কলসের জলে রেখে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই মৎস্যটি এক রাত্রেই এত বর্ধিত হয়েছিলেন যে, সেই কমণ্ডলুতে তিনি আর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছিলেন না। তিনি তখন রাজাকে এইভাবে বলেছিলেন। হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারব, সেই প্রকার একটি বৃহৎ জলাশয়ের অন্বেষণ করুন। তখন রাজা সে মৎস্যটিকে কমণ্ডলু থেকে বার করে নিয়ে একটি বিশাল কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই মৎস্যটি তিন হস্ত পরিমাণ বর্ধিত হয়েছিলেন।"

মৎস্যটি তখন বলেছিলেন—"হে রাজন্, এই জলাশয়টি আমার সুখে বাস করার উপযুক্ত নয়। দয়া করে আপনি আমাকে আরও বিস্তৃত একটি জলাশয় প্রদান করুন, কারণ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে কূপ থেকে উত্তোলন করে একটি সরোবরে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যটি তৎক্ষণাৎ সেই জলের সীমা অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্! আমি এক বিশাল জলচর, তাই এই জলাশয় আমার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এখন দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করার কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনি আমাকে কোন অক্ষয় সরোবরে স্থাপন করুন।"

"মৎস্যটি এইভাবে অনুরোধ করলে, রাজা সত্যব্রত তখন তাঁকে সব চাইতে বড় জলাশয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্থানও তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায়, রাজা তখন এই মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন।"

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য রাজা সত্যব্রতকে বলেছিলেন—"হে বীর, এই জলে অত্যন্ত বলবান মকর আদি জলজন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।"

"মৎস্যরূপী ভগবানের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করে বিমোহিত রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি কে? আপনি কেবল আমাদের মোহিত করছেন।' হে ভগবান, একদিনেই আপনি শত যোজন পরিমিত বিস্তৃত হয়ে নদী এবং সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত করেছেন। পূর্বে আমি কখনও এই প্রকার জলচরকে দেখিনি অথবা শ্রবণও করিনি। আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি। সমস্ত জীবের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি এখন জলচর রূপ ধারণ করেছেন। হে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের ঈশ্বর। হে পুরুষোত্তম! হে বিষ্ণু! আপনি আমাদের মতো ভক্তদের একমাত্র নায়ক এবং গতি। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার সমস্ত লীলা এবং অবতারগণ সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। তাই হে ভগবান, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, তা আমি জানতে চাই। হে পদ্ম-পলাশলোচন প্রভু! দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন দেবতাদের আরাধনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যেহেতু আপনি সকলের পরম সুহৃদ, পরম প্রিয় এবং পরমাত্মা, তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। সেই জন্য আপনি এই বিচিত্র মৎস্য রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা সত্যব্রত যখন এই কথা বললেন, তখন ভক্তদের মঙ্গল বিধানের জন্য এবং প্রলয়বারিতে লীলা উপভোগ করার জন্য যুগাবসানে মীন রূপধারী ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন, 'হে শত্রু দমনকারী রাজন্! আজ থেকে সপ্তম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে নিমগ্ন হবে। ত্রিভুবন যখন সেই প্রলয় জলে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে উপস্থিত হবে। তারপর হে রাজন্, তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাশি সেই বিশাল নৌকায় সংগ্রহ করবে। তারপর সপ্তর্ষিগণ এবং সর্বপ্রকার জন্তু পরিবেষ্টিত হয়ে, তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করে অকাতরে এবং অনায়াসে মহর্ষিদের তেজের প্রভাবে আলোকিত প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করবে। তারপর প্রবল বায়ুবেগে সেই নৌকা যখন আন্দোলিত হবে, তখন তাকে বাসুকি সর্পের দ্বারা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করবে, কারণ আমি তখন তোমার পাশেই উপস্থিত থাকব।' "

"হে রাজন্! তুমি এবং ঋষিগণ সহ সেই নৌকাকে আকর্ষণ করে ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন রাত্রি পর্যন্ত আমি প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করব। তখন তুমি আমার দ্বারা উপদিষ্ট এবং অনুগৃহীত হবে। পরমব্রহ্ম নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবে। এইভাবে রাজাকে আদেশ দিয়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সত্যব্রত ভগবানের আদিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাজর্ষি তখন পূর্বমুখী কুশ বিস্তার করে ঈশান কোণ অভিমুখী হয়ে মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর, মহা মেঘের নিরন্তর বারি বর্ষণে সমুদ্র বর্ধিত হতে হতে তীরভূমি লঙ্ঘন করে সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করতে লাগল। সত্যব্রত যখন ভগবানের আদেশ স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, একটি নৌকা তাঁর নিকটে আসছে। তখন তিনি সমস্ত ওষধি এবং লতা সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।"

ব্রাহ্মণ ঋষিগণ রাজার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—"হে রাজন্, দয়া করে ভগবান কেশবের ধ্যান করুন। তিনি আমাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন এবং আমাদের মঙ্গল বিধান করবেন। তখন রাজা নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করতে থাকলে, সেই প্রলয় সমুদ্রে একটি বিশাল নিযুত যোজন পরিমিত একশৃঙ্গধারী স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের পূর্ব প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, রাজা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি সর্পের দ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করে, প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।"

রাজা বললেন—"যাঁরা অনাদি কাল থেকে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে এবং অবিদ্যার ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশাময় বদ্ধ জীবনে আবদ্ধ হয়েছে, তাঁরা ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। আমি সেই ভগবানকে পরম গুরুরূপে বরণ করি। এই জড় জগতে সুখী হওয়ার বাসনায় মূর্খ বদ্ধ জীবেরা কর্ম করে, যার ফলে তাদের কেবল দুঃখই ভোগ হয়। কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সুখভোগের ভ্রান্ত অভিলাষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমার গুরুদেব আমার সেই অসৎ মতিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুন। যে ব্যক্তি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের সেবা করা এবং তমোগুণের কলুষ পরিত্যাগ করা, যে গুণের প্রভাবে পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য যেমন অগ্নির সংস্পর্শে সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, জীবও তেমনই ভগবানের সেবার প্রভাবে নির্মল হয়ে তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অব্যয় ভগবান আমাদের গুরু হোন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুরুর গুরু। সমস্ত দেবতা, তথাকথিত গুরু এবং অন্য সমস্ত লোকেরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমবেতভাবে আপনার কৃপার দশ সহস্রভাগের এক ভাগও প্রদান করতে পারে না। তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি। দর্শনে অক্ষম এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে নেতারূপে বরণ করে, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরাই অন্য আর একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের গুরুরূপে বরণ করে। কিন্তু আমরা আত্মতত্ত্ব লাভের অভিলাষী। তাই, আমরা পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমাদের গুরুরূপে বরণ করি, কারণ আপনি সর্বদিকে দর্শন করতে সক্ষম এবং আপনি সূর্যের মতো সর্বজ্ঞ। প্রাকৃত গুরু তার প্রাকৃত শিষ্যকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিষয় ভোগের শিক্ষা প্রদান করে

এবং তার ফলে মূর্খ শিষ্য জড় জগতের অজ্ঞানেই আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আপনি শাশ্বত জ্ঞান দান করেন এবং সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা অতি শীঘ্রই তাঁদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। হে প্রভু! আপনি সকলের পরম সুহৃদ, প্রিয়, নিয়ন্তা, পরমাত্মা, পরম উপদেষ্টা, পরম জ্ঞান প্রদাতা এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী। কিন্তু, আপনি যদিও হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খেরা তাদের কাম-বাসনার ফলে আপনাকে জানতে পারে না। হে ভগবান, আমি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতাদের বরেণ্য এবং পরম ঈশ্বর আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনার উপদেশের দ্বারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, আপনি আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবানকে এইভাবে প্রার্থনা জানালে, প্রলয় সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী আদিপুরুষ ভগবান তাঁকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন। ভগবান এইভাবে রাজা সত্যব্রতকে সাংখ্যযোগ নামক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় (অর্থাৎ ভক্তিযোগ), সেই সঙ্গে তিনি পুরাণ (প্রাচীন ইতিহাস) এবং সংহিতা তাঁর কাছে নিঃশেষে বর্ণনা করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁকে এই সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। নৌকায় উপবিষ্ট ঋষিগণ সহ রাজা সত্যব্রত ভগবান কর্তৃক বর্ণিত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। এই সমস্ত উপদেশ সনাতন বৈদিক শাস্ত্রের (ব্রহ্ম) বাণী। তাই রাজা এবং ঋষিদের পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। প্রলয়ের অবসানে (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে) ভগবান হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ করে নিদ্রা থেকে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় রাজা সত্যব্রত সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই কল্পে তিনি সূর্যদেবের পুত্র বৈবস্বত মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজর্ষি সত্যব্রত এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মৎস্যাবতারের এই মহৎ দিব্য আখ্যান শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মৎস্যাবতার এবং রাজা সত্যব্রতের এই আখ্যানটি কীর্তন করেন, তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় এবং তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।"

"যিনি প্রলয় সলিলে বিচরণ করতে করতে নিদ্রাভিভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে অপহৃত বেদরাশি পুনরায় ব্রহ্মাকে অর্পণ করেছিলেন এবং মহারাজ সত্যব্রত ও মহর্ষিদের বেদের সারমর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিশাল মীনরূপে আবির্ভূত ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত

নবম স্কন্ধ

(মুক্তি)

রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন মনুর শাসনকাল এবং সেই শাসনকালে অনন্তবীর্য ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করতে পেরেছি। দ্রবিড় দেশের ঋষিতুল্য রাজা সত্যব্রত, যিনি পূর্ব কল্পান্তে ভগবানের কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন। আমি এই জ্ঞান আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতিরা তাঁর পুত্র ছিলেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে পেরেছি। হে মহা সৌভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, হে মহান্ ব্রাহ্মণ! দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই সমস্ত রাজাদের বংশ এবং গুণাবলী পৃথকভাবে বর্ণনা করুন, কারণ আমরা সর্বদা সেই কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সমস্ত বিখ্যাত রাজাদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন এবং যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তাঁদের সকলের বিক্রম আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে শত্রুজয়ী মহারাজ! এখন আমার কাছে বিস্তারিতভাবে মনু বংশের বর্ণনা শ্রবণ করুন। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা বর্ণনা করব, কারণ তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ একশ বছর ধরে বর্ণনা করলেও শেষ হবে না। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত প্রাণীদের পরমাত্মা সেই পরম পুরুষই কেবল কল্পান্তে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পরম পুরুষ ভগবানের নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল, সেই পদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির জন্ম হয়েছিল এবং মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়েছিল। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করেন। হে ভারত! বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি নামক দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র লাভের নিমিত্ত মিত্র এবং বরুণ দেবতার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তত্ত্বজ্ঞানী এবং অত্যন্ত শক্তিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার কাছে গিয়ে, প্রণতি নিবেদন করে একটি কন্যা লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। "এখন আহুতি নিবেদন কর," প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে হোতা ঘৃত আহুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন মনুপত্নীর প্রার্থনা স্মরণ করে 'বষট্' শব্দসহ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। মনু পুত্র লাভের জন্য সেই যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পুরোহিত মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যা লাভের সঙ্কল্প করেছিলেন, তার ফলে ইলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা দর্শন করে মনু অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে বলেছিলেন। হে প্রভু! আপনারা সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত পারদর্শী। তা হলে আপনাদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হল কেন? এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের এই প্রকার বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়। আপনারা সকলে সৎ যতচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ। তপস্যার প্রভাবে আপনাদের সমস্ত জড় কলুষ দগ্ধ হয়েছে। দেবতাদের মতো আপনাদের বাক্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তা হলে কেন সঙ্কল্পিত কার্যের এই প্রকার বিপরীত ফল হল? মনু সেই কথা শুনে, হোতার কার্যে যে ব্যতিক্রম হয়েছিল পরম শক্তিমান প্রপিতামহ বশিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সূর্যপুত্রকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তোমার হোতার সঙ্কল্পের বিপর্যয়বশত ব্যভিচারের ফলে তা ঘটেছে। সে যাই হোক, আমার স্বীয় তেজের দ্বারা আমি তোমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করব।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম যশস্বী এবং পরম শক্তিমান বশিষ্ঠ এইভাবে স্থির করে, ইলার পুরুষত্ব কামনায় পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বশিষ্ঠের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার ফলে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদিন কয়েকজন অমাত্য পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করছিলেন। তিনি অঙ্গে কবচ ধারণ করে এবং হস্তে অতি সুন্দর ধনুক ও বিচিত্র শর গ্রহণপূর্বক পশুদের পিছনে ধাবিত হতে হতে অরণ্যের উত্তর দিকে উপনীত হয়েছিলেন। উত্তর দিকে মেরু পর্বতের নিম্নভাগে সুকুমার নামক একটি বন আছে, যেখানে ভগবান শিব উমাসহ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শত্রু দমনকারী সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং তাঁর ঘোটককে ঘোটকী রূপে দর্শন করলেন। তাঁর অনুচরেরা যখন দেখলেন যে তাদের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পরস্পরকে অবলোকন করতে লাগলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে মহা শক্তিমান ব্রাহ্মণ! সেই স্থানটি কেন এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিল? কোন্ ব্যক্তি তা এইভাবে প্রভাবসম্পন্ন করেছিলেন? দয়া করে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, কারণ তা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"একদিন ব্রতপরায়ণ ঋষিরা তাঁদের নিজেদের তেজে সমস্ত অন্ধকার দূর করে, সর্বদিক আলোকিত করে মহাদেবকে দর্শন করতে সেই বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অম্বিকা দেবী তখন বিবসনা ছিলেন, তাই তিনি ঋষিদের দেখে অত্যন্ত লজ্জিতা হয়েছিলেন এবং তাঁর পতির কোল থেকে উঠে শীঘ্রই তাঁর নীবী আচ্ছাদন করেছিলেন। হর-পার্বতীকে রতিক্রিয়ায় রত দেখে, ঋষিরাও সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেছিলেন। সেই জন্য মহাদেব তাঁর পত্নীর প্রীতি বিধানের জন্য বলেছিলেন, 'যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করবে, সে স্ত্রী হয়ে যাবে।' সেই সময় থেকে কোন পুরুষ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। কিন্তু এখন রাজা সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরগণ সহ স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। সুদ্যুম্ন কামভাব উদ্দীপনকারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি অন্য রমণীগণ পরিবৃতা ছিলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁর আশ্রমের সমীপে এই সুন্দরী রমণীটিকে বিচরণ করতে দেখে, তাঁকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেই সুন্দরীও সোমরাজের পুত্র বুধকে পতিত্বে কামনা করেছিলেন। তার ফলে বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছি যে, মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেছিলেন। সুদ্যুম্নের সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার কামনায় বশিষ্ঠ তখন শঙ্করের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব বশিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রীতিবিধানের জন্য এবং পার্বতীর কাছে তাঁর বাণীর সত্যতা রক্ষার জন্য সেই মহর্ষিকে বলেছিলেন, "তোমার শিষ্য সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকবে। এইভাবে সে তার ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবী শাসন করুক।" এইভাবে সুদ্যুম্ন তাঁর গুরুর কৃপায় মহাদেবের বাক্য অনুসারে এক মাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। হে রাজন্, সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিনটি অতি ধার্মিক পুত্র ছিলেন, যাঁরা দক্ষিণাপথের অধিপতি হয়েছিলেন। তারপর বার্ধক্য উপনীত হলে, পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন তাঁর পুত্র পুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, পুত্র সুদ্যুম্ন যখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য বনে গমন করেন, তখন বৈবস্বত মনু (শ্রাদ্ধদেব) আরও পুত্রাভিলাষী হয়ে যমুনার তীরে শত বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারপর, শ্রাদ্ধদেব পুত্র লাভের বাসনায় দেবদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করার ফলে, ঠিক তাঁর নিজের মতো দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই পুত্রদের অন্যতম পৃষধ্র তাঁর গুরুর আদেশে গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাত্রিবেলায় খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান থেকে গাভীদের রক্ষা করতেন। একদিন রাত্রে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন একটি বাঘ গোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেই বাঘটিকে দেখে সমস্ত শয়ান গাভীরা ভয় পেয়ে গোষ্ঠে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল। সেই অতি বলবান ব্যাঘ্রটি যখন একটি গাভীকে আক্রমণ করছিল, তখন গাভীটি ভয়াতুর হয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ অনুসরণ করে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন নক্ষত্রসমূহ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ায় পৃষধ্র গাভীটিকে ব্যাঘ্র বলে মনে করে তাঁর খড়্গের দ্বারা গাভীটির মস্তক ছেদন করেছিলেন। খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে ব্যাঘ্রটির কর্ণ ছিন্ন হয়েছিল, তার ফলে অত্যন্ত ভীত হয়ে পথে রক্ত নিঃসৃত করতে করতে সেই ব্যাঘ্রটিও সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। শত্রুদমনকারী পৃষধ্র মনে করেছিলেন যে, ব্যাঘ্রটি নিহত হয়েছে, কিন্তু সকালবেলায় তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর দ্বারা গাভীটি নিহত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পৃষধ্র যদিও না জেনে সেই অপরাধ করেছিলেন, তবুও তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—'তোমার পরবর্তী জন্মে তুমি ক্ষত্রিয় হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, এই গোবধজনিত অপরাধের ফলে তোমাকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।' তাঁর গুরু কর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে বীর পৃষধ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন। তারপর জিতেন্দ্রিয় হয়ে তিনি মহর্ষিদের অনুমোদিত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।"

"এইভাবে, পৃষধ্র সমস্ত সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়েছিলেন এবং নিস্পৃহভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবে লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে করতে তিনি ভক্তিযোগের প্রভাবে সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সমদর্শী হয়েছিলেন এবং অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি পূর্ণ ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করে, পৃষধ্র ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছিলেন এবং জড় অন্ধ ও বধিরের মতো জড় কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। এইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পৃষধ্র একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন এবং বনে গমন করে তিনি যখন প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করেছিলেন, তখন তাতে তাঁর দেহ দগ্ধ করে তিনি চিন্ময়লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই জড় সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছিলেন এবং তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে তাঁর বন্ধুগণ সহ বনে গমন করেছিলেন এবং স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ ভগবানকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে চিন্তা করে পরম গতি লাভ করেছিলেন। মনুর আর এক পুত্র করূষ থেকে কারূষ নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। কারূষ ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন উত্তর দিকের রাজা। তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, যাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর পুত্র নৃগ থেকে সুমতির জন্ম হয়। সুমতি থেকে ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতি থেকে বসু জন্মগ্রহণ করেন। বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান এবং তাঁর কন্যার নাম ওঘবতী। সুদর্শন সেই কন্যাকে বিবাহ

করেন। নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ঋক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঋক্ষ থেকে মীঢ্বান, মীঢ্বান থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়। ইন্দ্রসেন থেকে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র থেকে সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবা থেকে উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবা থেকে দেবদত্তের জন্ম হয়। দেবদত্ত থেকে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। এই পুত্রটি কানীন ও জাতূকর্ণ্য ঋষিরূপে বিখ্যাত হন।"

"হে রাজন্, অগ্নিবেশ্য থেকে আগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। নরিষ্যন্তের বংশ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশ বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর। দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল। এর পরে যে নাভাগের কথা বর্ণনা করা হবে তার থেকে এই নাভাগ ভিন্ন। এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি এবং তাঁর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ এবং তাঁর পুত্র বিবিংশতি। বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধার্মিক খনীনেত্র। হে রাজন্, এই খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম। করন্ধম থেকে অবীক্ষিৎ নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত, যিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সংবর্ত মরুত্তকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়েছিলেন। রাজা মরুত্তের যজ্ঞের মতো আর কোন যজ্ঞ হয়নি। তাঁর যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী ছিল সুবর্ণময়, সুতরাং তা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করে মত্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে স্বয়ং দেবতাগণ খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, রাজ্যবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং তাঁর পুত্র নর। নরের পুত্র কেবল এবং তাঁর পুত্র ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র তৃণবিন্দু। এই তৃণবিন্দু পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন। অত্যন্ত গুণবতী অলম্বুষা শ্রেষ্ঠা অলম্বুষা অনুরূপ বহু গুণসম্পন্ন তৃণবিন্দুকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে কয়েকটি পুত্র এবং ইলবিলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়। মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা তাঁর পিতার কাছ থেকে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করে, ইলবিলার গর্ভে ধনাধিপতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করেন। তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামক তিনটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশাল বংশ সৃষ্টি করেন এবং বৈশালী নামক পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাযোগীদের প্রাপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশাল রাজার বংশোদ্ভূত রাজারা তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! মনুর আর এক পুত্র শর্যাতি ছিলেন পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রাজা। তিনি অঙ্গিরার বংশধরদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন। শর্যাতির সুকন্যা নামক এক অতি সুন্দরী কমলনয়না কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করে, রাজা শর্যাতি

চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সুকন্যা যখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা হয়ে বনে গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন, তখন তিনি একটি বল্মীকের গর্তে জোনাকির মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন। দৈবের প্রেরণাবশতই যেন সেই কন্যা মুগ্ধা হয়ে একটি কাঁটার দ্বারা সেই জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি বিদ্ধ করেছিলেন এবং বিদ্ধ হওয়া মাত্রই সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র নিরুদ্ধ হয়েছিল। তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শর্যাতি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন। কি আশ্চর্য! আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির কোন অনিষ্ট করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই আশ্রমকে কলুষিত করেছে। সুকন্যা তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আমি কিছু অন্যায় করেছি, কারণ আমি না জেনে একটি কণ্টকের দ্বারা দুটি জ্যোতি বিদীর্ণ করেছি।' তাঁর কন্যার সেই উক্তি শ্রবণ করে রাজা শর্যাতি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন এবং তিনি নানাভাবে স্তবস্তুতির দ্বারা বল্মীকের মধ্যে অবস্থিত চ্যবন মুনিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। সংযত চিত্ত শর্যাতি চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে তাঁর কন্যা সমর্পণ করেছিলেন এবং অতি কষ্টে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মুনির অনুমতি গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অত্যন্ত উগ্র স্বভাব চ্যবন মুনিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা তাঁর হৃদয়গত ভাব অবগত হয়ে, অত্যন্ত সাবধানে সেই অনুসারে কার্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। তারপর, কিছুকাল গত হলে, স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। চ্যবন মুনি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যৌবনত্ব প্রদান করতে, কারণ তাঁরা যৌবন দানে সমর্থ ছিলেন।"

চ্যবন মুনি বললেন—"যদিও আপনারা যজ্ঞে সোমরস পানে বঞ্চিত, আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। দয়া করে আপনারা আমাকে রূপ এবং যৌবন সম্পাদন করে দিন, কারণ তা যুবতী রমণীদের আকৃষ্ট করে। চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "এই সিদ্ধ সরোবরে আপনি নিমগ্ন হোন।" (এই সরোবরে যে স্নান করে তার বাসনা পূর্ণ হয়)। এই কথা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণ শরীর বলীপলিত দেহ অতি বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে নিয়ে হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর, সেই হ্রদ থেকে অতি সুন্দর তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পরম সুন্দর পদ্মমালা, কুণ্ডল এবং সুন্দর বসনে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সৌন্দর্য বিশিষ্ট। সেই পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা কে যে অশ্বিনীকুমার এবং কে তাঁর পতি তা বুঝতে পারলেন না, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সুন্দর। কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে, তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর পতিকে দেখিয়ে দিয়ে ও চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে তাঁরা তাঁদের বিমানে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর, রাজা শর্যাতি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক অতি সুন্দর যুবককে দর্শন করেছিলেন। তাঁর কন্যা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেও, রাজা শর্যাতি তাঁকে আশীর্বাদ না করে অসন্তুষ্ট চিত্তে বলতে লাগলেন। হে অসতী! তুমি কি করতে অভিলাষী হয়েছ? তুমি সর্বজনপূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় পতিকে প্রতারণা করেছ, যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত, তাই তুমি অপ্রিয় পতিকে পরিত্যাগ করে এই যুবকটিকে উপপতিরূপে বরণ করেছ, যে ঠিক একটি পথের ভিক্ষুকের মতো। হে কন্যা, তুমি এক সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার মতি এইভাবে অধোগামী হল কিভাবে? তুমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো এক উপপতির ভজনা করছ? তার ফলে তুমি তোমার পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলকেই ঘোর নরকে পতিত করলে। সুকন্যা কিন্তু তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিতা হয়ে হেসে এই প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগকারী পিতাকে বললেন, 'হে পিতঃ! আমার পার্শ্বস্থিত এই ব্যক্তিটি আপনারই জামাতা ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।' এই বলে সুকন্যা তাঁর পিতাকে চ্যবনের রূপ এবং যৌবন প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তা শুনে শর্যাতি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে কন্যাকে স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।' "

"চ্যবন মুনি তাঁর শক্তিবলে রাজা শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যদিও সোমরস পানে অধিকার ছিল না, তবুও মুনি তাঁদের সোমরসের পূর্ণপাত্র প্রদান করেছিলেন। ইন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে চ্যবন মুনিকে হত্যা করার জন্য তাঁর বজ্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চ্যবন মুনি তাঁর শক্তির বলে বজ্রসহ ইন্দ্রের হস্ত নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক বলে যজ্ঞে সোমরস পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও সেই সময় থেকে দেবতারা তাঁদের সোমরস পান করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। রাজা শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র ছিল। আনর্ত থেকে রেবতের জন্ম হয়।"

"হে শত্রুনাশন মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামক একটি নগরী নির্মাণপূর্বক সেখানে বাস করে আনর্ত প্রভৃতি দেশ পালন করতেন। তাঁর একশত অতি উত্তম পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। ককুদ্মী তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর কন্যার পতি কে হবে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রকৃতির তিনগুণের অতীত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ককুদ্মী যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শ্রবণ করছিলেন এবং তাই ক্ষণকালের জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি। সেই জন্য ককুদ্মী প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং গীতবাদ্যের অবসানে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে পরম শক্তিমান ব্রহ্মা উচ্চহাস্য সহকারে ককুদ্মীকে বলেছিলেন, "হে রাজন, তুমি মনে মনে যাদের তোমার জামাতারূপে স্থির করেছিলে, তারা সকলেই কালের প্রভাবে গত হয়েছে।" সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। যাদের তুমি মনে মনে স্থির করেছিলে তারা এখন গত হয়েছে, এমন কি তাদের পুত্র, পৌত্র এবং গোত্রাদির নাম পর্যন্ত তুমি শুনতে পাবে না।"

"হে রাজন, তুমি যাও, দেবদেব বিষ্ণু যাঁর অংশ সেই মহাবলী বলদেব এখন সেখানে বিরাজ করছেন, তোমার এই কন্যারত্নটি সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর। শ্রীবলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তিনি যেহেতু সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তিনি এখন ভূভার হরণ করার জন্য তাঁর অংশসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

"ব্রহ্মার দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, ককুদ্মী তাঁকে প্রণাম করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুরী শূন্য, কারণ তাঁর ভায়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যক্ষ আদি উচ্চতর জীবদের ভয়ে পুরী পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে অবস্থান করছিলেন। তারপর রাজা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরম শক্তিশালী শ্রীবলদেবকে সমর্পণ করে, নর-নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য আর ফিরে আসবেন না। অতএব তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশ না রেখেই নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিলেন।

নাভাগ যখন তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকে তাঁর সম্পত্তির অংশ বলে নির্দেশ করেছিলেন। নাভাগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে ভ্রাতাগণ, আমার জন্য আপনারা পিতার সম্পত্তির অংশস্বরূপ কি রেখেছেন?' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা তোমার অংশস্বরূপ আমাদের পিতাকে রেখেছি।' কিন্তু নাভাগ যখন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাকে আমার সম্পত্তির অংশরূপে প্রদান করেছেন,' তখন তাঁর পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'হে বৎস! তাদের সেই উক্তি প্রতারণামূলক, তাদের সেই বাক্যে বিশ্বাস করো না। আমি তোমার সম্পত্তির অংশ নই'।"

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—"অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু যদিও তাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তবুও তাঁরা ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মোহপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে ভুল করবেন। তুমি সেই মহাত্মাদের কাছে যাও এবং বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুটি বৈদিক মন্ত্র বর্ণনা করো। সেই মহর্ষিরা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যখন স্বর্গলোকে যাবেন, তখন তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে প্রদান করবেন। অতএব তুমি সেখানে যাও। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন এবং অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিরা তাঁকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন। তারপর, নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উত্তর দিক থেকে এসে তাঁকে বলেছিলেন, 'এই যজ্ঞভূমির সমস্ত ধন আমার।' নাভাগ তখন বলেছিলেন, 'এই ধন আমার। ঋষিরা আমাকে এগুলি দান করেছেন।' নাভাগ সেই কথা বললে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি বললেন, 'চলো, আমরা তোমার পিতার কাছে যাই এবং তাঁকে আমাদের এই মতবিরোধের মীমাংসা করতে বলি।' সেই বাক্য অনুসারে নাভাগ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—"ঋষিরা দক্ষযজ্ঞে সব কিছু রুদ্রের অংশ বলে বিবেচনা করে তাঁকে তা নিবেদন করেছিলেন, তাই যজ্ঞভূমিগত সমস্ত বস্তুই শিবের।"

তখন রুদ্রকে প্রণতি নিবেদন করে নাভাগ বলেছিলেন—"হে পরমপূজ্য প্রভু! এই যজ্ঞভূমির সব কিছুই আপনার। আমার পিতা সেই কথাই আমাকে বলেছেন। এখন আমি অবনত মস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।"

রুদ্র বললেন—"তোমার পিতা যা বলেছেন তা সত্য এবং তুমিও সত্য কথাই বলছ। অতএব আমি মন্ত্রে, তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান দান করব। এখন তুমি এই যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন গ্রহণ কর, কারণ আমি তোমাকে তা দান করছি।" সেই কথা বলে ধর্মানুরাগী শিব সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

"এই আখ্যানটি যিনি মনোযোগ সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে বিদ্বান ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। নাভাগ থেকে মহারাজ অম্বরীষের জন্ম হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন একজন মহাভাগবত এবং সুকৃতিবান পুরুষ। যদিও তিনি এক মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই ব্রহ্মশাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে মহাত্মন্, মহারাজ অম্বরীষ নিশ্চয়ই ছিলেন অতি উন্নত চরিত্র এবং সুবুদ্ধিমান। আমি তাঁর কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত অভিশাপও তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরম সৌভাগ্যবান মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর আধিপত্য এবং অক্ষয় ঐশ্বর্য ও অন্তহীন সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। যদিও এই প্রকার পদ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, তবুও মহারাজ অম্বরীষের তাতে একটুও আসক্তি ছিল না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই প্রকার সমস্ত ঐশ্বর্যই জড়-জাগতিক। স্বপ্নের মতো অলীক এই ঐশ্বর্য চরমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাজা ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, কোন অভক্ত যখন এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে তমোগুণের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে অধঃপতিত হয়। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবান শ্রীবাসুদেব এবং ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের এক পরম ভক্ত। তাঁর এই ভক্তির প্রভাবে তিনি সমগ্র জড় জগৎকে একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ

বলে মনে করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে, তাঁর বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তাঁর হস্তদ্বয় মন্দির মার্জনে, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা-বৃন্দাবন আদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শনে, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর চরণদ্বয় তীর্থস্থান এবং ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে, নিযুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু কামনা করেননি। তিনি তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার এটিই পন্থা।"

"মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর রাজকীয় কার্যকলাপের সমস্ত ফল পরতত্ত্ব, পরম ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে অনায়াসে পৃথিবী শাসন করতেন। মরুপ্রদেশে যেখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে অম্বরীষ মহারাজ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ মহা ঐশ্বর্য, উপযুক্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের যজমান রাজার প্রতিনিধিত্ব করে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ মহাত্মারা এই সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ এবং পুরোহিতদের (বিশেষ করে হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা এবং অধ্বর্যুদের) ঠিক দেবতাদের মতো দেখাত। তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য সহকারে নিমেষহীন দৃষ্টিতে যজ্ঞ দর্শন করতেন। অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের নাগরিকেরা ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করতেন। তাই তাঁরা দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয় স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতেন না। যাঁরা ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাঁরা সিদ্ধপুরুষদেরও যা পরম প্রাপ্তি সেই সমস্ত বিষয়েও আগ্রহী নন, কারণ হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে যে দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়, তার কাছে সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধিও নিতান্তই তুচ্ছ। এই পৃথিবীর রাজা অম্বরীষ এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সর্বদা তাঁর স্বরূপে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তিনি ক্রমশ সর্বপ্রকার জড় বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, সুন্দর রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অক্ষয় ধনভাণ্ডারের প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সেগুলি নিতান্তই অনিত্য এবং তুচ্ছ জড় বিষয় বলে মনে করেছিলেন।"

"অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে তাঁর সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন, যা ভক্তদের সংরক্ষক এবং যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য অম্বরীষ মহারাজ তাঁরই মতো গুণবতী মহিষী সহ এক বৎসর কাল যাবৎ একাদশী এবং দ্বাদশীব্রত পালন করেছিলেন। এক বছর ধরে ব্রত ধারণ করার পর, কার্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাস করে এবং তারপর যমুনায় স্নান করে, মহারাজ অম্বরীষ মধুবনে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ মহা অভিষেকের বিধি অনুসারে সর্বপ্রকার উপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভিষেক করেছিলেন এবং তারপর সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি ফুলমালা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জড় বাসনাশূন্য মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেছিলেন। তারপর অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহে সমাগত অতিথিদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁদের ষাট কোটি গাভী দান করেছিলেন, যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং যাদের খুর রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। সেই গাভীগুলি সুন্দর বস্ত্রে সুশোভিত এবং দুগ্ধে পূর্ণ ছিল। তারা ছিল সুন্দর স্বভাব, যৌবন, রূপ এবং বৎস সমন্বিতা। সেই সমস্ত গাভী দান করার পর রাজা ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সুস্বাদু আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন এবং যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি

তাঁদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁর উপবাস ভঙ্গ করে একাদশীব্রত সমাপ্ত করার উপক্রম করেছিলেন। ঠিক তখন মহাশক্তিমান দুর্বাসা মুনি সেখানে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বাসা মুনিকে স্বাগত জানিয়ে আসন প্রদান করেছিলেন এবং পূজার উপকরণের দ্বারা পূজা করেছিলেন। তারপর তাঁর পাদ সমীপে উপবিষ্ট হয়ে রাজা সেই মহর্ষিকে ভোজন করতে অনুরোধ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি সানন্দে অম্বরীষ মহারাজের অনুরোধ অঙ্গীকার করে, মধ্যাহ্নকালীন বিধি অনুষ্ঠান করার জন্য যমুনা নদীতে গমন করেছিলেন। সেখানে যমুনার পবিত্র জলে নিমগ্ন হয়ে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেছিলেন। দ্বাদশীর উপবাস পারণের যখন আর মাত্র অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ উপবাস ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছিল, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজা তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তখন কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে বিচার করতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা বললেন, "ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা করা হলে মহা অপরাধ হয়। অথচ দ্বাদশীতে উপবাস ভঙ্গ না করলে ব্রতপালনে ত্রুটি হয়। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি মনে করেন যে, জলপান করে উপবাস ভঙ্গ করলে মঙ্গল হবে এবং অধর্ম হবে না, তা হলে আমি তাই করব।" এইভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদের মতে জলপান করা, ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই।

"হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি এইভাবে বিচার করে, তাঁর হৃদয়ে ভগবান অচ্যুতের ধ্যানপূর্বক একটু জলপান করে, তিনি মহাযোগী দুর্বাসা মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যাহ্নকালীন কর্তব্য সমাপন করে দুর্বাসা মুনি যমুনার তট থেকে ফিরে এলে, রাজা তাঁকে পূজা করে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগশক্তির বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অনুমতি না নিয়ে জলপান করেছেন। ক্রোধে দুর্বাসা মুনির দেহ কম্পিত হতে লাগল, তাঁর মুখ ভ্রূকুটির দ্বারা কুটিল ভাব ধারণ করল এবং ক্ষুধার্ত হয়ে ক্রুদ্ধভাবে তিনি কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলতে লাগলেন। আহা! এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখ, সে বিষ্ণুভক্ত নয়। তাঁর ধন এবং পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে সে নিজেকে ভগবান বলে মনে করছে। দেখ কিভাবে সে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করেছে। মহারাজ অম্বরীষ, তুমি আমাকে তোমার অতিথিরূপে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করেছ, কিন্তু আমাকে ভোজন না করিয়ে তুমি নিজেই প্রথমে ভোজন করেছ। তোমার এই অন্যায় আচরণের ফল এখনই আমি তোমাকে দেখাব। এইভাবে বলতে বলতে দুর্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর মস্তক থেকে জটা ছিন্ন করে, অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার জন্য তাঁর দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই জ্বলন্ত কৃত্যা তার হাতে অসি নিয়ে পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করতে করতে তাঁর দিকে আসছে দেখেও মহারাজ অম্বরীষ তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না। দাবানল যেভাবে ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব থেকেই ভগবানের আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শন চক্রও সেইভাবে দুর্বাসাসৃষ্ট অসুরটিকে দগ্ধ করেছিল। দুর্বাসা যখন দেখলেন যে, তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চক্র দ্রুতবেগে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা যেভাবে সর্পকে অনুসরণ করে, ভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসা মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন যে, সেই চক্র প্রায় তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে এবং তার ফলে তিনি সুমেরু পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার বাসনায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন। দুর্বাসা মুনি আত্মরক্ষার জন্য সর্বদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, গুহায়, সমুদ্রে, ত্রিভুবনের লোকপালদের লোকে এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি দেখেছিলেন যে, অসহ্য তেজোময় সুদর্শন চক্র তাঁকে অনুসরণ করছে। ভীত চিত্তে দুর্বাসা আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে সর্বত্র গমন করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি আশ্রয় পাননি। অবশেষে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'হে বিধাতা! হে ব্রহ্মা! দয়া করে আপনি ভগবানের জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' "

শ্রীশুকা বললেন—"দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে ভগবানের লীলা যখন সমাপ্ত হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা আমাদের বাসস্থান সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, মানব-সমাজের শাসকবর্গ এবং দেবতাদের শাসকবর্গ—আমরা সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত এবং সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন করি। সুদর্শন চক্রের তাপের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্বাসা এইভাবে ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।"

শ্রীশঙ্কর বললেন—"হে বৎস! আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যাঁরা আমাদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি প্রদর্শন করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ জীবগণ সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। ত্রিকালজ্ঞ আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরম পূজ্য ব্রহ্মা, কপিল (দেবহূতি পুত্র), অপান্তরতম (ব্যাসদেব), দেবল, যমরাজ, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং অন্য বহু সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ার প্রভাব যে কি প্রকার তা জানতে পারি না। তাঁর সুদর্শন চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ, সুতরাং তুমি সেই বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও। তিনি অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার কল্যাণ বিধান করবেন।"

"তারপর, শিবের কাছেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা মুনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবী সহ অবস্থান করেন। মহাযোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে, নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন। কম্পিত কলেবরে তিনি বলেছিলেন—হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বিশ্বপালক! আপনি সমস্ত ভক্তদের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। হে প্রভো! আমি মহা অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অনন্ত শক্তির কথা না জেনে আমি আপনার অতি প্রিয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনি সব কিছুই করতে পারেন। নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকেও আপনি কেবল তার হৃদয়ে আপনার পবিত্র নাম জাগরিত করার মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।"

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—"আমি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে সমস্ত মহাত্মাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, তাঁদের ছাড়া আমি আমার চিন্ময় আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চাই না। শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ এমন কি তাঁদের জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করে—তাঁদের ইহলোকে এবং পরলোকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনা তাঁদের থাকে না, সেই প্রকার ভক্তদের আমি কিভাবে পরিত্যাগ করব? সতী স্ত্রী যেভাবে সেবার মাধ্যমে সৎপতিকে বশীভূত করে, সর্বতোভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তেরাও সেইভাবে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন। আমার ভক্তরা আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদা পরিতৃপ্ত, তাই তাঁরা চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি), স্বয়ং উপস্থিত হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলোকে উন্নতি আদি অনিত্য জড় সুখের কি আর কথা? শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।"

"হে ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করার ফলে তুমি আত্মহিংসা করেছ। তাই এক্ষুণি তুমি তাঁর কাছে যাও, বিলম্ব করো না। কারও তথাকথিত শক্তি যখন ভক্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন প্রয়োগকারীরই অনিষ্ট হয়। যার উপর প্রয়োগ করা হয়, তার কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে, যে প্রয়োগ করে তারই অনিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা অবশ্যই মঙ্গলজনক, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাব নম্র নয়,

তার পক্ষে এই তপস্যা এবং বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাই তুমি এক্ষুণি মহারাজ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ মহারাজের কাছে যাও। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি যদি মহারাজ অম্বরীষকে প্রসন্ন করতে পার, তা হলে তোমার শান্তি হবে।"

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর চরণযুগল ধারণ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অম্বরীষ মহারাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তিনি যখন দেখলেন দুর্বাসা মুনি তাঁর স্তব করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কৃপাবশত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবানের সেই মহা অস্ত্রের উদ্দেশ্যে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।"

মহারাজ অম্বরীষ বললেন—"হে সুদর্শন চক্র! আপনি অগ্নি, আপনি পরম শক্তিমান সূর্য, আপনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পতি চন্দ্র, আপনি জল, ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহ। হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সহস্র অর সমন্বিত। হে জড় জগতের পতি, সর্ব অস্ত্র বিনাশক, ভগবানের আদি ঈক্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর মঙ্গল বিধান করুন। হে সুদর্শন চক্র! আপনি ধর্ম, আপনি সত্য, আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী, আপনি যজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। আপনিই সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং আপনিই ভগবানের হস্তে তাঁর পরম প্রভাব। আপনি ভগবানের মূল ঈক্ষণ এবং তাই আপনি সুদর্শন নামে পরিচিত। আপনারই কার্যের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আপনি সর্বব্যাপ্ত। হে সুদর্শন, আপনি অত্যন্ত মঙ্গলময় নাভি সমন্বিত এবং তাই আপনি সমস্ত ধর্মের ধারক ও বাহক। অধর্ম-পরায়ণ অসুরদের পক্ষে আপনি অশুভ ধূমকেতুর মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনি ত্রিভুবনের পালনকর্তা। আপনি চিন্ময় জ্যোতি সমন্বিত, আপনি মনের মতো দ্রুতগামী এবং আপনি অদ্ভুতকর্মা। আমি কেবল 'নমঃ' শব্দটি উচ্চারণ করার দ্বারা আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে বাণীর পতি! আপনার ধর্মময় তেজের দ্বারা এই জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং মহাজনদের জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কেউই আপনার জ্যোতি অতিক্রম করতে পারে না, কারণ প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সব কিছু আপনারই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত রূপ। হে অজিত! আপনি যখন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হন, তখন দৈত্য ও দানব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বাহু, উদর, উরু, পদ এবং মস্তক নিরন্তর ছিন্ন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করেন। হে জগৎত্রাতা! ভগবানের সর্বশক্তিমান অস্ত্ররূপে খল অসুরদের বিনাশ করার জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের কুলের মঙ্গলের জন্য দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান করুন। তা হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। আমাদের বংশ যদি সৎপাত্রে দান করে থাকে, সৎকর্ম

ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে, সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে আমি কামনা করি যে, তার বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ যেন সুদর্শন চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার এবং যিনি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কামনা করি যে, এই ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনি যেন সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা যখন এইভাবে সুদর্শন চক্র এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র শান্ত হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনিকে দহন করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। মহাশক্তিশালী যোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি মহারাজ অম্বরীষের গুণের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।"

দুর্বাসা মুনি বললেন—"হে রাজন্! আজ আমি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য দর্শন করলাম, কারণ যদিও আমি অপরাধ করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যাঁরা শুদ্ধ ভক্তদের পতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অসাধ্য এবং দুস্ত্যজ্য কি আছে? যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে? হে রাজন, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হলাম। দুর্বাসা মুনির প্রত্যাবর্তনের আশায় রাজা কিছুই আহার করেননি। তাই দুর্বাসা মুনি ফিরে এলে, রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন। রাজা এইভাবে দুর্বাসাকে সাদরে আনয়ন করেছিলেন। দুর্বাসা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু আহার্য ভোজন করে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে রাজাকে বলেছিলেন, "দয়া করে আপনিও ভোজন করুন।"

"হে রাজন্, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রথমে আমি আপনাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি আমার বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনি একজন মহাভাগবত। তাই কেবল আপনাকে দর্শনের দ্বারা, আপনার চরণ স্পর্শের দ্বারা এবং আপনার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হয়েছি। দেবাঙ্গনাগণ আপনার নির্মল কীর্তি অনুক্ষণ কীর্তন করবে এবং এই পৃথিবীর মানুষেরাও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র গান করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহাযোগী দুর্বাসা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে রাজার অনুমতি গ্রহণ করে, রাজার মহিমা কীর্তন করতে করতে আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে কোন নাস্তিক এবং শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিক নেই। মহারাজ অম্বরীষের কাছ থেকে দুর্বাসা মুনির চলে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এক বছর অতীত হয়েছিল। রাজাও ততদিন কেবলমাত্র জলপান করে উপবাস করেছিলেন। এক বছর পরে দুর্বাসা মুনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র নানাবিধ অন্ন ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর স্বয়ং ভোজন করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ দুর্বাসা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিও অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তিনি সেই জন্য কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেছিলেন সব কিছু ভগবানই করেছেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বিবিধ চিন্ময় গুণ সমন্বিত মহারাজ অম্বরীষ পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি এই জড় জগতের ব্রহ্মলোককে পর্যন্ত নরকতুল্য মনে করেছিলেন।"

"তারপর, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে যাঁর ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়েছিল, সেই অম্বরীষ মহারাজ গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবে একাগ্র করার জন্য বনে প্রবেশ করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র

কার্যকলাপের কথা যিনি সংকীর্তন করেন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হবেন। যাঁরা মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁরা অচিরেই মুক্ত হন অথবা ভগবানের ভক্ত হন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌভরি মুনির অধঃপতন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপ থেকে পৃষদশ্ব নামক পুত্রের জন্ম এবং পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তিনি মহর্ষি অঙ্গিরাকে তাঁর জন্য সন্তান উৎপাদন করতে প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় অঙ্গিরা রথীতরের পত্নীর গর্ভে কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন। রথীতরের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা রথীতর গোত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অঙ্গিরার বীর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁরা অঙ্গিরা গোত্রও। রথীতরের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।"

"মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু যখন হাঁচি (ক্ষুৎ) দিয়েছিলেন, তখন মনুর নাসারন্ধ্র থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডকা ছিলেন মুখ্য। তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে পঁচিশজন হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের পশ্চিম দিকের রাজা হয়েছিলেন। অন্য পঁচিশজন পুত্র আর্যাবর্তের পূর্ব দিকের রাজা হয়েছিলেন এবং তিনজন জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যবর্তী স্থানের রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য পুত্রেরা অন্য স্থানের রাজা হয়েছিলেন। পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়, তাকে বলা হয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মহারাজ ইক্ষ্বাকু যখন এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে শীঘ্র বনে গিয়ে পবিত্র মাংস আনয়ন করতে বলেছিলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি বনে গিয়ে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত বহু পশু বধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বিবেক লুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি নিহত শশক ভক্ষণ করেছিলেন। বিকুক্ষি অবশিষ্ট মাংস রাজা ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছিলেন এবং ইক্ষ্বাকু সেগুলি পবিত্রীকরণের জন্য বশিষ্ঠকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মাংসের এক অংশ বিকুক্ষি ইতিমধ্যে ভক্ষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন সেই মাংস শ্রাদ্ধের উপযুক্ত নয়। রাজা ইক্ষ্বাকু যখন বশিষ্ঠের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র বিকুক্ষি কি করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে বিধি লঙ্ঘন করার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু মহাতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগবলে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার তিরোভাবের পর বিকুক্ষি রাজ্যে ফিরে এসে, রাজা হয়ে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।"

"শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় যিনি ইন্দ্রবাহ এবং কখনও-বা ককুৎস্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি যে যে কর্মের দ্বারা এই সমস্ত নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা আমার কাছে শ্রবণ করুন। পূর্বে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবতারা পুরঞ্জয়কে তাঁদের সহায়রূপে বরণ করেছিলেন। দৈত্যদের পুরী জয় করেছিলেন বলে এই বীরের নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয় বলেছিলেন যে, ইন্দ্র যদি তাঁর বাহন হন, তা হলে তিনি সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করবেন, কিন্তু গর্ববশত ইন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তবে পরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র রাজী হয়েছিলেন এবং এক মহাবৃষরূপ ধারণ করে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন। বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করতে অভিলাষী পুরঞ্জয় একটি দিব্য ধনু এবং অতি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করেছিলেন এবং দেবতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তিনি বৃষের (ইন্দ্রের) পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ককুদে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল ককুৎস্থ এবং ইন্দ্র তাঁর বাহন হয়েছিল বলে তিনি ইন্দ্রবাহ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট ইন্দ্রবাহ দেবগণ পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী আক্রমণ করেছিলেন। দৈত্যদের সঙ্গে পুরঞ্জয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। লোমহর্ষণজনক সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্য তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, পুরঞ্জয় তাঁর তীরের দ্বারা তাদের যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। যুগান্তের প্রলয়াগ্নি সদৃশ ইন্দ্রবাহের জ্বলন্ত বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যে সমস্ত দৈত্য অবশিষ্ট ছিল, তারা দ্রুতবেগে তাদের নিজ আলয়ে পলায়ন করেছিল।"

"শত্রুদের জয় করে রাজর্ষি পুরঞ্জয় শত্রুদের ধনসম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। সেই জন্য তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হন। এইভাবে পুরঞ্জয় তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছিলেন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব এবং তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব। এইভাবে সেই বংশ বর্ধিত হয়েছিল। মহর্ষি উতঙ্কের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেছিলেন। তিনি তাঁর একবিংশতি সহস্র পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই কারণে কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার ('ধুন্ধুহন্তা') নামে বিখ্যাত হন। দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব, এই তিনজন ব্যতীত তাঁর সমস্ত পুত্রই ধুন্ধুর মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হন। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত। নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ এবং সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রক ছিলেন এবং তাই তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করেছিলেন। যুবনাশ্ব তাঁর একশত পত্নীসহ বনে গমন করলেও তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু বনের ঋষিরা রাজার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে, সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন, যাতে রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন। একদিন রাত্রে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করে দেখলেন যে, ব্রাহ্মণেরা শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীর পানের নিমিত্ত রক্ষিত মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করে ফেললেন। ব্রাহ্মণেরা শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে যখন দেখলেন যে, সেই জলের কলস শূন্য, তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই জল কে পান করেছে।' ব্রাহ্মণেরা যখন জানতে পারলেন যে, দৈব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা সেই জল পান করেছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, "আহা! দৈব বলই প্রকৃত বল। পরমেশ্বরের শক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারে না।' এই বলে তাঁরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

"তারপর যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুটি যখন স্তন্যদুগ্ধ পান করার জন্য ক্রন্দন করতে লাগল, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, 'কে এই শিশুটিকে পালন করবে?' তখন যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র সেই শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'হে বৎস! ক্রন্দন করো না। তুমি আমাকে পান কর।' এই বলে ইন্দ্র তাঁর তর্জনী শিশুটিকে প্রদান করেছিলেন। সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণদের

আশীর্বাদে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। সেই ঘটনার পর তিনি তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা রাবণ এবং অন্যান্য দস্যু-তস্করদের ভয়ের কারণ হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেহেতু তারা তাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল, তাই ইন্দ্র তাঁকে ত্রসদ্দস্যু নাম দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় যুবনাশ্বের পুত্র এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে পৃথিবী পালন করেছিলেন। যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিক, যজ্ঞফল, যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞের কাল থেকে ভগবান অভিন্ন। সেই অতীন্দ্রিয়, সর্বান্তর্যামী, সর্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মান্ধাতা আরাধনা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, উজ্জ্বলভাবে কিরণ বিতরণ করে এবং যেখানে অস্তমিত হয়, সেই সমস্ত স্থান যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার স্থান বলে কথিত হত। মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মহাযোগী মুচুকুন্দ এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশটি ভগ্নী মহর্ষি সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করেন। সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এক মৎস্য-মিথুনের মৈথুনজনিত আনন্দ দর্শন করে মৈথুনাসক্ত হন এবং রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। তাঁর এই অনুরোধে রাজা তাঁকে বলেছিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমার যেকোন কন্যা আপনাকে স্বয়ংবরে পতিত্বে বরণ করতে পারে।"

সৌভরি মুনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—"আমি বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত, আমার কেশ পলিত, আমার দেহের চর্ম শ্লথ হয়েছে এবং আমার মস্তক সর্বদা কম্পিত হয়, তার উপর আমি একজন যোগী। তাই আমি রমণীদের অপ্রিয়। রাজা যেহেতু আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমি এমন রূপ ধারণ করব যে, রাজকন্যাদের কি কথা, দেবাঙ্গনারাও আমাকে কামনা করবে। তারপর সৌভরি মুনি এক অতি সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রতিহারী তাঁকে রাজকন্যাদের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তখন তাঁকে তাদের পতিত্বে বরণ করেছিল। তারপর রাজকন্যারা সৌভরি মুনির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, পরস্পরের প্রতি ভগ্নীবৎ স্নেহের সম্পর্ক ত্যাগ করে কলহ করতে শুরু করেছিল। তারা প্রত্যেকেই দাবি করেছিল, 'এই পুরুষ আমারই উপযুক্ত, তোমার নয়।' এইভাবে তাদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হয়েছিল। সৌভরি মুনি যেহেতু মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি অমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সুন্দর বসনে সজ্জিত দাস-দাসী, নানাবিধ উপবন, নির্মল জল বিশিষ্ট সরোবর এবং উদ্যান সমন্বিত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গৃহ প্রকট করেছিলেন। সেই সমস্ত উদ্যান নানাবিধ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ছিল এবং পাখিদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বন্দিদের সঙ্গীতের দ্বারা মুখরিত ছিল। সৌভরি মুনির ভবন শয্যা, আসন, অলঙ্কার, স্নানের উপকরণ, চন্দন আদি অনুলেপন, ফুলের মালা এবং সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ণ ছিল। এইভাবে মহামূল্য দ্রব্যে সুশোভিত হয়ে সৌভরি ঋষি তাঁর পত্নীগণ সহ সংসার সুখে মগ্ন হয়েছিলেন। সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা সৌভরি মুনির গৃহস্থালির ঐশ্বর্য দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। সৌভরি মুনি এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু অবিরাম ঘৃতবিন্দুর দ্বারা যেভাবে আগুন কখনও শান্ত হয় না, সৌভরিও তেমনই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারপর একদিন মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি যখন নির্জনে বসেছিলেন, তখন তিনি বিচার করেছিলেন যে, মৈথুনরত মৎস্যের সংসর্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। হায়! সাধুজনোচিত সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করে গভীর জলে তপস্যা করার সময় মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার দীর্ঘকালের তপস্যার ফল বিনষ্ট হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য আমার এই অধঃপতন দর্শন করে শিক্ষা লাভ করা। জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয়ে (দর্শনে, শ্রবণে, বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনায়, বিচরণে ইত্যাদিতে) নিযুক্ত না করা। নির্জন স্থানে বাস করে মনকে সম্পূর্ণরূপে অনন্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদেরই কেবল সঙ্গ করা উচিত। প্রথমে আমি একা যৌগিক তপস্যা অনুষ্ঠান করছিলাম, কিন্তু পরে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার বিবাহ করার বাসনা হয়েছিল। তারপর আমি পঞ্চাশজন পত্নীর পতি হয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেছিলাম এবং তার ফলে আমার পাঁচ হাজার পুত্র হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আমি অধঃপতিত হয়েছি এবং মনে করেছি যে, এই জড় জগতে আমি সুখী হব। এইভাবে ইহলোকে এবং পরলোকে আমার জড়সুখ ভোগ বাসনার অন্ত নেই। এইভাবে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়েছিলেন। জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন। তাঁর পতিব্রতা পত্নীগণ তাঁর অনুগমন করেছিলেন, কারণ পতি ব্যতীত আর তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। আত্মবিৎ সৌভরি মুনি বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে মৃত্যুর সময় তিনি অগ্নিসহ আত্মাকে পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাদের পতির আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শন করে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির সঙ্গে বিলীন হয়, সেইভাবে তারাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।"

সপ্তম অধ্যায়

মান্ধাতার বংশধরগণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত, তিনি মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ পিতামহ যুবনাশ্ব কর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। মান্ধাতার বংশে অম্বরীষ, হারীত এবং যৌবনাশ্ব শ্রেষ্ঠ। নর্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্মদাকে পুরুকুৎসের হস্তে সম্প্রদান করেন। বাসুকি কর্তৃক প্রেরিতা হয়ে নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে নিয়ে যান। রসাতলে পুরুকুৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বধার্হ গন্ধর্বদের সংহার করেছিলেন। পুরুকুৎস সর্পদের কাছ থেকে এই বর লাভ করেছিলেন যে, এই ইতিবৃত্ত স্মরণকারীদের সর্পভয় থাকবে না। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, যিনি ছিলেন অনরণ্যের পিতা, অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব প্রারুণের পিতা। প্রারুণ ছিলেন ত্রিবন্ধনের পিতা। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে ত্রিশঙ্কু হরণ করেছিলেন বলে, তাঁর পিতা তাঁকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করে দেবতাদের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হননি; আজও তাঁকে নতশিরে আকাশে ঝুলতে দেখা যায়।"

"ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাঁরা পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলে সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতেন। তাই একদিন নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'হে

প্রভু! আমার কোন পুত্র নেই। আপনি কি দয়া করে আমাকে একটি পুত্র দান করবেন?'

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হরিশ্চন্দ্র বরুণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে প্রভু! আমার যদি একটি পুত্র হয়, তা হলে সেই পুত্রের দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি একটি যজ্ঞ করব।' হরিশ্চন্দ্র সেই কথা বললে বরুণ উত্তর দিয়েছিলেন, "তাই হোক।' বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তারপর, পুত্রের জন্ম হলে, বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বলেছিলেন, 'এখন তোমার পুত্র হয়েছে। এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করবে বলেছিলে, অতএব এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ কর।' তার উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, 'পশু জন্মের পর দশদিন গত হলে পশু যজ্ঞের উপযুক্ত হয়।' দশদিন পর বরুণ আবার হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে বললেন, 'এখন তুমি যজ্ঞ কর।' হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'পশুর যখন দন্তোদ্‌গম হয়, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হয়।' দন্তোদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, 'এখন পশুর দন্তোদ্‌গম হয়েছে। অতএব এখন যজ্ঞ কর।' হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "যখন দন্ত সমূহ নিপতিত হবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।' দন্ত নিপতিত হলে বরুণ হরিশ্চন্দ্রের কাছে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'এখন পশুর দন্ত পতিত হয়েছে, অতএব তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর।' কিন্তু হরিশ্চন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, 'যখন পশুর দন্ত পুনরায় উদ্‌গত হবে, তখন তা যজ্ঞের জন্য পবিত্র হবে।' পুনরায় দন্তের উদ্‌গম হলে বরুণ এসে হরিশ্চন্দ্রকে বলেছিলেন, 'এখন তুমি যজ্ঞ করতে পার।' কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলেছিলেন, 'হে রাজন্, যজ্ঞের পশু যখন ক্ষত্রিয় হয় এবং কবচ বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়, তখনই তা পবিত্র হয়।' হরিশ্চন্দ্র তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই স্নেহের বশে তিনি বরুণদেবকে প্রতীক্ষা করতে বলেছিলেন। বরুণদেবও সেই কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।"

"রোহিত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে যজ্ঞে পশুর মতো নিবেদন করবেন। তাই, তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ধনুর্বাণ ধারণ করে বনে গমন করেছিলেন। রোহিত যখন জানতে পারলেন যে, বরুণগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর পিতার উদর অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছে, তখন তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র রোহিতকে বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে পর্যটন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ এই প্রকার কার্যকলাপ অবশ্যই পবিত্র। সেই উপদেশ অনুসারে রোহিত এক বছর বনে বাস করেছিলেন। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসর অতিবাহিত হলে, রোহিত যখন রাজধানীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে, পূর্বোক্ত বাক্যের পুনরুক্তি করে তাঁকে রাজধানীতে ফিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর, ছয় বছর বনে ভ্রমণ করে রোহিত তাঁর পিতার রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি অজীগর্তের কাছ থেকে তাঁর মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করেছিলেন এবং তাকে বরুণ যজ্ঞে পশুরূপে নিবেদন করার জন্য তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করে প্রণাম করেছিলেন। তারপর, ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণ আদি দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে বরুণের অসন্তোষের ফলে তাঁর যে উদরী রোগ হয়েছিল তা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। সেই নরমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জমদগ্নি (যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী) অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং ঋষি অয়াস্য সামবেদের মন্ত্র উচ্চারণকারী উদ্‌গাতা হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে রাজা ইন্দ্র তাঁকে একটি স্বর্ণনির্মিত রথ উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রদের কথা প্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বর্ণিত হবে। সস্ত্রীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতা, ধৈর্য এবং সারগ্রাহিতা দর্শন করে, বিশ্বামিত্র তাঁকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অক্ষয় জ্ঞান দান করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে জড়সুখ ভোগের বাসনায় পূর্ণ মনকে পৃথিবীসহ একীভূত করে পবিত্র করেছিলেন। তারপর পৃথিবীকে জলসহ, জলকে অগ্নিসহ, অগ্নিকে বায়ুসহ এবং বায়ুকে আকাশসহ একীভূত করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে

আধ্যাত্মিক জ্ঞানে একীভূত করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে ভগবানের অংশরূপে স্বরূপ উপলব্ধি। অনির্দেশ্য এবং অচিন্ত্য স্বরূপে অবস্থিত এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে হরিশ্চন্দ্র সমস্ত জড় বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছিলেন।"

❋ ❋ ❋

অষ্টম অধ্যায়

ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে সগর-সন্তানদের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী নামক নগরী নির্মাণ করেছিলেন। চম্পের পুত্র সুদেব এবং তাঁর পুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক এবং বৃকের পুত্র বাহুক। রাজা বাহুকের শত্রুরা তাঁর রাজ্য অপহরণ করে নেয় এবং তাই রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে তাঁর পত্নীসহ বনে গমন করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বাহুকের মৃত্যু হয় এবং তাঁর এক পত্নী যখন সতীপ্রথা অনুসরণ করে সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন, তখন ঔর্ব মুনি তাঁকে গর্ভবতী জেনে সহমৃতা হতে নিষেধ করেছিলেন। বাহুক-পত্নীর সপত্নীরা তাঁকে গর্ভবতী জেনে তাঁর অন্নের সঙ্গে বিষ প্রদান করেছিল, কিন্তু সেই বিষ কার্যকরী হয়নি। পক্ষান্তরে, সেই বিষসহ তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি সগর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন ('গর বা বিষসহ যাঁর জন্ম হয়েছে')। সগর পরবর্তীকালে সম্রাট হয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর নামক স্থান তাঁর পুত্রদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। মহারাজ সগর তাঁর গুরুদেব ঔর্বের নির্দেশ অনুসারে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয়, বর্বর আদি অসভ্য জাতিদের বধ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের বিকৃত বেশধারী করেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন জাতিকে মুণ্ডিতমস্তক কিন্তু শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ, কোন জাতিকে অর্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাসবিহীন এবং কোন জাতিকে বহির্বাসবিহীন করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ সগর তাদের বধ না করে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। মহর্ষি ঔর্বের উপদেশ অনুসারে মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর, তত্ত্বজ্ঞদের পরমাত্মা এবং বেদবেত্তা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে উৎসর্গ করার অশ্ব অপহরণ করেছিলেন। (রাজা সগরের সুমতি এবং কেশিনী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন।) বল এবং ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত সুমতির পুত্ররা তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী খনন করেছিলেন। তারপর, উত্তর-পূর্বদিকে কপিল মুনির আশ্রমের সন্নিকটে তাঁরা অশ্বটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তিটিই অশ্ব অপহরণকারী চোর। সে চক্ষু মুদ্রিত করে রয়েছে। এই মহাপাপীকে হত্যা কর! হত্যা কর!' এইভাবে চিৎকার করতে করতে সগরের ষাট হাজার পুত্র তাঁদের অস্ত্র উদ্যত করে কপিল মুনির অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন। মুনি তখন তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রভাবে সগর পুত্রদের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল এবং তাই তাঁরা একজন মহাপুরুষকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের নিজেদের শরীরের অগ্নির দ্বারা তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মহারাজ সগরের পুত্রেরা কপিল মুনির চোখ থেকে নির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা সেই কথা অনুমোদন করেন না, কারণ কপিল মুনির দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়। অতএব সেই দেহে তমোগুণ-জনিত ক্রোধের প্রকাশ হতে পারে না।

ঠিক যেমন নির্মল আকাশ কখনও পৃথিবীর ধূলির দ্বারা কলুষিত হতে পারে না।"

"কপিল মুনি এই জড় জগতে সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করেছেন, যা ভবসমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকা সদৃশ। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী, তিনি এই দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এই প্রকার একজন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে শত্রু-মিত্রের ভেদদৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? সগর মহারাজের অসমঞ্জস নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর জন্ম হয়েছিল রাজার দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে। অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান এবং তিনি সর্বদা তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে রত থাকতেন। অসমঞ্জস তাঁর পূর্বজন্মে এক মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তিনি যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। এই জন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে দুরাত্মা বলে প্রতিপন্ন করার জন্য এমনভাবে আচরণ করতেন যে, জনসাধারণ এবং আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তিনি ক্রীড়ারত বালকদের উদ্বেগ সৃষ্টি করে সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করতেন। অসমঞ্জস এই প্রকার দুরাচারে রত হওয়ায় তাঁর পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। অসমঞ্জস যোগবিভূতি বলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদের পুনরুজ্জীবিত করে, রাজাকে ও সেই বালকদের পিতৃবর্গকে তাদের প্রদর্শন করিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসীরা যখন দেখলেন যে, তাঁদের পুত্ররা পুনর্জীবিত হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। মহারাজ সগরও তাঁর পুত্রের জন্য গভীরভাবে শোক করেছিলেন। তারপর, মহারাজ সগরের পৌত্র অংশুমান রাজার আদেশে অশ্বটি খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্যরা যে পথে গমন করেছিলেন, অংশুমান সেই পথে অনুগমন করে ভস্মস্তূপের নিকটে অশ্বটি দেখতে পেয়েছিলেন। মহাত্মা অংশুমান অশ্বের নিকটে উপবিষ্ট বিষ্ণুর অবতার কপিল নামক মুনিকে দর্শন করেছিলেন। অংশুমান তখন প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থির চিত্তে মুনির স্তব করেছিলেন।"

অংশুমান বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মাও আজ পর্যন্ত সমাধির দ্বারা অথবা যুক্তির দ্বারা আপনাকে বুঝতে সমর্থ হননি। অতএব দেবতা, পশু, মানুষ, পক্ষী এবং জন্তু আদি রূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমাদের আর কি কথা? আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাই, কিভাবে চিন্ময় আপনাকে আমরা জানতে পারব?"

"হে ভগবান! আপনি সম্যক্‌রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, কিন্তু জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব আপনাকে দর্শন করতে পারে না। কারণ তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, তারা কেবল প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তমোগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, জীব জাগ্রতই থাকুক অথবা নিদ্রিতই থাকুক, কেবল জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তারা কখনই আপনাকে দর্শন করতে পারে না। হে ভগবান! জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত চতুঃসনদের মতো (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) মহর্ষিরা আপনার শুদ্ধ জ্ঞানময় মূর্তি চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করবে? হে প্রশান্ত! যদিও জড়া প্রকৃতি, কর্ম এবং জড় নাম ও রূপ সমস্ত আপনারই সৃষ্টি, তবুও আপনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই আপনার দিব্য নাম জড় নাম থেকে ভিন্ন এবং আপনার রূপ জড় রূপ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্‌গীতার মতো দিব্যজ্ঞান উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনি জড় দেহের মতো রূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি পুরাণ পুরুষ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! যাদের হৃদয় কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা কেবল আপনার মায়া রচিত গৃহের প্রতি আসক্ত। গৃহ, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে। হে সর্বান্তর্যামী! হে ভগবান, কেবল আপনার দর্শনের ফলে আমি দুস্ত্যজ্য মায়া এবং ভব-বন্ধনের মূলস্বরূপ কামবাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছি।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অংশুমান যখন এইভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর

শক্তিশালী অবতার মহর্ষি কপিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁকে জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দিয়েছিলেন।"

ভগবান বললেন—"হে অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞের পশু এই অশ্বটিকে গ্রহণ কর। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যরা কেবল গঙ্গার জলের দ্বারাই উদ্ধার লাভ করতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়। তারপর, অংশুমান কপিলদেবকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই অশ্বের দ্বারা মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। তারপর অংশুমানকে রাজ্য সমর্পণপূর্বক মহারাজ সগর বিষয়-বাসনা ও মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

নবম অধ্যায়

অংশুমানের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা অংশুমান তাঁর পিতামহের মতো দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেননি এবং তারপর কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অংশুমানের পুত্র দিলীপও তাঁর পিতার মতো গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে অসমর্থ হয়ে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তারপর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারপর রাজা ভগীরথের সম্মুখে মা গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তাই আমি তোমাকে এখন তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে চাই।' মা গঙ্গা এইভাবে বললে, রাজা ভগীরথ প্রণত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।"

মা গঙ্গা উত্তর দিলেন—"আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? এইভাবে ধারণ না করলে, আমি পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব। হে রাজন্, আমি পৃথিবীতে যেতে চাই না, কারণ সেখানে মানুষেরা আমার জলে স্নান করে তাদের পাপ প্রক্ষালন করবে, সেই সঞ্চিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব? তার উপায় তুমি বিশেষভাবে চিন্তা কর।"

ভগীরথ বললেন—"ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ সাধুরা যাঁরা স্বভাবতই অনাসক্ত, জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত এবং বৈদিক বিধি অনুশীলনে দক্ষ, তাঁরা সর্বদা মহিমান্বিত ও তাঁদের আচরণ শুদ্ধ এবং তাঁরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে সমর্থ। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের সঞ্চিত পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ এই প্রকার ভক্তরা পাপনাশক ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করেন। বস্ত্রে যেমন সূতা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে, তেমনই এই বিশ্বে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। শিব ভগবানের অবতার এবং তাই তিনি সমস্ত দেহধারী জীবের পরমাত্মা। তিনি আপনার প্রবাহের বেগ তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারবেন।"

"এই কথা বলে ভগীরথ তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মহারাজ ভগীরথ যখন মহাদেবের কাছে গঙ্গার বেগ ধারণ করার

জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গার জল একাগ্রচিত্তে তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।' রাজর্ষি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাকে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগীরথ অত্যন্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে মা গঙ্গার অগ্রে গমন করতে লাগলেন এবং গঙ্গাদেবী তাঁর পিছনে ধাবিত হয়ে বহু দেশ পবিত্র করতে করতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরপুত্রদের ভস্ম অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ সগরের পুত্রেরা একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করেছিলেন বলে, তাঁদের দেহের তাপ বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই আগুনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার জলের স্পর্শে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তা হলে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে? কেবলমাত্র গঙ্গার জলস্পর্শে ভস্মীভূত সগরপুত্রেরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। অতএব, যে ভক্ত ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন তাঁর কথা কি আর বলার আছে? সেই ভক্তের যে মহান লাভ হয়, তা কেবল কল্পনাই করা যায়। মা গঙ্গা ভগবান অনন্তদেবের পাদপদ্ম থেকে নির্গত হয়েছেন বলে, তিনি জীবদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব এখানে তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মহর্ষিগণ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে তাঁদের চিত্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় সন্নিবিষ্ট করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অনায়াসে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী লাভ করে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। এটিই ভগবানের মহিমা।"

"ভগীরথের সুত নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন নাভ। এই নাভ পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন। নাভের সিন্ধুদ্বীপ নামক একটি পুত্র ছিল এবং সিন্ধুদ্বীপ থেকে অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, যিনি নল রাজার বন্ধু হয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ নলরাজকে দ্যূতবিদ্যার রহস্য শিক্ষা দেন এবং নলরাজ ঋতুপর্ণকে অশ্ব পরিচালনার বিদ্যা প্রদান করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম। সর্বকামের পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস ছিলেন দময়ন্তীর পতি। সৌদাস মিত্রসহ অথবা কল্মাষপাদ নামেও পরিচিত। মিত্রসহ তাঁর কর্মদোষে অপুত্রক ছিলেন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে শুকদেব গোস্বামী! মহাত্মা সৌদাসের গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনি কেন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। যদি গোপনীয় না হয়, তা হলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একসময় সৌদাস মৃগয়া করতে বনে গিয়ে এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, রাজার অনিষ্টসাধন করার চিন্তা করে, রাজার গৃহে পাচকরূপে বাস করতে থাকে। একদিন রাজার গুরু বশিষ্ঠ মুনি যখন রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন সেই রাক্ষস পাচকটি তাঁকে নরমাংস রন্ধন করে প্রদান করেছিল। তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করার সময় বশিষ্ঠ মুনি যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অভক্ষ্য নরমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।"

"বশিষ্ঠ যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নরমাংস রাজা তাঁকে দেননি, দিয়েছিল সেই রাক্ষস, তখন তিনি নিরপরাধ রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত করেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা সৌদাস অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করে বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে নিবারণ করেন। তখন দশদিক, আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই জীবময় দর্শন করে সেই জল তাঁর নিজের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে সৌদাস রাক্ষস-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পায়ে কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কল্মাষপাদ। একসময় এই কল্মাষপাদ বনে রতিক্রীড়ারত এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন রাক্ষস-ভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত দীনভাবে রাজাকে বলেছিলেন—হে বীর, আপনি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নন, আপনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আপনি এক মহাবীর এবং মদয়ন্তীর পতি। আপনার পক্ষে এই প্রকার অধর্ম আচরণ করা উচিত নয়। আমি সন্তান লাভের অভিলাষী। দয়া করে আমার পতিকে ফিরিয়ে দিন, তাঁর রতিক্রীড়া এখনও সমাপ্ত হয়নি। হে রাজন্, হে বীর, এই মনুষ্যদেহ জীবের সর্ব-পুরুষার্থপ্রদ। আপনি যদি এই দেহ অকালে বধ করেন, তা হলে আপনি সর্বপুরুষার্থ বিনষ্ট করবেন। এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান, অত্যন্ত গুণবান, তপস্যা-পরায়ণ এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার অভিলাষী। হে প্রভো! আপনি ধর্মতত্ত্ববেত্তা। পুত্র যেমন কখনও পিতার বধার্হ হতে পারে না, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার পাল্য। ইনি কিভাবে আপনার মতো একজন রাজর্ষির বধযোগ্য হতে পারে? আপনি সাধুদেরও পূজিত। তাই এই সাধু, নিষ্পাপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আপনি কেন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? তাঁকে হত্যা করা ভ্রূণহত্যা অথবা গোহত্যারই মতো পাপ হবে। আমার পতি ব্যতীত আমি ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি যদি আমার পতিকে ভক্ষণ করতে চান, তা হলে প্রথমে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ আমার পতির বিরহে আমি মৃততুল্যা।"

"ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও করুণভাবে অনাথিনীর মতো বিলাপ করছিলেন, তবুও তাঁর সেই কাতর বাক্যে বিচলিত না হয়ে, বশিষ্ঠের শাপে মোহিত রাজা সৌদাস বাঘ যেভাবে পশু ভক্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিল। সতী ব্রাহ্মণী যখন দেখলেন যে, গর্ভাধানে উদ্যত তাঁর পতিকে সেই রাক্ষস ভক্ষণ করছে, তখন তিনি শোকে অভিভূতা হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তখন সেই রাজাকে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন। হে মূর্খ! হে পাপিষ্ঠ! আমি যখন কামপীড়িতা হয়ে আমার পতির বীর্য ধারণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন যেহেতু তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করেছ, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি যখন তোমার পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করবে, তখন তোমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ, যখনই তুমি মৈথুনরত হবে, তখনই তোমার মৃত্যু হবে। সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী মিত্রসহ নামক রাজা সৌদাসকে এইভাবে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর, পতির সহগামিনী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পতির অস্থি প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপনপূর্বক সেই আগুনে স্বয়ং প্রবেশ করে তাঁর পতির গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"বারো বছর পর রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের শাপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পত্নী তাঁকে ব্রাহ্মণীর অভিশাপ মনে করিয়ে দিয়ে রতিক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে রাজা স্ত্রীসঙ্গসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কর্মফলবশত নিঃসন্তান হয়েছিলেন। পরে রাজার অনুমতিক্রমে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করেন। মদয়ন্তী সাত বছর যাবৎ গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও পুত্র প্রসূত হয়নি। তাই বশিষ্ঠ তাঁর উদরে একটি প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করেছিলেন এবং তখন পুত্রের জন্ম হয়। সেই জন্য এই পুত্র অশ্মক ('অশ্ম বা পাথরের আঘাতে উৎপন্ন') নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অশ্মক থেকে বালিকের জন্ম হয়। বালিক স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরশুরামের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নারীকবচ ('যিনি নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন')। পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন বালিক ক্ষত্রিয় বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় মূলক। বালিক থেকে দশরথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়বিড়ি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং ঐড়বিড়ি থেকে রাজা বিশ্বসহের জন্ম হয়। রাজা বিশ্বসহের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহারাজ খট্বাঙ্গ।"

"রাজা খট্বাঙ্গ যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন এবং দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করতে চেয়েছিলেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর কতকাল আয়ু বাকি রয়েছে এবং দেবতারা তাঁকে তখন জানান যে, তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র বাকি রয়েছে। তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে এসে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ স্থির করেছিলেন—আমার কুলের দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি আমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়।

অতএব আমার রাজ্য, পৃথিবী পত্নী, সন্তান এবং ঐশ্বর্যের কথা কি আর বলার আছে? কোন কিছুই আমার কাছে ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক প্রিয় নয়। আমি আমার শৈশবেও কোনও তুচ্ছ বস্তু অথবা অধর্মে আসক্ত হইনি। আমি অন্য কোন বস্তুকে উত্তমশ্লোক ভগবান থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি। ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতারা আমাকে বাসনা অনুরূপ বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই বর গ্রহণ করতে চাইনি, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুর যিনি স্রষ্টা, আমি কেবল সেই ভগবানের প্রতি আসক্ত। আমি এই জড় জগতের সমস্ত বরের থেকে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত। দেবতারা যদিও অত্যন্ত উন্নত চেতনাসম্পন্ন এবং উচ্চতর লোকে অবস্থিত, তবুও তাঁদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক প্রভাবে বিক্ষিপ্ত। তাই তাঁরা অন্তর্যামীরূপে তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব সাধারণ মানুষদের আর কি কথা? তাই আমি এখন ভগবানের মায়া রচিত সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করব। আমি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হব। ভগবানের মায়া বিরচিত এই জড় সৃষ্টি গন্ধর্বপুরের মতো অলীক। প্রতিটি বদ্ধ জীবের জড় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ খট্বাঙ্গ তাঁর ভক্তিপরায়ণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার স্থির করে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিরাকার অথবা শূন্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব, কারণ তিনি তা নন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন।"

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র মহাযশস্বী মহারাজ রঘু। রঘু থেকে অজ এবং অজ থেকে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়। দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কার্যকলাপ তত্ত্বদর্শী ঋষিদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আপনি বার বার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করেছেন, তাই আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, দয়া করে শ্রবণ করুন। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয় পত্নী সীতাদেবীর সুকোমল করস্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর বনভ্রমণের শ্রান্তি অপনোদন করেছিলেন, যিনি শূর্পণখার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহজনিত ক্রোধের দ্বারা যাঁর ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে সমুদ্র ভীত হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আগুন যেভাবে বনকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র মারীচ আদি বহু রাক্ষস এবং নিশাচরদের সংহার করেছিলেন। লক্ষ্মণের সমক্ষে যিনি এই সমস্ত অসুরদের সংহার করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন।"

"হে রাজন্, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হস্তীশাবকের মতো অদ্ভুত। তিনি সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত বীরদের মধ্যে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন। সেই ধনুক এত ভারী ছিল যে, তিন শত মানুষকে তা বহন করতে হত, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করে তা ভঙ্গ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি হস্তীশাবক ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে। এইভাবে ভগবান সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, যিনি আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ, বয়স এবং স্বভাবে তাঁরই সমতুল্য ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন তাঁরই বক্ষবিলাসিনী নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবী। স্বয়ংবর সভায় তাঁকে জয় করে শ্রীরামচন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার ফলে পরশুরাম অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন। পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞার পাশে আবদ্ধ পিতার আদেশ পালন করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন মুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় জীবন স্বীকার করে তিনি বনে বিচরণ করেছিলেন। ধনুর্বাণ হস্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মন্দবুদ্ধি রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক এবং কান ছিন্ন করে তার রূপ বিকৃত করেছিলেন। তিনি খর, ত্রিশির, দূষণ প্রমুখ শূর্পণখার চোদ্দ হাজার রাক্ষস বন্ধুদের সংহার করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দশানন রাবণ যখন সীতাদেবীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিল, তখন তার চিত্তে কামানল উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সে তখন সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচকে সেখানে পাঠিয়েছিল এবং রামচন্দ্র সেই অদ্ভুত মৃগটিকে দর্শন করে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রম থেকে দূরে নীত হয়েছিলেন এবং মহাদেব যেভাবে দক্ষকে বধ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি শরের দ্বারা সেই হরিণটিকে বধ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সেই হরিণকে অনুসরণ করতে করতে বনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং লক্ষ্মণও যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাক্ষসাধম রাবণ বাঘ যেভাবে মেষপালকের অনুপস্থিতিতে মেষ অপহরণ করে, ঠিক সেইভাবে বিদেহ রাজের কন্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পত্নীর বিরহে যেন অত্যন্ত কাতর হয়ে বনে বনে বিচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গের দুঃখময় পরিণতি প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, যাঁর শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন, মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ভগবান কবন্ধ নামক অসুরকে হত্যা করেন এবং বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালি বিনাশের পর, সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তটে তিন দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তাঁর ক্রোধলীলা প্রদর্শন করেছিলেন এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কুমির, মকর প্রভৃতি সমস্ত জলজন্তু ভয়ে বিচলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র ভীত হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

"হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ! জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আপনি পরম পুরুষ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে, রজোগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভাব হয়েছে এবং তমোগুণ থেকে রুদ্রদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর। হে ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার জল ব্যবহার করুন। এই জল অতিক্রম করে আপনি ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের পুরী লঙ্কায় গমন করুন। সে

বিভ্রবার মুত্রসদৃশ পুত্র। দয়া করে আপনি তাকে বিনাশ করে আপনার পত্নী সীতাদেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হোন। হে মহাবীর, যদিও আমার জল আপনার লঙ্কাগমনে কোন রকম বাধা প্রদান করবে না, তবুও আপনি আপনার কীর্তি বিস্তার করার জন্য একটি সেতু বন্ধন করুন। আপনার এই অসাধারণ কর্ম দর্শন করে ভবিষ্যতের সমস্ত বীর এবং রাজারা আপনার মহিমা কীর্তন করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বানরশ্রেষ্ঠদের হস্তের দ্বারা কম্পিত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে, বিভীষণের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ সৈন্যগণ সহ রাবণের রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ করেছিলেন, যা পূর্বে হনুমানের দ্বারা দগ্ধ হয়েছিল। লঙ্কায় প্রবেশ করার পর সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বানর-সৈন্যরা সেখানকার বিলাস ভবন, শস্যাগার, কোষাগার, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, প্রাসাদের পুরোভাগ এবং কপোতাবাস পর্যন্ত অবরোধ করেছিল। যখন তারা নগরীর চতুষ্পথ, বেদী, পতাকা, প্রাসাদের চূড়ার স্বর্ণকলস প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলতে লাগল, তখন হস্তীকুলের দ্বারা নদী যেভাবে বিচলিত হয়, লঙ্কার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল। রাক্ষসপতি রাবণ বানর-সৈন্যদের উৎপাত দর্শন করে নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসদের এবং তার নিজের পুত্র ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে প্রেরণ করেছিল। তারপর সে প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন এবং অবশেষে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিল। তারপর সে তার সমস্ত অনুচরদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, পনস আদি বানর-সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অসি, শূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, খড়্গ, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দুর্গম রাক্ষস-সৈন্যদের আক্রমণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাবণের হস্তী, পদাতিক, অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ, গদা এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যেরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল। তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ তার সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক রথে আরোহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল এবং ইন্দ্রের সারথি মাতলি কর্তৃক আনীত দীপ্তিমান রথে বিরাজমান শ্রীরামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বলেছিলেন, তুমি রাক্ষসদের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের বিষ্ঠাসদৃশ। কুকুর যেমন গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহ থেকে আহার্য অপহরণ করে পলায়ন করে, তুমিও তেমন আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছ। তাই যমরাজ যেভাবে পাপীদের দণ্ডদান করেন, আমিও সেইভাবে তোমাকে দণ্ডদান করব। তুমি অত্যন্ত ঘৃণ্য, পাপী এবং নির্লজ্জ। তাই আজ অলঙ্ঘবীর্য আমি তোমাকে তোমার দুষ্কর্মের ফল প্রদান করব। এইভাবে রাবণকে ভর্ৎসনাপূর্বক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে শর যোজন করে রাবণের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং বজ্রের মতো সেই বাণ রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করেছিল। তা দেখে রাবণের অনুগামী জনেরা হাহাকার করতে লাগল এবং রাবণ তার দশমুখে রক্তবমন করতে করতে পুণ্যবান ব্যক্তি যেভাবে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ থেকে অধঃপতিত হয়, সেইভাবে বিমান থেকে পতিত হয়েছিল। তারপর রাবণের পত্নী মন্দোদরী আদি রাক্ষসীরা, যাদের পতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল, তারা লঙ্কা থেকে নির্গত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের মৃতদেহের সমীপে আগমন করেছিল। শোকার্তা রাক্ষসীরা লক্ষ্মণের বাণে নিহত তাদের পতিদের আলিঙ্গন করে, তাদের বক্ষস্থলে আঘাত করতে করতে করুণস্বরে রোদন করেছিল। হে প্রভু, হে নাথ! তুমি জনসমূহের কষ্টের কারণস্বরূপ ছিলে এবং তাই তোমার নাম ছিল রাবণ। কিন্তু এখন তুমি পরাজিত হয়েছ বলে আমরাও পরাজিত হয়েছি, কারণ তোমার লঙ্কাপুরী এখন শত্রুদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। এখন তা কার শরণাগত হবে? হে মহাভাগ্যবান! আপনি কামের অধীন হয়ে সীতাদেবীর প্রভাব জানতে সমর্থ হননি। এখন, তাঁর অভিশাপের ফলে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হয়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। হে রাক্ষসকুলনন্দন! আপনারই কারণে

লঙ্কা এবং আমরা পতিহীনা হয়েছি। আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আপনার দেহ শত্রুদের ভক্ষ্য এবং নিজেকে নরকভোগী করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কোশলরাজ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে, রাবণের পুণ্যবান ভ্রাতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বিভীষণ তাঁর আত্মীয়দের নরক গমন থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান অনুসারে ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষের মূলে তাঁর বিরহে কাতর এবং অত্যন্ত ক্ষীণা সীতাদেবীকে দর্শন করেছিলেন। তাঁর পত্নীকে সেই অবস্থায় দর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে সীতাদেবীর বদনকমল তখন আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। বিভীষণকে কল্পান্ত পর্যন্ত লঙ্কার রাক্ষসদের উপর আধিপত্য প্রদান করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুষ্পক রথে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং সেই বিমানে আরোহণ করে বনবাস সমাপনান্তে হনুমান, সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন পথে লোকপালগণ তাঁর উপর সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মা আদি দেবতারা তখন মহা আনন্দে তাঁর চরিত্র কীর্তন করেছিলেন। অযোধ্যায় পৌঁছে রামচন্দ্র শুনেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভ্রাতা ভরত কেবল গোমূত্রে সিদ্ধ যব আহার করেছিলেন এবং বল্কলের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদন করে, জটাধারী হয়ে কুশাসনে শয়নপূর্বক দিনাতিপাত করছিলেন। সেই কথা শুনে পরম করুণাময় ভগবান অত্যন্ত অনুতাপ করেছিলেন। ভরত যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে আসছেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ করে নন্দিগ্রামে তাঁর শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভরতের সঙ্গে তখন তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিতেরা এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়েছিলেন। বন্দীরা তখন মধুর সংগীত সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্বরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সুন্দর অশ্ব এবং স্বর্ণ রশ্মি সমন্বিত বহু রথ সেই শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করছিল। সেই সমস্ত রথ স্বর্ণপ্রান্ত সমন্বিত পতাকা এবং বিভিন্ন প্রকার ধ্বজায় শোভিত ছিল। স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বূলিক এবং বহু সুন্দরী বারাঙ্গনা সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে চলেছিলেন। বহু পদচারী ভৃত্য ছত্র, চামর, নানা প্রকার মূল্যবান মণিরত্ন এবং শোভাযাত্রার উপযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী বহন করছিল। এইভাবে ভরত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় তখন দ্রবীভূত হয়েছিল এবং আনন্দে তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে তাঁর পাদুকা দুটি সমর্পণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অশ্রুজলে ভরতকে স্নান করিয়ে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গন করেছিলেন। সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণ সহ শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পূজনীয় কুলবৃদ্ধদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ তখন ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। অযোধ্যার নাগরিকেরা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তাঁদের রাজাকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে তাঁকে মাল্য প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের উত্তরীয় বসন আন্দোলন করে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।"

"হে রাজন্! ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব এবং বিভীষণ চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক এবং দুটি তূণ, সীতাদেবী তীর্থজলে পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান স্বর্ণকবচ ধারণ করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পুষ্পক রথে উপবিষ্ট ভগবানকে পুরনারীরা প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং বন্দীরা তাঁর চরিত্রগাথা কীর্তন করছিলেন। তখন তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। তারপর ভ্রাতা ভরত কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র উৎসব মুখরিত অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাসাদে প্রবেশকালে তিনি কৈকেয়ী প্রভৃতি মহারাজ দশরথের অন্যান্য পত্নী অর্থাৎ তাঁর বিমাতাদের এবং তাঁর নিজের মাতা কৌশল্যাকে প্রণাম করেছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ আদি গুরুজনদেরও প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুরা এবং কনিষ্ঠরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদের

প্রত্যভিবাদন করেছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীও সেইভাবে সকলকে অভিবাদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। মূর্ছিত দেহে চেতনার সঞ্চার হলে যেভাবে দেহ সহসা উত্থিত হয়, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের মাতৃগণ তাঁদের পুত্রদের দর্শন করে সেইভাবে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে নয়নজলে অভিষিক্ত করে দীর্ঘ বিরহজনিত শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন এবং তারপর কুলবৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চার সমুদ্রের জল দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক স্নান করে সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন এবং মাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত ভ্রাতাগণ ও সীতাদেবী সহ শোভা পেতে লাগলেন। ভরতের প্রণতি এবং শরণাগতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তখন রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। পিতা যেমন সস্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তিনি স্বধর্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিত গুণযুক্ত প্রজাদের পালন করেছিলেন এবং প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতো মনে করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন ত্রেতাযুগে, কিন্তু যেহেতু তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, তাই তখনকার অবস্থা হয়েছিল ঠিক সত্যযুগের মতো। সেখানে সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং সর্বতোভাবে সুখী।"

"হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ষ, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র—সবই তখন প্রজাবর্গের সর্বকামদায়ক হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশ, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। এমন কি ইচ্ছা না করলে মৃত্যুও কারও কাছে উপস্থিত হত না। শ্রীরামচন্দ্র কেবল একজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করার এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি এবং তাঁর চরিত্র ছিল রাগ, দ্বেষ আদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে গৃহস্থদের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এইভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সীতাদেবী ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, শ্রদ্ধাশীলা, লজ্জাবতী এবং পতিব্রতা। তিনি সর্বদা তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন। এইভাবে তাঁর চরিত্র, প্রেম এবং সেবার দ্বারা তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।"

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আচার্যবান হয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই নিজের আরাধনা করেছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হোতাকে সমগ্র পূর্বদিক, ব্রহ্মা পুরোহিতকে সমগ্র দক্ষিণদিক, অধ্বর্যু পুরোহিতকে সমগ্র পশ্চিমদিক এবং সামবেদ গানকারী উদ্গাতা পুরোহিতকে সমগ্র উত্তরদিক প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমগ্র রাজ্য তিনি প্রদান করেছিলেন। তারপর, ব্রাহ্মণদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরাই সারা পৃথিবী গ্রহণ

করার যোগ্য, এইভাবে বিচার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে যে ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তা আচার্যকে দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কেবল পরিহিত বস্ত্র এবং অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তেমনই রাজমহিষী সীতাদেবীরও কেবল নাসাভরণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নানাভাবে নিযুক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল এবং স্নেহপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে দানরূপে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'হে ভগবান্! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদের কি না দিয়েছেন? আপনি আমাদের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আপনার জ্যোতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেছেন। সেটিই চরম উপহার। জড়জাগতিক কোন দান আর আমাদের প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আপনি ব্রাহ্মণদের আপনার আরাধ্য দেবতা বলে স্বীকার করেছেন। আপনার জ্ঞান এবং স্মৃতি কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না। আপনি এই জগতের সমস্ত যশস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্য এবং আপনার শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডদানের অযোগ্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়। হে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কোন একসময় শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব জানার জন্য ছদ্মবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রে নগরীর মধ্যে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করতে শ্রবণ করেছিলেন। (সেই ব্যক্তি তার অসতী স্ত্রীকে বলেছিল) তুমি পরপুরুষের গৃহে গমন কর এবং তাই তুমি অসতী ও ভ্রষ্টা। আমি আর তোমার ভরণপোষণ করব না। শ্রীরামচন্দ্রের মতো স্ত্রৈণ পরগৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর মতো স্ত্রৈণ নই, তাই আমি আর তোমাকে গ্রহণ করব না।"

"অজ্ঞ এবং দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মানুষেরা কটুভাষী। সেই সমস্ত দুষ্টদের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সীতাদেবী তখন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গমন করেছিলেন। যথাসময়ে গর্ভবতী সীতাদেবী দুটি যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁরা লব এবং কুশ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাল্মীকি মুনি তাঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র এবং ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র ছিল। শত্রুঘ্নের সুবাহু এবং শ্রুতসেন নামক দুটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বিনাশ করেছিলেন এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বিনাশ করে মধুবনে মথুরাপুরী নির্মাণ করেছিলেন। পতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করতে করতে তিনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সীতার গুণসমূহ স্মরণ করে, অপ্রাকৃত প্রেমে তিনি তাঁর শোক সম্বরণ করতে পারেননি। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বত্রই ভয়প্রদ। এই প্রকার অনুভূতি ব্রহ্মা, শিব আদি ঈশ্বরদের মধ্যেও বর্তমান এবং তাঁদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ, অতএব এই জড় জগতের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত অন্য ব্যক্তিদের আর কি কথা।"

"সীতার পাতাল প্রবেশের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তেরো হাজার বছর ধরে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপন করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডকারণ্যে বনবাসের সময় কখনও কখনও কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মজ্যোতির অতীত তাঁর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় বাণ বর্ষণের দ্বারা রাবণ বধ এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন নিত্য লীলাবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত যশ নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অসমোর্ধ্ব প্রভাব সম্পন্ন এবং তাই রাবণ বধের জন্য তাঁর

বানরদের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল পাপহারী যশ দিগ্‌গজদের আবরণকারী অলঙ্কারযুক্ত বস্ত্রের মতো সর্বদিক বিখ্যাত। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতো মহাত্মাগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো মহান সম্রাটদের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করেন। তেমনই, সমস্ত রাজর্ষিগণ এবং শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ তাঁদের মুকুট সহ মস্তক অবনত করে তাঁর পূজা করেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে ভক্তিযোগীরা উন্নীত হন। সমগ্র অযোধ্যাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকট লীলায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শন, তাঁকে পিতৃতুল্য রাজারূপে দর্শন, সঙ্গী বা সখাভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর অনুগমন আদির দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে সেই স্থানে গমন করেছিলেন।" "হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করবেন, তিনি মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে আচরণ করতেন এবং তাঁরই অংশ তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি তিনি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তাঁর ভায়েরা এবং অযোধ্যাবাসীরাই বা তাঁর প্রতি কিভাবে আচরণ করতেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—"ভরতের ঐকান্তিক অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জয় করতে এবং তিনি স্বয়ং পুরবাসী ও প্রজাদের দর্শনদান করার জন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজধানী অযোধ্যার পথগুলি হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সুগন্ধি জল এবং সুরভিত মদের দ্বারা সিঞ্চিত হত। নাগরিকেরা যখন দেখত যে, রাজা স্বয়ং এই প্রকার ঐশ্বর্য সহকারে রাজধানীর তত্ত্বাবধান করছেন, তখন তারা সেই ঐশ্বর্যের মর্ম উপলব্ধি করেছিল। প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, মিলনমঞ্চ, মন্দির প্রভৃতি স্থান সুবর্ণ কলসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার পতাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ফুল এবং ফলের স্তবক সমন্বিত কদলী ও সুপারি বৃক্ষের দ্বারা তোরণ নির্মাণ করা হত। সেই সমস্ত তোরণ নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের পতাকা, দর্পণ এবং মাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানকার মানুষেরা পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলতেন, 'হে ভগবান। পূর্বে যেমন আপনি বরাহ অবতারে পৃথিবীকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদের পালন করুন। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।' তারপর দীর্ঘকাল ভগবানকে দর্শন না করার ফলে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত প্রজারাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁদের আবাস ত্যাগ করে প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করে অতৃপ্ত নয়নে পদ্মপলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। তারপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সেই প্রাসাদ বিবিধ রত্নকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং অমূল্য পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গৃহদ্বারের উভয় দিকের বসার স্থানগুলি ছিল প্রবালের দ্বারা নির্মিত, সেখানকার স্তম্ভগুলি বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকত মণির দ্বারা নির্মিত এবং ভিত্তি স্ফটিক নির্মিত। সেই প্রাসাদ বিচিত্র পতাকা, মাল্য, বস্ত্র এবং রত্নসমূহে সজ্জিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। সেই প্রাসাদ মুক্তার মালা দ্বারা শোভিত এবং ধূপ ও দীপের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষেরা ছিলেন দেবতাদের মতো সুন্দর এবং বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁদের সৌন্দর্য যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-স্বরূপ। আত্মারাম পণ্ডিতদের অগ্রগণ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তি সীতাদেবীর সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করেছিলেন এবং পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেছিলেন। ভক্তেরা যাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের নীতি উল্লঙ্ঘন না করে বহু বর্ষ চিন্ময় উপকরণসমূহ ভোগ করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ এবং নিষধের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অনীহ, অনীহের পুত্র পারিযাত্র এবং পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল। সূর্যদেবের অংশসম্ভূত বজ্রনাভ বলস্থলের পুত্র। বজ্রনাভের পুত্র সগণ এবং তাঁর পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং এক মহান যোগাচার্য হয়েছিলেন। এই হিরণ্যনাভ থেকেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্মযোগ নামক যোগের অত্যন্ত মহান পন্থা শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প এবং পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, যাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং তাঁর পুত্র মরু। এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করে কলাপগ্রামে এখনও অবস্থান করছেন। কলিযুগের শেষে তিনি এক পুত্র উৎপাদন করে পুনরায় সূর্যবংশের প্রবর্তন করবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধি থেকে অমর্ষণ এবং অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্। মহস্বান্ থেকে বিশ্ববাহুর জন্ম হয়। বিশ্ববাহু থেকে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিৎ থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে বৃহদ্বলের জন্ম হয়, যিনি যুদ্ধে আপনার পিতা কর্তৃক নিহত হন।"

"ইক্ষ্বাকু বংশের এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। এখন ভবিষ্যতে যাঁদের জন্ম হবে, তাঁদের কথা বলছি শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। বৃহদ্রণের পুত্র হবেন উরুক্রিয়, যাঁর বৎসবৃদ্ধ নামক এক পুত্র হবে। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামক এক পুত্র হবে এবং প্রতিব্যোমের ভানু নামক এক পুত্র হবে, যাঁর থেকে দিবাক নামক এক মহান সেনাপতির জন্ম হবে। তারপর দিবাক থেকে সহদেব নামক এক পুত্রের জন্ম হবে এবং সহদেব থেকে বৃহদশ্ব নামক এক মহাবীরের জন্ম হবে। বৃহদশ্ব থেকে ভানুমানের জন্ম হবে এবং ভানুমান থেকে প্রতীকাশ্বের জন্ম হবে। প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক। তারপর সুপ্রতীক থেকে মরুদেবের জন্ম হবে; মরুদেব থেকে সুনক্ষত্র; সুনক্ষত্র থেকে পুষ্কর এবং পুষ্কর থেকে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের পুত্র সুতপা এবং তাঁর পুত্র হবেন অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ থেকে বৃহদ্রাজ নামক পুত্রের জন্ম হবে। বৃহদ্রাজ থেকে বর্হি এবং বর্হি থেকে কৃতঞ্জয়ের জন্ম হবে। কৃতঞ্জয়ের পুত্র হবেন রণঞ্জয় এবং তাঁর থেকে সঞ্জয় নামক পুত্রের জন্ম হবে। সঞ্জয় থেকে শাক্য, শাক্য থেকে শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদ থেকে লাঙ্গলের জন্ম হবে। লাঙ্গল থেকে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ থেকে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করবেন। ক্ষুদ্রক থেকে রণক, রণক থেকে সুরথ এবং সুরথ থেকে সুমিত্রের জন্ম হবে। এই সুমিত্রই এই বংশের শেষ রাজা। এটিই বৃহদ্বলের বংশের বর্ণনা। ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ রাজা হবেন সুমিত্র। তারপর সূর্যবংশে আর কোন বংশধর থাকবেন না। এইভাবে এই বংশের সমাপ্তি হবে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহারাজ নিমির বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহারাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠ উত্তর দেন, 'হে মহারাজ নিমি, আমি ইতিমধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেছি। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি ফিরে আসব। দয়া করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।' মহারাজ নিমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন এবং বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহারাজ নিমি বিবেচনা করেছিলেন যে, এই জীবন অস্থির। তাই, বশিষ্ঠের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, তিনি অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে গুরু বশিষ্ঠ ফিরে এসে যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মহারাজ নিমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'পণ্ডিতাভিমানী নিমির জড় দেহের নিপাত হোক।' মহারাজ নিমি কোন অপরাধ না করলেও অকারণে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে, তিনিও তাঁর গুরুকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে দক্ষিণা লাভ করার লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আপনার দেহেরও পতন হোক।' এই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী নিমি তাঁর দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করে পুনরায় মিত্র-বরুণের বীর্যে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় মহারাজ নিমি দেহত্যাগ করলে মহর্ষিগণ তাঁর দেহ গন্ধবস্তুর মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং সত্রযাগ সমাপনান্তে তাঁরা সেখানে সমাগত দেবতাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন।"

'আপনারা যদি এই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং সত্য সত্যই সমর্থ হন, তা হলে দয়া করে মহারাজ নিমির এই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করুন।' ঋষিদের এই অনুরোধে দেবতারা সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ নিমি তখন বলেছিলেন, 'দয়া করে আমাকে পুনরায় এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না।' "

মহারাজ নিমি বললেন—"মায়াবাদীরা সাধারণত জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কারণ তারা পুনরায় দেহ ত্যাগের ভয়ে ভীত। কিন্তু যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবানের সেবায় মগ্ন, তাঁরা কখনও ভীত হন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার জন্য দেহটির সদ্ব্যবহার করেন। আমি জড় দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না, কারণ তা এই জগতের সর্বত্রই দুঃখ শোক এবং ভয়ের কারণ। জলে মৎস্য যেমন সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তেমনই দেহধারী জীবদেরও সর্বত্রই মৃত্যুভয় হয়ে থাকে।"

দেবতারা বললেন—"মহারাজ নিমি জড় শরীর ব্যতীতই জীবিত থাকুন। তিনি চিন্ময় শরীরে ভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজ করুন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি জড় দেহধারী সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকট ও অপ্রকট থাকুন। তারপর অরাজকতার ভয় থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য ঋষিগণ মহারাজ নিমির দেহ মন্থন করেছিলেন, তার ফলে তাঁর দেহ থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। অসাধারণভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম হয়েছিল জনক এবং প্রাণহীন দেহ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম বৈদেহ। তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তিনি মিথিল নামেও অভিহিত হয়েছিলেন এবং তিনি যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল মিথিলা।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মিথিলের পুত্রের নাম উদাবসু উদাবসু থেকে নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধন থেকে সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত। দেবরাত থেকে বৃহদ্রথ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, যিনি ছিলেন সুধৃতির পিতা। সুধৃতির পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতু থেকে হর্যশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। হর্যশ্ব থেকে মরু

নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মরুর পুত্র প্রতীপক এবং প্রতীপকের পুত্র কৃতরথ। কৃতরথ থেকে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। মহাধৃতি থেকে কৃতিরাত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমা থেকে স্বর্ণরোমা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্ণরোমা থেকে হ্রস্বরোমার জন্ম হয়। হ্রস্বরোমার পুত্র শীরধ্বজ (ইনি জনক নামেও পরিচিত)। শীরধ্বজ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতাদেবী নামক এক কন্যা আবির্ভূতা হন, যিনি পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি শীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন। শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ এবং কুশধ্বজের পুত্র রাজা ধর্মধ্বজ, যাঁর কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামক দুই পুত্র ছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কৃতধ্বজের পুত্র ছিলেন আত্মতত্ত্ববিদ এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে সুনিপুণ। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ এবং ভানুমানের পুত্র ছিলেন শতদ্যুম্ন। শতদ্যুম্নের শুচি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁর থেকে সনদ্বাজ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সনদ্বাজ থেকে উর্জকেতুর জন্ম হয়। উর্জকেতুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু। শ্রুতায়ুর সুপার্শ্বক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথের জন্ম হয়। চিত্ররথের পুত্র ছিলেন ক্ষেমাধি, যিনি মিথিলার রাজা হয়েছিলেন। ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ থেকে উপগুরু এবং উপগুরু থেকে অগ্নির অংশ উপগুপ্তের জন্ম হয়। উপগুপ্তের পুত্র বসুনন্ত, তাঁর পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত। শ্রুতের পুত্র জয় এবং জয় থেকে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র ধৃতি এবং ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি এবং তাঁর পুত্র মহাবশী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মিথিল রাজবংশে সমস্ত রাজারাই ছিলেন আত্ম-তত্ত্ববিৎ। তাই গৃহে অবস্থান করলেও তাঁরা জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।"

* * *

চতুর্দশ অধ্যায়

উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, আপনি সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করলেন, এখন পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল (পুরূরবা) প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সহস্রশীর্ষা পুরুষ নামক গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবর হতে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, যিনি তাঁর পিতার মতোই গুণবান ছিলেন। অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত সোম বা চন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ঔষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক) জয় করে সোম রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। অত্যন্ত দর্পের ফলে তিনি বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পুনঃ

পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সোম গর্ববশত তারাকে ফিরিয়ে দেননি। তার ফলে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। বৃহস্পতির প্রতি শুক্রের শত্রুতাবশত শুক্র অসুরগণ সহ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শিব তাঁর গুরুর পুত্রের প্রতি স্নেহবশত সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সমস্ত দেবতাগণ সহ ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত দেবতা এবং অসুর বিনাশকারী এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অঙ্গিরা ব্রহ্মার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলে, ব্রহ্মা চন্দ্রদেব সোমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন এবং তারাকে তাঁর পতির হস্তে প্রদান করেছিলেন। বৃহস্পতি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা গর্ভবতী।"

বৃহস্পতি বললেন—"ওরে মূর্খ রমণী! আমার আধান যোগ্য ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা গর্ভ স্থাপিত হয়েছে। এক্ষুণি তুমি সেই সন্তান প্রসব কর! আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সেই সন্তান প্রসব করলে আমি তোমাকে ভস্মীভূত করব না। আমি জানি যদিও তুমি অসতী, তবুও তুমি সন্তানার্থী। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডদান করব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃহস্পতির আদেশে তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তখন স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট একটি কুমার প্রসব করেছিলেন। বৃহস্পতি এবং চন্দ্রদেব উভয়েরই সেই সুন্দর শিশুটির প্রতি স্পৃহা জন্মেছিল। বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই দাবি করেছিলেন, "এই পুত্র আমার, তোমার নয়" এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষি এবং দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই নবজাত শিশুটি কার, কিন্তু লজ্জায় তারা কোন উত্তর দিতে পারেননি। কুমার তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার মাকে বলেছিল, 'হে অসতী রমণী! বৃথা লজ্জায় কি প্রয়োজন? তুমি কেন তোমার দোষ স্বীকার করছ না? শীঘ্র তুমি আমাকে তোমার দোষের কথা বল।' ব্রহ্মা তখন তারাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিলেন, "এই পুত্র সোমের।" সোমদেব তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা সেই কুমারের গম্ভীর বুদ্ধি দেখে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বুধ'। নক্ষত্রপতি চন্দ্র সেই পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর বুধ থেকে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুরূরবার কথা নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একদিন দেবর্ষি নারদ যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য, স্বভাব, সম্পদ এবং বিক্রমের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন দেবী উর্বশী তা শ্রবণ করে কামবাণে পীড়িতা হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। মিত্র এবং বরুণের অভিশাপে দেবী উর্বশী মনুষ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মূর্তিমান কামদেব-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে দর্শন করে উর্বশী ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উর্বশীকে দর্শন করে রাজা পুরূরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তিনি সুমধুর বাক্যে উর্বশীকে বলেছিলেন—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা! তোমার শুভাগমন হোক। দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর এবং বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। তুমি আমার সঙ্গ যতদিন ইচ্ছা উপভোগ করতে পার। রমণসুখে আমাদের জীবন অতিবাহিত হোক।"

উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন—"হে পরম রূপবান। কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়? আপনার বক্ষস্থল প্রাপ্ত হয়ে কোন রমণী আপনার সঙ্গে রতিসুখ ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। হে মহারাজ পুরূরবা! এই মেষ দুটি আমার সঙ্গে পতিত হয়েছে, আপনি এদের রক্ষা করুন। যদিও আমি স্বর্গলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি আপনার সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করব। আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"

"হে বীর! ঘৃতে প্রস্তুত বস্তুই কেবল আমার ভোজ্য হবে এবং মৈথুনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখব না।" মহামনা পুরূরবা উর্বশীর সেই প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন।

পুরূরবা উত্তর দিলেন—"হে সুন্দরী! তোমার রূপ আশ্চর্যজনক এবং তোমার ভাবভঙ্গিও আশ্চর্যজনক। তুমি সমস্ত মানব-সমাজের মনোমুগ্ধকর। অতএব, স্বর্গলোক থেকে স্বয়ং আগতা দেবী তোমার সেবা কোন্ মানুষ না করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা চৈত্ররথ এবং নন্দনকানন প্রভৃতি দেবতাদের উপভোগ্য স্থলে রমণেচ্ছু উর্বশীর সঙ্গে তাঁর বাসনা অনুসারে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন। পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্বশীর মুখ এবং দেহের সৌরভে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরূরবা বহুদিন পরম আনন্দে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন।"

"উর্বশীকে সভায় না দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন, 'উর্বশী বিনা আমার এই সভা আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না।' সেই কথা বিবেচনা করে তিনি গন্ধর্বদের নির্দেশ দিয়েছিলেন উর্বশীকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। মধ্যরাত্রে যখন সব কিছু গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তখন গন্ধর্বেরা পুরূরবার গৃহে এসে রাজার কাছে তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা গচ্ছিত মেষ দুটিকে হরণ করেছিলেন। উর্বশী সেই মেষ দুটিকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তাই, গন্ধর্বেরা যখন তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের ক্রন্দন শ্রবণ করে উর্বশী তাঁর পতিকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "আমি হত হলাম! এই কাপুরুষ এবং নপুংসক স্বামী আমাকে রক্ষা করতে অক্ষম অথচ তিনি নিজেকে একজন বীর বলে মনে করেন। আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম বলে, দস্যুরা আমার পুত্র মেষ দুটি অপহরণ করেছে এবং তাই আমি বিনষ্ট হলাম। আমার পতি রাত্রিবেলায় ভয়ে শুয়ে রয়েছেন, ঠিক যেমন স্ত্রীলোকেরা ভীতা হয়ে শয়ন করে, যদিও দিনের বেলা তাঁকে পুরুষের মতো বলে মনে হয়।"

"হাতি যেভাবে অঙ্কুশের দ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরূরবাও তেমনই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বস্ত্র পরিধান না করেই রাত্রিতে খড়্গ ধারণ করে মেষ অপহরণকারী গন্ধর্বদের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। গন্ধর্বেরা মেষ দুটি পরিত্যাগ করে বিদ্যুতের মতো দ্যুতিমান হয়ে পুরূরবার গৃহ আলোকিত করেছিলেন। উর্বশী তখন তাঁর পতিকে নগ্ন অবস্থায় মেষ দুটি নিয়ে ফিরে আসতে দেখতে পেলেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিতা হলেন। উর্বশীকে তাঁর শয্যায় দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর আসক্তির ফলে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তার ফলে শোক করতে করতে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। এইভাবে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে পুরূরবা একসময় সরস্বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রে পঞ্চসখী সহ উর্বশীকে দেখতে পেলেন। প্রসন্ন বদনে তিনি তখন তাঁকে মধুর বাক্যে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে প্রিয়পত্নী! হে নিষ্ঠুর! দয়া করে দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আমি জানি যে এখনও পর্যন্ত আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি, কিন্তু সেই জন্য আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাক, তা হলে এস, অন্তত অল্পক্ষণের জন্য আমরা কিছু কথা বলি। হে দেবী! তুমি প্রত্যাখ্যান করায় আমার সুন্দর দেহ এখানে পতিত হবে এবং যেহেতু তা তোমার আনন্দ বিধানের উপযুক্ত নয়, তাই তা শৃগাল ও শকুনিদের আহার হবে।"

উর্বশী বললেন—"হে রাজন্! আপনি একজন পুরুষ, একজন বীর। সুতরাং অধৈর্য হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। ধৈর্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না। পক্ষান্তরে, আপনার জেনে রাখা উচিত যে, রমণীর হৃদয় বৃকদের মতো। সুতরাং তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা অনুচিত। স্ত্রীলোকেরা নির্দয় এবং কুটিল। তারা সামান্য দোষও সহ্য করতে পারে না। তাদের নিজেদের সুখের জন্য তারা যে কোন অধর্ম আচরণ করতে পারে, এমন কি তাদের বিশ্বস্ত পতি এবং ভ্রাতাকেও হত্যা করতে ভয় পায় না। স্ত্রীলোকেরা সহজেই পুরুষের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তাই কুলটা রমণী শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ত্যাগ করে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একের পর এক নতুন নতুন প্রেমিকের অন্বেষণ করে। হে রাজন্! বৎসরান্তে কেবল এক রাত্রি আপনি আমার পতিরূপে আমার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পারবেন। তার ফলে আপনার একটি একটি করে সন্তান উৎপাদন হবে। উর্বশীকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে পুরূরবা

তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে বীর-প্রসবিনী উর্বশীর সঙ্গলাভ করেছিলেন। বৎসরান্তে পুনরায় উর্বশীকে প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরূরবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদের চিন্তায় রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলে উর্বশী তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন—"হে রাজন্! আপনি গন্ধর্বদের শরণ গ্রহণ করুন, তা হলে তারা আবার আপনার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে।" তাঁর সেই উপদেশ অনুসারে রাজা স্তবস্তুতির দ্বারা গন্ধর্বদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে ঠিক উর্বশীর মতো দেখতে অগ্নিস্থালীকে প্রদান করেছিলেন। তাঁকে উর্বশী বলে মনে করে রাজা বনে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নন, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী। রাজা পুরূরবা তখন অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি সারারাত উর্বশীর ধ্যান করেছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময় ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল এবং তাই সকাম কর্মবাসনা পূর্ণকারী যজ্ঞ সমন্বিত বেদত্রয়ের তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যখন পুরূরবার হৃদয়ে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের বিধি প্রকট হয়েছিল, তখন তিনি যেখানে অগ্নিস্থালীকে ত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, একটি শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তখন সেই বৃক্ষ থেকে একটি কাঠ নিয়ে তা থেকে দুটি অরণি তৈরি করেছিলেন। তারপর উর্বশী যেই লোকে বাস করেন সেখানে যাওয়ার বাসনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে তিনি স্বয়ং এবং মধ্যবর্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করতে করতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন। পুরূরবার অরণি মন্থনের ফলে অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল। এই অগ্নি থেকে সমস্ত জড় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শৌক্রজন্ম, সাবিত্র দীক্ষা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পবিত্র হওয়া যায়, যা অ-উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে আহ্বান করা হয়। এইভাবে সেই অগ্নিকে রাজা পুরূরবার পুত্র বলে মনে করা হয়েছিল। উর্বশী যে লোকে বাস করেন সেই লোক প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায় পুরূরবা সেই অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদেবময় অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।"

"সত্যযুগে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বীজভূত প্রণবে নিহিত ছিল। অর্থাৎ, অথর্ব বেদই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ছিল। ভগবান শ্রীনারায়ণ ছিলেন একমাত্র আরাধ্য; তখন দেব-দেবীদের পূজা করার কোন নির্দেশ ছিল না। অগ্নি ছিল কেবল একটি এবং মানব-সমাজে একমাত্র বর্ণ ছিল হংস। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের শুরুতে রাজা পুরূরবা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিলেন। এইভাবে পুরূরবা, যিনি যজ্ঞাগ্নিকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন, তাঁর বাসনা অনুসারে তিনি গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

❋ ❋ ❋

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছ'টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান; সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়; রয়ের পুত্র এক; জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক এবং

হোত্রকের পুত্র জহ্নু, যিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করেছিলেন। জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক এবং অজকের পুত্র কুশ। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ নামক চার পুত্র। কুশাম্বুর পুত্র গাধি। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ ঋষি সেই কন্যাকে মহারাজ গাধির কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাধি মনে করেছিলেন যে, ঋচীক তাঁর কন্যার পতি হওয়ার যোগ্য নন এবং তাই তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, 'হে দ্বিজবর! আমরা কুশিক বংশজাত সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, তাই আমার কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বাম কর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল সহস্র অশ্ব প্রদান করুন।' রাজা গাধি যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, তখন ঋচীক মুনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বরুণদেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গাধির শর্ত অনুসারে এক হাজার অশ্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই অশ্বগুলি গাধিকে দান করে তিনি রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর ঋচীক মুনির পত্নী এবং শাশুড়ি উভয়েই পুত্রার্থিনী হয়ে ঋচীককে চরু প্রস্তুত করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলে ঋচীক মুনি তাঁর পত্নীর জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্র এবং তাঁর শাশুড়ির জন্য ক্ষত্রিয়মন্ত্রে দুটি চরু প্রস্তুত করে স্নান করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে, সত্যবতীর মাতা মনে করেছিলেন যে, সত্যবতীর জন্য নির্মিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবে, এই মনে করে তিনি তাঁর কন্যার কাছে সেই চরু প্রার্থনা করেছিলেন। সত্যবতী তাই তাঁর চরু তাঁর মাকে প্রদান করে, তাঁর মায়ের জন্য নির্মিত চরু নিজে ভক্ষণ করেছিলেন। স্নান করে গৃহে ফিরে এসে ঋচীক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পত্নী সত্যবতীকে বলেছিলেন, 'তুমি এক অত্যন্ত অন্যায় কার্য করেছ। তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন হবে এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হবে।' সত্যবতী ঋচীক মুনিকে বিনয়নম্র বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র স্বভাবসম্পন্ন না হয়। ঋচীক মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা হলে তোমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হবে।' তার ফলে সত্যবতীর পুত্ররূপে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্যবতী পরে অত্যন্ত পুণ্যবতী জগৎ পবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। জমদগ্নির বীর্য থেকে রেণুকার গর্ভে বসুমান আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাম বা পরশুরাম নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতেরা এই পরশুরামকে কার্তবীর্যকুল বিনাশকারী এবং ভগবান বাসুদেবের অংশ বলে কীর্তন করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মনীতির অবমাননা করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য পরশুরাম তাদের অপরাধ গর্হিত না হলেও তাদের সংহার করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়রা ভগবান পরশুরামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল, যার ফলে তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে বার বার বিনাশ করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হৈহয়দের রাজা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্যার্জুন ভগবান শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করে এক হাজার বাহু, শত্রুদের মধ্যে দুর্দমনীয়ত্ব এবং অপ্রতিহত ইন্দ্রিয় বল, সৌন্দর্য, তেজ, বীর্য, যশ এবং অণিমা-লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে, তিনি বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন। একসময় গর্বোদ্ধত কার্তবীর্যার্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে স্ত্রীরত্নে পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীর জলে আনন্দ উপভোগ করতে করতে তাঁর বাহুর দ্বারা সেই নদীর স্রোত অবরোধ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের বাহুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদার তটে স্থাপিত দশানন রাবণের শিবির প্লাবিত হচ্ছিল। কার্তবীর্যার্জুনের এই প্রভাব বীরাভিমানী রাবণ সহ্য করতে পারল না। রাবণ যখন স্ত্রীদের সমক্ষে কার্তবীর্যার্জুনকে অপমান করতে চেয়েছিল, তখন কার্তবীর্যার্জুন অনায়াসে তাকে বন্দী করে মাহিষ্মতী নগরীতে একটি বানরের মতো অবরুদ্ধ করে রেখে, তারপর অবজ্ঞা ভরে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একসময় কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ার্থে বিজন বনে বিচরণ করতে করতে

যদৃচ্ছাক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তপস্যা-পরায়ণ জমদগ্নি মুনি সাদরে সৈন্য, অমাত্য এবং বাহকগণ সহ রাজাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং তাঁর কামধেনুর দ্বারা অতিথি-সৎকারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু রত্নের অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীয় কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন। জড় শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে কার্তবীর্যার্জুন তাঁর লোকদের জমদগ্নির কামধেনুটি হরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন এবং তখন তারা বলপূর্বক বৎস সহ রোরুদ্যমানা কামধেনুটিকে কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীতে নিয়ে এসেছিল। তারপর কার্তবীর্যার্জুন কামধেনু নিয়ে চলে গেলে, জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে কার্তবীর্যার্জুনের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করে আহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁর ভয়ঙ্কর কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং তূণ গ্রহণ করে হাতির পিছনে সিংহ যেভাবে ধাবিত হয়, সেইভাবে কার্তবীর্যার্জুনের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। রাজা কার্তবীর্যার্জুন যখন রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি ভৃগুকুলতিলক পরশুরামকে কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং বাণ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরশুরামের পরনে ছিল কৃষ্ণাজিন চর্ম এবং তাঁর জটা ঠিক সূর্যের মতো দ্যুতিমান প্রতিভাত হচ্ছিল। পরশুরামকে দেখে কার্তবীর্যার্জুন ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক, গদা, খড়্গ, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নি এবং শক্তিসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু ভগবান পরশুরাম একাকীই সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করেছিলেন। শত্রুসৈন্যদের বিনাশ সাধনে অত্যন্ত দক্ষ ভগবান পরশুরাম মন এবং বায়ুর বেগে ধাবিত হয়ে তাঁর কুঠারের আঘাতে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যে দিকেই গমন করছিলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যরা ছিন্ন বাহু, ছিন্ন উরু এবং ছিন্ন কন্ধর হয়ে ভূপতিত হচ্ছিল, তা ছাড়া তাদের সারথিরা, হস্তী ও অশ্ব বাহনেরাও নিহত হয়েছিল। ভগবান পরশুরাম তাঁর কুঠার এবং বাণের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সৈনিকদের বর্ম, ধ্বজা, ধনুক এবং দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং তাদের রক্তে রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরাজয় দর্শন করে কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুতবেগে রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায় কার্তবীর্যার্জুন তাঁর এক হাজার বাহুর দ্বারা একসঙ্গে পাঁচশ ধনুকে বাণ যোজনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভগবান পরশুরাম কেবল একটি ধনুক থেকে এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কার্তবীর্যার্জুনের হস্তধৃত সমস্ত ধনুক এবং বাণ ছিন্নভিন্ন করেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের বাণ ছিন্নভিন্ন হলে তিনি স্বহস্তে বহু পর্বত ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে, পরশুরামকে হত্যা করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম তখন বলপূর্বক তাঁর কুঠারের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সাপের ফণার মতো সব ক'টি হাত কেটে ফেলেছিলেন। তারপর, পরশুরাম ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মস্তক পর্বতশৃঙ্গের মতো ছেদন করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের দশ হাজার পুত্র তাদের পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিল। তারপর শত্রুনিধন করে পরশুরাম অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত কামধেনুটিকে মুক্ত করে বৎস সহ আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতা এবং ভ্রাতাদের কাছে কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। সেই কথা শুনে জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে মহাবীর পরশুরাম! তুমি সর্বদেবময় রাজাকে অকারণে বধ করে পাপ করেছ। হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ক্ষমাগুণের ফলে আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। এই ক্ষমাগুণের ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। ব্রাহ্মণের কর্তব্য সূর্যের মতো দীপ্তিশালী ক্ষমাগুণের অনুশীলন করা। ক্ষমাশীল পুরুষদের প্রতি ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন। হে বৎস! সার্বভৌম রাজাকে বধ করা ব্রাহ্মণবধ থেকেও গুরুতর। কিন্তু তুমি যদি কৃষ্ণভাবনাময় হও এবং তীর্থস্থানের সেবা কর, তা হলে তুমি সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পার।' "

◆ ◆ ◆

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! পিতা কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, পরশুরাম সেই আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক এক বছর তীর্থপর্যটন করে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। একসময় জমদগ্নির পত্নী রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে পদ্মফুলের মালায় শোভিত গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলেন। গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে দর্শন করে রেণুকা তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হয়েছিলেন এবং হোমের সময় যে অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণ হল না। তারপর, যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হয়েছে দেখে রেণুকা তাঁর পতির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়েছিলেন এবং গৃহে ফিরে এসে জলের কলসি তাঁর সামনে রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হয়েছিলেন। জমদগ্নি তাঁর পত্নীর এই ব্যভিচার অবগত হয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ, এই পাপীয়সী রমণীকে হত্যা কর!' কিন্তু তাঁর পুত্ররা তাঁর আদেশ পালন করেনি। জমদগ্নি তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে তাঁর আদেশ অমান্যকারী পুত্রদের এবং মানসে ব্যভিচারিণী মাতাকে বধ করতে বলেছিলেন। পিতার সমাধি এবং তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন বলে পরশুরাম তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন। সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। পরশুরাম তখন বলেছিলেন, 'আমার মাতা এবং ভ্রাতারা পুনরুজ্জীবিত হোক এবং আমি যে তাঁদের হত্যা করেছি সেই কথা যেন তাঁদের কখনও স্মরণ না হয়। আমি এই বর প্রার্থনা করি।' তারপর, জমদগ্নির বরে পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা জীবিত হয়েছিলেন, যেন নিদ্রাবসানে তাঁরা সুখে জেগে উঠেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতার আদেশে স্বজন বধ করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার তপস্যা, জ্ঞান এবং বীর্য অবগত ছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কার্তবীর্যার্জুনের যে সমস্ত পুত্ররা পরশুরামের বীর্যে পরাভূত হয়েছিল, তারা তাদের পিতার বধের সর্বদা স্মরণ করার ফলে, কখনও শান্তি লাভ করতে পারেনি। একসময় পরশুরাম যখন বসুমান্ প্রভৃতি ভ্রাতাদের সঙ্গে আশ্রম থেকে বনে গিয়েছিলেন, তখন কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা সেই সুযোগে পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমদগ্নির আশ্রমে এসেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পাপকর্ম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। তাই তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট উত্তমশ্লোক ভগবানের ধ্যানে মগ্ন জমদগ্নিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। পরশুরামের মাতা অর্থাৎ জমদগ্নির পত্নী রেণুকা অত্যন্ত করুণভাবে তাঁর পতির প্রাণভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কার্তবীর্যার্জুনের ক্ষত্রিয়াধম পুত্ররা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাঁর আকুল আবেদনে কর্ণপাত না করে তারা বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। পতির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্তা হয়ে পতিব্রতা রেণুকা তাঁর নিজের শরীরে নিজেই করাঘাত করতে করতে 'হে রাম! হে প্রিয় পুত্র রাম!' বলে বিলাপ করেছিলেন। পরশুরাম সহ জমদগ্নির পুত্ররা বহু দূর থেকে 'হা রাম, হা পুত্র!' রেণুকার এই আর্তনাদ শ্রবণ করে দ্রুত আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের পিতা জমদগ্নি যে নিহত হয়েছেন তা দেখেছিলেন। দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, আর্তি এবং শোকের বেগে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে জমদগ্নির পুত্ররা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, 'হে পিতা, হে সাধু, হে পরম ধার্মিক, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন!' এইভাবে বিলাপ করতে করতে পরশুরাম তাঁর পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদের হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর কুঠার নিয়ে পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে মনস্থ করেছিলেন।"

"হে রাজন্! তারপর পরশুরাম ব্রহ্মহত্যার পাপে হতশ্রী মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়ে, সেই নগরীর মাঝখানে

কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের মস্তকের দ্বারা এক বিশাল পর্বত নির্মাণ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের এই সমস্ত পুত্রদের রক্তে [illegible] ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজাদের ভয়াবহ এক নদী সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যেহেতু পাপাচরণ করতে শুরু করেছিল, তাই পরশুরাম তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের অভিলাষে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন এবং সমন্তপঞ্চকে তাদের রক্তে তিনি নটি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর, পরশুরাম তাঁর পিতার মস্তক তাঁর দেহে সংযোজিত করে কুশঘাসের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবদের অন্তর্যামী সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরশুরাম হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, উদ্গাতাকে উত্তর দিক এবং ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত এবং বায়ু এই চারটি দিক অন্যান্য পুরোহিতদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি মধ্যভাগ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অবশিষ্ট স্থান সদস্যবর্গকে প্রদান করেছিলেন। তারপর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃথ স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন। এইভাবে পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে জমদগ্নি পূর্ণস্মৃতিসহ, পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরবর্তী মন্বন্তরে জমদগ্নির পুত্র কমলনয়ন ভগবান পরশুরাম বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবর্তক হবেন। অর্থাৎ, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম হবেন। ভগবান পরশুরাম এখনও একজন স্থিতধী ব্রাহ্মণরূপে মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বেরা তাঁর উন্নত চরিত্র ও কার্যকলাপের জন্য সর্বদা তাঁর পূজা করেন এবং বন্দনা করেন। এইভাবে বিশ্বাত্মা, ভগবান, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অবাঞ্ছিত নৃপতিদের বহুবার বধ করেছিলেন। মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তেজস্বী। তিনি তপস্যার প্রভাবে ক্ষত্রিয়ের পদ থেকে তেজস্বী ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। তার সম্পর্কে অন্য সমস্ত পুত্ররাও মধুচ্ছন্দা নামে অভিহিত হত। বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভূত অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে নামান্তরে দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে। শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফকে যজ্ঞমণ্ডপে নিয়ে আসা হলে, তিনি দেবতাদের স্তব করে তাঁদের কৃপায় পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভৃগুবংশে জন্ম হলেও শুনঃশেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত এবং তাই সেই যজ্ঞে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে তিনি গাধিবংশে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মধুচ্ছন্দা নামক পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তোমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ম্লেচ্ছ হও।' জ্যেষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা এইভাবে অভিশপ্ত হলে, পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মধুচ্ছন্দা স্বয়ং তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'হে পিতা! আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই পালন করব।' এইভাবে কনিষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করে বলেছিলেন, "আমরা আপনার আদেশ পালন করব।' বিশ্বামিত্র তখন তাঁর অনুগত পুত্রদের বলেছিলেন, 'যেহেতু তোমরা শুনঃশেফকে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করেছ, তাই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার আদেশ পালন করে তোমরা আমাকে যোগ্য পুত্রদের পিতা বানিয়েছ এবং তাই আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি তোমরাও পুত্রবন্ত হবে।' বিশ্বামিত্র বললেন, 'হে কুশিকগণ! এই দেবরাত আমার পুত্র এবং তোমাদেরই একজন। তোমরা তাঁর আদেশ পালন কর।' হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান আদি অন্য বহু পুত্র ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁর কিছু পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের বরদান করেছিলেন। তার ফলে কৌশিক গোত্র নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত পুত্রের মধ্যে দেবরাতকেই জ্যেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।"

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পুরূরবার আয়ু নামক এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা নামক অত্যন্ত বীর্যবান পাঁচজন পুত্র ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন আপনি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিনজন পুত্র ছিলেন। গৃৎসমদ থেকে শুনকের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনকের জন্ম হয়। কাশ্যের পুত্র কাশি এবং তাঁর পুত্র রাষ্ট্র ছিলেন দীর্ঘতমের পিতা। দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, যিনি ছিলেন যজ্ঞভাগ ভোক্তা ভগবান বাসুদেবের অবতার এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক। এই ধন্বন্তরিকে স্মরণ করলে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান এবং তাঁর পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র দিবোদাস এবং দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন নামেও পরিচিত। দ্যুমান শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলায়শ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে অলর্ক আদি পুত্রের জন্ম হয়। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যুবকরূপে এত বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেননি। অলর্ক থেকে সন্ততি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র সুনীথ। সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতুর পুত্র সুকুমার, যিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। সুকুমার থেকে বীতিহোত্র নামক পুত্রের জন্ম হয়, বীতিহোত্র থেকে ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভার্গভূমির জন্ম হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত রাজারা ছিলেন কাশি-বংশসম্ভূত এবং তাঁদের ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধরও বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস থেকে গম্ভীর এবং গম্ভীর থেকে অক্রিয় নামক পুত্রের জন্ম হয়। অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। হে রাজন্! এখন আপনি অনেনার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং শুদ্ধের পুত্র শুচি। শুচির পুত্র ধর্মসারথি, যিনি চিত্রকৃৎ নামেও পরিচিত ছিলেন। চিত্রকৃৎ থেকে শান্তরজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করার ফলে সন্তান উৎপাদনে যত্নবান হননি। রজীর পাঁচশ পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। দেবতাদের অনুরোধে রজী দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গলোক প্রদান করেছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ আদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র রজীকে স্বর্গলোক প্রত্যর্পণ করেন এবং রজীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। রজীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের কাছে ইন্দ্র স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেও তাঁকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন দেবগুরু বৃহস্পতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন যাতে রজীর পুত্ররা নীতিমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হন। এইভাবে অধঃপতিত হলে, ইন্দ্র তাঁদের অনায়াসে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সঞ্জয় এবং সঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয় থেকে কৃতের জন্ম হয় এবং কৃত থেকে রাজা হর্যবলের জন্ম হয়। হর্যবল থেকে সহদেব নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সহদেব থেকে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন এবং জয়সেন থেকে সঙ্কৃতির জন্ম হয়। সঙ্কৃতির পুত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সমস্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। এখন আপনি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেহধারী জীবের ছটি ইন্দ্রিয়ের মতো রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি নামক ছয় পুত্র ছিলেন। কেউ যখন রাজা বা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সেই কথা জেনে নহুষের জ্যেষ্ঠপুত্র যতি তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেননি। যযাতির পিতা নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্ট আচরণ করায় শচী যখন অগস্ত্য আদি ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা নহুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অজগরত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তার ফলে যযাতি রাজা হয়েছিলেন। রাজা যযাতি তাঁর চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চতুর্দিক শাসন করতে দিয়েছিলেন। যযাতি স্বয়ং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"শুক্রাচার্য ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর মহারাজ যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তা হলে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই প্রতিলোম বিবাহ কিভাবে হয়েছিল?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, সরল হওয়া সত্ত্বেও যিনি ছিলেন কোপনস্বভাবা, তিনি সহস্র সখী পরিবৃত হয়ে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী সহ প্রাসাদের উদ্যানে বিহার করছিলেন। সেই উদ্যান পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল এবং অলিকুল ও পক্ষিসমূহ সেখানে এসে মধুর স্বরে গান করছিল। সেই কমলনয়না যুবতী কন্যারা জলাশয়ের তীরে এসে তাদের বস্ত্র রেখে, পরস্পরের প্রতি জল সিঞ্চন করতে করতে জলক্রীড়া করতে লাগল। জলকেলি করতে করতে সেই কন্যারা সহসা মহাদেবকে বৃষের উপর আরোহণ করে তাঁর পত্নী পার্বতী সহ আগমন করতে দেখতে পেল। নগ্ন হওয়ার ফলে লজ্জিত হয়ে, তারা শীঘ্র জল থেকে উঠে এসে তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিল। শর্মিষ্ঠা না জেনে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তার ফলে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হায়, আমার দাসী এই শর্মিষ্ঠার আচরণ দেখ! কুকুর যেমন যজ্ঞের হবি হরণ করে, ঠিক সেইভাবে সে সমস্ত শিষ্টাচারের অবহেলা করে আমার বস্ত্র পরিধান করেছে। যাঁরা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সর্বদা পরমব্রহ্মকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, যাঁরা এই জগতে একমাত্র উপাস্য হওয়ার ফলে মহান দেবতা, লোকপাল, এমন কি পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরম পাবন শ্রীনিবাসও যাঁদের পূজা করেন, আমরা সেই সুব্রাহ্মণ। আমরা বিশেষভাবে পূজ্য কারণ আমরা ভৃগুবংশীয়। যদিও এই রমণীর অসুর পিতা আমাদের শিষ্য, তবুও সে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞান ধারণ করার মতোই আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করেছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সর্পিনীর মতো মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে অধরোষ্ঠ দংশন করে, তিনি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বলতে লাগলেন। ওরে ভিক্ষুকি! নিজের স্থিতি না জেনে এত কথা বলছিস কেন? তোরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহে তোদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতীক্ষা করিস না? শর্মিষ্ঠা এইভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে তিরস্কার পূর্বক ক্রোধে তাঁর বস্ত্র হরণ করে তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে শর্মিষ্ঠা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মৃগয়া করতে করতে রাজা যযাতি ঘটনাক্রমে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কূপে জলপান করতে এসে দেবযানীকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে নগ্না দর্শন করে রাজা যযাতি

তৎক্ষণাৎ স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র তাঁকে প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাঁকে কূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

দেবযানী প্রেমপূর্ণ বাক্যে মহারাজ যযাতিকে বললেন—"হে বীর! হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্! আপনি আমার হস্ত ধারণ করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন। আমাকে যেন আর অন্য কেউ স্পর্শ না করে, কারণ আমাদের এই পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দৈবকৃত, মনুষ্যকৃত নয়। কূপে পতিত হওয়ার ফলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল। এই মিলন অবশ্যই দৈব কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। আমি যখন বৃহস্পতির পুত্র কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, তখন তিনিও আমাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, আমার পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। অতএব হে মহাভুজ! আমার ব্রাহ্মণের পত্নী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এই প্রকার বিবাহ শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাই রাজা যযাতি তা চাননি, কিন্তু যেহেতু তা দৈবের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি দেবযানীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন। তারপর, বিজ্ঞ রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলে, দেবযানী ক্রন্দন করতে করতে গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের কাছে শর্মিষ্ঠার কারণে কি ঘটেছিল তা সব বর্ণনা করেছিলেন। দেবযানী তাঁকে বলেছিলেন কিভাবে শর্মিষ্ঠা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং কিভাবে রাজা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"দেবযানীর কি হয়েছিল তা শ্রবণ করে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পুরোহিতের বৃত্তির নিন্দা করে এবং উঞ্ছবৃত্তির (ক্ষেত থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করার বৃত্তির) প্রশংসা করে তিনি তাঁর কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেছিলেন। রাজা বৃষপর্বা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিতে আসছেন। তাই শুক্রাচার্য তাঁর গৃহে আসার পূর্বেই বৃষপর্বা পথের মধ্যে শুক্রাচার্যের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর ক্রোধের উপশম করে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই শুক্রাচার্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল, তখন বৃষপর্বার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—হে রাজন্! দেবযানীর বাসনা পূর্ণ কর, কারণ সে আমার কন্যা এবং এই সংসারে আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না অথবা উপেক্ষা করতেও পারব না। শুক্রাচার্যের বাক্য শ্রবণ করে বৃষপর্বা দেবযানীর বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর বাক্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দেবযানী তখন তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছিলেন—"আমার পিতার আদেশে আমি যখন পতিগৃহে গমন করব, তখন সখী শর্মিষ্ঠাও তাঁর সহচরীগণ সহ আমার দাসীরূপে আমার অনুগামিনী হবে।"

"বৃষপর্বা বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্য অপ্রসন্ন হলে সঙ্কট হবে এবং প্রসন্ন হলে জাগতিক লাভ হবে। তাই তিনি শুক্রাচার্যের আদেশ পালন করে দাসের মতো তাঁর সেবা করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন এবং শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীগণ সহ দাসীর মতো দেবযানীর পরিচর্যা করেছিলেন। শুক্রাচার্য যখন দেবযানীকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠাও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে রাজন্! শর্মিষ্ঠাকে কখনও তোমার শয্যায় গ্রহণ করো না।' "

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দর্শন করে, একসময় ঋতুকাল উপস্থিত হলে তাঁর সখী দেবযানীর পতি যযাতিকে এক নির্জন স্থানে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যখন রাজা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তখন ধর্মজ্ঞ রাজা তার বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী তাঁর স্মরণ হলেও তিনি এই মিলন ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে শর্মিষ্ঠাকে সম্ভোগ করেছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয় এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। অভিমানিনী দেবযানী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিলেন। রাজা যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নীর অনুগমন করে স্তুতিবাক্যের দ্বারা এমন কি পাদসম্বাহনের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি

তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বলেছিলেন, "ওরে মিথ্যাচারী মূর্খ, স্ত্রীকামী! তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও।"

রাজা যযাতি বললেন, "হে পরমপূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি।" শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পার।"

শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এই বর প্রাপ্ত হয়ে যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন—"হে প্রিয় যদু! দয়া করে তুমি আমার জরা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তোমার যৌবন আমাকে দান কর। হে বৎস! আমি এখনও বিষয়ভোগে তৃপ্ত হতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতামহ প্রদত্ত আমার জরা গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমার যৌবন নিয়ে কয়েক বছর জীবন উপভোগ করতে পারি।"

যদু উত্তর দিলেন—"হে পিতা! আপনি যুবক হলেও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি আপনার এই বার্ধক্য এবং জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই, কারণ জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি এইভাবে তাঁর অন্য পুত্র তুর্বসু, দ্রুহ্য এবং অনুকে তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাদের যৌবন বিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তারা ধর্মজ্ঞানশূন্য হওয়ার ফলে অস্থির যৌবনকে নিত্য বলে মনে করেছিল এবং তাই তারা তাদের পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। রাজা যযাতি তখন তাঁর তিন পুত্র থেকে বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুকে বলেছিলেন, "হে বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।"

পুরু উত্তর দিয়েছিলেন—"হে নরেশ! এই পৃথিবীতে কে তার পিতার ঋণ শোধ করতে পারে? পিতার কৃপায় মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই জীবনে ভগবানের পার্ষদত্ব পর্যন্ত লাভ করা যায়। যে পুত্র পিতার ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেন তিনি উত্তম, যিনি পিতা আদেশ করলে সেই আদেশ পালন করেন তিনি মধ্যম এবং যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে পিতার আদেশ পালন করে সে অধম। কিন্তু যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পুরু তাঁর পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন। যযাতি তখন তাঁর পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হয়ে তাঁর আবশ্যক অনুযায়ী এই জড় জগৎ উপভোগ করেছিলেন। তারপর রাজা যযাতি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে পিতা যেভাবে তাঁর পুত্রদের পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিকলতা প্রাপ্ত হয়নি এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে জড় সুখভোগ করতে লাগলেন। মহারাজ যযাতির প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী সর্বদা নির্জন স্থানে তাঁর মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তাঁর পতির পরম আনন্দবিধান করেছিলেন। মহারাজ যযাতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সমস্ত দেবতাদের উৎস এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবাসুদেব যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মেঘ ধারণকারী আকাশের মতো তাঁর সর্বব্যাপক রূপ প্রকাশ করেন। আর সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে সব কিছু প্রবিষ্ট হয় এবং তখন আর এই জগতের বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় না। যিনি নারায়ণ রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও জড় দৃষ্টির অগোচর, জড় বাসনারহিত হয়ে মহারাজ যযাতি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ যযাতি যদিও ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা এবং যদিও তিনি এক হাজার বছর ধরে তাঁর মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জড় বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।"

≋ ≋ ≋

ঊনবিংশতি অধ্যায়

রাজা যযাতির মুক্তিলাভ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি ছিলেন অত্যন্ত স্ত্রৈণ। কিন্তু কালক্রমে কামভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং তার কুফল বুঝতে পেরে তিনি সেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।"

"হে প্রিয়তমা পত্নী, শুক্রাচার্যের কন্যা! এই পৃথিবীতে আমার মতো আচরণশীল এক ব্যক্তি ছিল। তার জীবনকাহিনী আমি বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এই প্রকার গৃহাসক্ত ব্যক্তির জীবনকাহিনী শ্রবণ করে বানপ্রস্থীরা সর্বদা অনুশোচনা করেন। একটি ছাগ বনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে নিজ কর্মফলে পতিতা একটি ছাগীকে দেখতে পেল। সেই ছাগীর উদ্ধারের উপায় পরিকল্পনা করে, সেই কামুক ছাগ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা কূপের তটের মৃত্তিকা অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল। সুন্দর নিতম্বিনী সেই ছাগী কূপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অত্যন্ত সুন্দর দর্শন ছাগটিকে দর্শন করে তাকে পতিরূপে বরণ করতে বাসনা করেছিল। ছাগী সেই ছাগকে পতিরূপে বরণ করলে, অন্য অনেক ছাগী তার সুন্দর শরীর, সুন্দর শ্মশ্রু, বীর্যস্খলনে দক্ষতা এবং মৈথুনের অভিজ্ঞতা দর্শন করে সেই ছাগকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হয়েছিল। পিশাচী ভর করলে মানুষ যেমন উন্মাদ হয়ে যায়, তেমনই সেই ছাগশ্রেষ্ঠ বহু ছাগীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তার ফলে আত্ম-উপলব্ধিরূপ তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিল। যে ছাগী কূপে পড়েছিল, সে তার প্রিয়তম ছাগকে অন্য এক ছাগীর সঙ্গে মৈথুনরত দর্শন করে, সেই ছাগের কর্ম সহ্য করতে পারল না। অন্য ছাগীর সঙ্গে তার পতির আচরণ দর্শনে দুঃখিতা হয়ে সেই ছাগী বিচার করেছিল যে, সেই ছাগটি প্রকৃতপক্ষে তার সুহৃৎ নয়, সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয় এবং ক্ষণকালের জন্য কেবল সে সুহৃদের মতো আচরণ করছে। তাই সেই কামুক পতিকে পরিত্যাগ করে সে তার পূর্বপালকের কাছে ফিরে গিয়েছিল। সেই স্ত্রৈণ ছাগ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য তোষামোদ করতে করতে তার পিছনে পিছনে গমন করেছিল, কিন্তু তবুও সে তাকে প্রসন্ন করতে পারল না। সেই ছাগী তখন অন্য এক ছাগীর পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে গিয়েছিল এবং সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটির লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করেছিল। কিন্তু সেই ছাগের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তার অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযোজিত করেছিল। হে প্রিয়ে! যখন সেই ছাগের অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত করা হল, তখন সেই ছাগ কূপে লব্ধ ছাগীর সঙ্গে বহুকাল বিষয়ভোগ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি।"

"হে সুভ্রু! আমিও ঠিক ছাগের মতো, কারণ আমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার স্বরূপ উপলব্ধির প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছি। ধান, যব আদি খাদ্যশস্য, স্বর্ণ, পশু, স্ত্রী আদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু থাকা সত্ত্বেও কামুক ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় না। কোন কিছুই তার প্রীতি উৎপাদন করতে পারে না। অগ্নিতে ঘি ঢালার ফলে যেমন সেই আগুন কখনও নেভানো যায় না, পক্ষান্তরে তা ক্রমশ বর্ধিতই হতে থাকে, ঠিক তেমনই কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তিসাধন করা যায় না। (প্রকৃতপক্ষে, স্বেচ্ছায় ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হয়)। মানুষ যখন নির্মৎসর হন এবং কারও অমঙ্গল কামনা করেন না, তখন তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে। যারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি বার্ধক্যের ফলে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই, যাঁরা প্রকৃতই সুখাভিলাষী, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণস্বরূপ এই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ত্যাগ করা। মাতা,

ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গে এক আসনে উপবেশন করা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে, তা বিদ্বান ব্যক্তিকেও যৌনজীবনে আকৃষ্ট করতে পারে। আমি পূর্ণ এক হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছি, তবুও প্রতিদিন আমার ভোগবাসনা বর্ধিত হয়েছে। অতএব আমি এখন এই সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে মনোনিবেশ করব। মনের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত এবং নিরহঙ্কার হয়ে, আমি বনের পশুদের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করব। যে ব্যক্তি জানেন যে, জড় সুখ ভাল অথবা মন্দ, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ও এই লোকে অথবা স্বর্গ আদি লোকেরই হোক না কেন তা অনিত্য এবং নিরর্থক এবং যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কথা জেনে তা উপভোগ করার চেষ্টা করেন না, এমন কি তার চিন্তা পর্যন্ত করেন না, তিনিই আত্মদর্শী। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভালভাবে জানেন যে, জড় সুখই সংসার-বন্ধন এবং স্বরূপ বিস্মরণের একমাত্র কারণ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে রাজা যযাতি তাঁর পত্নী দেবযানীকে এই কথা বলার পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তাঁর যৌবন প্রত্যর্পণ করে পুরুর কাছ থেকে নিজের জরা গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ যযাতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পশ্চিম দিকে তুর্বসুকে এবং উত্তর দিকে তাঁর পুত্র অনুকে অধীশ্বর করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়েছিলেন। যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে সারা পৃথিবীর সম্রাট এবং সমস্ত ধন-সম্পদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করে এবং অগ্রজাত পুত্রদের পুরুর অধীনে স্থাপনপূর্বক বনে গিয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা যযাতি বহু বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু পাখা গজালে পক্ষীশাবক যেভাবে নীড় পরিত্যাগ করে, তেমনই যযাতিও ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজ যযাতি যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফলে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্ম বাসুদেবে স্থির করতে পেরেছিলেন এবং এইভাবে তিনি পরিশেষে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন। মহারাজ যযাতির কাছে ত্যাগ এবং ত্যাগীর কাহিনী শ্রবণ করে দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি-পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য পরিহাসচ্ছলে তা বর্ণিত হলেও, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনাকে জাগরিত করা। তারপর শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি, পুত্র, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গ পানীয়শালায় পথিকদের মিলনের মতো। সমাজ, সুহৃদ এবং প্রেমের এই সম্পর্ক ঠিক একটি স্বপ্নের মতো ভগবানের মায়ার দ্বারা বিরচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবযানী এই জড় জগতে তাঁর কাল্পনিক স্থিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থির করে, তিনি তাঁর স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। হে ভগবান বাসুদেব! আপনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। পরমাত্মারূপে আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনি অণুর থেকে অণুতর, তবুও আপনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর এবং সর্বব্যাপ্ত। আপনার কোন কিছু করণীয় নেই বলে মনে হয় যেন আপনি সর্বতোভাবে শান্ত। তার কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত এবং সর্ব-ঐশ্বর্য সমন্বিত। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

❁ ❁ ❁

বিংশতি অধ্যায়

পুরুর বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভারত! যে বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশে বহু রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণ বংশের আবির্ভাব হয়েছে, আমি এখন সেই পুরু-বংশের বর্ণনা করব। এই পুরুর বংশে মহারাজ জনমেজয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্ এবং তাঁর পুত্র প্রবীর। তারপর, প্রবীর থেকে মনুস্যু এবং মনুস্যু থেকে চারুপদের জন্ম হয়। চারুপদের পুত্র সুদ্যু এবং সুদ্যুর পুত্র বহুগব। বহুগবের পুত্র সংযাতি এবং সংযাতি থেকে অহংযাতি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং বনেয়ু নামক দশটি পুত্র ছিল। এই দশ পুত্রের মধ্যে বনেয়ু ছিলেন কনিষ্ঠ। জগদাত্মা থেকে উৎপন্ন দশটি ইন্দ্রিয় যেমন প্রাণের অধীনে কার্য করে, ঠিক তেমনই এই দশ পুত্র রৌদ্রাশ্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করতেন। তাঁরা সকলেই ঘৃতাচী নামক অপ্সরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামক এক পুত্র ছিল এবং রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ নামক তিনটি পুত্র ছিল। অপ্রতিরথের কেবল একটিমাত্র পুত্র ছিল, যার নাম ছিল কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। প্রস্কন্ন আদি মেধাতিথির সমস্ত পুত্ররাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রন্তিনাবের পুত্র সুমতির রেভি নামক এক পুত্র ছিলেন। এই রেভির পুত্র মহারাজ দুষ্মন্ত বিখ্যাত ছিলেন।"

"একসময় রাজা দুষ্মন্ত যখন বনে মৃগয়া করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর মতো সুন্দরী এক রমণীকে তাঁর প্রভার দ্বারা সমস্ত আশ্রমকে আলোকিত করে থাকতে দেখেছিলেন। রাজা স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন সৈন্য পরিবৃত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন। সেই পরমা সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হয়েছিল। তিনি কামসন্তপ্ত হয়ে হাসতে হাসতে তাঁকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হে কমললোচনা সুন্দরী! তুমি কে? তুমি কার কন্যা? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই নির্জন বনে অবস্থান করছ? হে পরমা সুন্দরী! আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যা। যেহেতু আমি পুরুবংশীয়, তাই আমার চিত্ত কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না।"

শকুন্তলা বললেন—"আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা মেনকা আমাকে বনে পরিত্যাগ করে চলে যান। হে বীর! পরম শক্তিমান কণ্ব মুনি এই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। আমি আপনার কি সেবা করতে পারি বলুন? হে কমলনয়ন রাজা! দয়া করে এখানে উপবেশন করুন এবং আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমাদের নীবার অন্ন রয়েছে, তা আপনি গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি চান, তা হলে নিঃসঙ্কোচে এখানে অবস্থান করতে পারেন।"

রাজা দুষ্মন্ত উত্তর দিয়েছিলেন—"হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা শকুন্তলা! তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার আতিথেয়তা তোমার বংশের উপযুক্ত। আর তা ছাড়া, রাজকন্যারা তাঁদের পতিকে স্বয়ং বরণ করেন। শকুন্তলা যখন মৌন থেকে মহারাজ দুষ্মন্তের প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন, তখন বিবাহ-ধর্মবিৎ রাজা বৈদিক প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করে গান্ধর্ববিধি অনুসারে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। অমোঘবীর্য রাজা দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার গর্ভে বীর্যাধান করেছিলেন এবং প্রত্যূষে তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর যথাসময়ে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। কণ্ব মুনি বনে নবজাত শিশুটির সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন। পরে, সেই বালকটি এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, সে বলপূর্বক সিংহকে ধরে তার সঙ্গে খেলা করত। রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবানের অংশ অবতার এবং দুর্দমনীয় বিক্রমশালী পুত্রকে নিয়ে তাঁর পতি

দুষ্মন্তের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। রাজা যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এক আকাশবাণী হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন।"

সেই দৈববাণী বলেছিল—"হে মহারাজ দুষ্মন্ত! পুত্র প্রকৃতপক্ষে পিতারই, মাতা কেবল হাপরের চর্মের মতো আধার মাত্র। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তোমার পুত্রকে পালন কর এবং শকুন্তলাকে অবমাননা করো না। হে মহারাজ দুষ্মন্ত! যে ব্যক্তি বীর্য প্রদান করেন তিনিই পিতা এবং তাঁর পুত্র তাঁকে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা করে। তুমিই এই বালকের প্রকৃত স্রষ্টা। শকুন্তলা সত্য কথাই বলছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়েছিল। দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের ডান হাতে চক্র চিহ্ন এবং পায়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বর্তমান ছিল। মহা অভিষেক বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে তিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। তারপর মমতাপুত্র ভৃগু মুনির পৌরোহিত্যে তিনি গঙ্গার মোহনা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং প্রয়াগের সঙ্গম থেকে উৎস পর্যন্ত যমুনার তীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সর্বোত্তম স্থানে যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন দান করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি এত গাভী দান করেছিলেন যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই তাঁর ভাগে এক বদ্ধ (১৩,০৮৪) গাভী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সেই যজ্ঞে তিন হাজার তিনশ অশ্ব বন্ধন করে অন্যান্য রাজাদের বিস্মিত করেছিলেন। তিনি দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেছিলেন, কারণ তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ ভরত যখন মন্বার নামক যজ্ঞ (অপরা মন্বার নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন তিনি চোদ্দ লক্ষ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তী স্বর্ণ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করে দান করেছিলেন। কেউ যেমন তার বাহুবলের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হতে পারে না (কারণ কে তার হাত দিয়ে স্বর্গলোক স্পর্শ করতে পারে?), তেমনই মহারাজ ভরতের অদ্ভুত কার্যকলাপ কেউই অনুকরণ করতে পারেন না। অতীতে কেউ এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে পারবেন না। মহারাজ ভরত যখন দিগ্বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খস, শক এবং বৈদিক নীতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন অথবা বধ করেছিলেন। পূর্বকালে অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদেরও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজ ভরত সেই সমস্ত সঙ্গীগণসহ স্ত্রীদের অসুরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দেবতাদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ ভরত সাতাশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে তাঁর প্রজাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সর্বদিকে তাঁর আদেশ এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সারা বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সম্রাট ভরতের রাজ্যলক্ষ্মী এবং অপ্রতিহত সৈনিকের ঐশ্বর্য ছিল। তাঁর পুত্র এবং পরিবার তাঁর কাছে প্রাণতুল্য ছিল। কিন্তু অবশেষে সেই সবই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধকরূপে উপলব্ধি করতে পেরে, তিনি বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহারাজ ভরতের তিনজন মনোমুগ্ধকর পত্নী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তাঁরা তিন জনই যখন পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্রগণ রাজার অনুরূপ না হওয়ায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাজা তাঁদের ব্যভিচারিণী বলে মনে করে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মেরে ফেলেছিলেন। এইভাবে সন্তান উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায়, মহারাজ ভরত পুত্রলাভের জন্য মরুৎস্তোম নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তার ফলে মরুৎ নামক দেবতাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ভরদ্বাজ নামক এক পুত্র প্রদান করেন। বৃহস্পতি নামক দেবতা যখন তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নী মমতার সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন,

তখন গর্ভস্থ পুত্রটি তাঁকে নিষেধ করে, কিন্তু বৃহস্পতি তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক মমতার গর্ভে বীর্য ত্যাগ করেন। অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হয়ে মমতা সেই শিশুটিকে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা শিশুটির নাম নির্বাচন করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।"

বৃহস্পতি মমতাকে বলেছিলেন, "হে মূর্খ রমণী! যদিও এই বালক এক ব্যক্তির পত্নীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও একে তোমার পালন করা উচিত।" সেই কথা শুনে মমতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৃহস্পতি, তুমি একে পালন কর।" এই বলে বৃহস্পতি এবং মমতা উভয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এইভাবে বালকটির নাম হয়েছিল ভরদ্বাজ। দেবতারা যদিও সেই শিশুটিকে পালন করতে মমতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তবুও মমতা ব্যভিচারের ফলে জাত সেই পুত্রটিকে নিরর্থক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন মরুৎ নামক দেবতাগণ সেই বালকটিকে পালন করেন এবং মহারাজ ভরত যখন সন্তানের অভাবে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেই শিশুটিকে পুত্ররূপে তাঁকে প্রদান করেন।"

একবিংশতি অধ্যায়

ভরতের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মরুৎগণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভরদ্বাজের নাম হয় বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু এবং মন্যু থেকে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ, এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সঙ্কৃতি।"

"হে পাণ্ডু বংশোদ্ভূত মহারাজ পরীক্ষিৎ! সঙ্কৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা কেবল ইহলোকে মনুষ্যদের দ্বারাই নয়, পরলোকে দেবতাদের দ্বারাও কীর্তিত হয়। রন্তিদেব কখনও কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করতেন না। দৈবক্রমে তিনি যা প্রাপ্ত হতেন তাই কেবল তিনি গ্রহণ করতেন এবং অতিথি এলে তিনি সব কিছুই তাদের দান করতেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় তাঁর নিজের এবং আত্মীয়স্বজনদের শরীর কম্পমান হত, তবুও রন্তিদেব সর্বদাই অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং ধীর ছিলেন। একসময় আটচল্লিশ দিন উপবাস করার পর, রন্তিদেব সকালবেলায় একটু জল এবং দুধ ও ঘি দিয়ে তৈরি কিছু অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তা ভোজন করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই তিনি সেই অতিথিকে সমাদর করে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সেই অন্নের একভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অতিথিটি সেই অন্ন আহার করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারপর রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনদের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যখন স্বয়ং ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। সেই শূদ্রকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দর্শন করে রাজা রন্তিদেব তাঁকেও অন্নের ভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই শূদ্র চলে গেলে, আর একজন অতিথি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে এসে বলেছিল, "হে রাজন্! আমি এবং এই কুকুরগুলি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। দয়া করে আমাদের কিছু আহার্য প্রদান করুন।" রাজা রন্তিদেব পরম আদরে অবশিষ্ট অন্ন কুকুর এবং

কুকুরের স্বামী অতিথিকে বহু সম্মান সহকারে প্রদান করেছিলেন এবং তাদের নমস্কার করেছিলেন। তারপর, কেবল পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল, তাও কেবলমাত্র একজনের তৃপ্তি সাধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা যখন সেই জল পান করতে যাবেন, তখন এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিল, 'হে রাজন্! যদিও আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, দয়া করে আমাকে কিছু পানীয় জল দান করুন।' সেই পরিশ্রান্ত চণ্ডালের দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে মহারাজ রন্তিদেব অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং অমৃতের মতো মধুর এই কথাগুলি বলেছিলেন। আমি ভগবানের কাছে অষ্ট-যোগসিদ্ধি কামনা করি না এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন কেবল সমস্ত জীবের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখভোগ করতে পারি, যাতে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে। জীবন ধারণেচ্ছু এই দীন চণ্ডালের জীবন রক্ষার জন্য জল দানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, দেহের কম্পন, বিষাদ, দুঃখ, শোক, মোহ সব কিছুই নিবৃত্ত হয়েছে। এই বলে, জল পিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও রাজা রন্তিদেব তাঁর জল সেই চণ্ডালকে দান করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু এবং ধীর। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের বাসনা অনুসারে ফল প্রদানে সক্ষম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ তখন রন্তিদেবের সম্মুখে তাঁদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ তাঁরাই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদিরূপে তাঁর কাছে এসেছিলেন। দেবতাদের কাছ থেকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাজা রন্তিদেবের ছিল না। তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান বাসুদেবে অনুরক্ত ছিলেন, তাই তিনি ভক্তি সহকারে শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। রাজা রন্তিদেব যেহেতু কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তাঁর কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে মায়া একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হত। যাঁরা মহারাজ রন্তিদেবের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কৃপার প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন।"

"গর্গ থেকে শিনি এবং শিনি থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর থেকে এক ব্রাহ্মণ-বংশের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য থেকে দুরিতক্ষয় নামক পুত্রের জন্ম হয়, যাঁর পুত্রদের নাম ত্রয্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি। যদিও দুরিতক্ষয়ের এই পুত্ররা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামক পুত্র হস্তিনাপুর নগরী (বর্তমান দিল্লী) স্থাপনা করেন। হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরমীঢ়, এই তিন পুত্র। প্রিয়মেধ আদি অজমীঢ়ের বংশধরগণ সকলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। অজমীঢ় থেকে বৃহদিষু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু থেকে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিশদ এবং তাঁর পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস নামক চার পুত্র ছিলেন। রুচিরাশ্বের পুত্র পার এবং পারের পুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিলেন। রাজা নীপ শুকের কন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মদত্ত, যিনি ছিলেন একজন মহান যোগী, তিনি তাঁর পত্নী সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে বিষ্বক্সেন যোগশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বিষ্বক্সেন থেকে উদক্সেনের জন্ম হয় এবং উদক্সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর। দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর এবং তাঁর পুত্র কৃতিমান্। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যধৃতি থেকে দৃঢ়নেমি নামক পুত্রের জন্ম হয়। দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের পিতা। সুপার্শ্ব থেকে সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ থেকে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে যোগশক্তি লাভ করে সামবেদের প্রাচ্যসামের ছ'টি সংহিতা শিক্ষাদান করেন। কৃতীর পুত্র নীপ, নীপ থেকে উগ্রায়ুধ; উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য; ক্ষেমার পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয় থেকে বহুরথ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র শান্তি।

শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজ এবং পুরুজের পুত্র অর্ক। অর্ক থেকে ভর্ম্যাশ্ব এবং ভর্ম্যাশ্ব থেকে মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। ভর্ম্যাশ্ব তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা আমার পাঁচটি রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, কারণ তোমরা সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ।" এই কারণে তাঁর পঞ্চপুত্র পঞ্চাল নামে অভিহিত হন। মুদ্গল থেকে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়। ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রটির নাম দিবোদাস এবং কন্যাটির নাম অহল্যা। অহল্যার গর্ভে পতি গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। উর্বশীকে দর্শন করে তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে শরগুচ্ছের গুচ্ছে পতিত হয়। সেই বীর্য থেকে সর্বমঙ্গলময় একটি পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে সেই যমজ পুত্র এবং কন্যাটিকে দর্শন করে কৃপাপূর্বক তাদের তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তার ফলে বালকটির নাম হয় কৃপ এবং বালিকাটির নাম হয় কৃপী। কৃপী পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

অজমীঢ়ের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু এবং মিত্রায়ুর চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক এই চার পুত্র। সোমক ছিলেন জন্তুর পিতা। সোমকের একশত পুত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পৃষত ছিলেন কনিষ্ঠ। পৃষত থেকে মহারাজ দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ ছিলেন সর্বসম্পদ সমন্বিত। মহারাজ দ্রুপদ থেকে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। মহারাজ দ্রুপদের ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন থেকে ধৃষ্টকেতুর জন্ম হয়। এঁরা সকলে ভর্ম্যাশ্বের বংশধর বা পাঞ্চাল-বংশীয় নামে পরিচিত। অজমীঢ়ের অন্য পুত্র ঋক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঋক্ষ থেকে সংবরণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। সংবরণ থেকে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু, নিষধ—এই চার পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন। চ্যবন থেকে কৃতীর জন্ম হয়। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু এবং বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি তাঁর পুত্র ছিলেন। এঁরা সকলে চেদি রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। বৃহদ্রথ থেকে কুশাগ্রের জন্ম হয়। কুশাগ্র থেকে ঋষভ এবং ঋষভ থেকে সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু। বৃহদ্রথের অন্য এক পত্নীর গর্ভে দুই খণ্ড সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই দুই খণ্ড দর্শন করে তাদের মাতা তাদের পরিত্যাগ করে, পরে জরা নাম্নী রাক্ষসী 'জীবিত হও, জীবিত হও!' এই বলে তাদের নিয়ে খেলা করতে করতে সেই খণ্ড দুটি একত্রে সংযোজিত করে। তার ফলে জরাসন্ধ নামক পুত্রের জন্ম হয়। জরাসন্ধ থেকে সহদেবের জন্ম হয়। সহদেব থেকে সোমাপি এবং সোমাপি থেকে শ্রুতশ্রবার জন্ম হয়। কুরুর পুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু কুরুর জহ্নু নামক পুত্রের সুরথ নামক এক পুত্র ছিল। সুরথের পুত্র বিদূরথ এবং তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌম থেকে জয়সেন, জয়সেন থেকে রাধিক এবং রাধিক থেকে অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ু থেকে অক্রোধন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র ছিল দেবাতিথি। দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক।

দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেন এবং তাই শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্বজন্মে ছিলেন মহাভিষ এবং যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর হস্তের স্পর্শ দ্বারা যৌবন প্রদান করতে পারতেন। রাজা যেহেতু তাঁর হস্তের স্পর্শের দ্বারা সকলকে ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা শান্তি প্রদান করতে পারতেন, তাই তাঁর নাম ছিল শান্তনু। একসময় রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বৃষ্টি হয়নি, তখন রাজা শান্তনু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করেন; এবং তাঁরা বলেছিলেন, "আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি উপভোগ করার দোষে দোষী। আপনার রাজ্য এবং গৃহের উন্নতি সাধনের জন্য শীঘ্রই আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজত্ব প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণেরা এইভাবে উপদেশ দিলে, শান্তনু বনে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে বলেন যে, প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম। ইতিপূর্বেই কিন্তু শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে বৈদিক মার্গ থেকে ভ্রষ্ট করে রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবাপিকে বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট করেছিলেন এবং তাই শান্তনু যখন তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হননি। পক্ষান্তরে, তিনি বেদের নিন্দা করে অধঃপতিত হন। তখন শান্তনু পুনরায় রাজা হন এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বারিবর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে দেবাপি মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার জন্য যোগের পন্থা অবলম্বন করে কলাপ নামক গ্রামে গমন করেন। তিনি এখনও সেখানে অবস্থান করছেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হলে, পরবর্তী সত্যযুগের শুরুতে দেবাপি এই পৃথিবীতে সোমবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। (শান্তনুর ভ্রাতা) বাহ্লীক থেকে সোমদত্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তার তিন পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল। শান্তনু থেকে গঙ্গার গর্ভে আত্ম-তত্ত্ববিৎ সর্বধর্মে অভিজ্ঞ, পরম ভাগবত এবং মহাজ্ঞানী ভীষ্মের জন্ম হয়। ভীষ্মদেব ছিলেন সমস্ত যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য। তিনি যখন যুদ্ধে পরশুরামকে পরাজিত করেন; তখন ভগবান পরশুরাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। শান্তনুর ঔরসে ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদের জন্ম হয়। চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হন। শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে ভগবানের অংশসম্ভূত বেদপ্রবর্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক বেদব্যাস আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব থেকে আমি (শুকদেব গোস্বামী) জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাঁর কাছে আমি মহান বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি। ভগবানের অবতার ব্যাসদেব পৈল আদি শিষ্যদের পরিত্যাগ করে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ আমি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত ছিলাম। কাশী রাজের দুই কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর এই দুই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়। বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব তাঁর মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে দুই পুত্র এবং বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর।"

"হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী একশত পুত্র এবং একটি কন্যা প্রসব করেন। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং কন্যাটির নাম ছিল দুঃশলা। এক ঋষির অভিশাপের ফলে পাণ্ডু মৈথুন থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ, পবনদেব এবং ইন্দ্র থেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এই তিন মহারথ পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় থেকে নকুল এবং সহদেবের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন তোমার পিতৃব্য। যুধিষ্ঠির থেকে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম থেকে শ্রুতসেন, অর্জুন থেকে শ্রুতকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন। নকুলের পুত্রের নাম ছিল শতানীক।"

"হে রাজন্, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতাদের অন্যান্য ভার্যার গর্ভে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির থেকে পৌরবীর গর্ভে দেবক, ভীমসেন থেকে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ এবং অন্য আর এক পত্নী কালীর গর্বে সর্বগত নামক

পুত্রের জন্ম হয়। তেমনই পর্বতরাজের কন্যা বিজয়ার গর্ভে সহদেব থেকে সুহোত্র নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। করেণুমতী নামক পত্নীর গর্ভে নকুলের নরমিত্র নামক এক পুত্র হয়। তেমনই, নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান্ নামক এক পুত্র হয় এবং মণিপুরের রাজকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অর্জুন থেকে সুভদ্রার গর্ভে আপনার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। তিনি সমস্ত অতিরথদের (যারা এক হাজার রথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন) বিজেতা মহাবীর ছিলেন। তাঁর থেকে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুবংশ বিনষ্ট হলে আপনিও দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে বিনষ্টপ্রায় হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আপনি মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।"

"হে রাজন্! আপনার চার পুত্র—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মধ্যে জনমেজয় জ্যেষ্ঠ। তক্ষকের দ্বারা আপনার মৃত্যু হওয়ার ফলে, আপনার পুত্র জনমেজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পনিধন যজ্ঞাগ্নিতে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্পদের নিক্ষেপ করবেন। কলষের পুত্র তুরকে পুরোহিতরূপে বরণপূর্বক সারা পৃথিবী জয় করে জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। সেই জন্য তিনি তুরগ-মেধবাট্ নামে প্রসিদ্ধ হবেন। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে তিন বেদ এবং ক্রিয়াজ্ঞান লাভ করবেন। তিনি কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক ঋষির কাছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করবেন। শতানীকের পুত্র হবেন সহস্রানীক এবং তাঁর থেকে অশ্বমেধজের জন্ম হবে। অশ্বমেধজ থেকে অসীমকৃষ্ণ এবং তাঁর পুত্র হবেন নেমিচক্র। হস্তিনাপুর (বর্তমান দিল্লী) যখন নদীর বন্যায় প্লাবিত হবে, তখন নেমিচক্র কৌশাম্বী নামক স্থানে বাস করবেন। তাঁর পুত্র চিত্ররথ নামে বিখ্যাত হবেন এবং চিত্ররথ থেকে শুচিরথ নামক পুত্রের জন্ম হবে। শুচিরথ থেকে বৃষ্টিমান উৎপন্ন হবেন এবং তাঁর পুত্র সুষেণ সারা পৃথিবীর সম্রাট হবেন। সুষেণের পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র নৃচক্ষু এবং নৃচক্ষু থেকে সুখীনল নামক পুত্রের জন্ম হবে। সুখীনলের পুত্র হবেন পরিপ্লব এবং তাঁর পুত্র হবেন সুনয়। সুনয় থেকে মেধাবী নামক পুত্রের জন্ম হবে। মেধাবী থেকে নৃপঞ্জয়, তাঁর থেকে দূর্ব এবং দূর্ব থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি থেকে বৃহদ্রথের জন্ম হবে, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস এবং সুদাস থেকে শতানীকের জন্ম হবে। শতানীক থেকে দুর্দমন উৎপন্ন হবেন। দুর্দমনের পুত্র হবেন মহীনর। মহীনরের পুত্র হবেন দণ্ডপাণি এবং তাঁর পুত্র হবেন নিমি, যাঁর থেকে রাজা ক্ষেমকের জন্ম হবে। আমি আপনার কাছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের উৎস এবং দেবতা ও ঋষিদের পূজ্য চন্দ্রবংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। এই কলিযুগে ক্ষেমক হবেন শেষ রাজা। এখন আমি ভবিষ্যৎ মাগধ রাজাদের কথা বলব। দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মার্জারি নামক এক পুত্র হবে। মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবা থেকে যুতায়ু এবং যুতায়ু থেকে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করবেন। নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র থেকে বৃহৎসেন এবং বৃহৎসেন থেকে কর্মজিতের জন্ম হবে। কর্মজিতের পুত্র হবেন সৃতঞ্জয় এবং সৃতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র এবং তাঁর পুত্র হবেন শুচি। শুচির পুত্র হবেন ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র সুব্রত, সুব্রতের পুত্র হবেন ধর্মসূত্র। ধর্মসূত্র থেকে সম, সম থেকে দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেন থেকে সুমতি এবং সুমতি থেকে সুবলের জন্ম হবে। সুবল থেকে সুনীথ, সুনীথ থেকে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ থেকে বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ থেকে রিপুঞ্জয়ের জন্ম হবে। এরা সকলেই বৃহদ্রথ-বংশীয়। বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজারা এক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করবেন।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু নামক তিন পুত্র ছিল। হে রাজন্! সভানর থেকে কালনর নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয় থেকে জনমেজয় নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, মহাশালের পুত্র মহামনা এবং মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্র ছিল। উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ—এই চার পুত্র। শিবির চার পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র এবং আত্ম-তত্ত্ববিৎ কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন। মহীপতি বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্র নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয়। অঙ্গ আদি এই ছয় পুত্র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে ছটি রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন এবং সেই রাজ্যগুলি সেখানকার রাজাদের নাম অনুসারে বিখ্যাত হয়েছিল। অঙ্গ থেকে খলপান নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং খলপানের পুত্র দিবিরথ। দিবিরথের থেকে ধর্মরথ নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র চিত্ররথ, যিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাই তাঁর সখা মহারাজ দশরথ তাঁকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেন। রোমপাদ তাঁকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। দেবতারা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গনাগণ নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, আলিঙ্গন এবং পূজার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে বন থেকে নিয়ে আসেন এবং তখন তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ আসার পর বৃষ্টি হয়। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃসন্তান মহারাজ দশরথের পুত্র উৎপাদনের জন্য এক যজ্ঞ করেন এবং তার ফলে অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্র হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায় রোমপাদ থেকে চতুরঙ্গের জন্ম হয় এবং চতুরঙ্গ থেকে পৃথুলাক্ষের জন্ম হয়। পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা, বৃহদ্ভানু। জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ থেকে বৃহন্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পত্নী সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয় থেকে ধৃতি, ধৃতি থেকে ধৃতব্রত, ধৃতব্রত থেকে সৎকর্মা এবং সৎকর্মা থেকে অধিরথের জন্ম হয়। গঙ্গার তীরে খেলা করার সময় অধিরথ একটি পেটিকার মধ্যে এক শিশু প্রাপ্ত হন। কুমারী অবস্থায় সেই শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে কুন্তী তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন বলে সেই শিশুটিকে তাঁর পুত্ররূপে পালন করেন। (পরবর্তীকালে এই পুত্রটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হন)"

"হে রাজন্! কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষসেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু এবং বভ্রুর পুত্র সেতু। সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার এবং গান্ধারের পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মদ এবং দুর্মদের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশত পুত্র ছিল। প্রচেতার পুত্রগণ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বৈদিক সভ্যতাবিহীন ম্লেচ্ছদেশ অধিকার করেছিলেন এবং সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু, তাঁর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু এবং তাঁর পুত্র উদারচিত্ত করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত। মরুত অপুত্রক হওয়ায় পুরুবংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ায়, মরুতকে তাঁর পিতারূপে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত বংশে (পুরুবংশে) ফিরে গিয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এখন আমি মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করব। এই বর্ণনা পরম পবিত্র এবং মানুষের সর্ব-পাপনাশক। কেবল এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।"

"সমস্ত জীবের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকটপূর্বক যদুবংশে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল এবং রিপু। এই চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের মহাহয়, বেণুহয় এবং হৈহয় নামক তিন পুত্র ছিল। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ইনি কুন্তির পিতা। কুন্তি থেকে সোহঞ্জির জন্ম হয়। সোহঞ্জি থেকে মহিষ্মান্ এবং ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রসেনের পুত্র দুর্মদ এবং ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক। কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা, কৃতৌজা—এই তিনজনও ধনকের পুত্র। কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। তিনি (কার্তবীর্যার্জুন) সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং ভগবানের অবতার দত্তাত্রেয় থেকে যোগশক্তি প্রাপ্ত হয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগশক্তি, বিদ্যা, বীর্য অথবা দয়ার দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সমকক্ষ হতে পারবেন না। কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর ধরে পূর্ণ শারীরিক বল এবং অব্যাহত স্মৃতিশক্তি নিয়ে জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্ষয় জড় ঐশ্বর্যসমূহ ভোগ করেছিলেন। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার পুত্রের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং ঊর্জিত। জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামক পুত্রের একশত পুত্র ছিল। তালজঙ্ঘ নামক সেই বংশের সমস্ত ক্ষত্রিয়রা ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান মহারাজ সগর কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তালজঙ্ঘের পুত্রদের মধ্যে বীতিহোত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বীতিহোত্রের পুত্র মধুর বৃষ্ণি নামক এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। মধুর একশত পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণি থেকে যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশের উদ্ভব হয়।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদু, মধু এবং বৃষ্ণির প্রবর্তিত বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশ নামে পরিচিত। যদুর পুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনবান্ নামক এক পুত্র ছিল। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত। স্বাহিতের পুত্র বিষদগু, বিষদগুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মহাভাগ্যবান শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন এবং তিনি চতুর্দশ মহারত্নের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। মহাযশা শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল এবং প্রতিটি পত্নীতে তিনি এক লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। অতএব তাঁর পুত্রদের সংখ্যা ছিল দশ সহস্র লক্ষ। সেই সমস্ত পুত্রদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি প্রমুখ ছয়জন ছিলেন প্রধান। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র উশনা। উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পঞ্চ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। তাঁদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

"জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, তবুও তাঁর পত্নী শৈব্যার ভয়ে তিনি অন্য কোন ভার্যা গ্রহণ করতে পারেননি। জ্যামঘ একসময় তাঁর শত্রুগৃহ থেকে উপভোগের জন্য একটি কন্যাকে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু শৈব্যা তাকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পতিকে বললেন, "হে বঞ্চক! রথে আমার উপবেশন স্থানে উপবিষ্ট এই কন্যাটি কে?" জ্যামঘ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হবে।" সেই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে শৈব্যা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি বন্ধ্যা এবং আমার কোন সপত্নীও নেই। অতএব এই কন্যা আমার পুত্রবধূ হবে কি করে? বল দেখি?" জ্যামঘ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে রাজ্ঞী! তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা সেই পুত্রের পুত্রবধূ হবে।" জ্যামঘ বহুকাল পূর্বে দেবতা এবং পিতৃদের আরাধনা করে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এখন তাঁদের কৃপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। শৈব্যা বন্ধ্যা হলেও দেবতাদের কৃপায় তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটির জন্মের পূর্বে যে কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেই সৎস্বভাবা কন্যাটিকে বিদর্ভ বিবাহ করেছিলেন।"

* * *

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিদর্ভ তাঁর পিতা কর্তৃক পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। রোমপাদ বিদর্ভকুলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রোমপাদের পুত্র বভ্রু। বভ্রু থেকে কৃতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। চেদি থেকে চৈদ্যাদি নৃপতিদের জন্ম হয়। ক্রথের পুত্র কুন্তি; কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি; বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি এবং নির্বৃতির পুত্র দশার্হ। দশার্হ থেকে ব্যোম; ব্যোম থেকে জীমূত; জীমূত থেকে বিকৃতি; বিকৃতি থেকে ভীমরথ; ভীমরথ থেকে নবরথ; এবং নবরথ থেকে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। দশরথ থেকে শকুনির জন্ম হয় এবং শকুনির পুত্র করম্ভি। করম্ভির পুত্র দেবরাত এবং দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু এবং তাঁর পুত্র কুরুবশ। কুরুবশ থেকে অনু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অয়ু এবং অয়ুর পুত্র সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। হে মহান আর্য নৃপতি! সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং মহাভোজ নামক সাতটি পুত্র ছিল। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্নোচি, কিঙ্কণ এবং ধৃষ্টি—এই তিন পুত্রের জন্ম হয় এবং অপর পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ এবং বভ্রুর মাহাত্ম্যসূচক দুটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে, যেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষগণ কীর্তন করেছেন এবং দূর থেকে আমরাও শ্রবণ করেছি। এমন কি, এখনও তাঁদের মাহাত্ম্যসূচক সেই শ্লোকগুলি আমরা শ্রবণ করি (কারণ পূর্বে আমরা যা শ্রবণ করেছি তা এখনও কীর্তিত হচ্ছে)। "অতএব মানুষদের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধ দেবতাদের সমতুল্য। বভ্রু এবং দেবাবৃধের সঙ্গ প্রভাবে তাঁদের বংশের চোদ্দ হাজার পঁয়ষট্টি পুরুষ মুক্তিলাভ করেছিলেন।" অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ রাজা মহাভোজের বংশে ভোজ রাজাগণ জন্মগ্রহণ করেন।"

"হে পরন্তপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। যুধাজিৎ থেকে শিনি এবং অনমিত্রের জন্ম হয় এবং অনমিত্র থেকে নিঘ্ন নামক পুত্রের জন্ম হয়। নিঘ্নের দুই পুত্র সত্রাজিৎ এবং প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামক যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাঁর পুত্র সত্যক। সত্যকের পুত্র যুযুধান এবং যুযুধানের পুত্র জয়। জয় থেকে কুণি নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অন্য এক পুত্র বৃষ্ণি। বৃষ্ণি থেকে শ্বফল্ক এবং চিত্ররথ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্বফল্কের পত্নী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। অক্রূর ছিলেন জ্যেষ্ঠ, তা ছাড়া আরও বারোজন বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়। এই বারোজন পুত্রের নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহু। এই দ্বাদশ পুত্রের সুচারা নাম্নী এক ভগ্নী ছিল। অক্রূরের দেববান্ এবং উপদেব এই দুই পুত্র। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই বৃষ্ণিকুলনন্দন নামে বিখ্যাত হন। অন্ধকের চার পুত্র—কুকুর, ভজমান, শুচি এবং কম্বলবর্হিষ। কুকুরের পুত্র বহ্নি এবং বহ্নির পুত্র বিলোমা। বিলোমার পুত্র কপোতরোমা এবং তাঁর পুত্র অনু। তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনু থেকে অন্ধকের জন্ম হয়; অন্ধক থেকে দুন্দুভি এবং দুন্দুভি থেকে অবিদ্যোতের জন্ম হয়। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্বসু। পুনর্বসুর আহুক এবং আহুকী নামক একটি পুত্র ও কন্যা ছিল। আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারপুত্র—দেববান, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন। তাঁর শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং ধৃতদেবা নামক সাতটি কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে ধৃতদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সেই ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন। কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্ উগ্রসেনের পুত্র।

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা—এঁরা উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁদের বিবাহ করেন। চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র ভজমান। ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের তিন পুত্র—দেবমীঢ়, শতধনু এবং কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিল। রাজা শূর তাঁর পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক এবং বৃক—এই দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মের সময় দেবতারা আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান বসুদেব আনকদুন্দুভি নামেও অভিহিত হন। মহারাজ শূরের পাঁচ কন্যা—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা এবং রাজাধিদেবী। শূর তাঁর অপুত্রক সখা কুন্তিকে পৃথানাম্নী কন্যা দান করেছিলেন এবং তাই পৃথার আর এক নাম কুন্তী। একসময় দুর্বাসা পৃথার পিতা কুন্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং পৃথা তখন পরিচর্যার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার এক অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পরম পবিত্রা কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করা মাত্রই সূর্যদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কুন্তী তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সূর্যদেবকে বলেছিলেন, "আমি কেবল এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করছিলাম। অকারণে আপনাকে আহ্বান করেছি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং ফিরে যান।"

সূর্যদেব বললেন—"হে সুন্দরী পৃথা! দেবদর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই আমি তোমার গর্ভে আমার বীর্য আধান করব এবং তার ফলে তোমার এক পুত্র হবে। তুমি অবিবাহিতা, তাই যাতে তোমার যোনি অক্ষত থাকে, সেই ব্যবস্থা আমি করব। এই কথা বলে সূর্যদেব পৃথার গর্ভে বীর্য আধান করেছিলেন এবং তারপর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর, তৎক্ষণাৎ কুন্তীর গর্ভে দ্বিতীয় সূর্যদেবের মতো একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। কুন্তী লোকাপবাদের ভয়ে বহু কষ্টে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই শিশুটিকে একটি পেটিকাবদ্ধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার অত্যন্ত পুণ্যবান এবং পরাক্রমশালী প্রপিতামহ মহারাজ পাণ্ডু পরে কুন্তীকে বিবাহ করেছিলেন। করূষের রাজা বৃদ্ধশর্মা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। সনকাদি ঋষিদের অভিশাপে দন্তবক্র পূর্বে দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেকয়ের রাজা ধৃষ্টকেতু কুন্তীর আর এক ভগ্নী শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রুতকীর্তির গর্ভে সন্তর্দন আদি পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। কুন্তীর আর এক ভগ্নী রাজাধিদেবীর গর্ভে জয়সেনের বিন্দ এবং অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল, যার জন্ম বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে। বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী কংসার গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবা কংসবতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। কঙ্ক থেকে তাঁর পত্নী কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। রাজা সৃঞ্জয় থেকে তাঁর পত্নী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ, দুর্মর্ষণ আদি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা শ্যামক থেকে তাঁর পত্নী শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। তারপর বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরা পত্নীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করেন। বৃক দুর্বাক্ষী নাম্নী পত্নী থেকে তক্ষ, পুষ্কর, শাল আদি পুত্রদের উৎপাদন করেন। সমীক থেকে তাঁর ভার্যা সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জুনপাল প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা আনক তাঁর পত্নী কর্ণিকা নাম্নী ভার্যা থেকে ঋতধামা এবং জয় নামক দুটি পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা আদি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পত্নী। তাঁদের মধ্যে দেবকী ছিলেন মুখ্যা। বসুদেব তাঁর পত্নী রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। পৌরবীর গর্ভে ভূত, সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র আদি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর আদি পুত্রদের মদিরার

গর্ভে জন্ম হয়। ভদ্রা (কৌশল্যা) কেশী নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বসুদেব তাঁর রোচনা নাম্নী পত্নীতে হস্ত, হেমাঙ্গদ আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন এবং ইলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্রদের উৎপাদন করেছিলেন। আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) ধৃতদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বিপৃষ্ঠ নামক পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটি পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয় পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের ঔরসে দেবরক্ষিতার গর্ভে গদা প্রভৃতি নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বসুদেবের সহদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রুত, প্রবর প্রমুখ আট পুত্রের জন্ম হয়। প্রবর, শ্রুত আদি সহদেবার আটটি পুত্র সাক্ষাৎ অষ্টবসুর অবতার ছিলেন। দেবকীর গর্ভেও বসুদেবের আটটি অতি যোগ্য পুত্র হয়। তাঁরা ছিলেন কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র এবং শেষনাগের অবতার সঙ্কর্ষণ। অষ্টম পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী পিতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন। যখন ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি স্বেচ্ছাপূর্বক অবতরণ করেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব, অথবা কার্যকলাপের আর কোন কারণ নেই। পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুই জানেন। তাই এমন কোন কারণ নেই যা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কি সকাম কর্মের ফলও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃপার দ্বারা জীবদের উদ্ধার এবং তাদের জন্ম, মৃত্যু ও বৈষয়িক জীবনের আয়ুষ্কাল নিবৃত্তির জন্য তাঁর মায়াশক্তির মাধ্যমে এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে তিনি জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম করছেন। অসুরেরা রাজপুরুষের বেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তার ফলে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী এই সমস্ত অসুরেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তার ফলে পৃথিবীতে অসুরদের মহাভার লাঘব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় অসুরেরা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, যাতে তাদের সংখ্যা লাঘব হয় এবং ভক্তরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করার সুযোগ পায়। সঙ্কর্ষণ বা বলরাম সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের কল্পনারও অতীত কর্মসমূহ সম্পাদন করেছিলেন। (যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য বহু অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।) ভবিষ্যতে এই কলিযুগে যে সমস্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যে, কেবল তা স্মরণ করার ফলে মানুষ সংসারের সমস্ত শোক এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। (অর্থাৎ তিনি এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যার ফলে ভবিষ্যতের সমস্ত ভক্তরা *ভগবদ্গীতায়* কথিত কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ গ্রহণ করে সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবেন)। শুদ্ধ এবং দিব্য কর্মের দ্বারা ভগবানের মহিমা গ্রহণ করার ফলেই ভক্তরা তৎক্ষণাৎ সকাম কর্মের প্রবল বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডুবংশের সহায়তায় বিবিধ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর মধুর হাস্য, স্নেহপূর্ণ আচরণ, উপদেশ এবং গোবর্ধন-ধারণ আদি অলৌকিক লীলা এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্তির দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজকে আনন্দ প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডল আদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত। তাঁর কর্ণযুগল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর গণ্ডযুগল দীপ্যমান এবং তাঁর হাসি সকলের মনোমুগ্ধকর। তাঁর দর্শনে উৎসবের আনন্দ অনুভূত হয়। তাঁর মুখমণ্ডল এবং শ্রীঅঙ্গ দর্শনে সকলেই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, কিন্তু ভক্তরা চোখের পলক পড়ায় নিমেষের জন্য তাঁর দর্শন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, অসহিষ্ণু হয়ে স্রষ্টার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান বহু

অসুরদের সংহার করেছিলেন এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে গিয়ে বৈদিক প্রথা অনুসারে বহু স্ত্রীকে বিবাহ করে তাঁদের গর্ভে শত শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন এবং গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের পূজার জন্য বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য কুরুবংশীয়দের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র ঈক্ষণপাতের দ্বারা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সমস্ত আসুরিক রাজাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন এবং অর্জুনের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে তিনি উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে তাঁর স্বরূপে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত

দশম স্কন্ধ

(আশ্রয়)

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু! আপনি ইতিপূর্বেই চন্দ্র এবং সূর্যবংশের রাজাদের অত্যন্ত মহান এবং বিস্ময়জনক চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধর্মনিষ্ঠ যদুবংশেও বর্ণনা করেছেন। এখন সেই যদুবংশে বলদেব সহ অবতীর্ণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমান্বিত লীলাসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। বিশ্বাত্মা, জগৎকারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে যে লীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেই লীলা এবং চরিতাবলী আমাদের কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন। ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রৌত পরম্পরায় সাধিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগুরুর মুখপদ্ম থেকে শিষ্য শ্রবণের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই কীর্তনের আনন্দ তাঁরাই আস্বাদন করতে পারেন, যাঁরা অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহশীল নন। ভগবানের মহিমা কীর্তন সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবের ভবরোগের মহৌষধ। অতএব পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত কে ভগবানের এই মহিমা কীর্তন শ্রবণ না করবে? শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলরূপী নৌকা আশ্রয় করে আমার পিতামহ অর্জুন আদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেবজিজ্ঞী অতিরথ ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিলসঙ্কুল কৌরব সেনাবাহিনীর সমুদ্রকে ভগবানের কৃপায় গোষ্পদের মতো অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমার মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিলেন বলে, ভগবান সুদর্শন চক্র হস্তে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্টপ্রায় কুরু এবং পাণ্ডবকুলের শেষ বংশধর আমার এই শরীর রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে শাশ্বত কালরূপে—অর্থাৎ পরমাত্মারূপে এবং বিরাটরূপে তাঁর শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়ে সকলকে নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে অথবা জীবনরূপে মুক্তি প্রদান করেন। দয়া করে সেই ভগবানের দিব্য চরিতাবলী বর্ণনা করুন।"

"হে শুকদেব গোস্বামী! আপনি পূর্বে বলেছেন যে, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, রোহিণীর পুত্র বলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বলরামের দেহান্তর না হলে, তাঁর পক্ষে প্রথমে দেবকীর গর্ভে এবং তারপর রোহিণীর গর্ভে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? দয়া করে সেই কথা বর্ণনা করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর পিতা বসুদেবের গৃহ থেকে বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন? যাদবেশ্বর ভগবান তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কোথায় অবস্থান করেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন এবং মথুরা উভয় স্থানেই বাস করেছিলেন। তিনি সেখানে কি করেছিলেন? তিনি কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? এই প্রকার স্বজন বধ যদিও শাস্ত্রানুমোদিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর জড় নয়, তবুও তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কত বছর বৃষ্ণিদের সঙ্গে ছিলেন? তাঁর কত পত্নী ছিল? তিনি কত বছর দ্বারকায় বাস করেছিলেন? হে মহর্ষি! আপনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সব কিছু জানেন। দয়া করে আপনি যে-সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছি এবং প্রশ্ন করিনি, সবিস্তারে তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করুন, কারণ তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং সেই বিষয়ে শ্রবণ করতে আমি অত্যন্ত উৎসুক। আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমি প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করে জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তবুও আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত পান করার ফলে অত্যন্ত অসহনীয় ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করছে না।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভৃগুনন্দন (শৌনক ঋষি), পরম পূজ্য মহাভাগবত ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সাধু প্রশ্ন শ্রবণ করে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি কলিকলুষনাশিনী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি শ্রীবাসুদেবের কথায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে আপনার বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে স্থির হয়েছে, যা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। যেহেতু এই আকর্ষণ অপ্রতিহতা, তাই তা নিশ্চিতরূপে পরম মঙ্গলজনক। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা

যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে। মাতা বসুন্ধরা গর্বিত রাজবেশধারী দৈত্যদের অসংখ্য সৈন্যের ভারে ভারাক্রান্তা হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মাতা বসুন্ধরা গো-রূপ ধারণ করে কাতর স্বরে ক্রন্দন করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেছিলেন। তারপর মাতা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ করে, ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাগণ সহ মাতা ধরিত্রীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন। দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সমগ্র জগতের নাথ, দেবদেব, সকলের পালনকর্তা এবং দুঃখ-নিবারক ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেছিলেন। ব্রহ্মা সমাধিমগ্ন অবস্থায় আকাশে ধ্বনিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করে দেবতাদের বলেছিলেন—হে দেবতাগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে পরম পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ কর এবং অবিলম্বে তা সম্পাদন করতে যত্নবান হও।"

ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন—"আমরা নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর কষ্ট অবগত ছিলেন। তাই ভগবান যতদিন তাঁর কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করবেন, ততদিন তোমরা তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হও। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। অতএব দেবপত্নীগণও তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেখানে আবির্ভূত হোন। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত অবতারের আদি উৎস। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এই মূল সঙ্কর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বলদেবরূপে আবির্ভূত হবেন। ভগবানেরই সমকক্ষ বিষ্ণুমায়া নাম্নী ভগবানের শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ আবির্ভূত হবেন। এই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে জড় এবং চেতন উভয় জগৎকে মোহিত করবেন। তাঁর প্রভুর আদেশে তিনি ভগবানের কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তিসহ আবির্ভূত হবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে এবং মাতা বসুন্ধরাকে আশ্বাস প্রদান করে, পরম শক্তিমান এবং প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পুরাকালে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাস করে মাথুর এবং শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করেছিলেন। সেই সময় থেকে মথুরা নগরী সমস্ত যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী হয়েছিল। সেই নগরী এবং দেশ মথুরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিত্য বিরাজমান। কিছুকাল পূর্বে, দেববংশীয় (অথবা শূরবংশীয়) বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর নববিবাহিতা পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন। রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীকে তাঁর বিবাহের অবসরে প্রসন্নতা বিধানের জন্য শত শত স্বর্ণময় রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর রথের সারথিরূপে অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করেছিল। দেবকীর পিতা রাজা দেবক তাঁর কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই, তাঁর কন্যা এবং জামাতা যখন তাঁর গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি যৌতুকস্বরূপ তাঁর কন্যাকে স্বর্ণমালায় বিভূষিত চারশত হস্তী, দশ হাজার অশ্ব, আঠারশ রথ এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত দুইশত অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী দাসী প্রদান করেছিলেন।"

"হে বৎস পরীক্ষিৎ! বর এবং বধূ যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের যাত্রার শুভকামনা করে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি যুগপৎ নিনাদিত হয়েছিল। কংস যখন অশ্বের রজ্জু গ্রহণ করে রথ চালনা করছিল, তখন পথের মধ্যে তাকে সম্বোধন করে একটি দৈববাণী হয়েছিল—'ওরে মূর্খ! তুই যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিস, তার অষ্টম সন্তান তোকে হত্যা করবে।' কংস ছিল অত্যন্ত ক্রূরমতি ও পাপী এবং তাই সে ছিল ভোজকুলের কলঙ্ক। সেই দৈববাণী শ্রবণ করে সে তার বাম হস্তে তাঁর ভগ্নীর কেশ ধারণ করে ডান হাতে তার খড়্গ উত্তোলন করে তার মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল। কংস এতই নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ এবং ক্রূর ছিল যে, সে ভগ্নীহত্যারূপ নিন্দিত কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জনকারী বসুদেব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তখন বলেছিলেন, 'হে কংস, তুমি ভোজবংশের গৌরব এবং

মহান বীরেরা তোমার গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তোমার মতো একজন গুণবান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব বাসরে তার ভগ্নী এক অবলা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে? হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে, তার দেহের সঙ্গে মৃত্যুরও উৎপত্তি হয়েছে। আজ হোক অথবা একশ বছর পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান শরীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে, দেহী বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। মানুষ যেমন পথ চলার সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে, অথবা কীট যেমন এক তৃণ আশ্রয় করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ গ্রহণ করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে। কোন পরিস্থিতি দর্শন করে অথবা সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ যেমন সেই পরিস্থিতির চিন্তা করে এবং অনুমান করে এবং তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা না করে সেই অবস্থার বশীভূত হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে রাত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেহে অবস্থান করার স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান স্থিতি বিস্মৃত হয়। তেমনই জীব তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে (তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)। মৃত্যুকালে সকাম কর্মে লিপ্ত মনের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে জীব এক বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মনের বৃত্তি অনুসারে দেহ গঠিত হয়। মনের চঞ্চলতার ফলে দেহের পরিবর্তন হয়, কারণ তা না হলে আত্মা তার চিন্ময় শরীরে অবস্থান করত। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক যখন জল অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বায়ুবেগ জনিত কম্পনের ফলে তাদের বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়—কখনও গোল, কখনও দীর্ঘ ইত্যাদি। তেমনই, জীবাত্মা যখন জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন অজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন রূপকে সে তার প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে। অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হওয়ার ফলে সে মনোরথের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। অতএব, হিংসাত্মক পাপকর্মই যখন পরবর্তী জীবনের ক্লেশজনক দেহের কারণ, তা হলে মানুষ কেন অসৎ কর্ম আচরণ করবে? নিজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কখনও অপরের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে সর্পদংশ অথবা অন্য শত্রুর দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ভয় থাকে। এই দীনা বালিকা দেবকী তোমার কন্যাতুল্যা, স্নেহপাত্রী, কনিষ্ঠা ভগ্নী। তুমি দীনবৎসল, অতএব একে বধ করা তোমার যোগ্য নয়। বস্তুতই সে তোমার স্নেহের পাত্রী।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ! কংস ছিল অত্যন্ত নৃশংস এবং রাক্ষসদের অনুবর্তী। তাই বসুদেবের সৎ উপদেশের দ্বারা তাকে শান্ত করা যায়নি অথবা ভয় প্রদর্শন করা যায়নি। সে ইহলোকে অথবা পরলোকে পাপকর্মের ফলাফলের কোন বিচার করেনি। বসুদেব যখন দেখলেন যে, কংস তার ভগ্নী দেবকীকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে কংসকে নিরস্ত করার আর একটি উপায় স্থির করেছিলেন। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি এবং বল রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা। এটি প্রতিটি দেহধারী ব্যক্তির কর্তব্য। এইভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি মৃত্যুকে এড়ান না যায়, তা হলে তার কোন অপরাধ হয় না।"

"বসুদেব বিবেচনা করেছিলেন—মৃত্যুরূপ কংসকে আমার সব কটি পুত্র দান করে আমি দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে পারি। আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয়, অথবা আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে বিধাতা যখন ব্যবস্থা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোন এক পুত্র তাকে হত্যা করবে। অতএব আপাতত আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমার পুত্রদের আমি তাকে দান করব, তা হলে কংস আশ্বস্ত হবে, আর তারপর যদি যথাসময়ে কংসের মৃত্যু হয়, তখন আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। অগ্নি যেমন কখনও কখনও সন্নিকটস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত কাষ্ঠ দহন করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট বা দৈব। তেমনই, জীব যখন এক প্রকার শরীর পরিত্যাগ করে আর এক প্রকার শরীর গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, অদৃষ্ট ব্যতীত তার আর অন্য কোন কারণ নেই। বসুদেব তাঁর

জ্ঞান অনুসারে এইভাবে বিবেচনা করে, পাপাত্মা কংসকে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তার কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। বসুদেবের মন তাঁর পত্নীর এই বিপদে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, পাপী কংসকে প্রসন্ন করার জন্য বাহ্যে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'হে সৌম্য, তুমি দৈববাণী থেকে যা শ্রবণ করেছ, তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তার পুত্ররা। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার ভয়ের কারণস্বরূপ দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়া মাত্রই আমি তাদের তোমার হস্তে সমর্পণ করব।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কংস বসুদেবের যুক্তিতে সম্মত হয়েছিল এবং বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ভগ্নীবধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। বসুদেব কংসের প্রতি প্রসন্ন হয়ে এবং তাকে আরও প্রশংসা করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সমস্ত দেবতা এবং ভগবানের মাতা দেবকী যথাসময়ে একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রতি বৎসর একের পর এক আটটি পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন। বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-রূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ সাধুদের কাছে কোন্ কার্য দুঃসহ? যাঁরা ভগবানকে একমাত্র বাস্তব বস্তু বলে জানেন, তাঁদের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? যাদের স্বভাব নিন্দিত, তাদের অকার্য কি থাকতে পারে? আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা কি না পরিত্যাগ করতে পারেন?"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কংস যখন দেখল যে, বসুদেব সত্যনিষ্ঠাপূর্বক সমস্ত প্রাপ্ত হয়ে তার হস্তে তাঁর পুত্রটিকে সমর্পণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং হাসিমুখে সে এই কথাগুলি বলেছিল। হে বসুদেব, তোমার এই শিশুটিকে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমার প্রথম পুত্র থেকে আমার কোন ভয় নেই। তোমার এবং দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়েছে। বসুদেব 'তাই হোক' বলে তাঁর শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কংস যেহেতু ছিল চরিত্রহীন এবং অজিতেন্দ্রিয়, তাই বসুদেব জানতেন যে, কংসের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।"

"হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ, নন্দ মহারাজ আদি গোপগণ, সেই সমস্ত গোপদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুল-ললনাগণ, নন্দ মহারাজ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃৎগণ, এমন কি বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন কংসের অনুগত জন, তাঁরা সকলেই ছিলেন দেবতাতুল্য। একসময় ভক্তপ্রবর নারদ কংসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, কিভাবে পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যরা নিহত হবে। তার ফলে কংস অত্যন্ত ভীত এবং সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিল। দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পর, কংস সমস্ত যাদবদের দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানদের তার মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু বলে মনে করে, দেবকী এবং বসুদেবকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু তাকে হত্যা করবেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, কংস দেবকীর প্রতিটি পুত্রকে বিষ্ণু বলে মনে করে তাদের একের পর এক হত্যা করেছিল। এই পৃথিবীতে রাজারা প্রায়ই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের লোভে নির্বিচারে তাদের শত্রুদের হত্যা করে। তারা তাদের খেয়াল-খুশিমতো যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন কি তাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুদেরও। পূর্বজন্মে কংস ছিল কালনেমি নামক এক মহা অসুর এবং বিষ্ণু তাকে সংহার করেছিলেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা জানতে পেরে কংস যাদবদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছিল। উগ্রসেনের অত্যন্ত বলবান পুত্র কংস যদু, ভোজ এবং অন্ধকদের অধিপতি এবং নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শূরসেন নামক দেশসমূহ অধিকার করেছিল।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মগধ রাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিদের সহায়তায় পরাক্রমশালী কংস, যদুবংশীয় রাজাদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেছিল। আসুরিক রাজাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে যাদবেরা তাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ করে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল আদি রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কংসের কয়েকজন আত্মীয় কিন্তু কংসের নীতি এবং আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীর ছটি পুত্র বিনাশ করলে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দেবকীর সপ্তম পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর হর্ষ এবং শোক বর্ধন করেছিলেন। মহান ঋষিগণ এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত বলে সম্বোধন করেন।

বিশ্বাত্মা ভগবান তাঁর অনুগত ভক্ত যাদবদের কংসের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন—হে সমগ্র জগতের পূজনীয়া এবং সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানকারিণী, তুমি ব্রজে যাও, যেখানে বহু গোপ এবং গোপীগণ বাস করেন। সেই অতি মনোরম স্থানে, যেখানে বহু গাভী বাস করে, সেখানে বসুদেবের পত্নী রোহিণী নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান করছেন। তাই বসুদেবের অন্য পত্নীগণও কংসের ভয়ে অজ্ঞাতসারে সেখানে বাস করছেন। তুমি সেখানে যাও। দেবকীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ করছেন, অক্লেশে তাঁকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত কর। হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া! আমি তখন আমার পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য সহ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব এবং তুমিও নন্দ মহারাজের মহারাণী মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে। সকলের জড় বাসনা পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সাধারণ মানুষ পশুবলির দ্বারা এবং বিবিধ উপকরণের দ্বারা মহাসমারোহে তোমার পূজা করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদেবীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—পৃথিবীতে মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করবে। দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হবেন। গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য রাম এবং তাঁর অমিত বলের জন্য তিনি বলভদ্র নামে কীর্তিত হবেন।"

"ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে তাঁর সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দগোকুল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন। যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর সন্তান যখন রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন দেবকীর মনে হয়েছিল যে, তাঁর গর্ভপাত হয়েছে এবং তার ফলে সমস্ত পুরবাসীরা 'হায়, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হল!' এই বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনাশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করে, ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী হয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে দর্শন করা অথবা তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। বস্তুতপক্ষে, তাঁর সেই তেজ কংস আদি জীবমাত্রেরই দুঃসহ হয়েছিল। তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশ সহ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেবের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, দেবকী সমস্ত চেতনার

উৎস, সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে উদীয়মান চন্দ্রকে ধারণ করে পূর্বদিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। দেবকী সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের আশ্রয় ভগবানকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কংসের গৃহে কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর সেই চিন্ময় সৌন্দর্য কেউ দর্শন করতে পারেনি, ঠিক যেমন পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির শিখা কেউ দেখতে পায় না, অথবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণ না করা হলে যেমন মানুষের তাতে কোন লাভ হয় না। দেবকীর অন্তরে ভগবান বিরাজমান থাকায় তাঁর প্রভার দ্বারা কারাগৃহ আলোকিত হয়েছিল। তাঁকে আনন্দময়, শুদ্ধ এবং হাস্যোজ্জ্বল দর্শন করে কংস মনে মনে বিচার করেছিল, 'আমার প্রাণনাশক ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে, কারণ পূর্বে দেবকী কখনও এই রকম আনন্দময় এবং প্রভাবতী ছিল না।' কংস ভেবেছিল, এখন আমার কি করা কর্তব্য? ভগবান, যিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), তিনি তাঁর বিক্রম পরিত্যাগ করবেন না। দেবকী একটি স্ত্রী, সে আমার ভগ্নী এবং অধিকন্তু সে গর্ভবতী। আমি যদি তাকে বধ করি, তা হলে আমার যশ, ঐশ্বর্য, আয়ু নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত, কারণ জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর সকলেই তাকে অভিশাপ প্রদান করতে থাকে। আর মৃত্যুর পর সেই দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্ধতম নামক নরকে প্রবেশ করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বিচার করে কংস ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও ভগ্নীবধরূপ জঘন্য কার্য থেকে বিরত হয়েছিল। সে স্থির করেছিল যে, ভগবানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এবং তারপর যা করণীয় তা করবে। কংস সিংহাসনে অথবা তার ঘরে উপবেশন করার সময়, শয্যায় শয়ন করার সময়, কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তার শত্রু ভগবান হৃষীকেশকে কেবল দর্শন করেছিল। অর্থাৎ তার সর্বব্যাপক শত্রুর কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছিল। নারদ, দেবল, ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব অদৃশ্যভাবে দেবকীর কক্ষে আগমন করে, সকলে একত্রে সর্ব আশীর্বাদ প্রদানকারী ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করতে লাগলেন।"

দেবতারা প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনি সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ আপনি যা সঙ্কল্প করেন, তার সত্যতা সংরক্ষণ করেন এবং কেউই তা রোধ করতে পারে না। তাই আপনি সত্যব্রত। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই ত্রিবিধ কালে আপনি সমানভাবে বর্তমান থাকেন বলে আপনি ত্রিসত্য। সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ না হলে আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। তাই মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা কখনও আপনাকে লাভ করতে পারে না। আপনি সৃষ্টির সমস্ত উপাদানে সক্রিয় তত্ত্ব পরম সত্য এবং তাই আপনি অন্তর্যামী। আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী এবং আপনার উপদেশ সর্বলোকের, সর্বকালের উপযোগী। আপনি সমস্ত সত্যের আদি। তাই আমরা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে আপনার শরণ গ্রহণ করি, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। এই দেহ (সমষ্টি এবং ব্যষ্টি) আদি বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি তার আশ্রয় এবং সুখ ও দুঃখ তার দুটি ফল। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ তার মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটিই রস, যা আস্বাদন হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছটি পরিস্থিতিতে। এই বৃক্ষের সাতটি আবরণ হচ্ছে—ত্বক, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এবং এই বৃক্ষের আটটি শাখা হচ্ছে পাঁচটি স্থূল ও তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই বৃক্ষরূপ দেহের নটি ছিদ্র—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসিকা, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ এবং তার দশটি পত্র হচ্ছে দেহের মধ্যস্থিত দশ প্রকার বায়ু। এই শরীররূপী বৃক্ষে দুটি পক্ষী রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।"

"হে ভগবান! এই সংসাররূপ আদি বৃক্ষের আপনিই একমাত্র উপাদান কারণ। আপনিই তার একমাত্র পালনকর্তা এবং প্রলয়ের পর আপনার মধ্যেই সব কিছু সংরক্ষণ হয়। যারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা এই জগতের পিছনে যে আপনি রয়েছেন তা দেখতে

পায় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তদের দৃষ্টি তাদের মতো নয়। হে ভগবান, আপনি সর্বদা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি বিবিধ অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং তাঁরা সকলেই জড় সৃষ্টির অতীত শুদ্ধ সত্ত্বে বিরাজমান। এই সমস্ত অবতাররূপে আপনি যখন আবির্ভূত হন, তখন আপনি সাধু এবং ভক্তদের আনন্দবিধান করেন, কিন্তু অভক্তদের বিনাশ করেন। হে কমলনয়ন ভগবান! সমস্ত অস্তিত্বের আশ্রয়স্বরূপ আপনার চরণকমলের ধ্যান করে এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক সেই চরণকমলকে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার তরণীরূপে গ্রহণ করে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কারণ ভবসাগর তখন গোষ্পদসদৃশ হয়ে যায়। হে প্রভু! আপনি সূর্যের মতো এই জড় জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর করেন। আপনি সর্বদা আপনার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু নামে পরিচিত। ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হবার জন্য আচার্যগণ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা এই জগতে সেই পন্থাটি রেখে গেছেন এবং যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য আপনি এই পন্থা অবলম্বন করেন। (যদি কেউ বলে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণকারী ভক্ত ছাড়াও বহু ভক্তিবিমুখ ব্যক্তি রয়েছে, যারা মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের কি হবে? তার উত্তরে ব্রহ্মা আদি দেবতারা বলেছেন—) হে পদ্মলোচন! অভক্তরা পরম পদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি না থাকায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা তাদের কল্পিত পরম পদ থেকে অধঃপতিত হয়, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করেছে। হে মাধব! হে লক্ষ্মীপতি ভগবান! আপনার সঙ্গে পূর্ণপ্রেমে সম্পর্কযুক্ত ভক্তরা যদি কখনও ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্টও হন, তবুও তাঁরা অভক্তদের মতো অধঃপতিত হন না, কারণ আপনি তাঁদের রক্ষা করেন। তাই তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্ন উৎপাদনকারীদের মস্তকে পদার্পণ করে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে থাকেন।"

"হে ভগবান! এই জগতের পালন করার সময় আপনি ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর সমন্বিত অবতারদের প্রকাশ করেন। এইভাবে যখন আপনি আবির্ভূত হন, তখন আপনি জীবদের বেদাজ্ঞা, যোগ, তপস্যা এবং আপনার ভাবনায় আনন্দময় হওয়ার সমাধির পন্থা শিক্ষাদান করে তাদের মঙ্গল সাধন করেন। এইভাবে বৈদিক বিধান অনুসারে আপনি পূজিত হন। হে সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবান! আপনার চিন্ময় শরীর যদি গুণাতীত না হত, তা হলে কেউই জড় পদার্থ এবং চিন্ময় তত্ত্বের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। আপনার উপস্থিতির ফলেই কেবল জড়া প্রকৃতির নিগড় আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আপনার চিন্ময় স্বরূপের উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হলে, আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। হে ভগবান, যারা কল্পনার দ্বারা কেবল অনুমান করে, তারা কখনও আপনার নাম এবং রূপ নিরূপণ করতে পারে না। ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার নাম, রূপ এবং গুণ নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হয়ে যাঁরা আপনার দিব্য নাম ও রূপ নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করেন এবং অন্যদের স্মরণ করান, তাঁরা সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তাই তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। হে ভগবান! আপনার আবির্ভাবের ফলে তৎক্ষণাৎ এই পৃথিবী থেকে অসুরদের ভার অপনীত হয়েছে, সেটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা যথার্থই ভাগ্যবান, কারণ এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন আমরা দর্শন করতে পারব। হে ভগবান, আপনি সকাম কর্মের ফলে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী এক সাধারণ জীব নন। তাই এই জগতে আপনার আবির্ভাব বা জন্ম আপনার হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা সম্পাদিত লীলাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনই, আপনার বিভিন্ন অংশে জীবদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে। হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনি পূর্বে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম এবং দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এবং ত্রিভুবনকে কৃপাপূর্বক রক্ষা করেছেন। দয়া করে এখন

আবার পৃথিবীর ভার হরণ করে আমাদের রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে যদুকুল! আমরা শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। হে মাতা দেবকী, ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান বলদেব সহ আপনার গর্ভস্থ হয়েছেন। তাই ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার অভিলাষী কংসের থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার নিত্য পুত্র কৃষ্ণ সমস্ত যদুবংশের রক্ষক হবেন। এইভাবে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মা এবং শিবকে তাঁদের অগ্রভাগে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর ভগবানের আবির্ভাবের শুভক্ষণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বগুণ, সৌন্দর্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল। তখন রোহিণী, অশ্বিনী আদি নক্ষত্রগণ আবির্ভূত হয়েছিল। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ ও তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করেছিল। সমস্ত দিক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং মেঘশূন্য আকাশে সুন্দর তারকারাজি ঝলমল করছিল। নগর, গ্রাম, খনি এবং গোচারণ ভূমির দ্বারা অলঙ্কৃত পৃথিবী তখন এক মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছিল। স্বচ্ছ জলে পূর্ণ হয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছিল এবং হ্রদ আদি বিশাল জলাশয়গুলি পদ্মফুলে পূর্ণ হয়ে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ধারণ করেছিল। ফুল এবং পত্রে পূর্ণ মনোহর বৃক্ষগুলিতে কোকিল আদি বিহঙ্গ এবং অলিকুল মধুর স্বরে গুঞ্জন করছিল। পুণ্য গন্ধবাহী সুস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করলেন, তখন সেই অগ্নি বায়ুর দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে জ্বলতে লাগল। এইভাবে যখন জন্মরহিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাবের সময় হল, তখন কংস আদি অসুরদের উৎপীড়নে নিপীড়িত সাধু এবং ব্রাহ্মণেরা অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করলেন এবং তখন স্বর্গলোকে যুগপৎ দুন্দুভি বাজতে লাগল। কিন্নর এবং গন্ধর্বরা মঙ্গলগীত গাইতে শুরু করেছিলেন, সিদ্ধ এবং চারণেরা স্তব নিবেদন করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ সহ বিদ্যাধরেরা আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। দেবতা এবং ঋষিরা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং আকাশে মেঘেরা সমুদ্রের তরঙ্গের ধ্বনির অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূর্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব তখন দেখলেন যে, সেই নবজাত শিশুটির নয়নযুগল পদ্মের মতো, তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তাঁর পরনে পীত বসন, তাঁর অঙ্গকান্তি নিবিড় মেঘের মতো শ্যামল, তাঁর কেশদাম উজ্জ্বল এবং তাঁর মুকুট ও কর্ণকুণ্ডল বৈদূর্যমণিখচিত অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। সেই শিশুটি অত্যন্ত দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভিত। তাঁর অসাধারণ পুত্রটিকে দর্শন করে বসুদেবের নয়নযুগল বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসবে মনে মনে দশ হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। হে ভরতকুলনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই শিশুটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ। সেই সত্য নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম

করে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন এবং অবনত শরীরে কৃতাঞ্জলি হয়ে একাগ্রচিত্তে স্বাভাবিক কান্তির দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী সেই বালককে স্তব করতে লাগলেন।"

বসুদেব বললেন—"হে ভগবান! আপনি এই জড় জগতের অতীত পরম পুরুষ এবং পরমাত্মা। চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি এখন পূর্ণরূপে আপনার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। হে ভগবান! আপনি সেই পুরুষ যিনি প্রথমে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি যেন তাতে প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রবিষ্ট হননি। মহত্তত্ত্ব অবিভাজ্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের ফলে তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে বিভক্ত বলে মনে হয়। জীবশক্তির ফলে (জীবভূত), এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি মিলিত হয়ে দৃশ্য জগৎকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও মহত্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনই, আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না (অবাঙ্মনসগোচর)। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোন কোন বস্তু দর্শন করতে পারি, সব কিছু দর্শন করতে পারি না। যেমন, আমাদের চক্ষুর দ্বারা আমরা দর্শন করতে পারি, কিন্তু রস আস্বাদন করতে পারি না। তেমনই, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে রয়েছেন, তবুও আপনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নন। আপনি সব কিছুর মূল কারণ, সর্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা। তাই আপনি বাহ্য ও অন্তরশূন্য। আপনি কখনও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি; পক্ষান্তরে, আপনি পূর্বেই সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন দেহ আদি দৃশ্য বস্তুকে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, সে তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তাই সে একটি মূর্খ। যাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা এই প্রকার মনোভাব বর্জন করেছেন, কারণ পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, আত্মা বিনা দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবাস্তব। মূর্খদের সিদ্ধান্ত যদিও পরিত্যাগ করা হয়েছে, তবুও মূর্খেরা তাকেই বাস্তব বলে মনে করে। হে ভগবান, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং নির্বিকার আপনার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনাতে কোন বিরোধ নেই। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সব কিছু আপনা হতেই সম্পাদিত হয়। হে প্রভু! আপনার স্বরূপ জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত, তবুও ত্রিলোক পালনের জন্য আপনি সত্ত্বগুণে শ্রীবিষ্ণুর শুক্লরূপ ধারণ করেন; সৃষ্টির জন্য রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ হন এবং প্রলয়ের সময় তমোগুণবহুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। হে ভগবান, আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর, আপনি এখন এই জগৎ রক্ষা করার জন্য আমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, সারা পৃথিবী জুড়ে ক্ষত্রিয় রাজার বেশধারী অসুরদের যে সেনাবাহিনী বিচরণ করছে, তাদের আপনি সংহার করবেন। নিরীহ জনসাধারণদের রক্ষা করার জন্য আপনি অবশ্যই তাদের সংহার করবেন। হে সুরেশ্বর! আপনি আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অসভ্য কংস আপনার অগ্রজদের হত্যা করেছে। তার সেনানায়কদের কাছে আপনার আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করা মাত্রই, আপনাকে হত্যা করতে সে অস্ত্র নিয়ে এখানে আসবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর কংসের ভয়ে ভীতা দেবকী মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।"

দেবকী বললেন—"হে ভগবান! বেদ অনেক। তাদের মধ্যে কয়েকটি আপনাকে মন এবং বাক্যের অগোচর বলে বর্ণনা করে। তবুও আপনি সমগ্র জগতের আদি উৎস। আপনি ব্রহ্ম—সর্ববৃহৎ, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। আপনার কোন জড় কারণ নেই, আপনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ এবং আপনার কোন জড় বাসনা নেই। এইভাবে বেদে আপনাকে বাস্তব বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, হে ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বৈদিক বাণীর উৎস এবং আপনাকে জানা হলে

ক্রমশ সব কিছু জানা হয়ে যায়। আপনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, তবুও আপনি তাঁদের থেকে অভিন্ন। সব কিছুই আপনা থেকে উদ্ভূত হয়। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক। কোটি কোটি বছর পর প্রলয়ের সময় যখন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সব কিছুই কালশক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রে প্রবেশ করে এবং ব্যক্ত পদার্থসমূহ অব্যক্ততে লীন হয়ে যায়। তখন অনন্তশেষনাগ নামক আপনিই বর্তমান থাকেন। হে প্রকৃতির প্রবর্তক! এই অদ্ভুত সৃষ্টি যে কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, নিমেষ থেকে শুরু করে বছর পর্যন্ত সেই মহাকাল বিষ্ণুস্বরূপ আপনারই আর একটি রূপ। আপনার লীলা-বিলাসের জন্য আপনি কালের নিয়ন্তারূপে কার্য করেন, কিন্তু আপনি সমস্ত সৌভাগ্যের আধার। আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হই। এই জড় জগতে কেউই বিভিন্ন গ্রহলোকে পলায়ন করেও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, হে ভগবান, আপনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন বলে মৃত্যু আপনার ভয়ে পলায়ন করছে এবং জীবেরা আপনার কৃপায় আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে পরম শান্তিতে অবস্থান করছে। হে ভগবান! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত ভয় দূর করেন, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কংসের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। যোগীরা ধ্যানে আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে। যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, তাদের নিকট দয়া করে আপনি এই রূপ গোচরীভূত করবেন না। হে মধুসূদন! আপনার আবির্ভাবের ফলে আমি কংসের ভয়ে অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি। তাই কংস যাতে বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কৃপাপূর্বক আপনি তার উপায় করুন। হে ভগবান! আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম সুশোভিত আপনার চিন্ময় চতুর্ভুজ রূপ এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক। দয়া করে আপনি আপনার এই রূপ সংবরণ করুন (এবং একটি সাধারণ নরশিশুর রূপ ধারণ করুন, যাতে আমি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি)। প্রলয়ের সময় সমগ্র চরাচর সৃষ্টি আপনার চিন্ময় শরীরে প্রবেশ করে এবং আপনি অনায়াসে তা ধারণ করেন। কিন্তু এখন সেই চিন্ময় রূপ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাই আমি তাদের উপহাসাস্পদ হব।"

ভগবান বললেন—"হে সতী, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার পূর্বজন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলে এবং বসুদেব ছিল অতি পুণ্যবান প্রজাপতি সুতপা। তারপর তোমরা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে। হে পিতা! হে মাতা! তোমরা বিভিন্ন ঋতুতে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, প্রবল তাপ এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করেছিলে। যৌগিক প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে শ্বাস রোধ করে এবং গাছের শুষ্ক পাতা ও বায়ুমাত্র সেবন করে তোমরা তোমাদের হৃদয় কলুষমুক্ত করেছিলে। এইভাবে আমার কাছ থেকে বর লাভের আশায় তোমরা শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করেছিলে। এইভাবে তোমরা আমার চেতনায় (কৃষ্ণভাবনায়) মগ্ন হয়ে বারো হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলে। হে নিষ্পাপ মাতা দেবকী! নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করে কঠোর তপস্যায় সেই বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে, আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলাম। যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা, তাই এই কৃষ্ণরূপে তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের বাসনা অনুসারে আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। তোমরা তখন ঠিক আমার মতো পুত্র লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে। তোমরা, নিঃসন্তান দম্পতি মৈথুনধর্মে আকৃষ্ট হয়ে দেবমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি চিন্ময় প্রেমবশত আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। তাই তোমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করনি। আমি চলে যাওয়ার পর, সেই বর প্রাপ্ত হয়ে তোমরা আমার মতো পুত্র লাভের জন্য মৈথুনধর্ম আচরণ করেছিলে এবং আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলাম। ইহলোকে তোমাদের মতো সচ্চরিত্র এবং সরলতা প্রভৃতি গুণ সমন্বিত অন্য কাউকে না পেয়ে, আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী যুগে যখন তোমরা পুনরায় অদিতি এবং কশ্যপরূপে আবির্ভূত

হয়েছিলে, তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে আমি বামন নামেও বিখ্যাত হয়েছিলাম। হে সতী! সেই আমিই এখন তৃতীয়বার তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই বাক্য সত্য বলে জানবে। আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করাবার জন্যই আমি তোমাদের এই বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করিয়েছি। তা না হলে, আমি যদি একটি সাধারণ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হতাম, তবে তোমরা বিশ্বাস করতে না যে, শ্রীবিষ্ণুই তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তোমরা উভয়েই তোমাদের পুত্ররূপে আমার কথা চিন্তা কর, কিন্তু তোমরা জান যে, আমি ভগবান। এইভাবে স্নেহপূর্বক নিরন্তর আমার চিন্তা করে তোমরা পরম সিদ্ধি লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হয়েছিলেন। তাঁদের সমক্ষেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিজেকে একটি প্রাকৃত শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি নিজেকে তাঁর আদি স্বরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।) তারপর, ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া নন্দ মহারাজের পত্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব সমাগত হওয়া মাত্রই লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ বিশাল কপাটগুলি আপনা থেকেই উন্মুক্ত হয়েছিল। তখন মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে বারি বর্ষণ করছিল বলে, ভগবানের অংশ অনন্তশেষনাগ দরজা থেকেই বসুদেব এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে সেই বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ফণা বিস্তার করে বসুদেবের অনুগমন করেছিলেন। নিরন্তর ইন্দ্রদেবের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্তসমূহে আকুল হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র যেভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করতে দিয়ে পথ প্রদান করেছিল, যমুনা নদীও সেইভাবে বসুদেবকে নদী পার হওয়ার পথ প্রদান করল। নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন যে, সমস্ত গোপেরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি তখন তাঁর পুত্রটিকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করে যোগমায়ারূপিণী তাঁর কন্যাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় কংসের কারাগারে ফিরে এসেছিলেন। বসুদেব সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্বক তাঁর পায়ে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করে পূর্বের মতো আবদ্ধভাবে অবস্থান করলেন। প্রসবজনিত পরিশ্রান্ত যশোদাদেবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল।"

চতুর্থ অধ্যায়

কংসের অত্যাচার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন গৃহের অভ্যন্তরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন গৃহবাসীরা, বিশেষ করে কারারক্ষকেরা, নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনে শয্যা থেকে জেগে উঠেছিল। তারপর, সমস্ত প্রহরীরা শীঘ্রই ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রদান করেছিল। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে এই সংবাদের প্রতীক্ষারত কংস তৎক্ষণাৎ তার কার্য

সম্পাদনে তৎপর হয়েছিল। কংস তখন অতি শীঘ্র তাঁর শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে চিন্তা করেছিল, 'এটি হচ্ছে কাল, যে আমাকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে।' এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে কংস মুক্তকেশে শীঘ্রই সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল।"

অসহায় দেবকী কাতরভাবে কংসের কাছে আবেদন করেছিলেন—"হে ভ্রাতা, তোমার কল্যাণ হোক। এই কন্যাটিকে হত্যা করো না। সে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হবে। স্ত্রীহত্যা করা তোমার উচিত নয়। হে ভ্রাতঃ, দৈবের প্রেরণায় তুমি অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর আমার পুত্রদের হত্যা করেছ। এই কন্যাটিকে দয়া করে তুমি হত্যা করো না। একে উপহারস্বরূপ আমাকে প্রদান কর। হে প্রভো, হে ভ্রাতঃ, সন্তানবিহীনা হওয়ার ফলে আমি অত্যন্ত দীনা, কিন্তু তবুও আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী এবং তাই আমার এই শেষ সন্তানটিকে তোমার উপহার-স্বরূপ প্রদান করা উচিত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে দেবকী কংসের কাছে সেই শিশুটির জন্য প্রার্থনা করলেও দুরাত্মা কংস তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল। বিকট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কংস তার ভগ্নীর সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সে তখন সদ্যোজাতা ভাগিনীকে চরণযুগলে ধারণ করে সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল। সেই কন্যাটি অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া দেবী কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী ফুলের মালা, চন্দন, সুন্দর বসন এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হস্তে ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছিলেন এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি স্বর্গলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। তিনি তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন—'ওরে মহামূর্খ কংস! আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে? তোর চিরশত্রু ভগবান যিনি অবশ্যই তোকে বধ করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব নিরর্থক দীন শিশুদের হত্যা করিস না।' কংসকে এই কথা বলে, দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হয়েছিলেন।"

"দুর্গাদেবীর সেই বাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। সে তখন তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিল—'হায় ভগিনী! হায় ভগ্নীপতি! আমি এতই পাপী যে, রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তান ভক্ষণ করে, আমিও তেমন তোমাদের বহু সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি অত্যন্ত নির্দয় এবং নিষ্ঠুর, তাই আমি আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি। অতএব, আমি জানি না, ব্রহ্মঘাতীর মতো মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায় আমি কোন্ লোকে গমন করব। হায়, কেবল মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলে না, এমন কি দৈবও মিথ্যা কথা বলে। আমি এতই পাপাত্মা যে, আমি দৈববাণীতে বিশ্বাস করে আমার ভগ্নীর সন্তানদের বধ করেছি।"

"হে মহাত্মা দম্পতি, তোমাদের সন্তানেরা তাদের অদৃষ্টের অনুরূপ কর্মফল ভোগ করেছে। অতএব তাদের জন্য শোক করো না। দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত জীবেরা সর্বদা একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এই পৃথিবীতে মৃত্তিকাজাত ঘট, পুতুল আদি বস্তু যেমন প্রকট এবং তারপর ভেঙ্গে গিয়ে মাটিতে মিশ্রিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবের শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জীবাত্মা মাটির মতো অপরিবর্তিত থাকে এবং তার কখনও বিনাশ হয় না (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে)। যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হয়। দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি আসক্তির ফলে সে তার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসক্তি থাকে, ততক্ষণ তার সংসার-বন্ধন নিবৃত্ত হয় না। (অন্যথা সে মুক্ত।) হে ভদ্রে, হে ভগ্নী দেবকী! সকলেই দৈবের বিধান অনুসারে তার কর্মফল ভোগ করে। তাই, যদিও তোমার পুত্রেরা দুর্ভাগ্যবশত আমার

দ্বারা নিহত হয়েছে, সেই জন্য দয়া করে শোক করো না। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্ম-উপলব্ধি রহিত হয়ে, বদ্ধ জীব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে মনে করে, 'আমি হত হয়েছি।' অথবা 'আমি আমার শত্রুকে হত্যা করেছি।' মূর্খ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আত্মাকে নিহত অথবা হত্যাকারী বলে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তার কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। কংস তাঁদের কাছে আবেদন করেছিল, 'হে ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি, তোমরা উভয়েই অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, অতএব আমার মতো দীন এবং ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যক্তির প্রতি তোমরা কৃপা কর। দয়া করে তোমরা আমার নৃশংস আচরণের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।' এই বলে কংস অশ্রুমুখে বসুদেব এবং দেবকীর পায়ে পতিত হয়েছিল। দুর্গাদেবীর বাণীতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে, কংস দেবকী এবং বসুদেবের প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন মুক্ত করেছিল।"

"দেবকী যখন দেখলেন যে, তাঁর ভ্রাতা পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছে, তখন তাঁর সমস্ত ক্রোধ দূর হয়ে গিয়েছিল। বসুদেবও ক্রোধমুক্ত হয়ে হেসে কংসকে বলেছিলেন। হে মহাজন কংস, অজ্ঞানের প্রভাবেই কেবল মানুষ জড় দেহ এবং অহঙ্কার গ্রহণ করে। এই দর্শন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ তা ঠিক। আত্মজ্ঞানের অভাবে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষেরা 'এটি আমার' এবং 'এটি অন্যের' এই ভেদভাব সৃষ্টি করে। ভেদদৃষ্টি-পরায়ণ ব্যক্তিরা শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মদ আদি জড় বৃত্তি সমন্বিত। তারা নিমিত্ত কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরাকরণে ব্যস্ত হয়, কারণ তাদের পরম কারণ ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবকী ও বসুদেব প্রসন্ন হয়ে এইভাবে নিষ্কপটে কংসকে সম্ভাষণ করলে, কংস তাঁদের অনুমতি নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করেছিল। তারপর সেই রাত্রি অতীত হলে, কংস তার মন্ত্রীদের আহ্বান করে যোগমায়া তাকে যে কথা বলেছিল (যে তার বিনাশক অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে) তা জানিয়েছিল। তাদের প্রভুর বাক্য শ্রবণ করে ঈর্ষাপরায়ণ, দেবদ্বেষী এবং অনিপুণ অসুরেরা কংসকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল। হে ভোজরাজ, যদি তাই হয়, তা হলে আজ থেকে আমরা সমস্ত গ্রামে, নগরে এবং গোচারণ ভূমিতে দশদিনের অথবা দশদিন থেকে একটু বেশি বয়সের সমস্ত শিশুদের হত্যা করব। দেবতারা সর্বদা আপনার ধনুকের গুণ আকর্ষণের শব্দে উদ্বিগ্নচিত্ত। তারা যুদ্ধভীরু এবং উদ্বিগ্নচিত্ত। তাই, তারা আপনার অনিষ্ট করার চেষ্টা করেও কি করতে পারবে? আপনার বাণ নিক্ষেপকালে কয়েকজন দেবতা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বাঁচার আশায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত হয়েছিল। কয়েকজন দেবতা পরাজিত এবং অস্ত্রবিহীন হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিল এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার স্তব করেছিল। কেউ কেউ মুক্তকচ্ছ এবং মুক্তকেশ হয়ে আপনার কাছে এসে বলেছিল, 'হে প্রভু, আমরা আপনার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছি।' আপনি যখন দেখলেন যে, দেবতারা রথশূন্য হয়েছে, কিভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা ভুলে গেছে, তারা অত্যন্ত ভয়ভীত এবং যুদ্ধে আসক্ত না হয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত, অথবা তাদের ধনুক ভেঙ্গে গেছে এবং যুদ্ধ করার সমস্ত ক্ষমতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছে, তখন আপনি তাদের বধ করেননি। দেবতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, তখনই কেবল তারা বৃথা দম্ভ করে। যেখানে যুদ্ধ হয় না, সেখানেই তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে। তাই, এই সমস্ত দেবতাদের থেকে ভয় করার কোন কারণ নেই। বিষ্ণু সর্বদা যোগীদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে বাস করে। শিব বনবাসী হয়েছে, আর ব্রহ্মা সর্বদাই তপস্যারত। ইন্দ্র আদি অন্যান্য দেবতারা নিতান্তই শক্তিহীন। অতএব আপনার কোন ভয় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শত্রুতাবশত দেবতাদের উপেক্ষা না করাই আমাদের অভিমত। তাই তাদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের প্রবৃত্ত করুন, কারণ আমরা আপনার অনুগমন করতে প্রস্তুত। রোগ যেমন প্রথম অবস্থায় উপেক্ষা করা হলে বদ্ধমূল হয় এবং তার প্রতিকার অসম্ভব হয়, অথবা ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রথমে বশীভূত না করা হলে, পরে তাদের বশীভূত করা অসম্ভব হয়, তেমনই শত্রুকে যদি প্রথমে উপেক্ষা করা হয়, তা হলে পরে তাদের পরাভূত করা অসম্ভব হয়।"

"বিষ্ণুই দেবতাদের মূল। যেখানে ধর্ম, সনাতন

সংস্কৃতি, বেদ, গাভী, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং উপযুক্ত দক্ষিণা সহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই তিনি অবস্থান করেন এবং পূজিত হন। হে রাজন্! সর্বতোভাবে আপনার প্রকৃত অনুগামী আমরা যজ্ঞ এবং তপস্যাপরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণদের হত্যা করব এবং যজ্ঞের ঘি উৎপাদনের জন্য দুধ সরবরাহ করে যে সমস্ত গাভী, তাদেরও হত্যা করব। ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈদিক জ্ঞান, তপস্যা, সত্য, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ বিষ্ণুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং সেগুলি দৈবী সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ। সর্বান্তর্যামী সেই বিষ্ণু দৈত্যদের পরম শত্রু এবং তাই তাকে বলা হয় অসুরবিট্। সে মহেশ্বর এবং ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবতাদের নেতা এবং তারা সকলে তাঁকে আশ্রয় করে বর্তমান। ঋষি, মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরাও তার উপর নির্ভর করে থাকে। তাই, বৈষ্ণবদের হিংসা করাই বিষ্ণুকে বধ করার একমাত্র উপায়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যমরাজের নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ দুর্মতি দৈত্য কংস তার অসৎ মন্ত্রীদের সেই কুমন্ত্রণা বিবেচনা করে, সাধু এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি হিংসা করাই নিজের মঙ্গল সাধনের একমাত্র উপায় বলে নির্ধারণ করেছিল। কংসের অনুচর এই সমস্ত অসুরেরা অন্যদের, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের উৎপীড়নে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত। কংস এই সমস্ত অসুরদের সর্বত্র গমন করে সাধুদের উৎপীড়ন করার অনুমতি দিয়ে, তার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, আসন্ন মৃত্যু অসুরেরা সাধুদের উৎপীড়ন শুরু করেছিল। হে রাজন্, কেউ যখন মহাত্মাদের উৎপীড়ন করে, তখন তার আয়ু, সৌন্দর্য, যশ, ধর্ম, আশীর্বাদ এবং স্বর্গলোকে উন্নতি আদি সমস্ত মঙ্গল ও সর্ববিধ শুভ বিনষ্ট হয়ে যায়।"

卐 卐 卐

পঞ্চম অধ্যায়

নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নন্দ মহারাজ ছিলেন স্বভাবতই উদারচিত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। তাঁকে স্নান করিয়ে এবং স্বয়ং পবিত্র হয়ে তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছিলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে তিনি যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজার আয়োজনও করেছিলেন। নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণদের বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিত কুড়ি লক্ষ ধেনু এবং রত্নসমূহ ও সোনার জরির কাজ করা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সাতটি তিলের পর্বত প্রদান করেছিলেন।"

"হে রাজন্, কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য শুদ্ধ হয়, স্নানের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়; শৌচের দ্বারা অপবিত্র বস্তু শুদ্ধ হয়; সংস্কারের দ্বারা জন্ম শুদ্ধ হয়; তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়, পূজার দ্বারা ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হন; দানের দ্বারা জড় সম্পত্তি শুদ্ধ হয়; সন্তোষের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়; এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা বা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বাতাবরণ পবিত্রকারী মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। সূত (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথক), মাগধ (রাজবংশের ইতিবৃত্ত কীর্তনকারী), বন্দী (উপস্থিত বিষয় বর্ণনাকারী) এবং গায়কেরা স্তব আদি কীর্তন করেছিলেন। তখন ভেরি এবং দুন্দুভিও নিনাদিত হয়েছিল। নন্দ মহারাজের বাসস্থান ব্রজপুর বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা, ফুলের মালার দ্বারা নির্মিত তোরণ, বস্ত্রখণ্ড এবং আম্রপল্লবের দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছিল। গৃহের অঙ্গন, দ্বার

ও মধ্যভাগ সুন্দরভাবে মার্জিত হয়েছিল এবং ধৌত হয়েছিল। গাভী, বৃষ এবং গোবৎসদের সমস্ত শরীর হলুদ, তেল এবং নানা রঙের খনিজের মিশ্রণে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের মস্তক ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা বিভূষিত হয়েছিল এবং ফুলমালা, বস্ত্র ও স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা তাদের বিভূষিত করা হয়েছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপগণ বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক এবং উষ্ণীষে শোভিত হয়ে, নানা প্রকার উপহার হাতে নিয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে এসেছিলেন। মা যশোদার একটি পুত্র হয়েছে শুনে গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের সাজাতে শুরু করেছিলেন। নব বিকশিত কুঙ্কুমের কেশরে মুখপদ্ম সুশোভিত করে, গোপস্ত্রীগণ উপহার হাতে নিয়ে মা যশোদার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেছিলেন। তাঁদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবশত তাঁদের নিতম্ব ছিল বিশাল ও স্তনযুগল সুডৌল এবং দ্রুত গতিতে গমন করার ফলে তা সঞ্চালিত হচ্ছিল। গোপীদের কর্ণে অত্যন্ত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে পদকসমূহ এবং হস্তযুগলে বলয় শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা বিচিত্র বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের কেশাগ্র থেকে পথে ফুল ঝরে পড়ছিল। এইভাবে গোপীরা যখন নন্দ মহারাজের গৃহে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের কুণ্ডল, পয়োধর এবং মালা আন্দোলিত হওয়ায় তাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। গোপস্ত্রী এবং গোপকন্যাগণ নবজাত শিশু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর।" তাঁরা হরিদ্রাচূর্ণ এবং তৈল মিশ্রিত জলের দ্বারা ভগবানকে অভিষিক্ত করে স্তুতিগান করেছিলেন। এইভাবে বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে সমাগত হলে, মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্যসমূহ বাদিত হয়েছিল। আনন্দে গোপেরা একে অন্যকে দধি, ক্ষীর, ঘৃত এবং জল দ্বারা সিঞ্চন এবং ননীর দ্বারা বিলেপন করতে করতে সেই সমস্ত দ্রব্য ইতস্তত নিক্ষেপ করেছিলেন। মহামতি নন্দ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সমস্ত গোপ-গোপীদের বস্ত্র, অলঙ্কার ও গাভী প্রদান করেছিলেন এবং তার ফলে সর্বতোভাবে তাঁর পুত্রের মঙ্গল বিধান করেছিলেন। তিনি সূত, মাগধ, বন্দী এবং বিদ্যোপজীবীদের অভিলষিত দ্রব্য দান করে তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। বলদেবের মাতা মহা সৌভাগ্যবতী রোহিণীদেবীও নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের দ্বারা সম্মানিতা হয়েছিলেন এবং দিব্য বস্ত্র, মালা, কণ্ঠাভরণ আদি অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে তিনি সমাগতা স্ত্রীলোকদের সম্মান করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজের গৃহ ভগবানের এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর শাশ্বত ধাম। তাই তা সর্বদাই সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবুও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় থেকে তা লক্ষ্মীদেবীর বিহারস্থল হয়েছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরু-কুলরক্ষক মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর নন্দ মহারাজ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে কংসের বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন। বসুদেব যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরম বন্ধু ও ভ্রাতা নন্দ মহারাজ মথুরায় এসেছেন এবং কংসকে কর প্রদান করেছেন, তখন তিনি নন্দ মহারাজের বাসস্থানে গমন করেছিলেন। নন্দ মহারাজ যখন শুনলেন যে, বসুদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তখন তিনি প্রেম এবং স্নেহে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন, যেন তাঁর দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে। তখন তিনি তাঁর দুই বাহুর দ্বারা বসুদেবকে আলিঙ্গন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ কর্তৃক এইভাবে আদৃত ও সম্মানিত হয়ে বসুদেব সুখে উপবেশন করেছিলেন এবং তাঁর দুই পুত্রের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে তিনি তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। হে ভ্রাতা নন্দ মহারাজ! এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমার পুত্র লাভের কোন আশাই ছিল না। তাই সম্প্রতি তোমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তা মহাভাগ্যের বিষয়। ভাগ্যক্রমে আমি আজ তোমাকে দর্শন করলাম। এই সৌভাগ্য লাভ করে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি। এই সংসারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ এবং প্রিয় আত্মীয়ের দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। নদীর তরঙ্গে ভাসমান তৃণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি যেমন নদীর স্রোতবেগের দ্বারা বাহিত হয়ে একত্রে থাকতে পারে না, তেমনই আমরাও আমাদের

বিচিত্র অদৃষ্ট এবং কালের তরঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে পারি না। হে সখা নন্দ মহারাজ, তুমি যেখানে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাস করছ, সেই বন গাভী আদি পশুদের পক্ষে অনুকূল তো? আমি আশা করি সেখানে কোন রোগ নেই এবং তাদের কোন অসুবিধা নেই। সেই স্থানে নিশ্চয়ই যথেষ্ট জল, ঘাস এবং তৃণগুল্ম রয়েছে। আমার পুত্র বলদেব তুমি এবং তোমার পত্নী যশোদা দেবীর দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে তোমাদের পিতা এবং মাতা বলে মনে করছে তো? তোমার গৃহে সে তার মাতা রোহিণী সহ কুশলে অবস্থান করছে তো? আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা যখন যথাযথভাবে অবস্থিত থাকেন, তখন বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ধর্ম, অর্থ এবং কাম সুসম্পাদিত হয়। তা না হলে, সুহৃদদের ক্লেশ উপস্থিত হলে এই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না।"

নন্দ মহারাজ বললেন—"হায়! রাজা কংস দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহু পুত্রকে হত্যা করেছে। কনিষ্ঠা একটি মাত্র কন্যা অবশিষ্ট ছিল, সেও স্বর্গলোকে চলে গেছে। প্রতিটি মানুষই অদৃষ্টের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, যা মানুষের কর্মফল নির্ধারিত করে। অর্থাৎ, অদৃষ্টের ফলেই মানুষের পুত্র অথবা কন্যা লাভ হয় এবং পুত্র অথবা কন্যা যখন থাকে না, তখন তাও অদৃষ্টের ফলেই হয়ে থাকে। অদৃষ্টই সব কিছুর পরম নিয়ন্তা। যে ব্যক্তি তা জানেন, তিনি কখনও মোহিত হন না।"

বসুদেব নন্দ মহারাজকে বললেন—"হে ভ্রাতঃ, তুমি কংসকে বার্ষিক কর প্রদান করেছ এবং আমার সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, আর অধিক দিন তুমি এখানে থেকো না। গোকুলে ফিরে যাওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ আমি জানি যে, সেখানে কোন উপদ্রব হতে পারে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বসুদেব নন্দ মহারাজকে এইভাবে উপদেশ দিলে, সঙ্গী গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ বসুদেবের অনুমতি নিয়ে শকটে বৃষ যোজন করে গোকুলে গমন করেছিলেন।"

* * *

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূতনা বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! নন্দ মহারাজ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, বসুদেব যা বলেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। গোকুলে নিশ্চয়ই কোন উৎপাতের ভয় রয়েছে। নন্দ মহারাজ যখন তাঁর সুন্দর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিপদের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর ভীষণ ভয় হয়েছিল এবং তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ যখন গোকুলে ফিরে আসছিলেন, তখন ভীষণ স্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা নাম্নী রাক্ষসী পূর্বেই কংস কর্তৃক নিযুক্তা হয়ে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শিশুহত্যা করে ভ্রমণ করছিল।"

"হে রাজন্! যে স্থানে মানুষেরা শ্রবণ, কীর্তন আদি (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ) ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করেন, সেখানে রাক্ষস ইত্যাদির ভয় থাকে না। তাই গোকুলে, যেখানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান ছিলেন, সেখানে ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। একসময় স্বেচ্ছাবিহারিণী পূতনা রাক্ষসী তার মায়াশক্তির বলে এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে, আকাশমার্গে বিচরণ করতে করতে নন্দ মহারাজের আলয় গোকুলে প্রবেশ করেছিল। তার বৃহৎ নিতম্ব এবং স্তনযুগলের ভারে তার ক্ষীণ কটিদেশ যেন ভারাক্রান্ত হয়েছিল এবং সে অত্যন্ত সুন্দর

বসনে সজ্জিতা ছিল। তার কেশবন্ধন মল্লিকা ফুলের মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তার কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে উল্লসিত তার মুখমণ্ডল কেশরাশির দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল। সে মনোহর হাস্য সহকারে কটাক্ষ নিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসীদের, বিশেষ করে পুরুষদের মন হরণ করেছিল। গোপীরা তাকে দেখে মনে করেছিল, যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী পদ্ম হাতে তাঁর পতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। বালঘাতিনী পূতনা শিশু অন্বেষণ করতে করতে ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে, বিনা বাধায় নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করেছিল। কারও অনুমতি না নিয়ে সে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করে শয্যায় শায়িত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো অনন্ত শক্তি সমন্বিত শিশুকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, সেই শিশুটি কোন সাধারণ শিশু ছিল না, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক। শয্যায় শায়িত, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বালঘাতিনী পূতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে। তাই যেন ভয়ভীত হয়ে তিনি তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। পূতনা তখন তার অন্তকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে ধারণ করেছিল, ঠিক যেমন মূর্খ ব্যক্তি নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে তাকে তার কোলে ধারণ করে। পূতনা রাক্ষসীর হৃদয় ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন অতিশয় স্নেহসিক্তা মাতার মতো। তাই সে ছিল ঠিক একটি কোমল কোষমধ্যস্থ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো। তাকে গৃহের মধ্যে দর্শন করেও মা যশোদা এবং রোহিণী তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে, তাকে বাধা না দিয়ে নীরবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, কারণ সে শিশুটির প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন করেছিল। সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে কোলে গ্রহণ করে তাঁর মুখে তার স্তন প্রদান করেছিল। তার সেই স্তনাগ্র অত্যন্ত তীব্র বিষে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই হস্তের দ্বারা প্রবলভাবে তার স্তন নিপীড়ন করেছিলেন এবং তার প্রাণ সহ সেই বিষ পান করেছিলেন। জীবনের সমস্ত মর্মস্থানে অসহ্যভাবে পীড়িতা হয়ে, পূতনা "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। আর আমার স্তন্যপান করো না!" এই বলে চিৎকার করতে করতে ঘর্মাক্ত দেহে নেত্রযুগল বিস্ফারিত করে এবং চরণ ও বাহুদ্বয় বার বার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে করতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল। পূতনার অতি গভীর আর্তনাদে পর্বত সহ পৃথিবী এবং গ্রহগণ সহ আকাশ কম্পিত হয়েছিল। পাতাললোক ও দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং মানুষেরা বজ্রপাত হচ্ছে বলে মনে করে ভয়ে ভূপতিত হয়েছিল। এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তনভাগে আক্রান্তা হয়ে পূতনা অসহ্য বেদনায় তার প্রাণত্যাগ করেছিল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সে তার মুখ ব্যাদান এবং কেশরাশি ও হাত-পা প্রসারণপূর্বক তার রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে নিহত বৃত্রাসুরের মতো প্রাণ হারিয়ে গোষ্ঠে পতিত হয়েছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পূতনার বিশাল শরীর যখন ভূপতিত হয়েছিল, তখন বারো মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত বৃক্ষ বিচূর্ণ হয়েছিল। তার সেই বিশাল শরীর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। সেই রাক্ষসীর মুখ লাঙ্গলের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ছিল, নাসারন্ধ্র পর্বতের গুহার মতো গভীর, স্তনদ্বয় পর্বত শিখরচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের মতো বিশাল এবং কেশরাশি বিক্ষিপ্ত ও তাম্রবর্ণ ছিল। তার অক্ষিকোটর অন্ধকূপের মতো গভীর, জঘনদ্বয় নদীতটের মতো ভীষণ, তার বাহু, উরু ও পদযুগল বিশাল সেতুর মতো এবং উদরটি জলশূন্য হ্রদের মতো ছিল। ইতিমধ্যেই সেই রাক্ষসীর চিৎকারে গোপ এবং গোপীদের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক কম্পিত হয়েছিল। পুনরায় তাঁরা যখন তার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা আরও ভীত হয়েছিলেন। শিশু কৃষ্ণকে নির্ভয়ে পূতনা রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করতে দেখে, গোপীরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে মহা আনন্দে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর অন্য গোপীগণ সহ মা যশোদা এবং রোহিণী গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন থেকে শিশু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ভাবে রক্ষা বিধান করেছিলেন। শিশুটিকে গোমূত্র দ্বারা স্নান করিয়ে গোধূলি লিপ্ত করা হয়েছিল। তারপর গোময় দ্বারা ললাট আদি দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন নাম লিখে তিলক অঙ্কন করা হয়েছিল। এইভাবে শিশুটির রক্ষা বিধান করা হয়েছিল। গোপীরা প্রথমে

আচমনপূর্বক তাঁদের অঙ্গে এবং করদ্বয়ে বীজন্যাস করে, তারপর বালকের অঙ্গেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন।"

"(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, গোপীরা যথাযথ বিধি অনুসারে এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁদের শিশুপুত্র কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিলেন।) অজ তোমার পদযুগল রক্ষা করুন, মণিমান জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠরদেশ, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, সূর্য কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু বাহু, উরুক্রম মুখমণ্ডল, ঈশ্বর মস্তক, চক্রী সম্মুখভাগ, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্‌ভাগ, ধনুর্ধারী মধুরিপু ও অসিধারী অজন তোমার উভয় পার্শ্ব এবং শঙ্খধারী উরুগায় কোণসমূহে, উপেন্দ্র উপরিভাগে, গরুড় ভূতলে এবং হলধর পুরুষ চতুর্দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। হৃষীকেশ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন, নারায়ণ তোমার প্রাণ রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপ অধিপতি তোমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং ভগবান যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন। পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি রক্ষা করুন এবং পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। খেলা করার সময় গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন। গমনকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে রক্ষা করুন এবং উপবেশনকালে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করুন। তেমনই, সমস্ত দুষ্টগ্রহের ভয়ঙ্কর শত্রু যজ্ঞভুক তোমার উপভোগের সময় সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক দুষ্ট ডাইনীরা শিশুদের সব চাইতে বড় শত্রু। আর ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা আদি প্রেতাত্মারা বিস্মৃতি, উন্মাদনা এবং দুঃস্বপ্ন উৎপাদন করে দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বদা কষ্ট দেয়। বৃদ্ধগ্রহের মতো তারা মহা উৎপাত সৃষ্টি করে, বিশেষ করে শিশুদের, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণের ফলে তাদের বিনাশ করা যায়, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম ধ্বনিত হলেই তারা সকলে ভীত হয়ে দূরে পালিয়ে যায়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মা যশোদা আদি গোপীরা মাতৃস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুটির রক্ষাক্রিয়া সম্পাদন করে, মা যশোদা তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁকে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ আদি সমস্ত গোপেরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এসে, পূতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।"

নন্দ মহারাজ এবং অন্য গোপেরা তখন বলেছিলেন—"হে বন্ধুগণ! আনকদুন্দুভি বা বসুদেব নিশ্চয়ই একজন মহান ঋষি অথবা যোগেশ্বর হয়েছেন। তা না হলে তাঁর পক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল কি করে? ব্রজবাসীরা পূতনার দেহ কুঠারের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে কেটে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং প্রত্যেক অবয়ব পৃথক পৃথকভাবে কাষ্ঠবেষ্টিত করে দগ্ধ করেছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পূতনা রাক্ষসীকে বধ করার সময় তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই সে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। তার সমস্ত পাপ আপনা থেকেই বিধৌত হয়েছিল এবং তাই যখন তার বিশাল শরীর দহন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অগুরুর মতো সুগন্ধযুক্ত ধূম উত্থিত হয়েছিল। রক্তপায়িনী শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানকে তার স্তন্যদান করেছিল, তাই সে সদ্‌গতি লাভ করেছিল। আর যাঁরা স্বাভাবিক বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে মাতৃবৎ স্নেহে কৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যদান করেন অথবা প্রিয় বস্তু প্রদান করেন, তাঁদের আর কি কথা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মা, শিব আদি জগৎপূজ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দিত। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পূতনার দেহ আলিঙ্গন করে মহাসুখে তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই মহারাক্ষসী হলেও পূতনা চিৎ-জগতে মাতৃসদৃশ পদ লাভ করে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। তা হলে মহাসুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গাভীদের স্তনক্ষীর পান করেছিলেন এবং মাতৃবৎ স্নেহে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন, তাঁদের আর কি কথা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি (কৈবল্য) অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য আদি বহু বর প্রদাতা। সেই ভগবানের প্রতি গোপীরা সর্বদা মাতৃবৎ স্নেহ অনুভব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তাঁদের স্তন পান করেন। তাই তাঁদের মাতা-পুত্রের সম্পর্কের কারণে, গোপীরা নানা প্রকার পারিবারিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকলেও, কখনও মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা তাঁদের দেহ ত্যাগের পর পুনরায় এই জগতে ফিরে আসবেন।

পুতনার দেহ দহনের ফলে নির্গত ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করে দূরগত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সৌরভ আসছে কোথা থেকে?" এইভাবে বলতে বলতে তাঁরা পুতনার দেহ যেখানে দহন করা হচ্ছিল, সেখানে গিয়েছিলেন। দূরাগত ব্রজবাসীরা যখন পুতনার আগমন বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তার নিহত হওয়ার বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বসুদেব সেই ঘটনার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন বলে, নন্দ মহারাজ বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সরল। তিনি মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাগত তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পুতনা মোক্ষণরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শৈশবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ করেন।"

সপ্তম অধ্যায়

তৃণাবর্তাসুর বধ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভো, হে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই কর্ণেন্দ্রিয় এবং মনের তৃপ্তিজনক। এই সমস্ত লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার ফলেই কেবল মনের সমস্ত কলুষ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণে আমাদের রুচি নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এতই আকর্ষণীয় যে, আপনা থেকেই মন এবং কর্ণের আনন্দ বিধান করে। তার ফলে সংসার-বন্ধনের মূল কারণস্বরূপ জড় বিষয়ের সম্বন্ধে শ্রবণে সমস্ত আগ্রহ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায় এবং ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয় এবং ভক্তের প্রতি মৈত্রী হয়। আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা কীর্তন করুন। এই পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরশিশুর অনুকরণ করে পুতনা-বধ আদি যে সমস্ত অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত লীলা দয়া করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শিশুর তির্যকভাবে শয়ন করার চেষ্টাকে উত্থান বলা হয়। সেই সময় শিশু প্রথম গৃহ থেকে নির্গত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশুকে অভিষেক সহকারে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস পূর্ণ হলে, মা যশোদা প্রতিবেশী রমণীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। সেই দিন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করেছিলেন। শিশুটির অভিষেক উৎসব সম্পাদন হলে মা যশোদা ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট খাদ্যশস্য এবং আহার্য প্রদানপূর্বক বস্ত্র, ধেনু এবং মালা দান করে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই শুভ অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং তাঁদের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মা যশোদা যখন দেখলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে, তখন তিনি তাঁকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন, যাতে সে সুখে নিদ্রা যেতে পারে। উদার হৃদয়া মা যশোদা উত্থান উৎসব অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়ে অতিথিদের বস্ত্র, গাভী, মালা, শস্য ইত্যাদি দান করে তাঁদের সম্মানকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পাননি। তখন শিশু-

কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন পান করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চরণযুগল ক্রোধে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পা দুটি যদিও ছিল পল্লবের মতো কোমল, তবুও তাঁর পায়ের আঘাতে শকটটি প্রচণ্ড শব্দে উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। তার চাকা দুটি অক্ষ থেকে বিপর্যস্ত হল, জোয়াল ভগ্ন হল এবং বিভিন্ন ধাতু নির্মিত সমস্ত বাসনপত্র শকট থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।"

"মা যশোদা এবং ঔত্থানিক উৎসবে সমাগত ব্রজনারীরা এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ ব্রজবাসীরা যখন সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—সেই শকটটি কিভাবে আপনা থেকেই ভেঙ্গে গেল। তাঁরা ইতস্তত তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেও তা খুঁজে পেলেন না। কিভাবে তা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে সমবেত গোপ এবং গোপীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এটি কি কোন দৈত্য বা দুষ্ট গ্রহের কর্ম?" তখন সেখানে উপস্থিত শিশুরা বলেছিল যে, শিশু-কৃষ্ণই ক্রন্দন করতে শুরু করে শকটের চাকায় পদাঘাত করেছিল এবং তার ফলে শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে সমবেত গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শিশু-কৃষ্ণের এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে। তাঁরা বালকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পারলেন না এবং তাই সেটি বালকদের উক্তি বলে তাঁরা তা অবজ্ঞা করেছিলেন। কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে বলে মনে করে, মা যশোদা ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর স্তন্যপান করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন কর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। তারপর বলবান গোপেরা বাসনপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সহ সেই শকটটি পূর্বের মতো স্থাপন করলে, ব্রাহ্মণেরা গ্রহশান্তির জন্য প্রথমে হোমক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন এবং তারপর ধান, কুশ, জল এবং দধির দ্বারা ভগবানের পূজা করেছিলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান প্রভৃতি দোষরহিত, তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সেই কথা বিবেচনা করে নন্দ মহারাজ স্থির চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে এই প্রকার সত্যশীল ব্রাহ্মণদের সামবেদ, ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র অনুসারে পবিত্র কর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠের পর তিনি পুণ্য ওষধিযুক্ত জলে শিশুটিকে স্নান করিয়েছিলেন এবং তারপর হোমক্রিয়া সম্পাদন করে তিনি ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্র কৃষ্ণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র, ফুলমালা এবং স্বর্ণহারে বিভূষিত গাভীসমূহ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। এই সমস্ত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ প্রদান করার ফলে সর্বগুণে গুণান্বিতা ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা সেই দান গ্রহণ করে সমগ্র পরিবারকে, বিশেষ করে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই সমস্ত মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সিদ্ধযোগী। তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।"

"একদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক বছর পর, মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন যেন শিশুটি পর্বতশৃঙ্গ থেকেও ভারী হয়ে গেছে এবং তার ফলে তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে সমর্থ হলেন না। শিশুটিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মতো ভারী বলে অনুভব করে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, হয়ত শিশুটি কোন প্রেতাত্মা বা অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিতা হয়ে মা যশোদা শিশুটিকে ভূমিতে স্থাপন করে নারায়ণকে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করে তিনি এই ভার প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন এবং তারপর তিনি গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। কারণ তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সব কিছুর আদি উৎস।"

"শিশুটি যখন ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন কংসের অনুচর তৃণাবর্ত নামক অসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে, অনায়াসে শিশুটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অসুরটি ধূলিরাশির দ্বারা সমস্ত গোকুলমণ্ডল আচ্ছন্নপূর্বক সকলের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর

শব্দে দিগ্বিদিক নিনাদিত করেছিল। এইভাবে ক্ষণিকের জন্য সমগ্র গোচারণভূমি ধূলিরাশির দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং মা যশোদা যেখানে শিশুটিকে রেখেছিলেন, সেখানে আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বালুকারাশির দ্বারা মোহগ্রস্ত এবং উৎপীড়িত হয়ে কেউই নিজেকে অথবা অন্য কাউকে দর্শন করতে সমর্থ হল না। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ধূলিবর্ষণ হতে থাকলে মা যশোদা তাঁর পুত্রের চিহ্ন মাত্র দর্শন না করতে পেরে, এমন কেন তা হয়েছে তা বুঝতে অসমর্থ হয়ে, তিনি মৃতবৎসা গাভীর মতো ভূমিতে পড়ে অত্যন্ত করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর যখন ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত হয়েছিল এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করেছিল, তখন মা যশোদার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে তাঁর সখী অন্যান্য গোপীরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তাঁরাও অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা যশোদার সঙ্গে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে তৃণাবর্তাসুর কৃষ্ণকে আকাশের অনেক উপরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ যখন অসুরটির থেকে আরও বেশি ভারী হয়েছিলেন, তখন অসুরের গতিবেগ রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে আর গমন করতে সমর্থ হল না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অত্যন্ত ভারী হয়ে যাওয়ার ফলে তৃণাবর্তের মনে হল সে যেন একটি বিশাল পর্বত অথবা এক প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড। অসুরটি তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর বাহুর দ্বারা তার গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে সে তা পারেনি। এইভাবে সেই শিশুটির ভার বহন করতে সক্ষম না হয়ে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করতেও না পারায় তার মনে হয়েছিল যে, সেই বালকটি অত্যন্ত অদ্ভুত। কৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরায় তৃণাবর্তাসুরের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল, সে কোন শব্দ পর্যন্ত করতে পারেনি এবং তার হাত-পা পর্যন্ত সঞ্চালন করতে পারেনি। তার চক্ষু নির্গত হয়েছিল এবং শিশুটি সহ ব্রজের ভূমিতে পতিত হয়ে সেই অসুরটি তার প্রাণত্যাগ করেছিল।"

"গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করছিলেন, তখন অসুরটি আকাশ থেকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত হয়েছিল এবং তার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাকে তখন ঠিক শিবের বাণে বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের মতো মনে হচ্ছিল। গোপীরা সেই অসুরের বক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অমঙ্গলশূন্য কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে মা যশোদার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। রাক্ষসটি শিশুটিকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে গেলেও শিশুটি যে অক্ষত রয়েছেন এবং সমস্ত বিপদ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হয়েছেন, তা দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অবোধ শিশুটিকে ভক্ষণ করার জন্য রাক্ষসটি তাকে নিয়ে গেলেও সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। অসুরটি যেহেতু হিংস্র, খল এবং পাপাত্মা, তাই সে তার নিজের পাপকর্মের ফলে নিহত হয়েছে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। ভগবান সর্বদাই নিষ্পাপ ভক্তকে রক্ষা করেন এবং পাপী তার পাপের ফলে সর্বদাই বিনষ্ট হয়। নন্দ মহারাজ এবং অন্যরা বললেন—আমরা নিশ্চয়ই পূর্বে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, ভগবানের আরাধনা করেছি, পথ তৈরি করে, কূপ খনন করে, দান করে জনহিতকর পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলাম, যার ফলে এই শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তার আত্মীয়দের আনন্দ প্রদান করার জন্য ফিরে এসেছে। বৃহদ্বনে এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করে, নন্দ মহারাজ বিস্ময় সহকারে মথুরায় বসুদেব তাঁকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা স্মরণ করতে লাগলেন।"

"একদিন মা যশোদা কৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে পুত্রস্নেহে বিগলিত হৃদয়ে স্বয়ং ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিশু-কৃষ্ণের স্তন্যপান যখন প্রায় শেষ হয়েছিল এবং মা যশোদা তাঁর সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে আদর করছিলেন, তখন কৃষ্ণ হাই তুলেছিলেন এবং মা যশোদা তাঁর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, জ্যোতিষচক্র, দিকসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণীদের দর্শন করেছিলেন। মা যশোদা যখন তাঁর শিশুপুত্রের মুখের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা হয়ে তিনি তাঁর চঞ্চল নয়ন মুদ্রিত করেছিলেন।"

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যদুবংশীয় পুরোহিত তপস্বীপ্রবর গর্গমুনি বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে গিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে তাঁর গৃহে উপস্থিত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি সহকারে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গর্গমুনি যদিও তাঁর গোচরীভূত ছিলেন, তবুও নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে অধোক্ষজ অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত বলে মনে করেছিলেন। গর্গমুনিকে যথাযথভাবে আতিথ্য সৎকার করা হলে তিনি সুখে উপবেশন করেছিলেন এবং নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত বিনীত বচনে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে মুনিবর, যেহেতু আপনি ভগবানের ভক্ত তাই আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তবুও আমার কর্তব্য আপনার সেবা করা। দয়া করে আমাকে বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? হে প্রভু, আপনার মতো মহাজনেরা যে স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন তা নিজের স্বার্থে নয়, পক্ষান্তরে আমার মতো দীন হৃদয় গৃহস্থদের পরম মঙ্গলের জন্য। তা ছাড়া তাঁদের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়ার আর কোন কারণ নেই। হে মহাত্মা, আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রণয়ন করেছেন, যার দ্বারা মানুষ তার অদৃশ্য অতীত এবং বর্তমানকে জানতে পারে। এই জ্ঞানের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে তার পূর্ব জীবনে সে কি করেছে এবং কিভাবে তা তার বর্তমান জীবনকে প্রভাবিত করছে। আপনি তা জানেন। প্রভু, আপনি বিশেষভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই আপনি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মানুষের গুরু। তাই আপনি যেহেতু কৃপা করে আমার গৃহে এসেছেন, দয়া করে আপনি আমার পুত্র দুটির সংস্কার করুন।"

গর্গমুনি বললেন—"হে নন্দ মহারাজ, আমি যদুবংশের পুরোহিত, সেই কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাই আমি যদি তোমার পুত্রদের সংস্কারকর্ম অনুষ্ঠান করি, তা হলে কংস তাদের দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে। কংস এক মহাকূটনীতিজ্ঞ এবং পাপাত্মা। তাই, যে বালক তাকে হত্যা করবে সে ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, এই কথা দেবকীর কন্যা যোগমায়ার কাছ থেকে শুনে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কন্যা সেই কথা শুনে এবং বসুদেবের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের কথা অবগত থাকার ফলে, কংস যদি জানতে পারে যে, যদুবংশের পুরোহিত আমার দ্বারা এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হলে কংস নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে যে, কৃষ্ণ দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র। তখন সে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা হলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।"

নন্দ মহারাজ বললেন—"হে মহর্ষি, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি সংস্কারকার্য সম্পাদন করলে কংস সন্দিহান হবে, তা হলে গোপনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আমার গৃহের সংলগ্ন এই গোশালায়, সকলের অগোচরে, এমন কি আমার আত্মীয়স্বজনেরও অগোচরে, এই কর্তব্য সংস্কার সম্পাদন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে নির্জনে নামকরণ সংস্কার করাই গর্গমুনির ইচ্ছা ছিল। তখন নন্দ মহারাজ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রার্থিত হয়ে, তিনি এক নির্জন স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরামের নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন।"

গর্গমুনি বললেন—"এই রোহিণীর পুত্র তাঁর দিব্য গুণাবলীর দ্বারা তাঁর সুহৃদবর্গকে রমণ করবেন বা আনন্দ প্রদান করবেন বলে, তিনি রাম নামে বিখ্যাত হবেন। তিনি অসাধারণ বল প্রদর্শন করবেন বলে, তিনি বল নামেও বিখ্যাত হবেন। অধিকন্তু যেহেতু তিনি বসুদেবের বংশ এবং নন্দ মহারাজের বংশ যুক্ত করবেন, তাই তাঁর নাম হবে সঙ্কর্ষণ। তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ

করে প্রকট হয়েছেন (অন্য দ্বাপর যুগে ইনি (শ্রীরামচন্দ্র রূপে) শুকপক্ষীর মতো বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত অবতারেরা এখন শ্রীকৃষ্ণতে সমবেত হয়েছেন।) কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না। গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।"

"হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। তুমি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে পালন কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে যখন তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন, তখন নন্দ মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তার অল্পকাল পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুজনেই হাত এবং জানু অবলম্বন করে ব্রজে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শিশুর মতো খেলা করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের জানুতে ভর দিয়ে ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করতেন, তখন তাঁদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর শোনাত। অন্যদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শ্রবণ করে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতেন, যেন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখতেন যে, তাঁরা অন্য ব্যক্তি, তখন যেন তাঁরা ভীত হয়ে তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন। পঙ্করূপ অঙ্গরাগে সজ্জিত সুন্দর শিশু দুটি যখন তাঁদের মায়েদের কাছে যেতেন, তখন যশোদা এবং রোহিণী গভীর স্নেহভরে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্বতঃক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাতেন। তাঁরা যখন স্তন পান করতেন, তখন শিশু দুটি ঈষৎ হাসতেন এবং তখন তাঁদের মুখে ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখা যেত। তাঁদের সেই অল্প দন্তযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করে তাঁদের মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে গোপরমণীরা শিশু কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলাবিলাস দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশু দুটি গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন এবং সেই বৎসগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে ইতস্তত ধাবিত হত। তখন ব্রজরমণীরা তাঁদের গৃহকার্য পরিত্যাগ করে সেই সমস্ত লীলা দর্শন করে হাসতেন এবং পরম আনন্দ উপভোগ করতেন। মা যশোদা এবং রোহিণী যখন শৃঙ্গধারী গাভী, অগ্নি, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি দংষ্ট্রীগণ এবং কণ্টক, অসি ও ভূমিতে অন্যান্য অস্ত্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে পারতেন না এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁদের গৃহকর্ম ব্যাহত হত, তখন তাঁরা বাৎসল্য রস পোষক চাপল্য নামক সঞ্চারি ভাব প্রাপ্ত হতেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ জানুঘর্ষণ ব্যতীত তাঁদের চরণের দ্বারা অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। তারপর, বলরাম সহ ব্রজের অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা গোপরমণীদের আনন্দ উৎপাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিশুসুলভ চাপল্য দর্শন করে, সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বার বার শোনার জন্য মা যশোদার কাছে এসে এইভাবে বলতেন। 'হে সখী যশোদা, তোমার পুত্র কখনও গোদোহনের পূর্বেই আমাদের গৃহে এসে গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করে দেয় এবং তার ফলে গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হলে সে হাসতে থাকে। কখনও কখনও সে চুরি করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে সুস্বাদু দই, মাখন এবং দুধ চুরি করে ভক্ষণ করে। সেখানে বানরেরা সমবেত হলে, সে তাদেরও তা ভাগ করে দেয় এবং উদরপূর্তিসহকারে বানরেরা যখন আর খেতে চায় না, তখন সে ভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেলে। কখনও কখনও সে যদি কোন গৃহে মাখন এবং দুধ চুরি করার সুযোগ না পায়, তা হলে সে গৃহস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে জাগিয়ে দেয়। তারপর শিশুরা যখন ক্রন্দন করতে শুরু করে, তখন কৃষ্ণ পালিয়ে যায়। দধি এবং দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যখন কৃষ্ণ ও বলরামের হাতের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে শিকায় ঝুলানো থাকত, তখন তারা পিঁড়ির উপর উঠে অথবা উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে তা লাভ করার উপায় রচনা করে থাকে। আর তা সত্ত্বেও যদি তা তাদের হাতের নাগালের বাইরে থাকে, তখন তারা পাত্রের মধ্যস্থ দ্রব্য অবগত হয়ে, সেই পাত্রটি ফুটো করে দেয়। যখন গোপীগণ গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন কৃষ্ণ-বলরাম অন্ধকার গৃহে প্রবেশপূর্বক তাদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সে স্থান আলোকিত করে, স্বকীয় কার্যের সহায় প্রদীপরূপে কল্পনা করে থাকে। 'কৃষ্ণের দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে গৃহস্বামী যখন তাকে বলতেন, 'ওরে চোর!' এবং কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেন, তখন কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে বলতেন, 'আমি চোর নই, তুমিই চোর।' কখনও কখনও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের গৃহের পরিষ্কার স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু সখী যশোদা, দেখ, এই পাকা চোরটি তোমার সামনে একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে।' গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়নযুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে যশোদার কাছে তাঁর চাপল্যের কথা প্রকাশ করতেন, তখন মা যশোদা সেই মজার কথা শুনে মৃদু হাসতেন এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে তিরস্কার করতে পারতেন না।"

"একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম প্রভৃতি গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা এসে মা যশোদার কাছে নিবেদন করেছিলেন, "মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।' কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে সেই কথা শুনে, হিতৈষিণী মা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে ভয়চকিত চোখে তাঁর মুখের ভিতরে দেখে তাঁকে ভর্ৎসনাপূর্বক এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে অশান্তচিত্ত কৃষ্ণ, তুমি কেন নির্জন স্থানে মাটি খেয়েছ? তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ তোমার খেলার সাথীরা সেই কথা বলছে। তুমি কেন এই কাজ করেছ? কৃষ্ণ তখন বললেন—'মা আমি কখনও মাটি খাইনি। এরা সকলে মিথ্যাবাদী। তুমি যদি মনে কর যে এরা সত্যি কথা বলছে, তা হলে তুমি নিজেই আমার মুখের মধ্যে দেখ। মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'যদি তুমি মাটি না খেয়ে থাক, তা হলে তোমার মুখ খোল।' এইভাবে মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নন্দ মহারাজ এবং যশোদার পুত্র কৃষ্ণ একটি নরশিশুরূপে তাঁর লীলা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তাঁর সেই ঐশ্বর্য মা যশোদার বাৎসল্য স্নেহ বিচলিত করেনি। তাঁর ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শিত হয়েছিল, কারণ কোন স্থিতিতেই তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব হয় না। উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়।"

"কৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের আদেশে তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন, তখন মা যশোদা তাঁর মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, প্রবাহ-বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, পবন, আকাশ, অহঙ্কারের বিকার থেকে সৃষ্ট সমস্ত বস্তু, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ, জীবের আয়ু, স্বভাব, কর্মবাসনা এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর দর্শন করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবন-ধাম সহ সমগ্র জগৎ এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও দর্শন করে তাঁর পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীতা হয়েছিলেন। (মা যশোদা মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—) এটি কি স্বপ্ন, অথবা বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী সৃষ্টি? এটি কি আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, অথবা এটি আমার এই শিশুরই কোন যোগশক্তি? অতএব, যিনি চিত্ত, মন, কার্য, বাণী এবং তর্কের অতীত, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং যাঁর দ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, আমি সেই ভগবানের শরণাগত হই এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তিনি সমস্ত চিন্তা, অনুমান এবং ধ্যানের অতীত। তিনি আমার জড় কার্যকলাপের

অতীত। ভগবানের মায়ার প্রভাবে আমি ভ্রান্তভাবে মনে করছি যে, নন্দ মহারাজ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র এবং যেহেতু আমি নন্দ মহারাজের মহিষী, তাই সমস্ত গোধন সহ গোপ এবং গোপীরা আমার প্রজা। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভগবানের নিত্য দাসী এবং তিনিই আমার পরম আশ্রয়।"

"ভগবানের কৃপায় মা যশোদা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরেই ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁকে পুনরায় বাৎসল্য প্রেমে মোহিত করে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে, মা যশোদা পূর্বের মতো তাঁর পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর সেই চিন্ময় পুত্রটির প্রতি তাঁর স্নেহ অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। ভগবানের মহিমা বেদত্রয়, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে কীর্তিত হয়, তবুও মা যশোদা সেই ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।"

"মা যশোদার পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে, পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রহ্মন্, ভগবান যাঁর স্তন্য পান করেছিলেন, সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ মহারাজ পূর্বে এমন কি তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা সেই প্রেমময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ যদিও বসুদেব এবং দেবকীর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদার বাল্যলীলা উপভোগ করতে পারেননি, যা এতই মহান যে, কেবল তা কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কিন্তু পূর্ণরূপে সেই সমস্ত লীলা উপভোগ করেছিলেন এবং তাই তাঁদের স্থিতি বসুদেব এবং দেবকী থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তাঁর পত্নী ধরাসহ যখন ব্রহ্মার আদেশ পালন করছিলেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন—দয়া করে আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে পরমপুরুষ বিশ্বেশ্বর ভগবানের প্রতি যেন আমাদের পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তির বলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ব্রহ্মা যখন বলেছিলেন 'তথাস্তু', তখন ভগবানেরই সমতুল্য পরম সৌভাগ্যবান দ্রোণ ব্রজপুর বৃন্দাবনে পরম প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী ধরা মা যশোদারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। হে ভরতকুলপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ! তারপর ভগবান যখন নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচলিত বাৎসল্য প্রেম নিরন্তর বর্তমান ছিল এবং তাদের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনবাসী সমস্ত গোপ এবং গোপীরাও কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মার বর সফল করার জন্য কৃষ্ণ বলরাম সহ ব্রজভূমি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবিধ বাল্যলীলা প্রদর্শন করে, তিনি নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন গৃহের সমস্ত পরিচারিকারা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। দধি মন্থন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করে গান করছিলেন। যশোদাদেবী কেশর-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর

বিশাল নিতম্বদেশে কোমরবন্ধ বেঁধে দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করছিলেন। তখন তাঁর হাতের কঙ্কণ ও কানের কুণ্ডল দোদুল্যমান ও শব্দায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁর স্তনযুগল দুধের ধারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর জ্রূযুগল সমন্বিত মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল। মা যশোদা যখন দধিমন্থন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর আনন্দ উৎপাদন করার জন্য মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁর দধিমন্থন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন। মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে স্মিত হেসে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন। গভীর স্নেহে আপনা থেকেই তাঁর স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র থেকে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দুগ্ধপানে অতৃপ্ত তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অরুণবর্ণ ওষ্ঠদেশে দাঁত দিয়ে দংশনপূর্বক, কপট অশ্রুপাত করে একটি পাথরের টুকরো দিয়ে দধিমন্থনের পাত্র ভেঙেছিলেন। তারপর তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে নির্জনে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন। মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধিমন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য। কৃষ্ণ তখন উল্টাভাবে রাখা একটি উদূখলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দই, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে সেখানে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদূখলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। যাঁকে যোগীরা কঠোর তপস্যার বলে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করার দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী শিথিল হওয়ায় তা থেকে ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন। মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে নয়নযুগল ঘর্ষণ করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। মা যশোদা সর্বদাই কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে বিহ্বল থাকতেন এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম? কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহবশত তিনি কখনও জানার চেষ্টাও করেননি যে, তিনি কে ছিলেন? তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কোন দুষ্টুমি না করতে পারেন।"

"ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান। দ্বৈতভাবের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য এবং কারণ, তবুও তিনি কার্য এবং কারণের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদূখলে বেঁধে রেখেছেন। মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধন রজ্জুটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ছোট। তাই তিনি তখন সেই রজ্জুটির সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করেছিলেন। সেই নতুন রজ্জুটিও দুই আঙ্গুল ছোট

হয়েছিল। তখন তার সঙ্গে আর একটি রজ্জু যোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এইভাবে মা যশোদা যত রজ্জু জুড়েছিলেন, সেই সবই দুই আঙ্গুল ছোট হতে লাগল। এইভাবে মা যশোদা তাঁর গৃহের সমস্ত রজ্জু একের পর এক যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। মা যশোদার সখী প্রতিবেশিনী গোপীরা সেই মজার ব্যাপারটি দর্শন করে হাসছিলেন। মা যশোদাও পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে বিস্মিতা হয়েছিলেন। মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন এবং তাঁর কবরীস্থিত মালা স্খলিত হয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এইভাবে পরিশ্রান্তা দেখে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মহান দেবতাগণ সহ এই নিখিল বিশ্ব যাঁর বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করেছেন। মা যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, সেই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমন কি ভগবানের অর্ধাঙ্গ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হননি। যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যে রকম সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী, আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসী তাপস অথবা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে তেমন সুলভ নন। মা যশোদা যখন গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি দর্শন করেছিলেন, যাঁরা পূর্ব কল্পে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র ছিলেন। পূর্বজন্মে নলকূবর এবং মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত পুত্র দুজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু গর্ব এবং অহঙ্কারের ফলে তাঁরা নারদ মুনির অভিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

দশম অধ্যায়

যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে পরমারাধ্য মুনিবর, কি কারণে নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি এমন নিন্দনীয় কর্ম করেছিলেন, যার ফলে দেবর্ষি নারদও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি আমার কাছে তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কুবেরের সেই দুটি পুত্র শিবের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন এবং সেই পদগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে তাঁরা কৈলাস পর্বতে মন্দাকিনীর তীরে সুরম্য উপবনে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করে, মদঘূর্ণিত লোচনে নারীদের সঙ্গে পুষ্পশোভিত বনে বিচরণ করতেন। তখন তাঁরা গান করলে নারীরাও সঙ্গে সঙ্গে গান করতেন। তাঁরা পরবন সুশোভিত গঙ্গায় প্রবেশ করে, মত্ত হস্তী যেভাবে হস্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেইভাবে যুবতীদের সঙ্গে বিহার করছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন সেই কুমারদের সৌভাগ্যের ফলে ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মদঘূর্ণিত নেত্র দর্শন করে, তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। নারদ মুনিকে দেখে নগ্না দেবকন্যাগণ লজ্জিতা হয়েছিলেন এবং অভিশাপের ভয়ে তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের বসন পরিধান করেছিলেন। কিন্তু কুবেরের দুই পুত্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, নারদ মুনিকে উপেক্ষা করে তাঁরা নগ্ন অবস্থাতেই রইলেন। সেই দেবপুত্রদ্বয়কে নগ্ন এবং ঐশ্বর্যমদে ও সুরাপানে মত্ত দেখে, দেবর্ষি নারদ তাঁদের

প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষ অভিশাপ প্রদান করার বাসনায় বলেছিলেন—"সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যের গর্ব যেভাবে বুদ্ধি নাশ করে থাকে, দেহের সৌন্দর্য, উচ্চকুলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব সেইভাবে বুদ্ধি নাশ করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি যখন ধনমদে মত্ত হয়, তখন সে স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপানে লিপ্ত হয়। ধনমদে মত্ত বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার গর্বে গর্বিত অজিতেন্দ্রিয় নির্দয় মানুষেরা তাদের নশ্বর দেহটিকে জরা-মৃত্যু রহিত বলে মনে করে নিরীহ পশুদের হত্যা করে। কখনও কখনও তারা কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্য পশুদের হত্যা করে। জীবিতকালে নিজেকে একজন প্রভাবশালী বড় মানুষ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি অথবা দেবতা মনে করে কেউ তার দেহের জন্য গর্বিত হতে পারে। কিন্তু সে যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার দেহ কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। যদি কেউ তার শরীরের তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হিংসা করে, পরবর্তী জন্মে সেই জন্য তাকে কষ্টভোগ করতে হবে, সেই কথা না জানলেও এই প্রকার দুষ্কর্মের জন্য সেই দুষ্কৃতকারীকে নিঃসন্দেহে নরকে প্রবেশ করে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। জীবিত অবস্থায় শরীরটি কি অন্নদাতার, পিতার, গর্ভধারিণী মাতার, মাতামহের, বলপূর্বক গ্রহণকারীর, মূল্যের দ্বারা ক্রয়কারীর, না কি পুত্রদের যারা অগ্নিতে তা দহন করে? অথবা, দেহটি যদি দাহ না করা হয়, তা হলে যে কুকুরেরা তা ভক্ষণ করে, দেহটি কি তাদের? এই সমস্ত বহু সম্ভাব্য দাবিদারদের মধ্যে প্রকৃত দাবি কার? তা স্থির না করে পাপকর্মের দ্বারা দেহটির পালন করা ঠিক নয়। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে এই দেহের উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রকৃতিতেই তার লয় হয়। তাই এটি সকলেরই সম্পত্তি। এই প্রকার সাধারণের ভোগ্য এই জড় দেহটিকে নিজের বলে দাবি করে তার প্রীতি সাধনের জন্য পশুহত্যা আদি পাপকার্য দুর্জন ব্যতীত অন্য কেউ তা করতে পারে না। ধনমদে মত্ত মূর্খ নাস্তিক এবং দুর্জনেরা যথাযথ দর্শনে অক্ষম। তাই তাদের পক্ষে দরিদ্র হয়ে যাওয়াই যথার্থ দৃষ্টি লাভের পক্ষে প্রকৃষ্ট অঞ্জনস্বরূপ। দরিদ্র ব্যক্তি অন্তত বুঝতে পারে দারিদ্র কত দুঃখদায়ক এবং তাই সে কখনও চায় না যে, অন্য মানুষেরাও তার মতো দুঃখময় স্থিতিতে থাকুক। যার শরীর কখনও কণ্টকে বিদ্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তি অন্য কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির মুখ দেখে তার বেদনা উপলব্ধি করতে পারে। সকলেরই বেদনা যে সমান সেই কথা বুঝতে পেরে সে চায় যে, কেউই যেন এইভাবে কষ্ট না পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও কণ্টকবিদ্ধ হয়নি, সে কখনও সেই বেদনা বুঝতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি স্বভাবতই তপস্যা করে। কারণ তার কাছে ধন না থাকায় সে সর্বদাই অভাবগ্রস্ত। তার ফলে তার অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। সর্বদা অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি অভাবের ফলে, দৈবক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই প্রকার বাধ্যতামূলক তপস্যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তা তাকে সর্বতোভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে। সর্বদা ক্ষুধার্ত, অন্নাভিলাষী দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। অতিরিক্ত বল না থাকার ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই স্থির হয়ে যায়। দরিদ্র ব্যক্তি তাই ক্ষতিকারক, হিংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না। অর্থাৎ, সাধুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে তপস্যা করেন, তার ফল এই প্রকার ব্যক্তি আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। সমদর্শী সাধুরা দরিদ্রদেরই সঙ্গ করেন, ধনীদের সঙ্গ করেন না। দরিদ্র ব্যক্তি সৎসঙ্গের প্রভাবে অচিরেই জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হয় এবং তার হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। সাধুরা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁদের আর অন্য কোন অভিলাষ নেই। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গ উপেক্ষা করে মানুষ কেন অভক্তদের শরণাগত হয়ে দাম্ভিক ধনবান বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে? তাই, এই দুটি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বারুণী অথবা মাধ্বী নামক মদিরা পানে মত্ত হয়ে এবং স্বর্গীয় ঐশ্বর্য লাভের গর্বে অন্ধ হয়ে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে। আমি এদের অজ্ঞানজনিত মত্ততা দূর করব। নলকূবর এবং মণিগ্রীব—এই দুটি যুবক ভাগ্যক্রমে মহান দেবতা কুবেরের পুত্র, কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার এবং সুরাপানে উন্মত্ত হওয়ার ফলে তারা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা নগ্ন হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারছে না যে, তারা নগ্ন। যেহেতু তারা বৃক্ষের মতো বিরাজ করছে (কারণ বৃক্ষ নগ্ন কিন্তু তাঁর কোন চেতনা নেই), তাই এই যুবক দুটি

বৃক্ষের শরীর প্রাপ্ত হবে। এটিই তাদের উপযুক্ত দণ্ড হবে। কিন্তু বৃক্ষ হওয়ার পর এবং মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার কৃপায় তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা তাদের মনে থাকবে। অধিকন্তু, আমার বিশেষ কৃপায় এক শত দিব্য বৎসরের পর তারা ভগবান বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবে এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বলে দেবর্ষি নারদ নারায়ণ-আশ্রম নামক তাঁর আশ্রমে গমন করেছিলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমজ অর্জুন বৃক্ষ হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য যেখানে যমজ অর্জুন বৃক্ষ ছিল, ধীরে ধীরে সেখানে গমন করলেন। "যদিও এরা দুজন মহাধনবান কুবেরের পুত্র এবং তাদের সম্পর্কে আমার করণীয় কিছুই নেই, তবুও নারদ মুনি আমার অতি প্রিয় ভক্ত এবং যেহেতু সে চেয়েছে যে, আমি তাদের সম্মুখে আসি এবং তাদের উদ্ধার করি, তাই আমি তা করব।" এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটির মাঝখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং যে উদূখলটির সঙ্গে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল, তা বক্রভাবে বৃক্ষ দুটির মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তাঁর উদরে বাঁধা উদূখলটিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটিত করেছিলেন। পরম পুরুষের বিক্রমে কাণ্ড, পল্লব এবং শাখাসহ বৃক্ষ দুটি প্রবলভাবে কম্পিত হতে হতে প্রচণ্ড শব্দ সহকারে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। তারপর, যেখানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি ভূপতিত হয়েছিল, সেখানে বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে মূর্তিমান অগ্নির মতো দুই মহাপুরুষ নির্গত হয়েছিলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় সর্বদিক আলোকিত হয়েছিল এবং তাঁরা অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলি সহকারে বলেছিলেন, 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার যোগৈশ্বর্য অচিন্ত্য। আপনি পরম পুরুষ, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ এবং আপনি এই জড় সৃষ্টির অতীত। ব্রহ্মজ্ঞানীরা (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম আদি বৈদিক উক্তির ভিত্তিতে) জানেন যে, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে এই জগৎ আপনারই প্রকাশ। আপনিই সব কিছুর নিয়ন্তা ভগবান। আপনিই প্রতিটি জীবের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি পরম-পুরুষ, বিষ্ণু, অব্যয় ঈশ্বর। আপনি কাল, নিমিত্ত কারণ এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। আপনি এই জড় জগতের আদি কারণ। আপনি পরমাত্মা এবং তাই আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা। হে ভগবান, আপনি সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাই, এই জড় জগতে গুণময় দেহে আবদ্ধ কোন জীব আপনাকে জানতে পারে? হে ভগবান, আপনার মহিমা আপনার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনি সৃষ্টির মূল সঙ্কর্ষণ এবং চতুর্ব্যূহের আদি বাসুদেব। যেহেতু আপনি সব কিছু এবং তাই আপনি পরমব্রহ্ম, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি শরীরে আবির্ভূত হয়ে, এই সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে অসম্ভব—যা অসামান্য, অতুলনীয় অসীম শক্তি সমন্বিত, সেই দিব্য কার্যকলাপ আপনি প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার এই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়, পক্ষান্তরে তা আপনার অবতার। আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য পূর্ণ শক্তিসহ আবির্ভূত হয়েছেন। হে পরম কল্যাণময়, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম মঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করি। হে যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর নারদ মুনির ভৃত্য। এখন আপনি আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন। নারদ মুনির কৃপায় আমরা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করেছি। এখন আমাদের বাক্য আপনার লীলা কীর্তনে, শ্রবণ যুগল আপনার মহিমা শ্রবণে, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনার প্রীতিজনক কার্যে, মন আপনার পাদপদ্ম স্মরণে, মস্তক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে (কারণ সমস্ত বস্তুই আপনারই বিভিন্ন রূপ) এবং চক্ষু আপনার থেকে অভিন্ন বৈষ্ণবদের দর্শনে রত থাকুক।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে সেই দুজন দেবতা ভগবানের স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বলোকমহেশ্বর, বিশেষ করে গোকুলেশ্বর ভগবান, তবুও মা যশোদা তাঁকে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তাই হাসতে হাসতে তিনি কুবেরের পুত্র দুজনকে বলেছিলেন, 'দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত কৃপাময়। ধনমদে অন্ধ তোমাদের দুজনকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। যদিও তোমরা স্বর্গলোক থেকে

অধঃপতিত হয়ে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলে, তবুও তোমরা তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছ। আমি এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম থেকেই অবগত ছিলাম। সূর্যের দর্শনে যেভাবে চক্ষুর অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনই ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত এবং আমার সেবায় কৃতসঙ্কল্প ভক্তের সাক্ষাৎকারের ফলে, কারও আর জড় বন্ধন থাকতে পারে না। নলকূবর এবং মণিগ্রীব, তোমরা দুজনে এখন গৃহে ফিরে যেতে পার। তোমরা যেহেতু সর্বদা আমার ভক্তিতে মগ্ন হতে চেয়েছিলে, তাই আমার প্রতি তোমাদের প্রেমলাভ করার বাসনা পূর্ণ হবে এবং এখন আর সেই স্তর থেকে তোমাদের কখনও অধঃপতন হবে না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান সেই দুজন দেবতাকে এইভাবে বললে, তাঁরা উদূখলে বদ্ধ ভগবানকে প্রদক্ষিণপূর্বক বার বার প্রণাম করে, ভগবানের অনুমতি নিয়ে তাঁদের গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।"

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি পতিত হলে, নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বজ্রপাত হয়েছে বলে আশঙ্কা করে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে এসে ভূতলে পতিত অর্জুন বৃক্ষ দুটি দেখতে পেলেন। যদিও তাঁরা দেখতে পেরেছিলেন যে, বৃক্ষ দুটি নিপতিত হয়েছে, কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা বৃক্ষ দুটির পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে উদূখল আকর্ষণ করছিলেন। কিন্তু সে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করল কি করে? প্রকৃতপক্ষে কে সেটি করেছে? এই ঘটনার সূত্রটি কোথায়? এই সমস্ত আশ্চর্যজনক বিষয় চিন্তা করে গোপেরা উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তখন সমস্ত গোপবালকেরা বলেছিল—কৃষ্ণই তা করেছে। সে যখন দুটি বৃক্ষের মাঝখানে যায়, তখন উদূখলটি বক্রভাবে তাদের মাঝখানে আটকে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখলটি আকর্ষণ করায় বৃক্ষ দুটি পতিত হয়। তারপর দুজন অতি সুন্দর পুরুষ সেই বৃক্ষ দুটি থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।"

"গভীর বাৎসল্য প্রেমের ফলে, নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ এত আশ্চর্যজনকভাবে বৃক্ষ দুটি উৎপাটন করেছিলেন। তাই তাঁরা বালকদের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, 'যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবে, তাই সে এই কার্য করেও থাকতে পারে।' নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উদূখল আকর্ষণ করতে দেখে হাসি মুখে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করেছিলেন। গোপীরা বলতেন, 'কৃষ্ণ, তুমি যদি নাচ, তা হলে আমরা তোমাকে এই লাড্ডুটি দেব।' এই প্রকার বাক্যের দ্বারা অথবা করতালির দ্বারা তারা নানাভাবে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন। তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান হওয়া সত্ত্বেও হাসতে হাসতে তাঁদের ইচ্ছামতো নাচতেন, যেন তিনি ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। কখনও কখনও তাঁদের অনুরোধে তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ সর্বতোভাবে গোপীদের বশীভূত ছিলেন। কখনও কখনও মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা কৃষ্ণকে বলতেন, 'এটা নিয়ে এস' অথবা 'ওটা নিয়ে এস।' কখনও কখনও তাঁরা তাঁকে কাঠের পিঁড়ি, পাদুকা অথবা ধান মাপার কাঠের পাত্র নিয়ে আসতে বলতেন।

মায়ের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তা আনার চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও তিনি যেন তা ওঠাতে অক্ষম, এইভাবে তিনি তা ছুঁয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও আবার তাঁর আত্মীয়বর্গের হর্ষ উৎপাদন করার জন্য তাঁর হাত তুলে বিক্রম প্রকাশ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভৃত্যদের দ্বারা কিভাবে বশীভূত হন, তা তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিকট প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর বালকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।"

"একসময় এক ফল বিক্রয়িণী 'হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ফল কিনতে চাও, তা হলে এখানে এস।' বলে ফল বিক্রয় করছিল, তখন সর্বফল প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে ফল গ্রহণের আশায় সেখানে গিয়েছিলেন। দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ফল বিক্রয়িণী কৃষ্ণের দু হাত ভরে ফল দিয়েছিল এবং তার ফলে তার ফলের ঝুড়িটি তৎক্ষণাৎ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হয়েছিল।"

"যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটনের পর, একদিন রোহিণীদেবী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডাকতে গিয়েছিলেন। অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে এলেন না। তাই রোহিণীদেবী মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ডেকে আনতে, কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের খেলায় এত আসক্ত ছিলেন যে, অনেক বেলা হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলছিলেন। তাই মা যশোদা তাঁদের খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল। মা যশোদা বললেন—হে বৎস কৃষ্ণ, হে কমলনয়ন, তুমি এখন আমার কাছে এসে স্তন পান কর। হে বৎস, তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছ এবং এতক্ষণ ধরে খেলার ফলে শ্রান্ত হয়েছ। আর এখন খেলার প্রয়োজন নেই। হে কুলনন্দন, বৎস বলদেব, তোমার ছোট ভাই কৃষ্ণসহ শীঘ্র এখানে এস। তোমরা সেই সকালবেলায় ভোজন করেছ, অতএব এখন তোমাদের ভোজন করা উচিত। হে বৎস বলরাম, নন্দ মহারাজ ভোজন অভিলাষী হয়ে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আমাদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে এস। কৃষ্ণ এবং তোমার সঙ্গে যে সমস্ত ছেলেরা খেলা করছে, তারাও এখন তাদের ঘরে ফিরে যাক।"

"মা যশোদা কৃষ্ণকে বললেন—হে বৎস, সারাদিন খেলা করার ফলে তোমার শরীর ধূলায় মলিন হয়েছে, অতএব এখন এস, স্নান করে পরিষ্কার হবে। আজ তোমার জন্মনক্ষত্র। তাই পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণদের গাভী দান কর। দেখ দেখ, তোমাদের সমবয়সী খেলার সাথীরা তাদের মায়েদের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত হয়েছে। তোমরাও এখন স্নান এবং আহার করে অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত হও। তারপর তোমরা আবার তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পার। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মা যশোদা গভীর স্নেহের ফলে সমস্ত ঐশ্বর্যের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। তার ফলে তিনি বলরাম সহ তাঁর হাত ধরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর তাঁদের স্নান, প্রসাধন এবং ভোজন করিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর একসময় বৃহদ্বনে মহা উৎপাত হচ্ছে দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ সকলে মিলিত হয়ে বিবেচনা করেছিলেন, ব্রজে যে বার বার উপদ্রব হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য কি করা কর্তব্য। গোকুলের সেই সভায় দেশ, কাল ও অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানে ও বয়সে সব চাইতে প্রবীণ উপানন্দ নামক গোপ রাম এবং কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য এই প্রস্তাবটি করেছিলেন—হে গোপগণ, গোকুলের হিতসাধন করার জন্য আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কারণ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকদের প্রাণ বিনাশক নানা প্রকার মহা উৎপাত এখানে সর্বদা ঘটছে। বালক কৃষ্ণ কেবল ভগবানেরই কৃপায়, তাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর, পুনরায় ভগবানেরই কৃপায় শকটটি তার উপর পড়েনি। তারপর ঘূর্ণিঝড়রূপী তৃণাবর্ত নামক দৈত্য তাকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আকাশে

উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখান থেকে দৈত্যটি শিলার উপর পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদেরা শিশুটিকে রক্ষা করেছিলেন। সেদিনও, বৃক্ষ দুটির পতন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ অথবা তার খেলার সাথীদের মৃত্যু হয়নি, যদিও তারা বৃক্ষ দুটির অতি নিকটে অথবা মাঝখানে ছিল। সেটিও ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হবে। এই সমস্ত উপদ্রব কোন অজ্ঞাত অসুরের দ্বারা হচ্ছে। অন্য কোন উৎপাত করতে আসার পূর্বেই, আমাদের কর্তব্য এই সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, যেখানে এই ধরনের কোন উৎপাত হবে না। নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন নামক একটি স্থান রয়েছে। এই স্থানটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেখানে গাভী আদি পশুদের জন্য সুন্দর সবুজ ঘাস, লতা এবং গুল্ম রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর কানন এবং উঁচু পর্বত রয়েছে এবং সেই স্থানটি গোপ, গোপী এবং আমাদের পশুদের সুখদায়ক সমস্ত সুযোগ সুবিধায় পূর্ণ। অতএব চল, আমরা আজই এখনই সেখানে যাই। আর বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তা হলে এখনই সমস্ত শকট প্রস্তুত করে গাভীদের পুরোভাগে নিয়ে চল এবং আমরা সেখানে গমন করি।"

"উপানন্দের সেই উপদেশ শ্রবণ করে সমস্ত গোপেরা একমত হয়ে 'সাধু সাধু' বলে তা সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ, পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী শকটে স্থাপন করে, অচিরেই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃদ্ধ, বালক, রমণী এবং গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ শকটে স্থাপন করে এবং গাভীদের সামনে রেখে গোপেরা অতি যত্নে ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক ভেরী এবং শৃঙ্গের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে তাঁদের পুরোহিতগণ সহ যাত্রা শুরু করেছিলেন। গোপ রমণীরা সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে নব কুমকুমের দ্বারা তাঁদের স্তনযুগল রঞ্জিত করে, কণ্ঠদেশে পদক ধারণপূর্বক শকটে আরোহণ করেছিলেন এবং গমনকালে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহনে অশক্ত মা যশোদা এবং রোহিণী দেবী কৃষ্ণ এবং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের লীলা শ্রবণ করতে করতে শকটে আরোহণ করেছিলেন। এই অবস্থায় তখন তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা সমস্ত ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করে, শকটসমূহের দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁদের সাময়িক নিবাসস্থান রচনা করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাম এবং কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনা নদীর তট দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম ছোট্ট বালকের মতো আধো আধো স্বরে কথা বলে সমস্ত ব্রজবাসীদের দিব্য আনন্দ প্রদান করেছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করার উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের গৃহের অদূরে নানাবিধ খেলার উপকরণ নিয়ে, অন্য গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন এবং গোবৎস চারণ করেছিলেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের বাঁশি বাজাতেন, কখনও কখনও তাঁরা গাছ থেকে ফল পাড়বার জন্য সুতায় পাথর বেঁধে তা ছুঁড়তেন, কখনও কখনও তাঁরা কেবল পাথরই ছুঁড়তেন এবং কখনও আবার তাঁদের পায়ের নূপুর বাজিয়ে বেল অথবা আমলকী আদি ফল নিয়ে পা দিয়ে তা আঘাত করে খেলতেন। কখনও কখনও তাঁরা কম্বল নিয়ে নিজেদের ঢেকে কৃত্রিম গাভী এবং বৃষরূপ ধারণ করে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন এবং কখনও আবার তাঁরা অন্যান্য পশুদের শব্দ অনুকরণ করতেন। এইভাবে তাঁরা দুটি সাধারণ নরশিশুর মতো বিহার করেছিলেন।"

"একদিন রাম এবং কৃষ্ণ যখন তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করছিলেন তখন তাঁদের বধ করার জন্য একটি অসুর সেখানে আসে। ভগবান যখন দেখলেন যে, একটি অসুর গোবৎসের রূপ ধারণ করে গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি বলদেবকে সেই অসুরটি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আর একটি অসুর এখানে এসেছে।' তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই অসুরটির কাছে গিয়েছিলেন, যেন তিনি অসুরটির অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটির পিছনের পা এবং লেজটি ধরে প্রচণ্ড বেগে অসুরটি দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত তা ঘোরাতে থাকেন এবং তারপর তা একটি কপিত্থ বৃক্ষের

উপর ছুড়ে ফেলেন। যখন সেই বিশালকায় দৈত্যের দেহের ভারে কপিত্থ বৃক্ষটি ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেই অসুরটির দেহটিও ভূপতিত হয়। অসুরের মৃত দেহটি দর্শন করে সমস্ত গোপবালকেরা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠেছিলেন, 'কৃষ্ণ! খুব ভাল হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! তোমাকে ধন্যবাদ!' স্বর্গের দেবতারাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। সেই অসুরটিকে সংহার করার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করেছিলেন এবং গোবৎসদের চারণ করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম সমস্ত জগতের পালক, কিন্তু এখন তাঁরা গোপালক রূপে গোবৎসদের পালন করেছিলেন।"

"একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সহ সমস্ত বালকেরা তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের জল পান করাবার জন্য জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের জল পান করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁরা নিজেরাও জল পান করেছিলেন। বালকেরা সেই জলাশয়ের নিকটে বজ্রাঘাতে ভগ্ন গিরিশৃঙ্গ সদৃশ একটি বিশাল শরীর দর্শন করেছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল প্রাণী দর্শন করে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন। সেই বিশালকায় অসুরটি ছিল বকাসুর। সে এক তীক্ষ্ণচঞ্চু বকের রূপ ধারণ করেছিল। সেখানে এসে সে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছিল। বলরাম এবং অন্যান্য বালকেরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বকটি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের মতো প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রহ্মারও পিতা গোপাল-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো উত্তপ্ত হয়ে সেই অসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন এবং তার ফলে সেই বকাসুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্‌গীরণ করেছিল। কৃষ্ণকে গ্রাস করা সত্ত্বেও অক্ষত দেখে, সে পুনরায় তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল। বৈষ্ণবদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, কংসের সখা বকাসুর পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে সেই অসুরের চঞ্চুদ্বয় ধারণ করে সমস্ত গোপবালকদের সম্মুখে বীরণ ঘাসের মতো তাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে অসুরটিকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদেরও আনন্দ বিধান করেছিলেন। তখন স্বর্গের দেবতারা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের উপর নন্দনকানন জাত মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খ বাজিয়ে তাঁর স্তব করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তা দেখে গোপবালকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রাণ ফিরে এলে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হয়, তেমনই এই বিপদ থেকে কৃষ্ণ মুক্ত হলে, বলরাম প্রভৃতি বালকেরা যেন তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁরা সুস্থ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের একত্র করে তাঁরা ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে, উচ্চৈঃস্বরে সেই ঘটনাটি কীর্তন করেছিলেন।"

"বনে বকাসুর বধের ঘটনা শ্রবণ করে গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং সেই ঘটনা শ্রবণ করে তাঁদের মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বালকেরা যেন মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁরা নীরব নয়নে শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের নিরাপদ দেখে তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না।"

"নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা বলতে লাগলেন—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই সমস্ত ভয়ের কারণেরই মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত দৈত্যেরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তারা মৃত্যুর কারণ হলেও এই বালক কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, যেহেতু তারা একটি অসহায় বালককে হত্যা করতে এসেছিল, তাই তার কাছে আসামাত্রই তারা অগ্নিতে পতঙ্গের মতো নিহত হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞদের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, গর্গমুনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন আমরা সবিস্তারে অনুভব করছি। এইভাবে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা সম্বন্ধীয় কথা আস্বাদন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-দুঃখ অনুভব করেননি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম লুকোচুরি খেলা, সেতুনির্মাণ এবং বানরের মতো লম্ফন প্রভৃতি শিশুসুলভ খেলায় রত থেকে ব্রজভূমিতে তাদের শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাতঃভোজন করার মনস্থ করেছিলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণ এবং গোপবালকেরা তাঁদের বৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমি থেকে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তখন শত-সহস্র গোপবালকেরা তাঁদের শত-সহস্র গোবৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমিতে তাঁদের গৃহ থেকে মহানন্দে বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই বালকেরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁরা সকলেই খাবারের ঝোলা, শিঙা, বেণু এবং গোবৎস তাড়নের যষ্টি ধারণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসগণ সহ বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তখন অসংখ্য গোবৎস একত্রিত হয়েছিল। তারপর সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দে মত্ত হয়ে সেই বনে খেলা করতে শুরু করেছিলেন। যদিও সেই সমস্ত বালকদের মায়েরা তাঁদের কাচ, গুঞ্জা, মুক্তা এবং স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ফল, সবুজ পাতা, ফুলের স্তবক, ময়ূরপুচ্ছ এবং কোমল রঙিন ধাতুর দ্বারা নিজেদের আরও অলঙ্কৃত করেছিলেন। গোপবালকেরা পরস্পরের খাবারের ঝোলা চুরি করতেন। কোন বালক যখন বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ঝোলাটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তখন অন্য বালকেরা সেটি দূরে ছুঁড়ে দিতেন এবং সেখানে যে সমস্ত বালকেরা ছিল, তাঁরা তা নিয়ে আরও দূরে ছুঁড়ে দিতেন। যাঁর ঝোলা তিনি যখন কাঁদতেন, তখন অন্য বালকেরা হাসতে হাসতে তাঁকে তা ফিরিয়ে দিতেন। কৃষ্ণ যদি কখনও বনের শোভা দর্শন করার জন্য দূরে চলে যেতেন, তখন বালকেরা 'আমি ছুটে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে স্পর্শ করব। আমি কৃষ্ণকে প্রথমে স্পর্শ করব!' বলে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতেন। এই সমস্ত বালকেরা বিভিন্নভাবে খেলা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বাঁশি বাজাতেন, কেউ শিঙাধ্বনি করতেন, কেউ ভ্রমরের গুঞ্জনের অনুকরণ করতেন, অন্য কেউ কোকিলের কূজনের অনুকরণ করতেন। কেউ মাটিতে উড়ন্ত পাখির ছায়ার পিছনে ধাবিত হয়ে পাখির ওড়ার অনুকরণ করতেন, কেউ হংসের মনোহর গতির অনুকরণ করতেন। কেউ বকের অনুকরণে তাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতেন এবং অন্য কেউ ময়ূরের নৃত্যের অনুকরণ করতেন। কোন কোন বালক বৃক্ষস্থ বানর-শিশুদের আকর্ষণ করতেন, কেউ-বা তাদের সঙ্গে বৃক্ষে আরোহণ করে মুখভঙ্গি করতেন এবং অন্য কেউ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিতেন। কোন বালক ঝরনায় গিয়ে ব্যাঙের সঙ্গে লাফ দিয়ে জলপ্রবাহ লঙ্ঘন করতেন এবং জলে তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস করতেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিধ্বনির প্রতি ভর্ৎসনাও করতেন। এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে এক সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সঙ্গলাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে বিশ্লেষণ করতে পারে? যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুশীলনের দ্বারা কঠোর তপস্যা করে, তাঁদের চিত্ত স্থির করা সত্ত্বেও যে ভগবানের চরণরেণু লাভ করতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ব্রজবাসীদের নেত্রগোচর হয়ে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সেই ব্রজবাসীদের মহাসৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারে?"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেখানে অঘাসুর নামক এক মহাদৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল, দেবতারা যার

মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। দেবতারা প্রতিদিন অমৃত পান করেন, কিন্তু তাঁরাও সেই মহা অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। বনে গোপবালকেরা যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করছিলেন সেই অসুরটি তা সহ্য করতে পারেনি। কংস কর্তৃক প্রেরিত অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সে কৃষ্ণ প্রমুখ গোপবালকদের দর্শন করে চিন্তা করেছিল, 'এই কৃষ্ণ আমার ভগ্নী এবং ভ্রাতা, পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছে। তাই তাদের উভয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য, আমি এই কৃষ্ণকে তার অনুচর অন্যান্য গোপবালকগণ সহ হত্যা করব।' অঘাসুর চিন্তা করেছিল—আমি যদি কৃষ্ণ এবং তার অনুচরদের আমার পরলোকগত ভ্রাতা এবং ভগ্নীর তৃপ্তির জন্য তিল এবং উদকরূপে ব্যবহার করতে পারি, তা হলে আপনা থেকেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে, কারণ এই সমস্ত বালকেরা তাদের প্রাণতুল্য। প্রাণ না থাকলে দেহের আবশ্যকতা থাকে না; তেমনই, তাদের পুত্রদের মৃত্যু হলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে। এইভাবে বিবেচনা করে সেই খলপ্রকৃতি অঘাসুর এক বিশাল পর্বতের মতো স্থূল এবং এক যোজন দীর্ঘ এক বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই অদ্ভুত অজগরের রূপ ধারণ করে, সে এক বিশাল পর্বতের কাছে গুহার মতো তার মুখ বিস্তার করে, কৃষ্ণ এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের গ্রাস করার জন্য পথে শয়ন করেছিল। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল। তার মুখের প্রান্তভাগ ছিল বিশাল পর্বতের গুহার মতো এবং তার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তার জিহ্বা বিস্তৃত পথের মতো, তার নিঃশ্বাস প্রখর উষ্ণ বায়ুর মতো এবং তার চোখ দুটি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। সেই অসুরের বিশাল অজগরের মতো অদ্ভুত রূপ দর্শন করে বালকেরা মনে করেছিলেন যে, সেটি নিশ্চয় বৃন্দাবনের একটি রম্য স্থান। তারপর তাঁরা সেটির সঙ্গে এক বিশাল অজগরের মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ, বালকেরা নির্ভয়ে মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁদের লীলা উপভোগের জন্য এক বিশাল অজগরের আকৃতি অনুসারে তৈরি একটি মূর্তি। বালকেরা বলেছিল—হে বন্ধুগণ। এটি কি মৃত, নাকি একটি জীবন্ত অজগর আমাদের গ্রাস করার জন্য মুখ বিস্তার করে রয়েছে? আমাদের এই সন্দেহ দূর কর। তারপর তাঁরা স্থির করেছিলেন—হে বন্ধুগণ। ঠিকই বলেছ, এটি নিশ্চয়ই একটি জীবন্ত প্রাণী, যে আমাদের গ্রাস করার জন্য এখানে বসে আছে। তার উপরের ওষ্ঠ সূর্যকিরণে রঞ্জিত মেঘের মতো এবং নিম্ন ওষ্ঠ সেই মেঘের রক্তিম প্রতিবিম্বের মতো। বাম এবং দক্ষিণে যে দুটি পর্বতের গুহা, সেগুলি তার মুখের প্রান্তদ্বয় এবং উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি তার দাঁত। এই পশুটির জিহ্বার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একটি বিস্তৃত পথের মতো এবং তার মুখগহ্বর পর্বতের গুহার মতো অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু তার মুখ থেকে নির্গত নিঃশ্বাস এবং সে যে-সমস্ত প্রাণীদের আহার করেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তখন বালকেরা বলেছিলেন, 'এই প্রাণীটি কি এখানে আমাদের গ্রাস করতে এসেছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে সে এক্ষুণি বকাসুরের মতো নিহত হবে।' তারপর তাঁরা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে ও করতালি দিতে দিতে তাঁরা সেই অজগরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।"

"সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম অজগরটি সম্বন্ধে বালকদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল অঘাসুর নামক একটি অসুর, যে একটি অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে গোপবালকদের অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়, ততক্ষণে তাঁরা অসুরটির মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অসুরটি কিন্তু তাঁদের গিলে ফেলেনি, কারণ সে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত তার আত্মীয়দের কথা চিন্তা করে, তার মুখে কৃষ্ণের প্রবেশের প্রতীক্ষা করছিল। কৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতেন না, তাঁরা তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছেন এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের উদরে অগ্নিতে তৃণের মতো প্রবেশ করেছেন এবং তাঁরা এখন সম্পূর্ণ অসহায়। কৃষ্ণের পক্ষে তাঁর

গোপসখাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসহনীয় ছিল। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যেন তা আয়োজিত হয়েছে দেখে, কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর যে এখন কি করা কর্তব্য, তা বুঝে উঠতে পারেননি। এখন কি করা কর্তব্য? এই অসুরটির সংহার এবং ভক্তদের জীবন রক্ষা কি করে একসঙ্গে করা সম্ভব? অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ সেই দুটি কার্য সম্পাদনের উপায় স্থির করার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করেছিলেন এবং তারপর সেই উপায় স্থির করে তিনি অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মেঘের অন্তরালে দেবতারা ভয়ে হাহাকার করে উঠেছিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংস আদি অসুরেরা আনন্দিত হয়েছিল।"

"অবিনশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘের অন্তরালে দেবতাদের হাহাকার শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের চূর্ণ করতে অভিলাষী অসুরটির গলার ভিতরে নিজেকে বর্ধিত করতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর বর্ধন করার ফলে, অসুরটি যদিও এক বিশাল আকৃতি ধারণ করেছিল, তবুও তার শ্বাসরুদ্ধ হয় এবং তার চোখ দুটি বেরিয়ে আসে। অসুরটির প্রাণবায়ু কিন্তু কোন নির্গমনের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং তাই অবশেষে অসুরটির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তা বেরিয়ে এসেছিল। অসুরের সমস্ত প্রাণ মস্তকের সেই ছিদ্রপথে বহির্গত হলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তারপর মুক্তিদাতা মুকুন্দ তাঁর সখা এবং বৎসগণ সহ অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই বিশাল অজগরের শরীর থেকে দশ দিক উদ্ভাসিত করে এক মহাজ্যোতি নির্গত হয়ে, মৃত সর্পটির মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আকাশে অবস্থান করছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে এলে, দেবতাদের সম্মুখে সেই জ্যোতি কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল। তারপর, সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, দেবতারা নন্দনকানন জাত পুষ্প বর্ষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। বাদকেরা দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তব করেছিলেন। এইভাবে, স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয় স্থানে সকলেই তাঁদের নিজ নিজ কার্য অনুষ্ঠান করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন তাঁর ধামের নিকটে সঙ্গীত, বাদ্য এবং জয়ধ্বনি সহকারে সেই উৎসবের ধ্বনি শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি সেই উৎসব দর্শন করতে সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অঘাসুরের অজগররূপী শরীরটি শুকিয়ে গিয়ে কেবল একটি বিশাল চর্মরূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের একটি দর্শনীয় স্থানরূপে দীর্ঘকাল সেখানে ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে এবং তাঁর সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার এবং মহাসর্পরূপী অঘাসুর মোচনের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ব্রজভূমিতে সেই ঘটনাটি এক বছর পরে, যেন সেই দিনই ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের পরম কারণ। জড় জগতের কার্য এবং কারণ, উচ্চ ও নীচ, সব কিছুই পরম নিয়ন্তা ভগবানেরই দ্বারা সৃজিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতই করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বস্তুতপক্ষে, তিনি এমনই মহাকৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যে, মহাপাপী অঘাসুরও সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করেছিল, যা জড় জগতের পাপপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে লাভ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। কেউ যদি কেবল একবার মাত্র অথবা কলপূর্বক ভগবানের অঙ্গপ্রতিমা মনের মধ্যে স্থাপন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন, যা অঘাসুরের হয়েছিল। তা হলে, যিনি সমস্ত জীবের চিন্ময় আনন্দের উৎস এবং যাঁর প্রভাবে মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং অবতারী ভগবান স্বয়ং যাঁদের অন্তরে প্রবিষ্ট হন, অথবা যাঁরা সর্বদা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত স্থির হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সমস্ত পুণ্য লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষি, অতীতে যা ঘটেছিল তা বর্তমানে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কৌমার অবস্থায় অঘাসুর বধের লীলাবিলাস করেছিলেন। তা হলে তাঁর পৌগণ্ড অবস্থায় সেই ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বলে বালকেরা বর্ণনা করলেন কেন? হে মহাযোগী, গুরুদেব, আপনি দয়া করে বলুন কেন তা হয়েছিল। আমি তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক। আমার মনে হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আর একটি মায়া ব্যতীত আর কিছু নয়। হে গুরুদেব, আমরা যদিও নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয়, তবুও আমরা ধন্য, কারণ আমরা আপনার কাছে ভগবানের পরম পবিত্র কথামৃত সর্বদা পান করার সুযোগ লাভ করেছি।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে প্রশ্ন করলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি অপহৃত হয়েছিল। তিনি অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, পরম ভাগ্যবান পরীক্ষিৎ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আপনি তা নিত্য নতুন বলে অনুভব করছেন। জীবনের সার গ্রহণকারী পরমহংস ভক্তদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তিনিই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করাই তাঁদের স্বভাব, যেন সেই বিষয়গুলি নিত্য নতুন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যেমন নারী এবং যৌন বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাঁরাও তেমনই কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্ত। হে রাজন্, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ভগবানের লীলা যদিও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও আমি আপনার কাছে সেই বিষয়ে বলব, কারণ গুরুগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের কাছে অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্বও বলে থাকেন। মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ থেকে গোপবালক এবং গোবৎসদের রক্ষা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে এসে বলেছিলেন, 'হে বন্ধুগণ, দেখ এই নদীর তীর মনোরম পরিবেশের প্রভাবে কি অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। আর দেখ বিকশিত পদ্মফুলগুলি কিভাবে তাদের সৌরভের দ্বারা ভ্রমর এবং পাখিদের আকর্ষণ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং পাখিদের কলরব বনরাজিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখানকার বালুকা অত্যন্ত নির্মল এবং কোমল। তাই এটিই আমাদের খেলার সর্বোত্তম স্থান। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, এখানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। গোবৎসরা এখানে জলপান করে কাছেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক। শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিয়ে, গোপবালকেরা গোবৎসদের নদী থেকে জলপান করাতে গিয়েছিলেন এবং তারপর সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে

তাদের গাছে বেঁধে রেখেছিলেন। তারপর বালকেরা তাঁদের খাবার ঝোলা খুলে মহা আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করতে শুরু করেছিলেন। পদ্মফুলের কর্ণিকার চারদিকে যেমন পাপড়ি এবং পাতা শোভা পায়, তেমনই বনের মধ্যে ব্রজবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে বহু পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনে করছিলেন কৃষ্ণ হয়ত তাঁর দিকে তাকাবেন। এইভাবে তাঁরা বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। গোপবালকদের মধ্যে কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ পল্লব, কেউ অঙ্কুর, কেউ ফল, কেউ শিকা, কেউ গাছের বাকল এবং কেউ বা পাথরকে তাঁদের ভোজন পাত্র বলে কল্পনা করে তার উপর তাঁদের খাবার রেখেছিলেন। কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা নিজ নিজ গৃহ থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ পৃথক পৃথক দর্শন করিয়ে এবং পরস্পরকে তা আস্বাদন করিয়ে, তাঁরা হাসতে হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক—অর্থাৎ, তিনি কেবল যজ্ঞের নৈবেদ্যই ভোজন করেন—কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর উদর ও বস্ত্রের মধ্যে ডানদিকে বংশী এবং বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হাতে দধি মিশ্রিত অন্নগ্রাস এবং আঙুলের মধ্যে উপযুক্ত ফলের টুকরা ধারণ করে পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত হয়ে তাঁর সখাদের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরিহাসপূর্বক তাঁদের আনন্দ উৎপাদন করে ভোজন করছিলেন। তখন স্বর্গের অধিবাসীরা যজ্ঞভুক ভগবানকে তাঁর সখাদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করতে দেখে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন।' "

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপবালকেরা যখন এইভাবে বনভোজন করছিলেন, তখন গোবৎসগণ সবুজ ঘাসের লোভে দূরে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, তাঁর সখা গোপবালকেরা ভীত হয়েছেন, তখন স্বয়ং ভয়েরও ভয়ঙ্কর নিয়ন্তা তাঁদের ভয় দূর করার জন্য বলেছিলেন—'হে সখাগণ। তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমাদের গোবৎসদের এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।' তারপর, দধিমিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পর্বতে, পর্বত-কন্দরে, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মা, যিনি পূর্বে আকাশে অবস্থানপূর্বক পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধ এবং তার উদ্ধারকার্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর নিজের ঐশ্বর্য প্রকট করে, একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাসকারী বাল্য-লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালকদের এবং গোবৎসদের সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ অচিরেই তিনি দেখতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ কত শক্তিশালী। তারপর, শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসদের দেখতে না পেয়ে নদীর তীরে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি গোপবালকদের দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সর্বত্র গোবৎস এবং গোপবালকদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যেন তিনি বুঝতে পারেননি কি হয়েছে। কৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং তাদের রক্ষক গোপবালকদের বনে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি সহসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য। তারপর ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপবালকদের মাতাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সমগ্র জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাসুদেব রূপের দ্বারা নিজেকে অপহৃত গোপবালক এবং গোবৎসের সংখ্যা অনুযায়ী সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদ আদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্য, তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার, নাম, বয়স এবং রূপ এবং তাঁদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব অনুসারে নিজেকে যুগপৎ বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে বিস্তার করে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ 'সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়' এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক রূপে অবিকলভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন এবং স্বয়ং তাঁদের নেতারূপে প্রতীয়মান হয়ে, অন্যান্য দিনের মতো তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে করতে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিভিন্ন গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিভক্ত করে যথানির্দিষ্ট গোশালায় গোবৎসরূপে এবং বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন বালকরূপে প্রবেশ করেছিলেন। গোপবালকদের জননীগণ তাঁদের পুত্রদের বংশী এবং বিষাণের ধ্বনি শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁদের গৃহস্থালির কার্য থেকে উত্থিত হয়ে তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং দুহাত দিয়ে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু তখন গভীর প্রেম এবং স্নেহ ব্যক্ত করে তাঁরা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দুধ পান করাবার বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতাদের স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন যেন তা ছিল অমৃত। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর যে যে সময় যে যে লীলা তা সমাধানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলা ব্রজে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতিটি গোপবালকের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এবং ঠিক পূর্বের বালকটির মতো আচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের মাতাদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। মায়েরা তৈলমর্দন, স্নান, চন্দন আদি লেপন, অলঙ্কার, রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ, তিলক, ভোজন প্রভৃতির দ্বারা তাদের লালন করেছিলেন। এইভাবে মায়েরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। তারপর, সমস্ত গাভীগণ গোশালায় উপনীত হয়ে উচ্চ হাম্বা রবে তাঁদের নিজ নিজ বৎসদের আহ্বান করত। বৎসগণ তাদের কাছে এলে, তাদের মায়েরা বার বার তাদের দেহ লেহন করত এবং তাদের স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ প্রচুর পরিমাণে তাদের পান করাত।"

"পূর্বে, শুরু থেকেই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ বর্তমান ছিল। বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক ছিল। এইভাবে তাঁদের স্নেহ প্রদর্শনে কৃষ্ণ এবং তাঁদের পুত্রদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন সেই পার্থক্য দূর হয়ে গেল। ব্রজবাসী গোপ ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বেই তাঁদের নিজেদের পুত্রদের থেকেও অধিক স্নেহ ছিল, কিন্তু এখন, এক বছর ধরে তাঁদের নিজেদের পুত্রদের প্রতি তাঁদের স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের পুত্র হয়েছেন। তাঁদের পুত্ররূপী কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ অপরিমিতভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। প্রতিদিন তাঁদের পুত্রদের প্রতি তাঁরা নব নব স্নেহের অনুপ্রেরণা লাভ করতেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং গোবৎসরূপে নিজেকে বিস্তার করে নিজেই নিজেকে পালন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বৃন্দাবনের বনে এবং গোষ্ঠে এক বছর ধরে লীলাবিলাস করেছিলেন।"

"এইভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় রাত্রি পূর্বে, একদিন বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে বনে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর, গোবর্ধন পর্বতের উপরে তৃণভক্ষণ করতে করতে গাভীগণ সবুজ ঘাসের অন্বেষণে যখন নীচের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা ব্রজের অনতিদূরে বিচরণশীল বৎসদের দেখতে পেয়েছিল। গাভীগণ যখন গোবর্ধন পর্বতের উপর থেকে তাদের বৎসদের দর্শন করেছিল, তখন বৎসদের প্রতি বর্ধিত স্নেহবশত তারা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল এবং তাদের পালকদের অতিক্রম করে সেই পথ অত্যন্ত দুর্গম হলেও পদযুগল একত্র করে হুঙ্কার করতে করতে তাদের বৎসদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের স্তন থেকে তখন দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল, তাদের মস্তক এবং পুচ্ছ উন্নত হয়েছিল এবং তাদের গ্রীবার সঙ্গে ককুদ আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তারা অতি বেগে তাদের বৎসদের দুধপান করাবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। গাভীরা যদিও পুনরায় সন্তান প্রসব করেছিল, তবুও পূর্ব বৎসদের প্রতি স্নেহাধিক্যবশত গোবর্ধন পর্বত থেকে ছুটে এসে তারা স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ তাদের পান করিয়েছিল এবং এমনভাবে তাদের দেহ লেহন করছিল, যেন মনে হচ্ছিল যে তারা তাদের গিলে ফেলতে চাইছে। গোপেরা গোবৎসদের কাছে যাওয়ার সময় গাভীদের গতি রোধ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে, সেখানে পৌঁছে গোবৎসদের সঙ্গে তাঁদের পুত্রদের দেখতে পেয়েছিলেন এবং গভীর স্নেহে অভিভূত হয়েছিলেন। তখন গোপেরা তাদের পুত্রদের দর্শন করে বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করায়, তখন তাঁদের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে নিয়ে,

বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। বয়স্ক গোপেরা তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে গভীর আনন্দ অনুভব করার পর, অতি কষ্টে ক্রমশ আলিঙ্গন থেকে নিবৃত্ত হয়ে গোচারণে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পুত্রদের কথা স্মরণ করে তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। বয়সাধিক্যের ফলে স্তনপান থেকে বিরত বৎসদের প্রতি গাভীদের এই প্রকার নিরন্তর স্নেহাধিক্য দর্শন করে, বলরাম তার কারণ জানতে না পেরে, এইভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কি আশ্চর্যের বিষয়? এই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের প্রতি সমস্ত ব্রজবাসীদের, এমনকি আমারও অনুরাগ অপূর্বভাবে বর্ধিত হচ্ছে, ঠিক যেমন সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম বর্ধিত হয়। এই মায়া কি প্রকার? তা কি দৈবী, মানবী না আসুরী? তা কোথা থেকেই বা এল? তা নিশ্চয়ই আমার প্রভু কৃষ্ণেরই মায়া। তা না হলে তা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করল কি করে? এইভাবে চিন্তা করে বলরাম জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দেখতে পেলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং কৃষ্ণের সখারা শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্ছেন। শ্রীবলদেব বলেছিলেন, 'হে পরমেশ্বর! আমি পূর্বে মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বালকেরা শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং এই সমস্ত গোবৎসরা নারদ আদি মহর্ষি, কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে আমার সেই ধারণা সত্য নয়। পরন্তু পৃথকরূপে প্রতীয়মান এদের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখছি। এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তুমিই গোবৎস এবং বালকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিরাজমান। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্ত কথা তুমি আমার কাছে সংক্ষেপে প্রকাশ কর।' বলদেব এইভাবে অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে বলেছিলেন এবং বলদেব তখন তা বুঝতে পেরেছিলেন।"

"ব্রহ্মা যখন (তাঁর গণনা অনুসারে) এক ত্রুটিমাত্র কাল পরে ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, যদিও মানুষের গণনা অনুসারে এক বছর অতীত হয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক পূর্বের মতো তাঁর অংশরূপী বালক ও গোবৎসদের সঙ্গে খেলা করছেন। ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন—গোকুলে যত বালক এবং গোবৎস ছিল, আমি তাদের আমার মায়াশয্যায় শায়িত রেখেছি এবং তারা আজ পর্যন্ত জেগে ওঠেনি। সমসংখ্যক বালক এবং গোবৎস এক বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে, তবুও তারা আমার মায়ায় মোহিত বালকদের থেকে ভিন্ন। তারা কারা? তারা এল কোথা থেকে? এইভাবে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেও ভিন্নভাবে বর্তমান দুই দল বালকের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারলেন না। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন কারা আসল এবং কারা নকল, কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না। এইভাবে ব্রহ্মা যখন সর্বব্যাপী, মোহমুক্ত অথচ বিশ্বের মোহজনক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর নিজেরই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। হিমজনিত অন্ধকার যেভাবে তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করতে পারে না এবং দিনের বেলা জোনাকির আলোর যেমন কোন মূল্যই থাকে না, তেমনই মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তির মায়া কিছুই করতে পারে না; পক্ষান্তরে, সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্যই কেবল নষ্ট হয়।"

"ব্রহ্মা যখন এইভাবে দেখছিলেন, তখন তাঁর সম্মুখেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা জলধর শ্যামবিগ্রহ এবং পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র পরিহিতরূপে দৃষ্ট হলেন। তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ। তাঁদের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম। তাঁদের মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনফুলের মালা। তাঁদের দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে শ্রীবৎস চিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠে কৌস্তুভ মণি এবং হাতে কঙ্কন। তাঁদের পায়ে পাদ্যলয় এবং কটিতে পবিত্র সূত্র। এইভাবে তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন। শ্রবণ, কীর্তন আদি পরম পবিত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনায় রত ভক্তদের দ্বারা নিবেদিত সুকোমল, নবীন তুলসী-পত্রের মালার দ্বারা তাঁদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ পূর্ণরূপে সজ্জিত ছিল। সেই বিষ্ণুমূর্তিগণ জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হাসির দ্বারা এবং অরুণবর্ণ নেত্রের দৃষ্টিপাতের দ্বারা, যেন সত্ত্ব এবং রজোগুণের মাধ্যমে তাঁদের ভক্তদের বাসনা সৃষ্টি করছিলেন এবং পালন করছিলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা থেকে নগণ্য জীব পর্যন্ত স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেই মূর্তিমান হয়ে, নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিবিধ উপচারের দ্বারা তাদের ক্ষমতা অনুসারে,

পৃথক পৃথকভাবে সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের আরাধনা করছিলেন। সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি অণিমা আদি সিদ্ধি, অজা প্রভৃতি শক্তি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন ব্রহ্মা দেখলেন কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম এবং গুণ প্রভৃতি সর্বতোভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানের শক্তির অধীন হয়ে এবং মূর্তিমান হয়ে, সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের উপাসনা করছিলেন। সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি সত্ত্ব, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দময় এবং তাঁরা কালের প্রভাবের অতীত। উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীরা তাঁদের মাহাত্ম্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না। এইভাবে ব্রহ্মা পরব্রহ্মকে দর্শন করলেন, যাঁর শক্তির দ্বারা চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদেরও ভগবানের বিস্তাররূপে দর্শন করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল। তিনি তখন বহু লোকের পূজনীয় গ্রাম্যদেবতার সম্মুখে শিশুর খেলার পুতুলের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।"

"পরমব্রহ্ম তর্কের অগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, আনন্দময় এবং জড়া প্রকৃতির অতীত। বেদান্তের দ্বারা অবান্তর জ্ঞান নিরস্ত হলে তাঁকে জানা যায়। যে ভগবানের মহিমা সমস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার দ্বারা সরস্বতীর ঈশ্বর ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "এটি কি?" এবং তারপর তিনি আর দর্শন পর্যন্ত করতে পারেননি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে যোগমায়ার যবনিকা উন্মোচন করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা বাহ্যচেতনা লাভ করে, মৃত ব্যক্তির বেঁচে ওঠার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, তিনি নিজেকে সহ এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন। তারপর, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধাম দর্শন করলেন। বৃন্দাবন ভগবানের চিন্ময় ধাম, যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা ক্রোধ নেই। সেখানে স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মানুষ এবং হিংস্র পশুরা পরস্পরের প্রতি চিন্ময় বন্ধুত্ব সহকারে একত্রে বাস করে। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অদ্বিতীয়, পূর্ণ জ্ঞানময়, অসীম পরমব্রহ্ম গোপবংশে একটি শিশুর ভূমিকা অবলম্বন করে একাকী, তাঁর হাতে অন্নগ্রাস ধারণ করে, ঠিক পূর্বের মতো সর্বত্র গোবৎস এবং তাঁর সখা গোপবালকদের অন্বেষণ করছেন। তা দর্শন করে ব্রহ্মা দ্রুত তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে, স্বর্ণদণ্ডের মতো ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁর মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, তিনি তাঁর আনন্দাশ্রু জলে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন। দীর্ঘকাল বার বার শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন, তা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন। তখন ধীরে ধীরে উঠে তাঁর চোখ দুটি মুছে ব্রহ্মা মুকুন্দকে দর্শন করেছিলেন। তারপর অবনত মস্তকে, একাগ্রচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, গদ্‌গদ স্বরে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু, আপনিই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান, তাই আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও স্তুতি নিবেদন করছি। হে নন্দনন্দন, আপনার দিব্য দেহ নব ঘনশ্যামবর্ণ মেঘের মতো, আপনার পরিধেয় বস্ত্র বিদ্যুতের মতো দীপ্যমান এবং কুঁচফল বিরচিত আপনার কর্ণভূষণ ও মস্তকের শিখিপুচ্ছের দ্বারা আপনার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবিধ বনফুলের মালা ধারণ করে এবং পাচনবাড়ি, বিষাণ ও বেণুর দ্বারা ভূষিত হয়ে, আপনার হাতে এক গ্রাস অন্ন নিয়ে আপনি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। হে প্রভু, কৃপা করে আপনার যে দিব্য তনু আমায় প্রদর্শন করেছেন, যা কেবল আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই প্রকটিত হয়ে থাকে, আপনার সেই দিব্য স্বরূপ-শক্তির পরিমাপ করতে আমি পারি না বা অন্য কেউ পারে না। যদিও আমার মন সম্পূর্ণভাবে জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, তবুও আমি আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। তা হলে যে সুখ আপনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তা আমি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব? মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না। হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তিই আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পন্থা পরিত্যাগ করে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্ত হয়, সে কেবল ক্লেশকর পন্থাই স্বীকার করে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। শূন্য তুষে প্রহার করে কেউ যেমন শস্য লাভ করতে পারে না, তেমনই জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয় না। সে একমাত্র ক্লেশই লাভ করে। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা আপনার প্রতি অর্পণ করে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁদের নিজ নিজ কর্ম পালন করে ভগবৎ-ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে অচ্যুত, এই প্রকার ভগবৎ-ভক্তির মাধ্যমে আপনার সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের পদ্ধতির দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করে তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনায়াসে আপনার শরণাগত হয়ে আপনার পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অভক্তগণ আপনার পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আপনার প্রকাশ তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জড়জাগতিক বিভেদের সমস্ত রকম ধারণা এবং জড় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সমস্ত আসক্তি থেকে তাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধিকরণের দ্বারাই কেবল সেটি সম্ভব। কেবলমাত্র এভাবেই আপনার নির্বিশেষ রূপ তাদের কাছে স্বয়ং প্রকাশিত হবে। কালক্রমে বিজ্ঞ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুকণা, হিমকণা, এমন কি সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিটি রশ্মিকণা গণনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী গণনা করা এই সব বিজ্ঞ লোকেদের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব? যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত মন্দ কর্মের ফল ধৈর্য সহকারে ভোগ করতে করতে তাঁর হৃদয়, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীবন যাপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।"

"হে প্রভু, আমার অসামাজিক ধৃষ্টতা দেখুন! কারণ আমি মায়াবীগণেরও মোহজনক অনন্ত এবং আদিপুরুষ পরমাত্মারূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করে

আপনার ক্ষমতা দর্শনে অভিলাষী হয়েছিলাম। অগ্নি থেকে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, আপনার থেকে উদ্ভূত আমিও তেমন আপনার উপর প্রভাব বিস্তারে কিছুমাত্র সমর্থ নই। অতএব, হে অচ্যুত, দয়া করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই স্বভাবতই আমি অজ্ঞ, কারণ আমি নিজেকে আপনার থেকে একজন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা বলে অভিমান করেছি। আমার চক্ষু অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছাদিত, যা আমাকে জগতের অজাত স্রষ্টা বলে মনে করায়। কিন্তু দয়া করে বিবেচনা করুন যে, আমি আপনার ভৃত্য এবং তাই আপনার অনুকম্পার পাত্র। প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটের মধ্যবর্তী আমার নিজ হাতের সাত বিঘত পরিমিত শরীরধারী আমিই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে এমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণশীল, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়! হে অধোক্ষজ ভগবান, গর্ভস্থিত সন্তান যখন তার পা দুটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে, জননী তা অপরাধরূপে গণ্য করেন কি? আর এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি—যা বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা সত্য বা মিথ্যারূপে ভূষিত হলেও—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার উদরের বাইরে রয়েছে? হে ভগবান, কথিত আছে যে, প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক জলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আপনার অংশ নারায়ণ সেই জলে শয়ন করেন, ধীরে ধীরে তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই কথাগুলি নিশ্চয় মিথ্যা নয়। তাই আপনার থেকেই আমি উদ্ভূত নই কি?"

"হে পরম নিয়ন্তা, যেহেতু আপনি সকল দেহধারী জীবের আত্মা এবং সকল সৃষ্ট গ্রহলোকের নিত্য সাক্ষী, তাই আপনি কি মূল নারায়ণ নন? বাস্তবিকপক্ষে, ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন আপনার সম্প্রসারণ এবং তাই তাঁকে বলা হয় নারায়ণ, যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি জলের মূল উৎস। তিনি পরম সত্য, আপনার মায়াশক্তি জাত নয়। হে ভগবান, সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার অপ্রাকৃত শরীর প্রকৃতপক্ষে জলের উপর শায়িত থাকে, তা হলে আমি যখন অন্বেষণ করেছিলাম, তখন আপনাকে দর্শন করিনি কেন? আর যদিও-বা আমার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে সঠিকভাবে দর্শন করতে পারিনি, তখন কি আপনি নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করেছিলেন? হে ভগবান, এই অবতারে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনিই মায়ার অধীশ্বর। আপনি যদিও এখন এই জগতের মধ্যে রয়েছেন, তবুও সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিই আপনার অপ্রাকৃত শরীরের মধ্যে বিরাজমান—আপনার জননী যশোদাকে আপনার উদরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে এই সত্য আপনি প্রমাণ করেছেন। ঠিক যেমন আপনি সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনই এখানে বাইরেও হুবহু সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত কিভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতে পারে? আপনি কি আজ আমাকে আপনার থেকে ভিন্ন এই সৃষ্টির অভ্যন্তরের সব কিছু যে আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা দর্শন করালেন না? প্রথমে আপনি একা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর আপনি বৃন্দাবনের সমস্ত গোবৎস ও আপনার সখা সমস্ত গোপবালক রূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর আপনি আমার সঙ্গে নিখিল জীব দ্বারা আরাধিত সমসংখ্যক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং তার পরে সমসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হন। সর্বশেষে, এখন আপনি আপনার অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব স্বরূপে ফিরে এলেন। আপনার যথার্থ অপ্রাকৃত পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অচিন্ত্য শক্তির বিস্তাররূপে নিজেকে প্রকাশ করে জড় জগতের অংশরূপে আপনি আবির্ভূত হন। এভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির জন্য আপনি আমার (ব্রহ্মার) ন্যায় আবির্ভূত হন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের জন্য আপনি আপনার (বিষ্ণুর) ন্যায় আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের জন্য আপনি ত্রিনেত্রের (শিবের) ন্যায় আবির্ভূত হন। হে ভগবান, হে পরম স্রষ্টা ও প্রভু, আপনার পার্থিব জন্ম নেই, তবুও অবিশ্বাসী অসুরগণের মিথ্যা গর্ব বিফল করতে এবং আপনার সাধু ভক্তগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে আপনি দেবতা, ঋষি, নর, পশু, এমন কি জলচরের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন।"

"হে পরম মহান! হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! হে যোগেশ্বর পরমাত্মা! ত্রিলোকে অনবরত আপনার লীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনার যোগমায়া বিস্তার করে আপনি কোথায়, কিভাবে ও কখন এই অসংখ্য লীলাসমূহ সম্পাদন করছেন তা কে গণনা করতে পারে? আপনার যোগমায়া কিভাবে কার্য করে তার রহস্য কেউই জানতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নবৎ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি স্বভাবতই অনিত্য, তা সত্ত্বেও সত্যের মতো প্রতীয়মান হয় এবং এভাবেই সেটি জীবের চেতনা আচ্ছাদন করে এবং বারবার দুঃখকষ্টের দ্বারা তাকে জর্জরিত করে। এই ব্রহ্মাণ্ডটি সত্য বলে মনে হয়, কারণ যাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপগুলি নিত্য আনন্দময় ও জ্ঞানময়, সেই আপনার থেকে উদ্ভূত মায়াশক্তির দ্বারা সেটি প্রকাশিত। আপনি একমাত্র পরমাত্মা, আদি পরম পুরুষ, পরমতত্ত্ব—স্বয়ং প্রকাশ, অনন্ত ও অনাদি। আপনি সনাতন ও অচ্যুত, শুদ্ধ ও পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত। আপনার আনন্দ কখনও বিঘ্নিত হতে পারে না এবং জড় কলুষের সঙ্গেও আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবিকপক্ষে, আপনি অক্ষয় অমৃতস্বরূপ। যাঁরা সূর্যসদৃশ সদ্‌গুরু থেকে শুদ্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সমস্ত আত্মাদের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে দর্শন করতে পারেন। এভাবেই আপনার মূল ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরা মায়াময় ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে ভীত হয়, কিন্তু সেই সর্পটির অস্তিত্ব নেই তা হৃদয়ঙ্গম হলে তার ভয় পরিত্যাগ করে। তেমনই, যারা সমস্ত আত্মার পরমাত্মারূপে আপনাকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে সম্প্রসারিত মায়াময় জড় অস্তিত্বের উদয় হয়ে থাকে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা অন্তর্হিত হয়। ভববন্ধন ও মোক্ষ এই দুটি ধারণাই অজ্ঞানতার প্রকাশ, তাই সত্য জ্ঞান থেকে তা ভিন্ন। কেউ যখন সঠিকভাবে বিচার করেন যে, শুদ্ধ আত্মা জড় থেকে ভিন্ন এবং সর্বদা সম্পূর্ণ চৈতন্যময়, তখন তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রির কোনও গুরুত্ব থাকে না, তেমনই এই বন্ধন ও মোক্ষ এখন উভয়ই তাৎপর্যহীন। অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিদের মূর্খতা দর্শন করুন, যারা আপনাকে মায়ার ভিন্ন প্রকাশ এবং আপনার প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে অন্য কিছু অর্থাৎ জড় দেহ জ্ঞান করে। এরূপ মূর্খেরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমাত্মা আপনার পরম ব্যক্তিত্বের বাইরে অন্যত্র অন্বেষণীয়। হে অনন্ত, আপনার থেকে ভিন্ন সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করে সাধুভক্তগণ তাঁদের নিজেদের দেহাভ্যন্তরে আপনাকে অন্বেষণ করে থাকেন। বাস্তবিকই, পার্থক্য বিচার করতে সক্ষম ব্যক্তিগণ যতক্ষণ না সর্প ভ্রম খণ্ডন করছেন, ততক্ষণ তাঁরা পরিত্যক্ত রজ্জুর যথার্থ প্রকৃতি কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন? হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্রও লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না। হে নাথ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, এই ব্রহ্মা-জন্মেই হোক অথবা অন্য কোনও জন্মেই হোক, যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করি, আমি যেন আপনার ভক্তবৃন্দের একজন হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি, যেখানেই হোক, এমন কি পশুযোনির মধ্যে হলেও, আমি যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, বৃন্দাবনের গাভী ও গোপীগণ কত মহা সৌভাগ্যবতী যে, আপনি গোবৎস ও গোপবালক স্বরূপে আনন্দে তাঁদের স্তন-দুগ্ধ পান করেছেন! অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও আপনাকে এত তৃপ্তিদান করতে সমর্থ হয়নি। অহো! নন্দ মহারাজ, গোপবৃন্দ ও ব্রজবাসীরা কী মহা ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের সখা হয়েছেন। হে অচ্যুত, যদিও এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের সীমা অচিন্ত্যনীয়, শিবসহ আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণও মহা ভাগ্যবান, কারণ বৃন্দাবনের এই ভক্তগণের ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা আমরা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত সুধা পান করছি। যে কোনও গোকুলবাসী পাদপদ্মধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে গোকুলবনে যে কোন জন্মলাভ আমার মহা সৌভাগ্যস্বরূপ হবে। বৈদিক মন্ত্রাবলী যাঁর পাদপদ্মের ধূলি এখনও অন্বেষণ করছে, সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান মুকুন্দ তাঁদের জীবনসর্বস্ব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কি

পারিতোষিক অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা বিচার করে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে। আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্তপ্রকাশ, যা আপনি বৃন্দাবনের গোপ-সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের প্রদান করেন। ভক্তরূপে ছদ্মবেশের দ্বারা পূতনার নিজেকে গোপন করার বিনিময়ে আপনি ইতিমধ্যেই নিজেকে পূতনা ও তার পরিবারের সদস্যদের পারিতোষিকরূপে প্রদান করবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু যাঁদের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়জন, দেহ, পুত্র, প্রাণ ও মন সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র আপনাতে সমর্পিত, বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তদের প্রদানের জন্য আপনি কি রেখেছেন?"

"হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যতক্ষণ মানুষ আপনার ভক্ত না হয়, ততক্ষণ তাদের জড় আসক্তি ও বাসনা হয়ে থাকে তস্করস্বরূপ, তাদের গৃহাদি কারাগার-স্বরূপ এবং তাদের পারিবারিক আসক্তি-জনিত মোহ পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে থাকে। হে প্রভু, যদিও জড় অস্তিত্বের সঙ্গে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই, তবুও আপনার শরণাগত ভক্তগণের জন্য বহুবিধ আনন্দরাশি বিস্তার করার উদ্দেশ্যে আপনি এই পৃথিবীতে এসে জড়জাগতিক জীবনের অনুকরণ করেন। যারা বলে, "আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানি," তারা সেভাবেই চিন্তা করুক। এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। হে প্রভু, এইমাত্র বলি যে, আপনার ঐশ্বর্যসমূহ আমার মন, দেহ ও বাক্যের অগোচর। হে কৃষ্ণ, আমি এখন স্থান ত্যাগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। অবশ্যই আপনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তবুও এই একটি ব্রহ্মাণ্ড আমি আপনাকে অর্পণ করলাম। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি পদ্মসদৃশ বৃষ্ণিবংশের আনন্দ প্রদান করেন এবং ভূমি, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গাভীগণ দ্বারা গঠিত মহাসমুদ্রকে বিস্তার করেন। আপনি অধর্মের গাঢ় অন্ধকার নাশ করেন এবং পৃথিবীতে আবির্ভূত অসুরদের বিরোধিতা করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান, যতকাল পর্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকবে এবং যতকাল পর্যন্ত সূর্য কিরণ দান করবে, ততকাল পর্যন্ত আপনার প্রতি আমি প্রণাম নিবেদন করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এভাবেই তাঁর স্তুতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা তাঁর পরম আরাধ্য, অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের পদে নিয়োজিত সৃষ্টিকর্তা তারপর তাঁর নিজ ধামে ফিরে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্র ব্রহ্মাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের পর, এক বছর পূর্বে গোবৎসরা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তাদের নদী তটে যেখানে তিনি ভোজন করছিলেন এবং পূর্বের মতো তাঁর গোপসখারা অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে এলেন। হে রাজন্, যদিও বালকেরা তাঁদের প্রাণেশ্বর বিহনে পুরো এক বৎসর অতিক্রান্ত করে শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তিতে আচ্ছাদিত ছিলেন, তবুও তাঁরা সেই এক বৎসরকে কেবল অর্ধক্ষণ বলে মনে করেছিলেন। ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা যাদের মন মোহাচ্ছন্ন, বস্তুত তারা কি-ই না বিস্মৃত হতে পারে? সেই মায়াশক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ অবিরত মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং এই বিস্মৃতির পরিবেশে কেউই তার আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।"

গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ! তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এমন কি এক গ্রাসও ভোজন করিনি। অনুগ্রহ করে এখানে এস এবং নিশ্চিন্তে ভোজন কর। অতঃপর ভগবান হৃষীকেশ হাস্য সহকারে তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ভোজন সমাপন করলেন। তাঁরা যখন বন থেকে তাঁদের আলয় ব্রজে প্রত্যাগমন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের মৃত সর্প অঘাসুরের চামড়াটি দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং কনক ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত ছিল, আর তাঁর বাঁশের বংশী উচ্চস্বরে ও উৎসব মুখরিত হয়ে ধ্বনি করছিল। যখনই তিনি তাঁর গোবৎসদের নাম ধরে ডাকছিলেন, তখনই তাঁর গোপসখাগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে সমগ্র জগৎ পবিত্র করছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সৌন্দর্যের দর্শন তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপীনয়নের মহা উৎসব-স্বরূপ হয়েছিল। যেইমাত্র গোপবালকেরা ব্রজের গ্রামে পৌঁছলেন, তখনই তাঁরা কীর্তন করছিলেন, "আজ

কৃষ্ণ একটি ভীষণ সর্পকে সংহার করে আমাদের রক্ষা করেছে।' বালকদের কয়েকজন কৃষ্ণকে যশোদানন্দন এবং অন্যরা নন্দদুলাল রূপে বর্ণনা করছিলেন।"

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, গোপ-স্ত্রীগণ নিজ পুত্রদের প্রতিও যে প্রেম আগে কখনও অনুভব করেনি, সেই অদ্ভুতপূর্ব প্রেম পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিভাবে বিকশিত হল? দয়া করে তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত প্রিয় অবশ্যই তার নিজের আত্মা। পুত্রাদি, ধনসম্পদ ইত্যাদি সেই আত্মার প্রিয় হবার ফলেই তা প্রিয়ভাজন হয়। হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই কারণে দেহধারী জীব আত্মকেন্দ্রিক হয়—তার অধিকৃত বিষয়াদি যেমন পুত্র, ধন ও গৃহ অপেক্ষা নিজের দেহ ও আত্মায় অধিকতর অনুরক্ত হয়। হে রাজশ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকই, যে সমস্ত ব্যক্তি মনে করে দেহ আত্মা, তাদের কাছে দেহ যেরূপ অতি প্রিয় হয়, সেভাবেই দেহ সম্পর্কিত বস্তু তত প্রিয় হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর দেহটিকে 'আমি'র পরিবর্তে 'আমার' জ্ঞান করার স্তরে আসেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহটিকে নিজের আত্মার চেয়ে প্রিয় জ্ঞান করেন না। শেষ পর্যন্ত, দেহটি ক্রমশ বৃদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলেও, ক্রমাগত জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সুদৃঢ় থাকে। অতএব, সমস্ত দেহধারী জীবের কাছে নিজের আত্মাই অত্যন্ত প্রিয়তম হয় এবং কেবলমাত্র এই আত্মার সন্তুষ্টির জন্যই স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমন্বিত এই নিখিল জগৎ অস্তিত্বশীল। তোমার জানা উচিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মূল আত্মা। তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তিনি এটি করেছেন। এই জগতে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানেন, তাঁরা স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত বস্তুকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশিত বিভিন্ন রূপের মতো দর্শন করেন। সংস্কার মুক্ত এই প্রকার ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই স্বীকার করেন না। জড়া প্রকৃতির আদি, অব্যক্ত রূপই সমস্ত জড় বস্তুর উৎস এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতির উৎস। তা হলে তাঁর থেকে ভিন্ন কী নিরূপিত হতে পারে? যিনি জড় জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং মুর দানবের শত্রু মুরারিরূপে খ্যাত, সেই ভগবানের পাদপদ্মরূপ নৌকায় যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদতুল্য। পরমপদ বৈকুণ্ঠ লাভই তাঁদের লক্ষ্য। পদে পদে বিপদ-সঙ্কুল এই জড় জগৎ তাঁদের জন্য নয়। যেহেতু আপনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলেন, তাই আমি শ্রীহরির পঞ্চম বর্ষে কৃত সকল কার্যকলাপ যা পৌগণ্ডে কীর্তিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিকট বর্ণনা করলাম। অঘাসুর বধ, বনের তৃণের উপর ভোজন, ভগবানের চিন্ময় রূপের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার দ্বারা নিবেদিত অপূর্ব স্তব—গোপসখাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভগবান মুরারির এই সমস্ত লীলা যে ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করেন। এভাবেই বালকেরা লুকোচুরি খেলা, খেলার সেতু নির্মাণ, বানরের মতো লম্ফ প্রদান ইত্যাদি ক্রীড়ার মাধ্যমে বৃন্দাবন ভূমিতে তাঁদের কৌমারকাল অতিবাহিত করেছিলেন।"

◉ ◉ ◉

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃন্দাবনে বসবাসকালে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পৌগণ্ড বয়স (ছয় থেকে দশ) প্রাপ্ত হলেন, তখন বৃন্দাবনের গোপগণ তাঁদের গোপালনের কার্য গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তাঁদের সখাদের সঙ্গে এভাবেই নিয়োজিত হয়ে বালক দুটি বৃন্দাবনের ভূমিকে তাঁদের পাদপদ্ম চিহ্নের দ্বারা অতীব পবিত্র করে তুললেন। তার পর লীলা উপভোগের কামনা করে, শ্রীমাধব তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, বলদেব সহ বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীগণকে সম্মুখে রেখে, পুষ্পশোভিত ও পশুগণের জন্য পুষ্টিকর বনে প্রবেশ করলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান সেই বনটি নিরীক্ষণ করলেন। সেই বনটি ভ্রমর, পশু ও পাখির মনোমুগ্ধকর ধ্বনিতে নিনাদিত হচ্ছিল। সেখানে ছিল একটি সরোবর, যার জলরাশি ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ এবং সেই বনে শত পাপড়িযুক্ত কমলের সৌরভ মৃদুমন্দ বায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সমস্ত দর্শন করে, শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র পরিবেশ উপভোগ করতে অভিলাষ করলেন। আদিপুরুষ ভগবান দেখলেন যে, সৌন্দর্যমণ্ডিত রক্তবর্ণযুক্ত বনস্পতিগণ তাদের ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত হয়ে, তাদের শাখার অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করছে। তাই তিনি মৃদু হাস্য সহকারে তাঁর অগ্রজকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, দেখুন এই বৃক্ষগুলি কিভাবে অমর দেবগণের দ্বারা পূজিত আপনার পাদপদ্মে তাদের শির অবনত করছে। তাদের বৃক্ষজন্মের কারণস্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার জন্য বৃক্ষসকল আপনাকে তাদের ফুল ও ফল নিবেদন করছে। হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমরেরা অবশ্যই মহান ঋষি এবং আপনার অত্যন্ত উন্নত ভক্ত হবে, কারণ আপনার পথ অনুগমন করে এবং আপনার মহিমা কীর্তন করে, তারা আপনার উপাসনা করছে, যা নিখিল জগতের তীর্থস্বরূপ। যদিও এই বনে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন, হে অপাপবিদ্ধ, তবুও তাদের আরাধ্যদেবকে তারা পরিত্যাগ করছে না। হে আরাধ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই ময়ূরগুলি আপনার সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছে, এই হরিণীগণ গোপীদের মতো স্নেহময়ী দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে আনন্দ দান করছে এবং এই কোকিলেরা বৈদিক প্রার্থনা দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করছে। এই বনের সকল অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আপনার প্রতি তাদের এই ব্যবহার অবশ্যই গৃহে আগত মহাত্মার প্রতি অন্য মহাত্মাদের অভ্যর্থনার মতোই যথাযথ। পৃথিবী এখন অতীব সৌভাগ্যবতী হয়েছে, কারণ আপনি তার তৃণ ও গুল্মাদিকে আপনার চরণ দ্বারা ও তার লতাগুলিকে আপনার হাতের নখের দ্বারা স্পর্শ করেছেন এবং আপনি তার নদী, পর্বত, পাখি ও পশুগুলিকে আপনার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি, আপনি গোপীগণকে আপনার দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করেছেন—যা স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও কাম্য।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃন্দাবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত বন ও তার অধিবাসীদের প্রতি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের নীচে যমুনা নদীর তীরে তাঁর সহচরদের সঙ্গে গাভী চরিয়ে আনন্দ অনুভব করেন। কখনও কখনও বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা উচ্ছ্বাসে এতই মত্ত হত যে, তারা চোখ বন্ধ করে গান গাইতে শুরু করত। গোপবালকগণ ও বলদেব সহ বনপথে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের গান অনুকরণ করে গাইতেন আর তখন তাঁর সখারা তাঁর লীলাসমূহ কীর্তন করতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ শুক পাখির ডাক, কখনও মধুর স্বরে কোকিলের ডাক এবং কখনও রাজহংসের ডাক অনুকরণ করতেন। কখনও তিনি গোপবালকদের হাস্য উৎপাদন করে উৎসাহের সঙ্গে ময়ূরের নৃত্য অনুকরণ করতেন। কখনও গাভী ও গোপবালকদের আনন্দ দান করে, মেঘগম্ভীর স্বরে, পশুপাল থেকে দূরে চলে যাওয়া পশুদের নাম ধরে তিনি প্রীতি সহকারে ডাকতেন।

কখনও তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রাহ্ব, ভারদ্বাজ ও ময়ূরের অনুকরণে চিৎকার করতেন এবং কখনও তিনি বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন। যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীড়া করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে, কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদসংবাহন ও অন্যান্য সেবার দ্বারা তাঁর ক্লান্তি লাঘবের জন্য তাঁকে সাহায্য করতেন। কখনও কখনও গোপবালকেরা যখন নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন এবং খেলাচ্ছলে পরস্পর যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম হাত ধরাধরি করে নিকটে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সখাদের কার্যাবলীর মহিমা কীর্তন করতেন আর হাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও মল্লক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পল্লব রচিত শয্যায় কোনও গোপবালকের কোলকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শয়ন করতেন। যাঁরা ছিলেন মহাত্মাস্বরূপ, সেই রকম কতিপয় গোপবালকেরা তখন তাঁর পাদপদ্ম মর্দন করে দিতেন এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত অন্যেরা দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানকে বাতাস করতেন। হে মহারাজ, অন্যান্য বালকেরা সময়োপযোগী মনোরম সঙ্গীত গান করতেন এবং তাঁদের হৃদয় ভগবানের জন্য প্রেমবশত বিগলিত হত। যাঁর কোমল পাদপদ্মদ্বয় স্বয়ং সৌভাগ্যের দেবী কর্তৃক সেবিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান এভাবেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য গোপন করে গোপের পুত্রসন্তানরূপে লীলাবিলাস করছিলেন। যদিও অন্যান্য গ্রাম্য অধিবাসীদের সাহচর্যে গ্রাম্যবালকের মতো যখন তিনি আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তখনও তিনি মাঝে মধ্যে অসাধারণ কার্য প্রদর্শন করতেন, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব।"

"একদিন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীদামা, সেই সঙ্গে সুবল, স্তোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালকেরা প্রেম সহকারে এই কথাগুলি বললেন—হে মহাবাহো রাম! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! এখান থেকে অনতিদূরে সারি সারি তাল বৃক্ষে পূর্ণ একটি বৃহৎ বন রয়েছে। সেই তালবনে গাছ থেকে অনেক ফল পতিত হয় এবং ইতিমধ্যেই অনেক ফল ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত ফলই দুরাত্মা ধেনুক কর্তৃক রক্ষিত হচ্ছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ! ধেনুক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর এবং সে একটি গর্দভের রূপ ধারণ করেছে। সে অনেক সঙ্গীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা তার মতোই একই আকার-বিশিষ্ট ও শক্তিশালী। ধেনুকাসুর জীবন্ত মানুষগুলিকে ভক্ষণ করেছে এবং সেই জন্য সমস্ত মানুষ ও প্রাণীরা সেই তালবনে যেতে ভীতত্রস্ত হয়। হে শত্রুহন্তা, পাখিরাও সেখানে উড়তে ভয় পায়। সেই তালবনে অত্যন্ত সুগন্ধি ফলগুলি রয়েছে যা আগে কখনও কেউ আস্বাদন করেনি। বাস্তবিকই, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই তাল ফলের সুগন্ধ এখনও আমরা অনুভব করতে পারি। হে কৃষ্ণ! দয়া করে আমাদের ঐ সমস্ত ফল প্রদান কর। সেগুলির গন্ধে আমাদের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে। প্রিয় বলরাম, সেই ফলগুলি লাভের জন্য আমাদের খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। যদি তুমি এই ব্যাপারটি ভাল বলে মনে কর, তা হলে সেই তালবনে চল।"

"তাঁদের সহচরদের কথা শ্রবণ করে, কৃষ্ণ ও বলরাম হাসলেন এবং তাঁদের আনন্দ প্রদানের ইচ্ছা করে, গোপবালক সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা তাল বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শ্রীবলরাম প্রথমে সেই তালবনে প্রবেশ করলেন। তারপর মত্ত হস্তীর মতো বল নিয়ে নিজ বাহুযুগল দিয়ে গাছগুলিকে ঝাঁকাতে শুরু করে তাল ফলগুলি ভূপাতিত করতে লাগলেন। ফল পতনের শব্দ শ্রবণ করে, সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুর ভূতল ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়ে এল। সেই বলবান অসুরটি দ্রুতবেগে শ্রীবলদেবের কাছে এসে তার পেছনের পায়ের খুর দিয়ে ভগবানের বুকে আঘাত করল। তার পর ধেনুক উচ্চস্বরে গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ করে চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছিল। পুনরায় শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হয়ে, হে রাজন্, সেই ক্রোধোন্মত্ত গর্দভটি ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে অবস্থান করল। তার পর, ক্রোধে চিৎকার করে, অসুরটি তাঁর দিকে তার পেছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল। শ্রীবলরাম ধেনুকের খুরদ্বয় ধরে, এক হাতে তাকে সবেগে ঘুরিয়ে একটি তাল গাছের চূড়ায় নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে অসুরটির মৃত্যু হল। শ্রীবলরাম ধেনুকাসুরের মৃত দেহটিকে বনের সর্বোচ্চ তাল গাছে নিক্ষেপ করলেন এবং যখন মৃত অসুরটি গাছের মাথায় গিয়ে পড়ল, গাছটি

কম্পিত হতে শুরু করল। সেই বিশাল তাল গাছটি পার্শ্ববর্তী তাল গাছটিকে কম্পিত করতে করতে অসুরের ভারে ভেঙে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গাছটি অন্য একটি গাছকে কম্পিত করে আঘাত করল এবং সেটিও আর একটি গাছকে কম্পিত করল। এভাবেই বনের অনেক গাছই কম্পিত হয়ে ভগ্ন হল। সর্বোচ্চ তাল গাছের মাথায় গর্দভরূপী অসুরের দেহ নিক্ষেপ যেহেতু শ্রীবলরামের লীলাবিলাস, তাই সমস্ত গাছগুলি কম্পিত হয়েছিল এবং পরস্পরকে আঘাত করেছিল, যেন প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল।"

"প্রিয় পরীক্ষিৎ, সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলরাম অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেটি বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধ তেমন একটা বিস্ময়ের নয়। বাস্তবিকই, একটি বোনা কাপড় যেমন তার নিজের সুতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই সমগ্র জগৎ তাঁর মধ্যেই বিরাজ করে। তার পর ধেনুকাসুরের মৃত্যু দর্শন করে, তার ঘনিষ্ঠ স্বজন অন্যান্য গর্দভরূপী অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তারা সকলে মিলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ধাবিত হল। হে রাজন্, অসুরেরা আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে একের পর এক তাদের পিছনের পা দুটি ধরে তাদের সকলকে তালগাছগুলির মাথায় নিক্ষেপ করলেন। রাশি রাশি ফলের দ্বারা এবং তাল গাছগুলির ভগ্ন অগ্রভাগে আবদ্ধ অসুরদের প্রাণহীন দেহগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবী তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই, মেঘমালায় সুশোভিত আকাশের মতো পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিল। দুই ভাইয়ের এই সুমহৎ কীর্তি শ্রবণ করে, দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবসকল পুষ্পবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি ও স্তুতি নিবেদন করলেন। যে বনে ধেনুক বধ হয়েছিল মানুষেরা এখন সেখানে ফিরে যেতে স্বস্তি অনুভব করছে এবং নির্ভয়ে তারা তাল গাছগুলির ফলসমূহ ভক্ষণ করছে। গাভীরাও এখন সেখানে ঘাসের উপরে স্বাধীনভাবে চরতে পারে।"

"তার পর যাঁর মহিমাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করা পরম পুণ্যকর্ম, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে গৃহে ফিরে এলেন। সমগ্র পথে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। গাভীদের পদবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ও বন্য পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল। যখন তাঁর সহচরেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন ভগবান তাঁর বাঁশি বাজিয়ে মনোহরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মনোরমভাবে মৃদুহাস্য করেছিলেন। গোপীরা একসঙ্গে সকলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁদের চোখগুলি তাঁকে দর্শন করতে বিশেষ আকুল হয়ে উঠেছিল। ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের ভ্রমররূপ নয়নের দ্বারা ভগবান মুকুন্দের সুন্দর মুখমণ্ডলের মধু পান করে সমস্ত দিনের বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। গোপীগণ ভগবানের প্রতি সলজ্জ হাস্য ও বিনয়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই শ্রদ্ধার্পণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। পুত্রবৎসলা মা যশোদা ও মা রোহিণী তাঁদের দুই পুত্রের প্রতিটি ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাসময়ে নিবেদন করেছিলেন। স্নান ও মর্দনাদি দ্বারা সেই দুই যুবা ভগবান পথশ্রম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে দিব্য মাল্য ও গন্ধাদিতে ভূষিত হলেন। তাঁদের মায়েদের প্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজনের পর আরও নানাভাবে উপলালিত হয়ে, সেই দুই ভাই তাঁদের মনোরম শয্যায় শয়ন করে ব্রজে সুখে নিদ্রা গিয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে বিচরণ করেছিলেন। এক সময়ে, তাঁর সখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলরাম ব্যতীত তিনি যমুনায় গেলেন। সেই সময়ে গাভী ও গোপবালকেরা গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে তীব্র ক্লেশ অনুভব করছিলেন। তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে, তাঁরা যমুনার জল পান করেছিলেন। কিন্তু সেই জল বিষের দ্বারা কলুষিত ছিল। সেই বিষাক্ত জল স্পর্শ করা মাত্র, সমস্ত গাভী ও বালকেরা ভগবানের দৈব শক্তির দ্বারা তাঁদের চেতনা হারালেন এবং প্রাণহীন হয়ে সেই জলের কিনারায় পতিত হলেন। হে কুরুবীর, তাঁদের এই অবস্থায় দর্শন করে, যিনি ছাড়া তাঁদের আর কোনও প্রভু নেই, সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই

তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতবৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। তাঁদের পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে, গাভী ও বালকেরা জল থেকে উত্থিত হলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। হে রাজন্, গোপবালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, যদিও তাঁরা বিষ পান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, কেবলমাত্র গোবিন্দের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা জীবন ফিরে পেয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।"

卐 卐 卐

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালো সর্প কালিয় দ্বারা যমুনা নদী দূষিত হয়েছে দর্শন করে, নদীর শুদ্ধিকরণের কামনায় কালিয়কে সেখান থেকে নির্বাসিত করলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান কালিয় নাগকে কিভাবে অতল যমুনার জলের মধ্যে নিগৃহীত করেছিলেন, আর কিভাবেই বা কালিয় সেখানে বহু যুগ ধরে বসবাস করছিল, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত ও স্বেচ্ছানুবর্তী। বৃন্দাবনে গোপবালক রূপে অমৃততুল্য তাঁর উদার লীলা শ্রবণে কেই বা তৃপ্ত হতে পারে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কালিন্দী [যমুনা] নদীর মধ্যে একটি হ্রদে কালিয় নাগ বাস করত, যার বিষাগ্নিতে তার জল নিরন্তর উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকত। বস্তুত, এর ফলে উৎপন্ন বাষ্প এত বিষাক্ত ছিল যে, সেই দূষিত হ্রদের উপর দিয়ে উড়ন্ত পাখিরা সেখানে পতিত হত। সেই মারাত্মক হ্রদের জলকণাবাহী বায়ু তীরে প্রবাহিত হত। কেবলমাত্র সেই বিষাক্ত বায়ুর সংস্পর্শেই তীরবর্তী উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের মৃত্যু হত। কালিয়নাগ তার ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন বিষে কিভাবে যমুনা নদীকে দূষিত করেছিল শ্রীকৃষ্ণ তা অবলোকন করেছিলেন। যেহেতু বিশেষত খল অসুরগণকে দমন করার জন্য চিন্ময় জগৎ থেকে কৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন, তাই ভগবান অবিলম্বে একটি সুউচ্চ কদম্ব বৃক্ষের শীর্ষে আরোহণ করে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর কোমর বন্ধনীকে দৃঢ় করলেন, তাঁর বাহুতে চাপড় মারলেন এবং তারপর সেই বিষাক্ত জলে নিপতিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন সেই সর্প-হ্রদে নিপতিত হলেন, সেখানকার সর্পেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলে, প্রবল বিষে তা আরও দূষিত হয়ে উঠল। হ্রদে ভগবানের প্রবেশ-বেগে তা চতুর্দিকে স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং বিষাক্ত, ভয়ঙ্কর তরঙ্গরাশি চারদিকের শতধনু পরিমিত ভূমি প্লাবিত করেছিল। অনন্ত শক্তিধর পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তাঁর বাহুদণ্ডকে ঘুরিয়ে এবং আরও নানাভাবে জলে শব্দ করে কৃষ্ণ রাজকীয় হস্তীর মতো কালিয় হ্রদে ক্রীড়া শুরু করলেন। কালিয় সেই শব্দ শ্রবণ করে বুঝতে পারল কেউ তার হ্রদে অনধিকার প্রবেশ করেছে। নাগ তা সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল।"

"পীতবসন পরিহিত, মনোহর, জলদতুল্য উজ্জ্বলকান্তি আকর্ষণীয় দেহ সমন্বিত বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্নিত, সহাস ও কমল-তুল্য সুকোমল চরণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় নির্ভয়ে জলের মধ্যে ক্রীড়া করতে দেখলেন। তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর রূপ সত্ত্বেও, কালিয় তাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ডভাবে দংশন করল এবং তৎক্ষণাৎ তার কুণ্ডলীর মধ্যে কৃষ্ণকে

সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করল। কৃষ্ণের প্রিয় সখা গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় সর্পের কুণ্ডলীতে বেষ্টিত অথচ নিশ্চেষ্ট দর্শন করে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের আত্মা, তাঁদের পরিবার, তাঁদের অর্থ, স্ত্রীগণ ও সকল কামনা—সবই অর্পণ করেছিলেন। তাই ভগবানকে কালিয় সর্পের কবলে বেষ্টিত দেখে তাঁরা দুঃখ শোক ও ভয় দ্বারা হতবুদ্ধি হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। গাভী, বৃষ ও স্ত্রী গোবৎসগণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করতে লাগল। তাঁর উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ভীত হয়ে তারা রোদনপরায়ণের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। সেই সময় বৃন্দাবনে আসন্ন বিপদের সূচনা করে ভূমি, আকাশ ও জীব-শরীরে ত্রিবিধ অমঙ্গলজনক লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব অশুভ লক্ষণ দর্শনে, নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপবৃন্দ ভীত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, বলরামকে সঙ্গে না নিয়েই কৃষ্ণ গোচারণে গমন করেছে। যেহেতু তাঁরা ছিলেন কৃষ্ণগত-প্রাণ, কৃষ্ণগত-চিত্ত, তাই তাঁর পরম শক্তি ও ঐশ্বর্য বিষয়ে তাঁরা অবগত ছিলেন না। ফলে অশুভ লক্ষণসমূহ তাঁর নিধনসূচক মনে করে তাঁরা দুঃখ, শোক ও ভয়ে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। অসহায় বৎসের জন্য একটি গাভীর যেমন ব্যবহার তেমনই কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাববিশিষ্ট শিশু, বৃদ্ধ ও বনিতা সকল অধিবাসীই তাঁকে খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দীনভাবে গ্রাম হতে নির্গত হলেন।"

"সমস্ত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধীশ্বর ভগবান বলরাম তাঁর অনুজের প্রভাব অবগত ছিলেন বলে, বৃন্দাবনবাসীগণের এরূপ কাতরতা দর্শন করে ঈষৎ হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। পরমেশ্বর ভগবানের লক্ষণযুক্ত পদচিহ্নিত পথ অনুসরণ করে তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের অন্বেষণে অধিবাসীগণ অতি দ্রুত যমুনার তীরে গমন করলেন। সমস্ত গোপ-সম্প্রদায়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র ও ধ্বজ চিহ্নিত ছিল। হে প্রিয় রাজন্ পরীক্ষিৎ, পথে গাভীদের ক্ষুরের চিহ্নের মধ্যে তাঁর পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে, বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ অতি দ্রুত গমন করতে লাগলেন। যমুনা নদীর তীরের পথে দ্রুত যেতে যেতে বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ দূর থেকে হ্রদের মধ্যে সর্পশরীর বেষ্টিত নিশ্চেষ্ট কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে এবং জলাশয়ের নিকটে অচেতন গোপবালক আর চতুর্দিকে ক্রন্দনরত পশুগণকে দেখে অত্যন্ত পীড়িত ও মুহ্যমান হলেন। কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা গোপীগণ যখন ভগবান অনন্তদেবকে সর্পগ্রস্ত দর্শন করলেন, তাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সখ্যতা, তাঁর হাস্যময় অবলোকন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ স্মরণ করতে করতে অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্যরূপে দর্শন করলেন। যদিও জ্যেষ্ঠা গোপীগণ কৃষ্ণ-জননীর সমদুঃখিতা ছিলেন এবং শোকাশ্রু ত্যাগ করছিলেন, তবুও পুত্রের প্রতি পূর্ণ চেতনাময় কৃষ্ণ-জননীকে তাঁরা সবলে ধরে রেখেছিলেন। মৃতবৎ দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, এই সকল গোপীরা প্রত্যেকে ব্রজের প্রিয়তমের লীলাসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন।"

"তারপর বলরাম দেখলেন যে, নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য কৃষ্ণগত-প্রাণ গোপগণ সেই সর্প-হ্রদে প্রবেশে উদ্যত। পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত শক্তি পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন, আর তাই তিনি তাঁদের নিবারিত করলেন। একজন সাধারণ মানুষের ব্যবহার অনুকরণে ভগবান মাত্র কিছু সময় সেই সর্প-কুণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর প্রতি প্রেমবশত তাঁর গ্রাম গোকুলের স্ত্রী, শিশু ও অন্যান্য অধিবাসীগণ অতীব দুঃখের মধ্যে আছে, এবং তিনিই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ও একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, তাই তখন তিনি তৎক্ষণাৎ কালিয় নাগের বন্ধন থেকে উত্থিত হলেন। ভগবানের বর্ধিত শরীর দ্বারা তার দেহ পীড়িত হলে, কালিয় তাঁকে পরিত্যাগ করল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই সর্প তখন তার ফণা উন্নত করে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। তার দুই নাসারন্ধ্র বিষ পাকের জন্য দুটি পাত্রের মতো মনে হচ্ছিল এবং তার মুখের স্থির চক্ষু দুটি ছিল অঙ্গারসদৃশ। এভাবেই সেই সর্প ভগবানকে দেখছিল। বারবার তার দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ লেহনকারী কালিয় ভয়ঙ্কর বিষানলযুক্ত স্থির-দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে দেখছিল। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিক যেভাবে গরুড় একটি সর্পের সঙ্গে খেলা করে, সেভাবেই ক্রীড়াচ্ছলে তার চতুর্দিকে ভ্রমণ করছিলেন। প্রত্যুত্তরে, কালিয়ও ভগবানকে দংশন করার সুযোগের অপেক্ষায় ভ্রমণ

করছিল। তাঁর অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণের দ্বারা সর্পের শক্তিকে দুঃসহভাবে নিঃশেষিত করে, সব কিছুর আদিকারণ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের উন্নত স্কন্ধকে অবনত করে তার বৃহৎ মস্তকের উপরে আরোহণ করলেন। এভাবেই সমস্ত শিল্পকলার আদিগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সর্পের শিরোপরি অসংখ্য রত্নের স্পর্শে তাঁর চরণ-কমল রঞ্জিত হয়ে উঠল। ভগবানকে নৃত্যরত দেখে—গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেবস্ত্রী—তাঁর স্বর্গের ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। মহানন্দে তাঁরা ভগবানের নৃত্যের তালে মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্য বাজাতে শুরু করলেন। তাঁরা সঙ্গীত, পুষ্প, উপহার এবং স্তব নিবেদনও করেছিলেন।"

"হে রাজন্, কালিয়ের এক শত একটি প্রধান মস্তক ছিল এবং যখন তাদের কোন একটি অবনত হচ্ছিল না, তখন খলদণ্ড-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণের আঘাত দ্বারা সেই উদ্ধত মস্তককে দলিত করছিলেন। তারপর কালিয় যেমাত্র তার মৃত্যুযন্ত্রণায় প্রবেশ করল, সে তখন তার মস্তকগুলি চতুর্দিকে ঘোরাতে লাগল এবং মুখ ও নাসারন্ধ্র দিয়ে ভয়ানক রক্ত বমন করতে করতে তীব্র যন্ত্রণা ও দুর্দশায় পড়ল। কালিয় ক্রোধে উদ্ধত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চোখ দিয়ে বিষ উদ্গীরণ করছিল। ভগবান তখন তার ক্রোধোন্মত্ত মাথায় নৃত্য করে, পদাঘাতে অবনত করে দমন করছিলেন। দেবতাগণ এই শৌর্য প্রদর্শনে আদিপুরুষ ভগবানকে পুষ্পবর্ষণের দ্বারা আরাধনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। হে প্রিয় রাজন্ পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত তাণ্ডব নৃত্যে কালিয়ের সহস্র ফণার সকলই দলিত ও চূর্ণ হয়েছিল। তখন সেই সর্প মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বমন করতে করতে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য পুরুষোত্তম ভগবান, চরাচরগুরু শ্রীনারায়ণ রূপে অবগত হয়ে মনে মনে তাঁর শরণাগত হয়েছিল। কালিয়ের পত্নীগণ যখন দেখল উদরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণের অতিভারে কিভাবে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং কৃষ্ণের পাদ-প্রহারে তার ছত্রের ন্যায় ফণাগুলি চূর্ণ হয়েছে, তখন তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে স্খলিত বসন, ভূষণ, কেশবন্ধন সহ আদিপুরুষ ভগবানের কাছে উপস্থিত হল। সেই সকল উদ্বিগ্নচিত্তা সাধ্বী রমণীরা তাদের শিশুদের সামনে রেখে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে ভূত-পতিকে প্রণাম নিবেদন করল। তাদের পাপী স্বামীর মুক্তি এবং পরম আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় কামনায় বিনীতভাবে হাত জোড় করে তাঁর নিকটে তারা গমন করেছিল।"

কালিয়ের পত্নীগণ বলল—"এই কৃতাপরাধীকে যে দণ্ড দিয়েছেন তা অবশ্যই ন্যায্য হয়েছে। কারণ, খল ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের দমনের জন্য আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। আপনি এতই নিরপেক্ষ যে, যখন জীবকে তার পরম মঙ্গলের জন্য দণ্ডদান করেন, তখন শত্রু ও পুত্রের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করেন। যেহেতু আপনার প্রদত্ত দণ্ড নিশ্চিতভাবে অসৎ জনের পাপ নাশ করে, তাই আসলে আপনি এখানে আমাদের কৃপাই করেছেন। বাস্তবিকই, এই বদ্ধ জীব আমাদের স্বামী এতই পাপী যে, তার ফলে সে এই সর্পদেহ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার প্রতি আপনার ক্রোধ স্পষ্টতই আপনার কৃপারূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদের স্বামী পূর্বজন্মে নিজে মান রহিত হয়ে এবং অপরকে সম্মান প্রদান করে যত্ন সহকারে কোনও তপস্যা করেছেন কি? এই জন্যই কি আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট? অথবা পূর্বজন্মে সর্বজীবের প্রতি অনুকম্পা সহকারে কোনও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেছিল কি, আর তাই কি সর্বজীবের জীবনস্বরূপ আপনি তার প্রতি এখন সন্তুষ্ট? হে প্রভু, আমরা জানি না যাঁর জন্য ভাগ্যদেবী অন্য সকল কামনা পরিত্যাগ করে ব্রতপরায়ণা হয়ে শত শত বৎসর তপস্যা করেছিলেন, আপনার সেই পাদপদ্মরেণু দ্বারা স্পর্শ লাভ করার যোগ্যতা কালিয় নাগের কিভাবে অর্জিত হল। যাঁরা আপনার পাদপদ্মধূলি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা কখনও স্বর্গলোক, সার্বভৌমত্ব, ব্রহ্মপদ ও পৃথিবীর আধিপত্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা এমন কি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না। হে প্রভু, এই নাগরাজ কালিয় যদিও তমোগুণে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ক্রোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবুও অন্যদের পক্ষে যা লাভ করা কঠিন সে তাই লাভ করেছে। কেবলমাত্র আপনার পাদপদ্মরজ লাভ করা মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত এবং বাসনায় পরিপূর্ণ দেহধারী জীবগণের চক্ষুর সম্মুখে সকল মঙ্গল প্রকাশিত হয়। অন্তর্যামীরূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমরা

আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। আকাশাদি সর্বভূতের মূল আশ্রয় হওয়া সত্ত্বেও আপনি সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আর যদিও আপনি সব কিছুর কারণ, তবুও পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জড় কার্য ও কারণের অতীত। আপনি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিধিস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিযুক্ত পরমতত্ত্ব, আপনাকে প্রণাম করি। যদিও আপনি নির্গুণ, নির্বিকার, তবুও আপনিই জড়া প্রকৃতির মুখ্য প্রবর্তক। আপনি কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয় এবং সর্বকালের সাক্ষী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি বিশ্বরূপ এবং ভিন্নভাবে বিশ্বস্রষ্টাও। আপনি স্রষ্টা এবং নিখিল কারণস্বরূপ। সমস্ত মহাভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, মন, বুদ্ধি ও চেতনার পরমাত্মা-স্বরূপ আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনারই আয়োজনে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাবে মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় আত্মাসমূহের প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। আপনি অনন্ত পরমেশ্বর, সূক্ষ্ম, সর্বজ্ঞ, কূটস্থ, নানাবিধ বিরুদ্ধ মতানুসারী দর্শনের অনুমোদনকারী এবং শব্দ ও ভাবের প্রকাশ শক্তির মূলস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান—আপনাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। যিনি সকল নির্ভরযোগ্য প্রমাণের মূলস্বরূপ, যিনি দিব্যশাস্ত্রাদির উৎস ও রচয়িতা-স্বরূপ এবং যিনি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি ও ভোগনিবৃত্তিমূলক উভয় বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমেই স্বপ্রকাশিত, তাঁকে আমরা বারংবার প্রণতি নিবেদন করি। আমরা বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের প্রতি এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধের প্রতি আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। সকল বিষ্ণুভক্তের পরম প্রভুকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিভিন্ন জড় ও চিন্ময় গুণাবলীর প্রকাশকারী ভগবানকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি। জড় গুণাবলীর মধ্যে আপনি নিজেকে আচ্ছাদিত করেন এবং তবুও সেই একই জড় গুণাবলীর ক্রিয়াকলাপ শেষ পর্যন্ত আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। আপনি গুণসাক্ষী এবং আপনার ভক্তদের দ্বারাই কেবল আপনাকে অবগত হওয়া যায়।"

"হে অচিন্ত্য মহিমাময় লীলা সমন্বিত ভগবান হৃষীকেশ, আপনাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রকাশের হেতুস্বরূপ আপনার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। কিন্তু আপনার ভক্তগণ আপনাকে এভাবেই অবগত হলেও, অভক্তগণের প্রতি আপনি মৌন ও নির্বিকার আত্মারাম হয়ে থাকেন। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল বস্তুর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবগত এবং সেই সকল বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণকারী আপনাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। আপনি এই বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়েও এই মায়িক জগৎ সৃষ্টির ভিত্তি ও তার সাক্ষীস্বরূপ। বাস্তবিকই, আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ।"

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হবার আপনার কোন হেতু নেই, তবুও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আয়োজনের নিমিত্ত আপনার নিত্য কালশক্তির মাধ্যমে আপনি কার্য করেন। সৃষ্টির পূর্বে সুপ্ত থাকা প্রকৃতির প্রতিটি গুণসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক ক্রিয়াকলাপকে জাগ্রত করে আপনি এই কার্য করেন। কেবলমাত্র আপনার ঈক্ষণের দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে এই সমস্ত জগৎ-নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ আপনি নিখুঁতভাবে সম্পাদন করে থাকেন। সুতরাং ত্রিভুবনব্যাপী সকল জড় দেহগুলি—সত্ত্বগুণে যারা শান্ত, রজোগুণে যারা অশান্ত এবং তমোগুণে যারা মূঢ়—সবই আপনারই সৃষ্টি। তবুও, যাদের দেহ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, সেই সমস্ত জীবেরা আপনার বিশেষ প্রিয় এবং তাঁদের প্রতিপালন ও তাঁদের ধর্মীয় নীতিসমূহের রক্ষার জন্যই আপনি এখন পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছেন। পুত্র বা প্রজার দ্বারা কৃত অপরাধ পালকের অন্ততপক্ষে একবার সহ্য করা উচিত। হে শান্তাত্মন্, তাই আমাদের মূঢ় স্বামীকে আপনার ক্ষমা করা উচিত, কারণ সে জানত না আপনি কে। হে ভগবান, দয়া করে কৃপা প্রদর্শন করুন। আমাদের মতো স্ত্রীগণের জন্য অনুকম্পা অনুভব করা সাধুগণের পক্ষে উপযুক্ত। এই নাগ তার প্রাণ ত্যাগ করতে চলেছে। দয়া করে আমাদের জীবন ও আত্মাস্বরূপ আমাদের পতিকে ফিরিয়ে দিন। এখন আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের দয়া করে বলুন আমাদের কি কর্তব্য। বিশ্বস্তভাবে যিনি আপনার আজ্ঞা পালন করেন, তিনি অবশ্যই আপনা থেকেই সকল ভয় হতে মুক্ত হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এভাবেই নাগপত্নীদের দ্বারা স্তুত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পাদপদ্মের আঘাতে চূর্ণমস্তক ও মূর্ছিত কালিয়নাগকে পরিত্যাগ করলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া

ও জীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হল। তারপর জোরে জোরে কষ্টকরভাবে শ্বাস ত্যাগ করতে করতে সেই দীন সর্প পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করজোড়ে বিনীতভাবে বলল—সর্পরূপে আমাদের জন্মই আমাদের খল, তামসিক প্রকৃতি ও ক্রোধশীল করেছে। হে ভগবান, যে অসৎ স্বভাবের দ্বারা মানুষ পরিচিত হয়, সেই পরিচয়বদ্ধ স্বভাব ত্যাগ করা তার পক্ষে অতীব দুরূহ। হে পরম স্রষ্টা, আপনিই জড় গুণসমূহের বৈচিত্র্যময় আয়োজনে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তা করতে গিয়ে আপনিই বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব ও যোনি, বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়জাত ও শারীরিক শক্তি, বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা ও রূপ সমন্বিত বহু রকমের মাতা ও পিতা প্রকাশ করেছেন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার জড় সৃষ্টির অন্তর্গত সমগ্র প্রজাতির মধ্যে আমরা সর্পেরা স্বভাবতই সর্বদা ক্রুদ্ধ। এভাবেই দুস্ত্যজ আপনার মায়িক শক্তি দ্বারা মোহিত আমরা কিভাবে নিজেরাই তা ত্যাগ করতে পারি? হে ভগবান, যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর, তাই আপনিই মায়া থেকে মুক্তির প্রকৃত কারণ। দয়া করে অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ যা আপনি সঠিক বিবেচনা করেন, আমাদের জন্য তা বিধান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কালিয়ের কথাসমূহ শ্রবণের পর মনুষ্যরূপে লীলা বিলাসকারী পরমেশ্বর ভগবান উত্তর করলেন—হে নাগ, তুমি আর কখনও এখানে থেকো না। এখনই তোমার সন্তান, স্ত্রী, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আদি অনুচরবর্গদের নিয়ে সমুদ্রে ফিরে যাও। এই নদী গাভী ও মনুষ্যদের উপভোগ্য হোক। বৃন্দাবন ত্যাগ করে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য তোমার প্রতি আমার আদেশটি মানুষ যদি মনোযোগ সহকারে স্মরণ করে এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এই ঘটনা বর্ণনা করে, তবে কখনই তোমার ভয়ে ভীত হবে না। কেউ যদি আমার এই ক্রীড়াস্থলীতে স্নান করে এবং এই হ্রদের জলের দ্বারা দেবতা ও অন্যান্য পূজনীয় ব্যক্তিদের তর্পণ করে অথবা উপবাসসহকারে আমার স্মরণ ও পূজা করে, সে নিশ্চিতভাবে সর্বপাপ হতে মুক্ত হবে। গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ ত্যাগ করে তুমি এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলে। কিন্তু যেহেতু তুমি এখন আমার পদচিহ্নে চিহ্নিত, তাই গরুড় আর কখনও তোমাকে ভক্ষণ করার চেষ্টা করবে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"হে প্রিয় রাজন্, যাঁর কার্যাবলী অদ্ভুত, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুক্ত হয়ে, কালিয় তার পত্নীদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিল। উৎকৃষ্ট বস্ত্র, কণ্ঠহার, রত্নরাজি ও অন্যান্য বহুমূল্য অলঙ্কার, দিব্য গন্ধ, অনুলেপন ও একটি সুন্দর পদ্ম ফুলের মালা সহযোগে কালিয় জগতের নাথকে পূজা করেছিল। এভাবেই গরুড়ধ্বজ ভগবানকে প্রসন্ন করে কালিয় সন্তোষ অনুভব করেছিল। স্থান ত্যাগের জন্য ভগবানের অনুমতি লাভ করার পর কালিয় তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম নিবেদন করেছিল। তারপর তাঁর স্ত্রী, বন্ধুবর্গ ও পুত্রগণকে নিয়ে সে সমুদ্রের মধ্যবর্তী তার দ্বীপে গমন করল। কালিয় যে মুহূর্তে পরিত্যাগ করল, যমুনা তৎক্ষণাৎ বিষমুক্ত অমৃততুল্য জলের তাঁর পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। মনুষ্যতুল্য রূপ ধারণ করে তাঁর লীলা উপভোগকারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার দ্বারাই তা সংঘটিত হয়েছিল।"

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের ইতিহাস

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় দমন করেছিলেন তা শ্রবণ করে,] মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"কালিয় কেন নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং গরুড়ই বা কেন তার প্রতি এত শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গরুড়ের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিষ্কৃতির জন্য সর্পগণ পূর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, হে মহাভুজ রাজা পরীক্ষিৎ, প্রতিটি সর্প আত্মরক্ষার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উদ্দেশে যথাসময়ে তার উপহার প্রদান করত। যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গরুড়কে নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু—গরুড় তা দাবি করার আগেই একটি সর্প—কদ্রুপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়কে কালিয় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রাহ্য করেছিল। হে রাজন, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় মহা শক্তিধর গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেগে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন। যেই মাত্র গরুড় দ্রুতবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিষের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার অসংখ্য মস্তক উত্থিত করল। তার ভয়ঙ্কর জিহ্বাগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উগ্র চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাৎ তার বিষদাঁতরূপ অস্ত্রের দ্বারা গরুড়কে দংশন করতে লাগল। কালিয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ক্রুদ্ধ তার্ক্ষ্যপুত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হলেন। ভগবান মধুসূদনের সেই ভীষণ শক্তিশালী বাহন সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বাম ডানার দ্বারা কদ্রুপুত্রকে আঘাত করলেন। গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন একটি হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করল। গরুড় সেই হ্রদে প্রবেশ করতে পারত না। বস্তুত, সেই দিকে অগ্রসর হতেও সে পারত না।"

"একবার সেই হ্রদে গরুড় তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য মৎস্য ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে জলের অভ্যন্তরে ধ্যানস্থ সৌভরি মুনি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে বলপূর্বক মৎস্যটি হরণ করেছিলেন। তাদের নেতার মৃত্যুতে সেই হ্রদের হতভাগ্য মৎস্যগণ কি রকম দুঃখিত হয়েছিল তা দর্শন করে, কৃপাপরবশ হয়ে সেই হ্রদের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য আচরণ করছেন এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন। গরুড় যদি আর কখনও এই হ্রদে প্রবেশ করে এখানে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি। সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জানত এবং গরুড়ের ভয়ে সেই যমুনা হ্রদে তার নিবাস সে নিয়ে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিতাড়িত করেন।"

["কৃষ্ণের কালিয় দমনের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করে, অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হ্রদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীবন ফিরে পায়, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রীতিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেরা কৃষ্ণের কাছে গেলেন। হে কৌরব, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগুলিও জীবন ফিরে পেয়েছিল। কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভালভাবে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। গভীর স্নেহবশত বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বারংবার তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গাভী, বৃষ ও স্ত্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল। পত্নীগণ সহ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণেরা নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কবলিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে এখন মুক্ত।' তার পর ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে উপদেশ দান করলেন, 'তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের তোমার দান করা উচিত।' হে রাজন, নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদেরকে গাভী ও স্বর্ণ উপহার দিলেন। মহা ভাগ্যবতী মা যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁকে তাঁর কোলে বসালেন। সেই সতী নারী তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করে নিরন্তর অশ্রুধারা মোচন করতে করতে ক্রন্দন করছিলেন।"

"হে রাজেন্দ্র [পরীক্ষিৎ], বৃন্দাবনবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তাই তাঁরা ও গাভীরা যেখানে ছিলেন, সেই কালিন্দীর তীরেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। রাত্রিতে যখন সকল বৃন্দাবনবাসী ঘুমিয়ে ছিল, তখন গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক বনে দাবানল জ্বলে উঠল। সেই আগুন ব্রজবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের দগ্ধ করতে শুরু করল। বৃন্দাবনবাসীগণ তখন উত্থিত হয়ে দাবানলে তাঁদের দগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা সাধারণ এক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। [বৃন্দাবনবাসীরা বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি! হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি আপনার ভক্ত আমাদের প্রায় গ্রাস করতে চলেছে! হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃদ ও ভক্ত। দয়া করে এই দুর্লঙ্ঘনীয় কালাগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, যা সমস্ত ভয় দূর করে। তাঁর ভক্তদের অত্যন্ত সন্ত্রস্ত দর্শন করে, অনন্ত জগদীশ্বর ও অনন্ত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভয়ঙ্কর দাবানল পান করলেন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তনকারী তাঁর আনন্দমগ্ন সহচরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ তখন গোচারণভূমির দ্বারা সুশোভিত ব্রজে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সাধারণ গোপবালকের ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে এভাবেই জীবন উপভোগ করছিলেন, তখন ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হল। দেহীগণের পক্ষে এই ঋতুটি অত্যন্ত সুখদায়ক নয়। গ্রীষ্ম সত্ত্বেও, যেহেতু বলরামের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তাই গ্রীষ্মও বসন্তের গুণাবলীতে প্রকাশিত ছিল। বৃন্দাবনের ভূমি এমনই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বৃন্দাবনে ঝরণার উচ্চ ধ্বনিতে ঝিঁঝির শব্দ আচ্ছন্ন হয়ে যেত এবং সেই ঝরণা থেকে উত্থিত জলকণা দ্বারা নিরন্তর সিক্ত বৃক্ষরাজি সমগ্র অঞ্চলকে সুশোভিত করত। বিভিন্ন ধরনের পদ্ম ও জলজ ফুলের রেণু বহনকারী বাতাস সরোবর ও প্রবহমান নদীগুলির ঢেউয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র বৃন্দাবনকে শীতল করে দিত। তার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য ও ঋতুকালীন দাবানল থেকে উৎপন্ন উত্তাপ ভোগ করত না। বাস্তবিকপক্ষে, বৃন্দাবনে সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য ছিল। তাদের প্রবাহিত ঢেউয়ের দ্বারা গভীর নদীগুলি তাদের তীরভূমিগুলিকে সিক্ত করে তাদেরকে আর্দ্র ও কর্দমাক্ত করে তুলত।

তাই বিষতুল্য প্রচণ্ড সূর্যকিরণ ভূমির প্রাণরসকে বাষ্পীভূত করতে এবং তার সবুজ ঘাসকে দগ্ধ করতে পারেনি। পুষ্পসমূহের দ্বারা বৃন্দাবনের বন সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়েছিল এবং অনেক রকম পশু ও পক্ষীর শব্দে পূর্ণ ছিল। ময়ূর ও ভ্রমরেরা গান করছিল, আর কোকিল ও সারসেরা কূজন করছিল। লীলা করবেন বলে মনস্থ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গাভীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন। ময়ূরপুচ্ছ, মালা, ফুলের গুচ্ছ ও বর্ণময় খনিজদ্রব্য সহ কচি পাতার দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করে বলরাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা পরস্পর নৃত্য, যুদ্ধ ও গান করেছিলেন। যখন কৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন, তখন কোনও কোনও গোপবালক গান করে এবং কেউ কেউ বাঁশি, করতাল ও শিঙা বাজিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছিলেন, আর অন্যেরা সকলে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিলেন।"

"হে রাজন্, নটগণ যেমন অন্য নটের স্তুতি করে, ঠিক তেমনই দেবতারা গোপ-সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে ছদ্মবেশের দ্বারা নিজেদেরকে গোপন করেছিলেন এবং গোপবালক রূপে আবির্ভূত কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের গোপবালক সখাগণের সঙ্গে ঘুরপাক খাওয়া, লম্ফ প্রদান, নিক্ষেপ, চড় মারা, হেঁচড়ে টেনে নেওয়া ও যুদ্ধের দ্বারা খেলা করতেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ ও বলরাম বালকদের মাথার চুল ধরে টানতেন। হে মহারাজ, অন্য বালকেরা যখন নৃত্য করছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও গান ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন এবং কখনও কখনও দুই প্রভু বালকদের 'খুব ভাল! খুব ভাল!' বলে প্রশংসা করতেন। কখনও কখনও গোপবালকেরা বিল্ব অথবা কুম্ভ ফলের দ্বারা এবং কখনও বা হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা খেলা করতেন। অন্য সময়ে তাঁরা পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ি অথবা কানামাছি আদি খেলা করতেন এবং কখনও তাঁরা পশু-পক্ষীর অনুকরণ করতেন। তাঁরা কখনও ব্যাঙের মতো চতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করতেন, কখনও নানাবিধ উপহাসের দ্বারা ক্রীড়া করতেন, কখনও দোলনায় চড়তেন এবং কখনও বা রাজার অনুকরণ করতেন। এভাবেই কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনের নদী, পর্বত, উপত্যকা, উপবন, কুঞ্জবন ও সরোবরে ভ্রমণ করে সমস্ত রকমের লৌকিক ক্রীড়াসমূহ খেলা করতেন।"

"রাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা যখন এভাবেই বৃন্দাবনের সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রলম্বাসুর প্রবেশ করল। কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে সে এক গোপবালকের রূপ ধারণ করল। যেহেতু দশার্হ বংশে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদর্শী, তাই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, অসুরটি কে ছিল। তবুও, তাকে কিভাবে হত্যা করা যায় সেই কথা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে, ভগবান অসুরকে সখারূপে গ্রহণ করার ভান করলেন। ক্রীড়ারসজ্ঞ কৃষ্ণ তখন গোপবালকগণকে একত্রে আহ্বান করে বললেন—'হে গোপবালকগণ! চল, এখন আমরা নিজেদের দুটি সমান দলে ভাগ করে নিয়ে খেলা করি।' গোপবালকগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে দুটি দলের নেতা নির্বাচিত করলেন। বালকগণের কেউ কেউ কৃষ্ণের পক্ষে এবং অন্যেরা বলরামের পক্ষে যোগদান করলেন। বালকগণ বহনকারী ও আরোহী সম্পর্কিত নানাবিধ ক্রীড়া করতেন। এই সমস্ত ক্রীড়ায় বিজয়ীরা পরাজিতদের পিঠে আরোহণ করতেন এবং পরাজিতরা বিজয়ীদেরকে বহন করতেন। এভাবেই একে অপরকে বহন করে ও বাহিত হয়ে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বালকগণ কৃষ্ণকে অনুসরণ করে ভাণ্ডীরক নামক বট বৃক্ষের দিকে গমন করলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যখন বলরামের পক্ষীয় শ্রীদাম, বৃষভ ও অন্যেরা এই সমস্ত খেলায় জয়ী হতেন, তখন কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকেরা তাঁদের বহন করতেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামাকে বহন করেছিলেন, ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করেছিলেন এবং প্রলম্ব রোহিনীনন্দন বলরামকে বহন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকে অপরাজেয় বিবেচনা করে, সেই দানবশ্রেষ্ঠ (প্রলম্ব) বলরামকে বহন করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে যেখানে তার আরোহীকে অবতরণ করার কথা ছিল তার থেকে দূরে প্রস্থান করল। সেই মহা অসুর বলরামকে বহন করতে থাকলে, তিনি প্রকাণ্ড সুমেরু পর্বতের মতো ভারী হয়ে উঠলেন, আর প্রলম্ব গতিরুদ্ধ

হতে বাধ্য হল। তার পর সে তার আসল মূর্তি ধারণ করল—স্বর্ণময় অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, সেই উজ্জ্বল দেহটি চন্দ্র বহনকারী ও বিদ্যুৎ-চমকানো মেঘের মতো বলে মনে হচ্ছিল। হলধর শ্রীবলরাম যখন প্রদীপ্ত নয়ন, জ্বলন্ত কেশ, ভ্রূকুটিত সংলগ্ন উগ্র দন্তসকল এবং কলয়, কিরীট, কুণ্ডল প্রভায় বিচিত্র দ্রুত আকাশচারী সেই দানবের বিশাল দেহ দর্শন করলেন, তখন ভগবান ঈষৎ ভীত হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করে, নির্ভীক বলরাম হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, সেই অসুরটি তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করে তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। ভগবান তখন ক্রোধান্বিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর বজ্র দ্বারা পর্বতকে আঘাত করেন, তেমনভাবে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা অসুরের মস্তকে আঘাত করলেন। এভাবেই বলরামের মুষ্টির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, প্রলম্বের মস্তক তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হল। অসুরটি মুখ দিয়ে রক্ত বমন করে তার সকল চেতনা হারাল এবং তার পর ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত কোনও পর্বতের মতো বিকট শব্দ করতে করতে সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। কিভাবে বলশালী বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন তা দেখে গোপবালকগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে 'সাধু! সাধু!' রব করলেন। সকল প্রশংসার যোগ্য সেই বলরামকে তাঁরা প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁর প্রশংসা করলেন। প্রেমের দ্বারা তাঁদের চিত্ত অভিভূত, তাই তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন। পাপী প্রলম্বাসুর নিহত হলে, দেবতাগণ অত্যন্ত সুখ অনুভব করে শ্রীবলরামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন এবং 'সাধু, সাধু' বলে তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন।"

ঊনবিংশতি অধ্যায়

দাবানল গ্রাস

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপবালকেরা যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, তাঁদের গাভীরা অনেক দূরে বিচরণ করছিল। তারা আরও তৃণের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের নজরে রাখার কেউ না থাকায় তারা এক গভীর বনে প্রবেশ করল। গভীর বনের এক অংশ থেকে আর এক অংশে বিচরণ করতে করতে ছাগল, গাভী ও মহিষেরা তীক্ষ্ণ বেতের দ্বারা অধিক বেড়ে ওঠা একটি অঞ্চলে প্রবেশ করল। নিকটবর্তী দাবানলের তাপ তাদের তৃষ্ণার্ত করে তুলল এবং তারা কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। কৃষ্ণ, রাম ও তাঁদের গোপসখারা সহসা তাঁদের সম্মুখে গাভীদের দেখতে না পেয়ে, তাদের উপেক্ষা করার জন্য অনুতপ্ত বোধ করলেন। বালকেরা চারদিকে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু তারা কোথায় গিয়েছে তার সন্ধান তাঁরা পেলেন না। তখন বালকেরা গাভীদের পায়ের খুরের ছাপ এবং তাদের খুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ লক্ষ্য করে গাভীদের পথ খুঁজে বের করতে শুরু করলেন। সমস্ত গোপবালকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন কারণ তাঁদের জীবিকার উৎস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। মুঞ্জা অরণ্যের মধ্যে অবশেষে গোপবালকেরা তাঁদের মূল্যবান গাভীদের খুঁজে পেলেন, যারা তাদের পথ হারিয়ে ক্রন্দন করছিল। তারপর তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বালকেরা গৃহে ফেরার পথের দিকে গাভীদের চারণা করলেন। পরমেশ্বর ভগবান জলদগম্ভীর স্বরে পশুদের আহ্বান করলেন। তাদের নিজ নিজ নামের শব্দ শ্রবণ করে, গাভীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর করে ভগবানকে সাড়া দিয়েছিল। বনের সকল প্রাণীদের বিনাশের ইঙ্গিত দিয়ে সহসা এক প্রবল দাবানল চতুর্দিক থেকে প্রাদুর্ভূত হল। সারথির

ন্যায় বায়ু অগ্নিকে বেগে চালিত করছিল এবং ভয়াল অগ্নিকণা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, সকল স্থাবর ও জঙ্গম জীবের দিকে প্রচণ্ড অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করেছিল। যেই মাত্র গাভী ও গোপবালকেরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণে উদ্যত দাবানল স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা ভীতগ্রস্ত হলেন। মৃত্যুর ভয়ে কাতর মানুষেরা যেমন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, তেমনই বালকেরা তখন আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের সমীপবর্তী হলেন। তখন বালকেরা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবীর! হে রাম! অমোঘ বিক্রম! যারা এই দাবানলে দগ্ধ হতে চলেছে এবং তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছে, দয়া করে তোমরা সেই সমস্ত ভক্তদের রক্ষা কর। কৃষ্ণ! তোমার নিজের সখাদের অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। হে সর্ব ধর্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছি এবং আমরা তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পিত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর সখাদের কাছ থেকে এরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, 'কেবল তোমাদের চোখ দুটি বন্ধ কর এবং ভয় পেয়ো না।' 'তাই হোক' উত্তর দিয়ে বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের নেত্রদ্বয় মুদিত করলেন। তখন সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নিকে পান করে সঙ্কট থেকে তাঁর সখাদের রক্ষা করলেন। গোপবালকেরা তাঁদের চক্ষু উন্মীলিত করে এবং বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁরা ও গাভীরা যে শুধু ভয়ঙ্কর দাবানল থেকেই রক্ষা পেয়েছেন তাই নয়, তাঁদের সকলকেই পুনরায় সেই ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট নিয়ে আসা হয়েছে। গোপবালকেরা যখন দেখলেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত তাঁর যোগশক্তির দ্বারা তাঁরা দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই একজন দেবতা। সায়াহ্নে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গাভীদের নিয়ে গৃহের দিকে ফিরে চললেন। তাঁর বাঁশিটি বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে, কৃষ্ণ তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপসখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে ফিরে এলেন। যেহেতু গোপীদের নিকট গোবিন্দের সঙ্গ ব্যতীত ক্ষণকালও শত যুগের মতো মনে হত, তাই তাঁকে গৃহে আসতে দেখে যুবতী গোপীগণ পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।"

বিংশতি অধ্যায়

বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর গোপবালকেরা বৃন্দাবনের স্ত্রীদের নিকট দাবানল থেকে তাঁদের উদ্ধার এবং প্রলম্বাসুর বধরূপ কৃষ্ণ ও বলরামের অদ্ভুত কর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। বৃদ্ধ গোপ ও বৃদ্ধা গোপীগণ এই বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবশ্যই মহান কোনও দেবতা হবেন যাঁরা বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছেন। তার পর সমস্ত প্রাণীর জীবন ও খাদ্য প্রদানকারী বর্ষা ঋতু শুরু হল। আকাশে গুড়গুড় মেঘগর্জন আর দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল। আকাশ তখন বিদ্যুৎ ও গর্জন সহ ঘন নীল মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আত্মা যেমন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেভাবেই আকাশ ও তার স্বাভাবিক জ্যোতি আচ্ছাদিত ছিল। সূর্য তার রশ্মি দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর জলরূপ ধন শোষণ করেছিল। এখন উপযুক্ত সময় এসেছে, সূর্য তার সেই

শুষ্কিত ধন মোচন করতে শুরু করল। বিদ্যুতের দ্বারা চমকিত হয়ে বিশাল মেঘরাশি কম্পিত এবং প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা চালিত হচ্ছিল। ঠিক কৃপাময় ব্যক্তির মতো মেঘরাশি এই পৃথিবীর সুখের জন্য তাদের জীবন দান করছিল। গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবী শীর্ণ হয়ে যান, কিন্তু বৃষ্টির দেবতার দ্বারা যখন সিক্ত হন, তখন তিনি পূর্ণরূপে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এভাবেই পৃথিবী এক ব্যক্তির মতো যাঁর দেহ এক জাগতিক উদ্দেশ্যে তপস্যার দ্বারা কৃশ হয়েছে, কিন্তু যিনি তাঁর তপস্যার ফল লাভ করার পর পুনরায় পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এই কলিযুগে পাপকর্মের প্রাধান্য হেতু নাস্তিক মতবাদগুলি যেভাবে বেদের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেভাবেই বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকারে নক্ষত্রসকল দীপ্তি না পেয়ে জোনাকি পোকারা দীপ্তি পেতে থাকে। ব্যাঙেরা সর্বক্ষণ নীরবে শায়িত ছিল, কিন্তু বর্ষার মেঘধ্বনি শ্রবণ করে হঠাৎই তারা ডাকতে শুরু করল, ঠিক যেভাবে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ নিঃশব্দে তাঁদের প্রাতঃকালীন কর্তব্য সম্পাদন করার পর শিক্ষকের আহ্বান শোনা মাত্রই তাঁদের পাঠ আবৃত্তি করতে শুরু করেন। যে সমস্ত ক্ষুদ্র নদীগুলি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, বর্ষা ঋতুর আগমনের সঙ্গে সেগুলি স্ফীত হতে শুরু করল এবং তার পরে ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মানুষের দেহ, সম্পত্তি ও অর্থ বিপথগামী হয়ে থাকে, তেমনই তাদের নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিপথগামী হয়েছিল। নবীন সতেজ ঘাস পৃথিবীকে পান্নার মতো সবুজ করে তুলেছিল, ইন্দ্রগোপ কীটেরা তাতে ঈষৎ লাল বর্ণ যোগ করেছিল এবং সাদা ব্যাঙের ছাতাগুলি আরও বর্ণ ও ছায়াচক্র সংযুক্ত করেছিল। এভাবেই পৃথিবীকে যেন হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ব্যক্তির মতো মনে হচ্ছিল। শস্য-সম্পদের দ্বারা মাঠগুলি কৃষকদের আনন্দ দান করেছিল। কিন্তু যারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে অত্যন্ত অভিমানী ছিল এবং কিভাবে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন তা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সমস্ত মাঠগুলি তাদের হৃদয়ে অনুতাপের সৃষ্টি করেছে। ভক্ত যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হবার মাধ্যমে সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনই জল ও স্থলের সমস্ত প্রাণীরা বর্ষার নতুন পতিত জলের সুযোগ গ্রহণ করার ফলে তাদের রূপ আকর্ষণীয় ও মনোরম হয়ে ওঠে। কামনার দ্বারা কলুষিত এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত অপরিণত যোগীর মন যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, ঠিক তেমনই নদীগুলি যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়, তখন তার তরঙ্গগুলি বায়ুবেগে প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানে মগ্নচিত্ত ভক্তগণ সমস্ত রকম বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও শান্ত থাকেন, তেমনই বর্ষাকালে পর্বতগুলি বারংবার বাদল মেঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মোটেও বিচলিত হল না। বর্ষা ঋতুতে, পরিষ্কৃত না হবার ফলে পথগুলি ঘাস ও জঞ্জালে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং পথ খুঁজে বার করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই পথগুলি ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের মতো, যেগুলি ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন না করার ফলে দূষিত হয়েছে এবং কালের প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। মেঘেরা যদিও সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি অস্থিরতার কারণে বিদ্যুৎ এক দল মেঘ থেকে আর এক দলে স্থানান্তরিত হত, ঠিক যেমন কামার্ত রমণীরা গুণবান পুরুষদের প্রতিও অবিশ্বাসী হয়। ইন্দ্রের বক্র ধনুক (রামধনু) যখন গর্জনধ্বনির গুণযুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তা সাধারণ ধনুকগুলির মতো ছিল না কারণ তা জ্যার উপর স্থাপিত ছিল না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান জড় গুণের পারস্পরিক ক্রিয়াজাত এই জগতে প্রকাশিত হলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো নন, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত থাকেন এবং সমস্ত জড় অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। বর্ষা ঋতুতে মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে চন্দ্র সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ মেঘেরা নিজেরাই চন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। তেমনই, অহঙ্কারে আচ্ছাদিত থাকার ফলে জড় জগতে জীবাত্মা সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ অহঙ্কার নিজেই শুদ্ধ আত্মার চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়। মেঘসমাগম দর্শন করে ময়ূরেরা উৎসব-মুখরিত হয়ে আনন্দে অভিনন্দন করতে করতে চিৎকার করতে লাগল, ঠিক যেমন সংসার জীবনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা তাদের গৃহে অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আগমনে আনন্দ অনুভব করে। বৃক্ষসকল ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পায়ের মাধ্যমে নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার

পর, তাদের নানা দেহগত রূপ প্রস্ফুটিত হল। তেমনই, তপশ্চর্যার ফলে যার দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েছে, সেই তপশ্চর্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত জড় বিষয়বস্তু উপভোগের পর সে পুনরায় তার স্বাস্থ্যকর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি প্রদর্শন করে। কলুষচিত্ত জড়বাদী মানুষেরা যেমন অনেক অশান্তি সত্ত্বেও সর্বদাই গৃহে বাস করে, তেমনই বর্ষাকালে তীরগুলি অশান্ত থাকা সত্ত্বেও সারসেরা সরোবর তীরে নিরন্তর বাস করতে লাগল। কলিযুগে নাস্তিকদের ভ্রান্ত মতবাদগুলি যেমন বৈদিক বিধি-নিষেধের সীমা ভঙ্গ করে, তেমনই ইন্দ্র যখন বর্ষণ করেন, তখন বন্যার জল কৃষিক্ষেত্রের জলসেচনের বাঁধগুলি ভঙ্গ করে দেয়। নরপতিগণ যেমন তাঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে নাগরিকদের জন্য দান প্রদান করেন, তেমনই বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের অমৃতময় জলধারা মুক্ত করতে লাগল।"

"বৃন্দাবনের বন যখন এভাবেই সুপক্ক খেজুর ও জম্বু ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন গাভী ও গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করলেন। গাভীগণ তাদের সমধিক স্তনভারে ধীরে গমন করছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আহ্বান মাত্রই তারা দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হল এবং তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত তাদের স্তনসমূহ ভিজে উঠেছিল। আনন্দপূর্ণ বনের আদিবাসী রমণীগণ, বৃক্ষসমূহ থেকে মধু ক্ষরণ এবং পর্বতের জলপ্রপাতগুলি ভগবান নিরীক্ষণ করলেন। সেই জলপ্রপাতগুলির উচ্চধ্বনি ইঙ্গিত করছিল যে, নিকটেই গুহা রয়েছে। যখন বৃষ্টি নামত, তখন ভগবান ক্রীড়া করার জন্য এবং ফল-মূল ভোজন করার জন্য কখনও কখনও গুহা অথবা একটি বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করতেন।"

"শ্রীসঙ্কর্ষণ এবং নিয়মিত ভোজনকারী গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ থেকে প্রেরিত দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। তাঁরা সকলে ভোজনের জন্য জলের সন্নিকটে একটি বড় শিলার উপর বসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত বৃষ, গোবৎস ও গাভীদের সবুজ ঘাসের উপর বসে চক্ষু মুদিত করে জাবর কাটতে দেখলেন এবং তিনি দেখলেন যে, গাভীরা তাদের স্তনভারে ক্লান্ত। এভাবেই সর্বকালের সুখজনক বৃন্দাবনের বর্ষাঋতুর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শন করে, ভগবান সেই ঋতুকে অভিনন্দিত করলেন, যা তাঁর নিজের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে বিস্তার লাভ করেছিল।"

"শ্রীরাম ও শ্রীকেশব যখন এভাবেই বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তখন শরৎ ঋতু সমাগত হল, যখন আকাশ মেঘমুক্ত, জল স্বচ্ছ ও বায়ু মৃদুমন্দ ছিল। ভগবৎ-ভক্তির পন্থার দ্বারা যেমন প্রত্যাবর্তনকারী পতিত যোগীদের মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই শরৎকালে পদ্ম ফুল পুনরায় উৎপত্তি হেতু বিভিন্ন জলরাশিও তাদের মূল শুদ্ধতা ফিরে পায়। শরৎকাল যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার করে, প্রাণীগণের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অবস্থা দূর করে, পৃথিবীর পঙ্কিলতা মুক্ত করে এবং জলের কলুষতা নির্মল করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পাদিত প্রেমময়ী সেবা চতুরাশ্রমীদের ব্যক্তিগত সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত করে। মেঘরাশি তাদের সর্বস্ব পরিত্যাগ করে শুদ্ধ উজ্জ্বলতা নিয়ে দীপ্তি পাচ্ছিল, ঠিক যেন সমস্ত জাগতিক বাসনা ত্যাগী শান্ত মুনিগণ সমস্ত পাপময় প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানামৃত প্রদান করেন এবং কখনও করেন না, তেমনই এই ঋতুতে পর্বতসকল কখনও তাদের শুদ্ধ জলধারা মোচন করছিল এবং কখনও করছিল না। মূঢ় সংসারী মানুষেরা অতিক্রান্ত দিনগুলির সঙ্গে কিভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় হচ্ছে তা যেমন দেখতে পারে না, তেমনই ক্রমশ ক্ষীয়মাণ জলে সন্তরণরত মৎস্যরা জলের ক্ষীয়মাণতার কথা একেবারেই জানতে পারে না। কৃপণ ও সংসার-জীবনে অতিশয় নিম্ন দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি যেমন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে, তেমনই অগভীর জলে সন্তরণশীল মৎস্যগুলিকেও শরৎকালীন সূর্যের তাপের দ্বারা কষ্টভোগ করতে হয়। ধীর মুনিগণ যেমন প্রকৃত আত্মা থেকে ভিন্ন জড় দেহ ও তার থেকে উপজাত অহং ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তেমনই বিভিন্ন স্থলভূমি ধীরে ধীরে তাদের পঙ্কিল অবস্থা পরিত্যাগ করেছিল এবং লতা-গুল্মসমূহ তাদের অপক্ক অবস্থা থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমস্ত জড় কার্যকলাপ

থেকে বিরত এবং বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ পরিত্যাগকারী কোনও মুনির মতোই শরতের আগমনে সমুদ্র ও সরোবরগুলি শব্দহীন এবং তাদের জল স্থির হয়ে যায়। যোগ অনুশীলনকারীরা যেভাবে বিক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তাঁদের বহির্মুখী চেতনাকে দমন করার জন্য তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন, ঠিক সেভাবেই কৃষকেরা ধানক্ষেতের জল যাতে বেরিয়ে না যায় বা ধরে রাখার জন্য মাটি দিয়ে দৃঢ় আল নির্মাণ করেছিল। আত্মজ্ঞান যেমন কোনও ব্যক্তির জড় দেহের সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখকষ্ট উপশম করে এবং শ্রীমুকুন্দ যেমন বৃন্দাবনের নারীগণের বিরহ জনিত ক্লেশ দূর করেন, ঠিক তেমনই শরৎকালের চন্দ্রও সমস্ত প্রাণীর সূর্যকিরণজনিত দুঃখকষ্টের উপশম করে। প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য অনুভবকারী মানুষের চিন্ময় চেতনার মতো মেঘমুক্ত ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তারকারাশির দ্বারা পরিপূর্ণ শরতের আকাশ উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল।"

"যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃষ্ণিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে উজ্জ্বলরূপে শোভিত হন, ঠিক তেমনই নক্ষত্ররাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভিত হচ্ছিল। পুষ্পে পরিপূর্ণ বন থেকে আগত নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর আলিঙ্গনের দ্বারা মানুষ তাদের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারা যাঁদের হৃদয় অপহৃত হয়েছে, সেই গোপীগণ তা পারেন না। শরৎকালের প্রভাবে গাভী, হরিণী, নারী ও দ্বীপপক্ষীরা ঋতুমতী হয়ে উঠলে যৌনসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ পতিগামিনী হয়েছিল, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আপনা হতেই সমস্ত মঙ্গলময় ফল লাভ হয়।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুদৃঢ় শাসকের উপস্থিতিতে দস্যু ব্যতীত আর সকলেই যেমন নির্ভয় হয়, ঠিক তেমনই শরৎকালীন সূর্যের উদয়ের ফলে রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদ ব্যতীত আর সকল পদ্ম ফুলই সুখে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। সমস্ত শহরে ও গ্রামে নতুন ফসলের প্রথম শস্যদানার সম্মান ও স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য মেনে অনুরূপ উৎসব সম্পাদন করে জনসাধারণ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই নবীন শস্যের দ্বারা সমৃদ্ধিশালিনী হয়ে এবং বিশেষ করে কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশরূপে পৃথিবী শোভিতা হয়েছিলেন। বৃষ্টিতে আবদ্ধ বণিক, মুনি, নৃপতি ও ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ অবশেষে বেরিয়ে এসে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি সংগ্রহ করেন, ঠিক যেমন এই জীবনে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, সঠিক সময় এলে জড় দেহ ত্যাগ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ রূপ লাভ করেন।"

একবিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এভাবেই বৃন্দাবনের অরণ্য শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং নির্মল সরোবরে উৎপন্ন পদ্ম ফুলের সুগন্ধযুক্ত বায়ুর দ্বারা সুশীতল হয়েছিল। অচ্যুত ভগবান তাঁর গাভী ও গোপবালক সখাদের সঙ্গে সেই বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বৃন্দাবনের সরোবর, নদী ও পর্বতসকল মত্ত ভ্রমর এবং পুষ্পিত বৃক্ষে বিচরণশীল পক্ষিকুলের ধ্বনিতে নিনাদিত ছিল। গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে মধুপতি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই বনে প্রবেশ করলেন এবং গোচারণকালে তাঁর বংশী বাজাতে শুরু করলেন।

অল্পবয়স্কা ব্রজনারীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন্, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।"

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই। যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা সংলগ্ন ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে! এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যার তীরে বাঁশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাস্তবিকই, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেণীবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়। তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।"

"হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভঙ্গ হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করছে। বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন ঈষৎ লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে গুণান্বিত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।"

"ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চরণা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র। এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন্, সূর্যোদয় কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা ঘসা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। 'হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।'—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং 'নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক' এই ভাবনায় ধ্যানস্থ হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।"

"একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

অল্পবয়স্কা ব্রজনারীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন্, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।"

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই। যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা সংলগ্ন ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে! এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যার তীরে বাঁশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাস্তবিকই, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেণীবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়। তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।"

"হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভঙ্গ হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করছে। বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন ঈষৎ লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে গুণান্বিত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।"

"ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চারণা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র। এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন্, সূর্যোদয় কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা ঘসা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। 'হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।'—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং 'নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক' এই ভাবনায় ধ্যানস্থ হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।"

"একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীরা কি করছিলেন সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, আর তাই তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণতার ফল দানের উদ্দেশ্যে তাঁর অল্পবয়স্ক সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে আগমন করলেন। কুমারীগণের বসনসমূহ নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একটি কদম্ব বৃক্ষের মাথায় আরোহণ করলেন। তার পর, তিনি উচ্চস্বরে হাসতে থাকলে, তাঁর সঙ্গীগণও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে কুমারীগণের উদ্দেশ্যে বললেন—হে কুমারীগণ, তোমরা প্রত্যেকে এখানে এসে ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের বসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তোমরা ক্লান্ত, তাই আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পরিহাস করছি না। আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি এবং এই বালকেরা তা জানে। অতএব, হে সুমধ্যমা কুমারীগণ, অনুগ্রহ করে হয় একে একে অথবা সকলে একত্রে এগিয়ে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি তুলে নাও।"

"কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কিভাবে পরিহাস করছেন তা দর্শন করে, গোপীগণ পূর্ণরূপে তাঁর প্রেমে নিমগ্না হলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাঁরা সলজ্জভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা জল থেকে নির্গত হলেন না। শ্রীগোবিন্দ এভাবেই গোপীদের বলতে থাকলে, তাঁর পরিহাস বচন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করেছিল। শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হয়ে তাঁরা কাঁপতে শুরু করলেন। এভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন—হে কৃষ্ণ, অন্যায় করো না! আমরা জানি যে, তুমি নন্দের মাননীয় পুত্র এবং ব্রজের সকলেই তোমাকে সম্মান করে। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়। অনুগ্রহ করে আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই শীতল জলে আমরা কম্পিত হচ্ছি। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী এবং তুমি যা বলবে তা অবশ্যই করব। কিন্তু আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। ধর্মীয় নীতিগুলি কি তা তুমি অবগত এবং যদি তুমি বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আমরা রাজাকে বলে দেব। অনুগ্রহ কর।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"তোমরা কুমারীগণ যদি প্রকৃতই আমার দাসী হয়ে থাক এবং আমি যা বলব তা যদি তোমরা সত্যিই কর, তা হলে তোমাদের সরল হাসি নিয়ে এখানে এস আর প্রত্যেক কুমারী তার নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি যা বলছি তা যদি তোমরা না কর, তা হলে তোমাদের আমি তা ফেরত দেব না। আর রাজা যদি ক্রুদ্ধও হন, তিনি কি করতে পারেন?"

"তারপর, ক্লেশদায়ক শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুমারীগণ তাঁদের হাত দিয়ে তাঁদের গোপন-অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে উঠে এলেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন লজ্জাহত গোপীগণকে দর্শন করলেন, তখন তিনি তাঁদের শুদ্ধ প্রেমভাবের দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বস্ত্রসমূহ নিজের স্কন্ধে স্থাপন করে, ভগবান মৃদু হেসে প্রীতি সহকারে তাঁদের বললেন—তোমরা কুমারীগণ ব্রতপালন কালে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ এবং সেটি নিঃসন্দেহে দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ। তোমাদের পাপের প্রতিকারের জন্য তোমাদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে তোমাদের প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তারপর তোমরা তোমাদের অধোবসন ফিরিয়ে নাও।"

"এভাবেই বৃন্দাবনের অল্পবয়স্ক কুমারীগণ ভগবান অচ্যুত তাঁদের যা বলেছেন তা বিবেচনা করে স্বীকার করলেন যে, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান করার ফলে তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের ব্রত সাফল্যজনক ভাবে শেষ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত পুণ্যকর্মের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, তাই তাঁদের সমস্ত পাপ পরিমার্জনের জন্য তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের ঐভাবে প্রণত হতে দেখে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীনন্দন তাঁদের প্রতি করুণা অনুভব করে এবং তাঁদের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।"

"যদিও গোপীরা সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিতা হয়েছিলেন, তাঁদের লজ্জা থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন এবং খেলার পুতুলের মতো আচরণ করেছিলেন এবং যদিও তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছিল, তবুও তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাবাপন্ন হননি। বরং, তাঁদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগ লাভ করে তাঁরা কেবল আনন্দিত হয়েছিলেন। গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের

সঙ্গ করার ফলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বারা তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বস্ত্রসমূহ পরিধান করার পরেও তাঁরা চলতে পারলেন না। তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।"

"গোপীদের কঠোর ব্রত পালনের সঙ্কল্প পরমেশ্বর ভগবান অবগত ছিলেন। ভগবান আরও অবগত ছিলেন যে, কুমারীরা তাঁর পাদদ্বয় স্পর্শ করার জন্য কামনা করেন, আর তাই ভগবান দামোদর কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—হে সাধ্বী কুমারীগণ, এই ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমাকে অর্চনা করা, সেটি আমি জানি। তোমাদের সেই উদ্দেশ্যটি আমার দ্বারা অনুমোদিত এবং অবশ্যই সেটি সত্য হবে। যাঁদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট তাঁদের বাসনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জাগতিক কামের দিকে চালিত হয় না, ঠিক যেমন ভাজা ও রান্না করা যবের দানাগুলি থেকে আর নতুন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। হে কুমারীগণ, এখন তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গের মাধ্যমে তোমরা আগামী রজনীগুলি উপভোগ করবে। হে সতীগণ, মোটের উপর তোমাদের দেবী কাত্যায়নীর পূজাব্রত পালনের এই উদ্দেশ্য ছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, পূর্ণকামা কুমারীগণ সর্বক্ষণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান করতে করতে অতি কষ্টে নিজেরা ব্রজে ফিরে গেলেন। কিছুকাল পরে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বেশ দূরে গমন করলেন। সূর্যের উত্তাপ যখন তীব্র হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, বৃক্ষগুলি তাঁকে ছায়া প্রদান করে ছত্রের মতো আচরণ করছে এবং তাই তিনি তাঁর বালকসখাদের এভাবে বললেন—হে স্তোককৃষ্ণ ও অংশু, হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন, হে বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ, এই মহা সৌভাগ্যবান বৃক্ষসমূহ দর্শন কর, যাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। এমন কি বায়ু, বর্ষা, তাপ ও তুষার সহ্য করেও তারা এই সমস্ত উপাদান থেকে আমাদের রক্ষা করছে। দেখ, কিভাবে এই বৃক্ষগুলি প্রতিটি জীবকে পোষণ করছে! তাদের জন্ম সফল। তাদের আচরণ ঠিক মহাপুরুষের মতো, কারণ তাদের কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। এই বৃক্ষগুলি তাদের পত্র, পুষ্প ও ফলের দ্বারা, তাদের ছায়া, মূল, বল্কল ও কাঠের দ্বারা এবং তা ছাড়া তাদের গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে। জীবন, মন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের উপকারের জন্য কল্যাণমূলক কার্যের অনুষ্ঠান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। এভাবেই নবপল্লব, ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহের প্রাচুর্যের দ্বারা অবনত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় উপস্থিত হলেন। গোপবালকেরা যমুনার স্বচ্ছ, শীতল ও স্বাস্থ্যকর জল গাভীদের পান করালেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপবালকেরা নিজেরাও পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সেই সুস্বাদযুক্ত জল পান করলেন। তার পর হে রাজন্, যমুনার সমীপবর্তী উপবনে গোপবালকেরা যেমন ইচ্ছা পশুচারণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা ক্ষুধায় পীড়িত হলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে এসে তাই বলেছিলেন।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ

গোপবালকেরা বললেন—"হে রাম, রাম, মহাবাহো! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় পীড়িত এবং এর জন্য তোমাদের কিছু করা উচিত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপবালকদের দ্বারা এভাবেই প্রার্থিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীসুত তাঁর কতিপয় ভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে এভাবে বললেন—'বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায় যেখানে এখন আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, অনুগ্রহ করে তোমরা সেই যজ্ঞস্থলে যাও। হে প্রিয় গোপবালকগণ, তোমরা যখন সেখানে গমন করবে, তখন কিছু অন্ন প্রার্থনা করবে মাত্র। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমেশ্বর ভগবান বলরাম এবং আমারও নাম জ্ঞাপন করে বর্ণনা করবে যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকেই গিয়েছ।' পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, গোপবালকেরা সেখানে গমন করে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের সামনে বিনীতভাবে করজোড়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তার পর ভূমিতে পতিত হয়ে সম্মান জানালেন।"

"হে ভূদেবগণ, আমাদের কথা শ্রবণ করুন। আমরা গোপবালকেরা কৃষ্ণের নির্দেশ পালন করছি এবং আমরা এখানে বলরামের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। আমরা আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। অনুগ্রহ করে আমাদের উপস্থিতি স্বীকার করুন। অদূরেই শ্রীরাম ও শ্রীঅচ্যুত তাঁদের গোচারণ করছেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং চাইছেন যে, আপনারা তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞগণ, আপনাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে, তা হলে তাঁদের কিছু অন্ন দান করুন। যজ্ঞ অনুষ্ঠাতার দীক্ষাগ্রহণ ও প্রকৃত পশুবলির মধ্যবর্তী সময় ব্যতীত, হে শুদ্ধতম ব্রাহ্মণগণ, অন্তত সৌত্রামণি ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণকারীর অন্নগ্রহণও দূষণীয় নয়।"

"ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তবু তাঁরা তাতে কর্ণপাত করলেন না। বস্তুত, তাঁরা ক্ষুদ্র বাসনাযুক্ত ছিলেন এবং শ্রমসাধ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেদের বৈদিক জ্ঞানে উন্নত মনে করতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অনভিজ্ঞ মূর্খ। যদিও যজ্ঞানুষ্ঠানের সকল উপাদান—স্থান, কাল, চরু, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, নৈবেদ্য এবং অদৃশ্য লাভজনক ফল—সমস্ত কিছুই যাঁর ঐশ্বর্যের রূপ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিকৃত বুদ্ধির কারণে একজন সাধারণ মনুষ্যরূপেই দর্শন করলেন। তিনি যে পরমতত্ত্ব, প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধারণত উপলব্ধি করা যায় না, তা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁদের দেহাভিমান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করেননি। ব্রাহ্মণগণ যখন সহজ উত্তর হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না, হে শত্রুদমনকারী [পরীক্ষিৎ], তখন গোপবালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণ ও রামের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁদের কাছে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর কেবল হাসলেন। তার পর তিনি পুনরায় গোপবালকদের উদ্দেশ করে এই জগতে মানুষদের করণীয় পন্থা তাঁদের প্রদর্শন করে বললেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলবে যে, শ্রীসঙ্কর্ষণের সঙ্গে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাঁরা অবশ্যই তোমরা যত চাও তত অন্ন তোমাদের প্রদান করবেন, কারণ তাঁরা আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং বাস্তবিকপক্ষে, তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাঁরা কেবল আমাতে অবস্থান করছে।" ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যেখানে অবস্থান করছিলেন, গোপবালকগণ তখন সেই গৃহে গমন করলেন। সেখানে বালকেরা সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত হয়ে সেই সাধ্বী স্ত্রীগণকে বসে থাকতে দেখলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, বালকেরা বিনীতভাবে তাঁদের বললেন 'হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ, আপনাদের প্রতি প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আমাদের কথা শ্রবণ করুন। অনতিদূরে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছি। গোচারণ করতে করতে তিনি গোপবালকগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছেন। এখন তিনি ক্ষুধার্ত, তাই তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য কিছু অন্ন প্রদান করুন।' "

"ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন, কারণ তাঁর বিবরণের দ্বারা তাঁদের মন উল্লসিত হয়েছিল। এভাবেই তাঁর আগমনের কথা শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নদীগুলি যেমন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, সেভাবেই বৃহৎ ভোজন পাত্রগুলিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে, সকল স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণের ফলে তাঁদের চিত্ত আসক্ত হওয়ায়, তাঁদের পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কৃষ্ণ-সন্দর্শনের আশা জয়ী হয়েছিল। যমুনা নদীর সংলগ্ন অশোক বৃক্ষের নবপল্লব সুশোভিত উপবনে গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ বিচরণশীল তাঁকে তাঁরা দর্শন করলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল শ্যাম এবং বসন ছিল পীত। শিখিপুচ্ছ, বর্ণময় ধাতু, পল্লব এবং বনমালা ও পত্রসকল ধারণ করে তিনি নটবরের মতো সজ্জিত ছিলেন। তিনি এক হাত তাঁর সখার স্কন্ধে স্থাপন করে, অন্য হাত দিয়ে একটি পদ্ম সঞ্চালন করছিলেন। তাঁর কর্ণদ্বয়ে উৎপল শোভা পাচ্ছিল, তাঁর কপোলে কেশদাম ঝুলছিল এবং তাঁর মুখপদ্ম মৃদু হাস্যযুক্ত ছিল। হে নরেন্দ্র, দীর্ঘকাল যাবৎ সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা তাঁদের কর্ণদ্বয়ের ভূষণস্বরূপ হয়েছিল। বাস্তবিকই, তাঁদের মন সর্বদাই তাঁর প্রতি নিমগ্ন থাকত। তাঁদের নয়নের রন্ধ্রপথে এখন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁকে প্রবেশ করিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গন করেছিলেন। অবশেষে এভাবেই তাঁদের বিরহের সন্তাপ তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন মুনিগণ তাঁদের অন্তর্চেতনাকে আলিঙ্গনের দ্বারা মিথ্যা অহঙ্কারের উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করেন।"

"কিভাবে সমস্ত জাগতিক আশা পরিত্যাগ করে কেবল তাঁকে দর্শনের জন্য সেই স্ত্রীগণ সেখানে এসেছিলেন, সমস্ত প্রাণীর চিন্তাধারার সাক্ষীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সহাস্য বদনে তাঁদের এভাবে বললেন—হে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ, স্বাগত। উপবেশন করে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? আমাকে দর্শন করতে তোমরা যে এখানে এসেছ তা উপযুক্তই হয়েছে। যাঁরা নিজেদের প্রকৃতই স্বার্থ দর্শন করতে পারেন, নিঃসন্দেহে সেই দক্ষ ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি সম্পাদন করে থাকেন, কারণ আমি আত্মার অত্যন্ত প্রিয়। কেবলমাত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, স্ত্রী, সন্তান, ধন ইত্যাদি প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব কারও নিজের আত্মার চেয়ে আর কি বস্তু সম্ভবত অধিকতর প্রিয় হতে পারে? তাই তোমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরে যাওয়া উচিত, কারণ তোমাদের জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পতিগণ গৃহস্থ এবং তাঁদের নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য তোমাদের সহায়তা প্রয়োজন।"

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উত্তর করলেন—"হে সর্বশক্তিমান, অনুগ্রহ করে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলবেন না। বরং, আপনি যে সর্বদাই দয়া করে আপনার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে থাকেন, সেই প্রতিজ্ঞা আপনার পূরণ করা উচিত। এখন আমরা আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কেবলমাত্র এখানে এই অরণ্যে অবস্থান করতে ইচ্ছা করি যাতে আমরা আমাদের মস্তকে আপনার পাদপদ্মে অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত তুলসীমালাটি বহন করতে পারি। আমরা সমস্ত রকম জাগতিক সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমাদের পতি, পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ আমাদের আর ফিরিয়ে নেবে না, তা হলে অন্য কে আর আমাদের আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হবে? অতএব, হে অরিন্দম, যেহেতু আমরা আপনার চরণকমলে পতিত হয়েছি এবং আমাদের অন্য আর কোনও গতি নেই, দয়া করে আমাদের বাসনা অনুমোদন করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—"তোমাদের পতিগণ এমন কি তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য

আত্মীয়স্বজন বা সাধারণ মানুষজন তোমাদের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন হবে না, নিশ্চিত থেক। আমি নিজেই এই অবস্থাটি সম্বন্ধে তাদের উপদেশ প্রদান করব। অবশ্য, দেবতারাও তাঁদের অনুমোদন ব্যক্ত করবেন। আমার দৈহিক সাহচর্যে তোমাদের মর্যাদা অবশ্যই এই জগতের মানুষদের সন্তুষ্ট করবে না, আমার প্রতি প্রেম বিকশিত করার জন্য তোমাদের পক্ষে এটি শ্রেষ্ঠ পন্থাও নয়। বরং, আমার প্রতি তোমাদের মন নিবিষ্ট কর, তা হলে অতি শীঘ্রই তোমরা আমাকে লাভ করবে। আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, আমার বিগ্রহরূপ দর্শন, আমাকে ধ্যান ও আমার নাম ও গুণমহিমা কীর্তনের ফলে আমার প্রতি যে প্রেম বিকশিত হয়, তা আমার সন্নিকটে অবস্থানের দ্বারা হয় না। অতএব তোমাদের গৃহে ফিরে যাও।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এভাবেই আদিষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যজ্ঞস্থলে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্ত্রীদের কোনরূপ দোষ দেখতে পেলেন না এবং পত্নীদের সঙ্গে তাঁরা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। সেখানে একজন স্ত্রী তাঁর পতির দ্বারা বলপূর্বক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যখন অন্যদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে তাঁকে আলিঙ্গন করে জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনস্বরূপ তাঁর জড় দেহটি পরিত্যাগ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সেই চতুর্বিধ অন্নের দ্বারা গোপবালকদের ভোজন করালেন। তার পর সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং সেই অন্ন ভোজন করলেন। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদনের জন্য মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে মানব-সমাজের আচরণ অনুকরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্য, বচন ও কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর গাভী, গোপসখা ও গোপবালিকাদের সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।"

"তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের চেতনা ফিরে পেয়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, "আমরা পাপ করেছি, কারণ আমরা জগতের দুই ঈশ্বরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছি, যাঁরা ছলনা করে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পত্নীদের শুদ্ধ, অপ্রাকৃত ভক্তি লক্ষ্য করে এবং নিজেদের ভক্তিহীন দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অনুতাপ বোধ করে নিজেদের নিন্দা করতে লাগলেন। আমাদের ত্রিবিধ জন্ম, আমাদের ব্রহ্মচর্যের ব্রত ও আমাদের বিস্তৃত জ্ঞানে ধিক! ধিক আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিচয় এবং যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষতায়! এই সমস্ত কিছুই ধিক কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ ছিলাম। পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি নিশ্চিতভাবে যোগীদেরও মোহিত করে, তা হলে আমাদের আর কি বলার আছে। ব্রাহ্মণরূপে আমাদের সকল শ্রেণীর মানুষের পারমার্থিক আচার্য বলে মনে করা হয়, তবুও আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধেই আমরা মোহিত হয়েছি। দেখ, এই রমণীগণ সমগ্র জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অসীম প্রেম বিকশিত করেছেন। এই প্রেম তাঁদের সেই মৃত্যুবন্ধন—পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁদের আসক্তি ছিন্ন করেছে। এই নারীগণের কখনও উপনয়নাদি সংস্কার হয়নি, তারা ব্রহ্মচারীরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করেনি, তারা কোনও তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করেনি, তারা আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেনি, শৌচাচার অথবা পুণ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও যুক্ত নয়, তবুও উত্তমশ্লোক ও যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের দৃঢ় ভক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেও ভগবানের প্রতি আমাদের এরূপ ভক্তি নেই। বাস্তবিকই, আমরা গৃহ সংক্রান্ত বিষয়ে মোহিত থাকার ফলে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছি। কিন্তু এখন দেখুন এই সরল গোপবালকদের বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে ভগবান প্রকৃত সজ্জনগণের পরম গতি আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। অন্যথায়, যাঁর প্রতিটি বাসনা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয় এবং যিনি মুক্তি ও অন্য সমস্ত আশীর্বাদসমূহের বিধাতা সেই পরম নিয়ন্তা কেন তাঁর দ্বারা সকল সময়ে নিয়ন্ত্রিত আমাদের সঙ্গে ছলনা করবেন? তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শের আশায়, অন্য সকলকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর গর্ব ও চাঞ্চল্য পরিহার করে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর কেবল তাঁরই উপাসনা করেন। আর সেই তিনি প্রার্থনা করছেন তা প্রত্যেকের কাছে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।"

"পবিত্র স্থান, কাল, বিবিধ দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র, নির্দেশিত আচারসমূহ, পুরোহিত, যজ্ঞাগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞের নৈবেদ্য ও প্রাপ্ত পুণ্য-ফলসমূহ—যজ্ঞের সমস্ত কিছুই কেবল তাঁর ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। যদিও আমরা শ্রবণ করেছি যে, সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তবু আমরা এতই মূঢ় ছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং তিনি তা আমরা চিনতে পারিনি।"

"আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই মোহগ্রস্ত হয় না, বরং আমরাই তাঁর মায়াশক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে, কেবলমাত্র সকাম কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি। আমরা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত ছিলাম, তাই আদিপুরুষ ভগবানরূপে তাঁর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখন আমরা আশা করি, কৃপা করে তিনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। এভাবেই কৃষ্ণকে অবহেলার দ্বারা কৃত পাপ স্মরণ করে, তাঁকে দর্শনের জন্য তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। কিন্তু রাজা কংসের ভয়ে তাঁরা ব্রজে গমন করতে সাহস করলেন না।"

❁ ❁ ❁

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

গিরি-গোবর্ধন পূজা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর ভ্রাতা বলদেবের সঙ্গে সেই স্থানে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, গোপগণ ব্যস্তভাবে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করছেন। সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপদের কাছে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করলেন। হে পিতা, এই যে আপনাদের বিশাল উদ্যোগ কিসের জন্য তা দয়া করে আমার নিকট বর্ণনা করুন। কি উদ্দেশ্যে তা সাধিত হচ্ছে? এটি যদি একটি ধর্মীয় যজ্ঞ হয়, তা হলে কার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে এবং কি উপায়ে তা সম্পন্ন হতে চলেছে? হে পিতা, দয়া করে আমাকে এই বিষয়ে বলুন। তা জানার জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তা শুনতে প্রস্তুত। সাধুগণ যাঁরা অন্য সকলকে নিজেদের সমকক্ষ দর্শন করেন, যাঁদের 'আমার' বা 'অন্যের' এরূপ ধারণা নেই এবং যাঁরা কে মিত্র, কে শত্রু আর কে উদাসীন তা বিবেচনা করেন না, তাঁরা নিঃসন্দেহে কোনও কিছুই গোপন রাখেন না। যে নিরপেক্ষ, তাকে শত্রুর মতো বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু নিজমতাবলম্বীকে মিত্ররূপে বিবেচনা করা উচিত। এই জগতের মানুষেরা যখন কর্মানুষ্ঠান করে, তখন কখনও কখনও তারা জানে যে, তারা কি করছে এবং কখনও-বা তা জানে না। যারা জানে যে, তারা কি করছে, তারা কর্মের সাফল্য লাভ করে, কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা তা পায় না। আপনাদের এই ধর্মীয় আচারগত উদ্যোগ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার কাছে বর্ণনা করা উচিত। এই অনুষ্ঠানটি কি শাস্ত্রীয় নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা সাধারণ সমাজের একটি প্রথা মাত্র?"

নন্দ মহারাজ বললেন—"ভগবান ইন্দ্র বৃষ্টির নিয়ন্তা। মেঘসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির জল সরবরাহ করে, যা সমস্ত প্রাণীর প্রতি তৃপ্তি ও জীবনদায়ী শক্তি প্রদান করে থাকে। হে বৎস, কেবল আমরাই নই, অন্যান্য বহু মানুষও বৃষ্টি প্রদানকারী মেঘেদের পতি ও ঈশ্বরস্বরূপ তাঁকে পূজা করে থাকে। আমরা তাঁরই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য পূজার দ্রব্য তাঁকে নিবেদন করে থাকি। ইন্দ্রের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ গ্রহণের দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ

সম্পাদন করে। এভাবেই ভগবান ইন্দ্রই উদ্যমী মানুষের সকাম কর্মফলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। এই ধর্মীয় নীতি নির্ভরযোগ্য পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা লোভবশত তা পরিত্যাগ করে, তারা নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) যখন তাঁর পিতা নন্দ ও অন্যান্য বয়স্ক ব্রজবাসীগণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"জীব কর্ম প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্মের দ্বারাই কেবল সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়। তার সুখ, দুঃখ, ভয় এবং নিরাপত্তা-বোধ সব কিছুই কর্মের ফলরূপে উৎপন্ন হয়। অপরের কর্মফল প্রদাতা কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন (অনুমান হয়), তা হলে তাঁকেও অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হোক, কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে কর্মফল প্রদান করার কোনও প্রশ্নই থাকে না। এই জগতে জীবেরা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু মানুষদের স্বভাবজাত ভাগ্য ইন্দ্র কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না, তা হলে মানুষ কেন তাঁকে পূজা করবে? প্রত্যেকেই তার নিজ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ সহ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত। যেহেতু কর্মই বদ্ধ জীবের বিভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর জড় দেহসমূহ গ্রহণ ও ত্যাগের কারণ, তাই এই কর্মই তার শত্রু, মিত্র, উদাসীন সাক্ষী, তার গুরু ও নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর। সুতরাং আন্তরিকভাবে কর্মেরই পূজা করা উচিত। মানুষের উচিত তার স্বভাবগত অবস্থায় অবস্থান করে তার নিজের কর্তব্য অনুষ্ঠান করা। বাস্তবিকই, যার দ্বারা আমরা ভালভাবে জীবন ধারণ করতে পারি, সেটিই আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। যদি কোনও বস্তু বাস্তবিকই আমাদের জীবন প্রতিপালন করে, কিন্তু আমরা যদি অন্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে আমরা কিভাবে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব? আমরা তখন এক অসতী স্ত্রীলোকের মতো হয়ে যাব, যে তার উপপতির সঙ্গে থেকে কখনও কোনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাঁর জীবন বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সুরক্ষার দ্বারা, বৈশ্য ব্যবসার দ্বারা এবং শূদ্র উচ্চ, দ্বিজ শ্রেণীবর্গের সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করেন। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও সুদের কারবার—এই চারটি বৈশ্যদের উপজীবিকা। তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়রূপে আমরা সর্বদাই গোরক্ষাতেই নিয়োজিত থাকি।"

"সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বিশেষত, রজোগুণ এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সর্বত্র তাদের বারি বর্ষণ করে এবং এই বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীব তাদের জীবন ধারণ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ইন্দ্রের আর কিই বা করার আছে?"

"হে পিতা, আমাদের বাসস্থান নগরে, জনপদে বা গ্রামে নয়। বনবাসী হবার ফলে, আমরা সর্বদাই বনে ও পাহাড়েই বাস করি। সুতরাং গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের সন্তুষ্টির জন্য একটি যজ্ঞ শুরু করা যেতে পারে। ইন্দ্রের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহের দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোক। পায়সান্ন থেকে শুরু করে সবজির সূপ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ভক্ষ্য সামগ্রীসকল পাক করা হোক। নানা রকমের ভাজা ও সেঁকা উভয়বিধ শৌখিন পিঠা তৈরি করা উচিত। আর প্রাপ্য দুগ্ধজাত সমস্ত দ্রব্যাদি এই যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করা উচিত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে যজ্ঞাগ্নিতে আবাহন করুন। তার পর সেই ব্রাহ্মণগণকে আপনি উত্তমরূপে পাক করা ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করান এবং গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী তাঁদের দক্ষিণাস্বরূপ দান করুন। কুকুর ও চণ্ডালের মতো পতিত জনসহ প্রত্যেককে যথাযথ ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করার পর, আপনি গাভীদের তৃণ দান করুন এবং তার পর গিরি-গোবর্ধনকে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করুন। প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর, আপনারা সকলে সুন্দরভাবে অলঙ্কার ও বসনে সজ্জিত হয়ে, দেহকে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করুন এবং তার পর গাভী, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞাগ্নি ও গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করুন। হে পিতা, এটিই আমার মত এবং যদি তা আপনার রুচিকর হয়, তা হলে

আপনি এর অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই প্রকার যজ্ঞ গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধন এবং আমারও অতি প্রিয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্বয়ং শক্তিশালী কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মিথ্যা গর্ব চূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। যখন নন্দ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা তা যথাযথরূপে গ্রহণ করলেন। গোপ-সম্প্রদায় তখন মধুসূদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত কিছুই করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করালেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা গাভীগুলিকেও তৃণ দান করেছিলেন। তার পর গাভী, বলদ ও গোবৎসদের তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন। সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত গোপীগণ যখন বৃষবাহিত শকটে আরোহণ করে অনুগমন করছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা গান করছিলেন এবং তাঁদের গান ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল। গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ তখন এক অদ্ভুতপূর্ব বিশাল রূপ ধারণ করলেন। 'আমিই গিরি-গোবর্ধন' ঘোষণা করে, তিনি প্রচুর পূজার্ঘ্য ভক্ষণ করলেন। ব্রজবাসীগণের সঙ্গে একত্রে ভগবান গিরি-গোবর্ধনের এই রূপের প্রতি প্রণত হলেন, এভাবেই বস্তুত নিজেকেই প্রণাম নিবেদন করলেন। তার পর তিনি বললেন, 'দেখ, কিভাবে এই পর্বত মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করছেন!' 'এই গোবর্ধন পর্বত ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও রূপ ধারণ করে তাঁকে অবজ্ঞাকারী যে কোনও বনবাসীগণকে হত্যা করবে। অতএব আমাদের ও আমাদের গাভীদের সুরক্ষার জন্য তাঁকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।" ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এভাবেই গিরি-গোবর্ধন, গাভী ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন করে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের গ্রাম ব্রজে ফিরে গেলেন।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর যজ্ঞ বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণকারী নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপগণের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাংবর্তক নামক বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। নিজেকে পরম নিয়ন্তা কল্পনা করে, তিনি বলতে লাগলেন—দেখ, এই গোপগণ বনে বাস করে কিভাবে তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা অত্যন্ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছে! তারা একটি সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছে এবং এভাবেই তারা দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেছে। তাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ঠিক যেন মানুষদের মূর্খ প্রচেষ্টার মতো যারা আত্ম সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে নৌকা সদৃশ সকাম, ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে ভবসমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে। যে নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু যে কেবলমাত্র একটি মূর্খ, উদ্ধত ও বাচাল শিশু, সেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে এই গোপগণ আমার প্রতি প্রতিকূলভাবে আচরণ করেছে।"

"[ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে রাজা ইন্দ্র বললেন—] এই মানুষদের ঐশ্বর্য গর্বের দ্বারা তাদের মত্ত করে তুলেছে এবং তাদের এই ঔদ্ধত্য কৃষ্ণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এখন যাও, তাদের অহঙ্কার দূর কর এবং তাদের

পশুগুলিকে বিনাশ কর। নন্দ মহারাজের গোষ্ঠ ধ্বংস করবার জন্য আমিও আমার ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহা বেগশালী মরুদ্‌গণের সঙ্গে তোমাদের অনুগমন করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রের আদেশে জগৎ ধ্বংসকারী মেঘরাশি অসময়ে তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে গমন করল। সেখানে তারা শক্তিশালী প্রচণ্ড বারিবর্ষণ দ্বারা অধিবাসীদের উপর উৎপীড়ন করতে শুরু করল। বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত ও বজ্রের দ্বারা গর্জনশীল মেঘরাশি ভয়ঙ্কর মরুদ্‌গণের দ্বারা সম্মুখে চালিত হয়ে, সজোরে শিলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। বৃহদায়তন স্তম্ভের ন্যায় স্থূলরূপে মেঘরাশি বারিধারা বর্ষণ করতে থাকলে, পৃথিবী প্লাবনে জলমগ্ন হল এবং নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানকে আর পৃথক করা গেল না। অত্যধিক বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে গাভী ও অন্যান্য পশুগণ এবং শীতের দ্বারা পীড়িত হয়ে গোপ ও গোপীগণ সকলে আশ্রয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের নিকটে গমন করলেন। অত্যধিক বারিবর্ষণের দ্বারা পীড়িত ও কম্পিত হয়ে এবং তাদের নিজের দেহ দ্বারা তাদের মস্তক ও বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গাভীগণ পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হল।"

গোপ ও গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললেন—"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহা সৌভাগ্যশালী, অনুগ্রহ করে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে গাভীদের রক্ষা করুন। হে প্রভু, আপনি ভক্তবৎসল। দয়া করে আমাদেরও রক্ষা করুন।"

"তাঁর গোকুলের অধিবাসীবৃন্দকে শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ুর প্রচণ্ড আক্রমণে বাস্তবিকই অচেতন দর্শন করে, পরমেশ্বর ভগবান হরি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, এটি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কাজ। যেহেতু আমরা তাঁর যজ্ঞ বন্ধ করেছি, প্রবল বায়ু ও শিলা সহযোগে ইন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর এই অকাল বারিবর্ষণ করছেন। আমার যোগশক্তির দ্বারা আমি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট এই উপদ্রবের প্রতিকার করব। ইন্দ্রের মতো দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্য গর্বিত এবং মূঢ়তাবশত তাঁরা মিথ্যাভাবে নিজেদের জগদীশ্বর বিবেচনা করছে। আমি এখন এই প্রকার অজ্ঞতা বিনাশ করব। যেহেতু দেবতারা সত্ত্বগুণযুক্ত, নিজেকে ঈশ্বররূপে অভিমান করা তাঁদের অবশ্যই সঙ্গত নয়। আমি যখন সত্ত্বগুণবিহীন তাঁদের মিথ্যা সম্মান ভঙ্গ করি, তখন আমার উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাঁদের শান্তি প্রদান করা। যেহেতু আমি তাদের আশ্রয়, আমি তাদের নাথ এবং বস্তুত তারা আমার নিজের পরিবার-স্বরূপ, সুতরাং আমি অবশ্যই আমার অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা গোপ-সম্প্রদায়কে রক্ষা করব। যাই হোক, আমি আমার ভক্তকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছি। এই কথা বলে, স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করে, একটি বালক যেভাবে অনায়াসে ছাতার মতো গাছ ধারণ করে, ঠিক সেভাবেই তাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করলেন।"

ভগবান তখন গোপসমাজকে বললেন—"হে মাতা, হে পিতা, হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে এখন তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে এই পর্বতের নীচে আসতে পার। এই পর্বত আমার হাত থেকে পতিত হবে তোমাদের এই রকম ভয় করা উচিত নয়। আর বায়ু ও বর্ষণের জন্যও ভীত হয়ো না, কারণ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত উৎপীড়ন থেকে তোমাদের পরিত্রাণের আয়োজন করা হয়েছে। কৃষ্ণের দ্বারা তাঁদের মন এভাবেই আশ্বস্ত হয়ে, তাঁরা সকলে পাহাড়ের নীচে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং তাঁদের গাভীসকল, শকটসমূহ, ভৃত্য ও পুরোহিতগণ এবং সেই সঙ্গে গোপ-সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা পেলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সরিয়ে রেখে, শ্রীকৃষ্ণ সাতদিন ধরে পর্বতকে ধারণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ব্রজবাসীরা তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন।"

"ইন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগশক্তির প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁর মিথ্যা গর্বের স্তর থেকে চ্যুত হয়ে এবং তাঁর সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর মেঘরাশিকে বিরত হতে নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড বায়ু ও বৃষ্টি এখন বিরত হয়েছে, আকাশ মেঘশূন্য হয়েছে এবং সূর্য উদিত হয়েছে দর্শন করে, গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সম্প্রদায়কে বললেন—হে গোপগণ, তোমাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তি নিয়ে বহির্গত হও। ভয় ত্যাগ কর।

বায়ু ও বৃষ্টি থেমে গেছে এবং নদীর জলের উচ্চতাও কমে গেছে। তাঁদের নিজ নিজ গাভীসকল সংগ্রহ এবং উপকরণাদি তাঁদের শকটে বোঝাই করার পর, গোপগণ নির্গত হলেন। স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধরাও ধীরে ধীরে তাঁদের অনুসরণ করলেন। যখন সমস্ত প্রাণীগণ নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান পর্বতকে তার স্বস্থানে স্থাপন করলেন, ঠিক যেন সেটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।"

"সমগ্র বৃন্দাবনবাসীরা প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়ে অভিভূত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুযায়ী—কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করে, অন্যরা অবনত হয়ে প্রণাম আদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। গোপীগণ সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ দধিমিশ্রিত জল ও যব উপস্থাপন করলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। মাতা যশোদা, মাতা রোহিণী, নন্দ মহারাজ ও মহা বলশালী বলরাম সকলে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহে অভিভূত হয়ে, তাঁরা তাঁকে তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করলেন। হে রাজন, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও চারণগণ সহ স্বর্গের দেবতাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব গান করলেন এবং পরম সন্তোষ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করলেন। হে পরীক্ষিৎ, স্বর্গের দেবতাগণ তাঁদের শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে বাদিত করেছিলেন এবং তুম্বুরু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রিয় গোপসখাগণ ও শ্রীবলরামের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কৃষ্ণ তখন যেখানে তাঁর গাভীদের পরিচর্যা করতেন সেই স্থানে গমন করলেন। গোপিকাগণ অত্যন্ত গভীরভাবে তাঁদের হৃদয় স্পর্শকারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন ও অন্যান্য মহিমাময় কার্যসকল আনন্দ সহকারে গান করতে করতে তাঁদের গৃহে ফিরে গেলেন।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপগণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলনরূপ কৃষ্ণের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা নন্দ মহারাজের সমীপবর্তী হয়ে বললেন—যেহেতু এই বালক অসাধারণ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, কিভাবে তিনি আমাদের মতো জাগতিক মনুষ্যগণের মাঝে স্বীয় নিন্দাস্পদ জন্ম গ্রহণ করতে পারেন? এই সপ্ত বর্ষীয় বালক কিভাবে মহাগজের পদ্মফুল ধারণ করার মতো অবলীলাক্রমে একহাতে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করলেন? কাল যেমন শরীরের আয়ু শোষণ করেন নিতান্ত এক প্রায়-মুদিত-চক্ষু শিশুরূপে তিনি মহাবল পূতনা রাক্ষসীর স্তন পান করে তার প্রাণ-বায়ু শোষণ করেছিলেন। একবার তিনমাস বয়সের সময় এক বিশাল শকটের নীচে ক্রন্দনরত অবস্থায় শায়িত থাকার সময় ঊর্ধ্বে পদ নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন তাঁর পদাগ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার সামান্য কারণে শকটটি উল্টোভাবে পতিত হয়েছিল। এক বৎসর বয়সের সময় তিনি যখন শান্তভাবে বসেছিলেন, তৃণাবর্ত দৈত্য এসে তাঁকে অপহরণ করে আকাশে নিয়ে যায়। কিন্তু শিশু কৃষ্ণ দৈত্যের গলা টিপে তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে বধ করেন। একবার তাঁর মা তাঁকে মাখন চুরি করতে দেখে উদুখলে বেঁধে রাখেন। অতঃপর তাঁর বাহুদ্বয় দ্বারা হামাগুড়ি দিয়ে সে উদুখলটিকে অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ভূপাতিত করেন। আরেকবার, কৃষ্ণ যখন বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে বনে গোবৎস-চারণ করছিলেন, কৃষ্ণকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে

বকাসুরের আগমন হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই শত্রুর মুখ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন। কৃষ্ণকে হত্যার কামনায় বৎসাসুর গোবৎসের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই অসুরকে হত্যা করে, তার দেহকে ব্যবহার করে, বৃক্ষ হতে কপিত্থ ফল ভূপাতিত করার ক্রীড়া উপভোগ করলেন।"

"শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণ ধেনুকাসুর ও তার সমস্ত মিত্রদের হত্যা করে, প্রচুর সুপক্ক তাল ফলে পূর্ণ তালবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। বলশালী শ্রীবলরামের দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরকে বধ করানোর পর কৃষ্ণ, ব্রজের গোপবালক ও তাদের পশুদের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন। অত্যন্ত বিষধর সর্প কালিয়কে দমন করার পর কৃষ্ণ তার গর্বনাশ করে বলপূর্বক তাকে যমুনার হ্রদ থেকে নির্বাসিত করেন। এইভাবে ভগবান নদীর জলকে সর্পের তীব্র বিষ থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

"হে নন্দ, আমরা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজবাসীরা তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের অবিরত অনুরাগ পরিত্যাগ করতে পারছি না, এটা কিভাবে হচ্ছে? কিভাবে সেও স্বতস্ফূর্তভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে? কোথায় এই সাত বৎসর বয়সের বালক আর কোথায় তাঁর গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, যা আমরা দর্শন করলাম। অতএব, হে ব্রজ-নাথ, তোমার এই পুত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সন্দেহের উদয় হচ্ছে।"

নন্দ মহারাজ উত্তর করলেন—"হে গোপগণ, আমার কথা শ্রবণ করে আমার পুত্র সম্বন্ধে তোমাদের সকল শঙ্কা দূর হোক।"

"তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না। গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে। হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসন চ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই শিশুটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। অতএব তাঁর কার্যকলাপে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।"

"[নন্দমহারাজ বলে চললেন—] আমাকে এই সমস্ত কথা বলার পর গর্গমুনি গৃহে ফিরে গেলে আমাদের সুখকারী কৃষ্ণকে আমি প্রকৃতপক্ষে ভগবান নারায়ণের অংশ প্রকাশরূপে বিবেচনা করেছিলাম।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নন্দ মহারাজের মুখে গর্গমুনির বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ব্রজবাসীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্ময়শূন্য হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নন্দ মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বজ্র ও প্রবল বায়ু সহযোগে গোকুলে বারি ও শিলা বর্ষণ করতে লাগলেন। ফলে সেখানকার গোপ, পশু ও স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ আশ্রিতজনদের এই অবস্থায় দর্শন করলেন, তিনি স্মিত হেসে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরলেন, ঠিক যেন কোন বালক ক্রীড়াছলে একটি ছত্রাককে তুলে ধরল। এইভাবে গোপ সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণকারী শ্রীগোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হোন।"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোবর্ধন পর্বত উত্তোলিত করে কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে রক্ষা করার পরে, গোমাতা সুরভি তাঁর গোলোক থেকে ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ সন্দর্শনে আগমন করলেন। ভগবানকে অবজ্ঞা করার জন্য ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নির্জনে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল তাঁর কিরীটখানি কৃষ্ণের পদতলে স্থাপন করে ইন্দ্র নিজেও তাঁর পাদপদ্মে পতিত হয়ে পাদযুগল স্পর্শ করলেন। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য তেজ সম্বন্ধে ইন্দ্র ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এবং তিনি, তা দর্শন করার ফলে ত্রিজগতের ঈশ্বর হয়ে ওঠার মিথ্যা অহংকার তাঁর দমিত হয়েছিল। করজোড়ে বিনীতভাবে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বললেন—'আপনার দিব্য স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত, অপরিবর্তনীয়, দীপ্তজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এবং রজঃ ও তমোগুণশূন্য। মায়া এবং অজ্ঞানতাজনিত প্রবল জাগতিক গুণপ্রবাহ আপনার মধ্যে নেই। তাহলে, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মায়ে প্রারব্ধ সম্বন্ধের ফলে অজ্ঞ মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্যের যে সব লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়, এবং যেগুলি মানুষকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের জটিলতার মাঝে আরও জড়িত করে রাখে, সেই লক্ষণগুলি কেমন করে আপনারই মধ্যে বিরাজ করতে পারল? আর তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান হয়ে আপনি ধর্মনীতি রক্ষার জন্য শাস্তিবিধান করেন এবং দুষ্টের দমন করেন। আপনিই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আপনিই অলঙ্ঘনীয় কালরূপে পাপীদের মঙ্গলার্থে দণ্ড বিধান করেন। বস্তুতঃ আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত আপনার বিভিন্ন লীলাবতারে নিজেদের জগদীশ্বরাভিমানিদের মিথ্যা অহংকার আপনি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত করেন। আমার মতো মূঢ়গণও, যারা গর্বভরে নিজেদের জগদীশ্বর মনে করে, তারাও ভয়ের সময়েও আপনাকে নির্ভয় দেখে শীঘ্রই তাদের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির ভক্তি-মার্গ গ্রহণ করে। এইভাবে আপনি খলব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের জন্য দণ্ডদান করেন। আমার শাসন ক্ষমতার গর্বে নিমগ্ন হয়ে, আপনার প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ আমি আপনার প্রতি অপরাধ করেছি। হে প্রভু, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আর কখনও যেন আমার এরূপ অসৎ মতি না হয়।' "

"হে অধোক্ষজ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং বহু ভয়ঙ্কর দুর্ভোগসৃষ্টিকারী সেনাপতিদের বিনাশের জন্য আপনি এই জগতে অবতরণ করেন। হে ভগবান, একই সঙ্গে আপনার পাদপদ্মের বিশ্বস্ত সেবকদের মঙ্গলের জন্যও আপনি কাজ করে থাকেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী, মহাত্মা ও সর্বব্যাপক, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি যদুকুলপতি কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যিনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্য দেহসমূহ ধারণ করেন, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি সর্ব-রূপ, সকলের বীজ ও সর্বভূতের আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।"

"হে ভগবান, আমার যজ্ঞ যখন নষ্ট হয়েছিল, তখন আমার গর্ব হেতু আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এইভাবে প্রবল বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা আমি আপনার গোষ্ঠ বিনাশের চেষ্টা করেছিলাম। হে ঈশ্বর, আমার গর্ব চূর্ণ করে এবং (বৃন্দাবনকে আমার শাস্তি প্রদানের প্রচেষ্টা) ব্যর্থ করে আপনি আমায় কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা স্বরূপ আপনার কাছে আমি এখন আশ্রয়ের জন্য এসেছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বন্দিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁকে বললেন—"হে ইন্দ্র, কৃপাবশত আমি তোমার যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম। স্বর্গের রাজারূপে তোমার ঐশ্বর্যের জন্য তুমি অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিলে আর আমি চেয়েছিলাম তুমি সর্বদা আমায় স্মরণ কর।

মানুষ তার শক্তি ও ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে দণ্ডপাণি আমাকে নিকটে দর্শন করতে পারে না। আমি যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে তার জাগতিক সৌভাগ্যের অবস্থান থেকে তাকে আমি বিচ্যুত করি। হে ইন্দ্র, এখন তুমি যেতে পারো। স্বর্গের রাজারূপে তোমাদের নিয়োজিত মর্যাদায় স্থিত হয়ে সংযতভাবে, অহংকারশূন্য হয়ে আমার নির্দেশ পালন করবে।"

অতঃপর, মাতা সুরভি তাঁর গো-সন্তান সমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করলেন। গোপবালকরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধন করে প্রশান্তচিত্তা সুরভি মাতা বললেন—"হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী! হে বিশ্বের আত্মা ও উৎপত্তি! আপনি জগৎ-পতি এবং আপনার কৃপায়, হে অচ্যুত, আমরা আমাদের প্রভুরূপে আপনাকে পেয়েছি। আপনি আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। সুতরাং হে জগৎপতি, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতাগণ এবং সকল সাধুগণের মঙ্গলের জন্য, দয়া করে আমাদের ইন্দ্র হও। ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আমরা ইন্দ্ররূপে আপনার অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত করব। হে বিশ্বাত্মা, আপনি এই জগতের ভূ-ভার মোচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে মাতা সুরভি তাঁর আপন দুগ্ধ দ্বারা, এবং অদিতি ও অন্যান্য দেবমাতৃগণের নির্দেশে, দেবতা ও মহান ঋষিগণের সঙ্গে ইন্দ্র, তার হস্তী বাহন ঐরাবতের শুঁড় দ্বারা বাহিত স্বর্গের গঙ্গা জল দ্বারা দশার্হ বংশজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন। তুম্বুরু, নারদ এবং অন্যান্য গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, এবং চারণগণ সহযোগে শ্রীহরির জগৎ পবিত্রকারী মহিমা গান করবার জন্য সমাগত হয়েছিলেন। দেব-পত্নীগণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভগবানের সম্মানে একত্রে নৃত্য করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবানের স্তুতি কীর্তন করে তাঁর চতুর্দিকে অপূর্ব পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। ত্রিলোক পরম সন্তোষ লাভ করেছিল এবং গাভীরা তাদের দুগ্ধ দ্বারা পৃথ্বীতলকে সিক্ত করেছিল। নদীগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রস প্রবাহিতা হয়েছিল, বৃক্ষগুলি থেকে মধুক্ষরণ হচ্ছিল, কর্ষণ ব্যতীতই ভোজ্য উদ্ভিদগুলি পরিণত হয়েছিল এবং পর্বতগুলি তাদের অভ্যন্তরের রত্নরাজি বাইরে বিচ্ছুরিত করেছিল। হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হলে সমস্ত জীব, এমন কি যারা স্বভাবে ক্রূর, তারাও সম্পূর্ণ বৈরিতামুক্ত হয়েছিল। গো ও গোপগণের পতি ভগবান গোবিন্দের অভিষেক উৎসব শেষ হবার পর, দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে, দেবতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।"

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"একাদশীর দিন উপবাস ও শ্রীজনার্দনের পূজা করে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নন্দ মহারাজ কালিন্দীর জলে নামলেন। যেহেতু অশুভ সময় অবজ্ঞা করে রাত্রিকালে নন্দ মহারাজ জলে নেমেছিলেন, তাই বরুণের এক আসুরিক সেবক তাঁকে ধরে তার প্রভুর কাছে নিয়ে গেল।"

"হে রাজন্, নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ, "হে কৃষ্ণ! হে রাম!" বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তাঁদের চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে, তাঁর পিতাকে বরুণ অপহরণ করেছেন। অতঃপর ভক্তকে অভয়দানকারী সর্বশক্তিমান ভগবান বরুণদেবের সভায় গমন করলেন।"

ভগবান হৃষীকেশকে সমাগত দেখে বরুণ দেবতা বিস্তৃত উপচারে তাঁর পূজা করলেন। ভগবানকে দর্শন করে বরুণদেব পরমানন্দিত স্তরে ছিলেন এবং তিনি বললেন—এখন আমার দেহধারণ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে, হে প্রভু, এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি বুঝলাম। হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদপদ্মদ্বয় গ্রহণ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের পথ অতিক্রম করতে পারেন। হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ সৃষ্টি সমন্বয় সাধনকারী মায়া-শক্তির চিহ্ন মাত্র যাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনার পিতা যিনি এখানে বসে আছেন, তাঁকে আমার এক মূর্খ অনভিজ্ঞ সেবক যথাকর্তব্য না বুঝে নিয়ে এসেছে। তাই কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন। হে কৃষ্ণ, হে সর্বদর্শী, দয়া করে আপনি আমাকেও কৃপা করুন। হে গোবিন্দ, আপনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল। তাঁকে গৃহে নিয়ে যান।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের দর্শন করে তাঁদের আত্মীয়গণ আনন্দিত হয়েছিলেন। সাগর-রাজ বরুণের অদৃষ্টপূর্ব মহাঐশ্বর্য এবং বরুণ ও তাঁর সেবকরা কিভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ তাঁর সঙ্গী গোপগণকে এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করেছিলেন।"

"(বরুণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে) হে রাজন্, গোপগণ অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ চিত্তে বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা ভাবলেন, 'পরমেশ্বর ভগবান কি তাঁর চিন্ময় ধাম আমাদের প্রদান করবেন?' সর্বদর্শী পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপগণের অনুমান অবগত হয়ে তাঁদের অভীষ্ট পূরণের জন্য তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়ে এরূপ ভাবলেন—এই জগতে মানুষ অবশ্যই অবিদ্যা এবং কাম কর্ম দ্বারা উচ্চ এবং নীচ গতি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমণ করে। তাই লোকে তাদের প্রকৃত গন্তব্য-লক্ষ্য জানে না।"

"গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরম কৃপাময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি, জাগতিক অন্ধকারের অতীত তাঁর ধামকে গোপগণের নিকট প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী চিন্ময় জ্যোতি প্রকাশিত করলেন যা অসীম, জ্ঞানময় ও নিত্য। ঋষিগণ, তাঁদের চেতনা জড়া-প্রকৃতির গুণ মুক্ত হলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় এই চিন্ময় সত্তা দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপদের ব্রহ্ম-হ্রদে এনে তাঁদের জলমগ্ন করলেন এবং তারপর তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। সেই একই স্থান থেকে, যেখানে অক্রূর চিজ্জগৎ দর্শন করেছিলেন, গোপগণও ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন। সেই চিন্ময় ধাম দর্শন করে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর স্তব-রত মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।"

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমরাশি সুরভিত সেই শরৎকালীন রজনী অবলোকন করে তাঁর যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তাঁর প্রেমময় লীলা উপভোগের অভিলাষ করলেন। দীর্ঘকাল পরে তার প্রিয়তমা পত্নীকে দর্শন করে প্রিয়তম পতি যেমন স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল কুঙ্কুমে

রঞ্জিত করে, চন্দ্রও তেমনি তার সুখদায়ক অরুণবর্ণের কিরণ দ্বারা পূর্বদিগন্তের মুখমণ্ডল লেপন করতে করতে ও তার উদয় দর্শনকারীগণের সন্তাপ হরণ করতে করতে উদিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবীন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর বদনকমল সদৃশ, কুমুদবিকাশশীল, অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও তার স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত বনভূমি নিরীক্ষণ করে সুন্দরনয়না গোপীগণের মনোহর ও মধুর বেণুগীত বাদন করতে লাগলেন।"

"কৃষ্ণের সেই প্রণয় উদ্দীপক বংশী-গীত শ্রবণ করে, কৃষ্ণ-বিমুগ্ধচিত্তা বৃন্দাবনের গোপীগণ পরস্পরের অগোচরে, যেখানে তাঁদের প্রিয়তম অপেক্ষারত সেখানে গমন করলেন। দ্রুত গমন করায় তাদের কর্ণ-কুণ্ডল দুলতে লাগল। কোন কোন গোপী কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণকালে গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। তাঁরা দোহন বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে গমন করলেন। কেউ কেউ চুল্লীর উপর দুধ জ্বাল দিতে বসিয়ে এবং অন্যান্যরা চুল্লীতে পিঠা-চাপাটি সেঁকতে দিয়ে গমন করলেন। কোন কোন গোপী পোশাক পরিধান করছিলেন, কেউ তাঁদের শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিলেন বা তাঁদের পতিদের একান্ত সেবা করছিলেন, কেউ ভোজন করছিলেন, কেউ কেউ অঙ্গ মার্জন, অঙ্গরাগ লেপন বা নয়নে কাজল দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই এই সকল কর্তব্যকর্ম মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ বা বন্ধ করে বিপর্যস্তভাবে বস্ত্র-ভূষণাদি নিয়ে কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করলেন।- তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃতচিত্তা গোপীগণ, তাঁর বংশী ধ্বনি দ্বারা মোহিত হয়ে আর নিবৃত্ত হলেন না। কোন কোন গোপী তাঁদের গৃহ হতে নির্গত হতে না পেরে, তাঁরা গৃহেই অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমে নয়ন মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হলেন। কৃষ্ণ দর্শনে নয়নে অপারগ সকল গোপীগণের দুঃসহ প্রিয়জনবিরহজনিত তীব্রতাপে তাঁদের সকল অশুভ কর্ম দগ্ধীভূত হল। তাঁর ধ্যান দ্বারা তাঁর আলিঙ্গন অনুভূত হওয়ার আনন্দে তাঁদের জাগতিক দুঃখও ক্ষীণ হল। পরমাত্মা কৃষ্ণকে তাঁদের উপপতি ভাবনা দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবের সঙ্গ করার ফলে তাঁদের অশেষ কর্ম-বন্ধন নাশ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন।"

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"হে মুনিবর, গোপীরা কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মরূপে নয়, কেবলমাত্র তাঁদের প্রিয়তম রূপেই অবগত ছিলেন। তা হলে কিভাবে গুণময় বিষয়ে আসক্ত-চিত্তা গোপীরা জড়াসক্তি হতে মুক্তিলাভ করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই ব্যাপারটি তোমার কাছে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও যখন সিদ্ধি লাভ করেছিল, তখন ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের কথা আর কি বলবার আছে। হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান অবিনাশী, অপরিমেয়, নির্গুণ ও গুণ-নিয়ন্তা। মানবের পরম মঙ্গলের জন্যই এই জগতে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন। যাঁরা অবিরত তাঁদের কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্য ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর তন্ময়তা লাভ করেন। জন্মরহিত যোগেশ্বরেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত এই ভগবানই জগতকে মুক্তি প্রদান করেন। ব্রজনারীদের উপস্থিত দর্শন করে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাক্যে তাঁদের সম্ভাষণ করলে তাঁদের হৃদয় বিমোহিত হল।"

ভগবান কৃষ্ণ বললেন—"হে পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণ, স্বাগতম। আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি করব? ব্রজের সকল কুশল তো? তোমাদের আগমনের কারণ কি বল? এই রাত্রি অতি ভয়ঙ্কর এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীরা চারিদিকে ওত পেতে আছে। ব্রজে ফিরে যাও, হে সুমধ্যমা, সুন্দরীগণ। এই স্থানটি নারীদের জন্য উপযুক্ত নয়। তোমাদের গৃহে না পেয়ে, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ অবশ্যই তোমাদের অন্বেষণ করবে। তোমাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগের কারণ হয়ো না। এখন তোমরা চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত, বৃন্দাবনের পুষ্পপূর্ণ বন দর্শন করেছ। তোমরা যমুনা থেকে আগত শান্ত বাতাসে কম্পমান পল্লব-যুক্ত বৃক্ষের শোভা দর্শন করেছ। এখন তাই গোষ্ঠে ফিরে যাও। বিলম্ব কর না। হে সতী নারীগণ, তোমাদের পতিদের সেবা কর এবং ক্রন্দনরত শিশু ও গোবৎসদের দুগ্ধ পান করাও। তা ছাড়া, সম্ভবত আমার প্রতি প্রবল প্রেমবশত তোমাদের চিত্ত বশীভূত হওয়াতে তোমরা

এখানে আগমন করেছ। তোমাদের জন্য এটি অবশ্যই যথেষ্ট প্রশংসনীয়, কারণ স্বভাবত সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে থাকে।"

"নারীর পরম ধর্ম—ঐকান্তিকভাবে তাঁর স্বামীর সেবা করা, স্বামীর পরিবারের প্রতি সুব্যবহার করা এবং তাঁর সন্তানদের লালন-পালন করা। যে সকল নারী পরজন্মে সদ্গতি লাভ করতে চান, তাঁদের স্বামী ধর্মাচরণ থেকে পতিত না হলে, শুধুমাত্র বিরক্তিকর, ভাগ্যহীন, বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত বা ধনহীন হলেই তাঁকে ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। কুলনারীর উপপতি সংক্রান্ত তুচ্ছ সুখ স্বর্গবিরোধী, যশনাশক, দুঃখোৎপাদক, ভয়াবহ এবং সকল সময়েই তা নিন্দিত হয়ে থাকে। আমার কথা শ্রবণ, আমার বিগ্রহ দর্শন, আমার ধ্যান এবং আমার মহিমা কীর্তন দ্বারা আমার জন্য যেমন অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় হয়, নিকটে অবস্থানের দ্বারা তেমন হয় না। তাই তোমাদের গৃহে তোমরা ফিরে যাও।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে গোবিন্দ কথিত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে, গোপীগণ বিষাদগ্রস্ত ও বিকল মনোরথ হয়ে অপার উদ্বেগ অনুভব করলেন। দুঃখিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁদের বিম্বাধর শুষ্ক হলে তাঁরা অবনত মস্তকে তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে আঁচড় কাটছিলেন। তাঁদের দু'চোখ দিয়ে কাজলযুক্ত অশ্রুধারায় স্তনে লিপ্ত কুঙ্কুম ধৌত হয়েছিল। এইভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর জন্য তাঁরা সকল কামনা পরিত্যাগ করলেও, তিনি তাঁদের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলছিলেন। তৎ সত্ত্বেও তাঁরা দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্তা রইলেন। রোদন বন্ধ করে চোখ মার্জন করে তাঁরা ঈষৎ কোপের সঙ্গে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন—হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষ, আপনার এভাবে নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত নয়। আমরা যারা আপনার পাদপদ্মমূলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদি পরিত্যাগ করেছি, তাদের বর্জন করবেন না। হে কৃপাপরাঙ্মুখ, যেমন আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষু মুক্তিকামী ভক্তদের সাথে বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাদের সাথে প্রেম বিনিময় করুন। হে প্রিয় কৃষ্ণ, ধর্মজ্ঞ রূপে আপনি আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পতি, পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীগণের ধর্ম। আমরা তা মান্য করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতিই এই সেবা করা উচিত; কারণ আপনিই সকল প্রাণীর পরম বন্ধুস্বরূপ, আপনিই তাদের আত্মীয়, পতি ও আত্মা। দক্ষ আত্মহিতৈষীগণ, নিত্যপ্রিয়, আত্মরূপী আপনার প্রতিই সর্বদা তাঁদের ভক্তি চালিত করেন। আমাদের পতি, পুত্র ও আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা কি লাভ হয়, যাঁরা কেবল পীড়া দান করেন? অতএব, হে পরমেশ্বর, আমাদের কৃপা করুন। হে কমলনয়ন, আপনার সঙ্গ লাভের জন্য আমাদের চিরকালের আশা দয়া করে ছিন্ন করবেন না। আমাদের যে মন ও হৃত এতাবৎ কাল গৃহকর্মে মগ্ন ছিল, তা আপনি সহজেই অপহরণ করেছেন। এখন আমাদের পা দুখানি এক পা-ও আপনার পাদপদ্মমূল থেকে চালিত হতে চায় না। আমরা কিভাবে ব্রজে ফিরে যাব? আর সেখানে গিয়েই বা আমরা কি করব? হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার সহাস্য অবলোকন ও বাঁশীর সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, সেখানে আপনার অধরামৃত সিঞ্চন করুন। তা যদি না করেন, হে সখে, আপনার বিরহানলে আমাদের দেহকে ন্যস্ত করে ধ্যান যোগে যোগীর ন্যায় আপনার চরণকমল লাভ করব। হে কমললোচন, আপনার পদতলের স্পর্শ লক্ষ্মী দেবীর কাছেও উৎসব স্বরূপ। অরণ্যবাসীজন-প্রিয় আপনার ঐ পাদপদ্মদ্বয় আমরাও স্পর্শ করব। যতক্ষণ না আমরা আপনার দ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অন্য কোন মানুষের সামনে অবস্থান করতেই অক্ষম হয়ে থাকব। লক্ষ্মীদেবী, যাঁর কটাক্ষ লাভের জন্য দেবতারাও প্রবল প্রয়াস করেন, যিনি ভগবান নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী, সেই তিনিও তুলসীদেবী ও ভগবানের অন্যান্য ভৃত্যগণের সঙ্গে একত্রে সেই পদযুগলের রেণুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তেমনি আমরাও আপনার চরণ কমলদ্বয়ের রেণুর আশ্রয় গ্রহণের শরণাপন্ন হয়েছি। অতএব, হে দুঃখহারিণ, যারা গৃহ ও পরিবার পরিত্যাগ করে শুধু আপনার উপাসনার আশায় আপনার পাদমূলে আগমন করেছে, সেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার সুন্দর হাস্যময় কটাক্ষপাতে আমাদের চিত্ত গভীর কামনায় দগ্ধ হচ্ছে। হে পুরুষরত্ন, দয়া করে আমাদের আপনার দাস্য প্রদান করুন।

আপনার অলঙ্কৃত মুখমণ্ডল, আপনার কর্ণকুণ্ডলের সৌন্দর্য-মণ্ডিত গণ্ডস্থল, আপনার অধরের সুধা, ঈষৎ হাস্যযুক্ত অবলোকন, অভয়প্রদানকারী বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের একমাত্র উৎস স্বরূপ আপনার বক্ষস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি। হে কৃষ্ণ, আপনার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে সম্মোহিত হয়ে ত্রিজগতের কোন্ নারী না তার ধর্মীয় আচরণ হতে বিচলিত হয়েছে? আপনার সৌন্দর্য সমগ্র ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। এমন কি, আপনার রূপ দর্শন করে গাভীরা, পক্ষীরা, বৃক্ষগুলি ও মৃগদলও পুলকিত হয়। আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান যেমন দেবলোক রক্ষা করেন, তেমনি ব্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখ নিবারণের জন্য আপনিও আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ধু, দয়া করে আপনার এই দাসীগণের উত্তপ্ত স্তনে ও শিরে আপনার কর-পদ্ম স্থাপন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপীদের এই সকল বিলাসবাক্য শ্রবণ করে মহাযোগীগণেরও অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত হয়েও সহাস্যে গোপীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই সময়ে উদার ক্রিয়াকলাপে এবং উদারহাস্যে কুন্দ-কুসুমবৎ দন্তের কান্তি শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিপাতে উৎফুল্লমুখী, সম্মিলিত সেই গোপীগণের মাঝে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। গোপীগণ তাঁর স্তুতিগান করলে, সেই শতরমণীযূথপতি তদুত্তরে উচ্চৈঃস্বরে গান করলেন। তিনি তাঁর বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, বৃন্দাবন অরণ্যকে শোভিত করে তাঁদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে শীতল বালুকাময় ও নদীর তরঙ্গে উৎফুল্লিত কুমুদের সুগন্ধবাহী বায়ুতে পূর্ণ যমুনার তীরে গমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে বাহু প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের হাত, কেশ, উরু, নীবী, স্তন স্পর্শের দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর নখাগ্র দ্বারা আঁচড় কেটে এবং তাঁদের সঙ্গে কৌতুক, দৃষ্টিপাত ও হাস্যের মাধ্যমে ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে ভগবান তাঁর লীলা উপভোগ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করে গোপীরা প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মনে করে গর্বিত হলেন। ভগবান কেশব গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত অত্যন্ত গর্বভাব দর্শন করে, তাঁদের সেই গর্ব প্রশমনের জন্য, তাঁদের প্রতি আরও কৃপাবশত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন।"

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সহসা ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীদের মতো গোপীরাও তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্ত হলেন। গোপীরা বিভোর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনুরাগ হাস্য, সবিলাস দৃষ্টিপাত, মনোরম আলাপ ও তাঁদের সঙ্গে আরও অন্যান্য লীলাবিলাসের কথা স্মরণ করছিলেন। এইভাবে রমাপতি কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে গোপীরা তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। যেহেতু কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁদের দেহ তাঁর গমন, হাস্য, অবলোকন, আলাপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অনুকরণ করছিল। কৃষ্ণাত্মিকা রূপে লীলাবিলাসশালিনী তাঁরা একে অপরকে 'আমি কৃষ্ণ' বলে জ্ঞাপন করছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করতে করতে সমগ্র বৃন্দাবনের অরণ্য জুড়ে দলবদ্ধ উন্মত্ত নারীদের মতো তাঁরা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা বৃক্ষগুলির

কাছেও সকল জীবের পরমাত্মাসম অন্তরে ও বাহিরে আকাশবৎ উপস্থিত তাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

গোপীরা বললেন—"হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? নন্দ মহারাজের ঐ পুত্র তাঁর প্রেমময় দৃষ্টি ও হাস্য দ্বারা আমাদের মন হরণ করে প্রস্থান করেছেন। হে কুরুবক বৃক্ষ, হে অশোক, হে নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক, যাঁর হাস্য সকল মানিনীগণের দর্প হরণ করে, বলরামের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ কি? হে পরম কল্যাণপ্রদ, গোবিন্দের চরণকমলের অত্যন্ত প্রিয় তুলসী, তোমাকে গলায় ধারণ করে ভ্রমরের দলের সঙ্গে তুমি কি অচ্যুতকে যেতে দেখেছ? হে মালতী, হে মল্লিকা, হে জাতি আর যূথিকা, তাঁর কর-স্পর্শ দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে মাধব কি এই পথ দিয়ে গিয়েছে? হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, আসন ও কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, বকুল ও আম্র, হে কদম্ব ও নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরার্থে জীবন ধারণকারী অন্যান্য বৃক্ষগণ, আমরা গোপীরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছি, তাই দয়া করে আমাদের বল, কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন। হে পৃথ্বী মাতা, ভগবান কেশবের পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করার জন্য তুমি কোন তপশ্চর্যা করেছিলে যা পরমানন্দ আনয়ন করে তোমার রোমরাজি দ্বারা শরীরকে পুলকিত করে শোভা প্রাপ্ত করেছে? তুমি কি ভগবানের বর্তমান আবির্ভাবেই এই আনন্দ ভাব লব্ধ হয়েছ না কি আরো পূর্বে যখন তিনি বামনদেবরূপে তোমাতে পাদস্পর্শ করেছিলেন, কিম্বা তারও পূর্বে, যখন তিনি বরাহ অবতাররূপে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন? হে সখী, হরিণী, তোমাদের নয়নের পরমানন্দ আনয়নকারী শ্রীঅচ্যুত কি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এখানে রয়েছেন? কারণ, তাঁর সখীকে আলিঙ্গনের সময়ে তাঁর সখীর বক্ষের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দফুলের মালার সৌরভ এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে। হে তরুগণ, আমরা দেখছি তোমরা প্রণত হয়ে রয়েছ। তুলসী মঞ্জরীর মালায় সুশোভিত এবং চারধারে গুঞ্জরিত মত্ত ভ্রমরেরা যাঁর পশ্চাদানুগামী, সেই রামানুজ যখন এখান দিয়ে গমন করলেন, তিনি কি তাঁর প্রীতিময় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর প্রিয়তমার স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য হাতে পদ্মফুল ধারণ করে রয়েছেন। কৃষ্ণের বিষয়ে এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করা যাক। তারা নিজপতি এই বৃক্ষটির বাহু আলিঙ্গন করে থাকলেও, নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণের নখস্পর্শিতা হয়েছে, কারণ আনন্দে তাদের গায়ে রোমাঞ্চ ভাব প্রকাশ করছে।"

"এই সকল কথা বলার পর কৃষ্ণ অন্বেষণে কাতর গোপীগণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলাসমূহের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। পুতনার অনুকরণে একজন গোপী, শিশু কৃষ্ণের মতো অভিনয়কারী অন্য এক গোপীকে তাঁর স্তন পান করানোর ভান করলেন। আরেকজন গোপী ক্রন্দনরত শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে শকটাসুরের অভিনয়কারী এক গোপীকে পদাঘাত করলেন। তৃণাবর্তের ভূমিকা গ্রহণ করে একজন গোপী শিশুকৃষ্ণের অভিনয়কারী অন্য একজনকে অপহরণ করলেন, তখন আর একজন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন আর তাঁর পাদু'খানি আকর্ষণ করার সময় তাঁর কিঙ্কিণী ধ্বনিত হতে লাগল। গোপবালকদের ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের মধ্যে দু'জন গোপী রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করলেন। কৃষ্ণ রূপে এক গোপী বৎসাসুররূপী আরেক গোপীকে হত্যার অভিনয় করলেন এবং দু'জন গোপী বকাসুর বধের অভিনয় করলেন। দূরে বিচরণকারী গাভীদের কৃষ্ণ যেভাবে আহ্বান করেন, যেভাবে তিনি বংশীধ্বনি করেন এবং যেভাবে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া করেন, একজন গোপী অবিকলভাবে তা অনুকরণ করলে, অন্য গোপীগণ 'সাধু! সাধু!' শব্দে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। আরেকজন গোপী কৃষ্ণগতচিত্তা হয়ে অন্য এক সখীর কাঁধে হাত রেখে ভ্রমণ করতে করতে ঘোষণা করলেন, 'আমিই কৃষ্ণ! কত মনোহরভাবে আমি চলছি তা দেখ।' একজন গোপী বললেন 'ঝড়বৃষ্টিতে তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।' এই বলে সেই গোপী তাঁর উত্তরীয়খানি তাঁর মাথার উপরে তুলে ধরলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"হে রাজন, একজন গোপী অন্য একজন গোপীর কাঁধে উঠে তাঁর চরণ অপর গোপীর মাথায় রেখে বললেন, 'রে দুষ্ট নাগ, এখান থেকে চলে যাও। তোমার জানা উচিত যে,

ফলের দণ্ড দানের জন্য আমি এই জগতে জন্ম গ্রহণ করেছি।' তখন অন্য একজন গোপী বলে উঠলেন—হে গোপবালকেরা, এই ভয়ঙ্কর দাবানলের দিকে লক্ষ্য কর! শিগ্রী তোমাদের চোখ বন্ধ কর, আমি অনায়াসে তোমাদের রক্ষা করব। একজন গোপী তাঁর এক তন্বী সঙ্গীকে ফুলমালা দিয়ে বন্ধন করে বললেন—'এখন আমি এই ভাণ্ডভঙ্গকারী মাখন-চোর বালকটিকে বাঁধব।' দ্বিতীয় গোপী তখন ভীত হবার ভান করে তাঁর সুন্দর নয়নদুটি ও মুখ আচ্ছাদিত করলেন।"

"এইভাবে গোপীরা যখন কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করছিলেন এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ কোথায় থাকতে পারেন বলে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদের প্রশ্ন করছিলেন, তখন দৈবাৎ তাঁরা বনের একটি কোণে তাঁর পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন। এই সকল পদচিহ্নে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতি চিহ্নগুলি পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করছে যে, সেগুলি সেই মহাত্মা, নন্দ-মহারাজের পুত্রেরই পদচিহ্ন! তাঁর পদচিহ্নের প্রদর্শিত পথে গোপীরা কৃষ্ণের পথ অনুসরণ করতে লাগলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সেই পদচিহ্ন তাঁর অন্যতম প্রিয়তমার পদচিহ্নের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে, তখন তাঁরা আকুল হয়ে এইভাবে বলতে লাগলেন। এখানে আমরা কোন গোপীর পদচিহ্ন দেখছি, যে নিশ্চয়ই নন্দ-মহারাজের পুত্রের সঙ্গে গমন করেছে। ঠিক যেমন কোন হস্তী তার সঙ্গী হস্তিনীর কাঁধের উপরে তার শুঁড় স্থাপন করে, কৃষ্ণও নিশ্চয়ই তাঁর বাহু তাঁর স্কন্ধে স্থাপন করেছিলেন। এই বিশেষ গোপী নিশ্চয়ই যথার্থভাবে সর্বশক্তিমান ভগবান গোবিন্দের আরাধনা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তিনি অবশিষ্ট আমাদের পরিত্যাগ করে তাঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।"

"হে গোপীগণ! গোবিন্দের পাদপদ্মরেণু এতই পবিত্র যে, ব্রহ্মা, শিব ও রমা দেবীও পাপনাশের জন্য সেই রেণু তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন। সেই বিশেষ গোপীর পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষুব্ধ করছে। সমস্ত গোপীদের মধ্যে সে একা নির্জনে অপহৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করছে। দেখ, এখানে আমরা আর তার পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয়ই তৃণাঙ্কুর তার সুকোমল পদতল ব্যথিত করছিল, তাই তার প্রিয়তম তাঁর প্রেয়সীকে স্কন্ধে ধারণ করেন। হে গোপীগণ, লক্ষ্য কর, তার প্রিয়তমার ভার বহন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কষ্টকর হয়েছিল আর তাই এই স্থানে কামপীড়িত কৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি ভূমিতে কতখানি গভীর হয়েছে। আর এখানে, পুষ্পচয়নের জন্য সেই মহাত্মা চতুর বালকটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রেয়সীকে নামিয়ে ছিলেন। দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ এই স্থানে কিভাবে তাঁর প্রিয়তমার জন্য পুষ্পচয়ন করেছেন। এখানে তিনি কেবলমাত্র তাঁর পদদ্বয়ের সম্মুখভাগের চিহ্ন রেখে গেছেন, কারণ ফুলের নাগাল পাবার জন্য তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এইখানে তাঁর প্রেয়সীর কেশ প্রসাধনের জন্য উপবেশন করেছিলেন। তাঁর চয়ন করা পুষ্পে সেই কামী বালক নিশ্চয়ই সেই কামিনীকে চূড়া নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।"

"ভগবান কৃষ্ণ স্ব-ক্রীড়, আত্মারাম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কামুক মানুষের দুর্দশা ও নারীদের দুরাত্মতা প্রদর্শনের জন্য সেই গোপীর সঙ্গে বিহার করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তমনা গোপীরা বিচরণ করতে করতে কৃষ্ণের বিবিধ লীলাসমূহের চিহ্ন দেখছিলেন। অন্য সকল গোপীদের পরিত্যাগ করে যে বিশেষ গোপীকে কৃষ্ণ নির্জন বনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে অন্যান্য নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করে ভাবতে লাগলেন, "অন্যান্য গোপীরা কামবেগে সমাগতা হলেও আমার প্রিয়তম অন্য গোপীদের পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমাকেই গ্রহণ করেছেন।' বৃন্দাবন অরণ্যের এক অংশ দিয়ে প্রণয়ীযুগল যখন গমন করছিলেন, তখন সেই বিশেষ গোপী নিজের জন্য গর্ব অনুভব করে ভগবান কেশবকে বললেন, 'আমি আর হাঁটতে পারব না। যেখানে তুমি যেতে চাও, আমাকে বহন করে নিয়ে চল।' এইভাবে শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আমার কাঁধে আরোহণ কর'। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। তাঁর প্রিয়তমা তখনই অনুতাপ করতে লাগলেন। তিনি ক্রন্দন করলেন—হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে মহাবাহো! হে সখা, তোমার দীন দাসীকে দয়া করে তোমার দর্শন দান কর!"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের গমন

পথ অন্বেষণ করতে করতে অদূরে তাঁদের প্রিয়-বিরহ-মোহিত-দুঃখিতা সখীকে তাঁরা দেখতে পেলেন। মাধব কিভাবে তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন কিন্তু তাঁর দৌরাত্ম্যবশত কিভাবে তখন তিনি অবমাননা ভোগ করলেন, তিনি তাঁদের সেই সব কথা বললেন। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে গোপীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। অতঃপর চন্দ্রালোকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণে বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন, তখন তাঁরা নিবৃত্ত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা, তদালাপরতা এবং তাঁর লীলা অনুকরণে তদাত্মিকা গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ গুণ-গান করতে করতে তাঁদের নিজ নিজ গৃহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন। গোপীগণ পুনরায় কালিন্দী-তটে আগমন করে কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে তাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষায় একত্রে উপবেশন করে তাঁর গান করতে লাগলেন।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের বিরহ গীতি

গোপীরা বললেন—"হে দয়িত, তোমার জন্ম ব্রজভূমিকে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে, আর তাই ভাগ্যদেবী ইন্দিরা এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তোমারই জন্য, আমরা, তোমার অনুগত দাসীরা, আমাদের জীবন ধারণ করছি। আমরা তোমাকে সর্বত্র অন্বেষণ করছি, দয়া করে আমাদের তুমি দর্শন দাও। হে সুরতনাথ, তোমার দৃষ্টির সৌন্দর্য শরৎকালীন সরোবরে সুজাত বিকশিত কমলগর্ভের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। হে অভীষ্টপ্রদ, নিজেদের যারা বিনামূল্যে তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ করছ। এটা কি বধ নয়? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি বারবার আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন—বিষাক্ত জল থেকে, ভয়ঙ্কর নরখাদক অঘ থেকে, প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে, তৃণাবর্তাসুর থেকে, ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, বৃষাসুর থেকে এবং ময় দানবের পুত্রের থেকে। হে সখে, তুমি কেবল গোপী যশোদারই পুত্র নও, পরন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্যামী সাক্ষী স্বরূপ। যেহেতু ব্রহ্মা তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করেছিলেন, তুমি তাই এখন সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়েছ। হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ, তোমার পদ্মসদৃশ হস্ত যা লক্ষ্মীদেবীর করদ্বয় গ্রহণ করেছে, যা সংসার ভয়ে ভীত তোমার পাদপদ্মের শরণাগতদের অভয় দান করে থাকে, হে কান্ত, সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী করপদ্ম আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। হে ব্রজজনের দুঃখ-বিনাশক, হে নারীজাতির বীরপুরুষ, তোমার হাস্য ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। হে সখে, দয়া করে তোমার দাসীরূপে আমাদের গ্রহণ করে তোমার সুন্দর বদন কমল দর্শন করাও। তোমার পাদপদ্মদ্বয় শরণাগত সকল প্রাণীর পাপ বিনাশ করে। সেই পদদ্বয় তৃণচর গাভীর অনুগমন করে এবং তা লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার কালিয় নাগের ফণায় সেই পদদ্বয় স্থাপন করেছিলে, দয়া করে সেই পদদ্বয় আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করে আমাদের হৃদয়ের কাম ছেদন কর। হে পদ্মলোচন, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর পদাবলী যা বিদগ্ধজনের মন আকর্ষণ করে, তা আমাদের ক্রমশ বিমোহিত করছে। হে আমাদের প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসীগণকে তোমার অধরামৃতে সঞ্জীবিত কর।"

"হে প্রভু, বহু জন্মের বহু সুকৃতিকারী মানুষেরা জগতে এসে, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদের জীবনস্বরূপ, কবিদের সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্বতাপশ্লিষ্ট, সর্ব-

ব্যাপক তোমার কথামৃত সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ, তোমার সঙ্গে উপভোগ করা ব্যক্তিগত কথাগুলি—এই সমস্ত কিছুই নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করা মঙ্গলজনক আর তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু একই সঙ্গে হে কপট, তা আমাদের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে। হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন গোষ্ঠ ত্যাগ করে গোচারণে গমন কর, তখন কমলের চেয়েও মনোহর তোমার পাদদ্বয় তীক্ষ্ণ শস্যের শিষ ও রুক্ষ তৃণ, অঙ্কুরে ক্লিষ্ট হতে পারে, এই ভাবনায় আমাদের মন বিচলিত থাকে। দিনের শেষে ধূলিধূসরিত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদন-কমলখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করে, হে বীর, তুমি আমাদের মনে স্মৃতির বেদনা উৎপন্ন কর। ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ পরম সুখদায়ক তাঁরা আপৎকালে ধ্যানের যথার্থ বিষয়। হে রমণ, হে দুঃখহারী, দয়া করে সেই পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর। হে বীর, দয়া করে তোমার মাধুর্য সুখবর্ধক ও শোকবিনাশক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত মানুষের অন্য আসক্তির বিস্মরণ ঘটায় এবং তোমার ধ্বনিত বেণুর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তা আস্বাদন করা যায়। দিবাভাগে তুমি যখন বনে গমন কর, তোমাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষণকালও আমাদের জন্য এক যুগ হয়ে ওঠে। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কুন্তলযুক্ত মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি, মন্দ বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাতার দ্বারা, আমাদের আনন্দ বিঘ্নিত হয়।"

"হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান—কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো শঠ ছাড়া আর কেউ বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-গীতে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আগত যুবতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমাদের পতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অগ্রাহ্য করেছি। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একান্তে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি মনে করি, তখন আমাদের মন বার বার মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কামের উদয় অনুভব করি আর তোমার হাস্য মুখ, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিশ্রামস্থল তোমার বিশাল বক্ষকে মনে করি। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মায়। হে প্রিয়, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখবিনাশক। আমাদের মন তোমার সঙ্গ সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা তোমার ভক্তের হৃদয়ের ব্যাধির প্রতিকার করে। হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

পুনর্মিলন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে নানা মধুর উপায়ে তাঁদের হৃদয় হতে উৎসারিত গান ও প্রলাপ করতে করতে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন শুরু করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সহাস্যবদনে গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মালা ও পীতবসন

পরিহিত, সাধারণ মানবের মন-হরণকারী স্বয়ং কামদেবেরও মনোমোহন রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন। গোপীগণ যখন দেখলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁদের কাছে ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আর তাঁর প্রতি প্রীতিবশত তাঁদের নেত্রদ্বয় উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। যেন তাঁদের জীবনে প্রাণবায়ু ফিরে এল। একজন গোপী আনন্দে কৃষ্ণের হাত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গ্রহণ করলেন এবং আরেকজন কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহু তাঁর স্কন্ধে ধারণ করলেন। এক তন্বী গোপী অঞ্জলিবদ্ধ হাতে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে কৃষ্ণচর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন আর অন্য একজন বিরহ সন্তপ্ত গোপী তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁর স্তনযুগলে স্থাপন করলেন। প্রেমময় ক্রোধে বিহ্বল একজন গোপী ওষ্ঠ দংশন করে ভ্রূকুটিযুক্ত কটাক্ষপাত দ্বারা কৃষ্ণকে যেন তাড়িত করতে লাগলেন। ঠিক যেমন যোগীগণ তাঁর চরণে মনোনিবেশ করেও কখনও তৃপ্ত হন না, তেমনই অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের বদন-কমল অপলক নয়নে অবলোকন করে তাঁর মাধুর্য গভীরভাবে আস্বাদন করেও যেন তৃপ্ত হতে পারলেন না। একজন গোপী স্বীয় নেত্র-রন্ধ্রের মাধ্যমে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করলেন। তারপর চক্ষু মুদিত করে পুলকিত শরীরে তাঁকে অনবরত আলিঙ্গনে তিনি ভগবানের ধ্যানরত এক যোগীর মতো হয়ে উঠলেন।"

"তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণকে পুনরায় দর্শন করে সকল গোপীগণ পরমানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণ কোনও পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হলে যেমন তাঁদের দুর্দশা বিস্মৃত হয়, ঠিক তেমনই তাঁরা বিরহ-যন্ত্রণা পরিত্যাগ করেছিলেন। সর্বসন্তাপমুক্ত গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত দীপ্তিমানরূপে বিরাজ করছিলেন। হে রাজন, ঐশ্বর্যাদিময়ী স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমাত্মা যেভাবে শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে দীপ্যমান হয়ে ছিলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান অতঃপর গোপীদের তাঁর সঙ্গে কালিন্দীর হস্তরূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, কোমল বালুকাময় তটে নিয়ে গেলেন। সেই পবিত্র স্থানের প্রস্ফুটিত কন্দ ও মন্দার ফুলের সৌরভ বাহিত বাতাস ভ্রমরদের আকর্ষিত করেছিল আর শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ-প্রাচুর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিল। কৃষ্ণ দর্শনে মূর্তিমান বেদগণ যেমন পূর্ণ মনস্কাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে গোপীগণের হৃদয়ের ব্যথাও দূরীভূত হল। তাঁদের স্তনের কুঙ্কুম-রঞ্জিত উত্তরীয় দ্বারা, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য তাঁরা আসন রচনা করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর জন্য যোগেশ্বরগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে আসন কল্পনা করেন, তিনি গোপীগণের সভামধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। গোপীগণ তাঁর অর্চনা করলে, ত্রি-লোকে লক্ষ্মীর একমাত্র আবাসস্থল রূপ তাঁর চিন্ময় শরীর দীপ্যমান শোভায় প্রকাশিত হয়েছিল। গোপীগণ তাঁদের কোলে অনঙ্গবর্ধক কৃষ্ণের হস্ত ও পদদ্বয় স্থাপনা করে, কটাক্ষ, হাস্যলীলা ও ভ্রূবিলাসবিভ্রম মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করলেন। এমন কি যখন তাঁরা অর্চনা করছিলেন, কিঞ্চিৎ ক্রোধ অনুভবের মাধ্যমে, তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—"কিছু মানুষ কেবল তাদেরই ভালবাসে, যারা তাদের ভালবাসে, যখন অন্যান্যরা সেই সব জনদেরও ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে না বা বিরোধীভাবাপন্ন। এরপরেও আরো কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কারও প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করে না। প্রিয় কৃষ্ণ, দয়া করে এই ব্যাপারটি আমাদের যথাযথভাবে বর্ণনা কর।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"তথাকথিত সুহৃদগণ যারা নিজেদের লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তাদের মধ্যে সত্যিকারের সৌহার্দ্য নেই, ধর্মও নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি নিজেদের লাভের প্রত্যাশা না করত, তবে তারা পারস্পরিক ভালবাসাও বিনিময় করত না। হে সুমধ্যমাগণ, কিছু মানুষ রয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থেই কারুণিক, যেমন পিতা মাতা স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ। এই ধরনের মানুষেরা যারা প্রতিদানে ব্যর্থ মানুষদেরও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে, তারাই ধর্মের প্রকৃত নির্ভুল পথ অনুসরণ করছে, আর তারাই সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। এরপর সেই ধরনের মানুষেরাও রয়েছে যারা আত্মসুখী, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ভালবাসা প্রদানকারীকেও ভালবাসে না, শত্রুভাবাপন্নদের কথা আর কী বলার আছে। জীব যখন আমাকে ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমার পূজাও করে, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে

গোপীগণ, আমি তাদের প্রেমময় ভক্তিকে তীব্রতর করতে চাই। লক্ষ ধন নষ্ট হওয়া নির্ধন ব্যক্তি যেমন সেই ধনের চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন থাকে, অন্য কোন কিছুরই চিন্তা করতে পারে না, তখন তারা তেমনি হয়ে ওঠে। হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ এবং আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যাগ করেছ, তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির আগোচর হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ, আমি তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ো না। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক।"

ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়

রাসনৃত্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপীগণ ভগবানের এরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর চিন্ময় অঙ্গসমূহ স্পর্শ করে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হল। অতঃপর যমুনার তীরে নারীগণের মধ্যে রত্নসদৃশা, আনন্দে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা, বিশ্বস্ত গোপীগণের সঙ্গে ভগবান গোবিন্দ রাসনৃত্য আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হয়ে রাসনৃত্য উৎসব শুরু হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে প্রত্যেক দু'জন গোপীর মাঝখানে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠে তাঁর হস্ত স্থাপন করলে, প্রত্যেক গোপীই ভাবলেন যে, তিনি একমাত্র তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন। সস্ত্রীক অভিভূত দেবতাগণ সেই রাসনৃত্য দর্শনের আগ্রহে শীঘ্রই তাঁদের শত শত বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তখন আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল মহিমা গান করতে লাগলেন। রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপীগণের নূপুর, বলয় ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হতে লাগল। নৃত্যরত গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় অত্যন্ত দীপ্যমান ছিলেন। গোপীগণ যখন কৃষ্ণের গুণগান করছিলেন, তখন তাঁদের নৃত্যরত পদদ্বয়, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সঙ্গে ভ্রূবিলাস ও কোমরের ভঙ্গিমা দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল ঘর্মে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। চঞ্চল স্তন-বসন, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল, শিথিল কবরী ও কাঞ্চী সমন্বিত কৃষ্ণ-গোপীগণ মেঘচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।"

"কৃষ্ণপ্রেম উপভোগে আগ্রহী নানা রাগে রঞ্জিত-কণ্ঠী গোপীগণ কৃষ্ণ-স্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন আর তাঁদের সেই গানে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কোন এক গোপী ভগবান মুকুন্দের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেয়েও উন্নীত স্বরালাপে অমিশ্রিত ষড়জাতি স্বরে গান গেয়েছিলেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁর গানের প্রশংসা করলেন। তখন অন্য একজন গোপী ঐ স্বরালাপকেই দ্রুতালে পরিণত করে গান করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁরও প্রশংসা করলেন। কোন এক গোপী রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত হয়ে পার্শ্বস্থিত গদাধারী কৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁর বাহু দ্বারা আঁকড়ে ধরলেন। নৃত্যের ফলে তাঁর হাতের বলয় ও চুলের ফুলগুলি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। একজন গোপী তাঁর কাঁধের উপরে কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত

নীলপদ্মগন্ধযুক্ত বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিতা হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন। কোন এক গোপী নৃত্যবশত দোদুল্যমান কুণ্ডল যুগলের কান্তিতে দীপ্যমান নিজ গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে সংযোজিত করলে কৃষ্ণ তাঁকে সযত্নে তাঁর চর্বিত তাম্বুল প্রদান করলেন। নৃত্যপরায়ণা, গীতরতা হয়ে নূপুর ও মেখলায় শব্দায়মান কোন গোপী ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্শ্বস্থিত ভগবান অচ্যুতের সুখকর করকমল নিজ স্তনযুগলের উপরে ধারণ করলেন। লক্ষ্মীদেবীর একান্ত বল্লভ কমনীয় কৃষ্ণকে গোপীগণ তাঁদের অন্তরঙ্গ প্রেমিক রূপে লাভ করে পরমানন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁর গুণগান করে গোপীরা আনন্দে বিহার করার সময়ে, তিনি তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন। গোপীদের কানের পিছনে পদ্মফুল, গালের উপরে কেশগুচ্ছের শোভা, এবং স্বেদবিন্দু তাঁদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। তাঁদের বলয় ও নূপুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছিল এবং কটিবন্ধনীর কিঙ্কিণী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এইভাবে রাসমণ্ডলীতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গোপীরা নৃত্য করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করে সঙ্গৎ-সহযোগিতা করছিল। এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ, লক্ষ্মীপতি স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ব্রজাঙ্গনাগণের সাহচর্যে আলিঙ্গন, করমর্দন, স্নিগ্ধাবলোকন, উদ্দাম-বিলাস ও হাস্য সহকারে, বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইভাবে ক্রীড়া করে আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে কুরুবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ আনন্দে অভিভূত গোপীগণের ইন্দ্রিয়সমূহ বিবশ হওয়ায় তাঁদের কেশদাম, তাঁদের পরিধেয় বসন, কাঁচুলি, মালা ও অলঙ্কারাদি স্খলিত হয়ে পড়লে আর আগের মতো তাঁরা তা অনায়াসে ধারণ করতে পারলেন না। দেবপত্নীগণও তাঁদের বিমান থেকে শ্রীকৃষ্ণের এরূপ ক্রীড়া দর্শন করে মোহিত হয়ে কামপীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি চন্দ্রের পার্ষদবর্গ নক্ষত্রেরাও বিস্মিত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান আত্মারাম হয়েও সেখানে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন ততসংখ্যকরূপে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করে ক্রীড়া করেছিলেন।"

"হে রাজন, প্রণয় উপভোগে গোপীদের ক্লান্ত দর্শন করে, কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁর পরম সুখপ্রদ হাত দিয়ে প্রীতির সঙ্গে তাঁদের মুখমণ্ডল মার্জন করে দিলেন। গোপীগণ তাঁদের উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুন্তলরাজির দ্যুতিতে দীপ্যমান গণ্ডস্থলের শোভা দ্বারা, সুধাময় হাস্য ও অবলোকন দ্বারা তাঁদের পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর নখস্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁর মঙ্গলময় দিব্য লীলার মহিমা তাঁরা কীর্তন করেছিলেন। গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হলেন এবং তাঁদের বক্ষের কুঙ্কুমরাগে মর্দিত হয়ে তাঁর মালা রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন গোপীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি গজরাজের মতো যেন হস্তিনীদের নিয়ে যমুনার জলে নামলেন এবং গন্ধর্বদের মতো সঙ্গীত সহকারে মৌমাছিরা তাঁকে দ্রুত অনুসরণ করল। শক্তিমান গজরাজ যেভাবে জমির সব বাঁধ ভেঙে ফেলতে পারে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সমস্ত জাগতিক সামাজিক নীতিবোধ এইভাবে ভঙ্গ করেন।"

"হে রাজন, জলমধ্যে কৃষ্ণ দেখলেন যে, হাস্যপরায়ণা গোপীবৃন্দ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে জল প্রক্ষেপণ করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী দৃষ্টিপাত করছে। আত্মারাম ভগবান যখন গজেন্দ্রতুল্য বিহারে আনন্দ লাভ করছিলেন, দেবতাগণ তাঁদের বিমান থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে তাঁর অর্চনা করেছিলেন। অতঃপর মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি জল ও স্থলজাত কুসুমের সৌরভ বাহিত পবনাপ্লুত যমুনা তীরবর্তী উপবনে অনুগামী ভ্রমর ও প্রমদাগণে বৃত হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। সৎ-চিদানন্দময় কামনার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট অবলা নারীদের নিয়ে স্বয়ং এইভাবে শরৎকালীন চন্দ্রকিরণশোভিত রাত্রিগুলিতে সংযত মধুররসাশ্রিত সব রকমের কাব্যকথা বর্ণনা করেন।"

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য যাঁর অংশপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যিনি সমাজধর্মের মূল বক্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরস্ত্রীদের স্পর্শ করে প্রতিকূল আচরণ করলেন? হে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, আত্মতৃপ্ত যদুপতি কি উদ্দেশ্যে এই

ধরনের নিন্দিত আচরণ করেন, দয়া করে তা বর্ণনা করে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ঐশ্বরিক শক্তিমান নিয়ন্তাদের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সমাজনীতির দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও, তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁরা আগুনের মতোই সর্বভুক হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন। যে ঈশ্বর নয়, তার কখনই মনে মনেও ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। যদি মূঢ়তাবশত কোনও সাধারণ মানুষ এই ধরনের আচরণের অনুকরণ করে, তা হলে সে নিজেকেই কেবল ধ্বংস করবে, যেমন রুদ্রদেব না হয়েই রুদ্রের মতো সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করার চেষ্টার ফলে মানুষ নিজেকেই ধ্বংস করে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিপ্রদত্ত সেবকদের কথা সকল সময়েই সত্য আর সেই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁদের আচরণ অনুকরণযোগ্য। অতএব তাঁদের নির্দেশ পালন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের উচিত। হে প্রভু, এই সকল নিরহঙ্কারী বিরাট পুরুষেরা যখন এই জগতে পুণ্য কর্ম করেন, তাঁদের কোন স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্য থাকে না এবং এমন কি যখন তাঁরা ধর্মাচরণের বিপরীত কোন অসৎ আচরণ করেন, তাঁদের কোন অনর্থ হয় না। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন জীবসমূহকে প্রভাবিতকারী ধর্মাচরণ ও অধর্মাচরণের সঙ্গে তা হলে কিভাবে প্রাণী, মানুষ দেবতা ও নিখিল জীবের অধীশ্বরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম রেণুর সেবা দ্বারা পূর্ণ-তৃপ্ত তাঁর ভক্তগণ কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এমন কি যোগপ্রভাবে সকল কর্মবন্ধন হতে মুক্ত মুনিগণও জড়কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ নন। তা হলে যিনি স্বেচ্ছাপূর্বক অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করেছেন স্বয়ং সেই ভগবানের বন্ধনের প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে? যিনি সর্বসাক্ষীরূপে গোপীগণ, তাঁদের পতিগণ এবং প্রকৃতপক্ষে সকল প্রাণীর অন্তরে বাস করেন, তিনিই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য এই জগতে দেহ ধারণ করেছেন। তাঁর ভক্তকে কৃপা করবার জন্য ভগবান যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করেন, তখন তিনি এরূপ লীলাবিলাসে যুক্ত হন যা সেই লীলাবিলাস শ্রবণকারীকে আকর্ষিত করে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ করে তোলে। কৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে গোপগণ ভেবেছিলেন তাঁদের পত্নীরা গৃহে, তাঁদের কাছেই রয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের প্রতি কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেনি। ব্রহ্মার একটি রাত্রি অতিবাহিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে গৃহে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয়াগণ তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণনা করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানের যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ রূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন।"

♟ ♟ ♟

চতুস্ত্রিংশতি অধ্যায়

নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন গোপগণ শিবপূজার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করে অম্বিকা বনে যাত্রা করেছিলেন। হে রাজন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করলেন এবং ভক্তিসহকারে নানা উপচারে শক্তিমান পশুপতিদেব ও তাঁর পত্নী দেবী অম্বিকার পূজা করলেন। গোপগণ ব্রাহ্মণদের গাভী, স্বর্ণ, বস্ত্র ও মধুমিশ্রিত অন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তাঁরা "মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন" বলে প্রার্থনা করলেন। নন্দ, সনন্দ ও অন্যান্য মহাভাগ্যবান গোপগণ সেই রাত্রিটি

কঠোরভাবে তাঁদের ব্রত পালন করে সরস্বতী তীরে অবস্থান করলেন। তাঁরা জল মাত্র পান করে উপবাসী ছিলেন। সেই রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এক মহাসর্প সেই ঘন বনে অকস্মাৎ উপস্থিত হল। উদরে ভর দিয়ে পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে এসে সেই সর্প নন্দ-মহারাজকে গ্রাস করতে শুরু করল। সর্পগ্রস্ত নন্দ মহারাজ চিৎকার করলেন, "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করছে! আমি তোমার প্রতি শরণাগত—আমাকে রক্ষা কর।" নন্দের আর্তনাদ শ্রবণ করে গোপগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে নন্দ মহারাজকে সর্পগ্রস্ত দর্শন করে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্বলন্ত মশাল দ্বারা সর্পকে প্রহার করলেন। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দগ্ধ হয়েও সর্প নন্দ মহারাজকে পরিত্যাগ করল না। তখন ভক্তগণপালক পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ঘটনাস্থলে আগমন করে সর্পটিকে তাঁর পাদ দ্বারা স্পর্শ করলেন। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে, তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হল। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ ত্যাগ করে, সুন্দর বিদ্যাধর দেবতার দেহ প্রাপ্ত হল। অতঃপর পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ তাঁর সম্মুখে প্রণতরূপে দণ্ডায়মান সেই সুবর্ণমাল্য অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বল দেহধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয় মহাশয়, পরম সৌন্দর্যে শোভমান, অপূর্ব-দর্শন আপনি কে? আর কে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর সর্পদেহ ধারণে বাধ্য করল?"

সর্প বললেন—"আমি সুদর্শন নামে সুপরিচিত একজন বিদ্যাধর। রূপ-ঐশ্বর্য বিশিষ্ট আমি, আমার বিমানযোগে চতুর্দিকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতাম। একবার আমি অঙ্গিরা মুনির গোত্র জাত কয়েকজন বিকৃতরূপ ঋষিদের দর্শন করে নিজ-রূপ-গর্ব-বশত উপহাস করেছিলাম আর আমার সেই পাপের জন্য তাঁরা আমাকে এই নীচ দেহ ধারণ করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই পরম করুণাময় ঋষিগণ আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন, কারণ এখন আমি সমস্ত জগতের পরম গুরুদেবের পাদস্পর্শে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনি আপনার শরণাগতজনের ভবভীতির ভয়নাশন। আপনার পাদস্পর্শের দ্বারা আমি এখন ঋষিগণের অভিশাপমুক্ত। হে দুঃখনাশন, আমাকে আমার গ্রহে ফিরে যেতে অনুমতি করুন। হে মহাযোগিন, হে মহাপুরুষ, হে সৎ-পতে, আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। হে সর্বলোকেশ্বরেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করা মাত্রই ব্রাহ্মণগণের দণ্ড হতে মুক্ত হয়েছি। যিনি আপনার নাম কীর্তন করেন, তিনি নিজেকে ও সেইসঙ্গে সেই কীর্তন শ্রবণকারীকেও পবিত্র করেন। তা হলে আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের স্পর্শ আরো কত মঙ্গলময়? এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে সেই দেবতা সুদর্শন তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন, অবনত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তারপর তাঁর স্বর্গের আলয়ে ফিরে গেলেন। নন্দ মহারাজও তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্ম বৈভব দর্শন করে বিস্মিত হলেন। হে রাজন, তাঁরা তখন তাঁদের শিব আরাধনা সম্পূর্ণ করে সাদরে কৃষ্ণ বৈভব বর্ণনা করতে করতে ব্রজে ফিরে গেলেন।"

"কোন একদিন অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজনারীগণ সঙ্গে রাত্রিকালে বনে বিহার করছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম ফুলের মালা ও নির্মল বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের অঙ্গ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ও চন্দন দ্বারা লিপ্ত ছিল। গোপীগণ তাঁদের প্রতি প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধুরভাবে তাঁদের মহিমা গান করছিলেন। সেই দুই প্রভু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের উদয়ের দ্বারা প্রারঞ্জিত রজনীর, পদ্মগন্ধময় বায়ু ও মল্লিকা কুসুমের গন্ধে প্রমত্ত অলিকুলের সমাদর করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম সকল জীবের মন ও শ্রবণের সুখাবহ যুগপৎ সমস্ত স্বর মূর্ছনা সৃষ্টি করে গান করলেন। গোপীগণ সেই গান শ্রবণ করে অভিভূত হয়েছিলেন। হে রাজন, তাঁরা লক্ষ্যও করেননি যে, তাঁদের সুন্দর বসনসমূহ স্খলিত ও তাঁদের কেশ ও মালাসমূহ অবিন্যস্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যখন এইভাবে তাঁদের আপন মধুর ইচ্ছায় খেলা করছিলেন এবং প্রমত্ত হয়ে গান করছিলেন, তখন শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। হে রাজন, এমন কি প্রভুদ্বয় তাকে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও শঙ্খচূড় ধৃষ্টতার সঙ্গে নারীগণকে উত্তর দিকে পরিচালিত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের আশ্রিত সেই অবলাগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের উদ্দেশে রোদন

করছিলেন। তাঁদের ভক্তগণের 'হে কৃষ্ণ! হে রাম!' ক্রন্দন শ্রবণ করে এবং চোর যেভাবে গাভীদের অপহরণ করে, তাদের সেই অবস্থা দেখে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই দানবের পশ্চাৎ ধাবন করলেন। উত্তর দান করে ভগবান বললেন, 'ভয় পেয়ো না!' এরপর তাঁরা শাল বৃক্ষের গুঁড়ি তুলে নিয়ে দ্রুত পলায়নপর গুহ্যকাধমের পশ্চাতে মহাবেগে ধাবিত হলেন। শঙ্খচূড় যখন দেখল যে, তাঁরা দুজন তার দিকে কালান্তক মৃত্যুর মতো আসছেন, তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত হয়ে সে মহিলাদের পরিত্যাগ করে তার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করল। দানবটি যেখানে যেখানে ধাবমান হচ্ছিল, শ্রীগোবিন্দ তার শিরোরত্নটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সেখানেই তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীবলরাম মহিলাদের রক্ষার জন্য সেখানেই অবস্থান করলেন। হে রাজন, কিন্তু ভগবান অনেক দূর থেকেই শঙ্খচূড়কে ধরে ফেললেন, যেন মনে হল কাছ থেকেই ধরেছেন আর তখন তাঁর মুষ্টির আঘাতে ভগবান সেই অসৎ দানবের মস্তক তার শিরোরত্ন সহ ছেদন করলেন। গোপীগণ দর্শন করলেন যে, এইভাবে দানব শঙ্খচূড়কে বধ করে ও তার দীপ্তিময় মণি গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁর অগ্রজকে তা প্রদান করলেন।"

পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কৃষ্ণ যখন বনে গমন করতেন, তখন কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ তাঁর লীলা গান করে দুঃখের সঙ্গে তাঁদের দিন অতিবাহিত করতেন।"

গোপীগণ বললেন—"মুকুন্দ যখন তাঁর বাম কপোল বাম বাহুমূলে বিন্যস্ত করে ওষ্ঠে বংশী স্থাপন ও কোমল অঙ্গুলি দ্বারা ছিদ্রসকল ধারণ করে, ভ্রূযুগল সঞ্চালিত করে তা ধ্বনিত করেন, তখন নিজ নিজ পতিদের সঙ্গে গগনবিহারিণী সিদ্ধ রমিতাগণও বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা তা শ্রবণ করে কামপরবশচিত্ত হয়ে নিজেদের কটিবস্ত্র স্খলিত হলেও তা অবগত না হওয়াতে লজ্জিতা হলেন। হে অবলাগণ, আরও আশ্চর্যের বিষয় শ্রবণ কর। এই নন্দনন্দন যিনি আর্তজনের আনন্দদাতা, তাঁর বক্ষস্থলে স্থির-বিদ্যুৎকে বহন করেন আর তাঁর হাস্য রত্নহার তুল্য। তিনি যখন বেণু বাদন করেন ব্রজের বৃষ, হরিণ ও ধেনুগণের বিভিন্ন দল বহু দূর হতে সেই বংশী ধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়ে, কর্ণ উত্তোলিত করে, তাদের মুখের খাদ্য চর্বণ বন্ধ করে যেন নিদ্রিত কিম্বা চিত্রবৎ অবস্থান করতে থাকে। হে সখি, কখনও মুকুন্দ ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব দ্বারা শোভিত হয়ে মল্লগণের অনুকরণ করে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকের সঙ্গে বেণুবাদন করে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, তখন নদীগুলিও অভিভূত হয়ে পবনবাহিত তাঁর চরণকমল রেণু লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে নিবৃত্তগতি হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের মতো তারাও অল্পপুণ্যা আর তাই কম্পিতকরে অপেক্ষা করে। নিরন্তর তাঁর বীর্যবত্তার মহিমা কীর্তনকারী সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করেন। আর এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আবির্ভূত হয়ে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন। ধেনুগণ যখন গিরিতটে বিচরণ করে, তাঁর বংশী-ধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাদের আহ্বান করেন, তখন পুষ্পফলপূর্ণ ভারাবনত শাখা যুক্ত বনলতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে যেন প্রকাশমান শ্রীবিষ্ণুকে ব্যক্ত করে প্রেমপুলকিত গাত্রে মধুধারা বর্ষণ করে। সুদর্শন পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ যখন বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুমত্ত

ভ্রমরসমূহের অনুকূল উচ্চগীত সাদরে গ্রহণ করে স্বীয় অধরে বংশী সংযুক্ত করে তা বাদন করেন, তখন ঐ সুমধুর বংশীগীত শ্রবণে হৃতচিত্ত হয়ে সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেখানে আগমন করে একাগ্রচিত্ত, নিমীলিত নয়ন ও মৌনভাব অবলম্বন করে তাঁর নিকটে উপবেশন করে।"

"হে ব্রজদেবীগণ, কৃষ্ণ যখন ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর চূড়ায় একটি ফুলমালা পরিধান করে বলদেবের সঙ্গে পর্বতের তটভাগে লীলাবিলাস করেন, তখন তাঁর বংশীর সকল নাদ ধ্বনিত করতে করতে সমগ্র জগতকে তিনি আনন্দময় করে তোলেন। সেই সময় নিকটস্থ মেঘরাশি মহান-ব্যক্তিত্বকে অতিক্রমণ শঙ্কায় অতি মৃদুভাবে গর্জন করে সঙ্গত করতে থাকে। মেঘরাশি তাদের প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করতে থাকে আর ছত্রের মতো ছায়া দান করে। হে পুণ্যবতী মা যশোদা, বিভিন্ন গোপক্রীড়ায় নিপুণ তোমার তনয় বেণুবাদনের অনেক নতুন স্বরালাপের উদ্ভাবন করেছে। সে যখন অধরবিম্বে বংশী সংযোগ করে বৈচিত্র্যময় সুরলহরীর ঐকতান প্রকাশ করে, তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণও সেই ধ্বনি শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে পড়েন। যদিও তাঁরা বিদ্বজ্জন কিন্তু তাঁরা সেই স্বরালাপের তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন না আর তাই তাঁরা তাঁদের মস্তক ও হৃদয় অবনত করেন। কৃষ্ণ যখন বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা গাভীদের খুরাক্রমণ জনিত ব্রজভূমির বেদনার উপশম করে, বেণুবাদন সহকারে গজেন্দ্র মন্থরভাবে গমন করেন, তখন তাঁর স-বিলাস দৃষ্টিপাতে আমরা সখীরা কাম দ্বারা তাড়িত হওয়ায় বৃক্ষের মতো জড় দশা প্রাপ্ত হয়ে জানতেও পারি না যে, আমাদের কেশ ও বসন স্খলিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখন কোথাও দাঁড়িয়ে গ্রথিত মণিমালায় তাঁর গাভীদের গণনা করছেন। তিনি তাঁর অতিশয় প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসী মঞ্জরীর মালা পরিধান করে তাঁর কোন প্রিয় গোপবালকের স্কন্ধে ভুজভার অর্পণ করে বেণুবাদন করলে তা কৃষ্ণসার হরিণ-পত্নীদের আকর্ষণ করে, আর তারা গোপীদের মতোই গৃহাভিলাষ পরিত্যাগ করে গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে।"

"হে শুদ্ধশীলে, যশোদা, তোমার প্রিয় বৎস, নন্দনন্দন কুন্দ-কুসুম-মাল্যে তাঁর আনন্দময় শোভাবর্ধন করে গোপ ও গোধনসমূহ সঙ্গে প্রণয়ীগণের হর্ষ উৎপাদন করতে করতে যমুনা তটে বিহার করছে। মৃদুমন্দ বায়ু চন্দন সৌরভ দ্বারা তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করছে আর বিভিন্ন উপদেবতাগণ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হয়ে তাদের গীত বাদ্য ও শ্রদ্ধার্ঘে তাঁর স্তুতি নিবেদন করছে। ব্রজের গোসমূহের প্রতি পরম প্রীতিবশত কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। দিনের শেষে তাঁর গোসমূহকে একত্রিত করে তিনি বেণুবাদন করেন আর যখন পথের ধারে দণ্ডায়মান উন্নত দেবগণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয়ের আরাধনা করেন, তাঁর সহচর গোপবালকগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে থাকেন। গোখুর উত্থিত ধূলিকণায় তাঁর মালা ধূসরিত হয় আর তাঁর পরিশ্রান্তজনিত বর্ধিত সৌন্দর্য সকলের কাছেই হয় নয়নের উৎসব স্বরূপ। মা যশোদার জঠর হতে উদিত কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সুহৃদগণের বাসনা পূরণে বিশেষ আগ্রহী। সুহৃদগণের সম্মান প্রদাতা ঈষৎ মদ বিঘূর্ণিত নয়ন যাঁর, তিনি ফুলমালা পরিহিত এবং তাঁর সুবর্ণ কুণ্ডল শোভায় সুকোমল গণ্ডদেশ বিভূষিত করে বদর-ফল-তুল্য পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলে, রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্রের মতো প্রসন্ন বদনে ও গজেন্দ্র গতিতে দিনের তাপ হতে ব্রজের গাভীদের উদ্ধার করে তিনি, কৃষ্ণ সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে বৃন্দাবনের রমণীগণ দিবসকালে অবিরাম কৃষ্ণ-লীলা গান করে আনন্দ লাভ করতেন আর তাঁদের চেতনা ও মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে মহোৎসবে পূর্ণ থাকত।"

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সেই সময় অরিষ্টাসুর গোষ্ঠে আগমন করেছিল। বিশাল কুঁজ বিশিষ্ট বৃষাকৃতি ধারণ করে তার খুর দিয়ে সে ভূমিভাগ কম্পিত ও বিদীর্ণ করেছিল। অরিষ্টাসুর ভয়ঙ্কর বৃষ-গর্জন করতে করতে ভূমিতলকে বিদীর্ণ করছিল। ঊর্ধ্ব পুচ্ছ ও তার বিস্ফারিত চক্ষে, সে তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা তটদেশ উৎক্ষিপ্ত করছিল আর মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করছিল। হে রাজন, তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অরিষ্টাসুরের কুঁজকে পর্বতভ্রমে সেখানে মেঘরাশি বিচরণ করছিল, আর সেই অসুরকে দেখে গোপ ও গোপীগণ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। বাস্তবিকই, তার তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনিত গর্জন এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গর্ভবতী ধেনু ও নারীগণের গর্ভস্রাবে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছিল। হে রাজন, গৃহপালিত পশুগণ ভীত হয়ে গোষ্ঠ পরিত্যাগ করেছিল আর সকল অধিবাসীগণ 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হয়েছিলেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান গোকুলকে ভয়বিহ্বল দর্শন করে 'তোমরা ভয় পেয়ো না' এই বলে তাদের আশ্বস্ত করে বৃষাসুরকে আহ্বান করলেন। ওরে মূঢ়! অসত্তম! গোপ ও তাদের পশুদের ভীত করে তুই কি করছিস বলে ভেবেছিস, যেখানে তোর মতো অসৎ দুরাত্মাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি। এই কথা বলে ভগবান অচ্যুত করতল দ্বারা তাঁর বাহু আস্ফোটন করে উচ্চ শব্দ দ্বারা অরিষ্টাসুরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুললেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি এক সখার স্কন্ধে তাঁর সর্পদেহরূপ স্বীয় ভুজ প্রসারিত করে অসুরটির দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হলেন। এইভাবে কুপিত হয়ে অরিষ্ট তার একটি খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে, উদ্যত পুচ্ছ দিয়ে মেঘরাশিকে ঘূর্ণিত করে ক্রুদ্ধভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। অরিষ্ট তার শৃঙ্গ দুটির অগ্রভাগ সম্মুখে বিন্যস্ত করে, তার রক্তবর্ণ দুই চোখ দিয়ে বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীতি-প্রদর্শনকারী দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো পূর্ণগতিতে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শৃঙ্গদুটি ধারণ করে তাকে অষ্টাদশ পদক্ষেপ পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন একটি হাতী প্রতিপক্ষ হাতীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় করে থাকে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বৃষভাসুর উত্থিত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় তাঁকে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করল। অরিষ্ট আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন। সিক্ত বস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করার মতো ভগবান তাকে প্রহার করলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি দানবের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে, যতক্ষণ না সে ভূমিতে শায়িত হয়, তা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন। রক্তবমন ও প্রচুর মলমূত্র ত্যাগ করে, বিক্ষিপ্ত নেত্রে পাগুলি ইতস্তত বিক্ষেপ করতে করতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে মৃত্যুলোকে গমন করল। দেবতাগণ ভগবান কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করলেন। এইভাবে বৃষভাসুর অরিষ্টকে বধ করে গোপীগণের নয়নের উৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।"

"অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণ দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হলে নারদ মুনি রাজা কংসকে তা বলার জন্য গমন করলেন। দিব্যদর্শন সেই ভগবান নারদ রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান ছিল একটি কন্যা আর কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। রামও রোহিণীর পুত্র। বসুদেব ভীত হয়ে তাঁর মিত্র নন্দ মহারাজের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমর্পণ করেছিলেন আর এই দুই বালকই তোমার লোকেদের বধ করেছে। এই কথা শ্রবণ করে ভোজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসুদেবকে হত্যার জন্য একটি শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিল। কিন্তু বসুদেবের দুই পুত্রই তার মৃত্যুর কারণ, একথা তাকে স্মরণ করিয়ে নারদ

কংসকে নিবারিত করলেন। অতঃপর কংস বসুদেবকে সপত্নীক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল।"

"নারদ প্রস্থান করলে, রাজা কংস কেশীকে আহ্বান করে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'যাও, বলরাম আর কৃষ্ণকে হত্যা কর।' ভোজরাজ অতঃপর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশল প্রমুখ তার মন্ত্রীগণ ও তার হস্তীপালকদের আহ্বান করল। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিল—প্রিয় বীর চাণূর ও মুষ্টিক, আমার কথা শোনো। আনকদুন্দুভির (বসুদেব) পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দের ব্রজে বাস করছে। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে যে, এই দুটি বালক আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হবে, তখনই মল্লক্রীড়ার ছলে তোমরা তাদের হত্যা করবে। চতুর্দিকে বিবিধ দর্শক মঞ্চ বিশিষ্ট একটি মল্লক্ষেত্র নির্মাণ কর এবং সকল পুরবাসী ও জনপদবাসীকে এই মুক্ত প্রতিযোগিতা দর্শন করার জন্য নিয়ে এস। তুমি, হস্তীপালক, হে ভদ্রে, কুবলয়াপীড় হস্তীকে মল্লক্ষেত্রের প্রবেশ পথে রাখবে আর তার দ্বারা আমার দুই শত্রুকে হত্যা করাবে। যথাযথ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ শুরু করা হোক। মহানুভব শিবের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পশু বলিদান করা হোক।"

"তার মন্ত্রীদের এরূপ নির্দেশ প্রদান করে কংস অতঃপর যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করল। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে পারদর্শী কংস অক্রূরের হাত নিজ হাতে ধারণ করে তাকে বলতে লাগল—প্রিয় অক্রূর, দানপতি, মিত্রতাবশত আমার জন্য সাদরে কিছু কর। ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে তোমার মতো আমাদের প্রতি দয়ালু আর কেউ নেই। সৌম্য অক্রূর, তুমি সর্বদা শান্তভাবে কর্তব্যপালন কর, আর তাই আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, ঠিক যেভাবে শক্তিশালী ইন্দ্র তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। যেখানে আনকদুন্দুভির দুই পুত্র বাস করছে, সেই নন্দের গ্রামে তুমি গমন কর আর বিলম্ব না করে এই রথে করে তাদের নিয়ে এসো। বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাগণ এই দুই বালককে আমার মৃত্যুরূপে প্রেরণ করেছে। তাদের এখানে নিয়ে এস আর নন্দ ও অন্যান্য গোপগণও শ্রদ্ধার্ঘসহ এখানে আসুক। কৃষ্ণ ও বলরামকে এখানে আনবার পরে আমি স্বয়ং যমতুল্য আমার হস্তী দ্বারা তাদের হত্যা করব আর দৈবাৎ যদি তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পায়, তখন আমি বজ্রতুল্য আমার মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা তাদের বধ করাব। এই দুজন নিহত হলে আমি বসুদেবকে এবং বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশজাত তাদের সকল শোকসন্তপ্ত বান্ধবদের বধ করব। আমার রাজ্যলোভী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভ্রাতা দেবক ও আমার অন্যান্য সকল শত্রুদেরও আমি হত্যা করব। হে মিত্র, অতঃপর এই পৃথিবী কণ্টকশূন্য হবে। আমার গুরুজন জরাসন্ধ ও প্রিয় সখা দ্বিবিদের মতোই শম্বর, নরক ও বাণ আমার দৃঢ় শুভাকাঙ্ক্ষী। দেবতাদের পক্ষ গ্রহণকারী রাজাদের হত্যা করতে আমি এদের ব্যবহার করব আর তারপর আমি পৃথিবী শাসন করব। এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছ, সত্বর যাও, ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর ঐশ্বর্য দর্শন করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে এস।"

শ্রীঅক্রূর বললেন—"হে রাজন, আপনার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার কুশলী পন্থা আপনি রচনা করেছেন। তবুও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান জ্ঞান করা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবে দৈবই মানুষের কার্যের ফল প্রদান করে থাকে। মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণ দৈব প্রতিহত করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তাই সে হর্ষ ও শোক উভয়েরই সম্মুখীন হয়। যদিও এটাই বাস্তব সত্য, তবু আমি আপনার নির্দেশ পালন করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে অক্রূরকে নির্দেশ প্রদান করে রাজা কংস তার মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলে অক্রূরও গৃহে ফিরে গেলেন।"

❁ ❁ ❁

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী দানব বৃহদাকার অশ্বরূপে ব্রজে উপস্থিত হল। মনের গতিতে ধাবিত হয়ে সে তার খুর দিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করছিল। আকাশব্যাপী দেবতাগণের বিমান ও মেঘরাশিকে তার কেশর দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে তার উচ্চ হ্রেষাধ্বনি দ্বারা উপস্থিত সবাইকে সে আতঙ্কিত করছিল।"

"পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখলেন যে, কিভাবে ভয়াবহ হ্রেষাধ্বনি ও তার পুচ্ছ দ্বারা মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে দানব তাঁর নিজ গোকুলকে ভীত করে তুলেছে, তখন তিনি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ করার জন্য কেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিল, তাই ভগবান যখন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করলেন, তখন অশ্বটি সিংহের মতো গর্জন করে সাড়া দিল। তার সম্মুখে ভগবানকে দণ্ডায়মান দর্শন করে আকাশকে গলাধঃকরণের মতো মুখব্যাদান করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কেশী তাঁর দিকে ধাবিত হল। প্রচণ্ড গতিতে দুরতিক্রম্য এবং কারও কাছে পরাজয়ের অযোগ্য অশ্বাসুর তার সামনের পা দুটি দিয়ে কমলনয়ন ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেশীর আঘাত এড়িয়ে গিয়ে, ক্রুদ্ধভাবে তার হাত দিয়ে দানবের পা দুখানি ধরে চতুর্দিকে শূন্যে ঘূর্ণন করে শত ধনুক দূরত্বে হেলায় নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন গরুড় কোনও সাপকে নিক্ষেপ করে। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে উত্থিত হয়ে মুখ ব্যাদান করে সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু ভগবান হাসতে হাসতে তাঁর বাম বাহু অশ্বের মুখের ভিতর প্রবেশ করালেন যেন অতি সহজেই একটি সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করল। পরমেশ্বর ভগবানের বাহু স্পর্শ করা মাত্র কেশীর দন্তসমূহ তৎক্ষণাৎ পতিত হল যেন সেই বাহুটি দানবের কাছে তপ্ত লৌহের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কেশীর দেহের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের বাহু তখন উপেক্ষিত উদরস্ফীতি রোগের ন্যায় বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বাহু সম্পূর্ণরূপে কেশীর শ্বাসরোধ করলে, সে ইতস্তত পদনিক্ষেপ করে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিস্ফারিত নয়নে, পুরীষ ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। মহাবাহু কৃষ্ণ তখন কেশীর দেহমধ্য হতে দীর্ঘ কর্কটিকা ফলের ন্যায় তাঁর বাহু আকর্ষণ করে নিলেন। অনায়াসে তাঁর শত্রুকে বধ করা সত্ত্বেও গর্বশূন্য হয়ে ভগবান উপর থেকে দেবতাদের পুষ্প-বৃষ্টিরূপ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে রাজন, অতঃপর ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ মুনি অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন করে একান্তে তাঁকে বলতে লাগলেন। হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অজ্ঞেয় স্বরূপ, যোগেশ, জগন্নাথ! হে বাসুদেব, সর্বজীবাশ্রয়, যাদবশ্রেষ্ঠ! হে প্রভু, আপনি কাষ্ঠমধ্যে গুপ্ত বহ্নির মতো হৃদয় অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে আসীন সর্বজীবের পরমাত্মা। আপনি সর্বসাক্ষী, মহাপুরুষ ও পরম নিয়ন্তা স্বরূপ। আপনি সর্ব আত্মার আশ্রয় এবং পরম নিয়ন্তারূপে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছার দ্বারাই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আপনার মায়াশক্তি দ্বারা আদিতে আপনি জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও পরে বিনাশ সাধন করে থাকেন। নরপতিরূপে, দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষস রূপে বিরাজমান বিভিন্ন অসুরদের সংহার করে সাধুজনের রক্ষার জন্যই আপনি সেই একই স্রষ্টা এখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অশ্বরূপী অসুর এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার হ্রেষাধ্বনিতে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনি তাকে বিনাশের ক্রীড়া উপভোগ করেছেন। আর দুদিনের মধ্যেই, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, চাণূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণকে সেই কুবলয়াপীড় হস্তী ও রাজা কংস সহ আপনার হাতে

নিহত হতে দেখব। এরপর আমি আপনাকে কালযবন, মুর, নরক এবং শঙ্খাসুরকে বধ করতে দেখব এবং আমি আপনাকে, ইন্দ্রকে পরাজিত করে পারিজাত ফুলও হরণ করতে দর্শন করব। অতঃপর আমি দর্শন করব যে, বীরত্বরূপ শুল্কের বিনিময়ে বীর রাজাদের কন্যাগণকে আপনি বিবাহ করছেন। তারপর, আপনি দ্বারকায় রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং আপনার জন্য আরো এক পত্নী (জাম্ববতী) সহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ করবেন। আপনার সেবক যমরাজের আলয় থেকে আপনি এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনবেন আর তারপর আপনি পৌণ্ড্রককে বধ করবেন, কাশী নগরী দগ্ধ করবেন, দন্তবক্রের বিনাশ করবেন ও বিশাল রাজসূয় যজ্ঞের সময় চেদি-রাজকে বধ করবেন। আপনার দ্বারকায় বাসের সময় অন্যান্য আরো কর্ম যা আপনি সম্পাদন করবেন সেই সঙ্গে এই সমস্ত বীরত্ব-লীলাসমূহও আমি দর্শন করব। দিব্য কবিগণের গানে এই সকল লীলা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে, ভূভার হরণের জন্য অর্জুনের সারথিরূপে সমগ্র অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশক কালরূপী আপনাকে আমি দর্শন করব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আশ্রয়ের জন্য আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি বিশুদ্ধ দিব্যচেতনা পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। যেহেতু আপনার ইচ্ছা অপ্রতিহত তাই সকল অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন এবং আপনার চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াময় গুণপ্রবাহ থেকে আপনি নিত্যত পৃথক অবস্থান করেন। আপনি পরম নিয়ন্তা, স্বাশ্রয়, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নিজ শক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চের অগণিত পরিকল্পনা বিশেষ রচনা করেন। এখন আপনি মানবিক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণে মনস্থ করে যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে নারদ অবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার পরমানন্দ অনুভব করতে করতে, ভগবানের অনুজ্ঞাক্রমে প্রস্থান করলেন। কেশী দানবকে যুদ্ধে বধ করার পর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আনন্দিত গোপবালক সহচরগণের সঙ্গে গাভী ও অন্যান্য পশুদের পালন করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সকল বৃন্দাবনবাসীর জন্য সুখ আনয়ন করলেন।"

"একদিন গোপবালকেরা যখন পর্বতের তটভাগে তাঁদের পশুদের চারণ করছিলেন, তখন চোর ও পশুপালকের ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁরা 'চুরি করে লুকানো'-র খেলা খেলতে শুরু করলেন। হে রাজন, ঐ খেলায় কেউ চোর, কেউ মেষপালক এবং অন্যান্যরা মেষ রূপে অভিনয় করছিলেন। তাঁরা আনন্দে ও নির্ভয়ে তাঁদের খেলা খেলছিলেন। ব্যোম নামক ময় দানবের এক মহা মায়াবী পুত্র তখন গোপবালকের ছদ্মবেশে সেখানে অবতীর্ণ হল। চোর রূপে খেলায় যোগদান করার ভান করে সে মেষরূপে অভিনয়কারী অধিকাংশ গোপবালককে চুরি করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই মহাদানব আরও বহু গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতের গুহায় নিক্ষেপ করে তা প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মেষ রূপে অভিনয়কারী আর চার-পাঁচজন মাত্র বালক খেলায় অবশিষ্ট ছিলেন। সাধু ভক্তগণের আশ্রয় প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ, ব্যোমাসুর যা করছিল তা সম্পূর্ণত অবগত হয়ে, যে সময়ে সে আরও গোপবালককে নিয়ে যাচ্ছিল তখন, সিংহ যেমনিভাবে নেকড়ে বাঘকে ধারণ করে, তেমনিভাবে বলপূর্বক দানবকে ধরলেন। দানব তখন তার বিশাল পর্বতসদৃশ বিরাট ও বলশালী নিজ রূপে পরিবর্তিত হল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও ভগবানের দৃঢ় মুষ্টির ধারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, সে তা করতে সমর্থ হল না। ভগবান অচ্যুত ব্যোমাসুরকে তাঁর বাহুমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দর্শনকারী স্বর্গের দেবতাদের সমক্ষে কৃষ্ণ তাকে, যজ্ঞের পশুকে যেভাবে বধ করা হয়, তেমনিভাবে বধ করলেন। কৃষ্ণ তখন গুহার প্রবেশপথের প্রস্তরখণ্ডের অবরোধ চূর্ণ করে আটক গোপবালকগণকে নিরাপদে নিঃসারিত করলেন। অতঃপর দেবতা ও গোপবালকগণ তাঁর মহিমা গান করলে তিনি তাঁর গোকুলে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

✿ ✿ ✿

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—সেই রাত্রিটি মথুরা নগরীতে অবস্থান করার পর মহা-মতি অক্রূর তাঁর রথে আরোহণ করে নন্দ মহারাজের গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে মহাত্মা অক্রূর কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পরম ভক্তি অনুভব করে এইভাবে ভাবতে লাগলেন। আমি কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি, কি এমন কঠিন তপস্যা করেছি, এমন কি আরাধনা বা দান করেছি যে, আজ আমি শ্রীকেশবকে দর্শন করব? যেহেতু আমি একজন বিষয়মগ্ন জড়বাদী ব্যক্তি, তাই শূদ্র-কুল-জাত কারও পক্ষে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মতোই, ভগবান উত্তমশ্লোককে দর্শন করার এই সুযোগকে আমার দুর্লভ বলে মনে হচ্ছে। এরকম ভাবনা অনেক হয়েছে! শেষ পর্যন্ত আমার মতো একজন পতিত আত্মাও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পেতে পারে, কারণ কখনও কোন বদ্ধজীবও কালনদীতে বাহিত হয়ে তীরে পৌঁছে যায়। আজ আমার সকল অমঙ্গল নষ্ট হল এবং আমার জন্মও সার্থক হল, কারণ যোগিগণেরও ধ্যেয় পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করব। অবশ্যই রাজা কংস আজ আমাকে, এখন এই জগতে অবতীর্ণ ভগবান হরির চরণকমল দর্শন করতে প্রেরণ করে, অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে। কেবলমাত্র তাঁর পদনখের কিরণ প্রভাবেই অতীতে অনেক আত্মা দুস্তর সংসারান্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। সেই পাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সকল দেবতা দ্বারা, লক্ষ্মীদেবী দ্বারা, এবং মহান মুনি ও বৈষ্ণবগণ দ্বারা অর্চিত হয় এবং ভগবান তাঁর সহচরগণসহ গোচারণকালে সেই চরণকমল দ্বারা বনে বিচরণ করেন, আর সেই চরণদ্বয় গোপীগণের কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়ে থাকে। আমি নিশ্চয়ই ভগবান মুকুন্দের মুখমণ্ডল দর্শন করব কারণ হরিণেরা এখন আমার দক্ষিণ দিকে বিচরণ করছে। তাঁর কুঞ্চিত কেশ দ্বারা আবৃত সেই মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর কপোল ও নাসিকা, তাঁর স্মিতহাস্যময় দৃষ্টিপাত ও তাঁর রক্তকমলতুল্য নয়নদ্বয়ে বিভূষিত। যিনি তাঁর আপন মাধুর্যে এখন পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করেছেন, সকল সৌন্দর্যের আধার সেই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে আমি দর্শন করতে চলেছি। তাই এটা অনস্বীকার্য যে, আমার নয়নদুটি তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা লাভ করবে। তিনি জাগতিক কার্য ও কারণের সাক্ষী হয়েও সর্বদা অহঙ্কারশূন্য। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তিনি ভেদ ও ভ্রমের অন্ধকার দূরীভূত করেন। তাঁর মায়া শক্তির উপর দৃষ্টিপাত করে তিনি এই জগতে যখন জীবের প্রকাশ ঘটান, তখন তাদের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিও অনুভূত হন। পরমেশ্বর ভগবানের গুণ, কর্ম ও আবির্ভাব সকল পাপ বিনাশ করে সকল সৌভাগ্য সৃষ্টি করে এবং ঐ তিনটি বিষয় বর্ণনাকারী বাক্যসকল পৃথিবীকে প্রাণবন্ত, শোভিত ও পবিত্র করে। অন্যদিকে তাঁর মহিমাশূন্য বাক্যরাশি শবদেহের অলঙ্কারতুল্য। নিজ সৃষ্ট ধর্মমর্যাদার পালনকারী সেই একই পরমেশ্বর ভগবান উন্নত দেবগণের আনন্দ বিধানের জন্য সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। বৃন্দাবনে বাস করে তিনি তাঁর যশ বিস্তার করছেন, সর্বমঙ্গলপ্রদ সেই যশ দেবতারা গান করে থাকেন। মহাত্মাগণের গতি ও গুরু, ভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় কমনীয়, চক্ষুষ্মানগণের মহানন্দদায়ক, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবীরও অভিলষিত আশ্রয়স্থল তাঁর সেই নিজ রূপ আজ আমি নিশ্চয়ই দর্শন করব। এখন আমার জীবনের সকল প্রভাতই হয়ে উঠছে মঙ্গলময়। অতঃপর আমি তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের চরণকমলে প্রণাম নিবেদন করব। আত্মোপলব্ধি লাভের কঠোর চেষ্টায় মহা-যোগিগণ তাঁদের সেই চরণই চিত্তে ধারণ করে থাকেন। আমি ভগবানের গোপবালক সখাবৃন্দ ও সকল বৃন্দাবনবাসীদেরও প্রণাম নিবেদন করব। আমি যখন তাঁর চরণে পতিত হব, তখন সর্বশক্তিমান ভগবান আমার

মস্তকে তাঁর করকমল স্থাপন করবেন। বলশালী সর্পের মতো মহাকাল দ্বারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে যাঁরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এই হাত তাঁদের সকল ভয় দূর করে। সেই করকমলে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে পুরন্দর ও বলি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং রাসনৃত্যের আনন্দময় লীলায় ভগবান যখন গোপীগণের স্বেদবিন্দু মুছে দিয়ে তাঁদের ক্লান্তি দূর করলেন, তাঁদের মুখমণ্ডলের স্পর্শজনিত সেই হাত সুগন্ধি ফুলের মতোই সুবাসিত হয়েছিল। যদিও কংস তাঁর দূত রূপে আমাকে এখানে প্রেরণ করেছে, তথাপি ভগবান অচ্যুত আমাকে শত্রুরূপে বিবেচনা করবেন না। কারণ শেষ পর্যন্ত সর্বজ্ঞ ভগবানই এই দেহ রূপ ক্ষেত্রের প্রকৃত জ্ঞাতা এবং তাঁর নির্মল দৃষ্টিতে জীবের হৃদয়ের ভিতর ও বাহির সকল প্রয়াসেরই তিনি সাক্ষী। আমি যখন সংযতভাবে করজোড়ে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদনের জন্য পতিত হব, তখন তিনি আমার প্রতি কৃপাসিক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করবেন। তখন আমার সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হবে আর আমি তখন শঙ্কামুক্ত হয়ে পরম গভীর আনন্দ অনুভব করব। আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করে কৃষ্ণ তাঁর বলশালী বাহুদুখানি দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করবেন আর তৎক্ষণাৎ আমার দেহ পবিত্র হয়ে কর্ম জনিত সকল জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হব। মহাযশা ভগবান কৃষ্ণের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আমি তাঁর সামনে করজোড়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকব আর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, "হে প্রিয় অক্রূর।" সেই মুহূর্তে আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যার জীবন আদৃত না হয়, তার জীবন নিষ্ফল। পরমেশ্বর ভগবানের কোন প্রিয় ও পরম সুহৃৎ নেই, এমন কি তিনি কাউকে অবাঞ্ছিত, দ্বেষযোগ্য বা উপেক্ষণীয়ও মনে করেন না। তাঁর ভক্তগণ যে যেভাবে তাঁর ভজনা করে, প্রেমময় তিনি সেইভাবেই ফল প্রদান করেন, ঠিক যেমন স্বর্গের কল্পবৃক্ষের কাছে প্রার্থিত সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়। অতঃপর আমি যখন আমার মস্তক অবনত করে দণ্ডায়মান থাকব, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যদুশ্রেষ্ঠ আমাকে আলিঙ্গন করার পর আমার অঞ্জলিবদ্ধ হাত ধারণ করে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবেন। সেখানে তিনি আমাকে সকল উপচারে স্বাগত সম্মান জানাবেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি কংস কিরকম আচরণ করছে, আমার কাছে তা জানতে চাইবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"হে রাজন, শ্বফল্কপুত্র যখন পথে যাত্রা করছিলেন, তখন এইভাবে গভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় মগ্ন হয়ে, সূর্য অস্তাচল প্রান্তে তিনি গোকুলে উপনীত হলেন। নিখিল লোকপালগণ তাঁদের কিরীটে যাঁর পবিত্র চরণরেণু ধারণ করেন, তাঁর সেই পদচিহ্ন অক্রূর গোষ্ঠে দর্শন করলেন। পদ্ম, যব ও অঙ্কুশ চিহ্নিত ভগবানের স্বতন্ত্র সেই পদচিহ্ন ভূমিতলকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল। ভগবানের পদচিহ্ন দর্শনের আনন্দে চঞ্চল হয়ে শুদ্ধপ্রেমবশত তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং তাঁর নয়নদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অক্রূর তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে 'আহা, এই আমার প্রভুর পদদ্বয়ের ধূলিকণা' বলে চিৎকার করে ঐ পদচিহ্নের মধ্যে গড়াতে শুরু করলেন। সকল জীবের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আনন্দ, যা কংসের নির্দেশ পাওয়ার পর, সকল দম্ভ, ভয়, অনুতাপ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, শ্রবণ ও স্মৃতি বর্ণনায় মগ্ন হয়ে অক্রূর অর্জন করেছিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে ব্রজের গোদোহন স্থানে দর্শন করলেন। কৃষ্ণ পীত ও বলরাম নীল বসন পরিধান করেছিলেন আর তাঁদের নয়নদুটি ছিল শরৎকালীন কমলের মতো। বলশালী বাহু সেই দুই বালকের শ্যামবর্ণের একজন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ আর অন্য জন ছিলেন শ্বেতবর্ণের। তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের জন্য তাঁরা ছিলেন পরম সুন্দর পুরুষ। তাঁরা যখন সদয় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে হস্তী শিশুর মতো বিচরণ করেন, তখন সেই দুই প্রধান পুরুষের ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম চিহ্নিত চরণচিহ্নে, ব্রজভূমি সুশোভিত হয়ে ওঠে। সেই দুই উদার ও মনোরম লীলাপুরুষ রত্নহার ও বনমালায় অলঙ্কৃত, পবিত্র, গন্ধ-দ্রব্যে অনুলিপ্ত, সদ্যস্নাত, এবং নিষ্কলঙ্ক বেশভূষায় সজ্জিত ছিলেন। জগৎ পতি স্বরূপ এই দুই আদিপুরুষ জগতের কল্যাণের জন্য, কেশব ও বলরাম, তাঁদের দুই পৃথক রূপে এখন অবতীর্ণ হয়েছেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তাঁরা যেন দুটি সুবর্ণ পর্বতের মতো, একজন মরকতমণ্ডিত এবং অন্যজন রজতশুভ্র রূপচ্ছটায় সকল দিকে আকাশের তমসা দূর করছে। স্নেহবিহ্বল অক্রূর তাঁর রথ থেকে

সত্বর লাফ দিয়ে অবতরণ করে কৃষ্ণ ও বলরামের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনের আনন্দে অক্রূরের নয়নদ্বয় অশ্রু-প্লাবিত হয়েছিল এবং তাঁর অঙ্গ পুলকে শোভিত হয়েছিল। হে রাজন, উৎকণ্ঠাবশত তিনি নিজের পরিচয় দিতেও সমর্থ হলেন না। অক্রূরকে চিনতে পেরে, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর রথচক্র চিহ্নিত হস্ত দ্বারা তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ সন্তোষ অনুভব করেছিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর শরণাগত ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রসন্ন মনোভাবাপন্ন। শ্রীসঙ্কর্ষণ (বলরাম) প্রণতরূপে দণ্ডায়মান অক্রূরের যুক্তকর ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে এলেন। অক্রূরের যাত্রার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর বলরাম তাঁকে উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করিয়ে সম্মান সহকারে মধুপর্ক প্রদান করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান বলরাম অক্রূরকে গাভী দান করলেন, তাঁর শ্রান্তি দূর করবার জন্য পাদসম্বাহন করলেন আর তারপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত বিভিন্ন সুস্বাদু অন্ন পরিবেশন করলেন। অক্রূর তাঁর তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর ধর্মজ্ঞ শ্রীবলরাম তাঁকে মুখবাস, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করলেন। এইভাবে অক্রূর পুনরায় পরম আনন্দ লাভ করলেন।"

নন্দ মহারাজ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে দাশার্হ, ক্রূর কংস জীবিত থাকতে তোমরা কিভাবে জীবন ধারণ করছ? তোমরা ঠিক যেন পশুঘাতকের সন্ত্রাধীন মেষের মতো। ক্রূর, আত্মতৃপ্তপরায়ণ কংস তার নিজের ভগিনীর উপস্থিতিতেই রোরুদ্যমান সেই ভগিনীর সন্তানদের হত্যা করেছে। তাই আমরা কেনই বা আর তার প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করব? এরূপ সত্য ও মধুর বচনের প্রশ্নের দ্বারা নন্দ মহারাজ কর্তৃক সম্ভাষিত হয়ে অক্রূর তাঁর পথশ্রম বিস্মৃত হয়েছিলেন।"

❁ ❁ ❁

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বলরাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে পালঙ্কে সুখে উপবিষ্ট হয়ে অক্রূর অনুভব করলেন পথিমধ্যে তিনি যে সকল আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা সবই পূর্ণ হয়েছে। হে রাজন, লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে যে সন্তুষ্ট করেছে, তার আর কিই বা অপ্রাপ্ত থাকতে পারে? তবুও তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। সান্ধ্য ভোজনের পর দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কংস তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি কিরকম আচরণ করছে এবং রাজা আর কি করার পরিকল্পনা করছে, সেই বিষয়ে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন।"

ভগবান বললেন—"হে তাত, হে সৌম্য অক্রূর, তোমার সুখে আগমন হয়েছে তো? তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা সুখে ও সুস্বাস্থ্যে রয়েছে তো? কিন্তু, হে প্রিয় অক্রূর, যখন আমাদের পরিবারের ব্যাধিস্বরূপ মাতুল নামধারী রাজা কংস বৃদ্ধিশীল রয়েছে, তখন আমাদের পরিবারের সদস্য ও তার অন্যান্য প্রজাগণের সম্পর্কে আমার আর কিই বা জিজ্ঞাসা করা উচিত? দেখ, আমি কতখানি আমার নিরপরাধ পিতা-মাতার দুঃখের কারণ হয়েছি! আমার জন্যই তাঁদের পুত্রগণ বধ হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেরা কারারুদ্ধ হয়েছেন।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের জ্ঞাতি, তোমাকে দর্শন করার অভীষ্ট আজ পূর্ণ হল। হে সৌম্য তাত, দয়া করে তোমার আগমনের কারণ আমাদের বর্ণনা কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুবংশজাত অক্রূর, রাজা কংসের যদুগণের প্রতি শত্রুতাচরণ এবং বসুদেবকে তার হত্যার চেষ্টা সহ সকল পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন। যে সংবাদ প্রদান করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন, অক্রূর তা নিবেদন করলেন। তিনি কংসের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কৃষ্ণ যে বসুদেবপুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন, নারদ কর্তৃক কংসকে তা জ্ঞাপন করার কথাও বর্ণনা করলেন। মহাবল শত্রুবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অক্রূরের কথাগুলি শ্রবণ করে হেসে উঠলেন। উভয়েই তখন তাঁদের পিতা নন্দ মহারাজের কাছে রাজা কংসের নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন। নন্দ মহারাজ তখন গ্রামরক্ষক দ্বারা ব্রজে নন্দের এলাকা জুড়ে নিম্নরূপ ঘোষণা করে গোপগণের প্রতি নির্দেশ জারী করলেন, "সকল প্রাপ্য দুগ্ধজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে, মূল্যবান উপহার আনয়ন করে শকট যোজনা কর। আগামীকাল আমরা মথুরা গমন করে আমাদের দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রাজাকে প্রদান করব এবং এক অত্যন্ত বিশাল উৎসব দর্শন করব। সকল জনপদবাসীরাও গমন করছে।"

"গোপীগণ যখন শ্রবণ করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নগরীতে নিয়ে যাবার জন্য অক্রূর ব্রজে আগমন করেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন। কোন কোন গোপীর হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপ অনুভবজনিত কষ্টকর নিঃশ্বাসের ফলে তাঁদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠেছিল। নিদারুণ মনস্তাপে অন্যান্য গোপীদের বসন, বলয় ও কেশগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল। অন্য গোপীগণ কৃষ্ণানুধ্যানে স্থির হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণত নিরুদ্ধ হয়েছিল। আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত মানুষদের মতো বাহ্যজগৎ বিষয়ে তাঁদের সকল চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। অপর ব্রজস্ত্রীগণ কেবলমাত্র ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ) বাক্যসমূহ স্মরণ করতে করতে মূর্ছিতা হলেন। অনুরাগব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যসহ উচ্চারিত বিচিত্র পদশোভিত এই সমস্ত বাক্য তাঁদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। শ্রীমুকুন্দ হতে স্বল্প-বিরহ সম্ভাবনার ভয়েও ভীতা গোপীগণ এখন তাঁর সুললিত গতি, তাঁর লীলা, তাঁর অনুরাগ, হাস্য, তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক-আচরণ এবং তাঁদের শোক-বিনাশক তাঁর পরিহাস বাক্য স্মরণ করতে করতে সম্ভাব্য মহা-বিরহ ভাবনায় উদ্বিগ্না হয়ে পরস্পর সমবেত হলেন। অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডলে ও পূর্ণভাবে ভগবান অচ্যুতে মগ্নচিত্ত হয়ে তাঁরা দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

গোপীগণ বললেন—"হায় বিধাতা, তোমার কোন দয়া নেই! তুমি দেহীগণকে মৈত্রী ও প্রেমে সংযুক্ত কর আর তারপর তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আগেই তুমি নিরর্থক তাদের বিচ্ছিন্ন কর। তোমার এই অস্থিরচিত্ত লীলা ঠিক শিশুর খেলার মতো। কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশরাশি দ্বারা আবৃত, সুন্দর গাল, উন্নত নাক ও সর্বসন্তাপহারী শান্ত হাস্যময় মুকুন্দের সেই মুখমণ্ডল আমাদের দর্শন করিয়ে তুমি এখন তা অদৃশ্য করছ। তোমার এই আচরণ মোটেই ভাল নয়। হে বিধাতা, যদিও তুমি এখানে অক্রূর নাম নিয়ে এসেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি ক্রূর। একবার যা আমাদের প্রদান করেছিলে—সেই চক্ষু দ্বারা তোমার সমগ্র সৃষ্টির পূর্ণতা, এমন কি শ্রীমধুদ্বিষের রূপের একদেশ দর্শন করছিলাম—মূর্খের মতো তুমি তা হরণ করছ। হায়, নন্দপুত্রের সৌহার্দ্য এত ক্ষণভঙ্গুর যে আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। জোর করে তাঁর বশে আকৃষ্ট আমরা কেবলমাত্র তাঁকে সেবা করার জন্য গৃহ, স্বজন, পুত্র ও পতি পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তিনি সর্বদা নতুন প্রিয়তমার সন্ধান করছেন। এই রাত্রির পরবর্তী প্রভাত মথুরার রমণীগণের জন্য অবশ্যই শুভ। তাঁদের সকল আশা এখন পূর্ণ হবে, কারণ ব্রজেশ্বর তাঁদের নগরীতে প্রবেশ করলে তাঁর মুখ হতে তাঁর নেত্রপ্রান্ত দ্বারা প্রকাশিত হাস্যের অমৃত পান করতে তাঁরা সমর্থ হবেন।"

"হে অবলাগণ, যদিও মুকুন্দ ধীর স্বভাবসম্পন্ন এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত, তথাপি একবার সে মধুর মতো মিষ্টভাষী মথুরার ঐ রমণীদের বশীভূত হলে এবং তাদের মনোমুগ্ধকর সলজ্জ হাস্যে বিভ্রান্ত হলে, কিভাবে সে আবার আমাদের মতো গ্রাম্যনারীদের কাছে ফিরে আসবে? দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণ যখন মথুরায় সকল দিব্য গুণের আধার লক্ষ্মীরমণ

দেবকীনন্দনকে দর্শন করবেন এবং সেই সঙ্গে যারা তাঁকে নগরীতে গমনের সময় পথিমধ্যে দর্শন করবেন, তাদের নয়নের অবশ্যই মহোৎসব হবে। যে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করছে, তার নাম অক্রূর হওয়া উচিত নয়। সে এতই নিষ্ঠুর যে, ব্রজের দুঃখিতজনদের আশ্বাস প্রদানের চেষ্টা না করেই সে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে। কঠিন হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই রথে সমারূঢ় হয়েছেন এবং মূর্খ গোপগণ তাঁর পেছনে গো-শকটে ত্বরা করছেন। এমন কি জ্যেষ্ঠগণও তাঁকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কিছুই বলছেন না। আজ ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। চল, আমরা সরাসরি মাধবের কাছে গিয়ে তাঁকে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করি। আমাদের পরিবারের বৃদ্ধরা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমাদের কি করতে পারেন? এখন ভাগ্য আমাদের মুকুন্দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদয়কে দীন করেছে, কারণ ক্ষণকালের জন্যও আমরা কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ সহ্য করতে পারি না। তিনি যখন রাসনৃত্য সভায় আমাদের আনয়ন করতেন, তখন তাঁর অনুরাগ ও মধুর হাস্য, তাঁর মনোহর গোপন সংলাপ, তাঁর লীলাময় দৃষ্টিপাত ও তাঁর আলিঙ্গন উপভোগ করে আমরা অসংখ্য রাত্রিকে ক্ষণমাত্র কাল রূপে অতিবাহিত করতাম। হে গোপীগণ, আমরা কিভাবে তাঁর অনুপস্থিতির দুষ্পার অন্ধকার অতিক্রম করব? যিনি সন্ধ্যায় গোপবালক সহযোগে ব্রজে ফিরে আসেন, যাঁর কেশ ও মাল্য গো-খুর উত্থিত ধূলায় রঞ্জিত, অনন্তসখা সেই কৃষ্ণ বিনা আমরা কিভাবে বাঁচব? তিনি যখন বেণুবাদন করেন, তাঁর সস্মিত কটাক্ষবলোকন আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইসব কথাগুলি বলবার পর কৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজ-রমণীগণ তাঁদের আসন্ন কৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত কাতরতা অনুভব করলেন। তাঁরা সকল লজ্জা বিস্মৃত হয়ে 'হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে গোপীগণের ক্রন্দন সত্ত্বেও অক্রূর সূর্যোদয় হলে তাঁর প্রভাতের পূজা ও অন্যান্য কর্মসমূহ সম্পাদন করে রথ পরিচালনা শুরু করলেন। নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপগণ তাঁদের শকটে করে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে অনুগমন করলেন। তাঁরা রাজার জন্য কলসপূর্ণ ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সহ প্রচুর উপঢৌকনাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন। (তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কিছুটা শান্ত করলেন এবং তাঁরাও কিছুক্ষণ তাঁর অনুগমন করলেন। অতঃপর, তাঁর প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর প্রস্থানে গোপীগণ কিভাবে সন্তপ্তা ছিলেন তা দর্শন করে, "আমি ফিরে আসব" এই প্রেমপূর্ণ প্রতিজ্ঞা দূত মাধ্যমে প্রেরণ করে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন। যতক্ষণ রথ-চূড়ার ধ্বজা দেখা গেল এবং যতক্ষণ রথের চাকা দ্বারা উত্থিত ধূলা দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ গতিহীন চিত্রার্পিত অবয়বের মতো অবস্থান করছিলেন। অতঃপর গোপীগণ গোবিন্দের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। দুঃখে তাঁদের প্রিয়তমের লীলাসমূহ কীর্তন করতে করতে তাঁরা দিবারাত্র অতিবাহিত করতে লাগলেন।"

"হে রাজন, অক্রূর ও শ্রীবলরামের সঙ্গে বায়ুবেগে সেই রথে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান কৃষ্ণ পাপনাশিনী কালিন্দী নদীর সমীপে উপস্থিত হলেন। উজ্জ্বল মণির চেয়েও সেই নদীর জল অধিক স্বচ্ছ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে নিজ হস্তে জলপান করলেন। অতঃপর তিনি রথটিকে নিয়ে বৃক্ষরাজির কাছে গিয়ে বলরামের সাথে আবার রথে আরোহণ করলেন। অক্রূর তাঁদের দুজনকে রথে আসন গ্রহণ করতে বললেন। অতঃপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে, যমুনার এক হ্রদে গমন করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান করলেন। তিনি জলে নিমজ্জিত হয়ে সনাতন বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে সহসা বলরাম ও কৃষ্ণকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করলেন। অক্রূর ভাবলেন, 'কিভাবে রথে সমাসীন আনকদুন্দুভির দুই পুত্র এখানে জলমধ্যে দণ্ডায়মান হতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই রথ থেকে নেমে এসেছেন।' কিন্তু যখন তিনি নদী থেকে উঠে এলেন পূর্ববৎ তাঁদের রথেই দর্শন করলেন। 'তবে আমি যে তাঁদের জলমধ্যে দর্শন করলাম, তা কি মিথ্যা?' আপন মনে প্রশ্ন করতে করতে অক্রূর পুনরায় হ্রদে প্রবেশ করলেন। সেখানে অক্রূর এখন সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অসুরগণের দ্বারা অবনতমস্তকে স্তূয়মান, সর্পরাজ অনন্তশেষকে দর্শন করলেন। অক্রূর দর্শন করলেন যে, সহস্রশীর্ষ, সহস্রফণা ও সহস্র শিরস্ত্রাণ সমন্বিত মৃণালতুল্য শ্বেতবর্ণ, নীলবসন ভগবান কৈলাস পর্বতের মতো

বলশূন্যযুক্ত হয়ে অবস্থান করছেন। অক্রূর অতঃপর পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্তশেষের ক্রোড়ে শান্তভাবে শায়িত দর্শন করলেন। সেই পরম পুরুষের বর্ণ ঘনশ্যাম। তিনি পীত বসন পরিহিত, চতুর্ভুজ এবং নয়নযুগল কমলপত্রবৎ অরুণবর্ণ। তাঁর মনোরম মুখমণ্ডল, প্রসন্ন দৃষ্টিপাত, সুরম্য ভ্রূযুগল ও মধুরহাস্যসমন্বিত। তাঁর উন্নত নাসিকা, সুগঠিত কর্ণদ্বয়, এবং অরুণবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত সুন্দর কপোল। তাঁর সুন্দর উন্নত স্কন্ধ ও প্রশস্ত বক্ষ, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও স্থূল। তাঁর কণ্ঠদেশ শঙ্খসদৃশ, নাভি সুগভীর এবং উদর অশ্বত্থপত্র সদৃশ রেখাযুক্ত। তাঁর শ্রোণি ও কটিদেশ বিশাল, উরুদ্বয় হস্তী-শুঁড়-তুল্য এবং জানু ও জঙ্ঘা সুগঠিত। তাঁর ফুলদলতুল্য আঙুলের নখ হতে প্রকাশিত উজ্জ্বল কিরণ তাঁর উন্নত গুল্ফদ্বয় প্রতিফলিত করে তাঁর চরণকমল শোভিত করছে। বহু মূল্যবান রত্নে বিভূষিত কিরীট, বলয়, অঙ্গদ, কোমরবন্ধনী, যজ্ঞ-সূত্র, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডলে সুশোভিত ভগবান পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করছিলেন। তিনি এক হাতে পদ্ম ধারণ করেছিলেন, আর অন্য হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভমণি ও বনমালা শোভা পাচ্ছিল। নন্দ, সুনন্দ ও তাঁর অন্যান্য ব্যক্তিগত পার্ষদগণ, সনক ও অন্যান্য কুমারগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ, নয়জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সর্বোত্তম ভক্তবৃন্দ, প্রহ্লাদ, নারদ ও উপরিচর বসুর নেতৃত্বে ভগবানকে পরিবেষ্টন করে তাঁর স্তুতি করছেন। এইসব মহান পুরুষগণ প্রত্যেকেই তাঁকে নিজ অনুপম ভাবে পবিত্র বচন কীর্তন করে ভগবানের স্তুতি করছিলেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রধান, শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা ও ঊর্জা এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বিদ্যা, অবিদ্যা ও মায়া আর তাঁর 'শক্তি' নামক অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহান ভক্তরূপে অক্রূর এই সমস্ত দর্শন করে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও দিব্যভক্তিতে যুক্ত অনুভব করলেন। তাঁর গভীর ভাবের ফলে তাঁর দেহ পুলকিত হয়েছিল ও নয়নদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর শরীরকে আর্দ্র করেছিল। কোনভাবে নিজেকে সংযত রেখে অক্রূর ভূমিতে মস্তক অবনত করে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ভাব-গদ্গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাবধানে স্তব শুরু করলেন।"

চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের প্রার্থনা

শ্রীঅক্রূর বললেন—"সর্বকারণের কারণ পরম আদি অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নাভিজাত পদ্মের কোষ হতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তাঁর দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও তাদের উৎস অহঙ্কার; মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও তার উৎস ভগবানের পুরুষ প্রকাশ, মন, ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ও অধীশ্বরগণ—জগৎ সৃষ্টির এই সকল কারণসমুদয় আপনার শ্রীঅঙ্গজাত। জড়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির অন্যান্য সমস্ত উপাদানসমূহ অনাত্মবস্তু হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে না। যেহেতু আপনি গুণাতীত, তাই ব্রহ্মাও এই জড় গুণসমূহে আবদ্ধ হওয়ায় আপনার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নন। শুদ্ধ যোগীগণ আপনার অধ্যাত্ম (জীবাত্মারূপ), অধিভূত (জীবের জড় উপাদানরূপ), এবং অধিদৈব (জড়জাগতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতানির রূপ)—এই ত্রিমাত্রিক রূপের কল্পনার মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবান, আপনারই আরাধনা করেন। ব্রাহ্মণগণ তিনটি-বেদ হতে মন্ত্র কীর্তন করে ত্রি-যজ্ঞের বিধিসমূহ

অনুসরণ করে আপনার আরাধনা করেন এবং বহু রূপ ও নামের বিভিন্ন দেবতাদের বিশদভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য কেউ কেউ সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে জ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে জ্ঞান-বিগ্রহ স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করেন। শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার ঘোষিত বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন। তাঁদের মনকে আপনার ভাবনায় মগ্ন করে তাঁরা বহু রূপে প্রকাশিত একই ভগবান, আপনাকে আরাধনা করেন। আরও অন্যান্যরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবান শিব রূপে আপনার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফলেই তাঁরা শিব বর্ণিত ও বহু আচার্য দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। হে প্রভু, কিন্তু এই সমস্ত মানুষেরা, যাঁরা আপনার থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে, সর্বদেবময় একমাত্র আপনারই উপাসনা করছেন। পর্বত হতে উৎপন্ন নদী যেমন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক হতে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই সমস্ত মার্গ অবশেষে, হে প্রভু, আপনাতে প্রবিষ্ট হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, আপনার জড়া প্রকৃতির গুণাবলী ব্রহ্মা হতে শুরু করে স্থাবর প্রাণী পর্যন্ত সকল বদ্ধ জীবকে আবদ্ধ করে। আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সকলের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। অবিদ্যার বেগপ্রসূত আপনার জড়-গুণ-প্রবাহ দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরূপ দেহাভিমানীগণের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য আপনার চক্ষু এবং আকাশ আপনার নাভি। দিকসকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয় এবং সমুদ্র আপনার উদর। স্বর্গ আপনার মস্তক, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ আপনার শরীরের রোমরাশি, মেঘ আপনার মস্তকের কেশরাশি এবং পর্বত আপনার, পরম পুরুষের অস্থি ও নখ। রাত্রি ও দিন আপনার চক্ষুর নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার প্রজনন-অঙ্গস্বরূপ ও বৃষ্টি আপনার বীর্য।"

"হে অক্ষয় পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, বহুজীবসঙ্কুল নিখিল ভুবন সবই তাদের নিজ নিজ পালকগণ সহ আপনার মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন জলচর জীবেরা সাগরে সন্তরণ করে বা ক্ষুদ্র কীটগুলি উডুম্বর ফলের মধ্যে বাস করে, তেমনই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ আপনারই মধ্যে এই সকল ভুবন সঞ্চরণশীল। আপনার লীলা উপভোগার্থে এই জগতে আপনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করেন আর যাঁরা আনন্দে আপনার মহিমা কীর্তন করেন, এই সকল অবতারগণ তাঁদের সমস্ত শোক মার্জন করেন। সৃষ্টির কারণ আপনি, প্রলয় সমুদ্রে সন্তরণশীল মৎস্যরূপী আপনাকে, আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। হয়গ্রীবরূপে মধু-কৈটভ বিনাশক, বৃহৎ কূর্মরূপে মন্দর পর্বতধারী এবং বরাহ অবতারে যিনি পৃথিবীকে সানন্দে উদ্ধার করেন, সেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। অদ্ভুতসিংহরূপী (নৃসিংহদেব) সাধু ভক্তগণের ভয় বিনাশকারী ও বামনরূপী ত্রিভুবনে পদবিন্যাসকারী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভৃগুপতি রূপধারী ক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ও রাবণান্তকারী রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। দৈত্যদানব-মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধরূপী ও ম্লেচ্ছতুল্য রাজাগণের বিনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।"

"হে ভগবান, এই জগতে আপনার মায়া শক্তি দ্বারা মোহিত জীব 'আমি' ও 'আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানে যুক্ত হয়ে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। হে প্রভো, আমিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো আমার দেহ, সন্তান, গৃহ, পত্নী, অর্থ ও স্বজনবৃন্দকে সত্য বলে মনে করছি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবৎ অসত্য। এইভাবে অনিত্যকে নিত্য, আমার দেহকে আমার আত্মা এবং দুঃখের উৎস-সমূহকে সুখের উৎসরূপে ভুল করে, আমি জাগতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আনন্দ অনুভবের চেষ্টা করছি। এইভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। মূর্খ যেমন জলোৎপন্ন তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনার কাছ থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছি। আমার বুদ্ধি এতটাই অক্ষম যে, জড়জাগতিক কামনা ও কর্ম

দ্বারা ক্ষোভিত এবং ক্রমাগত আমার বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্যমান আমার মনকে নিবৃত্ত করার শক্তি লাভ করতে আমি অসমর্থ। যদিও অসাধুজনেরা কখনই আপনার পদদ্বয় প্রাপ্ত হতে পারে না, তবুও পতিত রূপে আমি যে আপনার চরণের শরণাগত হয়েছি, আপনার কৃপা ভিন্ন তা কখনই সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। একমাত্র যখন জীবের জাগতিক জীবনের অবসান হয়, হে পদ্মনাভ, তখনই আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবার দ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মে। অনন্ত শক্তিমান পরম ব্রহ্মকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। তিনি বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, সকল চেতনার কারণস্বরূপ এবং জীবের প্রধান নিয়ন্তা। হে বাসুদেব, সকল জীবের আশ্রয় স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, আপনাকে পুনরায় আমার প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভো, আমি আপনার শরণাগত, দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।"

❁ ❁ ❁

একচত্বারিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অক্রূর যখন স্তব নিবেদন করছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রকাশিত তাঁর স্বীয় রূপ প্রত্যাহার করে নিলেন। ঠিক যেভাবে কোনও অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করে। অক্রূর সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হলে জল থেকে উঠে সত্বর তাঁর বিবিধ অবশ্য কর্তব্য কর্ম সকল সমাপন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রথে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি, আকাশ বা জলে তুমি অদ্ভুত কিছু দর্শন করেছ কি? তোমাকে দেখে আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।"

শ্রীঅক্রূর বললেন—"তুমি, আকাশ বা জলে যত অদ্ভুত বস্তুই থাক, তার সকলই আপনাতে বিদ্যমান। যেহেতু সমস্ত কিছুই আপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাই আমি যখন আপনাকে দর্শন করি, তখন আমার আর দর্শনের কিই বা অবশিষ্ট থাকে? হে পরমব্রহ্ম, তুমি, আকাশ ও জলের, সকল অদ্ভুত বস্তুই যাঁর মধ্যে বর্তমান, আমি এখন সেই আপনাকে দর্শন করছি, এই জগতে আর কি অদ্ভুত বস্তু আমি দর্শন করতে পারি? এই কথা বলে গান্দিনীপুত্র অক্রূর রথ চালনা শুরু করলেন। অপরাহ্ণে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা যে সকল পথ দিয়ে গমন করছিলেন, হে রাজন, সেখানেই গ্রামবাসীরা কাছে এসে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসুদেবনন্দন দুজনকে দর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামবাসীরা তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীগণ রথ পৌঁছানোর পূর্বেই মথুরায় এসে নগরীর উপকণ্ঠের একটি বাগানে কৃষ্ণ ও বলরামের অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার পর জগদীশ্বর, ভগবান কৃষ্ণ বিনীতভাবে অক্রূরের হাত তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে বললেন 'আমাদের আগেই রথ নিয়ে তুমি নগরীতে প্রবেশ কর। অতঃপর গৃহে গমন কর। আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে নগর দর্শনে গমন করব।' "

শ্রীঅক্রূর বললেন—"হে প্রভু, আপনাদের দুজনকে ছাড়া আমি মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ, আমি আপনার ভক্ত আর যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল তাই আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। চলুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গোপগণ ও আপনার সুহৃদবর্গ সহ আমরা আমার গৃহে যাই। হে সুহৃত্তম, হে অধোক্ষজ,

এইভাবে আমার গৃহের প্রভুরূপে সেটিকে কৃপা করুন। আমি এক সামান্য গৃহমেধী, তাই কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের ধূলি দিয়ে আমার গৃহটিকে পবিত্র করুন। এই পবিত্রকরণের ফলে আমার পিতৃপুরুষেরা, যজ্ঞাগ্নি ও দেবগণসহ সকলেই তৃপ্ত হবেন। আপনার পাদপ্রক্ষালন করে মহামতি বলি মহারাজ কেবলমাত্র পুণ্যকীর্তি ও অতুল ঐশ্বর্যই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নয়—তিনি শুদ্ধ ভক্তের পরমগতিও লাভ করেছেন। আপনার চরণধৌত অপ্রাকৃত গঙ্গা নদীর জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করেছে। স্বয়ং শিব তাঁর মস্তকে সেই জল ধারণ করেছেন এবং সেই জলের কৃপায় সগর রাজার পুত্রগণ স্বর্গ লাভ করেছিলেন। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন! হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে উত্তমশ্লোক-বন্দিত! হে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তোমার গৃহে আগমন করব, কিন্তু প্রথমে আমি অবশ্যই যদু-মণ্ডলের শত্রুকে হত্যা করে আমার সুহৃদগণকে আনন্দ প্রদান করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান এইভাবে বললে, অক্রূর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি রাজা কংসকে নিজ কর্মের সফলতা বিষয়ে অবহিত করে গৃহে গমন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দর্শন বাসনায় অপরাহ্ণে শ্রীবলরাম ও গোপবালকগণকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। মথুরায় ভগবান স্ফটিক নির্মিত সুউচ্চ গোপুর ও গৃহদ্বার দর্শন করলেন যার তোরণ ও প্রধান ফটকগুলি স্বর্ণ নির্মিত, ধান্যাগার ও অন্যান্য সংগ্রহালয়সমূহ তামা ও পিতল নির্মিত এবং যার পরিখাগুলি অতি দুর্গম। মনোরম পুষ্পপ্রধান ও ফলপ্রধান বাগান দ্বারা নগরীটি সুশোভিত। প্রধান চতুষ্পথটি স্বর্ণে সজ্জিত এবং সেখানে শিল্পোজীবিগণের উপবেশন স্থান ও অন্যান্য অট্টালিকা সহ ব্যক্তিগত আরামের জন্য উদ্যানও রয়েছে। ময়ূর ও পোষা পায়রার ধ্বনিতে মথুরা মুখরিত, যারা গবাক্ষের রন্ধ্রপথে, মণিবদ্ধ মেঝেতে, গৃহ সম্মুখের বেদীতে এবং গৃহাগ্রভাগের কাঠের বক্র আচ্ছাদনে বসে থাকত। এই সমস্ত বেদী ও কাঠের বক্র আচ্ছাদন সমূহ বৈদূর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্তমণি দ্বারা বিচ্ছন্ন, মুক্তা ও মরকতমণি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সকল রাজপথ ও পণ্য-বীথিকাসমূহ জলে সিক্ত থাকত এবং পথের ধার ও অঙ্গনসমূহ সর্বত্র ফুল মালা, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত ছিল। গৃহের প্রবেশদ্বারসমূহ আম্রপল্লবে সজ্জিত, চন্দন চর্চিত, দধি অনুলেপিত জলপূর্ণ কলসে বিস্তারিতভাবে শোভিত ছিল এবং ফুলদল ও পট্টিকা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কলসীর নিকটেই পতাকা, দীপমালা, ফলগুচ্ছ সমন্বিত কদলী ও সুপারী বৃক্ষ ছিল। তাঁদের গোপ-বালক সহচরগণ পরিবৃত হয়ে তাঁরা নগরীর রাজপথে প্রবেশ করলে মথুরার নারীগণ সত্বর সমবেত হয়ে বসুদেবের দুই পুত্রকে দর্শন করার জন্য নির্গত হলেন। হে রাজন, কোন কোন নারী তাঁদের দর্শন করার জন্য অতি উৎসুক হয়ে তাঁদের গৃহের উপরে আরোহণ করেছিলেন। কোন কোন নারী তাঁদের বস্ত্র ও আভরণ বিপর্যস্তভাবে পরিধান করেছিলেন, অন্যরা তাঁদের একটি করে কর্ণকুণ্ডল ও নূপুর ধারণ করতে বিস্মৃত হয়েছিলেন আর অপর নারীগণ একটি নেত্রে অঞ্জন ধারণ করলেন কিন্তু অন্যটিতে করলেন না। যাঁরা ভোজন করছিলেন তাঁরা তা পরিত্যাগ করলেন, কেউ কেউ তাঁদের স্নান বা তৈলমর্দন অসমাপ্ত রেখেই নির্গত হলেন, যে সকল নারীরা নিদ্রিত ছিলেন, সহসা জন কোলাহল শ্রবণ করে উত্থিত হলেন এবং মায়েরা যাঁরা শিশুদের স্তন্য দান করছিলেন, তাঁরা শিশুদের একেবারেই সরিয়ে রাখলেন। নিজ প্রগল্‌ভ লীলা স্মরণ করে হাস্যযুক্ত কমল-লোচন ভগবানের অবলোকনের দ্বারা সেই সব নারীদের মন মুগ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের উৎস তাঁর দিব্য দেহ দ্বারা মত্ত গজেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পদচারণা করে তিনি তাঁদের নয়নোৎসবের সৃষ্টি করেছিলেন। মথুরার নারীগণ বার বার কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন আর তাই তাঁকে দর্শন করা মাত্র তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল। তিনি তাঁদের উপর তাঁর উদ্‌গত হাস্য ও দৃষ্টিপাতের অমৃত সিঞ্চন করায় তাঁরা সম্মানিত বোধ করেছিলেন। নয়নের মাধ্যমে তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে গ্রহণ করে আনন্দময় বিগ্রহ স্বরূপ তাঁকে তাঁরা আলিঙ্গন করে রোমাঞ্চিত হলেন। হে শত্রুদমনকারী, এইভাবে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত অনন্ত মনোব্যথা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। প্রাসাদ শিখরে আরোহণকারী প্রীতি

উৎফুল্লিত-বদনকমল যুক্তা রমণীগণ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। পথিমধ্যে সর্বত্র দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণগণ দধি, অক্ষত যব, জলপূর্ণ ঘট, মালা, গন্ধ দ্রব্য যেমন চন্দন ও পূজার অন্যান্য উপকরণ সহযোগে তাঁদের অর্চনা করেছিলেন। মথুরার নারীগণ উচ্চস্বরে বললেন—আহা, গোপীগণ কি মহা-তপস্যাই না জানি করেছিলেন যার ফলে নরলোকের পরমানন্দের উৎসস্বরূপ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিরন্তর দর্শন করেন।"

"বস্ত্ররঞ্জক এক রজককে আসতে দেখে কৃষ্ণ তার কাছে ধৌত উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করে বললেন—'দানের যোগ্য পাত্র আমাদের দু'জনকে উপযুক্ত বস্ত্র দান কর। তুমি যদি এই দান কর, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমার পরম মঙ্গল হবে।' এইভাবে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে সেই উদ্ধত রাজভৃত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্ৎসনা করে উত্তর দিল—'তোমরা নির্লজ্জ বালক! তোমরা পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত আর তোমরা কি না এই ধরনের বস্ত্র পরিধানের ধৃষ্টতা করছ! এই সমস্ত রাজদ্রব্য তোমরা প্রার্থনা করছ! হে মূর্খগণ, সত্বর এখান থেকে চলে যাও। যদি তোমাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে এভাবে প্রার্থনা কর না। যখন কেউ অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে ওঠে, রাজপুরুষেরা তাকে বন্ধন করে বধ করে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করে।' রজকের এরূপ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কথায় দেবকীনন্দন ক্রুদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র তাঁর করাগ্র দ্বারা তিনি তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেন। রজকের অনুজীবিগণ তাদের সকল বস্ত্রের পেটকগুলি পথে ফেলে দিয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল। তখন ভগবান কৃষ্ণ বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের বিশেষ পছন্দের দুটি বস্ত্র পরিধান করলেন এবং তারপর কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট বস্ত্র গোপবালকদের মধ্যে বিতরণ করলেন।"

"অতঃপর এক তন্তুবায় তাঁদের দুজনের প্রতি স্নেহ অনুভব করে অগ্রসর হয়ে বিচিত্র বর্ণের চেলবস্ত্রভূষণ দিয়ে তাঁদের পোশাক সুন্দরভাবে সজ্জিত করল। বিচিত্র ভূষণ সমন্বিত তাঁদের নিজ নিজ অনুপম বসনে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁদের যেন উৎসব উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের দুটি হস্তীশাবকের মতো মনে হচ্ছিল। তন্তুবায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান কৃষ্ণ তাকে মৃত্যুর পর সারূপ্য মুক্তি ও ইহলোকে পরম ঐশ্বর্য, বল, প্রভাব, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয় পটুতার আশিস প্রদান করলেন। তাঁরা দুজনে অতঃপর মালাকার সুদামার গৃহে গমন করলেন। তাঁকে দর্শন করা মাত্র সুদামা উঠে দাঁড়াল এবং পরে ভূমিতে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল। তাঁদের আসন নিবেদন করে ও তাঁদের পাদ-প্রক্ষালন করার পর সুদামা অর্ঘ্য, মালা, তাম্বুল, অনুলেপন ও অন্যান্য উপচারে তাঁদের ও তাঁদের সহচরগণের অর্চনা করল। 'হে প্রভো, এখন আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে এবং আমার কুল পবিত্র হয়েছে। এখন আপনাদের দু'জনের এখানে আগমনে অবশ্যই আমার সকল পিতৃপুরুষগণ, দেবতাগণ ও ঋষিগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনারা দু'জনে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ স্বরূপ। এই জগতের উদ্ধার ও মঙ্গল প্রদানের জন্য আপনারা আপনাদের অংশ প্রকাশ সহ অবতরণ করেছেন। যেহেতু আপনারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও সুহৃদ, সকলের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি সমভাবাপন্ন। অতএব, যদিও আপনারা আপনাদের ভক্তের প্রেমময়ী ভজনার প্রতি-ভজনা করেন, আপনারা সকল সময়েই সকল জীবের প্রতি বৈষম্যভাবহীন। দয়া করে আমাকে, আপনাদের এই ভৃত্যকে আপনারা যা খুশি নির্দেশ করুন। আপনাদের দ্বারা যে কোন কর্মে নিযুক্ত হওয়া নিশ্চিতভাবে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মহা-আশীর্বাদ স্বরূপ।' হে রাজেন্দ্র, এই কথা বলে সুদামা কৃষ্ণ ও বলরামের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের দুজনকে প্রশস্ত, সুগন্ধি ফুলের মালা নিবেদন করলেন। সেই মালাসমূহ সুন্দররূপে বিভূষিত হয়ে তাঁদের সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত প্রীত হলেন। তাঁরা দুজনে শরণাগত ও তাদের সম্মুখে প্রণত সুদামাকে তার বাঞ্ছিত বর প্রদান করলেন। সুদামা, অখিলাত্মা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অচলাভক্তি, তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সর্বভূতে অপ্রাকৃত করুণা প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে কেবল এই সকল বরই অনুমোদন করলেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাকে বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল ঐশ্বর্য, বল, আয়ু, যশ, কান্তি প্রদান করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ সহ, প্রস্থান করলেন।"

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখলেন যে, সুশ্রীমুখ এক কুব্জা যুবতী রমণী সুগন্ধি অঙ্গবিলেপন দ্রব্যের পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেমানন্দ প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি, হে সুন্দরী উরুমষী? আহা, বিলেপন। এটা কার জন্য, হে সুন্দরী? আমাদের সত্য করে বল। আমাদের দুজনকে তোমার উত্তম বিলেপন প্রদান কর, তা হলে শীঘ্রই তোমার পরম মঙ্গল লাভ হবে।"

দাসীটি উত্তরে বলল—"হে সুন্দর, আমি ভোজরাজ কংসের আদরের দাসী, আমার প্রস্তুত অনুলেপন তাঁর অতি প্রিয়। আমার নাম ত্রিবক্রা। ভোজপতির অতি প্রিয় আমার এই অনুলেপনের যোগ্য তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে আছে? কৃষ্ণের রূপ, ব্যক্তিত্ব, সৌকুমার্য, হাস্যালাপ ও দৃষ্টিপাতে মোহিতচিত্তা ত্রিবক্রা কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনকেই স্নিগ্ধঘন অনুলেপন প্রদান করেছিল। এই পরম সুন্দর অনুলেপন দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়ে, যা তাঁদের নিজবর্ণভেদে ভূষিত করেছিল, কৃষ্ণ ও বলরাম পরম শোভা প্রাপ্ত হলেন। ত্রিবক্রার প্রতি প্রসন্ন ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে দর্শনের ফল প্রদর্শনের জন্য সেই সুমুখশ্রী কুব্জা কন্যাকে সরল ঋজুদেহা করতে মনস্থ করলেন। স্বীয় পদযুগল দ্বারা তার পদাগ্রভাগে চাপ দিয়ে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উন্নত আঙ্গুল দ্বারা তার চিবুক ধারণ করে ভগবান অচ্যুত তার দেহটিকে সরল করলেন। কেবলমাত্র ভগবান মুকুন্দের স্পর্শে ত্রিবক্রা তৎক্ষণাৎ সরল, সমান সুগঠিত অঙ্গী, বৃহৎ নিতম্ব ও স্তনশালিনী সর্বোত্তম সুন্দরী রমণীতে পরিণত হল। এখন রূপ গুণ ঔদার্য সমন্বিতা ত্রিবক্রা ভগবান কেশবের প্রতি কাম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করলে তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলল—'এসো, হে বীর, চল আমার গৃহে যাই। আমি তোমাকে এখানে ত্যাগ করতে পারব না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কারণ তুমি আমার হৃদয় উত্থিত করেছ।' এইভাবে রমণী দ্বারা যাচিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই ঘটনা অবলোকনকারী বলরামের মুখের দিকে ও পরে গোপবালকগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাকে বলতে লাগলেন—'হে সুভ্রু, যত শীঘ্র পারি আমার উদ্দেশ্য সাধন করার পর আমি অবশ্যই পুরুষের উদ্বেগ দূরকারী তোমার গৃহে গমন করব। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মতো গৃহহীন পথিকের জন্য তুমিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।' তাকে মধুর বাক্যে বিদায় প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে বণিকেরা তাঁকে ও তাঁর অগ্রজকে পান-সুপারি, মালা ও গন্ধদ্রব্যসহ নানা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করে পূজা করেছিলেন। কৃষ্ণ দর্শনে নগরীর রমণীগণের হৃদয়ে কাম উদ্রেক হল। আর এইভাবে ক্ষোভিত হয়ে তাঁরা আত্মবিস্মৃত হলে তাঁদের বস্ত্র, চুলের বাঁধন ও বালাসমূহ স্খলিত হল এবং তাঁরা চিত্রার্পিত অবয়বের ন্যায় দণ্ডায়মান রইলেন।"

"ভগবান কৃষ্ণ অতঃপর যেখানে ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, সেই স্থানটি সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করলেন। সেখানে গমন করে তিনি ইন্দ্রধনুকসদৃশ সেই অদ্ভুত ধনুকটি দেখতে পেলেন। ধনুকটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনাকারী পুরুষদের এক বিরাট বাহিনী সেই পরমৈশ্বর্যযুক্ত ধনুকটিকে পাহারা দিচ্ছিল। রক্ষীরা তাঁকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণ বলপূর্বক অগ্রসর হয়ে সেটিকে তুলে নিলেন। ভগবান উরুক্রম তাঁর বাম হাতে সহজেই ধনুকটি উত্তোলিত করে অবলোকনকারী রাজরক্ষীদের সমক্ষে নিমেষের মধ্যে জ্যা রচনা করে শক্তিমত্তার সঙ্গে তা আকর্ষণ করে, ঠিক যেমন মত্ত হস্তী ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে, তেমনিভাবে ধনুকটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। ধনুর্ভঙ্গের শব্দে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত দিক পূর্ণ হল। তা শ্রবণ করে কংস ত্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। ক্রুদ্ধ প্রহরীরা তখন তাদের অস্ত্র ধারণ করে কৃষ্ণ ও তাঁর সহচরগণকে ধরবার জন্য 'ধর ওকে, মার ওকে', বলে চিৎকার করতে করতে তাঁদের বেষ্টন করেছিল। রক্ষীদের

অশুভ উদ্দেশ্যে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ধনুকের ভগ্ন দুটি খণ্ড তুলে নিয়ে বলরাম ও কেশব তাদের প্রহার করে সংহার করতে লাগলেন। কংস প্রেরিত সেনাবাহিনীকে বধ করার পর কৃষ্ণ ও বলরাম প্রধান ফটক দিয়ে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে হৃষ্টচিত্তে নগরীর ঐশ্বর্য দর্শনে বিচরণ করতে লাগলেন।"

"কৃষ্ণ ও বলরাম সম্পাদিত অদ্ভুত কর্মের সাক্ষী রূপে এবং তাঁদের শক্তি, দৃঢ়তা, ও সৌন্দর্য দর্শন করে নগরবাসীগণ ভাবলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দুই প্রধান দেবতা হবেন। তাঁদের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁরা বিচরণ করতে করতে সূর্য অস্তগত হলে, গোপবালকগণ পরিবৃত হয়ে নগরী ত্যাগ করে গোপগণের শকটসমূহের সমাবেশ স্থানে ফিরে এলেন। বৃন্দাবন থেকে মুকুন্দের (কৃষ্ণ) বিদায় গ্রহণ কালে গোপীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মথুরাবাসীগণ অসংখ্য মঙ্গল প্রাপ্ত হবেন, আর এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হচ্ছে, কারণ মথুরাবাসীগণ পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করছেন। প্রকৃতপক্ষে, যে সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করে লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে পূজনকারী অন্যান্য বহু পুরুষকে পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে নিয়ে ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। অতঃপর, কংসের অভিপ্রায় অবগত হয়েও সেই রাত্রিটি সেখানে তাঁরা সুখে অতিবাহিত করলেন।"

"অপরপক্ষে, দুর্মতি রাজা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামের ক্রীড়াচ্ছলে ধনুর্ভঙ্গ এবং তার রক্ষী ও সৈন্যদের বধ করার কথা শ্রবণ করে ভীত হয়েছিল। সে দীর্ঘ সময় জাগরিত থাকল এবং স্বপ্নে ও জাগরণে মৃত্যুদূতসম বহু অশুভ লক্ষণসমূহ দর্শন করল। সে তার প্রতিবিম্বের দিকে অবলোকন করে নিজের মস্তকটি দেখতে পেত না; অকারণে চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রাদিকে সে দুটি করে দেখত; সে তার ছায়ার মধ্যে ছিদ্র দর্শন করত; সে তার প্রাণবায়ুর শব্দ শুনতে পারত না; বৃক্ষগুলিকে সোনার রঙে আচ্ছাদিত দর্শন করত এবং সে তার নিজের পদচিহ্ন দেখতে পেত না। সে স্বপ্ন দেখত যেন প্রেত এসে তাকে আলিঙ্গন করছে, গর্দভের পিঠে আরোহণ করে গমন করছে, বিষ ভক্ষণ করছে, এবং এক নগ্ন তৈলাক্ত শরীরের মানুষ জবা ফুলের মালা পরিধান করে গমন করছে। স্বপ্নে ও জাগরণে এইসব ও এমন আরও অনেক লক্ষণসমূহ দর্শন করে কংস মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিল এবং উদ্বেগবশত নিদ্রালাভ করতে পারল না। অবশেষে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে পুনরায় সলিল মধ্য হতে সূর্য উদিত হলে কংস মল্লক্রীড়ার আয়োজন শুরু করলেন। ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি নিনাদিত করে রাজকর্মচারীরা মল্লস্থানটিকে ধর্মীয় আচারগতভাবে অর্চনা করেছিল এবং রঙ্গমঞ্চটি মালা, পতাকা, চেলী ও তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের নেতৃত্বে নগরবাসীগণ ও জনপদবাসীরা এসে দর্শক মঞ্চে যথাসুখে আসন গ্রহণ করল। রাজ-অতিথিবৃন্দ বিশেষ আসন গ্রহণ করেছিলেন। তার অমাত্যবর্গে পরিবৃত হয়ে কংস রাজমঞ্চে আসন গ্রহণ করল। কিন্তু তার বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকবর্গের মধ্যে উপবেশন করেও তার হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। মল্লক্রীড়ার উপযুক্ত তালে বাদ্যযন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত হতে থাকলে সু-অলঙ্কৃত মল্লগণ তাদের মল্লাচার্যগণের সঙ্গে গর্বভরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে উপবেশন করল। মনোরম বাদ্যে প্রহৃষ্ট হয়ে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল মল্ল-মঞ্চের মাদুরে উপবেশন করল। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ ভোজরাজ দ্বারা আহূত হয়ে তাকে তাঁদের উপহারসমূহ নিবেদন করার পর, একটি মঞ্চে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন।"

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুবলয়াপীড় বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে পরন্তপ, কৃষ্ণ ও বলরাম সকল প্রয়োজনীয় শৌচ সম্পাদন করে, মল্লক্ষেত্রের দুন্দুভি নির্ঘোষ শ্রবণ করে, কী হচ্ছে তা দর্শন করার জন্য সেখানে গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মল্লভূমির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, মাহুতের প্ররোচনায় কুবলয়াপীড় নামক হস্তী তাঁর পথ রুদ্ধ করছে। তাঁর পরিধেয় বস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং কুঞ্চিত অলকরাশিকে পশ্চাতে একত্রে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ মাহুতকে উদ্দেশ্য করে মেঘগম্ভীর বাক্যে বললেন—হে মাহুত, মাহুত, এখনই সরে যাও এবং আমাদের যেতে দাও। যদি তা না কর, আজই, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতী, উভয়কেই যমালয়ে প্রেরণ করব। এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ মাহুত তার কালান্তক যমসদৃশ ক্ষুব্ধ হাতীকে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য পরিচালিত করল। সেই হস্তীরাজ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে তার শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধারণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ স্খলিত হয়ে তাকে আঘাত করে তার দৃষ্টির বাইরে তার পাগুলির মাঝে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান কেশবকে দর্শনে অসমর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হাতীটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগল। কুবলয়াপীড় ভগবানকে পুনরায় তার শুঁড় দিয়ে ধারণ করলে ভগবান নিজেকে বলপূর্বক মুক্ত করলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেমন সর্পকে আকর্ষণ করে তেমনি শক্তিশালী কুবলয়াপীড়কে তার পুচ্ছ ধরে পঞ্চবিংশতি ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। ভগবান অচ্যুত যখন হস্তীটির পুচ্ছ ধারণ করলেন, তখন পশুটি তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ফিরলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাম দিকে ঘোরালেন এবং যখন সে বাম দিকে ফিরল, কৃষ্ণ তাকে ডান দিকে ঘোরালেন। ঠিক যেমন কোন বালক কোন গোবৎসের পুচ্ছ ধরে তাকে আকর্ষণ করে নানাদিকে ফেরায়। কৃষ্ণ তখন হাতীটির মুখোমুখি হয়ে তাকে চাপড় মেরে ধাবিত হলেন। কুবলয়াপীড় ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে বার বার প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কৌশলে তাকে হোঁচট খাইয়ে ভূতলে নিপাতিত করলেন। কৃষ্ণও সরে গিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তী কৃষ্ণকে পতিত মনে করে তার দাঁত দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার পরিবর্তে সে ভূমিকে আঘাত করল। তার বিক্রম ব্যর্থ হওয়ায় সেই হস্তীরাজ কুবলয়াপীড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। মাহুত দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে পুনরায় কৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধভাবে ধাবিত হল। ভগবান মধুসূদন আক্রমণোদ্যত হস্তীর সম্মুখীন হলেন। এক হাতে তার শুঁড় ধারণ করে কৃষ্ণ তাকে ভূপাতিত করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শক্তিশালী সিংহের মতো সেই হাতিটিকে আক্রমণ করে তার একটি দাঁত উৎপাটন করে সেটি দিয়েই সেই পশু ও তার পালককে বধ করলেন। মৃত হাতীটিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ হাতীর দাঁতটি ধারণ করে মল্ল-স্থলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্কন্ধে হাতীর দাঁতটি স্থাপিত, হাতীর রক্ত ও স্বেদবিন্দু সমূহ তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়ানো এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ মুখমণ্ডলে আপন উদ্‌গত স্বেদবিন্দু, এরূপ পরম সৌন্দর্যে ভগবান তখন শোভিত ছিলেন।"

"হে রাজন, শ্রীবলদেব ও শ্রীজনার্দন প্রত্যেকেই একটি গজদন্ত রূপ অস্ত্র হাতে কতিপয় গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন। মল্লক্রীড়া স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগ্রজ সহ প্রবেশ করলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেন। মল্লযোদ্ধাগণ তাঁকে বজ্রের মতো, মথুরার জনসাধারণ তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে, রমণীগণ তাঁকে মূর্তিমান কামরূপে, গোপগণ তাঁকে স্বজন রূপে, অধার্মিক, রাজারা তাঁকে দণ্ডদাতা রূপে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে তাঁদের সন্তান রূপে, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু রূপে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে ভগবানের বিরাট মূর্তি রূপে, যোগিগণের কাছে পরম ব্রহ্মরূপে এবং বৃষ্ণিগণ তাদের পরম পূজ্য বিগ্রহ রূপে তাঁকে দর্শন করল। হে রাজন, কুবলয়াপীড়কে মৃত এবং সেই দুই ভাইকে অপরাজেয় দর্শন করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বিচিত্র আভরণ, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে ঠিক যেন মনোহর বেশধারী অভিনেতার মতো মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মল্লক্রীড়াস্থলে দীপ্তিমান রূপে শোভিত রইলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রভায় দর্শক মাত্রেরই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হে রাজন, নগরবাসী ও জনপদবাসীগণ দর্শক মঞ্চ হতে সেই দুই পরম-পুরুষদ্বয়কে অপলক নয়নে দর্শন করছিল। আনন্দোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত নয়নে ও উৎফুল্ল বদনে তারা তৃপ্তিহীন ভাবে ভগবানদ্বয়ের মুখসুধা পান করছিল। জনসাধারণ তাদের নয়ন দিয়ে যেন কৃষ্ণ ও বলরামকে পান করছিল, তাদের জিহ্বা দিয়ে তাঁদের লেহন করছিল, নাসিকা দিয়ে তাঁদের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল এবং দুই বাহু দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করছিল। ভগবানদ্বয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও বীরত্ব সমূহ স্মরণ করে, তারা যা দর্শন করেছিল এবং তারা যা শ্রবণ করেছিল, সেইসব একে অপরকে বর্ণনা করছিল—এই দুই বালক নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপে এই জগতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনি (কৃষ্ণ) মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গোকুলে আনয়ন করা হয়, যেখানে এতাবৎকাল তিনি গুপ্তভাবে অবস্থান করে নন্দ-মহারাজের গৃহে বর্ধিত হচ্ছিলেন। তিনি পুতনা ও তৃণাবর্ত দানবকে সংহার করেছেন, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে ভূপাতিত করেছেন এবং শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য অসুরদের বধ করেছেন। তিনি দাবানল হতে গো ও গোপগণকে রক্ষা করেছেন এবং কালিয় নাগকে দমন করেছেন। তিনি সপ্তাহকাল এক হাতে পর্বত-প্রধানকে ধারণ করে ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও বজ্রপাত হতে গোকুলের অধিবাসীগণকে রক্ষা করে ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করেছেন। গোপীগণ তাঁর চিরপ্রফুল্ল হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করে অক্লেশে সকল সন্তাপ অতিক্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। বলা হয় যে, তাঁর পূর্ণ সুরক্ষাধীনে যদুবংশ অতি বিখ্যাত হয়ে শ্রী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করবে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কমলনয়ন শ্রীবলরাম সকল অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি প্রলম্ব, বৎস, বক প্রভৃতি অসুরকে বধ করেছেন।"

"জনসাধারণ যখন এইভাবে কথা বলছিল এবং বাদ্যযন্ত্রাদি বাজানো হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ ও বলরামকে উদ্দেশ্য করে মল্লযোদ্ধা চাণুর এই কথাগুলি বলতে লাগল—হে নন্দপুত্র, হে রাম, তোমরা দুজনে বীরগণ দ্বারা মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ বলে সম্মানিত। তোমাদের শক্তির কথা শ্রবণ করে রাজা স্বয়ং তা দর্শন করতে চেয়ে এখানে তোমাদের আহ্বান করেছেন। প্রজাগণ, যারা তাদের মনন, কর্ম ও বাক্যের দ্বারা রাজার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তারা নিশ্চিতরূপে মঙ্গল লাভ করে, কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ, তারা বিপরীত ফল ভোগ করে। এটা সর্বজ্ঞাত যে, গোপবালকেরা সর্বদা আনন্দিত ভাবে তাদের গোবৎস পালন করে এবং বিভিন্ন বনে যখন তাদের পশুরা চারণ করে, তখন বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে একে অপরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে। সুতরাং রাজা যা চাইছেন তা করা যাক। যেহেতু রাজাই সর্বভূত স্বরূপ, তাই প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এই কথা শ্রবণ করে মল্লযুদ্ধে লড়তে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ স্থান ও কালের উপযুক্ত বাক্যে উত্তর প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বাগত জানালেন। বনবাসী হলেও আমরা ভোজ রাজারই প্রজা। আমরা অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষা সন্তুষ্ট করব, কারণ তা আমাদের জন্য পরম অনুগ্রহ স্বরূপ। আমরা বালক মাত্র এবং সমশক্তি সম্পন্নদের সঙ্গেই ক্রীড়া করা উচিত। মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত যাতে মাননীয় দর্শকবৃন্দের অধর্ম স্পর্শ না করে।"

চাণুর বলল—"মহাবলশালী তুমি ও বলরাম শিশুও নও অথবা এমন কি কিশোরও নও। শেষ পর্যন্ত সহস্র হস্তীর বল সম এক হস্তীকে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করেছ। অতএব তোমাদের দুজনেরই উচিত বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। হে বৃষ্ণিবংশজ, যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তির প্রদর্শন কর এবং বলরাম মুষ্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেখানে অবশ্যই কোন অধর্ম হবে না।"

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংস বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে সম্বোধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি চাণূরকে এবং শ্রীবলরাম মুষ্টিককে আহ্বান করলেন। পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও পদদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে বিজয়াভিলাষে সবলে একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই নিজ মুষ্টি দ্বারা অপরের মুষ্টিকে, নিজ জানু দ্বারা প্রতিপক্ষের জানুকে, মস্তকের বিরুদ্ধে মস্তক এবং বক্ষস্থলের দ্বারা বক্ষস্থলকে আঘাত করছিলেন। প্রত্যেক যোদ্ধাই তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিভ্রামণ, বিক্ষেপ, পরিবর্তন, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ ও অপসর্পণ ক্রিয়া দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। জয়ী হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহে তাঁরা, যোদ্ধারা বলপূর্বক উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন এবং স্থাপন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেহেরও ক্ষতি করছিলেন।"

"হে রাজন, উপস্থিত সকল রমণীগণ, ঐ মল্লযুদ্ধকে সবল ও দুর্বলের অনৈতিক যুদ্ধ বিবেচনা করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করলেন। তাঁরা মল্লস্থলের চারদিকে দলবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন—আহা! কী মহা অধর্মের কর্ম এই রাজ সভাসদেরা করছে! যেহেতু রাজা এই দুর্বল ও সবলের মধ্যে লড়াই দর্শন করছে, তাই তারাও তা দেখতে চাইছে। দুই পেশাদার মল্লযোদ্ধা, যাদের বজ্রসম কঠিন অঙ্গ এবং প্রকাণ্ড পর্বততুল্য দেহ, তাদের সঙ্গে এই দুই অপরিণত অত্যন্ত সুকোমল অঙ্গের বালকের কি তুলনা করা যেতে পারে? এই সমাবেশে ধর্ম নীতি নিশ্চয়ই ভঙ্গ করা হয়েছে। যেখানে অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমন স্থানে কারও এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না। আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সত্য-ভাষণে ব্যর্থ হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পাপ-ভাগী হন। চারদিকে তাঁর শত্রুধাবিত কৃষ্ণের মুখপদ্মখানি দেখ! শ্রমসাধ্য যুদ্ধের দ্বারা সেই মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়েছে, যেন শিশিরে আচ্ছাদিত একটি পদ্ম। তোমরা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশত তাম্রভাবাপন্ন নয়নযুগল সমন্বিত শোভাবর্ধনকারী বলরামের হাস্যময় মুখমণ্ডল ও তাঁর যুদ্ধমগ্নতা দর্শন করছ না? ব্রজভূমি কত না ধন্য, কারণ সেখানে মানব দেহের ছদ্মবেশে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিচরণ করেন, তাঁর বহু লীলাদির প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি অপূর্ব বনমালায় শোভিত হন এবং তাঁর পদদ্বয় দেবাদিদেব শিব ও দেবী রমাদ্বারা পূজিত হয়। সেখানে তিনি বলরাম সহযোগে গো-চারণ করতে করতে তাঁর বেণু-বাদন করেন।"

"আহা! ব্রজগোপিকারা কী তপস্যা করেছেন। শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়; দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন। নারীগণের মধ্যে ব্রজনারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্না, কারণ তাঁরা সকল সময়েই কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা রূপে দুগ্ধ-দোহন, শস্য মাড়াই, মাখন মন্থন, জ্বালানির জন্য গোবর সংগ্রহ, দোলান্দোলন, ক্রন্দনরত শিশুর যত্ন, মাঠে জলসেচন, গৃহমার্জন ইত্যাদি সর্বকর্মে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গান করে থাকেন। তাঁদের এই পরম কৃষ্ণভাবনা হেতু তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রভাতে তাঁর গাভীসহ ব্রজ হতে নির্গমন কালে এবং সূর্যাস্তে ব্রজে প্রত্যাবর্তন সময়ে কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, গোপীগণ তা শ্রবণ করে সত্বর তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁদের গৃহ হতে বের হয়ে আসেন। পথে বিচরণকালে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের সহাস্য কৃপাময় দৃষ্টিপাতযুক্ত মুখমণ্ডল দর্শন করতে সমর্থ এই গোপীগণ নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে ভরতকুলোত্তম, রমণীগণ এইভাবে বলতে থাকলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুকে বধ করতে মনস্থির করলেন। তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব) রমণীগণের সভয় বাক্য শ্রবণ করে পুত্র স্নেহে শোকাতুর হয়ে উঠলেন। তাঁরা শোকার্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের পুত্রদ্বয়ের শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিলেন না। শ্রীবলরাম ও মুষ্টিকও সুনিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মতোই একইভাবে অসংখ্য মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। ভগবানের অঙ্গ দ্বারা বজ্রপাতের ন্যায় কঠোর প্রহারে চাণূরের শরীরের প্রতিটি অংশ যেন চূর্ণ হতে লাগল এবং ক্রমশ অধিকতর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর চাণূর ভগবান বাসুদেবকে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সবেগে আক্রমণ করে তার দুই মুষ্টি দিয়ে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করল। দানবের শক্তিশালী আঘাতেও ভগবান মাল্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হস্তীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে চাণূরের বাহুদ্বয় ধারণ করে বেশ কয়েকবার চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়ে সবলে ভূতলে আছাড় দিয়ে ফেললেন। স্খলিত বস্ত্র, কেশ ও মাল্য সমন্বিত মল্লযোদ্ধা চাণূর ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। তেমনই মুষ্টিকও শ্রীবলভদ্রকে তার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার পর বধ হয়েছিল। শক্তিশালী ভগবানের করতল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই দানব সর্ব শরীরে যন্ত্রণায় কম্পিত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হল।"

"হে রাজন, এরপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধার্থে সমাগত কূট নামক মল্লযোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর বাম মুষ্টির দ্বারা বধ করেছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ যোদ্ধা শলকে তার মস্তকে তাঁর পদাগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করলেন। ভগবান একইভাবে তোষলকেও আঘাত করলে উভয় মল্লযোদ্ধাই প্রাণহীন হয়ে পতিত হল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে অবশিষ্ট মল্লযোদ্ধারা সকলেই তাদের জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করল। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম সমবয়স্ক গোপবালক সখাদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য ও ক্রীড়া করলেন, আর তখন তাঁদের নূপুর বাদিত বাদ্যযন্ত্রের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল। কংস ব্যতীত আর সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের এই অপূর্ব কর্ম দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মাগণ 'সাধু! সাধু' বলে চিৎকার করেছিলেন।"

"ভোজরাজ তার সকল শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা হত অথবা পলাতক হয়েছে দর্শন করে, তার আনন্দের জন্য বাদ্যরত সঙ্গিতাদি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে এই কথাগুলি বলতে লাগল। বসুদেবের দুই দুর্বৃত্ত পুত্রকে নগরী থেকে বহিষ্কার কর। গোপগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর এবং দুর্মতি নন্দকে গ্রেফতার কর। ঐ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্জন বসুদেবকে হত্যা কর। আর শত্রুর পক্ষাবলম্বী আমার পিতা উগ্রসেনকেও তার অনুগামীসহ হত্যা কর। কংস এইভাবে শ্লাঘা প্রকাশ করতে থাকলে অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত এবং সহজেই উচ্চ রাজমঞ্চোপরে লাফ দিয়ে আরোহণ করলেন। মূর্তিমান মৃত্যুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করতে দেখে, বুদ্ধিমান কংস তার আসন থেকে উঠে তার তরবারি ও ঢাল গ্রহণ করল। তরবারি হাতে কংস আকাশে উড়ন্ত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে ভ্রমণ করতে থাকলে দুঃসহ উগ্র তেজঃশালী ভগবান কৃষ্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র (গরুড়) যেভাবে সর্পকে ধারণ করে সেইভাবে বলপূর্বক সেই অসুরকে ধারণ করলেন। তার মুকুট ফেলে দিয়ে কেশ আকর্ষণ করে ভগবান পদ্মনাভ তাকে উচ্চ মঞ্চ থেকে মল্লক্রীড়া মঞ্চে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর স্বতন্ত্রপুরুষ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক স্বয়ং তার উপরে পতিত হলেন। যেভাবে এক সিংহ মৃত-হস্তীকে আকর্ষণ করে, উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের সমক্ষে ভগবানও কংসের মৃতদেহকে সেইভাবে ভূতলে আকর্ষণ করলেন। হে রাজন, মল্লস্থলের সকল মানুষেরা তখন তুমুল উচ্চৈঃস্বরে হা হা রব করে উঠল। ভগবান তাকে বধ করবেন এই ভাবনায় কংস সর্বদা বিব্রত থাকত। তাই পান, ভোজন, ভ্রমণ, স্বপ্ন বা কেবলমাত্র শ্বাসগ্রহণ সময়েও রাজা নিয়ত চক্রধারী ভগবানকে তার সম্মুখে দর্শন করত। আর এইভাবে কংস ভগবানের রূপবৎ রূপ লাভের দুর্লভ আশীর্বাদ অর্জন করেছিল। কঙ্ক ও ন্যগ্রোধকের নেতৃত্বে কংসের আট কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভগবানদ্বয়কে আক্রমণ করল। ভগবানদ্বয়ের প্রতি অতিবেগে সমাগত, আঘাতোদ্যত তাদের, রোহিণীনন্দন তাঁর গদা দ্বারা, ঠিক

যেমন কোন সিংহ সহজেই অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে, সেইভাবে বধ করলেন। তখন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল, ভগবানের অংশপ্রকাশ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে করতে তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ নৃত্য করছিলেন।"

"হে রাজন, তখন কংস ও তার ভ্রাতৃবর্গের পত্নীগণ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাদের মস্তকে আঘাত করতে করতে সেখানে আগমন করল। বীরের অন্তিম শয্যায় শায়িত তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে স্ত্রীগণ অনবরত অশ্রু বিসর্জন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল—হায়, হে প্রভু, হে প্রিয়, হে ধর্মজ্ঞ, হে করুণানাথ, তুমি নিহত হওয়ায়, আমরাও গৃহ ও সন্তানাদি সহ একত্রে নিহত হলাম। হে পুরুষপ্রবর, আমাদের মতো এই নগরীও তার পতির বিরহে উৎসব-মঙ্গল-শূন্যরূপে শোভাহীন হয়েছে। হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছ বলেই আজ তোমার এই দশা হল। অপরের অনিষ্টকারীর কিভাবে সুখ লাভ হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণই এই জগতের সকল জীবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ এবং তিনিই সকলের পালক। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে, সে কখনই মঙ্গল লাভ করতে পারে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে নিখিল লোকপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজন করালেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মাতা ও পিতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাঁদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে এখন জগদীশ্বর রূপে অবগত হয়ে দেবকী ও বসুদেব করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন। শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।"

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর চিন্ময় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর পিতা-মাতা সচেতন হয়েছেন হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভাবলেন, এটি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁর ভক্তদের মোহিত করে তাঁর যে যোগমায়া তিনি তাঁরই বিস্তার করলেন। সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে তাঁর পিতা-মাতার কাছে গেলেন। বিনম্রভাবে মাথা নিচু করে তাঁদের 'হে মাতা', হে পিতা' বলে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণের মাধ্যমে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন—হে পিতা, আপনি ও মাতা দেবকী সকল সময়েই আপনাদের দুই পুত্র, আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন আর তাই কখনও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর উপভোগ করতে পারেননি। অধিকাংশ শিশু তাদের পিতা-মাতার গৃহে যা উপভোগ করে, দৈব বিড়ম্বনার ফলে আমরা আপনার সঙ্গে বাস করতে না পেরে সেই আদর ও সুখ উপভোগ করতে পারিনি। জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধক এই দেহটিকে পিতা-মাতাই জন্ম দেন ও লালন করেন। তাই, শত-বর্ষ পরমায়ু পর্যন্ত তাঁদের সেবা করলেও মানুষ তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারে না। সমর্থ হয়েও যে পুত্র দেহ ও ধন দ্বারা তার পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করে না, তার মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতেরা তার নিজ মাংস ভক্ষণে বাধ্য করে। যে সমর্থ মানুষ তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান বা গুরুদেবকে পালন করে না, অথবা ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতজনকে অবজ্ঞা করে, সে জীবিত হলেও মৃতবৎ বিবেচিত হয়। আমাদের মন কংসের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকার জন্য আপনাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ ছিলাম আর এইভাবে আমাদের ঐ সমস্ত দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করেছি। হে পিতা, হে মাতা, আপনাদের শুশ্রূষা করতে না পারার জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীন হয়ে রয়েছি এবং দুরাত্মা কংসের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মানবরূপে আবির্ভূত, বিশ্ব-পরমাত্মা, ভগবান শ্রীহরির কথায় মোহিত তাঁর পিতা-মাতা আনন্দে তাঁকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ভগবানের উপর অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে স্নেহপাশে আবদ্ধ তাঁর পিতা-মাতা কথা বলতে পারলেন না। হে রাজন্, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বিমোহিত হয়েছিলেন। দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন।"

ভগবান তাঁকে বললেন—"হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা, তাই আমাদের আদেশ করুন। প্রকৃতপক্ষে, যযাতির অভিশাপের ফলে কোন যদুই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন না। আপনার পার্ষদগণের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত সেবক রূপে আমি উপস্থিত থাকলে, সকল দেবতা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিরাও অবনত মস্তকে আগমন করে আপনাকে উপহার প্রদান করবে। নরপতিগণের কথা আর বলার কি আছে? ভগবান অতঃপর কংসভয়ে পলায়নকারী তাঁর নিকট জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রবাস পীড়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর ও অন্যান্য বংশজগণকে সসম্মানে গ্রহণ করে আশ্বস্ত করলেন। মহামূল্যবান উপহার প্রদান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন করে বিশ্বকর্তা ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসংকর্ষণের বাহু দ্বারা পরিরক্ষিত এইসকল বংশের সদস্যেরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এইভাবে তাঁদের পরিবার সহ গৃহে বাস করার সময়ে তাঁরা পূর্ণসুখ উপভোগ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির ফলে তাঁরা কখনও জাগতিক সন্তাপ জ্বরে পীড়িত হননি। প্রতিদিনই এই সকল প্রেমময়ী ভক্তগণ মুকুন্দের সুন্দর কৃপাময় ঈষৎ হাস্য শোভিত চির আনন্দময় মুখপদ্ম দর্শন করতেন। নগরীর বৃদ্ধ অধিবাসীরাও তাঁদের দু'চোখ ভরে অবিরত ভগবান মুকুন্দের মুখপদ্ম সুধা পান করে বল ও ওজঃশালী তরুণভাব লাভ করেছিলেন। এরপর, হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের সঙ্গে নন্দ মহারাজের কাছে গেলেন। ভগবানদ্বয় তাঁকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উদ্দেশে বললেন—হে পিতা, আপনি ও জননী যশোদা স্নেহ দিয়ে আমাদের অনেক যত্নে লালন পালন করেছেন। বাস্তবিকই মাতা-পিতা তাঁদের নিজ জীবনের চেয়েও তাঁদের সন্তানকে বেশি ভালবাসেন। ভরণ পোষণে অসমর্থ হয়ে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁরা নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করেন, তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা। হে পিতা, এখন আপনাদের সকলের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত। আপনার সুহৃদবর্গের কিছু সুখ বিধান করার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিচ্ছেদে উদ্বিগ্ন আমাদের আত্মীয়বর্গ, আপনাদের দর্শন করতে আমরা আসব। এইভাবে নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সান্ত্বনা প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত তাঁদের বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহস্থালী বাসনপত্রাদি উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। কৃষ্ণের বাক্যসমূহ শ্রবণ করে নন্দ মহারাজ স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠলেন আর ভগবানদ্বয়কে আলিঙ্গন করার সময় তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর গোপগণ সহ তিনি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"হে রাজন্, তখন শূরসেনের পুত্র বসুদেব, একজন পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁর দুই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনের আয়োজন করলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণদের, সুন্দর অলঙ্কার এবং সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত বৎসসহ গাভীদের প্রদান ও পূজা করার মাধ্যমে বসুদেব তাদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত গাভীরা সোনার কণ্ঠহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিল। কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম উপলক্ষ্যে মহামতি বসুদেব মনে মনে যে গাভীদের প্রদান করেছিলেন, কংস সেই সমস্ত গাভী অন্যায়ভাবে হরণ করেছিল। সেই

কথা স্মরণ করে বসুদেব এখন তাদের উদ্ধার করে দান করলেন। সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হবার পর, ঐকান্তিক ব্রতধারী ভগবানদ্বয়, যদুকুলাচার্য গর্গমুনির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করলেন।"

"সকল জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বরদ্বয় মনুষ্যোচিত আচরণের দ্বারা তাঁদের সহজাত পূর্ণজ্ঞান গোপন করে এরপর গুরুকুলে বাসের আকাঙ্ক্ষা করে অবন্তীপুরবাসী, কাশীদেশজাত সান্দীপনি মুনির কাছে গমন করলেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত এই দুই আত্ম-সংযমী শিষ্য সম্পর্কে সান্দীপনি মুনি অত্যন্ত উচ্চ-ভাব পোষণ করতেন। স্বয়ং ভগবানকে ভক্তিসহকারে সেবা করার মতো গুরুদেবের সেবা করে, গুরুদেবকে কিভাবে সেবা করতে হয়, এই বিষয়ে তাঁরা অন্যদের কাছে অনিন্দনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন। সেই দ্বিজবর গুরু সান্দীপনি তাঁদের অনুগত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ সমূহ উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি তাঁদের অত্যন্ত গূঢ় অংশ সহ ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রণালী, দর্শনগত তর্কবিদ্যা ও ছয় প্রকার রাজনীতিরও শিক্ষা প্রদান করলেন। হে রাজন, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বলরাম, তাঁরা স্বয়ং সকল প্রকার জ্ঞানের আদি উদ্‌গাতা হওয়ায় প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করছিলেন। এইভাবে চৌষট্টি অহোরাত্র তাঁরা একাগ্রচিত্তে চৌষট্টি প্রকার কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন। এরপর হে রাজন, তাঁদের গুরুদেবকে গুরু-দক্ষিণা নিবেদনের দ্বারা তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন। হে রাজন, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সান্দীপনি ভগবানদ্বয়ের মহিমা ও অদ্ভুত গুণাবলী এবং তাঁদের অতি-মানবীয় বুদ্ধি-মত্তা বিবেচনা করলেন। তারপর তাঁর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দক্ষিণা স্বরূপ প্রভাস সমুদ্রে মৃত তাঁর নিজ পুত্রকে ফিরে পেতে মনস্থ করলেন। সেই দুই অসীম পরাক্রমশালী মহারথী 'তথাস্তু' উত্তর প্রদান করে তৎক্ষণাৎ তাঁদের রথে আরোহণ করে প্রভাসের উদ্দেশে গমন করলেন। তাঁরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হলেন তখন তারা সমুদ্রতটে বিচরণ করে উপবেশন করলেন। সমুদ্র-বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পেরে শ্রদ্ধার্ঘাদি সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কাছে এল।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের অধিপতির উদ্দেশে বললেন—"যাকে তুমি তোমার মহাতরঙ্গ দ্বারা অপহরণ করেছ, আমার গুরুর সেই পুত্রকে এখনি উপস্থাপিত কর।"

সমুদ্র উত্তর দিল—"হে ভগবান কৃষ্ণ, আমি তাকে অপহরণ করিনি, একটি শঙ্খের রূপ ধারণকারী পঞ্চজন নামে দিতির বংশের এক জলচারী দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে। নিশ্চয়ই সমুদ্র বলল, সেই দৈত্য তাকে অপহরণ করেছে। এই কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে পেয়ে তাকে বধ করলেন। কিন্তু দৈত্যের উদরের মধ্যে বালকটিকে ভগবান পেলেন না। ভগবান জনার্দন দৈত্যের দেহ মধ্যে জাত শঙ্খ গ্রহণ করে রথে ফিরে এলেন। তারপর তিনি মৃত্যুদেব যমরাজের প্রিয় রাজধানী সংযমনীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। শ্রীবলরাম সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর শঙ্খে জোরে ফুৎকার করলেন এবং যমরাজ, যিনি বদ্ধজীবকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তিনি সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আগমন করলেন। যমরাজ, বিস্তৃতভাবে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেই দুই ভগবানকে পূজা করলেন এবং তারপর তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশে বললেন—হে ভগবান বিষ্ণু, সাধারণ মনুষ্যরূপে ক্রীড়ারত আপনার ও শ্রীবলরামের জন্য আমি কি করতে পারি?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"পূর্ব কর্মের দাসত্ব-বন্ধন ভোগ করার জন্য আমার গুরুদেবের পুত্রকে এখানে তোমার কাছে আনা হয়েছে। হে মহারাজ, আমার আদেশ পালন কর এবং অনতিবিলম্বে সেই বালককে আমার কাছে নিয়ে এস।"

যমরাজ বললেন, " 'তথাস্তু', এবং গুরুর পুত্রকে নিয়ে এলেন। তখন সেই দুই পরম উন্নত যদু তাঁদের গুরুদেবের কাছে সেই বালককে উপস্থিত করলেন এবং তাঁকে বললেন, "দয়া করে অন্য আর একটি বর নির্বাচন করুন।"

গুরুদেব বললেন—"হে বৎস, তোমরা দুজনে গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতাজনিত দক্ষিণা প্রদান সম্পূর্ণ করেছ। বস্তুত তোমাদের মতো শিষ্য যার, সেই গুরুর আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? হে বীরদ্বয়, এখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের কীর্তি পৃথিবীকে

পবিত্র করুক এবং ইহ জন্মে ও পর জন্মে তোমাদের হৃদয়ে বৈদিক মন্ত্র সকল চির নতুন থাকুক। এইভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য গুরুর অনুমতি লাভ করে ভগবানদ্বয় তাঁদের মেঘগম্ভীর ধ্বনি সদৃশ ও বায়ুবেগ তুল্য রথে আরোহণ করে তাঁদের নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যেদিন অদর্শনের পর কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করার ফলে সকল নাগরিক আনন্দিত হল। নষ্ট সম্পদ পুনরায় লাভ করার পর যেরকম অনুভব হয়, জনগণ ঠিক তেমনই অনুভব করেছিল।"

❁ ❁ ❁

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য। ভগবান হরি, যিনি তাঁর সকল শরণাগতজনের দুঃখ দূর করেন, তিনি একবার তাঁর পূর্ণভক্ত ও প্রিয়তম বন্ধু উদ্ধবের হাত ধারণ করে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে গমন করে আমাদের পিতা-মাতাকে আনন্দ প্রদান কর, এবং আমার বিরহে কাতর গোপীগণকেও আমার বার্তা প্রদান করে তাদের মনস্তাপ নিরসন কর। এই সকল গোপীগণের মন সর্বদা আমাতে মগ্ন এবং তাদের জীবন আমাতে চির-উৎসর্গীকৃত। আমার জন্য তাদের এই জীবনে দৈহিক, ঐহিক সকল সুখই, এমনকি পরবর্তী জীবনে এরূপ সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কর্তব্যও তারা পরিত্যাগ করেছে। আমিই একমাত্র তাদের প্রিয়তম প্রিয় এবং নিঃসন্দেহে তাদের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং সকল অবস্থায় তাদের ভরণ পোষণের ভার আমিই গ্রহণ করি। হে প্রিয় উদ্ধব গোকুলের এই রমণীগণের কাছে আমি পরম প্রেমাস্পদ। তাই তাঁরা যখন দূরে অবস্থিত আমাকে স্মরণ করে, তখন বিরহের উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিহ্বল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র আমি তাদের কাছে প্রত্যাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলেই, আমার প্রতি পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত গোপীগণ কোনরকমে তাদের জীবন ধারণ করার জন্য সংগ্রাম করছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, ভগবান এইভাবে বললে উদ্ধব সাদরে তাঁর প্রভুর বার্তা গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং নন্দ মহারাজের গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঠিক যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, ভাগ্যবান উদ্ধব তখন নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে পৌঁছলেন এবং গবাদি পশুদের প্রত্যাগমনে তাদের খুরের উত্থিত ধূলিতে, তাঁর রথ অলক্ষ্যে অতিক্রান্ত হয়েছিল। ঋতুমতী গাভীদের জন্য বৃষগুলির পারস্পরিক লড়াইয়ের শব্দে, নিজ নিজ বৎসদের পেছনে স্তনভারে ধাবমান গাভীদের হাম্বা রবে, শুভ্র বৎসদের ইতস্তত লম্ফপ্রদান ও গো-দোহনের শব্দে, তাদের অপূর্ব অলঙ্কৃত আভরণে গ্রামখানি যারা সুশোভিত করেছিল, সেই গোপ ও গোপীগণের কৃষ্ণ ও বলরামের পবিত্র কীর্তিগান সহ বেণুবাদনের উচ্চ নিনাদে, গোকুলের চতুর্দিক অনুরণিত হচ্ছিল। গোকুলে গোপগণের গৃহগুলি অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গাভী, বিপ্র, পূর্বপুরুষ ও দেবতার পূজার উপচারের প্রাচুর্যে অত্যন্ত মনোরম ছিল। চতুর্দিকের পুষ্পিত বন পাখির দল ও ভ্রমরকুল দ্বারা নিনাদিত এবং হ্রদসমূহ হংস, কারণ্ডব হাঁস ও পদ্মে সুশোভিত ছিল। উদ্ধব নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছানো মাত্র, নন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। গোপরাজ প্রীতিভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে অভিন্ন ভগবান বাসুদেব-জ্ঞানে অর্চনা করলেন। উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়ে শয্যায় সুখাসীন করে এবং পাদমর্দনাদি

দ্বারা তাঁর শ্রম দূর করার পর নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রিয় মহানুভব, এখন রাজা শূরের পুত্র বসুদেব বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানাদি এবং স্বজনবর্গের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে ভাল আছেন তো? সৌভাগ্যক্রমে তার স্বীয় পাপের জন্য, পাপাত্মা কংস, তার সকল ভ্রাতাসহ নিহত হয়েছে। সকল সময়েই সাধু ও ধর্মশীল যদুগণের প্রতি সে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। কৃষ্ণ কি আমাদের স্মরণ করেন? তিনি কি তাঁর মাতা, তাঁর সখা ও সুহৃদবৃন্দকে স্মরণ করেন? স্বয়ং তিনি যার নাথ সেই ব্রজমণ্ডল ও তার গোপগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? তিনি কি গাভীদের, বৃন্দাবন অরণ্য এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন? তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করার জন্য গোবিন্দ কি একবারের জন্যও ফিরে আসবেন? যদি তিনি কখনও তা করেন, আমরা তখন তাঁর মনোরম নয়ন যুগল, নাসিকা ও হাস্য সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব। আমরা দাবানল, প্রবল বায়ু ও বর্ষণ, বৃষ ও সর্প দানবসমূহ—এরকম সকল অনতিক্রম্য মৃত্যুভয় থেকে—সেই পরম মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিলাম। আমরা যখন কৃষ্ণের অপূর্ব কর্মকাণ্ড, তাঁর কটাক্ষপাত, তাঁর হাসি এবং তাঁর বাক্য স্মরণ করি, হে উদ্ধব, তখন আমাদের সকল জড় বন্ধন বিস্মৃত হই। যেখানে মুকুন্দ তাঁর ক্রীড়া-লীলা উপভোগ করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্নশোভিত সেই নদী, পর্বত এবং অরণ্যানী আমরা যখন দর্শন করি, তখন আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে। আমার মতে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দুই উন্নত দেবতা হবেন, যারা দেবতাদের কোন মহৎ ব্রত পূর্ণ করার জন্য এই গ্রহে এসেছেন। গর্গ ঋষির দ্বারাও এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দশ সহস্র হস্তীর মতো বলশালী কংসকে, সেই মঞ্চে মল্লযোদ্ধা চাণূর ও মুষ্টিককে, এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করেছিলেন। সিংহ যেমন সহজেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের হত্যা করে, তাঁরাও তেমনি অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন। গজরাজ যেমন একটি যষ্টিকে সহজেই ভঙ্গ করে, কৃষ্ণও তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ বিশাল, সুদৃঢ় ধনুক ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এক হাতে একটি পর্বত সাত দিন ধারণ করেছিলেন। এখানে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসেই প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত এবং বকের মতো সুরাসুর বিজয়ী অসুরদের সংহার করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণকে বারংবার স্মরণ করতে করতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হলে, নন্দ মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বোধ করায় মৌন হয়ে তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা সেই উৎকণ্ঠা জয় করলেন। তাঁর পুত্রের চরিত্রাবলীর বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র মা যশোদা অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁর স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুভূত নন্দ ও যশোদার পরম অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে দর্শন করে উদ্ধব সানন্দে নন্দ মহারাজকে বললেন—"হে শ্রদ্ধেয় নন্দ, সমগ্র জগতের মধ্যে আপনি ও মা যশোদা নিশ্চিতভাবে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কারণ সকল জীবের গুরুদেব স্বরূপ ভগবান নারায়ণের প্রতি আপনারা এমন প্রেমময়ী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন। মুকুন্দ ও বলরাম, এই দুই ভগবান, প্রত্যেকেই বিশ্বের বীজ ও গর্ভ স্বরূপ, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁরা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বদ্ধ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা পরম পুরাণ-পুরুষ। অবিশুদ্ধ স্তরের কোনও ব্যক্তিও, যদি প্রয়াণকালে তার মনকে কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি নিবিষ্ট করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ কর্মফলের সকল চিহ্ন দগ্ধ করে সূর্যসম দ্যুতিময় শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে পরম অপ্রাকৃত গতি লাভ করে। আপনারা দুজনে সকল স্থিতির কারণ, সকলের পরমাত্মাস্বরূপ সর্বকারণের মূল কারণ হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মনুষ্য সদৃশ রূপ রয়েছে, সেই ভগবান নারায়ণের প্রতি নিরতিশয় অতুলনীয় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করছেন। আর কোন্ পুণ্য কর্ম আপনাদের প্রয়োজন? ভক্তবৃন্দের নাথ, অচ্যুত কৃষ্ণ, তাঁর পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করার জন্য শীঘ্রই ব্রজে ফিরে আসবেন। সমস্ত যদুগণের শত্রু কংসকে মল্লভূমিতে হত্যা করার পর, ফিরে এসে আপনাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণ এখন নিশ্চয়ই পালন করবেন। হে মহাভাগে, বিলাপ করবেন না। খুব শীঘ্রই আবার আপনারা কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সুপ্ত থাকে, সেইভাবে তিনিও সকল জীবের অন্তরে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর কাছে কেউই বিশেষ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উত্তম বা অধম নয় এবং তিনি কারও প্রতি অসমদর্শীও নন। তিনি অমানী, কিন্তু অন্যান্য সকলকে মান দান করেন। তাঁর মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র বা অন্যান্য আত্মীয় নেই। কেউই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং তবুও কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর কোন জড় দেহ নেই এবং জন্ম নেই। এই জগতে তাঁর এমন কোন কর্ম নেই যা তাঁকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা মিশ্র প্রজাতির জীবনে জন্ম লাভ করতে বাধ্য করবে। তবু তাঁর লীলা উপভোগার্থে এবং তাঁর সাধু ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি যদিও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের অতীত, তবু চিন্ময় ভগবান তাঁর ক্রীড়ারূপে তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেন। এইভাবে অজ ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে ব্যবহার করেন। ঠিক যেমন ঘূর্ণনরত কোন ব্যক্তি মনে করে যে ভূমিতলও ঘুরছে, তেমনই অহঙ্কার দ্বারা প্রভাবিত কেউও মনে করে যে, সে নিজেই কর্তা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার মনই কেবলমাত্র কার্য করছে। পরমেশ্বর ভগবান হরি একমাত্র আপনাদেরই পুত্র নন। পরন্তু, ঈশ্বর রূপে, তিনি সকলের পুত্র, আত্মা, পিতা এবং মাতা। শ্রুত বা দৃষ্ট, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, স্থিতিশীল বা গতিশীল, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন কিছুই ভগবান অচ্যুত ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম-আত্মা, তাই তিনিই সমস্ত কিছু।"

"হে রাজন, কৃষ্ণের দূত নন্দের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলতে বলতে, রাত্রি শেষ হয়ে এল। গোষ্ঠের রমণীগণ শয্যা হতে গাত্রোত্থান করলেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাঁদের বাস্তু বিগ্রহাদির অর্চনা করলেন। তারপর তাঁরা দধিকে মাখনে পরিণত করার জন্য তা মন্থন করতে শুরু করলেন। ব্রজরমণীরা তাঁদের কঙ্কণপূর্ণ দুই বাহু দিয়ে যখন মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করছিলেন, তখন প্রদীপের আলোতে প্রতিফলিত তাঁদের রত্নরাজির উজ্জ্বলতায় তাঁরা শোভামণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিতম্ব, স্তন এবং কণ্ঠহারগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং অরুণ বর্ণের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁদের মুখমণ্ডল কপোলদেশের কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। ব্রজের রমণীগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে কমল-নয়ন কৃষ্ণের মহিমা গান করছিলেন, তখন তাঁদের গান তাঁদের মন্থনের শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছিল এবং সমস্ত দিকের সর্ব-অমঙ্গল দূরীভূত করেছিল। যখন ভগবানতুল্য সূর্য উদিত হলেন, তখন ব্রজবাসীগণ নন্দ মহারাজের দ্বারের সম্মুখে স্বর্ণ রথটি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'এই রথটি কার?' কমলনয়ন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়ে কংসের আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ করেছিল—সেই অক্রূর সম্ভবত ফিরে এসেছেন। 'সে কি আমাদের মাংস দিয়ে তার সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট তার প্রভুর পিণ্ডদান করবে?' স্ত্রীগণ যখন এইভাবে বলাবলি করছিলেন, উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপন করে উপস্থিত হলেন।"

❁ ❁ ❁

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ভ্রমর সঙ্গীত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রজের যুবতীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন, যাঁর দুটি বাহু দীর্ঘ, যাঁর নয়নদুটি প্রস্ফুটিত নবীন পদ্মের মতো, যিনি পীত বসন এবং একটি পদ্মফুলের মালা পরিধান করেছেন এবং যাঁর পদ্মের মতো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্জিত দুই কুণ্ডলের দ্বারা। 'কে

এই সুদর্শন পুরুষ?' গোপীরা প্রশ্ন করলেন। 'সে কোথা থেকে এসেছে এবং সে কার সেবা করে? সে কৃষ্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ধারণ করেছে!' এই কথা বলতে বলতে গোপীরা আগ্রহভরে ভগবান উত্তমশ্লোক, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যাঁর আশ্রয়, সেই উদ্ধবের চতুর্দিকে ভিড় করলেন। সবিনয়ে তাঁদের মস্তক অবনত করে, তাঁদের লজ্জা, সহাস্য দৃষ্টিপাত এবং মধুর বচনে গোপীরা উদ্ধবকে সম্মান জানালেন। তাঁকে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণের বার্তাবহরূপে চিনতে পেরে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে তাঁরা নিয়ে গেলেন, তাঁকে সুখাসনে উপবেশন করালেন এবং জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—আমরা জানি, আপনি যদুপতি কৃষ্ণের একান্ত সেবক এবং আপনার প্রভুর নির্দেশে আপনি এখানে এসেছেন, যিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সন্তোষ প্রদান করতে ইচ্ছুক। এ ছাড়া ব্রজের এই সমস্ত গোচারণভূমির কোনকিছুই তিনি স্মরণযোগ্য বিবেচনা করেন বলে আমরা মনে করি না। বাস্তবিকই, কোনও মুনিঋষির পক্ষেও পরিবারের সদস্যদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন। পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন ব্যক্তিগত স্বার্থে চালিত হয়, এবং স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এ রকম বন্ধুত্ব নারীর প্রতি পুরুষের বা ফুলের প্রতি ভ্রমরের আসক্তির মতো। নির্ধন মানুষকে গণিকারা পরিত্যাগ করে, অযোগ্য রাজাকে প্রজারা পরিত্যাগ করে, শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে পরিত্যাগ করে এবং যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা প্রদানকারীকে পুরোহিতেরা পরিত্যাগ করে থাকে। একটি গাছের ফল শেষ হয়ে গেলে পাখিরা সেটি পরিত্যাগ করে, ভোজন করার পর অতিথিরা গৃহ পরিত্যাগ করে, দগ্ধ অরণ্যকে প্রাণীরা পরিত্যাগ করে এবং প্রেমিকের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তার উপভোগ্যা রমণীকে প্রেমিক পরিত্যাগ করে।' এইভাবে বলতে বলতে, ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণা গোপীরা তাঁদের সমস্ত দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম সরিয়ে রাখলেন, যেহেতু এখন সেই কৃষ্ণেরই দূত শ্রীউদ্ধব তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁর শৈশবে ও কৈশোরে যেসব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেইগুলি তাঁরা অনবরত স্মরণ করে লজ্জাশরম ছেড়ে তাই নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কাঁদতে থাকলেন। গোপীদের মধ্যে একজন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্বে-কৃত সঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি ভ্রমরকে দেখতে পেলেন এবং সেই ভ্রমরটিকে তাঁর প্রিয়তমের পাঠানো দূত বলে মনে করলেন। তাই তিনি তাকে বলতে লাগলেন—"হে ভ্রমর, হে ধূর্তোবন্ধু, তোমার সেই কুঙ্কুম বিলেপিত শ্মশ্রু দ্বারা আমার পাদদ্বয় স্পর্শ কোর না, যা এক বিপক্ষ প্রেমিকার কুচযুগল দ্বারা কৃষ্ণের মালায় ঘর্ষিত হয়েছিল। কৃষ্ণ মথুরার রমণীগণের সন্তোষ বিধান করুন। যিনি তোমার মতো এক দূতকে প্রেরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যাদব সভায় উপহাসাস্পদ হবেন। একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধর সুধা আমাদের পান করাবার পর, কৃষ্ণ সহসা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন তুমি কিছু ফুলেদের পরিত্যাগ কর। তা হলে, কিভাবে সেই দেবী পদ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর পাদপদ্মের সেবা করছে? হায়! উত্তরটি নিশ্চয়ই এই হবে যে, তার মন তাঁর প্রবঞ্চনাপূর্ণ বচন দ্বারা অপহৃত হয়েছে। হে ভ্রমর, কেন তুমি এখানে গৃহহীন মানুষদের সামনে যদুপতি সম্বন্ধে এত গান করছ? এই সকল প্রসঙ্গ আমাদের কাছে পুরাতন সংবাদ। ভাল হয়, তুমি তাঁর নতুন সখীগণের সামনে সেই অর্জুন-বান্ধব বিষয়ে গান কর, যাদের স্তনদ্বয়ের উত্তপ্ত বাসনায় এখন তিনি উপশম করছেন। সেই সমস্ত রমণীগণ নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট তোমাকে প্রদান করবে। স্বর্গ, মর্ত্য, কিম্বা পাতালের, কোন্ রমণী তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য? তিনি কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূ বাঁকান এবং কপট মধুরতায় হাস্য করেন, আর তারা সকলে তাঁর হয়ে যায়। পরমেশ্বরী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের ধূলির উপাসনা করেন, সেই তুলনায় আমাদের স্থানটি কোথায়? কিন্তু যারা দীনজন, তারা অন্তত তাঁর উত্তমশ্লোক নাম কীর্তন করতে পারে। আমার পাদদ্বয় থেকে তোমার মস্তক সরাও। আমি জানি তুমি কি করছ। তুমি দক্ষতার সঙ্গে মুকুন্দের কাছ থেকে কূটনীতি শিখেছ এবং এখন তুমি তোষামুদে বাক্যসহ তাঁর দূত রূপে এসেছ। কিন্তু তাঁর জন্য যারা তাদের পতি, পুত্র ও অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মাত্র। আমি কেন এখন তাঁর সঙ্গে সন্ধি করব? একজন ব্যাধের মতো তিনি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর

দ্বারা কপিরাজকে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু তিনি এক নারীর দ্বারা বিজিত ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে কাম আকাঙ্ক্ষা করে আগত আরেকজন নারীকে বিরূপ করেছিলেন। আর বলি মহারাজের নৈবেদ্য ভক্ষণের পরেও তিনি তাঁকে একটি রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেছিলেন, যেন তিনি একটি কাক। তাই এই কৃষ্ণ বর্ণের বালকের সঙ্গে আমাদের সকল সখ্যতাই পরিত্যাজ্য হোক, যদিও তাঁর বিষয়ে কথা আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না। কৃষ্ণ নিয়মিত যে লীলা সম্পাদন করতেন, তা শ্রবণ করা কর্ণদ্বয়ের জন্য অমৃত-স্বরূপ। যে একবারের জন্যও সেই অমৃতের এক বিন্দু মাত্রও আস্বাদন করেছে, তার জাগতিক দ্বন্দ্বের প্রতি আসক্তি বিনষ্ট হয়। এরকম বহু ব্যক্তি সহসা তাদের দীন গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেছে এবং নিজেরা হীন হয়ে তাদের জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করতে করতে এখানে বৃন্দাবনে পাখির মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর প্রতারণাপূর্ণ কথাগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা ঠিক যেন মূর্খ কৃষ্ণসার হরিণের পত্নীদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম, যারা নিষ্ঠুর ব্যাধের গান বিশ্বাস করে থাকে। এইভাবে আমরা বারম্বার তাঁর নখ-স্পর্শ জনিত তীব্র কামনার পীড়া অনুভব করতাম। হে দূত, দয়া করে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে কথা বল। হে আমার প্রিয়তমের সখা, আমার প্রিয়তম কি তোমাকে আবার এখানে পাঠিয়েছেন। আমার তোমাকে সম্মান করা উচিত, সখা, দয়া করে, তুমি কি বর চাও তা তুমি পছন্দ কর। কিন্তু কেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে ফিরে এসেছ, যাঁর দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন? হে সৌম্য ভ্রমর, শেষ পর্যন্ত তাঁর বধূ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তিনি সর্বদা তাঁর বক্ষোপরে বাস করেন। হে উদ্ধব! অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তাঁর পিতৃগৃহের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা, গোপবালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মন! তিনি কখনও আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগুরু সুগন্ধযুক্ত তাঁর হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করবেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই সকল কথা শ্রবণ করে, উদ্ধব তখন, ভগবান কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি তাদের প্রিয়তমের বার্তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"নিশ্চিতরূপে আপনারা গোপীগণ সর্বার্থসাধিকা এবং লোকপূজিতা, কারণ আপনারা এইভাবে আপনাদের মন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সমর্পণ করেছেন। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম পালন এবং অবশ্যই অন্যান্য অনেক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিধিবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। আপনাদের মহাভাগ্যের দ্বারা আপনারা অতি শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধভক্তি ভগবান উত্তমশ্লোকের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—মুনিগণের পক্ষেও যে মান অর্জন করা কঠিন। আপনারা মহাভাগ্যক্রমে আপনাদের পতি, পুত্র, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়স্বজন ও গৃহ সংসার, সবই কৃষ্ণ নামক পরম পুরুষের জন্য ত্যাগ করেছেন। হে পরম মহিমান্বিত গোপীবৃন্দ, আপনারা যথার্থই অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের অধিকার দাবি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবিরহে, তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম উদঘাটনের মাধ্যমে আপনারা আমাকে পরম কৃপা করলেন। হে ভদ্রাগণ, এখন আপনাদের প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণ করুন, যা আমি, আমার প্রভুর একান্ত সেবকরূপে, আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য এখানে এসেছি।"

ভগবান বললেন—"প্রকৃতপক্ষে তোমরা কখনই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নও, কারণ আমিই সকল সৃষ্টির আত্মা। ঠিক যেমন আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি সৃষ্টিজাত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমান, তেমনই আমি প্রত্যেকের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এবং ভৌত উপাদানগুলি ও জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছি। ভৌত উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রকৃতির গুণাদি যার অন্তর্ভুক্ত, আমার সেই আত্ম শক্তি-বলে নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, পালন করি এবং প্রত্যাহার করি। শুদ্ধ চেতনাময় তথা জ্ঞানময় হওয়ার ফলে, আত্মা জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে পৃথক এবং প্রকৃতির গুণসমূহের বন্ধনে অসম্পৃক্ত। আমরা জাগ্রতভাব, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে জড়া প্রকৃতির ত্রিবিধ কার্যাবলীর মাধ্যমে

আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। ঘুম থেকে উঠে মানুষ যেমন অনবরত কোনও স্বপ্নের চিন্তা করতে থাকে, সেই স্বপ্ন মায়াময় হতেও পারে—ঠিক তেমনই মনের ক্রিয়াকলাপের ফলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়াদি নিয়েই ধ্যান করে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলি তা ভোগ করতে পারে। তাই, এবিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। সমস্ত নদীর পরম গন্তব্য যেমন সমুদ্র, তেমনই মনীষীদের মতে, সমস্ত বেদশাস্ত্রাদি এবং সর্বপ্রকার যোগাভ্যাস, সাংখ্য চর্চা, সন্ন্যাস জীবন, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন ও সততা অনুশীলনের এটাই চরম নিষ্পত্তি। কেন আমি তোমাদের দৃষ্টিপথের পরম প্রিয় বিষয় হয়ে তোমাদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়েছি, তার প্রকৃত কারণ আমার প্রতি তোমাদের মনঃসংযোগ আরও তীব্র করতে চাই এবং এইভাবে তোমাদের মন আমার আরও কাছে আকর্ষণ করতে চাই। যখন প্রিয়তম অনেক দূরে থাকে, তখন নারী তাকে সামনে উপস্থিত থাকার চেয়েও বেশি চিন্তা করে। যেহেতু তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন এবং অন্য সকল বিষয় হতে মুক্ত হয়ে তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ করছ, তাই অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আবার আমাকে লাভ করবে। যদিও কয়েকজন গোপীকে ব্রজে থাকতে হয়েছিল আর তাই রাত্রিতে অরণ্যে আমার সঙ্গে রাসনৃত্য ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবতী। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমার শৌর্যশালী লীলাগুলি স্মরণের মাধ্যমেই আমাকে লাভ করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রজের রমণীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কাছ থেকে এই বার্তা শ্রবণ করে প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি তাঁদের স্মৃতি জাগরূক করলে, তাঁরা উদ্ধবকে উদ্দেশ করে বললেন—এটা অত্যন্ত শুভ যে, যদুগণের নির্যাতনকারী এবং শত্রু কংস, তার অনুগামী সহ এখন নিহত হয়েছে। আর এটিও অত্যন্ত শুভ যে, ভগবান অচ্যুত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আপ্তকাম বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কুশলে বাস করছেন। হে সৌম্য উদ্ধব, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি এখন পুর রমণীদের আনন্দ প্রদান করছেন, যে-আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই প্রাপ্য? আমাদের মনে হয় সেই রমণীরা তাঁদের উদার দৃষ্টি দিয়ে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্যে তাঁকে অর্চনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার দাম্পত্য বিষয়ে দক্ষ এবং পুর রমণীদের প্রিয়তম। এখন যেহেতু তিনি তাঁদের মোহিত বাক্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা অবিরত বন্দিত হচ্ছেন, তাই কিভাবে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পারেন?"

"হে ধর্মপ্রাণ, পুর রমণীদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সময় গোবিন্দ কখনও আমাদের স্মরণ করেন কি? তিনি যখন তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলেন, তিনি কখনও আমাদের, গ্রাম্য কন্যাদের উল্লেখ করেন কি? কুমুদ, কুন্দ ও উজ্জ্বল চন্দ্রে শোভিত বৃন্দাবন অরণ্যের সেই রাত্রিগুলি তিনি মনে করেন কি? তাঁর প্রিয়তমা সখীগণ, আমরা যখন তাঁর মধুর মহিমা স্তব করেছিলাম, চরণের নূপুরের সঙ্গীতে নিনাদিত রাসনৃত্যের মণ্ডলীর মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। তাঁরই জন্য যারা এখন সন্তপ্ত, তাঁরই অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে তাদের সঞ্জীবিত করতে দশার্হ বংশের সেই পুরুষ এখানে ফিরে আসবেন কি? যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সজল মেঘরাশি দিয়ে অরণ্যকে সঞ্জীবিত করেন, তিনি কি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করবেন? কিন্তু তাঁর শত্রুদের নিহত করে রাজ্য জয় করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহ করার পর কৃষ্ণ কেন এখানে আসবেন? তিনি সেখানে তাঁর সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তুষ্ট রয়েছেন। মহাত্মা কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর অধীশ্বর এবং তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেন, আপনা থেকেই তা অর্জন করেন। তিনি যখন ইতিমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন কিভাবে আমরা বনবাসীরা বা অন্য রমণীরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারি? বারনারী পিঙ্গলাও ঘোষণা করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আশা ত্যাগ করাই পরম সুখের। আমরা তা জানা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আমাদের আশা ত্যাগ করতে পারছি না। ভগবান উত্তমশ্লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ পরিত্যাগ কে সইতে পারে? তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করলেও, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবানের বক্ষের উপরে তাঁর স্থান থেকে বিচ্যুত হন না।"

"প্রিয় উদ্ধব, কৃষ্ণ যখন এখানে সঙ্কর্ষণের সাহচর্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সমস্ত নদী, পর্বত, বন, গবাদি

এবং বংশী ধ্বনি উপভোগ করতেন। এই সমস্ত কিছুই নিরন্তর আমাদের নন্দের পুত্রের কথা মনে করায়। বাস্তবিকই, আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লক্ষণাদিসহ পদচিহ্ন দর্শন করি, তাই তাঁকে কখনও ভুলতে পারি না। হে উদ্ধব, তাঁর মধুর গমনভঙ্গি, তাঁর উদার হাস্য ও লীলাময় দৃষ্টিপাত এবং তাঁর মধুময় বাক্যের দ্বারা যখন আমাদের হৃদয় অপহৃত হয়ে রয়েছে, তখন আমরা কিভাবে তাঁকে ভুলতে পারি? হে প্রভু, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ! হে সকল দুঃখ বিনাশন, গোবিন্দ, দয়া করে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন আপনার গোকুলকে উদ্ধার করুন!"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—"শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁদের বিরহের জ্বর দূরীভূত করার পরে, গোপীরা অতঃপর উদ্ধবকে তাঁদের ভগবান, কৃষ্ণের থেকে অভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁর পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন করার মাধ্যমে গোপীদের দুঃখ নিরসন করে উদ্ধব সেখানে কয়েকমাস থাকলেন। এইভাবে তিনি গোকুলের সমস্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ বিধান করেছিলেন? নন্দের ব্রজে উদ্ধব যতদিন বাস করেছিলেন, ব্রজবাসীগণের কাছে তা ক্ষণকাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ উদ্ধব সকল সময়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরির সেই দাস ব্রজের নদী, বন, পর্বত, উপত্যকা এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি দর্শন করে, বৃন্দাবনবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে আনন্দ লাভ করতেন। এইভাবে গোপীদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নিমগ্নতার ফলে অস্থিরতা দর্শন করে উদ্ধব বিশেষ প্রীত হলেন। তাঁদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এইভাবে গান করলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে এই গোপীরা বাস্তবিকই তাঁদের দেহরূপী জীবন সার্থক করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান গোবিন্দের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। যারা জড় অস্তিত্বে ভীত সন্ত্রস্ত, তারা ছাড়াও মহান মুনিগণ এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে গোপীদের মতো শুদ্ধ প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা হয়ে থাকে। যাঁরা অনন্ত সত্তাময় ভগবানের লীলাবর্ণনার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে জন্ম কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে জন্মেরই বা কি প্রয়োজন থাকে? কতখানি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই সমস্ত বনচারী, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট মনে হওয়া, সাধারণ রমণীরা পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন! তা হলেও, এ কথা সত্যি যে, ভগবান স্বয়ং তাঁর অজ্ঞ পূজারীকেও আশীর্বাদ করেন, যেমন উত্তম ঔষধের উপাদানগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ না জেনে গ্রহণ করলেও, তা ফলপ্রসূ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন গোপীরা ভগবানের দুই বাহুতে আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বা চিন্ময় জগতের অন্যান্য স্ত্রীগণকেও এই অপ্রাকৃত অনুগ্রহ কখনও প্রদান করা হয়নি। এমনকি পদ্মসদৃশ দেহসৌরভ ও কান্তি বিশিষ্ট স্বর্গের অপ্সরাগণও এমন ঘটনা কখনও কল্পনাও করেন না। জড় জাগতিক বিচারে অতি সুন্দরী রমণীদের কথা আর কি বলার আছে? মুকুন্দ বা কৃষ্ণ যাঁকে বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অন্বেষণ করা হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, ব্রজের গোপিকারা তাঁদের পতি, পুত্র ও পরিবার পরিজনকে—যাঁদের ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের চারিত্রিক জীবনধারাও পরিত্যাগ করেছেন। আহা! কবে আমার সেই ভাগ্য হবে, যেদিন আমি বৃন্দাবনে গুল্ম, লতা ও ঔষধি বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব এবং গোপিকারা তাদের পদদলিত করে তাদের পদধূলির কৃপা লাভে ধন্য করবে। ব্রহ্মা ও সকল যোগেশ্বর দেবতাগণসহ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাঁর হৃদয়ে কেবল কৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চনা করতে পারেন। কিন্তু রাস নৃত্যের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ এইসকল গোপীদের স্তনে তাঁর চরণ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পাদদ্বয় আলিঙ্গন করে গোপীরা সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। আমি নন্দ মহারাজের ব্রজের রমণীদের পদধূলির নিরন্তর বন্দনা করি। এই গোপীরা যখন উচ্চৈস্বরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তার ধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দশার্হর বংশধর উদ্ধব তারপর নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং গোপীদের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি গ্রহণ করলেন। তিনি সকল গোপদের বিদায় জানালেন এবং যাত্রার জন্য তাঁর রথে আরোহণ করলেন। উদ্ধব যখন যাত্রা উন্মুখ, তখন নন্দ এবং অন্যান্য সকলে বিভিন্ন পূজার সামগ্রী ধারণ করে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাঁকে উদ্দেশ করে তাঁরা বললেন—আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপ যেন সর্বদা কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন তাঁর নাম কীর্তন করে এবং আমাদের দেহ যেন সর্বদা তাঁর প্রতি প্রণত থাকে এবং তাঁর সেবা করে। আমাদের কর্মফল অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছায় এই জগতের যেখানেই আমরা ভ্রমণ করি, আমাদের শুভ কর্ম ও দান যেন সর্বদা আমাদের কৃষ্ণের জন্য প্রেম প্রদান করে।"

"হে নরাধিপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভক্তির প্রকাশ সহ গোপগণ দ্বারা এইভাবে সম্মানিত হয়ে উদ্ধব তখন কৃষ্ণের সুরক্ষাধীন মথুরা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভূমিষ্ট হয়ে প্রণতি নিবেদনের পর উদ্ধব ব্রজবাসীদের গভীর ভক্তির কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করলেন। উদ্ধব বসুদেব, শ্রীবলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকেও তা বর্ণনা করলেন ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা শ্রদ্ধার্ঘগুলি তাঁদের প্রদান করলেন।"

❁ ❁ ❁

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, উদ্ধবের সংবাদ অবগত হওয়ার পর, পরমেশ্বর ভগবান, সর্বদর্শী সর্বাত্মা, কাম দ্বারা সন্তপ্ত ত্রিবক্রা দাসীকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন। ত্রিবক্রার গৃহ বহুমূল্য গৃহোপকরণ এবং কাম বাসনা উদ্বুদ্ধ করার সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ছিল পতাকা, সার সার মুক্তার মালা, চন্দ্রাতপ, সুন্দর শয্যা, উপবেশন স্থান এবং সেই সঙ্গে সুগন্ধি ধূপ, দীপ, ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন অনুলেপ। ত্রিবক্রা যখন তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর আসন হতে সসম্ভ্রমে উঠে পড়লেন। তাঁর সখীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি ভগবান অচ্যুতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি উত্তম আসন ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিবেদন করে অর্চনা করলেন। উদ্ধবও একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন সাধুপুরুষ তাই তিনি কেবলমাত্র তা স্পর্শ করে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ, মানব সমাজের আচারসমূহ অনুকরণ করে, শীঘ্রই একটি বহুমূল্য শয্যায় নিজেকে সুখাসীন করলেন। ত্রিবক্রা স্নান করে, দেহে গন্ধ অনুলেপন ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, অলঙ্কার, মালা ও সুগন্ধি ধারণ করে, এবং তাম্বুল চর্বণ, সুগন্ধি পানীয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর তিনি ভগবান মাধবের দিকে সলজ্জ হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ সমন্বিত ভাব সহকারে অগ্রসর হলেন। এই নব সংস্পর্শের সম্ভাবনাজনিত লজ্জা ও শঙ্কাযুক্ত তাঁকে ভগবান তাঁর কঙ্কণশোভিত হাত দুটি ধরে শয্যায় আকর্ষণ করলেন। এইভাবে তিনি সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন—যে-কন্যা কেবলমাত্র ভগবানকে অনুলেপন অর্পণ করেই লেশমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করেছিল। কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্মের ঘ্রাণ গ্রহণ করেই ত্রিবক্রা তাঁর স্তনদ্বয়, বক্ষ ও নয়নযুগলের উদ্যত কামপীড়া দূরীভূত করেছিল। তাঁর দুই বাহু দ্বারা তাঁর দুই স্তনের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম, আনন্দমূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সন্তাপ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। দুর্লভ ভগবানকে সামান্য অঙ্গরাগ অর্পণের মাধ্যমে লাভ করেও দুর্ভাগা ত্রিবক্রা সেই কৈবল্যনাথের কাছে নিম্নোক্ত প্রার্থনাই নিবেদন করেছিলেন—"হে প্রিয়তম, দয়া করে এখানে আমার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। হে কমলনয়ন, আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না। তাঁকে এই

কামনাময় আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দান করে, সুবিবেচক সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ত্রিবক্রাকে তাঁর সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং তারপর উদ্ধবসহ তাঁর পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ আপন আলয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঈশ্বরগণের পরম ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়া সাধারণত কঠিন। যে তাঁকে যথাযথভাবে অর্চনা করে অবশেষে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য বর পছন্দ করে, সে অবশ্যই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ সে একটি তুচ্ছ ফল লাভেই সন্তুষ্ট থাকে।"

"অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ, কিছু কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। ভগবান, অক্রূরের প্রীতি সাধনের আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন। অক্রূর যখন তাঁদের, তাঁর আপন বান্ধব ও পরম উন্নত ব্যক্তিত্বদের দূর থেকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি মহানন্দে উত্থিত হলেন। তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করে, অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁদের দ্বারাও অভিনন্দিত হলেন। তারপর, তাঁর অতিথিগণ আসন গ্রহণ করলে, শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি তাদের অর্চনা করলেন। হে রাজন, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পাদ-প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই স্নাত জল তাঁর নিজ মস্তকে ঢাললেন। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক, পুষ্পমাল্য এবং অপূর্ব অলঙ্কার যুক্ত উপহার প্রদান করলেন। এইভাবে সেই দুই ভগবানকে অর্চনা করার পর, তিনি ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করলেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় স্থাপন করে মর্দন করতে লাগলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে কৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা দুই ভগবান পাপী কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করেছেন, এইভাবে আপনাদের কুলকে অন্তহীন কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন। আপনারা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম, জগৎ ও তার সৃষ্টিসমূহের কারণ। আপনাদের ছাড়া সামান্যতম কারণ বা সৃষ্টির প্রকাশিত পদার্থ অস্তিত্বহীন।"

"হে পরম ব্রহ্মণ, আপনার আপন শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেখানে প্রবিষ্ট হন। এইভাবে শাস্ত্র হতে শ্রুত হয়ে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা কেউ বহুবিধরূপে আপনাকে অনুধাবন করতে পারে। ঠিক যেমন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলি—ভূমি প্রভৃতি—স্থাবর, জঙ্গমরূপ জীবনের সকল জীবের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্যে নিজেদের প্রকাশিত করে, তেমনই আপনি, স্বতন্ত্র পরমাত্মা, আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নানারূপে প্রকাশিত হন। সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ—আপনার স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশও করেন—তবুও আপনি সেই গুণসমূহ দ্বারা বা তাদের উৎপন্ন কার্যাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। যেহেতু আপনি সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, তাই কীসের কারণেই-বা আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন? যেহেতু কখনও যুক্তিসহকারে প্রমাণিত হয় নি যে, আপনি কোন জড়জাগতিক দেহরূপী নামে আচ্ছাদিত রয়েছেন, তাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে কোন জন্মও নেই, স্বরূপতঃ জন্মভেদও নেই। সুতরাং আপনি কখনই বন্ধন বা মুক্তির অধীনস্থ হন না এবং আপনি তেমনভাবে প্রতিভাত হলেও, সেটি একান্তই আপনার অভিলাষের ফলে, অথবা নিতান্তই আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাবে, আমরা সেইভাবে আপনাকে দর্শন করে থাকি। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য বেদের সুপ্রাচীন ধর্মীয় পথ আপনিই প্রথমে উদ্ভাসিত করেছেন। যখনই সেই পথ নিরীশ্বরবাদের পথ অনুসরণকারী অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আপনি অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বে আপনার কোনও এক অবতার রূপ ধারণ করেন।"

"হে প্রভু, আপনিই সেই ভগবান, এখন বসুদেবের গৃহে আপনার অংশপ্রকাশসহ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি, দেবতাদের শত্রুদের স্বাংশপ্রকাশ রাজাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সৈন্যদের হত্যা করে ভূ-ভার দূর করার জন্য এবং আমাদের বংশের যশ প্রচারের জন্যও, এখন অবতরণ করেছেন। হে প্রভু, আজ আমার গৃহ অত্যন্ত ধন্য হয়েছে, কারণ আপনি এখানে প্রবেশ করেছেন। পরম সত্যরূপে, আপনি পিতৃপুরুষ, জীব, মনুষ্য ও দেবতা-মূর্তি, এবং আপনার পাদধৌত জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করছে। প্রকৃতপক্ষে, হে অধোক্ষজ,

আপনি জগদ্গুরু। আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি আপনি স্নেহপ্রবণ, কৃতজ্ঞ ও যথার্থ শুভানুধ্যায়ী, তাই, আপনাকে ছাড়া অন্য কার কাছে আশ্রয়ের জন্য কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি যাবে? যাঁরা ঐকান্তিক সখ্যতায় আপনার অর্চনা করেন, আপনি তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছুই, এমন কি আপনার আপন সত্তাকেও প্রদান করেন, যদিও আপনি কখনই বৃদ্ধি পান না বা হ্রাসও পান না। হে জনার্দন, আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং দেবেন্দ্রগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। হে প্রভু, কৃপা করে আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন, স্বজন ও গৃহ-দেহাদির মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন। এই সকল আসক্তি আপনারই মায়াশক্তি জাত। এইভাবে তাঁর ভক্ত দ্বারা অর্চিত এবং সম্যক্‌ভাবে বন্দিত হয়ে, ভগবান শ্রীহরি তাঁর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করে অক্রূরকে সহাস্যে বললেন—"আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য ও প্রশংসনীয় বন্ধু, এবং আপনার পুত্রের মতোই আমরা সর্বদা আপনার সুরক্ষা, পালন ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। আপনার মতো সুমহান মানুষেরাই প্রকৃত সেব্য এবং জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের পরম পূজনীয়। সাধারণ দেবতারা তাঁদের আপন স্বার্থ সচেতন, কিন্তু সাধুসুলভ ভক্তেরা কখনও তেমন নন। কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, পবিত্র নদ-নদী সমন্বিত তীর্থস্থানগুলি রয়েছে, অথবা মৃত্তিকা ও শিলা নির্মিত বিগ্রহরূপে দেবতারা আবির্ভূত হন। কিন্তু এই সমস্তকিছুই কেবলমাত্র দীর্ঘকাল পরে আত্মাকে পবিত্র করে, অথচ সাধু ব্যক্তিদের কেবল দর্শন ফলেই পবিত্র হওয়া যায়। আপনি অবশ্যই আমাদের সুহৃদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই দয়া করে হস্তিনাপুর গমন করুন এবং পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে, তাঁরা কেমন আছেন, অনুসন্ধান করুন। আমরা শুনেছি যে, তাঁদের পিতা যখন পরলোক গমন করলেন, তখন বাল্য বয়সে পাণ্ডবদের তাঁদের শোকগ্রস্তা মায়ের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী নগরীতে এনেছেন এবং তাঁরা এখন সেখানে বাস করছেন। বাস্তবিকই, দুর্বল মনের অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্ট পুত্রদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছেন এবং তাই সেই অন্ধ রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করছেন না। সেখানে গিয়ে দেখুন—ধৃতরাষ্ট্র যথাযথ আচরণ করছেন কি না। আমরা জানতে পারলে, আমাদের সুহৃদবর্গের সাহায্যের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আয়োজন করব। এইভাবে অক্রূরকে সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অতঃপর শ্রীসঙ্কর্ষণ ও উদ্ধবের সাথে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পৌরব রাজগণের কীর্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ নগরী হস্তিনাপুরে অক্রূর গমন করলেন। সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর এবং বাহ্লীক ও তাঁর পুত্র সোমদত্ত সহ কুন্তীকে দর্শন করলেন। তিনি দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সুহৃদগণকেও দর্শন করলেন। গান্দিনীনন্দন অক্রূর যথা নিয়মে তাঁর সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অভিনন্দিত করার পর, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংবাদ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনিও তাঁদের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। দুষ্টকর্মা পুত্রাদির পিতা এবং স্বলধর্মী মানুষদের ইচ্ছাধীন দুর্বলমতি রাজার আচার-আচরণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তিনি হস্তিনাপুরে কয়েকমাস থাকলেন। কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অসৎ উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন—যারা কুন্তীপুত্রদের মহৎ গুণসমূহ—যেমন, তাদের দৃঢ় প্রভাব, সামরিক দক্ষতা, শারীরিক বল, সাহস ও বিনয়—অথবা তাদের জন্য প্রজাদের গভীর অনুরাগ—সহ্য করতে পারত না। কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের বিষ প্রদানের চেষ্টা করেছিল এবং ঐ ধরনের অন্যান্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে তাও বলেছিলেন। কুন্তীদেবী তাঁর ভ্রাতার আগমনের সুযোগ গ্রহণ করে, সঙ্গোপনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর জন্মস্থানকে স্মরণ করে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি বললেন—হে সৌম্য, আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্ররা, কুলস্ত্রীগণ ও সখীগণ আমাদের কি এখনও স্মরণ করেন? আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তগণের করুণাময় আশ্রয় স্বরূপ, তিনি এখনও তাঁর পিসীর পুত্রদের স্মরণ করেন কি? আর কমলনয়ন বলরামও কি তাদের স্মরণ করেন? নেকড়েদের মাঝে এক হরিণীর মতো আমার শত্রুদের মধ্যে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন কৃষ্ণ আমাকে ও আমার পিতৃহীন পুত্রদের তাঁর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আসবেন কি? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে পরম যোগী! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও রক্ষক! হে গোবিন্দ! দয়া করে আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। আমি এবং আমার পুত্ররা দুর্দশায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হচ্ছি। পুনর্জন্ম ও মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আপনার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত আমি আর কোনও আশ্রয় দেখি না, কারণ আপনিই পরমেশ্বর ভগবান। পরম শুদ্ধ, পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, যোগেশ্বর ও সকল জ্ঞানের উৎস স্বরূপ হে কৃষ্ণ, আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে আপনার প্রপিতামহী কুন্তীদেবী শোকে কাঁদতে থাকলেন। যে অসাধারণ উপায়ে রাণী কুন্তীর পুত্ররা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, কুন্তীদেবীর সুখ ও দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশস্বী বিদুর দুজনেই, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের প্রতি একান্ত স্নেহ অনুভব করার ফলে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন। অক্রূর বিদায়ের ঠিক আগে, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধুবর্গ এবং সমর্থকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সৌজন্যবশত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।"

অক্রূর বললেন—"হে আমার প্রিয় বিচিত্রবীর্যের পুত্র, হে কুরুগণের কীর্তি বর্ধনকারী, আপনার ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে, আপনি এখন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। ধর্মানুসারে পৃথিবীকে পালন, সৎ চরিত্র দ্বারা আপনার প্রজাগণের আনন্দ বিধান এবং সকল আত্মীয়বর্গের প্রতি সমভাবে আচরণ করার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করবেন। আপনি যদি এর অন্যথা করেন, তাহলে অবশ্যই এই জগতের মানুষ আপনাকে নিন্দা করবে এবং পরবর্তী জীবনে আপনি নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করবেন। সুতরাং আপনার নিজের এবং পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি সমদর্শী হউন।"

"হে রাজন, এই জগতে কারও সঙ্গে কারও চিরস্থায়ী সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের দেহটিকে নিয়েও আমরা চিরদিন থাকতে পারি না, আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্যদের কথা আর বলার কী আছে! প্রতিটি জীবই একাকী জন্মগ্রহণ করে আর একাকীই মৃত্যু বরণ করে, এবং মানুষ নিজেই তার সকল সৎ ও অসৎ কর্মের ফলাফল ভোগ করে। যে-জল মাছকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই জলই যেমন মাছের সন্তানেরা পান করে, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অধর্মের পথে যা কিছু অর্জন করে, সেই সমস্ত সম্পদই প্রিয় পোষ্যগণের ছদ্মরূপে নবাগতেরাই হরণ করে নেয়। মূর্খ মানুষ তার জীবন, সম্পদ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পালন করার জন্য পাপের প্রশ্রয় দেয়, কারণ সে মনে করে, "এই সমস্ত কিছুই আমার।" পরিশেষে, অবশ্য, সেই সবই তাকে হতাশ করে চলে যায়। আপাতদৃষ্ট পোষ্যদের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, যথার্থ কর্তব্যে বিমুখ, এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ মূর্খ

জীব তার পাপময় কর্মফলের বোঝা নিয়ে নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করে। সুতরাং, হে রাজন, এই জগতকে স্বপ্ন, মায়া বা অস্থির হৃদয়ের কল্পনা জ্ঞান করে বুদ্ধির দ্বারা আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং হে প্রভু, শান্ত ও সমদর্শী হউন।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—"হে অক্রূর, আপনি যেভাবে মঙ্গলময় কথা বলছেন, মানুষ অমৃত লাভে যেমন কখনই তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই আমিও আপনার কথায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না। হে সৌম্য অক্রূর, আপনার এই সমস্ত সুমধুর বাক্য খুবই কল্যাণকর হলেও, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনই পুত্রস্নেহবশত বিষমভাবাপন্ন আমার চঞ্চল হৃদয়ে এই সব উপদেশ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যিনি ভূভার হরণের জন্য এখন যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে? যিনি তাঁর অচিন্তনীয় মায়া শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন এবং পরে সেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিতরণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। যাঁর লীলার অর্থ দুর্জ্ঞেয়, তাঁর কাছ থেকেই, জন্ম ও মৃত্যু চক্রের বন্ধন ও তা থেকে মুক্তির পন্থা, উভয়ই আমাদের লাভ হয়ে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তিনি নিজে রাজার মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যাদব অক্রূর, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে যাদবগণের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রূর তা বর্ণনা করলেন। হে কুরুবংশজ, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এইভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন।"

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, কংস যখন নিহত হল, তার দুই রাণী অস্তি ও প্রাপ্তি শোকার্ত হয়ে তাদের পিতৃগৃহে গমন করেছিল। শোকগ্রস্তা দুই রাণী তাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তারা কিভাবে বিধবা হয়ে গেল, সেই সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণনা করল। হে রাজন, সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে, জরাসন্ধ শোক ও ক্রোধে পূর্ণ পৃথিবীকে যাদব শূন্য করার সব রকম সম্ভাব্য চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করল। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে চতুর্দিক থেকে যদু-রাজধানী মথুরা অবরোধ করল।"

"শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের আদি কারণ হলেও তিনি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মানুষের ভূমিকায় লীলা করেন। তাই যখন তিনি জরাসন্ধকে তাঁর নগরীর চারদিকে যেন এক উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মতোই সৈন্য সমাবেশ করতে দেখলেন এবং দেখলেন কিভাবে এই সৈন্য বাহিনী তাঁর প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, তখন স্থান, কাল ও তাঁর বর্তমান অবতারত্বের যথার্থ উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করলেন। যেহেতু জরাসন্ধের পদাতিক সৈন্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তীদল সমন্বিত অক্ষৌহিণী সমূহের সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর ভারস্বরূপ, যা মগধরাজ সমস্ত অনুগত রাজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সমবেত করেছে, তা আমি বিনষ্টই করব। কিন্তু একমাত্র জরাসন্ধকেই হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও এক সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। ভূ-ভার হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই আমার বর্তমান অবতারের উদ্দেশ্য। যখন

কোনও সময়ে অধর্ম বিস্তার লাভ করে, তা নিবারণের জন্য এবং ধর্মের রক্ষার জন্য আমি অন্যান্য শরীরও ধারণ করি।"

"এইভাবে যখন ভগবান গোবিন্দ চিন্তা করছিলেন, তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন দুটি রথ সহসা আকাশ থেকে নেমে এল। সেগুলি সারথি ও উপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবানের নিত্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদিও আপনা থেকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল। সেইসব লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসঙ্কর্ষণকে বললেন—আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার মুখাপেক্ষী যদুগণকে অবরুদ্ধ করেছে যে বিপদ, তা লক্ষ্য করুন। হে প্রভু, আপনার নিজস্ব রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের ভক্তবৃন্দের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। কৃপা করে এখন এই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর ভার পৃথিবী থেকে দূর করুন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে এইভাবে আমন্ত্রণ করার পর, সেই দুই দাশার্হ, কৃষ্ণ ও বলরাম, বর্ম পরিধান করে এবং তাঁদের সুশোভিত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করতে করতে তাঁদের রথ চালনা করে নগরী হতে নির্গত হলেন। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দারুকের সঙ্গে নগরী থেকে নির্গত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং শত্রু সৈন্যগণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে লাগল।"

জরাসন্ধ তাঁদের দুজনকে দেখে বলল—"হে কৃষ্ণ, নরাধম! একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেহেতু লজ্জাজনক, আমি তাই এইভাবে একাকী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি মূর্খ, তাই লুকিয়ে থাকো—ওহে স্বজন হত্যাকারী, চলে যাও! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তুমি, বলরাম, যদি মনে কর যে, তুমি লড়তে পারবে, তা হলে সাহস এবং ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তোমার দেহ ত্যাগ করে তুমি স্বর্গে যেতে পার, নতুবা আমাকে বধ কর।"

শ্রীভগবান বললেন—"প্রকৃত বীরগণ কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশ করে না, বরং কার্যক্ষেত্রে তাদের বিক্রম প্রদর্শন করে। আমরা কোনও আতঙ্কগ্রস্ত মুমূর্ষুজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিতে পারি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বায়ু যেমন মেঘরাশি দ্বারা সূর্যকে অথবা ধূলিকণা দ্বারা অগ্নিকে আবৃত করে, জরাপুত্রও সেই মধুবংশজ দুজনের দিকে অগ্রসর হল এবং তার বিশাল সৈন্যরাশি দিয়ে তাঁদের সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিদের সকলকেই বেষ্টন করেছিল। রমণীগণ সুউচ্চ গৃহ, প্রাসাদ ও নগরীর সিংহদ্বারগুলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যখন গরুড় ও তাল বৃক্ষের প্রতীক সমন্বিত ধ্বজা দ্বারা চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের রথ দুটি আর দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা শোকাহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁকে ঘিরে সমবেত মেঘসদৃশ বিপুল শত্রু সৈন্যের দ্বারা অবিশ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণে তাঁর সৈন্যদের পীড়িত হতে দর্শন করে, শ্রীহরি তাঁর শার্ঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনুকে টংকার ধ্বনি করলেন, যে-ধনুকটিকে দেবতা ও অসুরেরা উভয়েই পূজা করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তূণ থেকে তীরগুলি গ্রহণ করলেন, সেগুলি ধনুর্গুণে সংযোজিত করলেন, আকর্ষণ করলেন এবং অগণিত শাণিত বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদের আঘাত করল। ভগবান তাঁর বাণরাশিকে জ্বলন্ত অগ্নিবলয়ের মতো নিক্ষেপ করছিলেন। হাতিগুলির কপাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পতিত হল, সৈন্যবাহিনীর অশ্বগুলি ছিন্ন গ্রীবা হয়ে পতিত হল, রথগুলির অশ্ব, ধ্বজা, সারথি ও রথীগণ সহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হল এবং পদাতিক সৈন্যদের বাহু, উরু ও স্কন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বিধ্বস্ত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের অঙ্গসমূহ, যা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল, তা থেকে রক্তের শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছিল। এই সমস্ত নদীগুলিতে হাতগুলি সাপের মতো, মানুষের মাথাগুলি কচ্ছপের মতো; মৃত হাতিগুলিকে দ্বীপের মতো এবং মৃত অশ্বগুলিকে কুমীরের মতো মনে হচ্ছিল। হাত এবং উরুগুলি মাছের মতো, মানুষের চুলের রাশিকে শৈবালের মতো, ধনুকগুলিকে ঢেউয়ের মতো এবং বিভিন্ন অস্ত্রগুলিকে গুল্মের মতো মনে হচ্ছিল। রক্তের নদীগুলি এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রথের চাকাকে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির মতো দেখাচ্ছিল এবং মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কারগুলিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত রক্তের নদীতে পাথর ও কাঁকরের মতো মনে হচ্ছিল যা ভীরুদের মনে ভয় আর মনস্বিদের আনন্দ উদ্রেক করেছিল। অপরিমেয় শক্তিধর শ্রীবলরাম তাঁর

মুষল অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মগধেন্দ্রর সৈন্য বাহিনীকে বিনাশ করেছিলেন এবং যদিও এই বাহিনী ছিল অগাধ ও দুষ্পার সমুদ্রের মতো ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগতের ঈশ্বরদ্বয়, বসুদেবের দুই পুত্রের কাছে এই যুদ্ধ ছিল কেবল খেলা মাত্র। যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রচনা করেন এবং যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণাবলীসম্পন্ন, তাঁর কাছে মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, তিনি একটি বিপক্ষ দলকে বিনাশ করছেন। তবুও, ভগবান যখন মনুষ্যের আচরণ অনুকরণ করে সেটি করেন, তখন ঋষিগণ তাঁর সেই আচরণের বন্দনা করেন। রথহীন ও হতসৈন্য জরাসন্ধের কেবলমাত্র নিঃশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে শ্রীবলরাম বলপূর্বক সেই শক্তিশালী যোদ্ধাকে বন্দী করলেন, ঠিক যেমন কোনও সিংহ আরেকটি সিংহকে বলপূর্বক ধরাশায়ী করে। বরুণের দিব্য পাশবন্ধন ও অন্যান্য জাগতিক রজ্জু দ্বারা, বলরাম সেই বহু শত্রু হন্তা জরাসন্ধকে বন্ধন করতে শুরু করলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দের তখনও জরাসন্ধের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করা বাকি ছিল এবং তাই তিনি বলরামকে থামতে বললেন। যোদ্ধাদের কাছে উচ্চসম্মানিত জরাসন্ধ দুই জগদীশ্বরের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে লজ্জা পেয়েছিল এবং তাই সে তপশ্চর্যার জন্য সঙ্কল্প করল। পথে, বিভিন্ন রাজারা তাকে নানাভাবে পারমার্থিক জ্ঞান ও লৌকিক যুক্তিদ্বারা বুঝিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্মনিগ্রহের ধারণা ত্যাগ করা উচিত। তারা তাকে বলেছিল, 'তোমার অতীত কর্মের অনিবার্য ফলস্বরূপ যদুদের কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে মাত্র।' তার সকল সৈন্য নিহত হলে এবং নিজেও পরমেশ্বর ভগবানের কাছে উপেক্ষিত হয়ে, বৃহদ্রথপুত্র রাজা জরাসন্ধ তখন মনের দুঃখে মগধ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল।"

"ভগবান মুকুন্দ তাঁর নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে তাঁর শত্রুর সৈন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। তিনি স্বর্গের অধিবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ওপরে তাঁরা পুষ্পবর্ষণ করলেন। মথুরাবাসী তাদের প্রচণ্ড আশঙ্কার উত্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন, আর চারণকবি, ঘোষক এবং স্তাবকেরা তাঁর বিজয়ের স্তুতি গান করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেরিয়ে এলেন। ভগবান তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলে, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং অনেক ঢোল, শিঙা, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের ঐকতান বেজে উঠল। রাজপথগুলি জলে সিক্ত করা হয়েছিল, সর্বত্র পতাকা উড়ছিল এবং তোরণগুলি উৎসবের জন্য অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক মন্ত্রের কীর্তনে নগরী নিনাদিত হচ্ছিল। পুর রমণীরা যখন সস্নেহে ভগবানকে দর্শন করছিলেন তখন প্রীতিবশতঃ তাঁদের নয়ন ব্যাকুলিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর উপর পুষ্প মাল্য, দধি, অক্ষত তণ্ডুল ও অঙ্কুর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সকল সম্পদ—প্রধানত, মৃত যোদ্ধাদের অসংখ্য ভূষণসমূহ, যদুরাজকে উপহার প্রদান করলেন। এই একইভাবে সতেরবার মগধরাজকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও এতবার পরাজয় সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত, যদুরাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে যুদ্ধ করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা, বৃষ্ণিগণ নিশ্চিতরূপে জরাসন্ধের সকল বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন এবং যখন তার সকল সৈন্য নিহত হল, তখন রাজা তার শত্রুর দ্বারা মুক্ত হয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল।"

"ঠিক যখন অষ্টাদশবারের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন নারদ মুনির প্রেরিত কালযবন নামে এক বর্বর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। মথুরায় এসে এই যবন তিন কোটি বর্বর সৈন্য দিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। সে কখনই যুদ্ধ করার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ খুঁজে পায়নি, কিন্তু সে শুনেছিল যে, বৃষ্ণিরা ছিল তার সমকক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ যখন কালযবনকে দেখলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাবলেন এবং বললেন, "আহা, দুদিক থেকেই মহাবিপদ এখন যদুদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। "এই যবন ইতিমধ্যে আমাদের অবরুদ্ধ করেছে, এবং মগধের পরাক্রমী রাজাও শীঘ্রই এখানে আজ না হলেও কাল অথবা পরশু এসে উপস্থিত হবে। "আমরা যখন কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকব, তখন যদি বলবান জরাসন্ধ আসে, তা হলে জরাসন্ধ আমাদের আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পারে অথবা তার রাজধানীতে তাদের নিয়ে চলে যেতে পারে। "সুতরাং আমরা এখনই এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করব, যাতে কোন

মানবশক্তিই বলপ্রয়োগ করে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে আসি এবং তারপর সেই বর্বর রাজাকে বধ করি।" এইভাবে বলরামের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর পরমেশ্বর ভগবান সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত একটি দুর্গ প্রস্তুত করলেন। সেই দুর্গের ভিতরে সকল রকম অদ্ভুত বস্তু সমন্বিত একটি নগর নির্মাণ করলেন। সেই নগর নির্মাণে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণ জ্ঞান ও স্থাপত্য দক্ষতা পরিলক্ষিত হত। সেখানে বিস্তীর্ণ বীথি পথ, বাণিজ্য পথ ও প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপরে নির্মিত চত্বর থাকত আর ছিল বিচিত্র উপবন এবং স্বর্গীয় তরুলতা দিয়ে সাজানো বাগান। সুউচ্চ তোরণদ্বারগুলিতে থাকত স্বর্ণশৃঙ্গ এবং সেগুলির উপরিভাগে স্ফটিক দিয়ে সুসজ্জিত হত। সুবর্ণমণ্ডিত বাড়িগুলির সামনে সোনার কলস এবং শিখরে রত্নখচিত ছাদ থাকত এবং সেগুলির মেঝেতে মূল্যবান মরকতমণি গাঁথা থাকত। বাড়িগুলি ছাড়াও কোষাগার, গুদাম ও সুন্দর অশ্বদের জন্য অশ্বশালা সমস্ত কিছুই রূপা ও পিতলে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক আবাসনেই একটি শীর্ষকক্ষ থাকত এবং সেখানকার গৃহদেবতার জন্য একটি মন্দিরও থাকত। সমাজের সকল প্রকার চারি বর্ণের মানুষে পরিপূর্ণ সেই নগরী যদুগণের নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদটিকে নিয়ে বিশেষভাবে শোভা পেত। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুধর্মা সভাগৃহ নিয়ে এসেছিলেন—যার ভেতরে দাঁড়ালে মানুষ মর্ত্যলোকের কোনও বিধানের অধীন থাকত না। ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষও এনে দিয়েছিলেন। বরুণদেব মনের গতিসম্পন্ন অশ্বগুলি অর্পণ করেছিলেন, সেই অশ্বগুলির কয়েকটি ছিল শুদ্ধ শ্যাম বর্ণের, অন্যগুলি শ্বেতশুভ্র। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের তাঁর আটটি গূঢ় সম্পদ প্রদান করেছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিরা প্রত্যেকে তাঁদের আপন ঐশ্বর্যগুলি অর্পণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, হে রাজন, ইতিপূর্বে দেবতাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য তিনি যে সকল আধিপত্য তাঁদের প্রদান করেছিলেন, এখন তাঁরা সবই তাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁর যোগমায়াবলে তাঁর সকল আত্মীয়দের নতুন নগরীতে স্থানান্তরিত করে, মথুরাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে অবস্থানরত শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ করলেন। তারপর একটি পদ্মমাল্য ধারণ করে, কোন অস্ত্র না নিয়ে, মথুরার প্রধান তোরণ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বেরুলেন।"

একপঞ্চাশ অধ্যায়

মুচুকুন্দের উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কালযবন দেখল, ভগবান মথুরা থেকে উদীয়মান চন্দ্রের মতো নির্গত হলেন। শ্রীভগবানের ঘনশ্যামবর্ণ ও পীত রেশমবস্ত্র দ্বারা তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর চারিবাহু ছিল বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। তিনি, পদ্মসম অরুণবর্ণের দুইনেত্র, মনোরম দ্যুতিময় গণ্ডদেশ, শুদ্ধহাস্য ও উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় সমন্বিত তাঁর চির আনন্দময় কমলসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন। সেই যবন ভাবল, 'এই পুরুষ অবশ্যই বাসুদেব হবেন, কারণ তিনি নারদ উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করছেন—তিনি শ্রীবৎস চিহ্নিত, তাঁর চারটি বাহু, তাঁর কমলসদৃশ নয়ন, তিনি একটি বনমালা পরিধান করেছেন, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি অন্য কেউ হতেই পারেন না। যেহেতু তিনি পদব্রজে গমন করছেন এবং নিরস্ত্র, আমি তাঁর সঙ্গে বিনা অস্ত্রেই যুদ্ধ করব।' এইভাবে সংকল্প গ্রহণ করে পিছন ফিরে পলায়মান শ্রীভগবানের দিকে সে ধাবিত হল। কালযবন ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার আশা করেছিল, যদিও মহাযোগিরাও তাঁকে ধরতে পারে না। যেন যে কোন মুহূর্তে কালযবনের হাতে ধরা পড়তে পারেন, এইভাবে ক্রমশ, শ্রীহরি পথ দেখাতে দেখাতে যবনরাজকে বহু দূরে একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন। যখন ভগবানের পশ্চাৎ ধাবন করছিল, তখন যবন এই বলে তাঁকে অপমান করতে লাগল, 'আপনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার পলায়ন করা ঠিক নয়।' কিন্তু তবুও কালযবন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারল না, কারণ তার পাপকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়নি। এইভাবে অপমানিত হলেও, শ্রীভগবান পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। কালযবনও প্রবেশ করল এবং সেখানে সে অন্য একজন মানুষকে নিদ্রায় শুয়ে থাকতে দেখল। "তা হলে, আমাকে এত দীর্ঘ দূরত্বে নিয়ে এসে এখন সে এখানে এক সাধুর মতো শুয়ে আছে!" এইভাবে ঘুমন্ত মানুষটিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, সেই মূর্খ তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পদাঘাত করল। এক দীর্ঘ নিদ্রার পর সেই মানুষটি উঠলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখ উন্মীলিত করলেন। চতুর্দিকে অবলোকন করতে করতে, তিনি কালযবনকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। নিদ্রা থেকে উত্থিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কালযবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার দেহে অগ্নি প্রজ্বলিত হল। ক্ষণকালের মধ্যে, হে রাজা পরীক্ষিৎ, কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, পুরুষটি কে ছিলেন? তিনি কোন্ পরিবারের এবং কি শক্তি তাঁর ছিল? কেন সেই যবন নিধনকারী মানুষটি নিদ্রার জন্য গুহার মধ্যে শয়ন করেছিলেন, এবং তিনি কার পুত্র?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই মহান ব্যক্তিদের নাম ছিল মুচুকুন্দ, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁর ব্রতসাধনে সর্বদা সত্যপরায়ণ থাকতেন। তাঁরা যখন অসুরদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের রক্ষায় সাহায্যের জন্য ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে মুচুকুন্দ দীর্ঘ কাল যাবৎ তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। দেবতারা যখন তাঁদের সেনাপতিরূপে কার্তিকেয়কে পেলেন, তখন, তাঁরা মুচুকুন্দকে বললেন, 'হে রাজন, আপনি এখন আমাদের প্রতিরক্ষার ক্লেশকর কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেন। মনুষ্যলোকে কোনও প্রতিপক্ষহীন এক রাজত্ব পরিত্যাগ করে হে বীরবর, আমাদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকার সময় আপনার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সবই আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। সন্তানাদি, রাণীরা, আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রীপারিষদ, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রজারা, যাঁরা আপনার সমকালীন ছিলেন, তাঁরা আর জীবিত নেই। কালের প্রভাবে তাঁরা সকলেই বিলীন হয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অক্ষয় মহাকালস্বরূপ, এবং শক্তিমানের থেকেও তিনি শক্তিমান। পশুপালক তার পশুদের যেমন চালনা করে, তিনিও নশ্বর জীবদের তাঁর লীলাস্বরূপ চালনা করেন। আপনার সর্বমঙ্গল হোক! এখন আমাদের কাছে দয়া করে একটি বর পছন্দ করুন—মুক্তি ব্যতীত যে কোনও কিছু, কারণ অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান, বিষ্ণু, কেবলমাত্র তা প্রদান করতে পারেন।' এইভাবে বলা হলে, রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা সহকারে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং একটি গুহার মধ্যে গিয়ে দেবতাদের অনুমোদিত নিদ্রা উপভোগের জন্য শয়ন করলেন।"

"যবন ভস্মীভূত হয়ে গেলে, জ্ঞানবান পুরুষ মুচুকুন্দের সামনে, সাত্বতপ্রধান শ্রীভগবান আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি যখন ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, রাজা মুচুকুন্দ দেখলেন যে, তিনি মেঘের মতো শ্যামল, চতুর্ভুজরূপে, পীত রেশম বস্ত্র পরিধান করেছেন। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত হয়ে ভগবান তাঁর সুন্দর, সৌম্য মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন, যা মকরাকৃতি দুই কুণ্ডলে ও প্রীতিময় হাস্যের দৃষ্টিপাত সমন্বিত হয়ে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর যৌবনরূপ সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয় এবং তিনি এক মত্ত সিংহের শ্রেষ্ঠত্ব সমন্বিত হয়ে পদচারণা করতেন। ভগবানের যে তেজ তাঁকে অপরাজেয় রূপে প্রদর্শন করছিল, তা দেখে সেই মহাবুদ্ধিমান রাজা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করে, মুচুকুন্দ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভগবান কৃষ্ণকে এইভাবে প্রশ্ন করলেন।"

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—"কে আপনি পদ্ম পাপড়ির মতো কোমল পায়ে কণ্টকময় ভূমিতে বিচরণ করে, অরণ্যের মধ্যে এই পর্বতগুহায় উপস্থিত হয়েছেন? সম্ভবত আপনি সকল তেজস্বীগণের তেজ স্বরূপ। অথবা আপনি শক্তিশালী অগ্নিদেব, কিম্বা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, স্বর্গের রাজা অথবা অন্য কোন জগতের পালক দেবতা। আমি মনে করি, আপনি তিন প্রধান দেবতার মধ্যে পরমেশ্বর, কারণ প্রদীপ যেরূপ তার আলো দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইভাবে আপনি এই গুহার অন্ধকার দূর করছেন। হে পুরুষপ্রবর, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তা হলে সত্যরূপে আপনার জন্ম, কর্ম ও গোত্র, শ্রবণেচ্ছু আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

"হে পুরুষব্যাঘ্র, আমরা নীচ ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আমার নাম মুচুকুন্দ, হে প্রভো, আমি যুবনাশ্বের পৌত্র এবং মান্ধাতার পুত্র। দীর্ঘকাল জাগরণের ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার সকল ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই এখন আমাকে কেউ না জাগানো অবধি, এই নির্জন স্থানে আমি সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম। যে মানুষটি আমাকে জাগিয়েছিল, তার পাপের কর্মফল দ্বারা সে ভস্মীভূত হল। ঠিক তখনই আপনার শত্রুদের শাসনের শক্তি সমন্বিত মহিমাময়রূপে আপনাকে আমি দর্শন করলাম। আপনার অসহনীয় উজ্জ্বল দ্যুতি আমাদের শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাই আমরা আপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারছি না। হে মহাভাগ, আপনি সকল জীবকুলের কাছে মাননীয়।"

"এইভাবে রাজার সম্ভাষণ শুনে, সকল সৃষ্টির মূল পরমেশ্বর ভগবান হাসলেন এবং তারপর তাঁকে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় বন্ধু, আমি সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করেছি, সহস্র সহস্র জীবনে কর্মতৎপর হয়ে এবং সহস্র সহস্র নাম গ্রহণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমার জন্ম, কর্ম ও নামসমূহ অসীম অনন্ত এবং তাই আমিও তাদের গণনা করতে পারি না। বহু জন্ম ধরে কেউ হয়ত পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে পারে, কিন্তু কেউই আমার গুণাবলী, কর্ম, নাম ও জন্ম গণনা করে কখনও শেষ করতে পারে না। হে রাজন, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ সময়ের তিনটি পর্যায়ক্রমে ঘটমান আমার জন্ম ও কর্মসমূহ গণনা করেন, কিন্তু তাঁরা কখনই সেই গণনার শেষ অবধি পৌঁছতে পারেন না। তথাপি, হে সখা, আমার বর্তমান জন্ম, নাম ও কর্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। দয়া করে শ্রবণ কর। কিছু কাল আগে, ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম রক্ষার জন্য এবং ভূভার রূপ অসুরদের বিনাশের জন্য অনুরোধ করে। তাই আমি যদু বংশে, আনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু আমি বসুদেবের পুত্র, তাই লোকে আমাকে বাসুদেব বলে। কংস রূপে পুনরায় জন্ম নিলে, কালনেমিকে, সেই সঙ্গে প্রলম্বকে এবং পুণ্যবানদের অন্যান্য শত্রুদের আমি বধ করেছি। আর এখন, হে রাজন, এই যবন তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভস্মীভূত হল। যেহেতু অতীতে তুমি বার বার আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তাই তোমাকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আমি স্বয়ং এই গুহায় উপস্থিত হয়েছি, কারণ আমার ভক্তগণের প্রতি আমি স্নেহপরায়ণ হয়েই থাকি। হে রাজর্ষি, এখন আমার কাছ থেকে তোমার যা কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। যে আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, আর কখনও তার শোক করার প্রয়োজন হয় না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কথা শুনে মুচুকুন্দ শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। গর্গমুনির কথাগুলি মনে রেখে তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে চিনতে পারলেন। রাজা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"হে ভগবান, এই জগতের মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, আপনার মায়া শক্তির দ্বারা বিমোহিত। নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে তারা আপনার ভজনা করে না, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক বিষয়ে আবদ্ধ করার মাধ্যমে সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই উৎস। কোনভাবে বা আপনা থেকেই দুর্লভ জীবনের উচ্চতর প্রকাশ এই মনুষ্যদেহ লাভ করলেও, যে মানুষের মন অপবিত্র, সে আপনার চরণ কমলের পূজা করে না। অন্ধকূপে পতিত পশুর মতো সেই মানুষ জাগতিক গৃহসংসারের অন্ধকারে পতিত হয়েছে।"

"হে অজিত, পৃথিবীর এক রাজার মতো আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে আমি এই সকল সময় নষ্ট করেছি। ভ্রান্তভাবে নশ্বর দেহটিকে আত্মজ্ঞান করে পুত্র,

পত্নী, সম্পদ ও ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে আমি অন্তহীন উদ্বেগ ভোগ করছি। গভীর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে একটি ঘট অথবা একটি দেওয়ালের মতো জড় বস্তুরূপ দেহরূপে আমি নিজেকে মনে করেছিলাম। নিজেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর মনে করে রথ, হাতী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য ও সেনাপতি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আমার বিপথে চালিত অহংকার নিয়ে আপনাকে অশ্রদ্ধা করে, আমি পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম। ইতিকর্তব্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গভীরভাবে লোভী এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে আনন্দিত কোনও মানুষ সহসা নিত্য প্রবুদ্ধ আপনার সম্মুখীন হয়। ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরের সামনে তার বিষদাঁত লেহন করে, তেমনই আপনি মানুষের সামনে মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন। যে দেহ প্রথমে বিশাল হস্তীতে অথবা সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে 'রাজা' নাম দ্বারা পরিচিত হয়, পরে আপনার দুরতিক্রমণীয় কাল শক্তি দ্বারা তা 'বিষ্ঠা', 'কৃমি' বা 'ভস্ম' নামে অভিহিত হয়। সমগ্র দিঙ্মণ্ডল বিহিত করে এবং এইভাবে সং গ্রামশূন্য হয়ে, একদা তার সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এমন রাজন্যবর্গের স্তুতি লাভ করে, মানুষ বরণীয় সিংহাসনে উপবেশন করে। কিন্তু যখন সে মৈথুনসুখ লভ্য স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে ভগবান, তখন সে গৃহপালিত পশুর মতোই পরিচালিত হতে থাকে। ইতিমধ্যেই শক্তিমান কোনও রাজা যদি অধিকতর শক্তি অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে তিনি সযত্নে তপশ্চর্যা পালন করেন এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিহারের মাধ্যমে নিষ্ঠাভরে তাঁর কর্তব্য সাধন করে থাকেন। কিন্তু আমি 'স্বাধীন এবং সর্বময় কর্তা' এমন চিন্তা করে যাঁর লালসা অতীব উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তিনি সুখলাভ করতে পারেন না। যখন পরিভ্রমণশীল আত্মার সংসার জীবন সমাপ্ত হয়, হে অচ্যুত, তখন সে আপনার ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যখন সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করে, তখন ভক্তগণের লক্ষ্যস্বরূপ এবং সকল কার্যকারণের মূলস্বরূপ, হে ঈশ্বর, আপনার প্রতি তার ভক্তি জাগ্রত হয়।"

"হে ভগবান, আমি মনে করি আপনি আমাকে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কারণ নিজ রাজ্যের প্রতি আমার আসক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবৃত্ত হয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সাধু মনোভাবাপন্ন শাসকগণ নির্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বনে গমনাভিলাষী হয়ে এই ধরনের স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন। হে বিভো, অকিঞ্চনগণ যে বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকেন, আপনার সেই পাদদ্বয়ের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও, বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরি, যে উন্নত পুরুষ মুক্তি প্রদাতা আপনার আরাধনা করেন, তিনি কি তাঁর আপন বন্ধনের কারণ স্বরূপ অন্য কোনও বর প্রার্থনা করবেন? সুতরাং, হে প্রভো, রজ, তম ও সত্ত্বগুণাবলীর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত জড় বাসনার সমগ্র বিষয় পরিত্যাগ করে, আশ্রয়ের জন্য, হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি। আপনি জড় উপাধিসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন নন, আপনি পরম ব্রহ্ম, পূর্ণজ্ঞানময় ও নির্গুণ। দীর্ঘকাল যাবৎ এই জগতে আমি দুঃখ পীড়িত এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আছি। আমার ছয়টি শত্রু কখনই তৃপ্ত হয় না এবং তাই, আমি কোনও শান্তি পাচ্ছি না। সুতরাং, হে আশ্রয় প্রদাতা, হে পরমাত্মা, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে ভগবান, বিপদগ্রস্ত আমি, সৌভাগ্য বলে আপনার চরণকমলের শরণাগত হয়েছি, যা সত্য এবং যা অন্যকে নির্ভয় ও শোকমুক্ত করে।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে সার্বভৌম, মহারাজ, তোমার চিত্ত নির্মল ও বলবতী। যদিও আমি বর দ্বারা তোমাকে প্রলোভিত করেছি, কিন্তু তোমার মন জড় বাসনাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি। তুমি বরলাভে বিমোহিত নও, তা প্রমাণিত করবার জন্যই, আমি বর প্রদানের মাধ্যমে তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি। আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের বুদ্ধি কখনই জড় আশীর্বাদ দ্বারা বিচলিত হয় না। প্রাণায়ামের মতো অভ্যাসাদিতে যুক্ত অভক্তগণের মন সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা মার্জিত হয় না। তাই, হে রাজন, তাদের মনে জড় বাসনাগুলি আবার জেগে ওঠে, দেখা গেছে। আমাতে তোমার মন স্থির করে ইচ্ছামতো এই পৃথিবী ভ্রমণ কর। আমার প্রতি তোমার এরূপ অক্ষয় ভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক। যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করেছিলে, তাই মৃগয়া ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সময় তুমি প্রাণী হত্যা করেছ। এইভাবে আমাতে শরণাগত হয়ে থেকে যত্ন সহকারে তপস্যা পালনের দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি পরাভূত করা

উচিত। হে রাজন, তোমার পরবর্তী জীবনেই তুমি সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী স্বরূপ একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং নিশ্চিতভাবে একমাত্র আমার কাছে আগমন করবে।"

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করে মুচুকুন্দ তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর, ইক্ষ্বাকুর স্নেহের বংশধর মুচুকুন্দ গুহামুখ থেকে নির্গত হলেন। সকল মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতাদির আকার দারুণভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে লক্ষ্য করে, মুচুকুন্দ কলিযুগ সমাগত হয়েছে হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। জাগতিক সঙ্গের অতীত ও মুক্ত-সংশয় সেই ধীরস্থির রাজা তপশ্চর্যার মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন করে, তিনি গন্ধমাদন পর্বতে আগমন করলেন। তিনি ভগবান নর নারায়ণের নিবাসভূমি বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়ে সেখানে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতি সহনশীল হয়ে থেকে কঠোর তপশ্চর্যা সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। শ্রীভগবান মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ছিল। তখন তিনি ম্লেচ্ছ সৈন্যদের বিনাশ করলেন এবং তাদের ধনসম্পদগুলি দ্বারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাধীনে জনমানুষ ও বলদ দ্বারা সেই ধনসম্পদ যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ত্রয়োবিংশতি সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে জরাসন্ধ উপস্থিত হল।"

"হে রাজন, শত্রুসৈন্যের ভয়ঙ্কর বেগ দর্শন করে, দুই মাধব, মানুষের মতোই আচরণ অনুকরণ করে, দ্রুত ধাবমান হলেন। প্রচুর ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে, ভয়শূন্য কিন্তু ভয়ের ভান করে, তাঁদের পদ্মসদৃশ পদরজে তাঁরা বহু যোজন দূরে গমন করলেন। যখন বলীয়ান জরাসন্ধ তাঁদের পলায়ন করতে দেখল, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং তারপর রথ ও পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সে দুই ভগবানের পরমোন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। দীর্ঘ দূরত্ব ধাবিত হওয়ার পর যেন পরিশ্রান্ত হয়ে দুই ভগবান প্রবর্ষণ নামে এক সুউচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন, যার উপরে ইন্দ্রদেব অবিরাম বর্ষণ করে থাকেন। যদিও জরাসন্ধ জানত যে, তাঁরা পর্বতে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান সে পেল না। সুতরাং, হে রাজন, সে চতুর্দিকে কাষ্ঠখণ্ড রেখে পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিল। তাঁরা উভয়ে তখন সহসা প্রজ্বলিত একাদশ যোজন উচ্চ পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলেন, এবং ভূমিতে এসে পড়লেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ অথবা তার অনুচরদের অলক্ষিতে, হে রাজন, সেই দুই পরম উন্নত যদু, সুরক্ষিত পরিখার মতো সমুদ্র পরিবেষ্টিত তাঁদের দ্বারকার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। জরাসন্ধও ভুলে মনে করল যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বলরাম ও কেশবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তার বিশাল সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যাহার করে নিল এবং মগধ রাজ্যে ফিরে গেল। শ্রীব্রহ্মার আদেশে, আনর্তের ঐশ্বর্যশালী শাসক, রৈবত, শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর কন্যা রৈবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং, ভীষ্মকের কন্যা, লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশ বৈদর্ভীকে বিবাহ করেছিলেন। রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারেই ভগবান তা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি শিশুপালের পক্ষ অবলম্বনকারী শাল্ব ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত

করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গরুড় যেভাবে স্বর্গ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে অমৃত হরণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই, সর্বসমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"ভীষ্মকের সুমুখশ্রী সমন্বিত কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীভগবান রাক্ষস পন্থায় বিবাহ করলেন, অন্তত সেই রকমই আমি শুনেছি। হে প্রভু, কিভাবে অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাগধ ও শাল্বের মতো রাজাদের পরাজিত করে তাঁর বধূকে হরণ করেছিলেন, আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি। হে ব্রাহ্মণ, জগতের কলুষ হরণকারী শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়, মধুর ও নিত্যনতুন বিষয়াদি শ্রবণ করে অভিজ্ঞশ্রোতা কি কখনও তৃপ্ত হতে পারে?"

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"বিদর্ভের শক্তিশালী শাসক, ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং সুমুখশ্রী এক কন্যা ছিল। রুক্মী ছিলেন প্রথম পুত্র, তারপর ক্রমশ রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী। মহিমান্বিত রুক্মিণী ছিলেন তাঁদের ভগ্নী। প্রাসাদে অভ্যাগত মুকুন্দের প্রশংসা গীতকারী অতিথিদের কাছ থেকে তাঁর রূপ, শক্তি, চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে শ্রবণ করে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনিই তাঁর উপযুক্ত পতি হবেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, রুক্মিণী বুদ্ধিমতী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুশীলা এবং অন্যান্য সকল শুভগুণসম্পন্না নারী। রুক্মিণী তাঁর আদর্শ পত্নী হবেন, এই সিদ্ধান্ত করে তিনি তাঁকে বিবাহ করার জন্য মন স্থির করলেন।"

"রুক্মী যেহেতু ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল, হে রাজন, তাই তার পরিবারের সদস্যরা অভিলাষী হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার ভগ্নীকে প্রদান করতে সে তাদের নিরস্ত করল। তার পরিবর্তে রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল। সুনীল কটাক্ষশালিনী বৈদর্ভী এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে তা গভীরভাবে দুঃখ দিয়েছিল। অবস্থা বিশ্লেষণ করে, তিনি সত্বর একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন। দ্বারকায় পৌঁছে, দ্বাররক্ষীরা ব্রাহ্মণকে ভিতরে নিয়ে গেলে, তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন। ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁকে উপবেশন করালেন। অতঃপর দেবতাগণ ঠিক যেভাবে স্বয়ং তাঁকে পূজা করে থাকেন, ঠিক সেইভাবে ভগবান তাঁর অর্চনা করলেন। ব্রাহ্মণ আহার ও বিশ্রাম করার পরে, সাধু ভক্তগণের পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের দুই পা মর্দন করতে করতে, তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দ্বিজবরোত্তম, মহাজনবর্গের অনুমোদিত ধর্মাচরণগুলি সহজভাবে আপনার সম্পন্ন হচ্ছে তো? আপনার মন সর্বদা সন্তুষ্ট আছে তো? কোনও ব্রাহ্মণ যা পান তাতেই যখন সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর ধর্মাচরণ থেকে বিচ্যুত হন না, তখন সেই সকল ধর্মাচরণগুলিই তাঁর সর্বকামনা পূরণকারী কামধেনু হয়ে ওঠে। কোনও অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ স্বর্গের রাজা হলেও, গ্রহ-গ্রহান্তরে অস্থিরভাবে বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু কোনও পরম তৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নির্ধন হলেও, তাঁর সকল অঙ্গে সন্তাপ মুক্ত হয়ে শান্তিতে বিরাজ করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধায় বারম্বার আমার মাথা নত হয়ে আসে কারণ তাঁরা নিজ প্রাপ্তিযোগেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সৎভাবাপন্ন, নিরহঙ্কারী এবং প্রশান্ত হয়ে তাঁরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হন। হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের রাজা কি আপনাদের কল্যাণে মনোযোগী? প্রকৃতপক্ষে, যে রাজার দেশের মানুষ সুখী ও সুরক্ষিত, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। দুর্গম সমুদ্র অতিক্রম করে কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আপনি আগমন করেছেন? যদি তা গোপনীয় না হয় তা হলে আমাদের এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করুন এবং আমাদের বলুন আমরা আপনাদের জন্য কি করতে পারি। এইভাবে, তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করলেন।"

রুক্মিণী বললেন (ব্রাহ্মণ দ্বারা পঠিত, তাঁর চিঠিতে)—"হে ভুবনসুন্দর, আপনার যে সব গুণাবলীর কথা শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয় এবং তাদের দেহ ক্লেশ দূর করে, তা শ্রবণ করে এবং আপনার যে রূপটি দর্শনকারীর সকল দর্শন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, তার কথাও শ্রবণ করে, হে কৃষ্ণ, আমার নির্লজ্জ মন আমি আপনাতেই নিবদ্ধ করেছি। হে মুকুন্দ, বংশ, চরিত্র, রূপ, বিদ্যা, বয়স ধন ও প্রভাবে আপনি কেবল আপনারই তুলনীয়। হে

নরসিংহ, আপনি সকল মানবের মনোভিরাম। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কোন্ সম্ভ্রান্তবংশীয়া, স্ত্রীরমনোভাবাপন্ন এবং সৎ পরিবারের বিবাহযোগ্যা কন্যা আপনাকে স্বামীরূপে পছন্দ করবে না? সুতরাং, হে প্রিয় প্রভু, আপনাকে আমার স্বামীরূপে আমি পছন্দ করেছি এবং আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। দয়া করে সত্বর আগমন করুন এবং আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ভগবান, সিংহের সম্পদ হরণে শৃগালের চৌর্যের মতো শিশুপাল এসে যেন বীরের অংশ কখনও না স্পর্শ করে। আমি যদি পুণ্য কর্ম, যজ্ঞ, দান, আচার অনুষ্ঠান ও ব্রত দ্বারা এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের যথেষ্ট আরাধনা করে থাকি, তা হলে দমঘোষের পুত্র বা অন্য কেউ নয়, যেন গদাগ্রজ এসেই আমার পাণিগ্রহণ করেন। হে অজিত, আগামীকাল যখন আমার বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে, আপনি গোপনে আপনার সেনা অধিনায়কদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিদর্ভে আগমন করুন। অতঃপর চৈদ্য ও মগধেন্দ্রের বাহিনীকে পরাজিত করে, আপনার শৌর্য দ্বারা আমাকে জয় লাভ করে রাক্ষস বিধান মতে আমাকে বিবাহ করুন। যেহেতু আমি প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাস করব, তাই, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, "আমি কিভাবে তোমার আত্মীয়গণকে হত্যা ব্যতীত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারব?" কিন্তু আমি আপনাকে একটি উপায় বলব—বিবাহের পূর্বদিন রাজ পরিবারের বিগ্রহের সম্মানে এক মহা শোভাযাত্রা হবে এবং দেবী গিরিজাকে দর্শন করার জন্য সেই শোভাযাত্রায় নববধূ নগরীর বাহিরে গমন করে থাকে। হে পদ্মনেত্র, ভগবান শিবের মতো মহাত্মাগণও আপনার পাদপদ্মের রেণুতে স্নানের বাঞ্ছা করেন এবং এইভাবে তাদের তমোগুণ বিনাশ করেন। আমি যদি আপনার অনুগ্রহ লাভ না করি, তবে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ করব মাত্র। তা হলে, শত জীবনের প্রচেষ্টার পর, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"হে যদুদেব, আমি এই গোপন বার্তা আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থার দয়া করে যথা কর্তব্য বিবেচনা করুন এবং এখনই তা সমাধা করুন।"

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বৈদর্ভী রাজকন্যার গোপন বার্তা শ্রবণ করে ভগবান যদুনন্দন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করলেন এবং সহাস্যে তাকে বললেন, 'ঠিক যেমন রুক্মিণীর মন আমাতে স্থির হয়ে আছে, আমার মনও তার প্রতি স্থির। এমনকি আমি রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। আমি জানি বিদ্বেষবশতঃ রুক্মী আমাদের বিবাহে নিষেধ করছে। সে নিজেকে সর্বতোভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে এবং তার সৌন্দর্য নিষ্কলঙ্ক। যে ভাবে জ্বলন্ত কাঠ থেকে মানুষ অগ্নি শিখা নিয়ে আসে, সেইভাবে যুদ্ধে অকর্মণ্য সকল রাজাদের চূর্ণ করার পর আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান মধুসূদনও রুক্মিণীর বিবাহের সঠিক চান্দ্র মুহূর্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, "দারুক, সত্বর আমার রথ প্রস্তুত কর।" শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বগুলিকে যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ দারুক নিয়ে এল। সে তখন কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়াল। ভগবান শৌরি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকেও রথে আরোহণ করালেন। অতঃপর ভগবানের দ্রুতগামী অশ্বগুলি এক রাত্রের মধ্যে তাঁদের আনর্ত অঞ্চল থেকে বিদর্ভে নিয়ে গেল।"

"কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের জন্য স্নেহবশত শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন এবং সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন করলেন। রাজা, প্রধান সড়ক, বাণিজ্য পথ ও রাস্তার চৌমাথাগুলি ভালভাবে মার্জন করালেন ও তারপর জল দিয়ে ধোওয়ালেন এবং বিজয়তোরণ ও ধ্বজ দণ্ডগুলিতে বিভিন্ন রঙের পতাকা লাগিয়ে নগরী সাজিয়েছিলেন। নগরীর স্ত্রী ও পুরুষেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক অনুলেপন করে মূল্যবান কণ্ঠহার, ফুলমালা ও রত্নখচিত অলঙ্কারাদি পরিধান করেছিল এবং তাদের ঐশ্বর্যময় গৃহগুলি অগুরুর সুগন্ধে ভরে উঠেছিল। হে রাজন, মহারাজ ভীষ্মক পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সম্যকভাবে ভোজন করিয়ে বিধিবৎ তাদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি বধূর কল্যাণের জন্য পরম্পরাগত মন্ত্রাবলী কীর্তন করেছিলেন। বধূ তাঁর দন্ত মার্জন করলেন এবং স্নান করলেন, এরপর তিনি মঙ্গলসূত্র পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি নববস্ত্র পরিধান করে অতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বধূর সুরক্ষার জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহশান্তির জন্য হোম করলেন। শ্রেষ্ঠ বিধিজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলরাশি এবং গাভীসমূহ দান করেছিলেন। চেদিরাজ রাজা দমঘোষও তাঁর পুত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল আচার সম্পাদন করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত করেছিলেন। রাজা দমঘোষ মদস্রাবিত হস্তীবাহিনী, সুবর্ণমাল্যভূষিত রথসমূহ এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত হয়ে কুণ্ডিনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নগর হতে নির্গত হয়ে রাজা দমঘোষকে শ্রদ্ধার নানা প্রতীক নিবেদন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভীষ্মক তখন এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বাসগৃহে দমঘোষকে থাকতে দিলেন। সেখানে শিশুপালের পক্ষভুক্ত শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদুরথ ও পৌণ্ড্রক সহ অন্যান্য সহস্র রাজারা সকলেই এসেছিলেন। শিশুপালের জন্য বধূকে নিশ্চিত করতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, "যদি কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য যদুগণের সঙ্গে বধূকে হরণ করতে আসে, তবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" এইভাবে সেই সমস্ত বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা তাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সমরসজ্জা নিয়ে বিবাহ স্থলে গেলেন। যখন শ্রীবলরাম শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের এই সকল প্রস্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একা বধূকে হরণ করার জন্য যাত্রা করেছেন, তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত একটি যুদ্ধের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর ভ্রাতার জন্য স্নেহে আপ্লুত তিনি সত্বর গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত এক বলশালী সৈন্যবাহিনী সহ কুণ্ডিনে গমন করলেন।"

"ভীষ্মকের সুন্দরী কন্যা উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখলেন না, তখন তিনি এইভাবে ভাবলেন। হায়, রাত্রি শেষ হলে আমার বিবাহ হবে। আমি কত ভাগ্যহীন! কমলনয়ন কৃষ্ণ আগমন করলেন না। আমি জানি না, কেন। এমনকি ব্রাহ্মণ বার্তাবহও এখনও ফিরে এলেন না। সম্ভবত অনিন্দ্য ভগবান, এখানে আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেও আমার মধ্যে কোন ধৃষ্টতা দর্শন করেছেন আর তাই আমার পাণি গ্রহণ করতে আসছেন না। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, কারণ স্রষ্টা ব্রহ্মা কিম্বা দেবাদিদেব শিব আমার প্রতি অনুকূল নন। অথবা সম্ভবত শিবের পত্নী দেবী, যিনি গৌরী, রুদ্রাণী, গিরিজা এবং সতী নামেও পরিচিতা, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এইভাবে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের দ্বারা হৃতচিত্তা সেই বালিকা, 'এখনও সময় রয়েছে' মনে করে, তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুখানি মুদিত করলেন।"

"হে রাজন, বধূ এইভাবে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করলে, তিনি তাঁর বাম উরু, বাহু ও নেত্রে স্পন্দন অনুভব করলেন। আকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটবার এটি ছিল একটি লক্ষণ। ঠিক তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো, প্রাসাদের অন্তঃপুরের মধ্যে দিব্য রাজকন্যা রুক্মিণীকে দর্শন করার জন্য এলেন। ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল মুখ ও শান্ত গতি লক্ষ্য করে এরকম লক্ষণসমূহের অভিজ্ঞ বর্ণনাকারী সতী রুক্মিণী শুদ্ধ হাস্য সহকারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে ভগবান যদুনন্দনের আগমনের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য ভগবানের প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা অবগত হয়ে রাজকন্যা বৈদর্ভী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাতের কাছে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করার মতো উপযুক্ত কিছু না পেয়ে, তিনি কেবলমাত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম আগমন করেছেন এবং তাঁর কন্যার বিবাহ প্রত্যক্ষ করতে উৎসুক হয়েছেন, তা শ্রবণ করে রাজা প্রচুর অর্ঘ্য ও নিনাদিত বাদ্য দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গমন করলেন। তাঁদের মধুপর্ক, নববস্ত্র ও অন্যান্য অভীষ্ট উপহার সামগ্রী নিবেদন করে যথাযোগ্য বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন। মহামতি রাজা ভীষ্মক দুই ভগবানের জন্য এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও পার্ষদগণের জন্য ঐশ্বর্যময় বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের যথাযথ আতিথ্য প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা ভীষ্মক সেই অনুষ্ঠানে সমবেত রাজাদের সকল প্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব, বয়স, দৈহিক বল ও বিত্ত অনুসারে সম্মানিত করলেন। যখন বিদর্ভপুরের বাসিন্দাগণ শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছেন, তাঁরা তখন সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁদের নেত্রাঞ্জলি দ্বারা তাঁরা তাঁর মুখপদ্মের মধু পান করেছিলেন।"

নগরবাসীরা বললেন—"রুক্মিণী ছাড়া অন্য কেউই তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয় এবং এরূপ নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনিও রাজকন্যা ভৈষ্মীর জন্য একমাত্র উপযুক্ত পতি। আমরা যা পুণ্য কর্ম করেছি ত্রিজগতের স্রষ্টা অচ্যুত যেন তার দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রেমাভাবে আবদ্ধ হয়ে নগরবাসীগণ এইভাবে বলতে লাগলেন। রক্ষী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অম্বিকার মন্দির দর্শনের জন্য তখন বধূ অন্তঃপুর ত্যাগ করলেন। রুক্মিণী মৌনভাবে পদব্রজে ভবানী বিগ্রহের দুই চরণকমল দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁর মাতৃস্থানীয়া ও সখীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং উদ্যত অস্ত্রধারী সদাসতর্ক, সাহসী সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কেবলমাত্র তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মগ্ন রাখলেন এবং তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল। সহস্র প্রধান বারাঙ্গনা বিভিন্ন অর্ঘ্য ও উপহার বহন করে অলঙ্কারে বিভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে গান করতে করতে, স্তুতি করতে করতে এবং পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার সামগ্রী বহন করে বধূর পশ্চাতে অনুগমন করেছিলেন। সেখানে পেশাদার গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, চারণ, ধারাভাষ্যকারগণ ও ঘোষকরাও ছিলেন। দেবী মন্দিরে পৌঁছে, রুক্মিণী প্রথমে তাঁর হাত ও পা ধৌত করলেন এবং পরে আচমন করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ও শান্ত হয়ে তিনি মাতা অম্বিকার কাছে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের আচার-জ্ঞান-নিপুণ বয়স্ক পত্নীরা বালিকা রুক্মিণীকে পতি ভবদেব সহ আবির্ভূতা দেবী ভবানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করালেন।"

রাজকন্যা রুক্মিণী প্রার্থনা করলেন—"হে দেবাদিদেব শিবের পত্নী মাতা অম্বিকা, আমি নিরন্তর আপনার সন্তানসহ আপনার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান কৃষ্ণ যেন আমার পতি হন। দয়া করে তা অনুমোদন করুন। এরপর রুক্মিণী, দেবী অম্বিকাকে জল, গন্ধ, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, রত্নমাল্য, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিধিবৎ অর্ঘ্য ও উপহারসামগ্রী এবং সারিবদ্ধ প্রদীপ দ্বারা পূজা করলেন। বিবাহিত ব্রাহ্মণ রমণীগণও প্রত্যেকে যুগপৎ একই দ্রব্য দ্বারা লবণ, ববপিষ্টক, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল ও ইক্ষুরস অর্ঘ্য দান করে দেবীর পূজা করেছিলেন। রমণীগণ বধূকে নির্মাল্য প্রদান করলেন এবং অতঃপর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তিনিও তাঁদের ও বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রসাদরূপে নির্মাল্য গ্রহণ করলেন। রাজকন্যা অতঃপর তাঁর মৌনব্রত পরিত্যাগ করে তাঁর রত্নখচিত অঙ্গুরীয় শোভিত হাত দিয়ে এক দাসীকে ধারণ করে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন।"

"ভগবানের মায়াশক্তির ন্যায় মোহিনীরূপে রুক্মিণী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি বীর ও শান্ত মানুষদেরও

মোহিত করেছিলেন। রাজারা এইভাবে তাঁর কুমারী-সৌন্দর্য, তাঁর সুগঠিত কোমর ও তাঁর কুণ্ডল শোভিত মনোরম মুখমণ্ডল অবলোকন করলেন। তাঁর নিতম্ব ছিল রত্নখচিত মেখলায় শোভিত, তাঁর স্তনদ্বয় ছিল সদ্য মুকুলিত, এবং তাঁর দুই চোখ যেন ছিল তাঁর কেশরাশিতে শঙ্কিত। তিনি মধুরভাবে হাসছিলেন, তাঁর কুন্দ-কোরকের মতো দন্তরাজি তাঁর বিম্বরক্তিম অধরের দীপ্তিকে প্রতিফলিত করছিল। তিনি যখন রাজহংসীর মতো গতিতে পাদচারণা করছিলেন তখন তাঁর শব্দায়মান নূপুরের প্রভা তাঁর পদযুগল শোভিত করছিল। তাঁকে দর্শন করে সমবেত বীরগণ সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় কামনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজারা যখন তাঁর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করলেন, তখনই তারা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাঁদের হস্তী, রথ ও অশ্ব থেকে সংজ্ঞাহীনরূপে তাঁরা ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রার ছলে রুক্মিণী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করছিলেন। ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পদ্ম-কোরক সদৃশ দুই পা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বাম হাতের আঙুলের নখ দ্বারা তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কেশরাশি অপসারিত করলেন এবং সলজ্জভাবে কটাক্ষপাত করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজাদের অবলোকন করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তখন, তাঁর শত্রুগণের সমক্ষে, তাঁর রথারোহণে আগ্রহী রাজকন্যাকে ভগবান হরণ করলেন। গরুড় চিহ্নিত ধ্বজাবাহী তাঁর রথে রাজকন্যাকে উত্তোলন করে, ভগবান মাধব রাজাদের চক্রকে পরাজিত করলেন। যেভাবে কোনও সিংহ শৃগালদের মধ্য থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যায়, সেইভাবে বলরামের নেতৃত্বে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। জরাসন্ধ প্রমুখ ভগবানের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজারা এই অবমাননাকর পরাজয় সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওহ্, আমাদের ধিক! যদিও আমরা বলশালী ধনুর্ধারী, তবুও ঠিক যেন ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের সম্মান অপহরণ করার মতো, সামান্য গোপগণ আমাদের সম্মান অপহরণ করল।' "

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে কথা বলে, সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ রাজারা তাদের বর্ম পরিধান করল এবং তাদের নিজ নিজ যানে আরোহণ করল। ধনুর্ধারী প্রত্যেক রাজা নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। হে রাজন, যাদব সৈন্যদের সেনাপতিরা যখন দেখল শত্রুসৈন্যেরা আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তখন তারা ধনুকে টংকার দিয়ে তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠে, হাতীর কাঁধে ও রথের আসনে আরোহণ করে অস্ত্রকুশলী শত্রুরাজারা পর্বতের উপরে মেঘের বর্ষণের মতো যদুগণের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। ক্ষীণকটি রুক্মিণী, তাঁর পতির সৈন্যবাহিনীকে প্রবল ধারায় বর্ষিত তীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখে ভয়বিহ্বল নয়নে সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। উত্তরে ভগবান হাসলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় পেয়ো না, হে সুন্দরনয়না। তোমার সৈন্যদের কাছে এই শত্রু সৈন্যবাহিনী এখনই বিনষ্ট হবে।" গদ ও সঙ্কর্ষণের নেতৃত্বে ভগবানের সৈন্যবাহিনীর বীরগণ বিপক্ষের রাজাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাই লৌহ শর দ্বারা তাঁরা শত্রুর অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

যুদ্ধরত অশ্ব, গজ ও রথারোহী কোটি কোটি সৈন্যদের মুণ্ড ভূমিতে পতিত হল; কোন কোন মুণ্ডে কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ, কোনওটিতে পাগড়ি পরা ছিল। চতুর্দিকে তরবারি, গদা ও ধনুক ধরা হাতের সঙ্গে উরু, পা ও আঙুলহীন হাত এবং ঘোড়া, গাধা, হাতী, উট, খর ও মানুষের মুণ্ডও পড়েছিল। জরাসন্ধের নেতৃত্বাধীন রাজারা তাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে জয়োন্মুখী বৃষ্ণিদের দ্বারা বিনষ্ট হতে দেখে নিরুৎসাহিত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। পত্নীহারা মানুষের মতো আতুর শিশুপালের কাছে সেই রাজারা উপস্থিত হল। তার বর্ম নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, তার উৎসাহ চলে গিয়েছিল এবং তার মুখ শুষ্ক দেখাচ্ছিল। রাজারা তখন তাকে বলল—"হে নরশার্দূল, শিশুপাল, শোন, তোমার বিমর্ষতা ত্যাগ কর। হে রাজন, প্রকৃতপক্ষে দেহীগণের সুখ ও দুঃখ কখনই স্থিরভাবে থাকতে দেখা যায় না। কোনও নারী সাজের কাঠের পুতুল যেমন পুতুল-নাচিয়ের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনি ভগবানের নিয়ন্ত্রিত এই জগৎ সুখ ও দুঃখ উভয়ের মাঝেই সংগ্রাম করছে। যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে এবং আমার তেইশটি সৈন্যবাহিনীকে সতেরবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কেবলমাত্র একবার আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম। কিন্তু তবুও আমি কখনও শোক বা আনন্দ করিনি, কারণ, আমি জানি এই জগৎ কালচক্রে এবং অদৃষ্টের প্রভাবে চালিত হয়ে থাকে। আর এখন আমরা সকলে, সেনাপতিদের মহাধ্যক্ষেরা, কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত যদুবাহিনী ও তাদের সামান্য ক'জন অনুগামীদের কাছে পরাজিত হয়েছি। আমাদের শত্রুরা জয়ী হয়েছে কারণ কাল এখন তাদের অনুকূলে রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কাল আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, তখন আমরাই বিজয়ী হব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তার মিত্রদের পরামর্শ মেনে, শিশুপাল তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধারাও তাদের নিজ নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করল। অধিকন্তু, বলবান রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষ্ণ রাক্ষস মতে বিবাহ করার জন্য তার ভগিনীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই ঘটনা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করল। হতাশ ও ক্রুদ্ধ, মহাবাহু রুক্মী, বর্মে সজ্জিত ও তার ধনুক নিয়ন্ত্রণ করতে করতে সকল রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে হত্যা না করে এবং রুক্মিণীকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিনে প্রবেশ করব না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।' এই কথা বলে সে তার রথে আরোহণ করল এবং তার সারথিকে বলল, 'যেদিকে কৃষ্ণ রয়েছে সেদিকে সত্বর অশ্বদের চালনা কর। অবশ্যই তাঁর ও আমার যুদ্ধ হবে। 'এই দুষ্ট মনোভাবাপন্ন গোপবালক তাঁর শৌর্য দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে বলপূর্বক আমার ভগিনীকে অপহরণ করেছে। কিন্তু আজ আমি আমার তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা তাঁর অহংকার দূর করব।' এইভাবে সদম্ভে বলতে বলতে, ভগবানের প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞ মূর্খ রুক্মী, তার একমাত্র রথে শ্রীগোবিন্দের সমীপবর্তী হল এবং 'দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর' বলে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। রুক্মী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার ধনুক আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার আঘাত করল। তারপর সে বলল, 'ওহে যদুকুলদূষণ, ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াও! যজ্ঞের হবি চুরি করে পালানো কাকের মতো তুমি আমার ভগিনীকে অপহরণ করে যেখানেই নিয়ে যাও, আমি পিছনে যাব। আজই আমি তোমার অহংকার দূর করব, তুমি নির্বোধ, তুমি প্রতারক, তুমি যুদ্ধকপট! আমার তীরগুলির আঘাতে নিহত হয়ে শুয়ে পড়বার আগেই কন্যাটিকে মুক্ত করে দাও।"

"এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং ছ'টি তীর নিক্ষেপের দ্বারা তিনি রুক্মীকে আঘাত করলেন এবং তার ধনুকটি ভেঙে দিলেন। রুক্মীর চারটি অশ্বকে আটটি তীর দ্বারা এবং তাঁর সারথিকে দুটি দ্বারা এবং রথের ধ্বজাকে তিনটি তীর দ্বারা ভগবান বিদ্ধ করলেন। রুক্মী অন্য ধনুকটি গ্রহণ করে পাঁচটি তীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল। এই সমস্ত অনেক তীরের আঘাত পেলেও, ভগবান অচ্যুত আবার রুক্মীর ধনুক ভেঙে দিলেন। রুক্মী তবু অন্য ধনুক গ্রহণ করল, কিন্তু অচ্যুত ভগবান সেটিকেও খণ্ড খণ্ড করে ভঙ্গ করলেন। পরিঘ, পট্টিশ, তরবারি ও চর্ম, শূল, তোমর—যে যে অস্ত্র রুক্মী ধারণ করেছিল, সমস্তই শ্রীহরি আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করলেন। তারপর রুক্মী তার রথ থেকে লাফ দিয়ে

নামল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ হাতে, কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনভাবে তাঁর দিকে ধাবিত হল। রুক্মী তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীভগবান তীর নিক্ষেপ করলেন যা রুক্মীর তরবারি ও ঢাল তিল তিল খণ্ডে ছেদন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর নিজ তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করলেন এবং রুক্মীকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন। সতী রুক্মিণী তাঁর ভ্রাতাকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উদ্যত হতে দেখে বিহ্বল হলেন। তাঁর পতির চরণে পতিত হয়ে কাতরভাবে তিনি বলতে লাগলেন—হে যোগেশ্বর, হে অপরিমেয়, হে দেবদেব, হে জগন্নাথ! হে সর্ব-মঙ্গলময় ও মহাভুজ, কৃপা করে আমার ভ্রাতাকে হত্যা করবেন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"চরম ভয়ে রুক্মিণীর সকল অঙ্গ যখন কাঁপতে থাকল এবং তাঁর মুখ শুষ্ক হল, মহাশোকে তখন তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাতরতায় তাঁর সুবর্ণ কণ্ঠহার স্খলিত হয়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ ধারণ করলে ভগবান করুণা অনুভব করে, নিবৃত্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দুষ্কৃতীকে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধেছিলেন। তারপর স্থানে স্থানে তার গোঁফ ও চুল অংশত অবশিষ্ট রেখে মুণ্ডন করে তিনি রুক্মীকে বিকৃতরূপ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতী যেমন পদ্ম বিদলিত করে, যদুবীরগণ তেমনিভাবে তাদের বিপক্ষের অসামান্য সৈন্যবল দমন করেছিলেন।"

"যখন যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা রুক্মীকে এমন কাতর অবস্থায় লজ্জায় মৃতপ্রায় দেখতে পেল। সর্বশক্তিমান বলরাম এইভাবে রুক্মীকে দেখে তিনি করুণাবশে তাকে মুক্ত করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি অযথা আচরণ করেছ! এমন কাজ আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক, কারণ কোনও নিকট-আত্মীয়ের শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করে দিয়ে বিকৃতরূপ করা তাকে হত্যা করারই সমান। সাধ্বী, তোমার ভ্রাতার বিকৃতরূপ হওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। নিজের সুখ ও দুঃখের জন্য অন্য কেউই দায়ী হয় না, কারণ মানুষ তার আপন কর্মফলই ভোগ করে।"

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলরাম বললেন—"কোনও আত্মীয়বন্ধুর নিজের দোষে তার মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্য হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। বরং পরিবার থেকে তাকে ত্যাগ করা উচিত। কারণ ইতিমধ্যেই তার পাপের ফলে সে নিহত হয়েছে, কেন তাকে আবার হত্যা করবে?"

রুক্মিণীর দিকে ফিরে, বলরাম বলতে লাগলেন—"ব্রহ্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নির্দেশ করছে যে, কোনও মানুষ তার নিজের ভ্রাতাকেও হত্যা করতে পারে। সেটি বাস্তবিকই অত্যন্ত নিদারুণ বিধি।"

পুনরায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"আপন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে অহংকারী মানুষ রাজ্যপাট, ভূমি, সম্পদ, নারী, মানমর্যাদা শক্তি সামর্থ্যের মতো অনেক কিছুরই জন্য অন্য সকলকে ব্যথিত করে থাকে।"

রুক্মিণীকে বলরাম বললেন—"তোমার মনোভাব যথার্থ নয়, কারণ তোমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি যারা অনিষ্টকারী এবং সকল জীবের প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন, তুমি অজ্ঞ মানুষের মতোই তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করো। ভগবানের মায়া মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে রাখে এবং তাই দেহকে আত্মরূপে গ্রহণ করে তারা অন্যান্যদের বন্ধু, শত্রু, বা নিরপেক্ষ মনে করে থাকে। মানুষ যেমন আকাশের জ্যোতি, কিংবা শুধুমাত্র আকাশকেই দুটি ভিন্ন সত্তা বলে মনে করে, তেমনই যারা মোহগ্রস্ত, তারাও সমস্ত দেহধারী সত্তার মধ্যে অধিষ্ঠিত একই পরমাত্মাবাদ নানা রূপে অনুধাবন করে থাকে। এই জড় দেহ, যেটির সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়ে থাকে, সেটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা গঠিত হয়েছে। জড় জাগতিক অবিদ্যার ফলেই আরোপিত এই দেহটি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকে।"

"হে সতি, অসার জড় জাগতিক বস্তুর সঙ্গে আত্মার কখনও সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ হয় না, কারণ আত্মা সেই সব কিছুরই মূল বস্তু ও প্রকাশক। আত্মা তাই সূর্যেরই মতো বিরাজমান এবং তার সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের বাস্তবিকই সংযোগ কিম্বা বিচ্ছেদ ঘটে না। জন্ম ও অন্যান্য রূপান্তর দেহেরই হয়, কিন্তু আত্মার কখনও তা হয় না. ঠিক যেমন চন্দ্রকলার পরিবর্তন হয়, কিন্তু কখনই চন্দ্রের পরিবর্তন হয় না, যদিও অমাবস্যার দিনটিকে চন্দ্রের 'মৃত্যু'

বলা হতে পারে। কোনও ঘুমন্ত মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদি ও তার কর্মের ফল স্বপ্নের মায়ার মধ্যে স্বয়ং উপলব্ধি করে, তেমনিভাবে কোনও মূঢ় ব্যক্তিও সংসার দশা ভোগ করতে থাকে। সুতরাং তোমার মনকে যে সব শোক দুঃখ দুর্বল ও বিভ্রান্ত করছে, তুমি সেগুলি অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের সাহায্যে দূরীভূত কর। হে শুচিস্মিতে, তোমার স্বাভাবিক মানসিকতা আবার ফিরে পাও।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে শ্রীবলরামের কাছ থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে, তন্বী রুক্মিণী তাঁর বিষণ্ণতা বিস্মৃত হলেন এবং দিব্য অপ্রাকৃত বুদ্ধি সহকারে তাঁর মন স্থির করলেন। রুক্মী তার শত্রুদের কাছে বিজিত হয়ে কেবলমাত্র তার প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকলেও এবং তার শক্তি ও দেহপ্রভা বিনষ্ট হলেও, কিভাবে তাকে বিকৃতরূপ দেওয়া হয়েছিল, তা সে ভুলতে পারল না। হতাশায়, তার বসবাসের জন্য ভোজকট নাম দিয়ে একটি বৃহৎ নগরী সে নির্মাণ করেছিল। যেহেতু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "যতক্ষণ না আমি দুর্মতি কৃষ্ণকে হত্যা করছি এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে ফিরিয়ে আনছি, ততদিন আমি কুণ্ডিনে পুনরায় প্রবেশ করব না," ক্রুদ্ধ হতাশায় রুক্মী সেই স্থানেই বাস করতে থাকল।"

"হে কুরুবংশরক্ষক, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিপক্ষের সকল রাজাদের পরাজিত করে ভীষ্মক কন্যাকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে তাকে বিবাহ করলেন। সেই সময়, হে রাজন, যদুপুরীর নাগরিকগণ কেবলমাত্র যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসত, তাই সেখানকার সকল গৃহে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সমস্ত নারী-পুরুষ মহানন্দে উজ্জ্বল মণিরত্নাদি ও কুণ্ডলে বিভূষিত হয়ে বিবাহের উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিল এবং সেইগুলি তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচিত্র বসনে ভূষিত বর ও বধূকে নিবেদন করেছিল। বৃষ্ণিদের নগরী অতি সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সুউচ্চ উৎসব স্তম্ভ এবং ফুলমালা, কাপড়ের পতাকা ও মূল্যবান রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত তোরণ গড়া হয়েছিল। মাঙ্গলিক জলপূর্ণ কুম্ভ, সুগন্ধি অগুরু, ধূপ ও দীপের আয়োজনে প্রতিটি গৃহদ্বার সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। বিবাহে আমন্ত্রিত অতিথিস্বরূপ প্রিয়জন রাজাদের প্রমত্ত হাতীগুলি নগরীর পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং এই হাতীগুলি দ্বারে দ্বারে কদলী ও গুবাক বৃক্ষ স্থাপন করে নগরীর সৌন্দর্য আরো বর্ধিত করেছিল। যারা কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি বংশীয় রাজ পরিবারগুলি থেকে এসেছিলেন, তাঁরা মহানন্দে ইতস্তত ধাবমান মানুষের ভীড়ের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হয়েছিলেন। সর্বত্র মহিমা কীর্তিত রুক্মিণী হরণের কথা শ্রবণ করে রাজা ও তাঁদের রাজকন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন। সকল ঐশ্বর্যাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রুক্মিণীর সঙ্গে মিলিতভাবে দর্শন করে দ্বারকার নগরবাসীরা মহা-আনন্দিত হয়েছিল।"

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের ইতিকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বাসুদেবের এক অংশপ্রকাশ কামদেব পুরাকালে রুদ্রের ক্রোধে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এখন, একটি নতুন দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, তিনি পুনরায় ভগবান বাসুদেবের দেহের অংশরূপে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে বৈদর্ভীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নাম লাভ করেন। কোন

বিষয়েই তিনি তাঁর পিতার তুলনায় ন্যূন ছিলেন না। অসুর শম্বর, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত, শিশুটিকে তার দশ দিন বয়স হওয়ার আগেই অপহরণ করেছিল। প্রদ্যুম্নকে তার শত্রুরূপে বিবেচনা করে, শম্বর তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। এক বলশালী মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গলাধঃকরণ করল এবং মৎস্যটি অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে এক বিশাল জালে ধীবরদের দ্বারা আবদ্ধ হল। তারপর ধীবরগণ শম্বরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করলে তার পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকগৃহে আনয়ন করে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেছিল। একটি শিশুপুত্রকে মাছের উদরের মধ্যে দেখে, পাচকেরা শিশুটিকে বিস্মিতা মায়াবতীকে প্রদান করেছিল। তখন নারদ মুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তার কাছে শিশুটির জন্ম ও মাছের উদরে তাঁর প্রবেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।"

"প্রকৃতপক্ষে মায়াবতী ছিলেন কামদেবের বিখ্যাত স্ত্রী, রতি। তাঁর স্বামীর পূর্বদেহ ভস্মীভূত হলে—তিনি যখন তাঁর নতুন দেহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন—তিনি শম্বর কর্তৃক অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিযুক্তা হলেন। মায়াবতী বুঝতে পারলেন যে, এই শিশুটি প্রকৃতপক্ষে কামদেব ছিলেন এবং তাই তাঁর প্রতি তিনি স্নেহ মমতা অনুভব করতে শুরু করলেন। স্বল্পকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র—প্রদ্যুম্ন—তাঁর যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেছিল যে সকল রমণী, তাদের তিনি মোহিত করলেন। হে প্রিয় রাজন, সলজ্জ হাস্য ও উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সহযোগে মায়াবতী দাম্পত্য আকর্ষণের বিভিন্ন ইশারা করলেন যেন তিনি প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছেন, যাঁর নয়ন দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো আয়ত, যাঁর বাহুদুখানি আজানুলম্বিত এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দর। ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁকে বললেন—হে মাতা, আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি একজন মায়ের যথার্থ অনুভূতিগুলি উলঙ্ঘন করছেন এবং একজন প্রেমিকার মতো আচরণ করছেন।"

রতি বললেন—"আপনি ভগবান নারায়ণের পুত্র এবং আপনার পিতৃগৃহ হতে শম্বর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি, রতি, আপনার বৈধ পত্নী, হে স্বামী, কারণ আপনি কামদেব। সেই অসুর, শম্বর, আপনার দশদিন বয়স না হতেই আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি মৎস্য আপনাকে গলাধঃকরণ করেছিল। তারপর হে স্বামী, এই স্থানে আমরা মৎস্যের উদর থেকে আপনাকে পুনরায় পেয়েছি। আপনার শত্রু এই ভয়ঙ্কর শম্বরকে এখন হত্যা করুন। যদিও সে শত শত মায়া চাতুরী জানে, তবুও মোহন মায়া ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন। আপনার দীন মাতা, তাঁর পুত্রকে হারিয়ে, আপনার জন্য কুররী পাখির মতো রোদন করছেন। ঠিক যেন বৎসহীনা গাভীর মতো তিনি তাঁর সন্তান স্নেহে আকুলা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে বলে, মায়াবতী মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে মহামায়া নামক যৌগিক বিদ্যা প্রদান করলেন, যা অন্য সকল বিমোহনকে বিনাশ করে। প্রদ্যুম্ন শম্বরের সমীপবর্তী হলেন এবং দ্বন্দ্বে প্ররোচিত করার জন্য তার প্রতি অসহ্য ভর্ৎসনা নিক্ষেপ করে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। এই সমস্ত কটু বাক্যে বিরক্ত হয়ে, শম্বর পদাহত সাপের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বেরিয়ে এল, হাতে গদা, ক্রোধে তার দু'চোখ লাল। শম্বর সবেগে তার গদা ঘোরাতে লাগল এবং তারপর বজ্র পতনের মতো তীব্র শব্দ উৎপাদন করে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের দিকে তা সজোরে নিক্ষেপ করল। শম্বরের গদা যখন তাঁর দিকে উড়ে আসছিল, তখন ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজ গদা দিয়ে আঘাত করে সেটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর, হে রাজন, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধভাবে শত্রুর দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন। ময়দানব দ্বারা তাকে প্রদর্শিত দৈত্যদের মায়া অবলম্বন করে শম্বর সহসা আকাশে আবির্ভূত হল এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপরে অস্ত্রের বর্ষণ করতে থাকল। এই অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পীড়িত মহাবলশালী যোদ্ধা ভগবান রৌক্মিণেয়, সত্ত্বগুণ হতে সৃষ্ট এবং সকল মায়া বিনাশকারী মহামায়া নামক বিদ্যার প্রয়োগ করলেন। অসুর তখন গুহ্যক, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষসদের শত শত গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে-লাগল, কিন্তু ভগবান কার্ষ্ণি, প্রদ্যুম্ন, তাদের সকলই বিনষ্ট করলেন। প্রদ্যুম্ন সবলে তাঁর শাণিত তরবারি আকর্ষণ করে লাল শ্মশ্রু বিশিষ্ট, কিরীট, কুণ্ডলযুক্ত, শম্বরের মস্তক ছেদন করলেন। স্বর্গের বাসিন্দাগণ প্রদ্যুম্নের উপর

পুষ্পবর্ষণ ও তাঁর স্তুতি নিবেদন করলে, তাঁর পত্নী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং স্বর্গের মধ্য দিয়ে দ্বারকা নগরীতে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।"

"হে রাজন, ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর পত্নীকে নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে ললনা পরিবৃত অন্দর মহলে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের যেন মেঘের সাথে বিদ্যুতের মিলন বলেই মনে হচ্ছিল। প্রাসাদের রমণীরা যখন তাঁর ঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর পীত কৌশেয় বসন, তাঁর আজানুলম্বিত বাহু এবং অরুণবর্ণের নয়নদু'টি, তাঁর মধুর হাস্যভূষিত মনোরম মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর অলঙ্কাররাজি এবং তাঁর সুনীল কুটিল অলক দর্শন করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন। তাই রমণীরা সলজ্জ হয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ছিলেন। ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চেহারার সামান্য পার্থক্য হতে রমণীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে তাঁরা প্রদ্যুম্ন ও তাঁর স্ত্রীরত্নের কাছে এসেছিলেন। প্রদ্যুম্নকে দর্শন করে মধুর-কণ্ঠী, কৃষ্ণাক্ষী রুক্মিণী তাঁর হারানো সন্তানকে স্মরণ করলেন এবং স্নেহবশত তাঁর স্তনদুটি ক্ষরিত হতে থাকল।"

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বললেন—"এই কমলনয়ন মনুষ্যরত্নটি কে? ইনি কার পুত্র এবং কোন্ নারী তাঁকে জঠরে ধারণ করেছিলেন? এবং ইনি যাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই নারীই বা কে? যদি আমার সেই হারানো পুত্রটি, যে সূতিকাগৃহ হতে অপহৃত হয়েছিল, এখনও কোথাও জীবিত থাকে, তা হলে সে এই যুবকেরই বয়স ও রূপের তুল্য হত। কিন্তু কিভাবে এই যুবক, আমার নিজ প্রভু, শার্ঙ্গ-ধনুক কৃষ্ণের, তাঁর আকৃতি ও তাঁর অবয়বে, তাঁর গতি ও তাঁর স্বর এবং তাঁর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে এতখানি সাদৃশ্যযুক্ত হল? হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই সেই একই পুত্র হবে যাকে আমার গর্ভে আমি ধারণ করেছিলাম, কারণ আমি তাঁর জন্য বিশেষ স্নেহ অনুভব করছি এবং আমার বাম বাহু কম্পিত হচ্ছে। এইভাবে রাণী রুক্মিণী যখন চিন্তাভাবনা করছিলেন, তখন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীসহ সেইখানে উপস্থিত হলেন। যদিও কি ঘটেছিল ভগবান জনার্দন তা ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। যাই হোক, নারদমুনি, শম্বরের দ্বারা শিশুপুত্রের অপহরণ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের নারীরা যখন এই পরম বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন, তাঁরা বহু বৎসর যাবৎ হারিয়ে গিয়ে এখন যেন মৃত্যু থেকে পুনরাগমন করেছেন যে-প্রদ্যুম্ন, তাঁকে বিপুল আনন্দে অভিনন্দিত করলেন। দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা, বিশেষত রাণী রুক্মিণী, নবীন দম্পতিকে আলিঙ্গন করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন। হারানো প্রদ্যুম্ন গৃহে আগমন করেছে শ্রবণ করে, দ্বারকার অধিবাসীরা বলল, "আহা, ভাগ্য যেন এই পুত্রকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে দিয়েছে।" কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রাসাদের যে সকল রমণীর মাতৃভাব অনুভব করা উচিত ছিল, তাঁরা একান্তে তাঁর জন্য ভাবাকুল আকর্ষণ অনুভব করতেন, যেন তিনি তাঁদের আপন প্রভু। যাই হোক, পুত্র ছিল অবিকল পিতারই মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রদ্যুম্ন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের অবিকল প্রতিমূর্তি এবং তাঁদের সামনে স্বয়ং কামদেবরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাঁর মাতৃস্থানীয়া রমণীরাও তাঁর প্রতি দাম্পত্য প্রেম অনুভব করেছিলেন, তখন প্রদ্যুম্নকে দেখার পরে অন্য রমণীদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল, তা নিয়ে আর কী বলা যায়?"

❁ ❁ ❁

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

স্যমন্তক মণি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করার পর তাঁকে সত্রাজিৎ তাঁর কন্যাসহ স্যমন্তক মণি অর্পণের দ্বারা তাঁর সাধ্য মতো প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি অপরাধ করেছিলেন? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা থেকে পান এবং কেনই বা তাঁর কন্যাকে তিনি শ্রীভগবানের কাছে প্রদান করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সূর্যদেব তাঁর ভক্ত সত্রাজিতের জন্য পরম প্রীতি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরম সুহৃদরূপে, তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ, সূর্যদেব তাঁকে স্যমন্তক নামে মণিটি প্রদান করেছিলেন। সত্রাজিৎ তাঁর কণ্ঠে মণিটি ধারণ করে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। হে রাজন, তিনি স্বয়ং সূর্যের মতোই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছিলেন আর তাই মণিটির জ্যোতির ফলে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। সাধারণ মানুষেরা যখন কিছু দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে, তখন, তাঁর উজ্জ্বলতা তাদের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা মনে করল যে, তিনি বুঝি সূর্যদেব এবং সেই সময়ে অক্ষক্রীড়ারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা জানাবার জন্য গিয়েছিল।"

দ্বারকার অধিবাসীগণ বলল—"হে নারায়ণ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, হে পদ্মনেত্র দামোদর, হে গোবিন্দ, হে যদুনন্দন, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে জগন্নাথ, ভগবান সবিতা আপনাকে দর্শন করতে আগমন করেছেন। তাঁর জ্যোতির তীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি অন্ধ করছেন। হে প্রভু, ত্রিলোকের পরম শ্রেষ্ঠ দেবতারা নিশ্চয়ই আপনাকে অন্বেষণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, কারণ এখন আপনি নিজেকে যদু বংশের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই জন্মরহিত সূর্যদেব এখানে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"তাদের এই সমস্ত বালসুলভ বাক্য শুনে পদ্মনেত্র শ্রীভগবান সহাস্যে বললেন, 'এ সূর্যদেব নয়, বরং সত্রাজিৎ, তার মণির জন্য সে প্রখর দীপ্তিমান হয়েছে।' রাজা সত্রাজিৎ উৎসব সহকারে মঙ্গলময় আচার পালন করে তাঁর সুরম্য গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা গৃহের মন্দিরে স্যমন্তক মণিটিকে সংস্থাপিত করলেন।"

"হে প্রভু, প্রতিদিন মণিটি আট ভার স্বর্ণ উৎপাদন করত আর যে স্থানে এটি স্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে পূজা-অর্চনা করা হয়, সেই স্থানটি দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যুর মতো দুর্যোগ এবং সর্পদংশন, মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি আর প্রবঞ্চক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবের মতো অমঙ্গল থেকে মুক্ত হয়। কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ, উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ এত লোভী ছিলেন যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রীভগবানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ফলে অপরাধের গুরুত্বের প্রতি তিনি ভেবে দেখেননি। একদিন সত্রাজিতের ভাই, প্রসেন, তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিটি ঝুলিয়ে, অশ্বারোহণ করলেন এবং শিকার করার জন্য বনে গমন করলেন। একটি সিংহ প্রসেন ও তার অশ্বকে হত্যা করল এবং মণিটি গ্রহণ করল। কিন্তু সিংহটি যখন একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করল, তখন মণি-অভিলাষী জাম্ববানের হাতে সে নিহত হল। গুহামধ্যে জাম্ববান তার বালক পুত্রের জন্য স্যমন্তক মণিটি খেলনা রূপে ক্রীড়া করতে দিল। ইতিমধ্যে, সত্রাজিৎ তাঁর ভাইকে ফিরতে না দেখে, গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন। তিনি বললেন, "আমার ভাই কণ্ঠে মণি ধারণ করে বনে গিয়েছিল, তাই কৃষ্ণ সম্ভবত তাকে হত্যা করেছে।" সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ শুনে গোপনে কানাকানি করতে শুরু করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গুজব শুনলেন, তখন তিনি তাঁর যশে লিপ্ত কালিমা মোচন করতে চাইলেন। তাই তিনি দ্বারকার কিছু নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনের পথ অনুসরণ করে যাত্রা করলেন।

বনমধ্যে তাঁরা প্রসেন ও তার অশ্ব, উভয়কেই সিংহ দ্বারা নিহত দেখলেন। পর্বতপৃষ্ঠে তাঁরা সিংহটিকেও ঋক্ষ (জাম্ববান) দ্বারা হত দেখতে পেলেন। শ্রীভগবান তাঁর প্রজাদের ভয়ঙ্কর রাজের ভয়ঙ্কর নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার বাইরে রেখে তারপর তিনি একাকী প্রবেশ করলেন। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামূল্যবান মণিটি একটি শিশুর খেলনা করা হয়েছে দেখতে পেলেন। সেটি তুলে নিয়ে আসার সঙ্কল্প করে, তিনি শিশুটির কাছে গেলেন। সেই অসাধারণ পুরুষকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটির ধাত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অমিত বলশালী জাম্ববান তার কান্না শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল। তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে এবং তাঁকে জড়জাগতিক একজন সাধারণ মানুষ মনে করে, জাম্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। বিজয়েচ্ছু দুজনেই ভয়ঙ্করভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছিল এবং তারপর পাথর, গাছের গুঁড়ি ও শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে, এক টুকরো মাংসের জন্য যুদ্ধরত দুই বাজপাখির মতো তারা যুদ্ধ করেছিল। দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে আঠাশদিন এই যুদ্ধ চলেছিল এবং দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে তাদের মুষ্টি দিয়ে বজ্রের মতো আঘাত করছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাতে তার স্ফীতকায় পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তার শক্তি কমে আসছিল, এবং তার ঘর্মাক্ত অঙ্গ নিয়ে জাম্ববান অতিশয় বিস্মিত হয়ে অবশেষে শ্রীভগবানকে বলেছিল—এখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি সকল জীবের প্রাণস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও দেহগত বল। সকল জীবের আপনি আদিপুরুষ, সর্বশক্তিমান পরম নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু। আপনি সকল জগৎ স্রষ্টাগণের পরম স্রষ্টা এবং আপনার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর আপনিই নিহিত সারতত্ত্ব। আপনি সকল সংহারকর্তারও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান ও সকল আত্মার পরমাত্মা। আপনিই তিনি, যিনি সমুদ্রকে পথ প্রদানের জন্য চালিত করেছিলেন, যাঁর কটাক্ষপাতে, যাঁর ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশে জলের গভীরতার মধ্যে কুমীর ও তিমিঙ্গিল মৎস্য ক্ষোভিত হয়ে উঠেছিল। আপনিই তিনি, যিনি তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন, যিনি লঙ্কাপুরী দহন করেছিলেন এবং যাঁর বাণে রাবণের মস্তকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বলেন—"হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্য হৃদয়ঙ্গমকারী ঋক্ষরাজকে সম্বোধন করলেন। পদ্মনেত্র দেবকীসুত শ্রীভগবান তাঁর আশীর্বাদ প্রদায়ী হস্ত দ্বারা জাম্ববানকে স্পর্শ করে মহিমাময় কৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন—হে ঋক্ষাধিপতি, এই মণির জন্য আমরা তোমার গুহায় এসেছি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আমি এই মণিটি ব্যবহার করার মনস্থ করেছি। এইভাবে সম্বোধিত হয়ে, জাম্ববান সানন্দে মণিটির সঙ্গে একত্রে তার দুহিতা কুমারী জাম্ববতীকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করল। ভগবান শৌরি গুহায় প্রবেশ করার পর, দ্বারকার জনগণ, যারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তারা তাঁকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বারো দিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাদের নগরীতে ফিরে যায়। যখন দেবকী, রুক্মিণীদেবী, বসুদেব এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা শুনলেন যে, তিনি গুহা থেকে বার হননি, তখন তাঁরা সকলে শোক করতে লাগলেন। সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে দ্বারকার অধিবাসীরা চন্দ্রভাগা নামে দুর্গা বিগ্রহের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানাল। যখন নগরবাসীরা দেবী-পূজা শেষ করল, তখন তাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবী তাদের উত্তরে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। ঠিক তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে, তাদের সকলকে আনন্দে পূর্ণ করে, তাঁর নব-পত্নীসহ, তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। সঙ্গে তাঁর নতুন পত্নী ও কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে ভগবান হৃষীকেশকে যেন মৃত্যু হতে ফিরে আসতে দেখে সমস্ত জনসাধারণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভায় আহ্বান করলেন। সেখানে, রাজা উগ্রসেনের উপস্থিতিতে, মণিটি পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সত্রাজিৎকে প্রদান করলেন। অত্যন্ত লজ্জায় তার মস্তক অবনত করে, সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করলেন এবং সর্বক্ষণ তার পাপপূর্ণ আচরণের জন্য অনুতাপ অনুভব করতে করতে

গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই শোচনীয় অপরাধ চিন্তা করতে করতে এবং শ্রীভগবানের বলশালী ভক্তগণের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আকুল হয়ে রাজা সত্রাজিৎ ভাবলেন। "কিভাবে স্বয়ং আমি আমার কলুষতা মার্জন করতে পারব এবং কিভাবে ভগবান অচ্যুত আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আমার সৌভাগ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্য এবং এমন অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও লোভী হওয়ার জন্য মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি কি করতে পারি? আমি শ্রীভগবানকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে, সকল নারীর রত্নস্বরূপা আমার কন্যাকে প্রদান করব। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই তাঁকে শান্ত করার একমাত্র সঠিক উপায়।"

"এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর মন স্থির করে, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শুভলক্ষণা কন্যা এবং স্যমন্তক মণিটি উপহার প্রদান করার জন্য স্বয়ং আয়োজন করলেন। যথাযথ ধর্মীয় আচারে শ্রীভগবান সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকার স্বভাব, ঔদার্য এবং অন্য সকল শুভ গুণাবলীর অধিকারী তিনি বহু পুরুষ দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন—"হে রাজন, আমরা এই মণিটি ফিরে পেতে ইচ্ছা করি না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত, তাই এটি আপনার অধিকারেই থাকুক। এইভাবে, আমরাও এর ফল উপভোগ করব।"

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"যদিও ভগবান শ্রীগোবিন্দ প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তবু যখন তিনি সংবাদ শুনলেন যে পাণ্ডবেরা এবং রাণী কুন্তী দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কুলাচারসম্মত প্রথা মান্য করার জন্য শ্রীবলরামকে নিয়ে তিনি কুরুদের রাজ্যে গিয়েছিলেন। দুই ভগবান তখন ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মতোই সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁরা বলে উঠেছিলেন, 'হায়, এ যে, কী বেদনাদায়ক!' এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে, হে রাজন, অক্রূর ও কৃতবর্মা, শতধন্বার কাছে গিয়ে বললেন, "স্যমন্তক মণিটি কেন গ্রহণ করছ না? সত্রাজিৎ তাঁর রত্নসদৃশা কন্যা আমাদের প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলা করে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে প্রদান করেছে। তাই কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে না?" শতধন্বার মন তাদের উপদেশে এইভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, সে নিতান্ত লোভের বশে সত্রাজিতকে তাঁর ঘুমের মাঝে হত্যা করেছিল। পাপী শতধন্বা এইভাবে তার নিজেরই আয়ু হ্রাস করেছিল। সত্রাজিতের প্রাসাদের মহিলারা যখন অসহায়ভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করছিলেন, তখন শতধন্বা মণিটি নিয়ে ঠিক যেভাবে পশুহত্যা করে কোনও কসাই চলে যায়, সেইভাবেই নির্বিবাদে চলে গেল। সত্যভামা যখন তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হলেন। "পিতা, পিতা! হায়, আমি মারা পড়লাম!" বলে বিলাপ করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃতদেহটি একটি বিশাল তেলের পাত্রে রাখলেন এবং হস্তিনাপুরে চলে গিয়ে, ইতিমধ্যেই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপার বললেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম যখন এই সংবাদ শুনলেন, হে রাজন, তাঁরা তখন চিৎকার করে

বলে উঠলেন, "হায়! আমাদের চরম বিপর্যয় ঘটল!" এইভাবে মানব সমাজের মতো অনুকরণ করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। শ্রীভগবান তাঁর পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বারকায় আসার পরে তিনি শতধন্বাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মণিটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তা জানতে পেরে, শতধন্বা সন্ত্রস্ত হল। তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হল এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু কৃতবর্মা উত্তর দিয়েছিল—আমি কৃষ্ণ ও বলরাম, দুই ভগবানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করি না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের বিরক্ত করলে কেউ কি কোনও সৌভাগ্য প্রত্যাশা করতে পারে? কংস এবং তাদের সকল অনুগামী তাঁদের প্রতি শত্রুতার জন্য তাদের ধন ও প্রাণ সবই হারিয়েছিল এবং সতেরবার তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ একটি মাত্র রথ নিয়েও ফিরতে পারেনি। শতধন্বার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সে অক্রূরের কাছে গিয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করল। কিন্তু অক্রূর একইভাবে তাকে উত্তর দিলেন, "তাঁদের শক্তির কথা যে জানে, সে পরমেশ্বর দুই ভগবানের বিরোধিতা কেন করবে?" পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তাঁর লীলা রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। তাঁর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারাও তাঁর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। "সাত বছরের এক শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ একটি পর্বতকে উৎপাটন করেছিলেন এবং নিতান্ত বালকের মতো সহজেই ছত্রাক তুলে ধরার লীলায় সেটি উঁচুতে ধারণ করেছিলেন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর প্রতিটি কর্মই বিস্ময়কর। তিনি সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস এবং অবিসম্বাদিত কেন্দ্র।" এইভাবে তার প্রার্থনা অক্রূরও প্রত্যাখ্যান করলে, শতধন্বা মূল্যবান মণিটি অক্রূরের কাছে ন্যস্ত রেখে শত যোজন (আটশত মাইল) ছুটে যেতে পারে, এমন একটি অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেল।"

"হে রাজন, অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে সংযোজিত করে এবং উড্ডীয়মান গরুড়ধ্বজা সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের গুরুজনের হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। শতধন্বা যে অশ্বে আরোহণ করে যাচ্ছিল, সেটি ক্লান্ত হয়ে মিথিলার উপকণ্ঠে এক উপবনে, পড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন সন্ত্রস্ত হয়ে সেই অশ্বটি পরিত্যাগ করে সে পদব্রজে পালাতে শুরু করলে, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ক্রুদ্ধভাবে পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যখন শতধন্বা পদব্রজে পলায়ন করছিল, তখন শ্রীভগবানও পদব্রজে গমন করে তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর শ্রীভগবান স্যমন্তক মণির জন্য শতধন্বার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্রাদির মধ্যে অন্বেষণ করলেন। মণিটি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করেছি। মণিটি তার কাছে নেই।" তখন শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন, "তা হলে, শতধন্বা নিশ্চয়ই, কারও কাছে মণিটি গচ্ছিত রেখেছে। তুমি, আমাদের নগরীতে ফিরে যাও এবং সেই লোকটিকে খুঁজে বার কর। "আমার অত্যন্ত প্রিয় বিদেহরাজের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছা করি।" হে রাজন, এই কথা বলে, যদুর প্রিয় বংশধর শ্রীবলরাম, মিথিলা নগরীতে প্রবেশ করলেন। মিথিলার রাজা যখন শ্রীবলরামকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো যথাবিহিত অর্চনাদি নিবেদন করে পরম পূজনীয় শ্রীভগবানকে রাজা শ্রদ্ধা জানালেন। সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম মিথিলায় তাঁর প্রিয় ভক্ত জনক মহারাজের কাছে সম্মানিত অতিথি হয়ে কয়েক বৎসর থাকলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদা দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল শিখে ছিলেন। ভগবান কেশব দ্বারকায় এসে শতধন্বার মৃত্যু এবং স্যমন্তক মণি লাভে তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর প্রিয়তমা সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর মৃত আত্মীয়, সত্রাজিতের উদ্দেশ্যে বিবিধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা, যাঁরা মূলত শতধন্বাকে অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত

করেছিলেন, তাঁরা শুনলেন যে শতধন্বা নিহত হয়েছে, তাঁরা তখন ভয়ে দ্বারকা থেকে পলায়ন করলেন এবং অন্য কোথাও বাস করতে লাগলেন। অক্রূরের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় অশুভ লক্ষণাদি দেখা গেল এবং নগরবাসীরা ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব ভোগ করতে শুরু করল। যে সব মানুষ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন [যে, উপদ্রবগুলি সবই অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই ঘটছে], তাঁরা কিন্তু নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই, সমস্ত মুনি-ঋষিদের নিবাস স্বরূপ যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বাস করেন, সেখানে কিভাবে দুর্যোগ ঘটতে পারে?"

প্রবীণেরা বললেন—"অতীতে, যখন ইন্দ্রদেব কাশীতে (বারাণসীতে) বর্ষণ প্রদান করতে চান নি, তখন সেই নগরীর রাজা সেখানে আগত শ্বফল্ককে তাঁর কন্যা গান্দিনীকে সমর্পণ করেছিলেন। তখন অচিরেই কাশীরাজ্যে বর্ষণ হয়েছিল। তাঁর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্র অক্রূর যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বর্ষণ প্রদান করেন। বাস্তবিকই, তার ফলে সেই স্থানটি দুর্দশা ও অকালমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত থাকে। প্রবীণদের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ভগবান জনার্দন, যদিও অবহিত ছিলেন যে, অক্রূরের অনুপস্থিতি অশুভ লক্ষণের একমাত্র কারণ ছিল না, তবু তাঁকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে একান্তভাবে সম্ভাষণ করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্যে কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে অক্রূরের মনের কথা সম্পূর্ণ জেনেও ভগবান তখন হাসলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে দানপতে, শতধন্বা তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্যমন্তক মণি ঐশ্বর্যটি গচ্ছিত রেখেছে এবং সেটি এখনও তোমার কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুই আমরা বরাবরই জানি। যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তার কন্যার পুত্রগণের তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। তাদের জল ও পিণ্ড প্রদান ও মাতামহের ঋণ মোচন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট যা কিছু, তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করা উচিত।"

"তা হলেও, হে সুব্রতধারী অক্রূর, মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কারণ অন্য কেউই এটিকে নিরাপদে রাখার যোগ্য নয়। কিন্তু তুমি একবার মণিটিকে দেখাও, কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই বিষয়ে যা বলেছি, তা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না। হে পরম সৌভাগ্যবান, এইভাবে তুমি আমার আত্মীয়দের শান্ত কর। [প্রত্যেকেই জানে, তোমার কাছে মণিটি রয়েছে, যার জন্য] তুমি এখন অনবরত স্বর্ণ বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করছ।"

"এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে লজ্জিত হয়ে শ্বফল্কপুত্র তাঁর বস্ত্রে লুকানো মণিটি নিয়ে এসে তা শ্রীভগবানকে প্রদান করলেন। উজ্জ্বল মণিটি সূর্যের মতো প্রভা বিকিরণ করছিল। সর্বশক্তিমান ভগবান স্যমন্তক মণিটি তাঁর আত্মীয়গণকে দেখানোর পরে, তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে এইভাবে নস্যাৎ করে, তিনি মণিটি অক্রূরকে ফিরিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শৌর্যের বর্ণনাময় এই আখ্যান সকল পাপ কর্মফল দূর করে এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে। যিনি তা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা স্মরণ করেন, তাঁর আপন অপযশ ও পাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।"

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদা পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান আবার জনসমক্ষে উপস্থিত পাণ্ডবদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। যুযুধান এবং অন্যান্য পার্ষদগণ শ্রীভগবানের সঙ্গী হয়েছিলেন। যখন পাণ্ডবেরা দেখলেন যে, ভগবান শ্রীমুকুন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তখন পৃথার বীর পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যেন প্রাণবায়ু ফিরে আসার ফলে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। বীরগণ এসে ভগবান অচ্যুতকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দেহের স্পর্শে তাঁদের পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর অনুরাগপূর্ণ সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শন করে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে শ্রীভগবান প্রণাম নিবেদন করে অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনি যমজ ভাই, নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করলেন। পাণ্ডবদের নব-বিবাহিতা পত্নী অনিন্দ্য সুন্দরী দ্রৌপদী ধীরে এবং ঈষৎ ভীরুভাবে উত্তম আসনে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। পাণ্ডবদের কাছে স্বাগত সম্মান এবং অর্চনা গ্রহণ করার পরে, সাত্যকিও একটি মর্যাদার আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীরাও অভিনন্দিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর পিসি, রাণী কুন্তীকে দর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর স্নেহভরে কুন্তীদেবী তাঁকে অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ, দ্রৌপদীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কুশল প্রশ্নাদি করলেন এবং তাঁরাও দ্বারকায় তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তাঁকে বিশদ প্রশ্ন করলেন। রাণী কুন্তী এমনই প্রেমবিহ্বল হয়ে ছিলেন যে, তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা কিভাবে বহু ক্লেশ অটলভাবে সহ্য করেছেন। এইভাবে, ভক্তগণের সকল ক্লেশ দূরীভূত করার জন্য যিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, যখন তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন বলে আমাদের স্মরণ কর এবং আমাদের দেখবার জন্য আমার ভ্রাতাকে পাঠিয়ে তোমার সুরক্ষা প্রদান কর, তখনই আমাদের কুশল সুনিশ্চিত হয়। তুমি জগতের সুহৃদ ও পরমাত্মা, তোমার কোনও 'আপন' এবং 'পর' মোহ নেই। তবুও, তুমি সকলের অন্তরে বাস করে, তোমাকে নিয়ত স্মরণকারীর ক্লেশ সমূলে বিনাশ কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—"হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা মূর্খেরা কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি যার ফলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি। রাজার অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমান ভগবান নগরবাসীদের নয়নে আনন্দ প্রদান করে বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করলেন।"

"একদিন মহাবল শত্রু বিনাশন অর্জুন, তাঁর বর্ম পরিধান করে, হনুমানের পতাকা বাহী তাঁর রথে আরোহণ করে, তাঁর ধনুক ও তাঁর অনিঃশেষ দুটি তূণ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের জন্য হিংস্র প্রাণীসঙ্কুল এক বিশাল বনে গমন করলেন। অর্জুন তাঁর বাণ দিয়ে সেই বনে খরগোশ, শরভ, গবয়, গণ্ডার, কালো হরিণ, রুরু এবং শজারু সহ ব্যাঘ্র, শূকর এবং বন মহিষাদি বিদ্ধ করেছিলেন। যজ্ঞে নিবেদনের উপযোগী নিহত পশুগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এক দল ভৃত্য বহন করে নিয়ে গেল। এরপর, তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে অর্জুন যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। দুই কৃষ্ণ সেখানে স্নান করার পর, তাঁরা নদীর নির্মল জল পান করলেন। মহান দুই যোদ্ধা তখন এক মনোরমা কন্যাকে কাছেই বিচরণ করতে দেখলেন।

তাঁর সখার কথায় অর্জুন সেই সু-নিতম্বা, সু-দন্তযুক্তা এবং সুরম্য বদনা অনন্যা যুবতী রমণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। কে তুমি, হে সুশ্রোণি রমণী? তুমি কার

কন্যা এবং তুমি কোথা হতে এসেছ? তুমি এখানে কি করছ? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজন পতি অন্বেষণ করছ? হে সুন্দরী, দয়াকরে সমস্ত কিছু বর্ণনা কর।"

শ্রীকালিন্দী বললেন—"আমি সূর্যদেবের কন্যা। আমি পরম সুন্দর ও মহাদানশীল শ্রীবিষ্ণুকে আমার পতিরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং সেইজন্য আমি কঠিন তপস্যা করছি। লক্ষ্মীপতি ব্যতীত আমি অন্য কোনও পতি গ্রহণ করব না। সেই ভগবান শ্রীমুকুন্দ, যিনি অনাথের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কালিন্দী নামে পরিচিতা এবং যমুনার জল মধ্যে আমার জন্য আমার পিতার দ্বারা নির্মিত এক বৃহৎ ভবনে আমি বাস করি। ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—অর্জুন, ভগবান বাসুদেবের কাছে এই সমস্তই আবার বর্ণনা করলেন, যদিও ইতিমধ্যেই তিনি সবই জানতেন। শ্রীভগবান তখন কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করার জন্য প্রত্যাগমন করলেন।

পূর্ববর্তী একটি ঘটনা বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পাণ্ডবদের অনুরোধে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক পরম বিচিত্র এবং অদ্ভুত নগরী তাঁদের জন্য নির্মাণ করিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেই নগরীতে অবস্থান করলেন। কোনও এক সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিকে উপহার স্বরূপ খাণ্ডব বন প্রদান করতে চাইলেন এবং শ্রীভগবান তাই অর্জুনের সারথি হলেন। হে রাজন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে একটি ধনুক, এক দল শ্বেত অশ্ব, একটি রথ, এক জোড়া অনিঃশেষ তূণ এবং কোনও যোদ্ধা অস্ত্র দ্বারা ভেদ করতে পারবে না এমন বর্ম উপহার প্রদান করলেন। যখন ময় দানব তার সখা অর্জুনের সাহায্যে আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে এক সভাগৃহ উপহার দিয়েছিল, যেখানে পরে দুর্যোধন জলকে স্থল বলে বিভ্রান্ত হয়েছিল। অতঃপর অর্জুন এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাত্যকী ও তাঁর অবশিষ্ট অনুগামীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"একদিন যখন ঋতু, চান্দ্র নক্ষত্র এবং রবিশুদ্ধি ও শুভ সম্পদসমূহ সকলই অনুকূল হল, তখন পরম মঙ্গলময় ভগবান কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তগণের মধ্যে পরমানন্দ সঞ্চার করেছিলেন। বিন্দ্য ও অনুবিন্দ্য, যারা অবন্তীর সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল, তারা ছিল দুর্যোধনের অনুগামী। যখন স্বয়ং বর অনুষ্ঠানে তাদের ভগিনীর (মিত্রবিন্দা) পতি নির্বাচনের সময় এল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকে পছন্দ করতে তারা তাকে নিষেধ করল। হে রাজন, বিপক্ষের সকল রাজাদের চোখের সামনে, তাঁর পিসী রাজাধিদেবীর তনয়া রাজকন্যা মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক অপহরণ করলেন।"

"হে রাজন, কৌশল্যের অত্যন্ত ধার্মিক রাজা নগ্নজিতের সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সাতটি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষকে দমন করতে না পারলে, কোনও প্রাণিপ্রার্থী রাজা তাকে বিবাহ করবার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই বৃষগুলি ছিল অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুর্ধর্ষ, আর তারা যোদ্ধাদের গন্ধটুকুও সহ্য করতে পারত না। যখন বৈষ্ণবপতি পরমেশ্বর ভগবান বৃষ বিজয়ের মাধ্যমে রাজকন্যাকে লাভ করতে হবে, শুনলেন—তখন, তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল্যার রাজধানীতে গেলেন। কোশলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর অর্চনা করলেন এবং তাঁকে মহার্ঘ উপহার সামগ্রী ও মর্যাদার আসন নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন। রাজকন্যা যখন দেখলেন যে, পরম অভীষ্ট বর সমাগত হয়েছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ রমাপতিকে লাভের বাসনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "তিনি আমার পতি হউন। যদি আমি আমার ব্রত পালন করে থাকি, পবিত্র অগ্নি তা হলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য গ্রহের শাসকেরা তাঁর পাদপদ্মের ধূলি তাদের মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ধর্মসূত্র রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে লীলাবিগ্রহ সমূহ ধারণ করেন। কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন?" রাজা নগ্নজিৎ প্রথমে যথাযথরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং তাঁকে

সম্বোধন করে বললেন—'হে নারায়ণ, হে জগদীশ্বর, আপনার নিজ চিন্ময় আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ। সুতরাং এই নগণ্য ব্যক্তি আপনার জন্য কি করতে পারে?' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে প্রিয় কুরুনন্দন, পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সুখাসন গ্রহণ করার পর তিনি স্মিত হাসলেন ও মেঘগম্ভীর স্বরে রাজার উদ্দেশ্যে বললেন—হে নরেন্দ্র, স্বধর্ম পালনকারী কোনও রাজন্য ব্যক্তির অন্যের কাছে প্রার্থনা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নিন্দা করে থাকেন। তবুও তোমার সৌহার্দ কামনা করে, আমি তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা করছি, যদিও বিনিময়ে আমরা কোনও উপহার প্রদান করি না।"

রাজা বললেন—"হে নাথ, সকল চিন্ময় গুণাবলীর একমাত্র আলয় আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আমার কন্যার জন্য আর কে হতে পারেন? আপনার দেহে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কখনও কোন কারণেই আপনাকে তিনি ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমার কন্যার জন্য যোগ্য বর নিশ্চিত করতে, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, তার পাণিপ্রার্থীদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আমরা পূর্বে একটি শর্ত স্থাপন করেছি। হে বীর, এই সাতটি বন্য বৃষকে দমন করা অসম্ভব। তারা বহু রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত করে তাদের পরাজিত করেছে। হে যদুনন্দন, হে শ্রীপতি, আপনি যদি তাদের দমন করতে পারেন, তবে আপনি অবশ্যই আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হবেন। এই সমস্ত শর্ত শ্রবণ করে, শ্রীভগবান তাঁর বস্ত্র পরিধান দৃঢ়বদ্ধ করলেন, নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করলেন এবং সহজেই বৃষগুলিকে দমন করলেন। ভগবান শৌরি বৃষগুলিকে বেঁধে ফেললেন, কারণ তাদের দর্প ও শক্তি এখন চূর্ণ হয়েছে এবং রজ্জু দিয়ে তাদের টেনে আনলেন, ঠিক যেভাবে কোনও শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাঠের খেলনার বৃষদের আকর্ষণ করে থাকে। সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে রাজা নগ্নজিৎ তখন তাঁর কন্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। যথাযথ বৈদিক প্রথায় পরমেশ্বর ভগবান এই সুযোগ্যা বধূকে গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার প্রিয় পতি রূপে লাভ করে রাজার পত্নীগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং এক পরম মহোৎসবের ভাব জাগ্রত হল। ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রার্থনার ধ্বনি এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে শঙ্খ, ভেরী ও ঢোল নিনাদিত হয়েছিল। উৎফুল্ল নরনারীগণ সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যে শোভিত হয়েছিলেন। মহা প্রতাপশালী রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র গাভী, সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিহিত তিন সহস্র যুবতী দাসী, নয় সহস্র হাতী, হাতীর চেয়েও শতগুণে অধিক রথ, রথের চেয়েও শতগুণে অধিক অশ্ব এবং অশ্বের চেয়েও শতগুণে অধিক দাস যৌতুক রূপে প্রদান করলেন। বর ও কন্যা তাঁদের রথে আসন গ্রহণ করলে, কোশলরাজ স্নেহার্দ্র চিত্তে, তাঁদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত করে তাঁদের পথে যাত্রা করিয়েছিলেন। যখন বিপক্ষীয় অসহিষ্ণু পাণিপ্রার্থী রাজারা যা ঘটেছিল তা শ্রবণ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁকে তারা থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষগুলি যেমন পূর্বে রাজাদের শক্তি ভগ্ন করেছিল, সেভাবেই যদু-যোদ্ধারা এখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী অর্জুন সকল সময়েই তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তীরের বর্ষণ নিক্ষেপকারী সেইসব বিপক্ষের রাজাদের বিতাড়িত করলেন। ঠিক যেমন সিংহ ক্ষুদ্র প্রাণীদের বিতাড়িত করে, তিনি সেভাবে তা করেছিলেন। যদুগণের প্রধান ভগবান দেবকীসুত তখন তাঁর যৌতুক ও সত্যাকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন। ভদ্রা ছিলেন কৈকেয় রাজ্যের রাজকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিসী শ্রুতকীর্তির কন্যা। সন্তর্দন প্রমুখ তাঁর ভ্রাতাগণ যখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন, ভগবান তখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান, মদ্ররাজার কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাকী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গরুড় যেভাবে দেবতাদের অমৃত হরণ করেন, সেইভাবে তাঁকে হরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌমাসুরকে হত্যা করলেন এবং তার বন্দীদশা থেকে চারুদর্শনা রমণীদের মুক্ত করলেন। তখন এইরকম অন্য সহস্র পত্নী আহরণ করেছিলেন।"

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

নরকাসুর বধ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"অসংখ্য রমণীকে অপহরণকারী ভৌমাসুর কিভাবে শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল? দয়া করে ভগবান শার্ঙ্গধন্বার এই বিক্রম বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বরুণের ছত্র ও মন্দর পর্বতের চূড়ায় দেবতাদের ক্রীড়াভূমি সহ ইন্দ্রের মাতার কুণ্ডল ভৌম অপহরণ করার পর, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করে, এই সকল দুর্ব্যবহার তাঁকে অবহিত করলেন। শ্রীভগবান, তাঁর পত্নী সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে চতুর্দিকে গিরিপর্বতাদি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রাদি, জলস্রোত, অগ্নিবলয় ও ক্ষুরধার বায়ুবেগ এবং মুরপাশ নামক জালের আবরণে সুরক্ষিত প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা দ্বারা গিরি দুর্গ ভঙ্গ করলেন; তাঁর তীর দ্বারা অস্ত্র দুর্গ; তাঁর চক্র দ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু দুর্গ; এবং তাঁর অসি দ্বারা মুর-পাশ ছিন্ন করলেন। ভগবান গদাধর তখন তাঁর শঙ্খধ্বনির দ্বারা দুর্গের অলৌকিক আবদ্ধতা ও তাঁর প্রতিরোধকারী বীরদের হৃদয় চূর্ণ করলেন এবং পরিবেষ্টিত প্রাকারগুলি তাঁর প্রচণ্ড গদা দ্বারা তিনি ধ্বংস করলেন। যুগাবসানের সময়ে বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দের মতো শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি যখন নগরীর পরিখার গভীরে নিদ্রিত পঞ্চশির বিশিষ্ট মুর দানব শ্রবণ করল, তখন সে জেগে উঠল। যুগের সমাপ্তিকালে সূর্যের আগুনের মতো চোখ আঁধার-করা ভয়ঙ্কর জ্যোতিতে দীপ্তিমান মুর যেন তার পঞ্চমুখে ত্রিভুবনকে গ্রাস করছিল। আগ্রাসী এক সর্পের মতো ত্রিশূল উদ্যত করে তার্ক্ষ্য পুত্র গরুড়কে সে আক্রমণ করল। মুর তার ত্রিশূলটি ঘোরাতে লাগল এবং তারপর তার পঞ্চমুখে গর্জন করে ভয়ঙ্করভাবে তা গরুড়ের দিকে নিক্ষেপ করল। সেই শব্দ মর্ত্য এবং আকাশের সর্বদিকে পূর্ণ হয়ে মহাকাশের সীমায় ব্রহ্মকটাহে প্রতিধ্বনিত হল। গরুড়ের দিকে ধাবিত ত্রিশূলটিকে তখন দুটি তীর দিয়ে আঘাত করে ভগবান শ্রীহরি তিনটি খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান কয়েকটি তীর দিয়ে মুরের মুখে আঘাত করলেন এবং দানবটিও ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে গদা নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রে মুরের গদা শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে, ভগবান শ্রীগদাগ্রজ তাঁর নিজ গদা দিয়ে তার গদাকে আঘাত করে সহস্র খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। মুর তখন তার বাহুগুলি উপরে তুলে অজিত শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে তিনি সহজেই তাঁর চক্র দিয়ে তার মাথাগুলি ছিন্ন করলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন পর্বতশৃঙ্গেরই মতো প্রাণহীন মুরের ছিন্নমস্তক দেহটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। অসুরের সাত পুত্র তাদের পিতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হল। ভৌমাসুরের নির্দেশে মুরের সাত পুত্র—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান এবং অরুণ—তাদের সেনাপতি পীঠকে অনুসরণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল। সেই সমস্ত হিংস্র যোদ্ধারা ক্রুদ্ধভাবে অপরাজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তীর, তরবারি, গদা, বর্শা, ভল্ল ও ত্রিশূল নিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু অমোঘবীর্য ভগবান এই সকল অস্ত্রের পর্বতরাশিকে তাঁর বান দিয়ে তিল তিল খণ্ডে ছেদন করলেন। পীঠ দ্বারা পরিচালিত এই সকল বিপক্ষদের শ্রীভগবান মস্তক, উরু, বাহু, পদ, ও বর্ম ছেদন করলেন এবং তাদের সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ভূমির পুত্র, নরকাসুর, যখন তার সেনাপতির দুর্গতি লক্ষ্য করল, তখন সে আর ক্রোধ সহ্য করতে পারল না। তাই সে দুগ্ধ সমুদ্রে জাত মদস্রাবী হস্তীতে আরোহণ করে দুর্গ হতে নির্গত হল। গরুড়ে আরোহণকারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীকে সূর্যের উপরে আসীন বিদ্যুত যুক্ত মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রতি ভৌম তার শতঘ্নী অস্ত্র প্রয়োগ করল এবং একই সাথে ভৌমের সকল সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল। সেই মুহূর্তে ভগবান গদাগ্রজ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণগুলি ভৌমের সৈন্যবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করলেন। রঙিন পালক লাগানো এই বানগুলি শীঘ্রই সেই সৈন্যবাহিনীকে বাহু, উরু ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন

দেহের স্তূপে পরিণত করল। শ্রীভগবান একইভাবে বিপক্ষের অশ্ব ও হাতিগুলিকেও নিহত করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরির দিকে যত অস্ত্রশস্ত্র শত্রুসৈন্যরা নিক্ষেপ করেছিল, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তার প্রতিটিকে তিনটি মাত্র তীক্ষ্ণ বান দিয়ে তিনি বিনষ্ট করেছিলেন। ইতিমধ্যে গরুড় যখন শ্রীভগবানকে বহন করছিলেন, তখন তাঁর পাখা দ্বারা শত্রুর হাতিদের তিনি আঘাত করছিলেন। গরুড়ের পাখা, চঞ্চু ও নখের দ্বারা প্রহৃত হয়ে আহত হাতিগুলি, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্য নরকাসুরকে একাকী ফেলে রেখে নগরীতে পালিয়ে গিয়েছিল। ভৌম তার সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে এবং গরুড়ের কাছে বিধ্বস্ত হতে দেখে একদা ইন্দ্রের বজ্রকে পরাজিত করেছিল যে-ভল্ল, তাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু সেই মহা অস্ত্রের আঘাতেও গরুড় কিছুমাত্র কম্পিত হলেন না। বস্তুত, ফুলের মালার আঘাতে অবিচল এক হাতীর মতো তিনি অবিচল রইলেন। তার সকল প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে ভৌম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার জন্য তার ত্রিশূল গ্রহণ করল। কিন্তু সেটি সে নিক্ষেপ করার আগেই হাতির উপরে উপবিষ্ট দানবটির মাথা শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র দিয়ে ছেদন করলেন। কুণ্ডল ও মনোরম শিরস্ত্রাণে বিভূষিত ভৌমাসুরের মাথাটি পৃথিবীর মাটিতে পড়ে উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করছিল। তখন 'হায়, হায়!' এবং 'সাধু সাধু' রব জেগে উঠলে মুনি-ঋষিরা এবং প্রধান দেবতারা ভগবান মুকুন্দকে পুষ্পমাল্য বর্ষণ করে তাঁর পূজা করলেন। ভূমিদেবী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে উজ্জ্বল রত্নে সমন্বিত দীপ্তিমান স্বর্ণে নির্মিত অদিতির কুণ্ডল দুটি অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে একটি বৈজয়ন্তী পুষ্পের মালা, বরুণের ছত্র এবং মন্দার পর্বতের চূড়াও প্রদান করেছিলেন। হে রাজন, অতঃপর দেবী দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা অর্চিত জগদীশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর স্তব করতে শুরু করলেন।"

ভূমিদেবী বললেন—"হে দেবদেবেশ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে পরমাত্মন, আপনার ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আপনি আপনার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে পরমেশ্বর, আপনার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, আপনার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান বাসুদেব, বিষ্ণু, আদিপুরুষ, আদি বীজ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে সর্বজ্ঞ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি অনন্তশক্তি, এই জগতের জন্মরহিত জনক, পরম ব্রহ্ম, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবগণের আত্মা, হে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে অজ প্রভু, সৃষ্টির ইচ্ছায় আপনি রজোগুণের বিস্তার ও ধারণ করেন। তেমনি যখন আপনি জগতের বিনাশ ইচ্ছা করেন, তখন আপনি তমোগুণ ধারণ করেন এবং পালন করার ইচ্ছায় সত্ত্বগুণ ধারণ করেন। তথাপি আপনি এই সকল গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন না। আপনি কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ, হে জগদীশ্বর, তবুও আপনি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি, দেবতা, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব আপনার থেকে স্বতন্ত্র—তা ভ্রম মাত্র। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে সেই সবই অদ্বিতীয় আপনাতে স্থিত। এই হচ্ছে ভৌমাসুরের পুত্র। ভয়ভীত হয়ে সে আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছে, কারণ আপনার শরণাগতের সকল ক্লেশ আপনি দূরীভূত করেন। কৃপা করে তাকে আপনি রক্ষা করুন। সকল পাপনাশকারী আপনার করকমল তার মস্তকে স্থাপন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভক্তিবিনম্র বচনে ভূমিদেবীর প্রার্থনায় তার পৌত্রকে শ্রীভগবান অভয় দিলেন এবং তারপর ভৌমাসুরের সকল প্রকার ঐশ্বর্যে পূর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে ভৌম বলপূর্বক যে ষোল হাজার রাজকন্যাদের ধরে নিয়ে এসেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাদের দেখতে পেলেন। পরম নরশ্রেষ্ঠকে প্রবেশ করতে দেখে রমণীগণ বিমোহিতা হয়েছিলেন। দৈব ক্রমে উপনীত তাঁদের পতিরূপে মনে মনে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে বরণ করেছিলেন। "এই পুরুষকে দৈব যেন আমার পতিরূপে অনুমোদন করেন" এই ভাবনায় প্রত্যেক রাজকন্যা

শ্রীকৃষ্ণের গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। সুপরিচ্ছন্ন নির্মল বসন পরিহিতা রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহাকোষ রথ, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ সহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌষট্টিটি বেগবান শ্বেত হস্তীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন। এরপর শ্রীভগবান দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে তা গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন। রোপিত হওয়ামাত্রই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগান শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আস্বাদনের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল। ইন্দ্র তাঁর মুকুটের শীর্ষভাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে ধিক!"

"অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধূর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিহিত বিবাহ করলেন। অচিন্ত্যচরিত শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিয়ত বিরাজ করেছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও বাসভবনের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সত্তায় সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথাযথভাবেই তৃপ্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, তা জানেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে তাঁরা তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হাস্য-পরিহাস ও রমণীসুলভ লাজলজ্জা উপভোগ করেছিলেন। যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও পাদসম্বাহন করে, তাঁকে পান চর্বণ করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালায় তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কেশপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্গুরু, যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন। জন্মরহিত শ্রীভগবান, পরম নিয়ন্তা, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়ারূপে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার

করেন, তাঁর বিধানগুলি সংরক্ষণের জন্যই যদুগণের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত ঝোলানো চন্দ্রাতপ এবং দেদীপ্যমান মণিময় দীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। গুঞ্জনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত এবং গবাক্ষের রন্ধ্রপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। অগুরু ধূপের সুবাস যেমন গবাক্ষের রন্ধ্রপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই হে রাজন, পারিজাত ফুলের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্যানের পরিবেশ বয়ে নিয়ে আসত। সেখানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণের শয্যায় ঐশ্বর্যময় বালিশে দেহভার ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন। তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রত্নদণ্ড যুক্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন। হাতে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও চামর পাখায় সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর রত্নযুক্ত নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচলে আচ্ছাদিত স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার ঝকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও তাঁর উজ্জ্বল সদানন্দময় হাস্য সুধায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁকে এইভাবে বললেন—হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসহ ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তাদের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কাম দ্বারা উন্মত্ত হয়ে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান চেদিরাজ ও অন্যান্য সকল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে বরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়? সেই সকল রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে, হে সুভ্রু, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শক্তিশালী মানুষদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি। হে মনোরম ভ্রূসমন্বিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগই হয়। আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা ক্বচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে। যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না। কোনও ভাল গুণাবলী না থাকলেও এবং কেবলমাত্র বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদর্ভী, দূরদর্শী না হওয়ার জন্য তুমি তা বুঝতে পারোনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বরণ করেছ। এখন নিশ্চিতরূপে একজন অধিক যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও তা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ এবং দন্তবক্রের মতো রাজারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীও তাই করে। হে ভদ্রে, এই সকল রাজাদের ঔদ্ধত্য দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদান্ধ হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাধুদের শক্তিকে দমন করা। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্ট, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি

শ্রীকৃষ্ণের গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। সুপরিচ্ছন্ন নির্মল বসন পরিহিতা রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহাকোষ রথ, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ সহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌষট্টিটি বেগবান শ্বেত হস্তীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন। এরপর শ্রীভগবান দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে তা গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন। রোপিত হওয়ামাত্রই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগান শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আস্বাদনের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল। ইন্দ্র তাঁর মুকুটের শীর্ষভাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে ধিক!"

"অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধূর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিহিত বিবাহ করলেন। অচিন্ত্যচরিত শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিয়ত বিরাজ করেছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও বাসভবনের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সত্তায় সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথাযথভাবেই তৃপ্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, তা জানেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে তাঁরা তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হাস্য-পরিহাস ও রমণীসুলভ লাজলজ্জা উপভোগ করেছিলেন। যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও পাদসম্বাহন করে, তাঁকে পান চর্বণ করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালায় তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কেশপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্‌গুরু, যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন। জন্মরহিত শ্রীভগবান, পরম নিয়ন্তা, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়ারূপে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার

করেন, তাঁর বিধানগুলি সংরক্ষণের জন্যই যদুগণের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত ঝোলানো চন্দ্রাতপ এবং দেদীপ্যমান মণিময় দীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। গুঞ্জনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত এবং গবাক্ষের রন্ধ্রপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। গুরুক ধূপের সুবাস যেমন গবাক্ষের রন্ধ্রপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই হে রাজন, পারিজাত ফুলের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্যানের পরিবেশ বয়ে নিয়ে আসত। সেখানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণের শয্যায় ঐশ্বর্যময় বালিশে দেহভার ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন। তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রত্নদণ্ড যুক্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন। হাতে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও চামর পাখায় সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর রত্নযুক্ত নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচলে আচ্ছাদিত স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার ঝকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও তাঁর উজ্জ্বল সদানন্দময় হাস্য সুধায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁকে এইভাবে বললেন—হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসহ ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তাদের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কাম দ্বারা উন্মত্ত হয়ে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান চেদিরাজ ও অন্যান্য সকল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে বরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়? সেই সকল রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে, হে সুভ্রু, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শক্তিশালী মানুষদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি। হে মনোরম ভ্রূসমন্বিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগই হয়। আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা কচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে। যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না। কোনও ভাল গুণাবলী না থাকলেও এবং কেবলমাত্র বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদর্ভী, দূরদর্শী না হওয়ার জন্য তুমি তা বুঝতে পারোনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বরণ করেছ। এখন নিশ্চিতরূপে একজন অধিক যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও তা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ এবং দন্তবক্রের মতো রাজারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীও তাই করে। হে ভদ্রে, এই সকল রাজাদের ঔদ্ধত্য দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদান্ধ হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাধুদের শক্তিকে দমন করা। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্ট, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি

থামলেন। রুক্মিণীদেবী পূর্বে কখনও জগতের শাসকগণেরও অধীশ্বর, তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এই ধরনের অপ্রিয় কথা শ্রবণ করেননি এবং তাই তিনি ভীতা হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় কম্পিত হতে লাগল এবং দুরন্ত উদ্বেগে তিনি রোদন করতে শুরু করলেন। তাঁর কোমল পদ দ্বারা, অরুণ বর্ণের প্রভাবিশিষ্ট নখ দ্বারা তিনি ভূমিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনযুক্ত অশ্রুদ্বারা তাঁর কুঙ্কুম রঞ্জিত স্তন সিক্ত হয়ে উঠল। সেখানে তিনি অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, অত্যন্ত দুঃখে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। রুক্মিণীর মন দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহ্বল হয়েছিল। তাঁর হাত থেকে বলয় খসে পড়ল এবং তাঁর পাখাটি ভূতলে পতিত হল। তাঁর মোহগ্রস্ততায় তিনি সহসা মূর্ছিত হলেন, আলুলায়িত কেশে বায়ুবিধ্বস্ত কদলী বৃক্ষের মতো তিনি ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।"

"তাঁর প্রিয়তমা তাঁর প্রতি এমনই প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ যে, সে তাঁর উত্ত্যক্ততার সম্যক ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, তা লক্ষ্য করে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করলেন। শ্রীভগবান সত্বর তাঁর শয্যা হতে নেমে এলেন। চতুর্ভুজ প্রকাশ করে, তিনি তাঁকে উত্তোলন করলেন, তাঁর কেশ বন্ধন করলেন এবং তাঁর পদ্ম হস্ত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বোলালেন। হে রাজন, ভক্তগণের গতি শ্রীভগবান তাঁর পত্নীর অশ্রুপূর্ণ দুটি নয়ন এবং শোকাশ্রুতে সিক্ত স্তনদ্বয় মার্জন করে, তাঁর যে নিষ্কলঙ্ক পত্নী, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সান্ত্বনা প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিহাস চাতুর্যে বিভ্রান্ত এবং অনুরূপ বিপর্যয়ের অযোগ্যা দীনা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে বৈদর্ভি, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। আমি জানি, তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা। হে সুন্দরী, আমি কেবলমাত্র পরিহাস ছলে কথা বলছিলাম, কারণ তুমি কি বলবে, আমি তা শুনতে চেয়েছিলাম। আমি তোমার সুন্দর ভ্রূকুটিরেখা ও কটাক্ষবিক্ষেপ সমেত অরুণবর্ণের নেত্রপ্রান্ত সহ প্রণয়কোপে কম্পিত অধর এবং মুখমণ্ডলও দেখতে চেয়েছিলাম। হে ভীরু ও ভামিনি, গৃহমেধিরা গৃহে তাদের প্রিয়তমা পত্নীদের সঙ্গে পরিহাস করে সময় অতিবাহিত করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, রাণী বৈদর্ভী শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং জানতে পারলেন যে, তাঁর কথাগুলি পরিহাস ছলেই বলা হয়েছিল। তাঁর প্রিয়তম তাঁকে পরিত্যাগ করবেন, এই ভয় তিনি এইভাবে পরিত্যাগ করলেন। হে ভরতকুলনন্দন, রুক্মিণী সলজ্জ হাসিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে মনোরম, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে বললেন—হে কমলনয়ন, প্রকৃতপক্ষে আপনি যা বলেছেন, তা সত্যি। আমি অবশ্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য অযোগ্য। যিনি তিন প্রধান বিগ্রহের অধীশ্বর, যিনি আপন মহিমায় আনন্দিত সেই ভগবানের সঙ্গে আমার মতো জড়গুণাবলী সম্পন্ন কোনও নারী যাকে কেবল মূর্খেরাই পাদবন্দনা করে থাকে, তার কী তুলনা চলে? হে উরুক্রম, হ্যাঁ, যেন জাগতিক গুণাবলীর ভয়ে ভীত হয়ে আপনি সমুদ্রমধ্যে শয়ন করে থাকেন এবং এইভাবে শুদ্ধ চেতনায় আপনি হৃদয় মধ্যে পরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন। আপনি সর্বদা মূঢ় জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনার সেবকেরাও অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত রাজকীয় আধিপত্যের অধিকার পরিত্যাগ করেন। আপনার পাদপদ্মের মধু আস্বাদনকারী ঋষিগণের কাছেও দুর্জ্ঞেয়, আপনার গতিবিধি পশুর মতো আচরণকারী মানুষের কাছে তো দুর্বোধ্য হবেই। আর যেহেতু আপনার কার্যাবলী চিন্ময়, তাই হে ভূমন্, আপনার অনুবর্তনকারীগণের কার্যাবলীও তেমন হয়ে থাকে। আপনি নিষ্কিঞ্চন, কারণ আপনার অতীত আর কিছুই নেই। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণ যাঁরা পূজা অর্চনাদির মহৎ ভোক্তা, আপনাকে পূজা নিবেদন করে থাকেন। যারা তাদের সম্পদ কৈভবে অন্ধ এবং তাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করতেই মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুরূপী আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করে না। কিন্তু পূজার ভোক্তা দেবতাদের কাছে, আপনি যেমন প্রিয়, তেমনই তারাও আপনার কাছে প্রিয়। আপনি সকল পুরুষার্থময় এবং আপনিই জীবনের চরম লক্ষ্য। আপনাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায়, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, বুদ্ধিমান মানুষেরা

সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে। তারাই আপনার সঙ্গ লাভের যোগ্য হয়—পারস্পরিক কামনা থেকে উৎপন্ন শোক ও আনন্দে মগ্ন নারী ও পুরুষেরা তাঁর যোগ্য হয় না। আপনার মহিমা ঘোষণার জন্য মহান মুনিগণ সন্ন্যাসীর দণ্ড পরিত্যাগ করেছেন, আপনি সমগ্র জগতের পরমাত্মা এবং আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা অবগত হয়ে আপনার ভ্রূ-জাত কালবেগ দ্বারা বিনষ্ট আশিস ব্রহ্মা, শিব ও স্বর্গের শাসকবর্গকে পরিত্যাগ করে আমার পতিরূপে আমি আপনাকে বরণ করেছি। অন্য কোনও বরে আমার আর কি আগ্রহ থাকতে পারে?"

"হে ঈশ, সিংহ যেমন ইতর প্রাণীদের দূর করে দিয়ে তার যথার্থ ভোজ্য গ্রহণ করে, তেমনই আপনার শার্ঙ্গ ধনুর জ্যা নিনাদিত করে সমবেত রাজাদের আপনি দূর করে দিয়েছিলেন এবং তারপর আপনার যথার্থ অংশ, আমাকে দাবী করেছিলেন। হে গদাগ্রজ, তাই আপনার পক্ষে বলা নিতান্তই অসঙ্গত যে, আপনি সেইসব রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আপনার সঙ্গ কামনা করে, অঙ্গ, বৈণ্য, জায়ন্ত, নাহুষ, গয় এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজারা—তাঁদের একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগ করেন ও আপনাকে অন্বেষণের জন্য বনে প্রবেশ করেন। হে কমলনয়ন, কিভাবে সেই রাজারা এই জগতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারলেন? মহান ঋষিগণের বন্দিত, জনগণের মোক্ষপ্রদায়ী আপনার পাদপদ্মের সৌরভ লক্ষ্মীদেবীর আলয় স্বরূপ। সেই সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের পরে কোন্ নারী অন্য কোনও মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে? যেহেতু আপনি অপ্রাকৃত গুণাবলীর আলয়, তাই কোন্ পার্থিব নারী নিজের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সেই সৌরভের অনাদর করে তার পরিবর্তে সর্বদা ভয়ঙ্কর ভয়ে ভীত হয়ে আছে এমন কারও ওপরে নির্ভর করবে? যেহেতু আপনি আমার উপযুক্ত, যিনি ইহজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, সকল জগতের পরমাত্মা ও প্রভু, সেই আপনাকে আমি বরণ করেছি। আপনার যে চরণপদ্মের অর্চনাকারীরা মায়ামুক্ত হন, সেই চরণাশ্রয় প্রদান করে বিভিন্ন জড়জাগতিক পরিস্থিতির মাঝে পরিভ্রমণক্লান্ত আমাকে কৃপা করুন।"

"হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, শিব ও ব্রহ্মার সভায় কীর্তিত আপনার মহিমা যে সকল নারীর কানে কখনও প্রবেশ করেনি, আপনি যে সমস্ত রাজাদের নাম উল্লেখ করলেন, তারা প্রত্যেকে তাদের পতি হোক। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই ধরনের নারীদের গৃহেই এইসব রাজারা গাধা, গরু, কুকুর, বিড়াল এবং ক্রীতদাসের মতোই বাস করে থাকে। যে নারী আপনার পাদপদ্মমধু আঘ্রাণ করতে ব্যর্থ, সে নিতান্তই বিমূঢ়া এবং তাই তার পতি বা প্রেমিক রূপে সে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ দ্বারা আবৃত এবং মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জীবিত শবকেই গ্রহণ করে।"

"হে কমলনয়ন, যদিও আপনি আত্মতৃপ্ত এবং তাই কদাচিৎ আমার প্রতি আপনার মনোযোগ প্রদান করেন, তবু কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের অচল প্রেম দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আপনি রজোগুণের প্রাধান্য নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে আপনার পরম অনুকম্পা আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়। হে মধুসূদন, প্রকৃতপক্ষে আপনার কথা আমি মিথ্যা মনে করি না। কখনও অবিবাহিত কন্যাও কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, যেমন অম্বার ক্ষেত্রে হয়েছিল। দুশ্চারিণী নারী বিবাহিতা হলেও তার মন নিত্য নতুন প্রেমিকের জন্য লালায়িত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন অসতী পত্নীকে পোষণ করা উচিত নয়, কারণ তা হলে ইহজীবনে ও পরজীবনে উভয়ক্ষেত্রেই সে সৌভাগ্য চ্যুত হবে।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে সাধ্বি, হে রাজকন্যা, আমরা তোমার এই ধরনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছিলাম মাত্র। বাস্তবিকই, আমার কথার উত্তরে তুমি যা কিছু বলেছ, তা অতি অবশ্যই সত্য। হে সুন্দরী ও কল্যাণী, যেহেতু তুমি আমার ঐকান্তিক ভক্ত, তাই জাগতিক কামনা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যা কিছু আশীর্বাদ তুমি আশা কর, তা সব নিত্যই তোমার লাভ হয়েছে। হে শুদ্ধশীলে, আমি এখন তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কথায় বিচলিত হলেও আমার কাছ থেকে তোমার মন বিচ্যুত করা যায়নি। পারমার্থিক মুক্তি প্রদানের

ক্ষমতা আমার থাকলেও, কামাসক্ত এবং বিভ্রান্ত মানুষেরা তাদের জড় জাগতিক গার্হস্থ্য জীবনের জন্যই আমার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায়, ব্রত ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে আমার ভজনা করে থাকে। এই ধরনের মানুষেরা আমার মায়া-শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। হে প্রেমের আধার, মুক্তি ও জাগতিক সম্পদ উভয়েরই ঈশ্বর আমাকে লাভ করেও যারা কেবল জাগতিক সম্পদের জন্য লালায়িত হয়, তারা মন্দভাগ্য। ঐ সমস্ত জড় জাগতিক লাভ তো নরকেও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে আবিষ্ট হয়ে থাকে, তাই নরকই তাদের উপযুক্ত স্থান হয়। সৌভাগ্যক্রমে, হে গৃহেশ্বরি, তুমি সকল সময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত, ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করেছ। ঈর্ষাপরায়ণদের পক্ষে, বিশেষত যে নারীর উদ্দেশ্য অসৎ, যে কেবলমাত্র তার শারীরিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য জীবন ধারণ করে এবং যে ছলনার প্রশ্রয় দেয়, এই ধরনের সেবা নিবেদন করা তাদের পক্ষে দুষ্কর। হে মানিনি, আমার সকল প্রাসাদে অন্য কোন পত্নীকে আমি তোমার মতো এমন প্রেমময়ী দেখি না। তোমার বিবাহের সময়ে তোমার পাণিপ্রার্থী উপস্থিত সকল রাজাদের তুমি উপেক্ষা করেছিলে এবং যেহেতু কেবলমাত্র আমার সম্বন্ধে যথার্থ বৃত্তান্ত তুমি শুনেছিলে, তাই তোমার গোপন বার্তা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে তুমি পাঠিয়েছিলে। যুদ্ধে পরাজিত তোমার ভ্রাতাকে যখন বিকৃতরূপ করা হয়েছিল এবং পরে অনিরুদ্ধের বিবাহের দিন দ্যূতক্রীড়ার সময়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন তুমি অসহনীয় শোক অনুভব করেছিলে, তবুও আমাকে হারানোর আশঙ্কায় তুমি একটি কথাও বলোনি। এই নীরবতার মাধ্যমেই তুমি আমাকে জয় করেছ। তোমার অত্যন্ত গোপনীয় পরিকল্পনা জানিয়ে আমার কাছে দূত পাঠানো সত্ত্বেও আমি যখন তোমার কাছে যেতে বিলম্ব করছিলাম, তখন তুমি সমগ্র জগতকে শূন্য মনে করতে শুরু করেছিলে এবং তোমার যে দেহ আমাকে ছাড়া কখনও অন্য কারও সেবায় দেওয়া হত না, তাও তুমি ত্যাগ করতে চেয়েছিলে। তোমার এই মহত্ত্ব চিরকাল তোমারই থাকুক; তোমার ভক্তির জন্য তোমাকে মহানন্দে অভিনন্দন জানানো ছাড়া এর প্রতিদানের আমি অন্য কিছুই করতে পারি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আত্মানন্দী জগদীশ্বর এইভাবেই লক্ষ্মীদেবীকে প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যালাপে নিয়োজিত করে মানব সমাজের জীবনচর্যা অনুকরণ করে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। সর্বশক্তিমান হরি, সমস্ত জগতের পরম গুরু, তাঁর অন্যান্য রাণীর প্রাসাদগুলিতে চিরাচরিত গৃহস্থের মতোই একইভাবে গৃহীর ধর্ম পালন করেছিলেন।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের প্রত্যেকে দশ জন পুত্রের জন্ম দান করেছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পিতার সকল নিজস্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত হওয়ায়, তাঁদের পিতার থেকে তাঁরা কেউ হীনগুণ হয়নি। যেহেতু এই সমস্ত রাজকন্যারা প্রত্যেকেই ভগবান অচ্যুতকে কখনই তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরুতে দেখতেন না, তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা বলে ভাবতেন। এই রমণীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য বুঝতেই পারেননি। শ্রীভগবানের পত্নীরা তাঁর মনোহর পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল, তাঁর সুবিস্তৃত দুই বাহু ও নয়ন, তাঁর হাস্যময় প্রেমময়ী দৃষ্টি এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর মনোরম বাক্যালাপে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েই ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের সকল বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও এই সকল রমণীরা সর্বশক্তিমান ভগবানের মন জয় করতে পারেননি। এই সকল ষোড়শ সহস্র রাণীর ভ্রূমণ্ডল লাজুক হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতের সাহায্যে তাঁদের গোপন অভিপ্রায়গুলি মনোমুগ্ধকরভাবে ব্যক্ত করত। এইভাবে তাঁদের ভ্রূ সঞ্চালন সুস্পষ্টভাবেই দাম্পত্য বার্তা অভিব্যক্ত করত, তবুও কামদেবের এই ধরনের বাণে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য উপায়েও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদিকে ক্ষোভিত করতে পারতেন না। যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে তাঁর কাছে যেতে হয়, তা জানেন না, তবুও সেই সকল রমণীরা লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাস্যযুক্ত দৃষ্টি বিনিময় করে, তাঁর সঙ্গে নব-সঙ্গম বিষয়ে ঔৎসুক্য ও নানাভাবে আনন্দ উপভোগ করে নিত্য বিকশিত আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁরা অনুরাগ অনুভব করতেন। যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকের শত শত দাসী ছিল, তবুও তাঁরা নিজেরা, তাঁকে বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা করে, তাঁকে আসন প্রদান করে, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী দিয়ে তাঁর অর্চনা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও মর্দন করে, চিবানোর জন্য তাঁকে পান সুপারি দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধ বাটা-চন্দন অনুলেপন করে, তাঁকে ফুলমালায় শোভিত করে, তাঁর কেশ প্রসাধন করে, তাঁর শয্যা প্রস্তুত করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করে, স্বয়ং শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের রাণীদের মধ্যে ইতিপূর্বে আমি আটজন প্রধান মহিষীর উল্লেখ করেছি যাঁদের প্রত্যেকের দশজন করে পুত্র ছিল। আমি এখন আপনাকে ঐ আট মহিষীর প্রদ্যুম্ন প্রমুখ পুত্রদের নাম বলব। রাণী রুক্মিণীর প্রথম পুত্র ছিলেন প্রদ্যুম্ন, এছাড়াও চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ এবং সুচারু সহ বলশালী চারুদেহ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং দশম পুত্র চারু তাঁর গর্ভে জাত হয়েছিলেন। শ্রীহরির এই সকল পুত্রের কেউই তাঁর পিতার তুলনায় হীন ছিলেন না। সত্যভামার দশ পুত্র হলেন ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহৎভানু, অতিভানু (অষ্টম), শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। শাম্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় ও ক্রতু ছিলেন জাম্ববতীর পুত্র। শাম্ব প্রমুখ এই দশজন ছিলেন তাঁদের পিতার অতি প্রিয়জন। নাগ্নজিতীর পুত্রেরা ছিলেন বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু এবং শ্রীসম্পন্ন কুন্তি। শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ এবং পূর্ণমাস এরা ছিলেন কালিন্দীর পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন সোমক। মাদ্রার পুত্রগণ ছিলেন প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত। মিত্রবিন্দার পুত্রগণ ছিলেন বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্ধন, উন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি এবং ক্ষুধি। বাম, আয়ু এবং সত্যকের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয় এবং সুভদ্র ছিলেন ভদ্রার পুত্র। দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত এবং অন্যান্যরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের ঔরসে, রুক্মীর কন্যার রুক্মবতীর গর্ভে মহাবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে রাজন, যখন তাঁরা ভোজকোট নগরীতে বাস করছিলেন, তখনই এই সমস্ত ঘটেছিল। হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের সহস্রকোটি পুত্র ও পৌত্র ছিল। ষোড়শ সহস্র জননী এই বংশের সৃষ্টি করেছিলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"কিভাবে রুক্মী তাঁর শত্রুর পুত্রকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে পারলেন? শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মী পরাজিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। হে সর্বজ্ঞ—কিভাবে এই দুই বৈরী দল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, দয়া করে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন। যা এখনও ঘটেনি, এবং অতীতের কিংবা বর্তমানের যা কিছু ব্যাপার, তা ইন্দ্রিয়াতীত, বহুদূরবর্তী, কিংবা প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির মধ্যে হলেও, যোগীরা সবই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রুক্মবতী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় কামদেবের মূর্তপ্রকাশ প্রদ্যুম্নকে স্বয়ং বরণ করেছিলেন। অতঃপর, প্রদ্যুম্ন একটিমাত্র রথে একাকী যুদ্ধ করেও সমবেত সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে রুক্মবতীকে নিয়ে চলে যান। যদিও রুক্মী তাঁর অপমানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বৈরীভাব সর্বদা স্মরণ করতেন, কিন্তু তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাঁর ভাগিনেয়র সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন। হে রাজন, কৃতবর্মার পুত্র বলী, রুক্মিণীর

কনিষ্ঠা কন্যা, বিস্তৃত নয়না চারুমতীকে বিবাহ করলেন। ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে রুক্মীর অবিরাম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও রুক্মী তাঁর পৌত্রী রোচনাকে তাঁর দৌহিত্র অনিরুদ্ধের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। যদিও, রুক্মী এই বিবাহকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। হে রাজন, সেই বিবাহের আনন্দময় উৎসবে রাণী রুক্মিণী, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রমুখ শ্রীভগবানের বিভিন্ন পুত্রগণ ভোজকট নগরে গিয়েছিলেন।"

"বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ প্রমুখ একদল উদ্ধত রাজা রুক্মীকে বলল, "তোমার বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করা উচিত। হে রাজন, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নন, কিন্তু তবুও তিনি এর প্রতি যথেষ্ট আসক্ত।" এইভাবে পরামর্শ পেয়ে রুক্মী বলরামকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া শুরু করল। সেই ক্রীড়ায় শ্রীবলরাম প্রথমে একশত, তারপর এক সহস্র, তারপর দশ সহস্র মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। প্রথম পর্যায়ে রুক্মী জয়লাভ করলে কলিঙ্গের রাজা বলরামের দিকে তার সমস্ত দন্ত প্রদর্শন করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। শ্রীবলরাম তা সহ্য করতে পারলেন না। অতঃপর রুক্মী এক লক্ষ মুদ্রার বাজি স্বীকার করল যা শ্রীবলরাম জিতলেন। কিন্তু রুক্মী "আমিই বিজয়ী!" ঘোষণা করে কপটতা করার চেষ্টা করল। পূর্ণিমার দিনের সমুদ্রের মতো ক্রোধে ক্ষোভিত হয়ে সুদর্শন শ্রীবলরাম, তাঁর স্বাভাবিক অরুণবর্ণের দুই নেত্র ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ করে দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। শ্রীবলরাম যথার্থই এই পণটিও জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পুনরায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে ঘোষণা করল, "আমি জিতেছি! প্রত্যক্ষদর্শীরা এখানে বলুন তাঁরা কি দেখেছিলেন।" ঠিক তখনই আকাশ হতে এক কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল, "ধর্মতঃ বলরাম এই পণ জিতেছেন। রুক্মী নিশ্চিতরূপে মিথ্যা কথা বলছেন।" অসৎ রাজাদের প্ররোচনায় রুক্মী দৈববাণী অবজ্ঞা করল। প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্ট স্বয়ং রুক্মীকে প্ররোচিত করছিল এবং তাই সে শ্রীবলরামকে এইভাবে উপহাস করতে থাকল। তোমরা গোপবালকরা বনে বনে বিচরণ কর, অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে কিছুই জানো না। অক্ষক্রীড়া এবং বাণ দ্বারা ক্রীড়া করা কেবলমাত্র রাজাদের জন্য, তোমাদের মতো মানুষদের জন্য নয়। এইভাবে রুক্মীর কাছে অপমানিত হয়ে এবং রাজাদের দ্বারা উপহসিত হয়ে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই পবিত্র বিবাহ সভার মধ্যে তিনি তাঁর গদা উদ্যত করে রুক্মীকে আঘাত করে বধ করলেন। শ্রীবলরামের দিকে তাকিয়ে তার দন্ত প্রদর্শন করে যে কলিঙ্গের রাজা উপহাস করেছিল, সে এবার পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ভগবান শীঘ্রই তাঁর দশম পদক্ষেপে তাকে ধরে ফেললেন এবং তার সবকটি দাঁত উৎপাটন করলেন।"

"শ্রীবলরামের গদায় বিপর্যস্ত হয়ে অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করল, তাদের বাহু, উরু ও মস্তক বিদীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের দেহ রক্তে ভিজে উঠেছিল। হে রাজন, যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী নিহত হয়েছিল, তখন তিনি তা সমর্থনও করলেন না কিম্বা বিরোধিতাও করলেন না, কারণ তিনি রুক্মিণী অথবা বলরাম উভয়ের সাথে স্নেহবন্ধন ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। অতঃপর শ্রীবলরাম প্রমুখ দশার্হ বংশধরগণ অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করিয়ে ভোজকট থেকে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। শ্রীমধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের সকল উদ্দেশ্য সাধন করেছিল।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান শ্রীহরি ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ হয়েছিল। হে মহাযোগী, এই ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু কৃপা করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বামনদেবরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীহরিকে যিনি সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন, সেই মহাত্মা বলি মহারাজের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণ। বলির ঔরসজাত বাণাসুর, দেবাদিদেব শিবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছিল সর্বদা মান্য আচরণ, এবং সে ছিল মহানুভব, বুদ্ধিমান, সত্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়ব্রত। মনোরম শোণিতপুর নগরী ছিল তার রাজ্যের অধীন। যেহেতু দেবাদিদেব শিব তাকে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাই দেবতারাও ভৃত্যের মতো বাণাসুরের কাছে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকত। একবার, শিব যখন তার তাণ্ডব-নৃত্য করছিলেন, তখন বাণ তার এক সহস্র হাত দিয়ে বাদ্য যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। সর্বভূতেশ্বর, শরণ্য ভক্ত বৎসল মহাদেব বাণাসুরকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বলে সন্তুষ্ট করেন। বাণ মহাদেবকে তার রাজ্যের নগরপালক হওয়ার প্রার্থনা জানায়। বাণাসুর তার শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন দেবাদিদেব শিব যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন বাণাসুর তার সূর্যসম উজ্জ্বল মুকুটখানি দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁকে বলতে লাগল—হে দেবাদিদেব মহাদেব, জগতের নিয়ন্তা ও গুরুদেব, আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। যারা অপূর্ণকাম, তাদের কামনা পূরণকারী আপনি কল্পতরুর মতো। আমাকে আপনার দেওয়া এই এক সহস্র বাহু একটি অত্যন্ত বোঝা হয়ে উঠেছে মাত্র। আপনি ছাড়া ত্রিভুবনে যুদ্ধ করার যোগ্য আর কাউকে আমি পেলাম না। হে আদিদেব, আমার রণ কণ্ডুয়ন চঞ্চল যুক্ত বাহু দিয়ে পর্বতগুলি চূর্ণ করে দিগ্-গজগণের সঙ্গে যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে আমি এগিয়ে গেলে সেই সমস্ত বৃহৎ মণ্ডলীও ভয়ে পলায়ন করেছিল। দেবাদিদেব শিব তা শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওহে মূর্খ, যখন তুমি আমার সমকক্ষ কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তোমার রথের ধ্বজাই ভগ্ন হবে। সেই যুদ্ধ তোমার দর্প বিনষ্ট করবে।" এইভাবে উপদেশ লাভ করে, নির্বোধ বাণাসুর খুশি হয়েছিল। হে রাজন্ তখন দেবাদিদেব গিরিশ সেই মূর্খের শক্তি বিনাশের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রতীক্ষা করার জন্য গৃহে গমন করল।"

"একটি স্বপ্নের মধ্যে বাণের কন্যা ঊষার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের পুত্রের এক প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ হয়েছিল, যদিও ঊষা তার প্রেমিককে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি বা তাঁর কথা শোনেনি। ঊষা তাঁর স্বপ্নের মাঝে তাঁর কান্ত পুরুষের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে সহসা তাঁর সখীদের মাঝখানে জেগে উঠে 'হে কান্ত, আপনি কোথায়?' বলে ক্রন্দন করে অত্যন্ত বিহ্বলা ও লজ্জিতা হয়েছিলেন। কুম্ভাণ্ড নামে বাণাসুরের এক মন্ত্রী ছিল, যার কন্যা চিত্রলেখা ছিল ঊষার সখী। সে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তার সখীকে জিজ্ঞাসা করল—হে মনোরম রূপসম্পন্না সুন্দরী, তুমি কাকে অন্বেষণ করছ? তুমি কোন্ কামনা অনুভব করছ? এখনও পর্যন্ত, হে রাজকন্যা, কোনও পুরুষকে তোমার পাণিগ্রহণ করতে তো দেখিনি।"

ঊষা বললেন—"স্বপ্নে আমি একজন শ্যামবর্ণ, কমলনয়ন, পীত বসন পরিহিত ও বলশালী বাহু সমন্বিত পুরুষকে দর্শন করেছিলাম। তিনি যেন ঠিক রমণী-হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। আমি সেই প্রেমিককে অন্বেষণ করছি। আমাকে তাঁর অধরের মধু পান করিয়ে, সে কোথাও চলে গেছে এবং এইভাবে সে তাঁর জন্য প্রচণ্ড লালায়িত করে দিয়ে আমাকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে গেছে।"

চিত্রলেখা বলল—"আমি তোমার দুঃখ দূর করব। যদি ত্রিভুবনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়, তবে তোমার হৃদয় হরণকারী সেই ভাবী স্বামীকে আমি এনে দেব। আমাকে দেখিয়ে দাও সে কে। এই কথা বলে, চিত্রলেখা দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও নানা মানুষের ছবি যথাযথভাবে আঁকতে শুরু করল। হে রাজন, মানুষদের মধ্যে থেকে শূরসেন, আনকদুন্দুভি, বলরাম ও কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিদের ছবি চিত্রলেখা অঙ্কন করেছিল। উষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠল এবং যখন সে অনিরুদ্ধের ছবি দেখল তখন সে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করল। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, "ইনিই সেই! ইনিই তিনি।" যৌগিক শক্তি সমন্বিতা চিত্রলেখা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (অনিরুদ্ধ) রূপে চিনতে পারল। হে রাজন, সে তখন যৌগিক আকাশপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন দ্বারকায় চলে গেল। সেখানে সে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে একটি সুন্দর শয্যায় নিদ্রিত দেখতে পেল। তার যৌগিক ক্ষমতার সাহায্যে সে তাঁকে তুলে নিয়ে শোণিতপুরে চলে গেল, যেখানে সে তার সখী উষার কাছে তার প্রিয়তমকে উপস্থিত করল।"

"উষা যখন মানুষের মধ্যে পরম সুন্দর তাঁকে দর্শন করল, তার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পুরুষের পক্ষে দুর্লক্ষ্য অন্তঃপুরে সে প্রদ্যুম্ন-পুত্রকে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল। উষা অনিরুদ্ধকে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসন ইত্যাদির সঙ্গে অমূল্য বসন নিবেদন করে বিশ্বস্ত সেবার সঙ্গে তাঁর পূজা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিবিধ পানীয়, সকল ধরনের খাদ্য ও সুমিষ্ট বাক্যও নিবেদন করলেন। এইভাবে তিনি যখন কুমারীদের আবাসে গূঢ়ভাবে অবস্থান করছিলেন তখন অনিরুদ্ধ দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া লক্ষ্যই করেন নি, কারণ তাঁর জন্য নিরন্তর বিকশিত উষার অনুরাগে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি আবিষ্ট হয়েছিল। স্ত্রী-রক্ষীরা ঘটনাচক্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রণয়সম্বন্ধ লাভের লক্ষণাদি উষার মধ্যে দেখেছিল, তিনি তাঁর কুমারীব্রত লঙ্ঘন করে যদু বীরের কাছে উপভুক্তা হয়ে দাম্পত্য সুখের সকল চিহ্ন বহন করছিলেন। রক্ষীরা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছিল, "হে রাজা, আমরা আপনার কন্যার মধ্যে কুলদোষযুক্ত, অনুপযুক্ত আচরণগুলি লক্ষ্য করেছি।"

"কখনও আমাদের স্থান ত্যাগ না করে আমরা যত্ন সহকারে তার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম, হে প্রভু, তাই আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে সেই কন্যা, যাকে কোন পুরুষ দর্শন করতে সমর্থ নয়, সে প্রাসাদের মধ্যেই দূষিতা হলেন।"

"তার কন্যার কলুষতা সম্পর্কে শ্রবণ করে অত্যন্ত উত্তেজিত, বাণাসুর সত্বর কন্যার আবাসে পৌঁছল। সেখানে সে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল। বাণাসুর তার সামনে ঘনশ্যাম বর্ণ, পীতবসনধারী, কমলনয়ন ও বলশালী বাহুসমন্বিত কামদেবের পুত্রকে দেখতে পেল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দীপ্তিমান কুণ্ডল ও কেশরাশি এবং ঈষৎ হাস্য যুক্ত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত। তিনি যখন তাঁর পরম মঙ্গলময় প্রিয়ার সম্মুখে উপবেশন করে অক্ষক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে ঝুলছিল বসন্তকালীন মল্লিকাফুলের মালা যা তিনি যখন তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন তখন তার স্তনের কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত হয়েছিল। বাণাসুর এই সব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল। বাণাসুরকে বহু সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে, অনিরুদ্ধ তাঁর লৌহ গদা উত্তোলন করলেন এবং যে তাঁকে আক্রমণ করবে তাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দণ্ডধারী স্বয়ং যমের মতো মনে হচ্ছিল। চতুর্দিক থেকে প্রহরীরা যখন তাঁকে ধরবার চেষ্টায় অগ্রসর হল, তখন কোনও শূকর দলের নেতা যেমন কুকুরদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে অনিরুদ্ধ তাদের আক্রমণ করলেন। তাঁর আঘাতে প্রহরীরা তাদের ভাঙা মাথা আর হাত-পা নিয়ে তাদের প্রাণ ভয়ে দৌড়তে থাকল এবং প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু অনিরুদ্ধ বাণের সৈন্যবাহিনীকে আঘাতে বিনষ্ট করা সত্ত্বেও বলীর সেই বলশালী পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তার যৌগিক নাগপাশে আবদ্ধ করল। উষা যখন অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি শোকে ও বিষাদে বিহ্বলা হলেন; তাঁর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদছিলেন।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতের বংশধর, অনিরুদ্ধের আত্মীয়-স্বজন তাকে ফিরতে না দেখে বর্ষার চার মাস শোকে-দুঃখে অতিবাহিত করলেন। নারদের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের আচরণ ও তাঁর বন্দী হওয়ার বার্তা শোনার পরে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নিজ অধীশ্বর বিগ্রহ রূপে অর্চনাকারী, বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গেলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র এবং সাত্বত বংশের অন্যান্য প্রধানগণ দ্বাদশ সেনাবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক হতে বাণাসুরের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে তা অবরোধ করলেন। বাণাসুর তার নগরীর উদ্যান, প্রাচীর, রণকক্ষ ও প্রবেশ তোরণগুলি ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সম সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বার হল। দেবাদিদেব শিব, তাঁর বৃষ-বাহন নন্দির উপরে আরোহণ করে প্রমথগণ ও তাঁর পুত্র কার্তিকেয় সহ বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাণের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তুমুল আলোড়নপূর্ণ ও রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শ্রীবলরাম কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সঙ্গে, সাম্ব বাণ-পুত্রের সঙ্গে এবং সাত্যকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। সিদ্ধ, চারণ ও মহান মুনিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ সহ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবেন্দ্রগণ সকলে তা দর্শন করার জন্য তাঁদের দিব্য বিমান যোগে আগমন করলেন। তাঁর শার্ঙ্গ নামে ধনুক থেকে তীক্ষ্ণাগ্র শর নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের বিভিন্ন অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যতুধান, বেতাল, বিনায়ক, প্রেত, মাতা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম-রাক্ষসদের সকলকে বিতাড়িত করলেন। ত্রিশূলধারী দেবাদিদেব শিব শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না—তিনি যথার্থ প্রতি অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে একটি বায়ব্যাস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে, আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দিয়ে এবং দেবাদিদেব শিবের পাশুপতাস্ত্রকে তাঁর নিজস্ব নারায়ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন। জৃম্ভণাস্ত্র দিয়ে শিবকে মোহিত করে তাঁকে হাই তুলতে বাধ্য করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসি, গদা ও বাণ দিয়ে বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেন। চতুর্দিক হতে অবিরাম বর্ষিত প্রদ্যুম্নের তীরের আঘাতে কার্তিকেয় বিপর্যস্ত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর অঙ্গ হতে রক্ত ঝরতে ঝরতে তাঁর বাহন ময়ূর পৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ শ্রীবলরামের গদার পীড়নে নিপতিত হল। যখন এই দুই অসুরের সৈন্যবাহিনী দেখল যে, তাদের নেতারা নিহত হয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে পলায়ন করল। বাণাসুর তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার রথারোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। যুদ্ধের জন্য দর্পোন্মত্ত বাণ একই সঙ্গে তার পাঁচশত ধনুকের সমস্ত জ্যা আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেক জ্যাতে দুটি করে তীর যোজনা করল। ভগবান শ্রীহরি বাণাসুরের প্রতিটি ধনুক একসঙ্গে ছেদন করলেন এবং তার রথ, রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও সব বিনাশ করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন।' ঠিক তখনই বাণাসুরের মাতা, কোটরা, তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার বাসনায় আলুলায়িত কেশে নগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হল। ভগবান গদাগ্রজ নগ্ন নারী দর্শন পরিহার করার জন্য তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তখনই বাণাসুর রথহীন হয়ে ছিন্ন ধনু নিয়ে তার নগরীতে পলায়নের জন্য সুযোগ গ্রহণ করল।"

"শিবের অনুচরেরা বিতাড়িত হওয়ার পর, শিব-জ্বর, যার ছিল তিনটি মাথা এবং তিনটি পা, সে শ্রীকৃষ্ণকে

আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। শিব-জ্বর অগ্রসর হলে মনে হয়েছিল যে, সে যেন দশ দিকের সমস্ত কিছু দগ্ধ করবে। সেই মূর্তিমান অস্ত্রকে অগ্রসর হতে লক্ষ্য করে, ভগবান নারায়ণ তখন তাঁর আপন মূর্তিমান জ্বর-অস্ত্র, বিষ্ণু-জ্বরকে মুক্ত করলেন। এইভাবে শিব-জ্বর ও বিষ্ণু-জ্বর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু জ্বরের বলে অভিভূত হয়ে যন্ত্রণায় শিব-জ্বর ক্রন্দন করে উঠল। কিন্তু কোনও আশ্রয় না পেয়ে, ভয়ভীত শিব-জ্বর তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভের আশায় প্রার্থনা করল। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে সে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে শুরু করল।"

শিব-জ্বর বলেছিল—"সকল জীবের পরমাত্মা, ভগবান, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনি শুদ্ধ এবং পূর্ণ জ্ঞানের ধারক এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনিই বেদ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে প্রশান্ত। কাল, দৈব, কর্ম, জীব ও তার স্বভাব, সূক্ষ্ম উপাদান, দেহ, প্রাণবায়ু, অহঙ্কার, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই সবকিছু সামগ্রিকভাবে যা জীবদেহে প্রতিফলিত হয়, এই সমস্ত কিছুই আপনার মায়া, বীজ ও অঙ্কুরের মতো এক নিরন্তর প্রবাহ। আমি মায়া নিবারণকারী আপনার এই সত্তার শরণ গ্রহণ করি। দেবগণ, সাধুগণ এবং এই জগতের ধর্মসূত্রগুলি পালন পোষণের উদ্দেশ্যে আপনি বিভিন্নভাবে আপনার লীলা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত লীলার মাধ্যমে আপনি উন্মার্গগামী হিংসাপরায়ণ সকলকে বধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনার বর্তমান অবতরণের উদ্দেশ্যই ভূভার হরণ। আপনার ভয়ঙ্কর জ্বর-অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আমি পীড়িত হয়েছি, যে-অস্ত্র শীতল অথচ দগ্ধকর। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রাণী জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়ে থাকে এবং এইভাবে আপনার চরণ সেবায় বিমুখ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তারা অবশ্যই দুঃখ ভোগ করে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে ত্রিশির, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার জ্বর-অস্ত্র থেকে তোমার ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কথোপকথন স্মরণ করবে, তারও তোমাকে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।"

"এইসব কথা শুনে, মাহেশ্বর জ্বর অচ্যুত ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করল। কিন্তু তখন বাণাসুর তার রথে আরোহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হাজির হল। তার সহস্র হাতে নানা অস্ত্র ধারণ করে, হে রাজন, সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ অসুর চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দিকে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করল। বাণ ক্রমাগত তাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র ব্যবহার করে বাণাসুরের বাহুগুলি যেন বৃক্ষ শাখার মতো ছেদন করতে লাগলেন। দেবাদিদেব শিবের ভক্ত বাণাসুরের হাতগুলি কেটে পড়ে যাচ্ছে দেখে শিব তার প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে ভগবান চক্রায়ুধের (শ্রীকৃষ্ণ) কাছে উপস্থিত হয়ে এইভাবে বললেন—আপনিই একমাত্র পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিস্বরূপ, শব্দব্রহ্মে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরম তত্ত্ব। যাদের হৃদয় নির্মল, তারাই আকাশের মতো শুদ্ধ স্বরূপ আপনাকে দর্শন করতে পারে। আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার বীর্য, এবং স্বর্গ আপনার মস্তক। দিকসমূহ আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, ভেষজ তরুলতা আপনার দেহের রোমরাজি, এবং জলদ মেঘ আপনার মস্তকের কেশ। পৃথিবী আপনার পদ, চন্দ্র আপনার মন, এবং সূর্য আপনার দৃষ্টি এবং আমি আপনার অহঙ্কার। সমুদ্র আপনার উদর, ইন্দ্র আপনার বাহু, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার বুদ্ধি স্বরূপ মানব সৃষ্টির জননেন্দ্রিয়ের মতো এবং ধর্ম আপনার হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে আপনি আদি পুরুষ, জগতের স্রষ্টা। হে অকুণ্ঠ শক্তিমান, জড় জগতে ধর্ম রক্ষা ও সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতরণ। আমরা দেবতাগণ প্রত্যেকে আপনার কৃপা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সপ্ত ভুবনকে পালন করছি। আপনি আদি পুরুষ, অদ্বিতীয়, তুরীয়, ও স্ব-প্রকাশ। কারণ রহিত আপনি সর্ব কারণের কারণ এবং আপনি পরম নিয়ন্তা। তথাপি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত বস্তুর বিকার সমূহে আপনি প্রতীয়মান হন—আপনি বিকারে অনুমোদন করেন যাতে বিভিন্ন জড়গুণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। হে ভূমন, সূর্য যেমন, মেঘের মাঝে গুপ্ত থেকেও, মেঘ ও অন্যান্য সকল দর্শনীয় রূপকেও আলোকিত করে, তেমনি আপনি জড় গুণাবলীতে গুপ্ত

হলেও আত্ম-দীপ্তিমান রূপে অবস্থান করেন এবং এইভাবে সেই সকল গুণাবলীর অধিকারী জীবদের সঙ্গে সেইগুলি প্রকাশ করেন। আপনার মায়ায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হলে, পুত্র, পত্নী, গৃহ সংসারে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে, মানুষ জড় দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কখনও ভেসে ওঠে এবং কখনও ডুবে যায়। যে ভগবানের কাছ থেকে এই মানব জীবন উপহার স্বরূপ অর্জন করেও তার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণে এবং আপনার শ্রীচরণে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, সে নিশ্চিতরূপে অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে কেবল নিজেকেই প্রবঞ্চনা করছে। যে মানুষ নিতান্তই বিপরীত স্বভাবের ইন্দ্রিয়-বিষয়ের জন্য তার যথার্থ আত্মা, প্রিয়তম সুহৃদ এবং ঈশ্বর হলেও আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে বিষ ভক্ষণ করে। আমি, ব্রহ্মা, অন্যান্য দেবতাগণ এবং শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সকলে সর্বতোভাবে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মা এবং ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি। সংসার মুক্তির নিমিত্ত, হে ভগবান, আমরা আপনাকে ভজনা করি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের পালক এবং সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্তচিত্ত আপনি প্রকৃত সুহৃদ, পরমাত্মা এবং পূজনীয় ভগবান। আপনি অদ্বিতীয়, সকল জগতের ও সকল আত্মার আশ্রয়। এই বাণাসুর আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুগামী এবং আমি তাকে ভয়মুক্ত করেছি। সুতরাং হে ভগবান, অনুগ্রহ করে তাকে কৃপা করুন, যেমন আপনি অসুরাধীশ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে ভগবন্, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা অবশ্যই, তুমি আমাদের কাছে যা প্রার্থনা করেছ, তা করব। আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি বৈরোচনির এই অসুরপুত্রকে হত্যা করব না, কারণ আমি প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করেছিলাম যে, আমি তাঁর কোন বংশধরকে হত্যা করব না। আমি বাণাসুরের বাহুগুলি ছেদন করেছিলাম তার অহঙ্কার দমন করার জন্য। আর আমি তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিধন করেছিলাম কারণ তা পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছিল। এই অসুর, যার এখনও চারটি বাহু রয়েছে, সে জরা ও মরণ রহিত হবে এবং সে তোমার প্রধান পার্ষদগণের একজন হয়ে সেবা করবে। এইভাবে তার আর কোনও বিষয়ে কোনও ভয় থাকবে না। এইভাবে অভয় লাভ করে বাণাসুর ভূমিতে তার মাথা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে তাঁদের রথে উপবেশন করিয়ে বাণ তাঁদের ভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল। সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূ উভয়কে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলের সামনে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত করলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব শিবের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রচুর পরিমাণে পতাকা ও বিজয় তোরণ দিয়ে নগরীকে সাজানো হয়েছিল এবং রাজপথ ও চত্বরগুলি জল সিঞ্চিত করা হয়েছিল। শঙ্খ, আনকদুন্দুভি ধ্বনিত হলে শ্রীভগবানের আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণগণ এবং জনসাধারণ সকলে এগিয়ে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিনন্দিত করেছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বিজয় কাহিনী যে স্মরণ করে, তার কখনও পরাজয় হবে না।"

চতুষষ্টিতম অধ্যায়

রাজা নৃগ উদ্ধার

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"হে রাজন, একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ এবং যদু বংশের অন্যান্য বালকেরা খেলা করার জন্য একটি উপবনে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ খেলা করে, তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। তারা যখন জলের খোঁজ করছিল। তখন একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে তাকিয়ে একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল। পাহাড়ের মতো এই গিরগিটিটাকে দেখে ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য তাদের দুঃখ হল এবং তাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল। তারা চামড়ার ফিতা ও তারপর পাকানো দড়াদড়ি দিয়ে আটকে পড়া গিরগিটিটাকে বাঁধল, কিন্তু তবুও তাকে তুলতে পারল না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে তারা গেল এবং উত্তেজিত হয়ে প্রাণীটি সম্বন্ধে তাঁকে সব কথা বলল। জগতের পালক কমলনয়ন শ্রীভগবান কুয়োটির কাছে গেলেন এবং গিরগিটিটাকে দেখলেন। তারপর তাঁর বাম হাত দিয়ে অতি সহজেই তিনি সেটিকে তুলে আনলেন। মহিমান্বিত শ্রীভগবানের হাতের স্পর্শলাভে সেই প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ তার গিরগিটি রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গবাসীর রূপ ধারণ করল। তার দেহ বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের মতো এবং বিচিত্র অলঙ্কারাদি, বসন ভূষণ এবং পুষ্পমাল্যে সে শোভিত ছিল।"

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সবই জানতেন, তবু জনসাধারণকে তা জানানোর জন্যই তিনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মহাভাগ্যবান, আপনি কে? আপনার মনোহর রূপ দর্শন করে আমি মনে করি যে, আপনি অবশ্যই কোন মহান্ দেবতা হবেন। কোন্ অতীত কর্মের মাধ্যমে আপনি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন? হে সুভদ্র, মনে হয় আপনি এমন দুর্ভাগ্যের যোগ্য নন। আমরা আপনার বিষয়ে জানতে আগ্রহী,—যদি, তা আমাদের বলার মতো স্থান-কাল আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তা হলে দয়া করে আপনার সম্বন্ধে আমাদের অবগত করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে অনন্তমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে সূর্যের মতো দীপ্তিমান কিরীটধারী রাজা ভগবান মাধবকে প্রণাম নিবেদন করে এইভাবে উত্তর প্রদান করলেন।"

নৃগ রাজ বললেন—"ইক্ষ্বাকুর পুত্র আমি নৃগ নামে পরিচিত এক রাজা। হে প্রভু, দানশীল মানুষদের তালিকা ঘোষণার সময়ে সম্ভবত আপনি আমার কথা শুনেছিলেন। হে নাথ, আপনার কাছে কিছু অজানা থাকতে পারে কি? কালের প্রভাব সত্ত্বেও আপনার অব্যাহত দৃষ্টির মাধ্যমে আপনি সকল জীবের হৃদয়ের সাক্ষী হয়ে আছেন। তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সবই বলব। পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে, অথবা বর্ষণ ধারায় যত জলবিন্দু থাকে, আমি ততগুলি গাভী দান করেছি। তরুণী, কপিলা, দুগ্ধবতী গাভী, যারা সৎ-স্বভাব, সুরূপা ও সদ্‌গুণাবলী যুক্তা, যারা সদ্‌ভাবে উপার্জিতা, এবং যারা স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গবিশিষ্টা, রৌপ্যবদ্ধ খুর এবং সুন্দর অলঙ্কৃত বস্ত্র ও মাল্যে শোভিতা এই ধরনের সবৎসা গাভীগুলি আমি দান করেছিলাম। আমি প্রথমে আমার দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করার মাধ্যমে সম্মানিত করতাম। সেইসব অত্যন্ত উত্তম ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তরুণ, সচ্চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ছিল অভাবী। তাঁরা ছিলেন সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত, তাঁদের তপশ্চর্যার জন্য সুপরিচিত, বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাঁদের আচরণে সাধুভাবাপন্ন। আমি তাঁদের গাভী, ভূমি, স্বর্ণ এবং বাসগৃহের সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, ও দাসীসহ বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং তিল, রৌপ্য, সুন্দর শয্যা, বসন ভূষণ, রত্ন সামগ্রী, আসবাব পত্র এবং অনেক রথও দান করতাম। অধিকন্তু, আমি বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন করেছি এবং বিবিধ প্রকার ধর্মীয় কল্যাণকর কাজকর্মও করেছি।"

"একবার কোনও এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি গাভী পথ ভুলে আমার গোষ্ঠে প্রবেশ করে। অজানিতভাবে আমি অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভীটি দান করেছিলাম। যখন গাভীটির প্রথম মালিক তাকে নিয়ে যেতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, 'এটি আমার।' দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যিনি উপহার স্বরূপ গাভীটিকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, 'না, এ আমার। নৃগ তাকে আমায় দান করেছেন।' দুই ব্রাহ্মণ যখন তর্ক করছিলেন, তখন তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় আমার কাছে এলেন। তাঁদের একজন বললেন, 'আপনি আমাকে এই গাভী দান করেছিলেন', এবং অন্যজন বললেন, 'কিন্তু আপনি তাকে আমার কাছ থেকে অপহরণ করেছেন।' এই শুনে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমার কর্তব্য বিষয়ে এক ভয়ানক সঙ্কটে পড়েছি বুঝতে পেরে, আমি সবিনয়ে দুই ব্রাহ্মণের কাছে অনুনয় করলাম, "আমি এই গাভীটির পরিবর্তে আপনাদের এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ গাভী দান করব। দয়া করে তাকে আমায় ফিরিয়ে দিন। আপনাদের সেবকরূপে আমাকে আপনারা কৃপা করুন। আমি কি করেছি, তা বুঝতে পারিনি। এই কঠিন অবস্থা থেকে দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি নিশ্চিতরূপে অশুচি নরকে অধঃপতিত হব। গাভীটির এখন যিনি মালিক, তিনি বললেন, 'হে রাজন, এই গাভীর বিনিময়ে আমি অন্য কোন কিছু চাই না', এবং চলে গেলেন। অন্য ব্রাহ্মণও বলে দিলেন, 'আপনি যা দিয়েছেন, তার চেয়ে আরও দশ হাজার বেশি গাভীও আমি চাই না, বলে তিনিও চলে গেলেন। হে দেবেশ্বর, হে জগন্নাথ, এইভাবে সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশে যম দূতেরা আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে যমরাজ স্বয়ং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে রাজন, তুমি কি প্রথমে তোমার পাপের ফল ভোগ করতে চাও, কিংবা তোমার সমস্ত ধর্মকর্মের ফল ভোগ করবে? বাস্তবিকই, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠ দানের তথা ফলস্বরূপ আনন্দোজ্জ্বল স্বর্গসুখ ভোগের কোনই অন্ত দেখছি না। আমি উত্তর দিলাম, 'প্রথমে, হে প্রভু, আমাকে পাপ কর্মফল ভোগ করতে দিন, এবং যমরাজ বললেন, 'তা হলে পতন হোক।' তৎক্ষণাৎ আমার পতন হল, এবং হে প্রভু, পতন কালে আমি নিজেকে একটি গিরগিটি হয়ে যেতে দেখলাম।"

"হে কেশব, আপনার দাস রূপে আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাঁদের অকাতরে দান করতাম এবং আমি নিয়ত আপনার দর্শনলাভের উৎসুক হয়ে থাকতাম। তাই, এখনও আমার অতীত জীবন আমি বিস্মৃত হইনি। হে সর্বশক্তিমান, এখানে আমার সামনে আমার সুমুখে আপনাকে দর্শন করছে, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আপনি পরমাত্মা, যাকে মহা-যোগেশ্বরগণ তাঁদের শুদ্ধ-অন্তরে কেবলমাত্র চিন্ময় বেদনয়নের মাধ্যমেই ধ্যান করেন। তা হলে, হে অধোক্ষজ, জাগতিক জীবনের দুঃসহ দুর্বিপাকে আমার বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়লেও কিভাবে আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার দৃষ্টি গোচর হলেন? যিনি এই পৃথিবীতে তাঁর জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কেবলমাত্র তিনিই তো আপনাকে দর্শনে সমর্থ হন। হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়! হে কৃষ্ণ, দয়া করে আমায় দেবলোকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আমি যেখানেই বাস করি, হে প্রভু, আমার মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে আমি বারম্বার আমার প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সকল জীবের উৎস, পরম ব্রহ্ম, অনন্ত শক্তিরাশির অধিকারী, যোগের সকল পন্থার অধীশ্বর। এই বলে, নৃগরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণে তাঁর মুকুট স্পর্শ করলেন। বিদায় গ্রহণের অনুমতি লাভ করে নৃগরাজ অতঃপর সমবেত সকলের সামনে একটি অপূর্ব দিব্য বিমানে আরোহণ করলেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীনন্দন—যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুরক্ত এবং যিনি ধর্মাত্মা, তিনি তখন তাঁর পরিজনদের বললেন এবং এইভাবে সাধারণভাবে রাজন্যবর্গকে উপদেশ প্রদান করলেন। অগ্নির চেয়েও তেজস্বী কোনও মানুষ যদি ব্রাহ্মণের সম্পদ ভোগ করে, তবে তা সামান্য পরিমাণে হলেও, আত্মসাৎ করা কত দুঃসাধ্য হয়! তা হলে যে সব রাজারা নিজেদের সর্বময় প্রভু বলে মনে করে, তারা এই সব ব্রাহ্মণের ধন ভোগ করার চেষ্টা করলে কি হতে পারে, তা নিয়ে আর বলার কী আছে! হালাহলকে আমি প্রকৃত বিষ বলে মনে করি না, কারণ এর প্রতিবিধান

রয়েছে। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহৃত হলে, তাকে বাস্তবিকই বিষ বলা যেতে পারে, কারণ জগতে এর কোন প্রতিবিধান নাই। বিষ যে ভক্ষণ করে, কেবল তাকেই নাশ করে, এবং সাধারণ আগুন জল দিয়েই নেভানো যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহৃত হলে তা জ্বালানী কাঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নির মতো অপহরণকারীর সমগ্র পরিবারকে সমূলে দগ্ধ করে। যথাযথ অনুমতি গ্রহণ না করে যদি কেউ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগ করে, তবে সেই সম্পত্তি তার পরিবারের তিন পুরুষ বংশ বিনষ্ট করে। কিন্তু যদি সে তা বলপূর্বক গ্রহণ করে অথবা সরকার বা অন্য বহিরাগতের সাহায্যে তাকে অপহরণ করে, তা হলে তার দশ পূর্বপুরুষ ও দশ উত্তর পুরুষ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রাজন্যবর্গ তাদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অন্ধ হয়ে নিজেদের অধঃপতন আগে থেকে বুঝতে পারে না। মূর্খের মতো ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে, তারা প্রকৃতপক্ষে নরক গমনেরই অভিলাষ করে। যাদের সম্পত্তি অপহৃত হয়েছে এবং যারা পরিবারভারগ্রস্ত, যেই সকল উদার ব্রাহ্মণগণের অশ্রুর স্পর্শলাভ করে যত ধূলিকণা, তত বছরের জন্য ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণকারী, অসংযত রাজারা তাদের রাজপরিবার সহ কুম্ভীপাক নামে নরকে পাক হবে। নিজের উপহারই হোক অথবা অন্য কারও উপহারই হোক, যে ব্যক্তি কোনও ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি রূপে ষাট হাজার বছর জন্ম নিয়ে থাকে। আমি ব্রাহ্মণের ধন কামনা করি না। যারা তা কামনা করে, তারা স্বল্পায়ু এবং পরাভূত হয়। তারা তাদের রাজ্য হারায় এবং অন্যের কাছে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সর্পে পরিণত হয়। আমার অনুগামীগণ, কোনও অপরাধ করলেও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করবে না। এমন কি তিনি যদি তোমাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণও করেন অথবা বারম্বার তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তবুও সর্বদা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে। আমি যেমন সযত্নে ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি, তেমনি তোমরাও তাঁদের প্রণাম নিবেদন করবে। যে তার অন্যথা করবে, আমি তাদের দণ্ডদান করব। কোনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অজানিতভাবে অপহৃত হলে, তা অপহর্তার পতনের নিশ্চিত কারণ হয়, ঠিক যেমন, ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করে নৃগের পরিণতি হয়েছিল। এইভাবে দ্বারকার অধিবাসীদের নির্দেশ প্রদান করে, সকল জগতের পবিত্রকারী ভগবান মুকুন্দ তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একবার শ্রীবলরাম তাঁর সুহৃদবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে, তাঁর রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গমন করলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের উদ্বিগ্নতার পরে গোপগণ এবং তাঁদের পত্নীরা শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বচন দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।"

নন্দ ও যশোদা প্রার্থনা করলেন—"হে দশার্হ বংশজ, হে জগদীশ্বর, তুমি এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ যেন চিরকাল আমাদের রক্ষা করো।" এই বলে, তাঁরা শ্রীবলরামকে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের চোখের জলে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। শ্রীবলরাম অতঃপর বৃদ্ধ গোপগণকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানালেন এবং সকল কনিষ্ঠজনেরা তাঁকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে বয়স, সখ্যতার স্তর ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে স্মিত হাস্য, করমর্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর, বিশ্রাম গ্রহণের পর, শ্রীভগবান একটি আরামদায়ক আসন গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। তাঁর জন্য প্রেমাপ্লুত কম্পিত কণ্ঠে, সেই সকল গোপগণ, যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেছেন, তাঁরা [দ্বারকায়] তাঁদের প্রিয়জনের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার পরিবর্তে শ্রীবলরামও গোপবৃন্দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন।"

গোপগণ বললেন—"হে রাম, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন কুশলে আছেন তো? এবং রাম, তোমরা সকলে তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রসহ এখনও কি আমাদের স্মরণ কর? এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য যে পাপী কংস নিহত হয়েছে এবং আমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন মুক্ত হয়েছে। এবং আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের শত্রুদের নিহত ও পরাজিত করেছেন এবং এক মহা দুর্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা লাভ করেছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"শ্রীবলরামের সাক্ষাৎ দর্শনে সম্মানিতা বোধ করে গোপীরা হাসলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'পুর-স্ত্রীজনের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো? তিনি কি তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন, বিশেষত তাঁর পিতা ও মাতাকে? আপনি কি মনে করেন যে, তিনি কখনও তাঁর মাতাকে একবারের জন্যও দর্শন করতে আসবেন? এবং মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর জন্য আমাদের নিরন্তর সেবার কথা স্মরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হে দশার্হ বংশজ, আমরা আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র এবং ভগিনীদের পরিত্যাগ করেছি, যদিও এই সকল পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন, হে প্রভু, সেই কৃষ্ণ সহসা আমাদের ত্যাগ করে, আমাদের সঙ্গে সকল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তবুও কোনও নারী কেমন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে না পারে? কিভাবে বুদ্ধিমান পুর-রমণীরা একজন অস্থিরচিত্ত ও অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করতে পারে? তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে, কারণ তিনি এত বিচিত্রভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুন্দর সহাস্য দৃষ্টিপাতে তাঁদের কামনা জাগরিত হয়। হে গোপীগণ, কেন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলে বিরক্ত করছ? দয়া করে অন্য কোন কথা বল। তিনি যদি আমাদের ছাড়াই তাঁর সময় কাটাতে চান, তা হলে আমরাও একইভাবে [তাঁকে ছাড়াই] আমাদের দিন কাটাতে পারব।' এই সকল কথা বলতে বলতে গোপীরা ভগবান শৌরির হাস্য, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মধুর কথোপকথন, তাঁর আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, তাঁর বিচরণভঙ্গী এবং তাঁর প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা রোদন করতে শুরু করলেন।"

"বিভিন্ন ধরনের অনুনয়ে দক্ষ, সকল জীবের আকর্ষক ভগবান শ্রীবলরাম, তাঁর সঙ্গে পাঠানো শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তা গোপীদের কাছে বর্ণনা করে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। এই সমস্ত বার্তা গভীরভাবে গোপীদের হৃদয় স্পর্শ করল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম সেখানে মধু ও মাধব এই দুই মাস বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং রাত্রিকালে তিনি তাঁর গোপসখীগণকে প্রণয় সুখ প্রদান করলেন। বহু রমণীর সঙ্গে যমুনা নদীর তীরে একটি উদ্যানে শ্রীবলরাম আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই উদ্যান পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় স্নাত ছিল ও বায়ুবাহিত রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভের সোহাগ স্পর্শিত ছিল। বরুণদেবের পাঠানো, দিব্য বারুণী পানীয় একটি বৃক্ষ কোটর হতে প্রবাহিত হয়ে তার মধুর গন্ধে সমগ্র বন আরও সুবাসিত করেছিল। বায়ু সেই মিষ্ট পানীয় ধারার সৌরভ বলরামের কাছে বয়ে আনল এবং তিনি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে সেই বৃক্ষের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গীগণ তা পান করলেন। গন্ধর্বরা যখন শ্রীবলরামের মহিমা গান করছিলেন, তখন তিনি যুবতী রমণীদের উজ্জ্বল পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁকে হস্তিনী সঙ্গ মধ্যে উপভোগরত ইন্দ্রের হস্তী, রাজকীয় ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল। সেই সময় আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল, গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন এবং মহান ঋষিগণ শ্রীবলরামের বীরত্বসূচক কর্মের স্তুতি করছিলেন। তাঁর আচরণ যখন গীত হচ্ছিল, তখন শ্রীহলায়ুধ তাঁর সখীদের সঙ্গে বিভিন্ন বনের মধ্যে মত্ত হয়ে বিচরণ করছিলেন। পানীয়ের

প্রভাবে তাঁর দু'চোখ বিঘূর্ণিত হচ্ছিল। আনন্দে প্রমত্ত হয়ে, শ্রীবলরাম বিখ্যাত বৈজয়ন্তী সহ ফুলের মালা নিয়ে খেলা করলেন। তিনি একটি মাত্র কুণ্ডল পরিধান করেছিলেন এবং স্বেদবিন্দু তাঁর পদ্ম-সদৃশ হাস্যময় মুখে হিমকণার ন্যায় শোভিত করেছিল। শ্রীভগবান এখন যমুনাকে আহ্বান করলেন যাতে তিনি তার জলে খেলা করতে পারেন, তাঁকে মত্ত মনে করে, যমুনা তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তা বলরামকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং তিনি তাঁর লাঙলের ফলা দিয়ে নদীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।"

শ্রীবলরাম বললেন—"হে পাপী, আমাকে অবজ্ঞাকারী, আমি যখন তোমাকে আহ্বান করেছিলাম, তুমি আগমন করনি বরং তোমার নিজ ইচ্ছায় তুমি চলেছ। তাই আমার লাঙলের ফলা দ্বারা তোমাকে শতধা বিভক্ত করে এখানে নিয়ে আসব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"হে রাজন, এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে ভীত নদী-দেবী যমুনা এসেছিলেন এবং যদু-নন্দন শ্রীবলরামের চরণে প্রণত হলেন। কম্পিতভাবে তিনি তাঁকে বললেন—হে মহাভুজ রাম, রাম! আমি আপনার প্রভাবের কিছুই অবগত নই। আপনার এক অংশের দ্বারা, হে জগন্নাথ, আপনি পৃথিবীকে ধারণ করেন। হে প্রভু, দয়া করে আমায় মুক্ত করুন। হে বিশ্বাত্মা, ভগবান রূপে আপনার অবস্থান আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি এবং আপনি সর্বদা আপনার ভক্তবৃন্দদের প্রতি দয়ালু।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"অতঃপর শ্রীবলরাম যমুনাকে মুক্ত করলেন এবং হস্তিনীদের সঙ্গে হস্তীরাজের মতো তাঁর সখীদের নিয়ে তিনি নদীর জলে নামলেন। শ্রীভগবান তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে জলে ক্রীড়া করলেন এবং যখন তিনি উঠে এলেন, তখন দেবী কান্তি তাঁকে নীলবস্ত্র, মূল্যবান অলঙ্কার ও একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার উপহার প্রদান করলেন। শ্রীবলরাম স্বয়ং নীল বস্ত্র পরিধান করলেন এবং সোনার কণ্ঠহার ধারণ করলেন। সুগন্ধিলিপ্ত হয়ে সুন্দরভাবে শোভিত তিনি ইন্দ্রের রাজকীয় হস্তীর মতো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হলেন। আজও, হে রাজন, কেউ লক্ষ্য করতে পারেন কিভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সৃষ্ট যমুনা নদী বহু শাখার মাধ্যমে প্রবাহিতা হচ্ছেন। এইভাবে ব্রজের যুবতী রমণীদের মাধুর্যে মুগ্ধচিত্ত শ্রীবলরাম যখন ব্রজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন তখন সমস্ত রাত্রিগুলি যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়ে গেল।"

ষটষষ্টিতম অধ্যায়

নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, শ্রীবলরাম যখন ব্রজে নন্দের গ্রামে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তখন করূষের শাসক নিজেকে মূর্খের মতো, 'আমিই ভগবান বাসুদেব' মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। পৌণ্ড্রক চপল মানুষদের স্তাবকতায় উৎসাহিত হয়েছিল, যারা তাকে বলেছিল, "তুমিই ভগবান বাসুদেব এবং জগতের ঈশ্বর, এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ।" এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত রূপে নিজেকে কল্পনা করেছিল। এইভাবে অধম রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিল। কোনও নির্বোধ শিশুকে যেমন অন্যান্য শিশুরা রাজা বলে মেনে নেয়, তেমনই নির্বোধের

মতো পৌণ্ড্রক আচরণ করছিল। দূত দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রাজসভায় দেখতে পেল এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে রাজার বার্তা পৌঁছে দিল।"

পৌণ্ড্রকের পক্ষে দূত বলেছিল—"অন্য কেউ নয়, আমিই একমাত্র ভগবান বাসুদেব। আমিই জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি। অতএব তোমার মিথ্যা উপাধি ত্যাগ কর। হে সাত্বত, আমার ব্যক্তিগত লক্ষণগুলি, যা তুমি এখন মূঢ়তাবশতঃ ধারণ করেছ, সেগুলি ত্যাগ কর এবং আশ্রয়ের জন্য আমার কাছে এস। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তুমি অবশ্যই আমাকে যুদ্ধই করাবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন পৌণ্ড্রকের এই অসার দম্ভোক্তি শুনে রাজা উগ্রসেন এবং অন্যান্য সভাসদগণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। পরমেশ্বর ভগবান, সভার পরিহাস সমূহ উপভোগ করার পরে দূতকে বললেন [তার প্রভুকে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য] 'তুমি মূর্খ, যে অস্ত্রগুলি নিয়ে তুমি এত দম্ভ করছ, অবশ্যই আমি সেগুলি ছুঁড়ে দেব। হে মূর্খ, যখন তুমি মৃত্যু বরণ করে শয়ন করবে, তখন তোমার মুখ শকুন, কঙ্ক ও বট পাখিতে ঢাকা পড়ে যাবে, তোমাকে শেয়াল-কুকুরে খাবে।" এইভাবে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন, দূত তাঁর অপমানকর উত্তর তার প্রভুকে সব কিছু জানিয়ে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং কাশীর দিকে চলে গেলেন। যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে, বলশালী যোদ্ধা পৌণ্ড্রক সত্বর দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে নগরীর বাইরে বেরিয়ে এল।'

"হে রাজন্, পৌণ্ড্রকের সুহৃদ, কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাৎ বাহিনীকে পরিচালনা করে পেছনে অনুসরণ করল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, পৌণ্ড্রক ভগবানের নিজস্ব প্রতীকগুলি ধারণ করেছে, যেমন শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা এবং এমনকি একটি নকল শার্ঙ্গ ধনু ও শ্রীবৎস চিহ্নও। সে বনমালায় শোভিত হয়ে একটি কৃত্রিম কৌস্তুভ মণি ধারণ করেছিল এবং সুন্দর পীত কৌশেয় বেশে সজ্জিত হয়েছিল। তার পতাকা গরুড়ের প্রতীক বহন করছিল এবং সে একটি মূল্যবান মুকুট ও প্রস্ফুরিত মকরাকৃতি কুণ্ডল ধারণ করেছিল। ভগবান শ্রীহরি যখন দেখলেন রাজা কিভাবে, মঞ্চে অভিনেতার মতোই তাঁর আপন রূপের অনুরূপ বেশ ধারণ করেছে, তখন তিনি প্রাণ ভরে হাসলেন। শ্রীহরির শত্রুরা তাঁকে ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, বল্লম, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, কুঠার এবং তীর নিয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত সেনাবাহিনীকে ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যাঘাত করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা, অসি, সুদর্শন চক্র এবং তীরগুলি দ্বারা যেভাবে মহাজাগতিক যুগের অন্তিমে বিধ্বংসী অগ্নি বিভিন্ন ধরনের জীবকে পীড়িত করে, সেভাবে তাঁর শত্রুদের পীড়ন করেছিলেন। শ্রীভগবানের চক্র দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত রথ, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য, গর্দভ ও উটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্র ভগবান ভূতপতির ভয়ঙ্কর ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো জ্ঞানবান মানুষদের মনে আনন্দ জাগিয়েছিল।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রকের উদ্দেশ্যে বললেন—"প্রিয় পৌণ্ড্রক, তোমার দূতের মাধ্যমে তুমি যে সমস্ত অস্ত্রের কথা বলে পাঠিয়েছিলে, আমি এখন সেগুলিই তোমার দিকে উৎক্ষেপ করছি। হে মূর্খ, তুমি যে আমার নাম বৃথাই ধারণ করেছ, আমি সেটিও তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করি তা হলে আমি অবশ্যই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব। এইভাবে পৌণ্ড্রককে উপহাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর রথটিকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর যেমন ইন্দ্র তাঁর বজ্রাস্ত্র দিয়ে পর্বত চূড়া ছেদন করেন, সেইভাবে সুদর্শন চক্র দিয়ে শ্রীভগবান তার মস্তক ছেদন করলেন। তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণ দ্বারা কাশীরাজের মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পদ্ম ফুল যেমন বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইভাবে তা উড়িয়ে কাশী নগরে প্রেরণ করেছিলেন। এইভাবে বিদ্বেষপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তার সঙ্গীকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, স্বর্গের সিদ্ধগণ তাঁর অবিনশ্বর, অমৃতসমান মহিমাবলী কীর্তন করছিলেন।"

"নিরন্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক তার সকল জড় বন্ধন বিনষ্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুকরণের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত সে কৃষ্ণভাবনাময়

হয়ে উঠেছিল। কুণ্ডল শোভিত একটি মাথা রাজদ্বারে এসে পড়তে দেখে উপস্থিত জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?' এবং অন্যেরা বলল, 'এটা একটা মাথা, কিন্তু কার?' হে রাজন, যখন তারা এটিকে তাদের রাজার মাথা বলে চিনতে পেরেছিল—তখন কাশীর অধিপতির রাণী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, নগরীর সকল অধিবাসীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করল—"হায়, আমরা মারা পড়লাম—আমার নাথ, আমার নাথ।' তার পিতার আবশ্যিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার পর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করল—'একমাত্র আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তাই দানশীল সুদক্ষিণ তার পুরোহিতের সঙ্গে একত্রে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা শুরু করল। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শক্তিমান দেবাদিদেব শিব অবিমুক্তের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হলেন এবং সুদক্ষিণকে তার পছন্দ মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন। রাজপুত্র বর স্বরূপ তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যার একটি উপায় প্রার্থনা করল।"

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—"তুমি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে একত্রে অভিচার আচারের বিধিসমূহ অনুসরণ করে—মূল পুরোহিত—দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা কর। তখন দক্ষিণাগ্নি, বহু প্রমথগণের সঙ্গে একত্রে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, যদি তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কারুর বিরুদ্ধে তা পরিচালিত কর।' এইভাবে নির্দেশিত হয়ে সুদক্ষিণ কঠোরভাবে আচারগত ব্রতসমূহ পালন করল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার আহ্বান করল। তখন সেই যজ্ঞস্থল থেকে অতীব ভয়ঙ্কর নগ্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে অগ্নি উত্থিত হল। সেই অগ্নিময় জীবের শ্মশ্রু ও শিখা ছিল তপ্ত তাম্রের মতো, এবং তার চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্‌গীরণ করছিল। তার দন্ত ও উগ্র ভ্রূকুটি দণ্ড দ্বারা তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। জিহ্বা দ্বারা তার মুখের দুই প্রান্ত লেহন করতে করতে দানবটি তার জ্বলন্ত ত্রিশূলকে কম্পিত করছিল। তাল গাছের মতো দীর্ঘ দুটি পায়ে ভূমি কাঁপিয়ে এবং জগতের সকল দিক দগ্ধ করতে করতে সেই অতিকায় দানব ভূতগণের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল। অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট অগ্নিময় দানবের আগমন লক্ষ্য করে, দ্বারকার অধিবাসীরা সকলে দাবানলে ভীত প্রাণীদের মতো ভয়ার্ত হয়েছিল। ভয়ে উন্মত্ত হয়ে মানুষেরা রাজসভায় অক্ষক্রীড়ারত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্রন্দন করতে লাগল, 'হে ত্রিভুবনেশ্বর, এই নগর দগ্ধকারী অগ্নি হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষা করুন।।' "

"শ্রীকৃষ্ণ যখন জনসাধারণের উত্তেজনা শ্রবণ করলেন এবং তাঁর আপন মানুষদেরও শঙ্কিত হতে দেখলেন, পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রদাতা কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাদের বললেন "ভয় কোর না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।" সর্বশক্তিমান ভগবান, সকলের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, দানবটি শিবের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি হতে সৃষ্ট হয়েছিল। দানবকে পরাজিত করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে অপেক্ষারত তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন। সেই সুদর্শন, ভগবান মুকুন্দের চক্র, কোটি সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হল। তাঁর প্রভা প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল এবং তার তাপ দ্বারা সে আকাশ, সকল দিকসমূহ, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং অগ্নিময় দানবকেও পীড়িত করল।"

"হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত হয়ে অভিচার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিময় জীব পরাঙ্মুখ হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। হিংস্রতার জন্য সৃষ্ট দানবটি তখন বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করে, সুদক্ষিণ তার স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, নগরীকে পরিবেষ্টন করে সুদক্ষিণ ও তার পুরোহিতদের সে দগ্ধ করল। অগ্নিময় দানবের পেছনে পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করল এবং সকল সভাগৃহ, উত্তোলিত বারান্দাসহ আবাসিক প্রাসাদসমূহ, অসংখ্য পণ্যশালা, পুরদ্বার, অট্টালক, গুদাম ও কোষাগার এবং হস্তীশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালা সকল সহ নগরীকে দগ্ধ করতে শুরু করল। সমগ্র বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করার পর ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র অক্লান্তকর্মা শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রত্যাবর্তন করল। যে মানব ভগবান উত্তমশ্লোকের এই বীরত্বপূর্ণ লীলা স্মরণ করেন অথবা যে মনোযোগের সঙ্গে কেবল তা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।"

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন

মহিমান্বিত রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"আমি অনন্ত ও অপরিমেয় ভগবান শ্রীবলরামের বিস্ময়কর কাজকর্মের কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি আর কি করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দ্বিবিদ নামে এক মহাবানর নরকাসুরের বন্ধু ছিল। মৈন্দের ভ্রাতা, এই বলশালী দ্বিবিদ রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রণা লাভ করেছিল। তার বন্ধু নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, বানর দ্বিবিদ নগরী, গ্রাম, খনি ও গোপদের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেশটি বিধ্বস্ত করল। একদিন দ্বিবিদ একাধিক পর্বত উৎপাটন করল এবং নিকটবর্তী সমস্ত রাজ্যগুলি বিশেষত আনর্ত প্রদেশ, যেখানে তার বন্ধুর হত্যাকারী, ভগবান শ্রীহরি বাস করতেন, সেগুলি ধ্বংস করার জন্য সেগুলি কাজে লাগায়। আরেকবার, সে সমুদ্রে নেমে দশ হাজার হাতির শক্তি দিয়ে তার দু'হাতে জল মন্থন করতে থাকে এবং এইভাবে উপকূলবর্তী সমস্ত প্রদেশ নিমজ্জিত করে। দুষ্ট বানরটি মহর্ষিদের আশ্রমের গাছপালা উৎপাটন করে দেয় এবং তাঁদের যজ্ঞের আগুনে তার মল ও মূত্র দ্বারা সব কলুষিত করল। ঠিক যেমন বোলতা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গদের বন্দী করে রাখে, তেমনিভাবে উদ্ধত হয়ে সে মেয়ে-পুরুষ সকলকে পর্বত উপত্যকার গুহামধ্যে নিক্ষেপ করত এবং শিলাখণ্ড দিয়ে তাহাটি বন্ধ করে দিত।"

"একবার দ্বিবিদ যখন এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উৎপীড়ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের কলুষিত করছিল, সেই সময়ে সে রৈবতক পর্বত থেকে অতি সুমধুর গান শুনতে পায়। তাই সে সেখানে গিয়েছিল। সেখানে সে পদ্মফুলের মালায় শোভিত ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করে প্রকাশিত যদুপতি শ্রীবলরামকে দেখতে পায়। তিনি একদল যুবতী নারীর মাঝে গান করছিলেন এবং যেহেতু তিনি বারুণী রস পান করেছিলেন, তাই যেন তিনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর চোখ দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। তিনি যখন মত্ত হাতির মতো আচরণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল। দুষ্ট বানরটি একটি গাছের ডালে উঠে বসল এবং তারপর গাছগুলি নাড়াতে নাড়াতে কিলকিলা ধ্বনি করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। শ্রীবলদেবের সখিবৃন্দ যখন বানরটির ধৃষ্টতা লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যাই হোক, তাঁরা তো ছিলেন পরিহাসপ্রিয়া ও চপলতাপ্রবণ তরুণী। এমনকি শ্রীবলরাম লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, দ্বিবিদ তার ভ্রূ নাচিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাদের সামনে এসে তার মলদ্বার প্রদর্শন করে তরুণীদের অপমান করেছিল। যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্রুদ্ধ, শ্রীবলরাম তাকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, কিন্তু চতুর বানর পাথরটিকে এড়িয়ে গেল এবং শ্রীভগবানের পানীয় রসের পাত্রটি দখল করল। শ্রীবলরামকে পরিহাস করে হাসতে হাসতে সে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলে দুষ্ট দ্বিবিদ তখন পাত্রটি ভেঙে ফেলে এবং তরুণীদেরও বস্ত্র আকর্ষণ করে শ্রীভগবানকে আরও উত্ত্যক্ত করল। এইভাবে সেই বলশালী বানরটি মিথ্যা অহংকার দেখিয়ে উদ্ধত হয়ে শ্রীবলরামকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে। শ্রীবলরাম বানরের অভব্য আচরণ এবং চতুর্দিকের সারা দেশে তার উপদ্রব সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর শত্রুকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন। শক্তিশালী দ্বিবিদও যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। একহাতে একটি শাল গাছ উৎপাটন করে নিয়ে সে শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হল এবং গাছের গুঁড়িটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল। কিন্তু ভগবান সঙ্কর্ষণ পাহাড়ের মতো অবিচলিত থাকলেন এবং তাঁর মাথার উপরে পতনোন্মুখ গাছের গুঁড়িটিকে ধারণ করলেন মাত্র। অতঃপর তিনি সুনন্দ নামে তাঁর গদা দিয়ে দ্বিবিদকে আঘাত করলেন। শ্রীভগবানের গদা দিয়ে মাথায় আঘাত

পেয়ে রক্তধারায় দ্বিবিদ রক্তিম হয়ে উঠল—যেন গৈরিক রঞ্জিত এক পর্বত। আঘাত উপেক্ষা করে, দ্বিবিদ আরেকটি গাছ উৎপাটন করে পাশবিক শক্তি দ্বারা সেটি পত্রশূন্য করল এবং শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এখন ক্রুদ্ধ শ্রীবলরাম গাছটিকে শত শত খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে পর দ্বিবিদ আরও একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এই গাছটিকেও শ্রীভগবান শত শত খণ্ডে চূর্ণ করলেন। এইভাবে আক্রান্ত হয়ে যিনি বারে বারে গাছগুলিকে চূর্ণ করছিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধরত দ্বিবিদ সেই বনটি বৃক্ষশূন্য না হওয়া পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে বৃক্ষ উৎপাটন করছিল। ক্রুদ্ধ বানর তখন শ্রীবলরামের উপর শিলা বর্ষণ করতে থাকল, কিন্তু মুষলায়ুধধারী সহজেই সেই সমস্তই চূর্ণ করলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বানর দ্বিবিদ এখন তার তালগাছের মতো বাহুর মুষ্টিকে বদ্ধ করে শ্রীবলরামের সামনে এল এবং তার মুষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের দেহে আঘাত করল। ক্রুদ্ধ যাদবাধিপতি তখন তাঁর গদা ও লাঙ্গল নিক্ষেপ করে তাঁর খালি হাত দুটি দিয়ে দ্বিবিদের কাঁধে আঘাত করলেন। বানরটি রক্তবমন করতে করতে পড়ে গেল। যখন সে ভূপতিত হল, হে কুরুশার্দুল, তখন রৈবতক পর্বত তার জলযুক্ত বিবর ও বনস্পতি নিয়ে, যেন সমুদ্রে বায়ু তাড়িত নৌকার মতো কেঁপে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ ও মহান ঋষিগণ উচ্চৈঃ স্বরে বলে উঠলেন, "আপনার জয় হোক! আপনাকে নমস্কার! দারুণ! বেশ করেছেন!" এবং শ্রীভগবানের উপরে, তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করলেন। এইভাবে সমগ্র জগতে উপদ্রবকারী দ্বিবিদকে বধ করে, জনগণের দ্বারা সমগ্র পথে তাঁর মহিমা-কীর্তিত হয়ে, শ্রীভগবান তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

* * *

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

সাম্বের বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, যুদ্ধে চির বিজয়ী, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর-অনুষ্ঠান হতে অপহরণ করেছিলেন।"

ক্রুদ্ধ কুরুগণ বললেন—"এই দুর্বিনীত বালক আমাদের অবিবাহিত কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে আমাদের অপমান করেছে। এই দুর্বিনীত সাম্বকে বন্দী কর! বৃষ্ণিরা কি করবে? আমাদের অনুগ্রহে আমাদের অনুমোদিত রাজ্য তারা শাসন করছে। তাদের পুত্র বন্দী হয়েছে শুনে যদি বৃষ্ণিরা এখানে আসে, তা হলে আমরা তাদের দর্প চূর্ণ করব। এইভাবে শরীরের ইন্দ্রিয়াদি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার মতোই, তারা অবদমিত হয়ে থাকবে। এই কথা বলার পর এবং কুরুবংশের বরিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে, কর্ণ, শল, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও সুযোধন সাম্বকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করলেন। দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের তাঁর দিকে ধাবিত হতে দেখে, মহারথ সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুক গ্রহণ করলেন এবং সিংহের মতো একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকে বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রমুখ ক্রুদ্ধ ধনুর্ধারিগণ চিৎকার করে সাম্বকে বললেন, "দাঁড়াও, যুদ্ধ কর! দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!" তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব কুরুগণের দ্বারা অন্যায়ভাবে বিব্রত হয়ে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীদের আক্রমণও সহ্য করতে পারে না, তেমনি সেই যদুনন্দনও তাঁদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

বীর সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুকে টঙ্কার করে কর্ণ প্রমুখ ছয়জন যোদ্ধাকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তিনি ছয়টি রথকে ছয়টি তীর দ্বারা, প্রতি দলের চারটি অশ্বকে চারটি তীর দ্বারা এবং প্রত্যেক সারথিকে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন আর তেমনিভাবে রথগুলির অধিনায়ক শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণকেও আহত করলেন। শত্রু যোদ্ধাগণ সাম্বের এই শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁকে রথচ্যুত হতে বাধ্য করার পরে তাঁদের চারজন তাঁর চারটি অশ্বকে আঘাত করলেন, তাঁদের একজন তাঁর সারথিকে নিহত করলেন এবং অন্যজন তাঁর ধনুকটি ভেঙে দিলেন। যুদ্ধে সাম্বকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে কুরু যোদ্ধাগণ অতিকষ্টে তাঁকে বন্ধন করলেন এবং তারপর সেই বালক ও তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে তাদের নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"হে রাজন, যখন শ্রীনারদের কাছ থেকে যাদবগণ এই সংবাদ শুনলেন তখন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাজা উগ্রসেনের প্ররোচনায় তাঁরা কুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই বর্মপরিহিত বৃষ্ণী বীরদের শ্রীবলরাম তবুও শান্ত করলেন। তিনি, কলিযুগ শুদ্ধকারী কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে কলহ চাননি। তাই ব্রাহ্মণগণ ও পরিবারের বরিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর রথে তিনি হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে যেন প্রধান গ্রহমণ্ডলী পরিবৃত চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল। হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীবলরাম নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে অবস্থান করলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করবার জন্য উদ্ধবকে আগে প্রেরণ করলেন। অম্বিকার পুত্রকে (ধৃতরাষ্ট্র) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর উদ্ধব তাঁদের জানালেন যে, শ্রীবলরাম উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম সখা বলরাম আগমন করেছেন শ্রবণ করে আনন্দে, তাঁরা প্রথমে উদ্ধবকে সম্মানিত করলেন এবং তারপর তাঁদের হাতে মাঙ্গলিক অর্ঘ্য বহন করে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁরা শ্রীবলরামের সমীপবর্তী হয়ে অর্ঘ্য ও গাভীসমূহ উপহার দ্বারা যথাযোগ্য রূপে তাঁর অর্চনা করলেন। কুরুগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রকৃত প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁরা ভূমিতে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। উভয় পক্ষই তাঁদের আত্মীয়বর্গ কুশলে রয়েছেন শ্রবণ করার পর এবং উভয়ে পরস্পরের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পরে, শ্রীবলরাম স্পষ্টভাবে কুরুগণকে বললেন—রাজা উগ্রসেন আমাদের প্রভু এবং রাজন্যবর্গের শাসক। আপনাদের যা করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, স্থির মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের তা শ্রবণ করা উচিত এবং তারপর তৎক্ষণাৎ আপনাদের তা পালন করা উচিত।"

রাজা উগ্রসেন বলছেন—"যদিও অধার্মিক উপায়ে আপনারা কয়েকজন এক ধর্মপ্রাণ বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের স্বার্থে আমি তা সহ্য করছি। শ্রীবলদেবের চিন্ময় শক্তির উপযোগী এই সকল শৌর্য, বীর্য ও তেজস্বী কথা শ্রবণ করে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন—আহা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! কালের গতি বাস্তবিকই অলঙ্ঘনীয়—নিম্নশ্রেণীর পাদুকা এখন রাজমুকুটধারী মস্তকে আরোহণ করতে চায়। যেহেতু এইসকল বৃষ্ণিগণ আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের শয্যায়, আসনে ও ভোজনে অংশগ্রহণের অনুমতি দান করে, আমরা তাদের সমমর্যাদা প্রদান করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই তাদের রাজ সিংহাসন প্রদান করেছি। আমরা গ্রাহ্য না করার ফলেই তারা চামর ব্যজন এবং শঙ্খ, শ্বেত, ছত্র, সিংহাসন ও রাজশয্যা উপভোগ করতে পারছে। বিষধর সাপকে দুধ খাওয়ালে যেমন উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনই এখন হয়ে উঠেছে বলে, যদুগণকে আর রাজকীয় লক্ষণাদি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অনুগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এই সমস্ত যাদবগণ এখন নির্লজ্জভাবে আমাদেরই নির্দেশ প্রদানের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে! ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন অথবা অন্যান্য কুরুগণ কোন কিছু প্রদান না করলে ইন্দ্রও তা অধিকার করার সাহস কিভাবে করবে? তা যেন সিংহের শিকারে একটা মেষশাবকের ভাগ বসানোরই মতো।"

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তাদের উচ্চ জন্ম ও সম্পর্কের ঐশ্বর্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে গর্বোদ্ধত হয়ে কুরুবর্গ শ্রীবলরামকে এই সকল কর্কশ কথা বলে,

তাঁদের নগরীতে প্রত্যাগমন করলেন। কুরুগণের খারাপ স্বভাব ও তাদের নোংরা কথা শুনে অচ্যুত শ্রীবলরাম ক্রোধে পূর্ণ হলেন। তাঁর দুষ্প্রেক্ষণীয় মুখভাবে তিনি হাসতে হাসতে বললেন—স্পষ্টত এইসকল অসাধুগণের বহু আসক্তি, তাদের এত গর্বিত করেছে যে, তারা শান্তি চায় না। অতএব, পশুদের যেমন লাঠির দ্বারা শান্ত করতে হয়, তেমনই দৈহিক দণ্ডের দ্বারা এদের শান্ত করা যাক। আহ্, আমি ক্রোধান্বিত যদুবর্গ ও ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই কৌরবদের জন্য শান্তি কামনা করে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তারা এতই মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও স্বভাবত দুষ্ট যে, তারা বারম্বার আমাকে অবজ্ঞা করছে। দম্ভবশত তারা আমাকে দুর্বাক্য বলতেও সাহস পাচ্ছে। ইন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের পালকগণ যাঁর নির্দেশ মান্য করেন, সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর রাজা উগ্রসেন কি আদেশ করার উপযুক্ত নন? সেই একই কৃষ্ণ যিনি সুধর্মা সভাগৃহ অধিকার করেন এবং তাঁর উপভোগের জন্য অমর দেবতাগণের থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন—সেই কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই রাজসিংহাসনে উপবেশন করার উপযুক্ত নন? সমগ্র জগতের পালক লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের আরাধনা করেন, এবং সেই লক্ষ্মীপতি কি কোনও জাগতিক রাজার লক্ষণাদি ধারণের যোগ্য নন? সকল তীর্থস্থানের পবিত্রতার উৎস শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি, সকল মহান দেবতা দ্বারা পূজিত হন। সকল গ্রহের প্রধান বিগ্রহগণ তাঁর সেবায় যুক্ত রয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলি তাঁদের মুকুটে গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিজেদের পরম ভাগ্যবান মনে করেন। ব্রহ্মা ও শিবের মতো মহান দেবতাগণ এবং এমনকি লক্ষ্মীদেবী এবং আমিও তাঁর চিন্ময় অভিন্নতার অংশ মাত্র, আর আমরাও আমাদের মাথায় সযত্নে সেই ধূলি বহন করি। তবুও কি শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় লক্ষণগুলি ব্যবহারের কিম্বা রাজ-সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নন? আমরা বৃষ্ণিগণ, কেবলমাত্র যেটুকু স্বল্প খণ্ডের ভূমি কুরুগণ আমাদের প্রদান করেছেন, তাই ভোগ করছি? এবং আমরা হলাম পাদুকা আর কুরুগণ মস্তক? দেখ, সাধারণ মদমত্ত ব্যক্তিদের মতো এইসকল দাম্ভিক কুরুগণ তাদের তথাকথিত ক্ষমতা নিয়ে কিভাবে মত্ত রয়েছেন। শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোন যথার্থ শাসক তাদের এই মূর্খবৎ কদর্য কথাবার্তা সহ্য করবে? আজ আমি পৃথিবী কৌরবশূন্য করব!" ক্রুদ্ধ বলরাম ঘোষণা করলেন। এই বলে তিনি তাঁর লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং ত্রিভুবন দগ্ধ করার জন্য বুঝি উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীভগবান ক্রুদ্ধভাবে তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে হস্তিনাপুরকে খনন করলেন এবং সমগ্র নগরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে তাকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। তাঁদের নগর যখন আকর্ষিত হচ্ছিল, তাকে সমুদ্রের একটি ভেলার মতো আন্দোলিত ও গঙ্গায় পতনোন্মুখ হতে লক্ষ্য করে কৌরবগণ ভয়ার্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য শ্রীভগবানের কাছে এলেন। সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে সামনে রেখে তাঁরা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হলেন।"

কৌরবগণ বললেন—"হে রাম, রাম, অখিলাধার! আমরা আপনার প্রভাবের কিছুই জানি না। যেহেতু আমরা অজ্ঞ ও বিপথে চালিত, দয়া করে আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনিই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং সেখানে আপনার কোন পূর্ব কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, হে ঈশ্বর, তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আপনি যখন আপনার লীলা সম্পাদন করেন তখন জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আপনার ক্রীড়াবস্তু মাত্র। হে সহস্রমস্তক অনন্ত, আপনার লীলারূপে এই ভূমণ্ডলকে আপনার মস্তকগুলির একটিতে আপনি বহন করেন। প্রলয়কালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আপনি আপনার নিজ দেহে প্রত্যাহার করেন এবং অদ্বিতীয় রূপে শেষ শয্যায় শয়ন করে অবস্থান করেন। আপনার ক্রোধ সকলকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, এটি মাৎসর্য বা দ্বেষের প্রকাশ নয়। হে ভগবান, আপনি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের ধারক এবং জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই কেবল আপনি ক্রুদ্ধ হন। হে সর্বজীবাত্মা, হে সকল শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রক, হে জগতের অক্লান্ত স্রষ্টা, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যাদের নগরী কম্পমান এবং যারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এইভাবে সেই কুরুগণের দ্বারা অনুগ্রহ প্রার্থিত হয়ে ভগবান শ্রীবলরাম অত্যন্ত শান্ত ও ক্ষমাশীল রূপে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'ভীত হয়ো না," এবং তাদের ভয় অপহরণ করলেন। দুর্যোধন তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবশত যৌতুকস্বরূপ ছয় বৎসর বয়স্ক ১,২০০ হস্তী, ১০,০০০ অশ্ব, ৬,০০০ সূর্যের মতো দীপ্তিমান সুবর্ণ রথ এবং তাদের কণ্ঠে রত্নখচিত পদক বিশিষ্ট ১,০০০ দাসী প্রদান করলেন। যাদবগণের প্রধান, শ্রীভগবান, এই সকল উপহার সামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং তারপর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালে, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ প্রস্থান করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহলায়ুধ তাঁর নগরীতে (দ্বারকা) প্রবেশ করলেন এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ, যাদের হৃদয় তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তিতে সর্বতোভাবে আবদ্ধ ছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজসভায় যদু নেতৃবর্গদের কুরুগণের সঙ্গে তাঁর আচরণ বিষয়ে সমস্ত কিছু তিনি জ্ঞাপন করলেন। এমনকি আজও ভগবান বলরামের বিক্রমের চিহ্নাদি প্রদর্শন করে হস্তিনাপুর নগরী গঙ্গা বরাবর এর দক্ষিণ দিকে উন্নত দেখা যায়।"

◆ ◆ ◆

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

নারদ মুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেছেন এবং অসংখ্য বধূকে এক বিবাহ করেছেন শ্রবণ করে নারদমুনি এই অবস্থায় শ্রীভগবানকে দর্শনের অভিলাষ করলেন। তিনি ভাবলেন, 'এতো যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একক দেহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ষোল সহস্র রমণীকে, প্রত্যেককে এক-একটি পৃথক প্রাসাদে, বিবাহ করলেন।' তাই দেবর্ষি আগ্রহভরে দ্বারকায় গমন করলেন।"

"নগরীটি পাখির কূজনে পূর্ণ ছিল এবং উপবন ও সুখকর উদ্যানগুলিতে ভ্রমরকুল উড়ছিল, আর তখন হংস ও সারসের ডাকে নিনাদিত সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত ইন্দীবর, অম্ভোজ, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপল পদ্ম দ্বারা আকীর্ণ ছিল। দ্বারকায় মহামরকত দ্বারা সমুজ্জ্বলরূপে শোভিত এবং স্ফটিক ও রৌপ্যদ্বারা নির্মিত নয় লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল। এইসকল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের পরিচ্ছদগুলি রত্ন ও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পন্থার রাজপথ, পথ, চত্বর, ও বাজারের মধ্যে পরিবহন চলাচল করছিল এবং বহু সভাগৃহ ও দেবালয় মনোরম নগরীটির শোভা বৃদ্ধি করছিল। পথঘাট, অঙ্গন চত্বর, রাজপথ ও গৃহদ্বারের সামনে জল দিয়ে ধোওয়া ছিল এবং ধ্বজদণ্ড হতে উড়ন্ত পতাকা দ্বারা সূর্যতাপ নিবারিত হচ্ছিল। দ্বারকাপুরীতে সকল লোকপালকগণ দ্বারা পূজিত একটি সুন্দর অন্তঃপুর ছিল। এই ক্ষেত্রটি, যেখানে বিশ্বকর্মা তাঁর সকল দিব্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শ্রীহরির আবাসস্থল ছিল এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র রাণীগণের প্রাসাদদ্বারা প্রোজ্জ্বলরূপে বিভূষিত ছিল। নারদমুনি এইসকল বিশাল প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন।"

"প্রাসাদের ভিত্তি ছিল বৈদূর্যমণি খচিত সুশোভিত প্রবাল স্তম্ভ। দেওয়াল ইন্দ্রনীলমণিময় এবং মেঝে ছিল নিরন্তর প্রভায় দীপ্তিমান। সেই প্রাসাদে বিশ্বকর্মা মুক্তা-মালা শ্রেণিসমন্বিত চন্দ্রাতপের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে হাতীর দাঁত ও বহুমূল্য রত্নে সজ্জিত আসন ও শয্যাসমূহও ছিল। সুরম্য বসন পরিহিত, কণ্ঠে পদক ধারিত বহু দাসী ছিল এবং উষ্ণীষ যুক্ত বর্ম, সুবসন ও রত্নখচিত কুণ্ডল যুক্ত রক্ষীগণও ছিল। অসংখ্য রত্নখচিত

প্রদীপের দীপ্তি প্রাসাদের সকল অন্ধকার দূর করত। হে রাজন, ছাদের চালে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদরত ময়ূরেরা নৃত্য করত, যারা গবাক্ষ পথে নির্গত সুগন্ধী অগুরু ধূপকে দেখে মেঘ বলে ভুল করত। সেই প্রাসাদে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাত্বত পতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে, যিনি স্বর্ণ-দণ্ড-যুক্ত চামর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন, তাঁকে একত্রে দর্শন করলেন। যদিও তাঁর পত্নীর সমান স্বভাব, রূপ, যৌবন ও সুবসন বিশিষ্ট সহস্র দাসী অনবরত তাঁর পত্নীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তিনি (পত্নী) এইভাবে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। ভগবান ধর্মীয় নীতিসমূহের পরম ধারক। তাই তিনি যখন নারদকে লক্ষ্য করলেন, তিনি তখন তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীর শয্যা থেকে উঠে তাঁর মুকুটযুক্ত মস্তক নারদের দুই চরণে অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃতাঞ্জলি যুক্ত হয়ে তাঁর নিজ আসনে মুনিকে উপবেশন করালেন। শ্রীভগবান নারদের দুই চরণ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম জগদ্‌গুরু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের পতি, তবু এইভাবে তাঁর আচরণ যথাযথ ছিল কারণ তাঁর নাম ব্রহ্মণ্যদেব 'শ্রীভগবান, যিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন।' এমনকি শ্রীভগবানের নিজ চরণধৌত জলও পরম তীর্থস্থান গঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে তাঁর দুই চরণ ধৌত করার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। বৈদিক বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে দেবর্ষির অর্চনা করে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং আদি ঋষি—নারায়ণ, নরের সখা—নারদের সঙ্গে কথা বললেন এবং শ্রীভগবানের পরিমিত উক্তি ছিল অমৃতের মতো মধুর। অবশেষে শ্রীভগবান নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?' "

শ্রীনারদ বললেন—"হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি যে সকল জগতের শাসক, সকল জনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করেন এবং দুষ্টজনকেও দমন করেন, তা বিস্ময়ের নয়। আমরা ভালভাবে জানি, আপনার মধুর ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থিতি, পালন ও পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনি অবতরণ করেন। এইভাবে আপনার মহিমারাশি সর্বত্র গীত হয়। এখন আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, যা আপনার ভক্তবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করে, এমনকি ব্রহ্মা ও অন্যান্য গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর চিন্তা করেন এবং যিনি সংসারের কূপ মধ্যে পতিত জনের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ। কৃপা করে আমায় অনুগ্রহ করুন যাতে আমি অবিরত আপনার চিন্তা করে ভ্রমণ করতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনার স্মরণের শক্তি আমাকে প্রদান করুন।"

"হে রাজন, অতঃপর নারদ যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী হয়ে তাঁর অন্য এক পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও তাঁর সখা উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হয়ে নারদকে আসন প্রভৃতি প্রদান করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর যেন তিনি জানতেন না এইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কখন এসেছেন? আমাদের মতো অপূর্ণকামগণ, যাঁরা পূর্ণকাম, তাঁদের জন্য কি করতে পারে? তথাপি, হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমার জীবনকে সার্থক করুন।' এইভাবে সম্বোধিত হয়ে নারদ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রইলেন এবং অন্য প্রাসাদে গমন করলেন।"

"এইবার শ্রীনারদ দর্শন করলেন যে, স্নেহময় পিতার মতো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিশুপুত্রকে লালনে যুক্ত রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি অন্য একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করছিলেন; আরেকটিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করছিলেন; অন্য আরেকটিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাচ্ছিলেন এবং অন্য কোন একটিতে ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টাংশ ভোজন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে সূর্যাস্তের উপাসনার আচার বিধি পালন করছিলেন এবং শান্তভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন আর অন্য কোথাও বা তরবারি ও ঢাল নিয়ে অসিচালন বিদ্যার আখড়ায় ঘুরছিলেন। একস্থানে শ্রীভগবান গদাপ্রজ অশ্ব, গজ ও রথে আরোহণ করছিলেন এবং অন্য একটি স্থানে তিনি যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন, তখন চারণগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। কোথাও বা উদ্ধবের মতো রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করছিলেন এবং অন্য কোথাও বহু বারাঙ্গনা এবং অন্যান্য যুবতী পরিবৃত হয়ে জলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সুন্দরভাবে বিভূষিতা গাভী প্রদান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি মহাকাব্যিক ইতিহাস ও পুরাণাদির মঙ্গলজনক বর্ণনা শ্রবণ করছিলেন। কোথাও কোনও একজন পত্নীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও বা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রত দেখতে পেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত এবং কোথাও বা শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁকে পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও তিনি একাকী উপবেশন করে জড়া-প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে কাম্য বস্তু নিবেদন ও সশ্রদ্ধ পূজা দ্বারা শুশ্রূষা করছিলেন। একস্থানে তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি শান্তি স্থাপন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকেশব ও শ্রীবলরাম একত্রে সাধুবর্গের কল্যাণ চিন্তা করছিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত বধূ ও বরের সঙ্গে যথার্থ সময়ে তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ প্রদানে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। নারদ লক্ষ্য করলেন কিভাবে সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যা ও জামাতাদের পাঠানো এবং মহামহোৎসবের সময়ে আবার তাদের গৃহে আপ্যায়ন জানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসকল উৎসবাদি দেখে পুরবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল। কোথাও তিনি বিশদভাবে যজ্ঞাদির মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি কূপ, জল উদ্যান, ও মঠাদি নির্মাণ করে জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পূর্ণ করছিলেন। অন্য একটি স্থানে তিনি মৃগয়ারত ছিলেন। তাঁর সিন্ধী অশ্বে আরোহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ যদু বীরবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যজ্ঞে নিবেদনের উদ্দেশ্যে পশুবধ করছিলেন। কোথাও যোগেশ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রীবর্গ ও পুরবাসীরা কি ভাবছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাদের বাড়িতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছিলেন। এইভাবে শ্রীভগবানের এই যোগমায়ার অভিব্যক্তি দর্শন করে নারদ মৃদু হাসলেন এবং তারপর মানুষী আচরণে লীলারত ভগবান শ্রীহৃষীকেশকে বললেন—হে পরমাত্মন, হে যোগেশ্বর, এখন আমরা মহাযোগীদেরও দুর্জ্ঞেয় আপনার মায়াশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করছি। কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবার দ্বারা আমি আপনার শক্তিরাজি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি। হে দেব, আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে আমি আপনার যশে আপ্লুত ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করব।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমিই ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমোদনকারী। জগতে ধর্ম-নীতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আমি তা আচরণ করি, হে পুত্র, তাই বিভ্রান্ত হয়ো না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে প্রতিটি প্রাসাদে নারদ শ্রীভগবানকে তাঁর একই স্বরূপে গৃহস্থদের পবিত্রকারী ধর্মীয় পারমার্থিক আচরণবিধি পালন করতে লক্ষ্য করেন। অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-যোগমায়ার প্রকাশ বারম্বার দর্শন করে মুনি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েছিলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম সম্পর্কিত উপহার সামগ্রী আন্তরিকভাবে নারদকে প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপেই তাঁকে সম্মানিত করলেন। এইভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিবর শ্রীভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন। এইভাবে ভগবান নারায়ণ সাধারণ মানুষের পথ অনুকরণ করে সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর দিব্য শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে যারা তাদের সলজ্জতা, সৌহার্দময় দৃষ্টিপাত ও হাস্য দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর সেই ষোড়শ সহস্র শ্রেষ্ঠ পত্নীর সঙ্গে, তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ। হে রাজন, যিনি তাঁর সম্পাদিত অনুকরণীয় অনন্য আচরণ কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন বা কেবলমাত্র অনুমোদন করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মোক্ষপ্রদায়ক ভগবানের জন্য ভক্তি লাভ করেন।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, "উষাকাল নিকটে উপস্থিত হলে শ্রীমাধবের মহিষীগণ প্রত্যেকে তাঁদের পতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলরবরত মোরগদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। রমণীগণ যে এখন পতিবিরহ ভোগ করবেন, তা ভেবে তাঁরা কাতর হলেন। পারিজাত উদ্যান থেকে আগত সুবাসের প্রভাবে ভ্রমরের গুঞ্জনে পাখিরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল এবং তারা যখন সভা কবিদের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তনের মতো উচ্চৈঃ স্বরে গান করতে শুরু করল, তখনই তারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগিয়ে দিল। যেহেতু এখন তিনি তাঁর আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবেন, তাই তাঁর প্রিয়তমের দুই বাহুর মধ্যে শায়িত রাণী বৈদর্ভী এই পরম পবিত্র সময়টিকে পছন্দ করছিলেন না। শ্রীমাধব ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে জল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তিনি, যাঁর আপন প্রকৃতি দ্বারা সকল কলুষ চির-দূরীভূত হয় এবং যিনি তাঁর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণস্বরূপ নিজ শক্তিরাজির দ্বারা তাঁর আপন সচ্চিদানন্দরূপ প্রকাশ করেন, সেই অনন্য, অব্যয়, অখণ্ড স্বপ্রকাশ নিজ স্বরূপে বিমল চিত্তে ধ্যানমগ্ন হতেন। সেই সাধুজন শিরোমণি অতঃপর শুদ্ধ জলে স্নান করলেন। স্বয়ং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্র দু'খণ্ড পরিধান করলেন এবং প্রাতঃকালীন পূজা থেকে শুরু করে সামগ্রিক পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচারসমূহ সম্পাদন করলেন। পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করার পর শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন। প্রতিদিন শ্রীভগবান উদিত সূর্যের পূজা করতেন এবং তাঁর অংশভূত দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করতেন। বিবেকী শ্রীভগবান তারপর যত্নসহকারে তাঁর জ্যেষ্ঠ বর্গের ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করতেন। সুবস্ত্রে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে তিনি স্বর্ণবদ্ধ-শৃঙ্গ ও মুক্তা-কণ্ঠহার যুক্ত একদল শান্ত ও গৃহপালিত গাভী প্রদান করতেন। এই সমস্ত গাভীরাও সুবস্ত্রে সজ্জিত থাকত এবং তাদের খুরের অগ্রভাগ রৌপ্য দ্বারা আবদ্ধ থাকত। প্রচুর দুগ্ধ প্রদায়ী তারা ছিল প্রথম প্রসূতা এবং সবৎসা। শ্রীভগবান প্রতিদিন ১৩,০৮৪টি গাভীর বহু দলকে ক্ষৌম-বস্ত্র, মৃগ-চর্ম ও তিল সহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করতেন। গাভী, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রতি, জ্যেষ্ঠবর্গ ও গুরুগণের প্রতি এবং যাঁরা পরমেশ্বরত্বের অংশপ্রকাশ—সেই সকল জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার নিবেদন করতেন। তারপর তিনি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করতেন। মনুষ্য সমাজের বিভূষণস্বরূপ, তাঁর নিজস্ব বিশেষ বসন, অলঙ্কার, দিব্য পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তিনি তাঁর দেহটি শোভিত করতেন। তারপর তিনি ঘি, আয়না, গাভী, বৃষ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করতেন এবং প্রাসাদে ও সারা নগরে বাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর সদস্যগণ যাতে উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি নজর রাখতেন। অবশেষে, সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীদের অভিনন্দিত করতেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদের পুষ্পমালা, পান ও চন্দন বিতরণ করার পর তিনি এই সকল উপহার তাঁর বান্ধব, মন্ত্রী ও পত্নীদেরও প্রদান করতেন এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতেন। সেই সময় সুগ্রীব সহ, তাঁর অন্যান্য অশ্ব যুক্ত শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রথটি তাঁর সারথি নিয়ে আসত। তাঁর সারথি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ঠিক যেমন পূর্বের পর্বতে সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে তাঁর সারথির হস্ত ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে রথে আরোহণ করতেন। প্রাসাদের রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিরীক্ষণ করতেন আর তাই তিনি তাদের কাছ থেকে অতি কষ্টে মুক্ত হতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাস্যময় মুখমণ্ডল দ্বারা তাদের মনকে মুগ্ধ করে চলে যেতেন।"

"হে রাজন, শ্রীভগবান সকল বৃষ্ণিগণ পরিবৃত হয়ে সুধর্মা নামে যে সভাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশকারী সকলেই জড় জীবনের ছয়টি তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেত। সেখানে সেই সভাগৃহে সর্বশক্তিমান

শ্রীভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলে, তিনি তাঁর অনবদ্য দীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডলে আলো বিকীর্ণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। মানুষের মধ্যে সিংহের মতো যদুগণ পরিবৃত হয়ে সেই যদুশ্রেষ্ঠ অসংখ্য নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। আর সেখানে, হে রাজন, বিদূষকেরা নানা পরিহাসকর ভাব প্রদর্শন করে শ্রীভগবানের মনোরঞ্জন করতেন, দক্ষ চিত্তবিনোদনকারীরা তাঁর জন্য অনুষ্ঠান করতেন এবং নর্তকীরা উৎসাহের সঙ্গে নৃত্য করতেন। এই সকল শিল্পীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য-গীত করতেন এবং পেশাদার কবি, ইতিহাস কথক ও স্তুতি-পাঠকগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ সেই সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অনর্গলভাবে বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করতেন এবং অন্যান্যরা অতীতের পুণ্যবান রাজাদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করতেন।"

"হে রাজন, একবার কোন এক অপূর্বদর্শন পুরুষ সভায় উপস্থিত হয়েছিল। দ্বার রক্ষক তার কথা শ্রীভগবানকে জ্ঞাপন করার পর তাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সেই পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করল এবং কিভাবে অসংখ্য রাজাদের জরাসন্ধ বন্দী করে রাখায় তারা কষ্ট ভোগ করছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানকে তা বর্ণনা করল। কুড়ি সহস্র রাজা যারা জরাসন্ধের বিশ্ব বিজয়ের সময় তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখান করেছিল, তারা গিরিব্রজ নামক দুর্গে জরাসন্ধ দ্বারা বলপূর্বক বন্দী হয়ে আছে।"

রাজারা বললেন [তাঁদের দূতের মাধ্যমে যেমন বর্ণিত হয়েছিল]—"হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অপ্রমেয়-আত্মা, হে শরণাগতজনের ভয় বিনাশক। আমাদের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও আমরা সংসারের ভয়বশত আপনার শরণাগত হয়েছি। এই জগতের মানুষেরা সর্বদা পাপকর্মে রত এবং এইভাবে তারা আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার অর্চনা করার তাদের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই আচরণের মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য লাভ হবে। আমরা সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি যিনি কালরূপে আবির্ভূত হন এবং এই জগতে কারও দীর্ঘ জীবনের জন্য দুর্দান্ত আশাকে সহসা ছেদন করেন। আপনি জগতের অধীশ্বর এবং সাধুগণকে রক্ষা ও দুর্জনদের দমন করার জন্য আপনার নিজস্ব শক্তিসহ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পারছি না কিভাবে অন্য কেউ আপনার বিধান লঙ্ঘন করেও অবিরত তার কর্মফলের আনন্দ ভোগ করতে পারে। হে ভগবান, সর্বদা ভয়ে পূর্ণ, মৃতবৎ এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নবৎ, বিষয়সাধ্য রাজসুখের বোঝা বহন করি। এইভাবে আমরা আত্মার প্রকৃত সুখ পরিত্যাগ করেছি, যা আপনার প্রতি নিষ্কাম সেবার দ্বারা লাভ করা যায়। অত্যন্ত দীনহীন হওয়ার ফলে, আমরা এই জীবনে আপনার মায়া শক্তির অধীনে কেবলই ক্লেশ ভোগ করছি। সুতরাং যেহেতু আপনার পদযুগল শরণাগতের শোক দূর করে, তাই মগধ রাজ-রূপ কর্মের শৃঙ্খলের বন্দীত্ব হতে আমাদের মুক্ত করুন। দশ সহস্র মত্ত হস্তীর বিক্রম একাকী ধারণ করে, ঠিক যেভাবে কোনও সিংহ মেষদের আবদ্ধ করে, সেভাবে সে আমাদের তার গৃহে বন্দী করে রেখেছে। হে চক্রধারী! আপনার শক্তি অসীম, আর তাই সপ্তদশবার আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তখন, মনুষ্যজনোচিত কার্যে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে আপনি তাকে একবার আপনাকে পরাজিত করতে সুযোগ প্রদান করেছিলেন। এখন তাই সে এতটাই অহঙ্কারে পূর্ণ যে, আপনার প্রজারূপে সে আমাদের উৎপীড়ন করার সাহস করছে। হে অজিত, কৃপা করে এই অবস্থার প্রতিকার করুন।"

দূত আরও বলল—"এই সকল জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের এই হল বার্তা; তাঁরা আপনার চরণযুগলের শরণাগত হয়ে, সকলেই আপনার দর্শনাভিলাষী। এই সকল দীনজনকে কৃপা করে সৌভাগ্য প্রদান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজাদের দূত যখন এইভাবে বলছিল, তখন দেবতাদের ঋষিবর শ্রীনারদ সহসা আবির্ভূত হলেন। মাথায় পিঙ্গল জটাজুটধারী পরম জ্যোতির্ময় সেই ঋষি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবের মতো জগৎ পালকদেরও কাছে অর্চনীয় ঈশ্বর, তবুও নারদ মুনিকে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা মাত্র তিনি তাঁর মন্ত্রী ও

সচিবদের নিয়ে মহান ঋষিকে অভ্যর্থনার জন্য আনন্দিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। নারদ মুনি তাঁকে নিবেদিত আসন গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মুনিকে সম্মানিত করলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সন্তুষ্ট করে সত্যনিষ্ঠ ও মধুর বাক্য বললেন—স্বেচ্ছায় জগৎপরিভ্রমণকারী আপনার মতো এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিভুবন আজ অবশ্যই সকল ভয় হতে মুক্ত হল। শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই আপনার কাছে অজানা নয়। সুতরাং আমাদের কৃপা করে বলুন—পাণ্ডবেরা কি করতে চায়।"

শ্রীনারদ বললেন—"আমি বহুবার আপনার মায়ার দুর্লংঘ্য শক্তি লক্ষ্য করেছি, হে সর্বশক্তিমান, যার দ্বারা আপনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করেন। হে সর্বব্যাপক ভগবান, তাই আমার কাছে আশ্চর্য নয় যে, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন নিজের আলো আচ্ছন্ন রাখে, তেমনি সর্বভূতে বিচরণশীল আপনিও আপনার নিজ শক্তিরাশি দিয়ে নিজেকে গোপন করে রাখেন। আপনার উদ্দেশ্য কে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আপনার জড়া শক্তি দ্বারা আপনি এই সৃষ্টিকে বিস্তার করেন এবং প্রত্যাহারও করেন, যা এইভাবে প্রকৃত বিদ্যমান হয়ে থাকে। যার চিন্ময় অবস্থান অচিন্তনীয়, সেই আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। জন্ম-মৃত্যু চক্রে ধৃত জীব জানে না কিভাবে সে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এই জড় দেহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু আপনি শ্রীভগবান, আপনার বিভিন্ন নিজস্ব রূপে এই জগতে অবতরণ করে আপনার লীলা সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনার যশোরূপ প্রজ্বলিত প্রদীপ দিয়ে আত্মার পথ আলোকিত করেন। তাই, আমি আপনার শরণাগত হলাম। তথাপি, হে পরম ব্রহ্ম, আপনার পিসিমার পুত্র, আপনার ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ মানবরূপে লীলারত আপনাকে কি করতে চান, আমি আপনাকে তা বলব।"

"একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ দ্বারা আপনার পূজা করতে চান। দয়া করে তাঁর উদ্যমকে আশীর্বাদ করুন। হে ভগবান, আপনাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা ও যশস্বী রাজারা সেই মহাযজ্ঞে আগমন করবেন। হে ভগবান, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার ধ্যান এবং আপনার মহিমারাজি কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে অন্ত্যজ জাতিরাও পবিত্র হয়। তাহলে যারা আপনাকে দর্শন করে ও স্পর্শ করে, তাদের কথা আর কি বলার আছে! হে ভগবান, আপনি সকল সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার দিব্য নাম ও যশ, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটি চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত রয়েছে। অপ্রাকৃত যে জল আপনার চরণ-যুগল ধৌত করে, তা স্বর্গে মন্দাকিনী নদী, পাতালে ভোগবতী এবং এই মর্ত্যে গঙ্গা নামে পরিচিত। এই পবিত্র দিব্য জল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রবাহিত হয়ে সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যখন ভগবান শ্রীকেশবের সমর্থক যাদবেরা জরাসন্ধকে পরাজিত করার আগ্রহবশত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত উদ্ধবের দিকে তাকালেন এবং সহাস্যে সুমধুর বচনে তাঁকে বললেন—যেহেতু তুমি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শের আপেক্ষিক মূল্য যথার্থরূপে জ্ঞাত, তাই প্রকৃতপক্ষে তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ চক্ষু স্বরূপ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের বল—এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। আমরা তোমার বিচারকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমি যা বলবে, তাই আমরা করব।"

"সর্বজ্ঞ হয়েও, যেন মুগ্ধ এমন ভাব অবলম্বন করে তাঁর প্রভুর দ্বারা এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে উদ্ধব এই নির্দেশ তাঁর শিরোধার্য করে উত্তর প্রদান করলেন।"

একোসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে দেবর্ষি নারদের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সভা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মতামত হৃদয়ঙ্গম করে মহামতি উদ্ধব বললেন—হে প্রভু, মুনিবর যেমন উপদেশ প্রদান করেছেন, সেইমতো আপনার আত্মীয়কে তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পরিকল্পনা পূরণের জন্য আপনার সাহায্য করা উচিত এবং যে সব রাজারা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনার তাঁদেরও রক্ষা করা উচিত। হে সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবলমাত্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন যিনি দিগ্বলয়ের সকল বিপক্ষকে জয় করেছেন। এইভাবে জরাসন্ধকে জয় করলে, আমার মতে, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের মহা লাভ হবে এবং আপনি রাজাদের রক্ষা করবেন। এইভাবে, হে গোবিন্দ, আপনার মহিমা কীর্তিত হবে। অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ দশ হাজার হাতির সমান শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী যোদ্ধারা তাকে পরাজিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভীম তার শক্তির সমান। যখন সে তার অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে থাকবে, তখন তাকে পরাজিত করা যাবে না, সে একক রথের ক্রীড়ায় পরাজিত হবে। এখন, জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, সে কখনও ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না। এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীম তার কাছে যাবেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। এইভাবে তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ পাবেন এবং আপনার উপস্থিতিতে ভীম নিঃসন্দেহে তাকে বধ করবেন।"

"ব্রহ্মা এবং শিবও জগৎ সৃষ্টি ও সংহারে আপনার যন্ত্র রূপে কাজ করেন মাত্র; হে ভগবান, শেষপর্যন্ত তা আপনার কালরূপ অরূপতা দ্বারা সাধিত হয়। কিভাবে আপনি বন্দী রাজাদের দেবী সুলভ পত্নীদের সমস্ত পতিদের শত্রুকে বধ করে তাদের উদ্ধার করবেন, আপনার সেই মহৎ কর্ম বিষয়ে তাদের ঘরে ঘরে গান করবে। গোপীরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে—কিভাবে আপনি গজেন্দ্রর শত্রুকে, জনক কন্যা সীতার শত্রুকে, এবং আপনার নিজ মাতা-পিতার শত্রুকেও নিধন করেছিলেন। তেমনিভাবে আপনার আশ্রয়লব্ধ ঋষিরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে, যেমন আমরা করছি। হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধের নিধন, যা নিশ্চিতভাবে তার অতীত পাপকর্মের ফল, তা গভীর মঙ্গল সাধন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ইচ্ছা, এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্ভব করে তুলবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই উদ্ধবের সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন। সর্বশক্তিমান ভগবান দেবকী-নন্দন যাত্রার জন্য তাঁর গুরুজনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দারুক ও জৈত্র প্রমুখ তাঁর ভৃত্যদের প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। হে শত্রু বিনাশন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের এবং পোশাক পরিচ্ছদের যাত্রার আয়োজন করে এবং সঙ্কর্ষণ ও রাজা উগ্রসেনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর সারথির নিয়ে আসা রথে আরোহণ করলেন। সেখানে গরুড়ের প্রতীক চিহ্নিত পতাকা উড়ছিল। আকাশের সমস্ত দিক মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শঙ্খ ও গোমুখের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যাত্রায় নির্গত হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর রথ, হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ রক্ষী দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। ভগবান অচ্যুতের বিশ্বস্ত মহিষীরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শক্তিমান বাহক বাহিত স্বর্ণ শিবিকায় শ্রীভগবানের অনুগমন করলেন। রাণীরা সুন্দর বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, সুগন্ধী তেল ও ফুলের মালায় সুসজ্জিতা হয়েছিলেন এবং ঢাল-তরোয়ালধারী সৈন্যগণ তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল। সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিতা রমণীরা—রাজকীয়

গৃহস্থালীর পরিচারিকা এবং বারবনিতারাও সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা পালকি, উট, গো, মহিষ, গর্দভ, গাধাঘোড়া, শকট ও হাতিতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের যানগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁবু, কম্বল, বস্ত্র ও যাত্রার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামে বোকাই ছিল।"

"শ্রীভগবানের সৈন্যবাহিনী রাজ-ছত্র, চামর ও প্রচুর উড্ডীয়মান পতাকাসহ পতাকা দণ্ডে সজ্জিত হল। সৈন্যদের ক্ষুরধার অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার, শিরস্ত্রাণ ও বর্মে উজ্জ্বলরূপে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হচ্ছিল। এইভাবে তুমুল কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও তিমিঙ্গিল মৎস্যময় এক সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত নারদ মুনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নারদের সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়েছিল। এইভাবে, শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে এবং তাঁর দ্বারা পূজিত হয়ে নারদ দৃঢ়ভাবে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করে আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন। রাজাদের পাঠানো দূতকে মধুর বচনে সম্বোধন করে শ্রীভগবান বললেন—'হে দূত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি মগধরাজকে নিধনের আয়োজন করব। ভয় করো না।' এইভাবে সম্বোধিত হয়ে দূত প্রস্থান করল এবং শ্রীভগবানের বার্তা যথাযথভাবে রাজাদের কাছে বর্ণনা করল। মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে তারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সন্দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকল। আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও বিনশন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরি নদী, পর্বত, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিগুলি পেরিয়ে গেলেন। দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী দুটি পার হওয়ার পর, তিনি পঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন।"

"মনুষ্য সমাজের দুর্লভ-দর্শন শ্রীভগবান এখন উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর পুরোহিত ও প্রিয় পার্ষদবর্গ নিয়ে রাজা নির্গত হলেন। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়, তেমনই উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে গীত ও বাদ্যসমূহ সহকারে অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবান হৃষীকেশের সঙ্গে রাজা মিলিত হবার জন্য গমন করলেন। যখন তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দর্শন করলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহে বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি শ্রীভগবানকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীভগবানের নিত্য রূপ লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আলয়। যে মুহূর্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখনই তিনি সংসারের সকল কলুষ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে সুখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। বিহ্বলতায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁর দেহ কম্পিত হচ্ছিল। তিনি যে এই জড় জগতে বাস করছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অতঃপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে আনন্দে হাসতে হাসতে ভীম তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন এবং যমজ—নকুল ও সহদেবও প্রভূত ক্রন্দন করে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়তম সখাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। অর্জুন তাঁকে আরও একবার আলিঙ্গন করবার পরে নকুল ও সহদেব তাঁকে তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম নিবেদন করে মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়বংশী সকলকে যথাযথ সম্মান নিবেদন করলেন। সূত, মাগধ, গন্ধর্ব, বন্দি, বিদূষক ও ব্রাহ্মণগণ সকলে কমলনয়ন শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন—মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি, বীণা, পণব ও গোমুখ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ প্রার্থনা আবৃত্তি করেছিলেন, কেউ নৃত্য ও গীত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং সর্বদিক হতে স্তুত হয়ে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত নগরীতে প্রবেশ করলেন।"

"ইন্দ্রপ্রস্থের পথগুলি হাতিদের সুগন্ধি মদজল-বর্ষণে সিক্ত হয়েছিল এবং রঙীন পতাকা, সুবর্ণ তোরণ ও জলপূর্ণ কলসগুলি দিয়ে নগরীর শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল। পুরুষ ও যুবতী রমণীরা উত্তম নবীন বস্ত্রে, পুষ্প মাল্যে ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ও সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপিত হয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল। প্রতিটি গৃহ প্রজ্বলিত দীপ ও পূজার উপকরণাদি প্রদর্শন করছিল এবং গবাক্ষ পথ দিয়ে ধূপের গন্ধ নির্গত হয়ে নগরীকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। ছাদগুলি ইতস্তত পতাকা ও বৃহৎ রৌপ্য পরিসরের মধ্যে স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা

সাজানো হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজার রাজকীয় নগরী দর্শন করেছিলেন। যখন নগরীর যুবতী রমণীরা শুনলেন যে, মানব নয়নের সুখের আধার স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। তখন তাঁরা সত্বর তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে গেলেন। তারা তাদের গৃহস্থালী সকল কর্তব্য এবং শয্যায় তাদের পতিদেরও ছেড়ে চলে এসেছিল এবং তাদের আগ্রহবশে তাদের চুল ও বস্ত্রের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্যে রাজপথে খুব ভিড় হয়েছিল, মহিলারা তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীদের দেখছিলেন। পুর-রমণীরা শ্রীভগবানের উপর ফুল ছড়িয়ে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন ও উদার হাস্যযুক্ত নয়নে তাদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান মুকুন্দের সাথে ঠিক চন্দ্রের সহচরী তারকাদের মতো তাঁর পত্নীদের গমন পথিমধ্যে দর্শন করে রমণীরা বিস্মিতভাবে বললেন, 'এই নারীদের কোন্ কর্মের ফলে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ তাঁর লীলাময় কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও উদার হাস্যের আনন্দ তাঁদের নয়নে প্রদান করছেন?' "

"বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাঙ্গলিক অর্ঘ্য ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিষ্পাপ শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনে এগিয়ে এসেছিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে রাজ অন্তঃপুরের সদস্যগণ ভগবান মুকুন্দকে প্রীতিপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করার জন্য সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন আর এইভাবে ভগবান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাণী পৃথা যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক থেকে উত্থিত হয়ে তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে, তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে তাঁর নিজ আবাসে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা আনন্দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি পূজার সকল আচার মনে করতে পারছিলেন না।"

"হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসি ও তাঁর জ্যেষ্ঠগণের পত্নীদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর দ্রৌপদী ও শ্রীভগবানের ভগ্নী তাঁকে প্রণাম করলেন। দ্রৌপদী তাঁর শাশুড়ী কুন্তীদেবীর পরামর্শে রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শিবির বংশধর মিত্রবিন্দা, সতী নাগ্নজিতী সহ উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীদের অর্চনা করলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন প্রধানত তাঁর রাণীরা, সৈন্যরা, মন্ত্রীবর্গ ও সচিববর্গ যাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন, তার তত্ত্বাবধান করছিলেন। পাণ্ডবদের অতিথিরূপে বাস করার সময়ে তাঁরা যাতে প্রতিদিন অভ্যর্থনার নব নব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি তার আয়োজন করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায় ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস বাস করলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন নিবেদনের মাধ্যমে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ময়দানবকে রক্ষা করলেন, যে অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক দিব্য সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তাঁর রথে আরোহণ করে, এক দল সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন রাজা যুধিষ্ঠির যখন বিশিষ্ট ঋষিবর্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, গুরুদেব, পরিবারের বয়স্কগণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রত্যেকে শ্রবণ করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে গোবিন্দ, আমি বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার মঙ্গলময় ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে প্রভু, দয়া করে আমাদের উদ্যম সফল করুন। হে পদ্মনাভ বিশুদ্ধ পুরুষ, যারা নিরন্তর সকল অমঙ্গল বিনাশী আপনার পাদুকা যুগলের সেবা করেন, ধ্যান করেন ও মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চিতরূপে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে ভগবান, যদি তাঁরা এই জগতের কিছু অভিলাষ করেন, তাঁরা তা লাভ করেন। যেখানে অন্যান্যরা—যারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে না—তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং, হে দেবদেব, আপনার চরণকমলে নিবেদিত ভক্তিপূর্ণ সেবার শক্তি এই জগতের জনগণ দর্শন করুন। হে সর্বশক্তিমান, দয়া করে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের যারা আপনাকে ভজনা করে, তাদের অবস্থান এবং যারা আপনাকে ভজনা করে না তাদের অবস্থান, কুরু ও সৃঞ্জয়গণকে প্রদর্শন করুন। আপনার মনের মধ্যে 'এটা আমার, এটা অন্যের' এমন কোন ভেদ নেই। কারণ আপনি পরম ব্রহ্ম, সকল জীবের আত্মা, সর্বদা সাম্যাবস্থায় বিরাজমান ও আত্মানন্দী। ঠিক কল্পতরুর মতো, আপনাকে যারা যথাযথভাবে অর্চনা করে, আপনার প্রতি তাদের সেবার অনুপাত অনুসারে আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল অনুমোদন করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিষয়ে কোনও ভুল হয় না।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে রাজন, আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ এবং হে শত্রুবিনাশন, এইভাবে আপনার মহৎ কীর্তি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে মহান ঋষিগণ, পিতৃপুরুষ, দেবতাগণ ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের জন্য এবং নিঃসন্দেহে সকল জীবের জন্য, বৈদিক যজ্ঞসমূহের রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়। প্রথমে সমস্ত রাজাদের জয় করুন, পৃথিবীকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করুন এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন; অতঃপর এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। হে রাজন, আপনার এই ভ্রাতাগণ লোকপাল দেবতাগণের অংশ-প্রকাশরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আপনি এতটাই আত্মসংযমী যে, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপরাজেয় আমাকেও জয় করেছেন। এই জগতের কেউই, একজন দেবতাও—আমার ভক্তকে তার শক্তি, সৌন্দর্য, যশ বা সম্পদ দ্বারা পরাজিত করতে পারে না—পৃথিবীর কোনও রাজার কথা আর কী বলার আছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান দ্বারা গীত এই সকল কথা শ্রবণ করে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা শক্তি প্রদত্ত তাঁর ভ্রাতাগণকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি সৃঞ্জয়গণ সহ সহদেবকে দক্ষিণ দিকে, মৎস্যগণ সহ নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয়গণ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রকগণ সহ ভীমকে পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন।"

"হে রাজন, তাঁদের শক্তি দ্বারা বহু রাজাকে পরাজিত করার পর এই বীর ভ্রাতাগণ প্রচুর সম্পদ আনয়ন করে যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে তা প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন যে জরাসন্ধ অপরাজিত রয়ে গেছে, তিনি চিন্তামগ্ন হলে আদিপুরুষ ভগবান হরি জরাসন্ধের পরাজয়ের জন্য উদ্ধব যে উপায় বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁকে বললেন। হে রাজন, এইভাবে ভীমসেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, নিজেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যেখানে বৃহদ্রথের পুত্রকে পাওয়া যাবে, সেই গিরিব্রজে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের ছদ্মবেশে রাজকীয় ক্ষত্রিয়গণ আতিথ্য বেলায় জরাসন্ধের গৃহে আগমন করলেন। যে বিশেষত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি

শ্রদ্ধাশীল, সেই কর্তব্যপরায়ণ গৃহমেধীর কাছে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন, হে রাজন, বহুদূর থেকে আগত আমাদের আপনার দরিদ্র অতিথি বলে জানুন। আমরা আপনার সকল মঙ্গল কামনা করি। দয়া করে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা অনুমোদন করুন। সহিষ্ণু কি না সহ্য করতে পারেন? খল কি না করতে পারে? দানশীল কি না দান করতে পারেন? সমদর্শী কখনও কাউকে অনাত্মীয় বলে দর্শন করেন কি? যে সমর্থ হয়েও তার অনিত্য দেহ দ্বারা মহান সাধুগণের কীর্তনীয় যশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সে নিন্দা ও অনুশোচনার যোগ্য। হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গল, শিবি, বলি, পুরাণের ব্যাধ ও কপোত এবং আরও অনেকে অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁদের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, তাঁদের দৈহিক গঠন এবং তাঁদের হস্তভাগে ধনুর্জ্যার চিহ্ন হতে জরাসন্ধ বুঝতে পারল যে, তার অতিথিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সে চিন্তা করতে লাগল, ইতিপূর্বে সে তাদের কোথাও যেন দেখেছিল। এরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয়, কিন্তু তবুও আমি পরহিতার্থে তাদের প্রার্থনা পূরণ করব, যদি তারা আমার নিজ দেহও ভিক্ষা করে, তবুও। বস্তুত বলি মহারাজের নির্মল মহিমারাশি সমগ্র জগৎ জুড়ে শোনা যায়। ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্যরাশি বলির কাছ থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্ষমতাশালী পদ থেকে চ্যুত করেছিলেন। যদিও ছলনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুদেবের নিষেধ আজ্ঞা পেয়েছিলেন, দৈত্যরাজ বলি তবুও বিষ্ণুকে সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলের জন্য তার পতনশীল দেহ দ্বারা কার্য করে যদি বিপুল যশ প্রাপ্ত না হয় তবে সেই জীবিত এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে তার মনকে প্রস্তুত করে উদার জরাসন্ধ কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে সম্বোধন করে বলল 'হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুন। যদি সেটি আমার মস্তকও হয়, আমি তা আপনাদের প্রদান করব।' "

ভগবান বললেন—"হে রাজেন্দ্র, আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ প্রার্থনা করতে এসেছি। তাছাড়া তোমার কাছে আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। যদি তুমি তা যথাযথ মনে কর তাহলে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। এখানে ইনি হচ্ছেন পৃথা পুত্র ভীম, এবং এইজন তার ভ্রাতা অর্জুন। আমাকে তাদের মামাতো ভাই, তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমন্ত্রিত হয়ে মগধরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং অবজ্ঞাভরে বলল, 'ওহে মূঢ়গণ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।' "

"কিন্তু কৃষ্ণ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তুমি একজন ভীরু। যুদ্ধের মাঝে তোমার শক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছিল এবং সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তোমার নিজ মথুরাপুরী থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে। আর এই অর্জুন, সে বয়সে আমার সমান নয় এবং সে খুব শক্তিশালীও নয়। যেহেতু সে আমার সমতুল্য নয়, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কিন্তু, ভীম শক্তিতে আমারই মতো। এই কথা বলে, জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা অর্পণ করল, আর একটি নিজে গ্রহণ করল এবং নগরীর বাইরে গমন করল। এইভাবে নগরীর বাইরে যুদ্ধাঙ্গনে বীরদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করতে শুরু করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় তারা একে অপরকে তাদের বজ্রতুল্য গদা দ্বারা প্রহার করতে লাগল। মঞ্চের অভিনেতার নৃত্যের মতো তারা যখন দক্ষতার সঙ্গে বামে ও ডানে মণ্ডল রচনা করেছিল তখন যুদ্ধ এক চমৎকার প্রদর্শন উপস্থাপন করেছিল। যখন জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদার উচ্চনাদে সংঘর্ষ হচ্ছিল, হে রাজন, সেই শব্দ যুদ্ধরত দুটি হাতীর বড় দাঁতের সংঘাতের মতো অথবা ঝড়ো-বিদ্যুতালোকে বজ্রনাদের মতো শোনাচ্ছিল। এমন ক্ষিপ্রতা ও বেগে তারা তাদের গদাকে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছিল যে গদা তাদের স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও জত্রুদেশে আঘাত করে চূর্ণ হচ্ছিল এবং অর্ক বৃক্ষের শাখার মতো ভগ্ন হচ্ছিল, যার দ্বারা ক্রুদ্ধ হস্তীদ্বয় একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। এইভাবে তাদের গদা দুটি বিনষ্ট হলে মনুষ্যগণ মধ্যে সেই মহাবীরদ্বয় ক্রুদ্ধভাবে তাদের

লৌহকঠিন মুষ্টি দ্বারা একে অপরকে ঘুষি মারতে লাগল। তারা পরস্পরকে করতল দ্বারা আঘাত করলে দুটি হাতীর সংঘর্ষ জনিত শব্দের মতো বা বজ্রপাত তুল্য কর্কশ শব্দ হচ্ছিল। এইভাবে তারা যখন যুদ্ধ করছিল। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম শিক্ষা, শক্তি ও ক্ষমতার ফলে তারা কোন জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছিল না। আর তাই, হে রাজন, ক্লান্তিহীনভাবে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।"

"তাঁর শত্রু জরাসন্ধের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য এবং তাকে জরা রাক্ষসী জীবন দান করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভীমের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন। কিভাবে শত্রুকে বধ করতে হবে সেই বিষয়ে স্থির করে অমোঘ-দর্শন ভগবান একটি বৃক্ষের ছোট শাখাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ভীমকে সংকেত দিলেন। সেই সংকেত হৃদয়ঙ্গম করে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বলবান ভীম তার প্রতিপক্ষের পদদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। জরাসন্ধের একটি পাকে ভীম তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে আর একটি পা তাঁর হাত দিয়ে আকর্ষণ করে একটি বৃহৎ হস্তী যেভাবে একটি বৃক্ষের শাখাকে ভগ্ন করে সেভাবে ভীম জরাসন্ধকে পায়ু থেকে শুরু করে উর্ধ্বমুখে ছিন্ন করলেন। তখন রাজার প্রজাগণ তার একটি পা, উরু, অণ্ডকোষ, কটি, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ভ্রূ, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন খণ্ডে তাকে শায়িত দর্শন করল। মগধের অধীশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, এক মহা শোকার্ত ক্রন্দন উত্থিত হল, তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে আলিঙ্গনের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন। সকল জীবের পালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী অপ্রমেয় পরমেশ্বর ভগবান জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের নতুন শাসকরূপে অভিষিক্ত করলেন। ভগবান অতঃপর জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী সকল রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"জরাসন্ধ ২০, ৮০০ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল রাজারা যখন গিরিদ্রোণী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল, তারা মলিন ও জীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হল। তারা ক্ষুধায় কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়েছিল, এবং তাদের দীর্ঘ বন্দীদশার জন্য তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজারা অতঃপর তাদের সম্মুখে ভগবানকে দর্শন করল। তাঁর বর্ণ ছিল ঘনশ্যাম এবং তিনি একটি পীত রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা তাঁর পার্থক্য নিরূপিত হচ্ছিল, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর নয়নদ্বয় অরুণবর্ণের, যা পদ্মকোষ সদৃশ, তাঁর মনোরম, প্রসন্ন বদন, তাঁর ছিল উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং তাঁর হাতসমূহে তিনি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছিলেন। একটি মুকুট, একটি রত্নহার, একটি সোনার কোমর বন্ধনী, স্বর্ণ বলয় ও অঙ্গদ তাঁর রূপকে বিভূষিত করেছিল এবং তাঁর গলায় তিনি বহুমূল্যবান উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি ও বনমালা উভয়ই ধারণ করেছিলেন। রাজাগণ যেন তাদের চক্ষু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য পান করছিল, তাদের জিহ্বা দ্বারা তাঁকে লেহন করছিল, তাদের নাসিকা দ্বারা তাঁর ঘ্রাণ আস্বাদন করছিল, এবং তাদের বাহু দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। তাদের অতীতের পাপ এখন বিনষ্ট হয়েছে, সকল রাজাগণ তাদের মস্তক তাঁর পাদদ্বয়ে স্থাপন করে ভগবান হরিকে প্রণাম নিবেদন করল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের আনন্দ তাদের

বন্দীত্বের ক্লান্তিকে দূরীভূত করলে, রাজাগণ কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান হলেন এবং হৃষীকেশকে স্তুতি বাক্য নিবেদন করলেন।"

রাজাগণ বললেন—"হে দেবদেবেশ, হে আপনার শরণাগত ভক্তের দুঃখবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যেহেতু আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, হে অব্যয় স্বরূপ কৃষ্ণ, দয়া করে এই ভয়ঙ্কর সংসার জীবন থেকে, যা আমাদের এত বিষণ্ণ করছে, রক্ষা করুন। হে প্রভু, মধুসূদন, আমরা এই মগধের রাজাকে দোষারোপ করি না, যেহেতু, হে সর্বশক্তিমান, প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুগ্রহ দ্বারাই রাজারা তাদের রাজপদ থেকে পতিত হয়েছে। তার ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতায় মোহিত হয়ে একজন রাজা তার সকল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাই আপনার মায়া শক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সে তার অনিত্য সম্পদকে নিত্য বলে মনে করে। শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা যেমন মরুভূমিতে একটি মরীচিকাকে এক জলাশয় রূপে বিবেচনা করে, তেমনি অবিবেকীগণ মায়ার বিকারকে প্রকৃত বস্তু রূপে দর্শন করে। অতীতে সম্পদের নেশায় অন্ধ হয়ে আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলাম এবং এইভাবে বিজয় অর্জনের জন্য আমরা আপন প্রজাদের নির্দয়ভাবে পীড়িত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনাকে, হে ভগবান, আমরা উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন, হে কৃষ্ণ, দুর্দম ও কৌশলী, এই কাল নামক আপনার শক্তিশালী রূপ দ্বারা আমরা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন কৃপা করে আপনি আমাদের অহংকারকে বিনষ্ট করেছেন, আমরা কেবল আপনার পাদপদ্মের স্মরণ প্রার্থনা করছি। আমরা আর কখনও মরীচিকারূপ রাজ্যের জন্য লালায়িত হব না—যে রাজ্যকে এই মরণশীল, ব্যাধির আকর-স্বরূপ এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয়িত ও পীড়িত দেহ দ্বারা ক্রীতদাস সুলভভাবে সেবা করতে হয়। হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমরা পরবর্তী জীবনে পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও করব না, কারণ এরূপ পুরস্কারের সং কল্প কর্ণদ্বয়ের জন্য ফাঁকা প্রলোভন মাত্র। এই জগতে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়েও কিভাবে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের স্মরণ করতে পারি, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। আমরা বসুদেব পুত্র, হরি, শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। পরমাত্মা, গোবিন্দ, তাঁর শরণাগতজনের সকল ক্লেশকে বিনাশ করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে এখন বন্ধন থেকে মুক্ত রাজাগণ ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর, হে প্রিয় পরীক্ষিৎ, কৃপাময় শরণাগত-বৎসল মধুর বচনে তাদের বললেন—এখন থেকে, হে প্রিয় রাজাগণ, সকলের ঈশ্বর ও পরমাত্মা স্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হবে। আমি তোমাদের নিশ্চিত করলাম, তোমরা যেরকম ইচ্ছা করেছ সেরকমই ঘটবে।"

"হে রাজাগণ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং আপনারা যা বলেছেন তা সত্য। আমি দেখতে পারছি যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের মাদকতা হতে উত্থিত তাদের আত্মসংযমের অভাবের জন্যই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হৈহয়, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক ও দেবতা, দৈত্য ও দানবদের বহু শাসকও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তির জন্য তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পতিত হয়েছিলেন। এই জড় দেহের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুর শুরু ও শেষ আছে হৃদয়ঙ্গম করে বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা কর এবং স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধর্মনীতি অনুসারে তোমার প্রজাদের রক্ষা কর। সন্তান উৎপাদন পূর্বক এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদা আমাতে তোমাদের মন স্থির রাখবে। দেহ ও তৎ-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হও, আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে, আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে, দৃঢ়ভাবে তোমাদের ব্রত সম্পাদন কর। এইভাবে অবশেষে তোমরা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে রাজাদের নির্দেশ প্রদান করে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্যদেরকে তাদের স্নান ও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। হে ভরতকুলনন্দন, ভগবান তখন রাজা সহদেবকে দিয়ে রাজার পক্ষে উপযুক্ত সকল বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য ও চন্দন পিষ্টক অর্পণ দ্বারা তাদের সম্মানীত করলেন। তারা যথাযথভাবে স্নাত ও শোভিত

হওয়ার পর, তারা যাতে উত্তম ভোজ্য সহকারে ভোজন করে শ্রীকৃষ্ণ তা দর্শন করলেন। তিনি রাজাদের সুখোপযোগী বিভিন্ন দ্রব্যও, যেমন তাম্বুল ইত্যাদি প্রদান করলেন। ভগবান মুকুন্দ দ্বারা সম্মানীত এবং কঠোর দুর্দশা হতে মুক্ত রাজাগণ দীপ্তিমান রূপে শোভা পাচ্ছিল, তাদের কুণ্ডলসমূহ চকচক করছিল, ঠিক যেমন চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহসমূহ বর্ষা ঋতুর শেষে আকাশে দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়।"

"অতঃপর ভগবান রাজাদের উত্তম অশ্ব দ্বারা আকর্ষিত এবং রত্ন ও স্বর্ণে বিভূষিত রথে উপবেশনের আয়োজন করে, তিনি তাদের যার যার নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন। এইভাবে কৃষ্ণ দ্বারা সকল কষ্ট থেকে মুক্ত পরম মহাত্মা রাজাগণ গমন করলে, তাদের যাত্রাপথে তারা কেবল জগদীশ্বর ও তাঁর আচরণসমূহের ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান যা করেছিলেন রাজাগণ তাদের মন্ত্রী ও অন্যান্য পার্ষদদের তা বর্ণনা করলেন এবং তিনি তাদের যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তারা তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা পালন করেছিল। ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করার আয়োজনের পর, ভগবান কেশব রাজা সহদেবের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করে পৃথার দুই পুত্র সহ প্রস্থান করলেন। বিজয়ী বীরগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আনন্দ ও তাদের শত্রুদের দুঃখ আনয়নকারী শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এখন মগধের রাজা নিহত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির অনুভব করেছিলেন যে তার আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হল। ভীম, অর্জুন ও জনার্দন, রাজাকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক তাঁরা যা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁকে বর্ণনা করলেন। তাঁকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শিত ভগবান কেশবের মহানুকম্পিত তাদের বর্ণনা শ্রবণ করে ধর্মরাজ আনন্দাশ্রু মোচন করলেন। তিনি এমনই প্রেম অনুভব করলেন যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।"

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে জরাসন্ধ বধ ও সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের অপূর্ব প্রভাব শ্রবণ করে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবানকে বললেন—ত্রিলোকের সকল শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুগণসহ বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণ ও লোকপালগণ দুর্লভ লক্ষ্য আপনার নির্দেশ তাদের মস্তকে বহন করেন। হে ভুমন, সেই আপনি, কমললোচন ভগবান, যারা নিজেদের শাসকরূপে মনে করে সেই দীন, মূর্খগণের আদেশ স্বীকার করেন যা আপনার পক্ষে এক পরম ছল মাত্র। কিন্তু অবশ্যই অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের শক্তির, তার কার্যের দ্বারা কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, ঠিক যেমন সূর্যের গতিবেগ দ্বারা তার শক্তির কোন তারতম্য হয় না। হে অজিত, হে মাধব, আপনার ভক্তবৃন্দও 'আমি' ও 'আমার', 'আপনি' ও 'আপনার' এই ধরনের ভেদ করেন না, কারণ এটি পশুদের বিকৃত মানসিকতা।"

"এইভাবে বলে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য হাতে থাকা যথার্থ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দক্ষ বেদ-তত্ত্ববিদ্ সকলকে তিনি যোগ্য পুরোহিতরূপে নির্বাচিত করলেন। তিনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত সহ বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিতকে মনোনীত করলেন। তিনি বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল ও পরাশর, সেই সঙ্গে গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গবগণের রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণদেরও মনোনীত করলেন।"

"হে রাজন, অন্যান্য যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারা হলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, তার পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞানী বিদুর এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, যারা সকলেই যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল রাজারা তাদের অনুগামীগণ সহ এসেছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অতঃপর স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞস্থলকে কর্ষণ করে যজ্ঞের বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন। পুরাকালে বরুণের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মতোই যজ্ঞের ব্যবহৃত উপকরণসমূহ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য অনেক লোকপালগণ, তাদের স্বজনগণ সহ সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মহানাগগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস, দিব্য পক্ষীসমূহ, কিন্নরগণ, চারণগণ, এবং মর্ত্যের রাজারা—সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বস্তুত তারা সকল দিক থেকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করেছিলেন। তারা যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে এতটুকু বিস্মিত হননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের জন্য তা সু-উপযুক্ত ছিল। দেবতুল্য শক্তিশালী পুরোহিতগণ বৈদিক বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, ঠিক যেমন অতীতে দেবতাগণ বরুণের জন্য তা সম্পাদন করেছিলেন। সোমরস নির্গত করার দিন, রাজা যুধিষ্ঠির যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, পুরোহিত ও সভার পরমোন্নত ব্যক্তিগণকে পূজা করলেন। তাদের মধ্যে কে অগ্রপূজার যোগ্য তখন সভার সদস্যগণ তা বিচার করতে লাগলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে এই সম্মানের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না।"

শেষ পর্যন্ত সহদেব বললেন—"নিশ্চিতরূপে যাদব প্রধান পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত এই সর্বোচ্চ পদের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেশ, কাল ও দ্রব্যাদি স্বরূপ যজ্ঞে পূজিত সকল দেবতার মূল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তাদের পবিত্র অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্র দ্বারা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত। সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই লক্ষ্য অদ্বিতীয় তিনি। হে সভাসদগণ, সেই অজ, স্বপ্রতিষ্ঠ ভগবান তাঁর নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন আর এইভাবে একমাত্র তাঁর উপরেই এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তিনি এই জগতের বহু কার্যাবলী সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সমগ্র জগৎ ধর্মের শুভফল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা সমস্ত জীবকে এবং আমাদের নিজেদেরও সম্মান প্রদর্শন করব। যে কেউই, যিনি কামনা করেন যে তার প্রদত্ত সম্মান অক্ষয় হবে, তার উচিত পূর্ণরূপে শান্ত, সকল জীবের পরম আত্মা এবং অনন্যদর্শি ভগবান কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এই বলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গমকারী সহদেব শান্ত হলেন এবং তার কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সকল সজ্জন ব্যক্তিগণ 'সাধু! সাধু!' ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন প্রদান করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের এই ঘোষণা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন, যার থেকে তিনি সমগ্র সভার ভাব হৃদয়ঙ্গম করলেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে তিনি সর্বতোভাবে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিতভাবে তার মস্তকে সেই জল ছিটালেন এবং অতঃপর তার পত্নী, ভ্রাতাগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও মন্ত্রীগণের মস্তকে তা ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী। যখন তিনি ভগবানকে পীত রেশমী বস্ত্র ও মহামূল্যবান রত্নালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করছিলেন, তার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে তাকে সরাসরি ভগবানকে দর্শন করার থেকে বাধা দিচ্ছিল। তারা যখন এইভাবে ভগবান কৃষ্ণকে সম্মানিত হতে দর্শন করলেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই তাদের কৃতাঞ্জলিপুটে 'আপনাকে নমস্কার করি! আপনার জয় হোক!' ধ্বনি দিলেন এবং অতঃপর তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। স্বর্গ হতে পুষ্প বর্ষণ হল।"

"শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে দমঘোষের অসহিষ্ণু পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তার আসন থেকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তার বাহুদ্বয় উত্তোলিত করে নির্ভয়ে সভামধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে এইসব কর্কশ কথা বলতে লাগল, সময় হচ্ছে সকলের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ন্তা, বেদের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণিত হল, কারণ জ্ঞানী বৃদ্ধদের বুদ্ধি এখন বালক মাত্রের বাক্য দ্বারা বিচলিত হয়ে উঠল। হে সভাপতিগণ, আপনারা শ্রেষ্ঠতঃ অবগত যে কে সম্মানীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী। সুতরাং একটি শিশু যখন দাবী করছে যে কৃষ্ণ পূজিত হওয়ার যোগ্য, তার কথা আপনাদের কর্ণপাত করা উচিত নয়। এই সভার পরমোন্নত সদস্য তপশ্চর্যার ক্ষমতা সম্পন্ন, দিব্য দৃষ্টি ও ব্রতনিষ্ঠ, জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালগণ দ্বারাও পূজিত পরমব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত পরম ঋষিগণকে আপনি কিভাবে অতিক্রম করতে পারেন? কিভাবে এই কুলদূষণ গোপবালক একটি কাকের পবিত্র পুরোডাশ খাওয়ার যোগ্যতার মতো আপনাদের পূজা পাওয়ার যোগ্য? কিভাবে একজন, যে সমাজ ও পারমার্থিক আশ্রমের অথবা পারিবারিক নৈতিকতার কোন সূত্রই অনুসরণ করে না, যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য বিবর্জিত, যে তার ইচ্ছামত আচরণ করে এবং যার কোন ভাল গুণ নেই—সে পূজার যোগ্য হবে? এই সকল যাদবগণের বংশকে যযাতি অভিশাপ দিয়েছিল এবং সেই থেকে তারা সজ্জনগণ দ্বারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং পানাসক্ত। তাহলে, কিভাবে এই কৃষ্ণ পূজার যোগ্য হতে পারে? এই সকল যাদবগণ সাধু ঋষিগণের পবিত্র অধিবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যে স্থানে কোন ব্রাহ্মণোচিত নীতিসমূহ পালিত হয় না। সেখানে ঠিক দস্যুর মতো তারা তাদের প্রজাদের পীড়ন করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"সকল সৌভাগ্য বঞ্চিত শিশুপাল এই সমস্ত এবং আরও অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু ঠিক যেমন একটি সিংহ একটি শৃগালের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে সেইভাবে ভগবান কিছু বললেন না। এরূপ অসহ্য ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণ করে সভার কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে ক্রুদ্ধভাবে চেদি-রাজকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে এলেন। যে কেউই অথবা তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত, যে ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, অবশ্যই তার পুণ্য ফল থাকা সত্ত্বেও সে পতিত হবে। তখন পাণ্ডুর পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং মৎস্য, কৈকয় এবং সৃঞ্জয় বংশজগণের যোদ্ধাদের সঙ্গে উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে তাদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন। হে ভারত, অবিচলিত, শিশুপাল তখন সমবেত সকল রাজার মধ্যে তার তরবারি ও বর্ম গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে অপমান করতে লাগল। সেই সময় ভগবান উঠে তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি তখন তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্রকে ক্রুদ্ধভাবে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর আক্রমনোদ্যত শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। এইভাবে শিশুপাল যখন নিহত হল, ভীড়ের মধ্য থেকে এক মহা কোলাহল উঠল। সেই শোরগোলের সুযোগ গ্রহণ করে শিশুপালের সমর্থক কতিপয় রাজা সত্বর তাদের জীবনের ভয়ে সভা ত্যাগ করল। এক জ্যোতির্ময় আলো শিশুপালের দেহ থেকে উত্থিত হল এবং সর্বসমক্ষে তা আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি উল্কার পতিত হওয়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল। তিন জন্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে শিশুপাল ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা দ্বারাই জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়। সম্রাট যুধিষ্ঠির যজ্ঞের পুরোহিত ও সভাসদদের বেদ নির্দিষ্টভাবে সম্মান জ্ঞাপন করে উদারভাবে উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি অবভৃথ স্নান করলেন।"

"এইভাবে যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের হয়ে এই মহাযজ্ঞের সফল সম্পাদন করিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের বিনীত প্রার্থনায় ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদগণের সঙ্গে সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করলেন। অতঃপর ভগবান দেবকী-পুত্র, রাজার অনিচ্ছাগত অনুমোদন গ্রহণ করে তাঁর মহিষী ও মন্ত্রীগণসহ তাঁর নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বিস্তারিতভাবে বৈকুণ্ঠের দুই অধিবাসীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করার ইতিহাস বর্ণনা করেছি। সফলতার সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্ত হওয়া যা চিহ্নিত

করে সেই চূড়ান্ত অবভৃথ্য অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সভায় সমবেত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ং দেবরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। দেবতা, মানুষ এবং খেচরগণ সকলে রাজা দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানিত হয়ে মহা যজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান গাইতে গাইতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে সুখে গমন করলেন। কলির অংশসম্ভূত ও কুরুবংশের ব্যাধি স্বরূপ পাপিষ্ঠ দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। সে পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি দর্শন করে সহ্য করতে পারল না। যিনি শিশুপাল বধ, রাজাদের উদ্ধার এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সহ ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত কার্যাবলী কীর্তন করেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।"

卐 卐 卐

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছি সেই অনুসারে একমাত্র দুর্যোধন ব্যতীত সমবেত সকল রাজা, ঋষি ও দেবতারা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অপূর্ব উৎসবময়তা দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। হে প্রভু, দয়া করে আমাকে বলুন, কেন এমন হয়েছিল।"

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"আপনার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে তাঁর বিনীত সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। ভীম রান্নাঘরের অধ্যক্ষতা করতেন, দুর্যোধন কোষাগার দেখাশোনা করতেন এবং সহদেব শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাগত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করতেন। নকুল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অর্জুন শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের যত্ন গ্রহণ করতেন এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করতেন আর দ্রৌপদী খাদ্য পরিবেশন করতেন ও দাতা কর্ণ উপহার প্রদান করতেন। আরও অনেকে যেমন যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, ভূরিশ্রবা ও বাহ্লীকের অন্যান্য পুত্ররা এবং সন্তর্দন একইভাবে মহাযজ্ঞের সময় স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কর্তব্য করেছিলেন। হে রাজেন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহের জন্যই তারা তা করেছিলেন। পুরোহিতরা, বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, শাস্ত্রজ্ঞ সাধুরা এবং রাজার পরম অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলে মধুর বচন, পবিত্র নৈবেদ্য ও পারিশ্রমিকরূপে বিভিন্ন উপহারাদি দ্বারা যথাযথরূপে সম্মানিত হলে এবং সাত্বতদের প্রভুর পাদপদ্মে চেদিরাজ প্রবেশ করলে পরে দিব্য নদী যমুনায় অবভৃথ স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

"অবভৃথ উৎসবের সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরী, আনক ও গোমুখ শিঙা সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করছিল এবং গায়কেরা দলবদ্ধভাবে গান করছিল আর বীণা, বেণু ও করতালের উচ্চ ধ্বনি স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। সকল রাজারা স্বর্ণ কণ্ঠহার পরিধান করে অতঃপর যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রঙের এক দণ্ড ও দুই দণ্ডের পতাকা এবং তারা সুসজ্জিত রাজকীয় হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ছিলেন। যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলদের সৈন্যরা পৃথিবী কম্পিত করে শোভাযাত্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুগমন করলেন। সভার পারিষদ, পুরোহিত ও অন্যান্য উত্তম ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত করছিলেন এবং দেবতা, দিব্য ঋষি, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বরা স্তুতি গান করছিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। চন্দন, পুষ্প মাল্য, রত্নালঙ্কার ও সুন্দর বসনে সুশোভিত সকল নর-নারীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত ও অনুলিপ্ত

করে ক্রীড়া করেছিলেন। পুরুষেরা বারাঙ্গনাদের যথেষ্ট তেল, দধি, সুগন্ধী জল, হলুদ ও গুঁড়ো কুঙ্কুম লেপন করে দিলেন এবং বারাঙ্গনারাও ক্রীড়াচ্ছলে সেই একই বস্তুসমূহ পুরুষদের লেপন করলেন। প্রহরী পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাণীরা উৎসব দর্শন করার জন্য তাদের রথে আরোহণ করে নির্গত হলেন, ঠিক যেভাবে দেবতাদের পত্নীরা দিব্য আকাশযানে আকাশে উপস্থিত হন। মাতুল পুত্র ও অন্তরঙ্গ সখারা রাণীদের রসে অভিষিক্ত করলে পর সলজ্জ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন, রাণীদের দীপ্তিমান সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল। রাণীরা পিচকারী দ্বারা তাদের দেবর ও অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদেরকে অভিষিক্ত করলে তাদের নিজ বসন তাদের বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উরু ও কোমরকে প্রকাশিত করে সিক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনাবশত তাদের স্খলিত খোঁপা থেকে ফুল পতিত হল। এই সকল মধুর ক্রীড়া দ্বারা তারা কলুষ চেতনা সম্পন্নদের ক্ষোভিত করেছিলেন।"

"সম্রাট তার সুবর্ণ গলবন্ধনী পরিহিত শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ পূর্বক স্বীয় মহিষীদের সঙ্গে, ঠিক যেন বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত উজ্জ্বল রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়েছিলেন। পুরোহিতরা পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য নামক শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে রাজাকে অতঃপর রাণী দ্রৌপদী সহ আচমন ক্রিয়া ও গঙ্গায় স্নান করালেন। মানুষের দুন্দুভির সঙ্গে দেবতাদের দুন্দুভিও ধ্বনিত হল। দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও মানুষেরা সকলে পুষ্প বৃষ্টি করলেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সকল পুরবাসীরা তারপর সেই স্থানে স্নান করলেন যেখানে স্নান করে চরম পাপীও তৎক্ষণাৎ সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। অতঃপর রাজা নূতন রেশমী বস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিজেকে সুন্দর রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করলেন। তারপর তিনি পুরোহিত, সভাসদ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন। যিনি সর্বতোভাবে তার জীবন ভগবান নারায়ণকে উৎসর্গ করেছেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির বিভিন্নভাবে অবিরত তার আত্মীয়, জ্ঞাতি, অন্যান্য রাজা, তার মিত্র ও সুহৃদ এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সেখানকার সকল পুরুষদের দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। তারা মণিময় কুণ্ডল, পুষ্পমাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, রেশমী ধুতি ও মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহারে শোভিত ছিলেন। নারীরা মানানসই কুণ্ডল ও অলক দ্বারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন এবং তারা সকলেই স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন।"

"হে রাজন, তখন উচ্চ-কৃষ্টিসম্পন্ন পুরোহিতরা, মহান বৈদিক তত্ত্ববিদেরা যারা যজ্ঞের সাক্ষীরূপে সেবা করছিলেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাজারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও ভূতেরা এবং গ্রহসমূহের প্রধান শাসকগণ ও তাদের অনুচরেরা—রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত সকলেই তার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন। ভগবান হরির সেবক ও পরম মহাত্মন রাজা দ্বারা সম্পাদিত অপূর্ব রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেও তাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না, ঠিক যেমন একজন সাধারণ মানুষ অমৃত পান করে কখনও তৃপ্ত হন না। সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণসহ তার কিছু সংখ্যক সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকে প্রস্থান থেকে বিরত করলেন। প্রেমবশত যুধিষ্ঠির তাদের যেতে দিতে পারছিলেন না কারণ তিনি আসন্ন বিরহ বেদনা অনুভব করছিলেন। বৎস পরীক্ষিৎ, প্রথমে সাম্ব ও অন্যান্য যদুবীরদের দ্বারকায় প্রেরণ করার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবান সেখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন। এইভাবে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার বিশাল ও ভয়ঙ্কর কামনার সমুদ্র সফলতার সঙ্গে পার হয়ে তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।"

"একদিন দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে রাজসূয় যজ্ঞ ও তার অনুষ্ঠানকারী অচ্যুত-আত্মন রাজা, উভয়েরই মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সন্তাপ অনুভব করেছিলেন। সেই প্রাসাদে বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব দ্বারা আনীত মানব, দানব ও দেবতাদের রাজাদের সকল সংগৃহীত ঐশ্বর্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল। সেই সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে দ্রৌপদী তার পতিদের সেবা করছিলেন এবং যেহেতু কুরুরাজ দুর্যোধন তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তিনি সন্তাপগ্রস্ত হলেন। ভগবান মধুপতির সহস্র রাণীরাও সেই প্রাসাদে অবস্থান

করছিলেন। তাদের নিতম্বভারে তাদের চরণদ্বয় ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল আর মধুরভাবে চরণের নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল। তাদের মধ্যভাগ ছিল সুরমা, তাদের স্তনের কুঙ্কুম থেকে তাদের মুক্তার কণ্ঠহার রঞ্জিত হয়েছিল এবং তাদের দোদুলমান কুণ্ডল ও উড়ন্ত অলকরাশি তাদের মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।"

"একদিন এমন ঘটল যে ধর্মপুত্র সম্রাট যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে ঠিক ইন্দ্রের মতো স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে তার অনুচরেরা, তার পরিবারের সদস্যেরা এবং তার বিশেষ চক্ষু স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করে রাজা যুধিষ্ঠির সভা কবিদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন। হে রাজন, অহংকারী দুর্যোধন তার হাতে একটি তরবারি ধারণ করে এবং একটি মুকুট ও কণ্ঠহার পরিধান করে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে দ্বার-রক্ষীদের অপমান করতে করতে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেন। ময়দানবের জাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট মায়া দ্বারা বিমোহিত দুর্যোধন শক্ত মেঝেকে জল বলে ভ্রম করেছিলেন এবং তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ উত্তোলন করেছিলেন এবং অন্য এক স্থানে তিনি জলকে শক্ত মেঝে মনে করে ভুল করে জলের মধ্যে পতিত হলেন। বৎস পরীক্ষিৎ, তা দেখে ভীম হেসে উঠেছিলেন এবং রমণীরা, রাজারা ও অন্যান্যরাও হেসে উঠেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমোদন প্রদর্শন করলেন। অপমানিত হয়ে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে দুর্যোধন তার মুখ নীচু করে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নির্গত হলেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। উপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে "হায়! হায়!" করে উঠলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও যেন বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ভগবান, যাঁর দৃষ্টিপাত দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করেছিল মাত্র, তাঁর ভূ-ভার হরণের উদ্দেশের জন্য নিশ্চুপ রইলেন। হে রাজন, কেন দুর্যোধন মহান রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই বিষয়ে তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার উত্তর প্রদান করলাম।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, চিন্ময় লীলা উপভোগের জন্য যিনি তাঁর মনুষ্যতুল্য দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত অন্য একটি অদ্ভুত কর্মের কথা এখন শ্রবণ কর। শোন, কিভাবে তিনি সৌভপতিকে নিহত করেছিলেন।"

"শাল্ব ছিল শিশুপালের বন্ধু। সে যখন রুক্মিণীর বিবাহে উপস্থিত হয়েছিল তখন জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাকেও যদু যোদ্ধারা পরাজিত করেছিলেন। শাল্ব সকল রাজাদের উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব। আপনারা কেবল আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করুন।' এইভাবে তার প্রতিজ্ঞা করে সেই মূর্খ রাজা প্রতিদিন একমুষ্টি ধূলি ছাড়া অন্য কিছু না ভক্ষণ করে দেবাদিদেব পশুপতিকে (শিব) তার ঈশ্বররূপে পূজা করতে শুরু করল। মহাদেব উমাপতি 'আশুতোষ' রূপে পরিচিত, তবুও এক বৎসরের শেষে তাঁর শরণাগত শাল্বকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শাল্ব একটি যান প্রার্থনা করল যা দেবতা, দানব, মানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসদের দ্বারাও অবিনাশী, সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানেই তা ভ্রমণ করতে পারবে এবং যা বৃষ্ণিদের আতঙ্কিত করবে। দেবাদিদেব শিব বললেন, 'তাই হোক।' তাঁর নির্দেশে ময়দানব, যিনি তাঁর শত্রুর

নগরীগুলি জয় করেছেন, সৌভ নামক একটি উড়ন্ত লৌহনগরী নির্মাণ করলেন এবং তা শাল্বকে প্রদান করলেন।"

"এই দুর্ধর্ষ যানটি অন্ধকারে পূর্ণ ছিল এবং যেকোন স্থানে যেতে পারত। সেটি পেয়ে তার প্রতি বৃষ্ণিদের শত্রুতা স্মরণ করতে করতে শাল্ব দ্বারকায় গিয়েছিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, প্রান্তিক উপবন ও উদ্যান, নিরীক্ষণ কেন্দ্রসহ প্রাসাদ, অট্টালিকা, পুরদ্বার এবং চতুর্দিকের প্রাচীর ও জনগণের ক্রীড়াক্ষেত্রও বিনষ্ট করে শাল্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। তার অনবদ্য আকাশযান থেকে সে নীচে প্রস্তর, বৃক্ষগুঁড়ি, বজ্র, সর্প ও শিলাবৃষ্টি সহ অস্ত্রের বর্ষণ করেছিল। একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা উঠে সমস্ত দিক ধূলিতে আচ্ছন্ন করেছিল। এইভাবে সৌভ বিমান দ্বারা ভয়ঙ্কররূপে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে হে রাজন, ঠিক যেমন পৃথিবী যখন ত্রিপুরাসুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে কোন শান্তি থাকল না। প্রজাদের অত্যন্ত উৎপীড়িত হতে দেখে মহিমান্বিত বীর ভগবান প্রদ্যুম্ন তাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না" এবং তাঁর রথে তিনি আরোহণ করলেন।"

"সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অক্রূর ও তার কনিষ্ঠভ্রাতাগণ হার্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ সহ রথযোদ্ধার প্রধান নির্দেশকগণ, অন্যান্য অসংখ্য ধনুর্ধারী সহ, বর্ম ও রথারূঢ় সৈন্যমণ্ডলী, গজ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে নগরী থেকে বের হলেন। তখন শাল্বর বাহিনী ও যদুগণের মধ্যে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হল। সেটি ছিল দানব ও দেবতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের সমান। সূর্যের উষ্ণ কিরণরাশি যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, ঠিক সেইভাবে তাঁর দিব্য অস্ত্র দ্বারা প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ শাল্বের সকল মায়াজাল বিনষ্ট করলেন। ভগবান প্রদ্যুম্নের তীরগুলি সকলই ছিল স্বর্ণদণ্ড, লৌহ মস্তক এবং মসৃণ গ্রন্থি বিশিষ্ট। সেইগুলির পাঁচশটি দিয়ে তিনি শাল্বের প্রধান সেনাপতি দ্যুমনকে এবং একশত বাণ দিয়ে তিনি স্বয়ং শাল্বকে বিদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি এক-একটি তীর দিয়ে শাল্বের সৈন্যদের, দশ দশটি তীর দিয়ে তার সারথিদের এবং তিন তিনটি তীর দিয়ে তার অশ্ব ও অন্যান্য বাহনদের বিদ্ধ করলেন।"

"উভয় পক্ষের সমস্ত সৈনারা যখন মহিমাময় প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত ও বলশালী বীরত্ব লক্ষ্য করল, তারা তখন তার প্রশংসা করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে ময়দানবের তৈরি সেই জাদুবিমান বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পর মুহূর্তে তা পুনরায় একরূপে মাত্র প্রকাশিত হল। কখনও কখনও তা দৃশ্যমান ছিল এবং কখনও কখনও তা ছিল অদৃশ্য। এইভাবে শাল্বের প্রতিপক্ষরা কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি যে, সেটি ঠিক কোথায় ছিল। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সৌভ বিমানটি ভূমি, আকাশ, পর্বতচূড়া বা জলে প্রকাশিত হচ্ছিল। আলাতচক্রের ন্যায় তা কখনও স্থিরভাবে এক জায়গায় অবস্থান করছিল না। যেখানে যেখানে শাল্ব তার সৈন্যদল ও সৌভযান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল, যদুসেনাপতিরা সেখানেই তাদের তীর নিক্ষেপ করছিলেন। তার সৈন্যবাহিনী ও আকাশ নগরীকে এইভাবে শত্রুর অগ্নি ও সূর্যতুল্য এবং সর্পবিষের ন্যায় দুঃসহ তীর দ্বারা পীড়িত হতে দেখে শাল্ব বিভ্রান্ত হয়ে গেল। যেহেতু বৃষ্ণিবংশের বীররা ঐহিক ও পারত্রিক জগৎ বিজয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাই শাল্বের সেনাপতিদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বর্ষণ তাঁদের বিপর্যস্ত করা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট বিজয় অভিলাষ পরিত্যাগ করেননি। ইতিপূর্বে শ্রীপ্রদ্যুম্ন দ্বারা আহত হয়ে শাল্বর মন্ত্রী দ্যুমান এখন তাঁর দিকে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এসে তাঁকে তার কৃষ্ণলৌহের গদা দ্বারা আঘাত করল। দারুকের পুত্র প্রদ্যুম্নের সারথি ভেবেছিলেন যে, তার সাহসী প্রভুর বক্ষ গদার দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য বিষয়ে ভালভাবে অবগত ছিলেন বলে তিনি তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রদ্যুম্নকে সরিয়ে নিলেন।"

"শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, 'হে সারথি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা জঘন্য কাজ হয়েছে।' যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছে এমন কেউ যদুবংশে আমি ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে বলে কখনও জানা যায়নি। একজন সারথির ক্লীবের মতো চিন্তার ফলে এখন আমার যশ কলঙ্কিত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র পলায়ন করে যখন আমি তাঁদের কাছে ফিরে যাব তখন আমার পিতা, রাম ও কৃষ্ণের কাছে আমি কি বলব? আমার মর্যাদার উপযোগী কোন কথা তাঁদের আমি আর বলতে পারি? অবশ্যই আমার ভ্রাতৃবধূরা আমার দিকে চেয়ে হাসবে আর বলবে, 'হে বীর, জগতে কিভাবে তোমার শত্রুরা যুদ্ধে তোমাকে এমন এক কাপুরুষে পরিণত করল আমাদের তা বল।' "

সারথি উত্তর করল—"হে চিরজীবিন, আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য ভালভাবে অবগত হয়ে আমি তা করেছি। হে প্রভু, সারথি অবশ্যই বিপদগ্রস্ত রথের রথীকে রক্ষা করবে এবং রথীও অবশ্যই তার সারথিকে রক্ষা করবে। এই বিধি মনে রেখে, যেহেতু আপনি আপনার শত্রুর গদার আঘাতে অচেতন হয়েছিলেন, তাই আপনি গুরুতর আহত হয়েছেন মনে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।"

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্নান করার পর তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর ধনুক গ্রহণ করে শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, 'যেখানে বীর দ্যুমান দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চল।' প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতিতে দ্যুমান তাঁর সৈন্যদের ধ্বংস করছিল, কিন্তু এখন প্রদ্যুম্ন দ্যুমানকে প্রতি আক্রমণ করে হাসতে হাসতে তাকে আটটি নারাচ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। এই সকল তীরের চারটি দ্বারা তিনি দ্যুমানের চারটি অশ্বকে, একটি তীর দ্বারা তার সারথিকে আরও দুটি তীর দিয়ে তার ধনুক ও রথের ধ্বজাকে এবং শেষ তীরটি দিয়ে তিনি দ্যুমানের মস্তকে আঘাত করলেন। গদ, সাত্যকি, সাম্ব ও অন্যান্যরা শাল্বর সৈন্যদের হত্যা করতে শুরু করল এবং এইভাবে বিমানের ভিতরের সকল সৈন্যেরা তাদের স্কন্ধ ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে পতিত হতে লাগল। এইভাবে যাদব এবং শাল্বের অনুগামীদের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করে তুমুল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি সাতাশ দিন ও রাত্রি ধরে চলেছিল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। এখন সেই রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে এবং শিশুপাল হত হয়েছে, শ্রীভগবান অশুভ লক্ষণাদি লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাই তিনি কুরুবৃদ্ধগণ, মহামুনিবর্গ ও পৃথা এবং তাঁর পুত্রগণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।"

শ্রীভগবান স্বয়ং বললেন—"যেহেতু আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আমি এখানে এসেছি, তাই শিশুপালের পক্ষের রাজারা হয়ত আমার রাজধানী আক্রমণ করে থাকবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"দ্বারকায় উপস্থিত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কিভাবে ধ্বংস দেখে তাঁর জনগণ ভয়ার্ত হয়েছিল এবং শাল্ব ও তার সৌভ বিমানকেও লক্ষ্য করলেন। নগরীর সুরক্ষার আয়োজন করার পর শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বললেন, হে সারথি, সত্বর আমার রথকে শাল্বের নিকটে নিয়ে চল। এই সৌভপতি এক শক্তিশালী জাদুকর; তাকে তোমাকে বিমোহিত করতে দিও না। এইভাবে আদিষ্ট হয়ে দারুক শ্রীভগবানের রথে উঠে তা চালনা করলেন। রথটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল তখন সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে, বন্ধু ও শত্রু উভয়েই গরুড়ের প্রতীক চিহ্নটি দেখতে পেয়েছিল। হতপ্রায় সৈন্যদের অধীশ্বর শাল্ব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে দেখল, তখন সে

তার ভল্লটি শ্রীভগবানের সারথির দিকে নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে আসতে আসতে ভল্লটি ভয়ানকভাবে গর্জন করছিল। শাল্বর নিক্ষিপ্ত ভল্ল সমগ্র আকাশকে এক শক্তিশালী উল্কার মতো আলোকিত করল, কিন্তু শ্রীভগবান শৌরি সেই মহা অস্ত্রকে তাঁর বাণ দ্বারা শত শত খণ্ডে ছিন্ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে ষোলটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে অজস্র তীরের প্লাবনে বিদ্ধ করলেন। তীর নিক্ষেপরত শ্রীভগবান যেন তার কিরণ দিয়ে আকাশ প্লাবিতকারী সূর্যের মতো প্রকাশিত হলেন। শাল্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুক ধারণকারী বাম বাহুকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হল এবং অদ্ভুতভাবে তাঁর হাত থেকে শার্ঙ্গ পতিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে হাহাকার করে উঠলেন। তখন সৌভপতি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে ভগবান জনার্দনকে বলেছিল, তুমি মূর্খ—কারণ আমাদের সামনে তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার নিজ ভ্রাতা, শিশুপালের বধূকে অপহরণ করেছিলে এবং যেহেতু তুমি পরে তার অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পবিত্র সভার মধ্যে হত্যা করেছ, আজকে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। যদিও তুমি নিজেকে অপরাজেয় বলে মনে কর, কিন্তু তুমি যদি আমার সামনে এখন দাঁড়াবার সাহস কর, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।"

শ্রীভগবান বললেন—"রে মূঢ়, তুমি বৃথা দম্ভ করছ, কারণ তোমার কাছে দাঁড়ানো মৃত্যুকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। যথার্থ বীরেরা বেশি কথা বলে না, বরং তাদের কাজের মধ্যেই পৌরুষ প্রদর্শন করে।"

"এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শ্রীভগবান তাঁর গদাটি ভয়ঙ্কর শক্তি ও বেগে সঞ্চালিত করে শাল্বের জত্রুদেশে আঘাত করলেন যার ফলে শাল্বের রক্ত বমন হয়ে সর্বশরীর প্রকম্পিত করেছিল। কিন্তু ভগবান অচ্যুত তাঁর গদা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে শাল্ব অন্তর্হিত হল এবং এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীভগবানের কাছে এল। তার মাথা নত করে তাকে প্রণতি নিবেদন করে সে ঘোষণা করল, 'দেবকী আমাকে পাঠিয়েছেন' এবং রোদন করতে করতে পরবর্তী কথাগুলি সে বলতে লাগল—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে পিতৃ-মাতৃবৎসল! কষাই যেমন পশুকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায়, সেভাবে শাল্ব আপনার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। যখন তিনি এই অপ্রিয় সংবাদ শুনলেন, তখন নশ্বর মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ ও দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর পিতামাতার জন্য প্রেমবশত সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মার মতো তিনি কথাগুলি বলেছিলেন—বলরাম চিরসতর্ক এবং কোন দেবতা বা দানবই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তা হলে কিভাবে এই তুচ্ছ শাল্ব তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতাকে অপহরণ করল? নিঃসন্দেহে, ভাগ্যই সর্বশক্তিমান। গোবিন্দ এই সকল কথা বলার পর, দৃশ্যত বসুদেবকে শ্রীভগবানের সামনে অগ্রসর করে, সৌভপতি আবার আবির্ভূত হল। শাল্ব তখন বলতে লাগল—এই হচ্ছে তোমার প্রিয় পিতা, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার জন্য তুমি এই জগতে জীবন ধারণ করছ। তোমার চোখের সামনে আমি এখন তাকে হত্যা করব। ওহে দুর্বল, যদি পার তাকে রক্ষা কর। শ্রীভগবানকে এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর, জাদুকর শাল্ব যেন তার তরবারি দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছিন্ন করল। মস্তকটি তার সঙ্গে গ্রহণ করে আকাশে পরিভ্রমণরত সৌভযানে সে প্রবেশ করল।"

"প্রকৃতিগতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান এবং মহানুভব। তবুও এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয়জনের প্রতি পরম স্নেহবশত, তিনি এক সাধারণ মানুষের ভাবে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি স্মরণ করলেন যে, এই সমস্ত কিছুই ময়দানব দ্বারা নির্মিত ও শাল্ব দ্বারা প্রয়োগিত এক আসুরিক মায়া। এখন প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ভগবান অচ্যুত যুদ্ধক্ষেত্রে তার সামনে না দূত, না তার পিতার শরীর কিছুই লক্ষ্য করলেন না। এটি যেন ছিল তাঁর ঘুম থেকে জেগে ওঠারই মতো। ঊর্ধ্বে তাঁর শত্রুকে সৌভবিমানে উড্ডীয়মান লক্ষ্য করে, শ্রীভগবান তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।"

"হে রাজর্ষি, কতিপয় ঋষি এমনই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাঁরা নিজেরা এমন অযৌক্তিকভাবে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পূর্বের বক্তব্য বিস্মৃত হয়েই থাকেন। অখণ্ড জ্ঞান বিজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপর কিভাবে অজ্ঞতাবশত জাত সকল শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয় আরোপিত হতে পারে? তাঁর পাদদ্বয়ের সেবা প্রদানের দ্বারা উৎকর্ষিত আত্মোপলব্ধির শক্তি দ্বারা, শ্রীভগবানের ভক্তগণ অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিভ্রান্তকারী জীবনের দেহগত ভাবনাগুলি দূরীভূত করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গের মহিমা অর্জন করেন। তা হলে, কিভাবে, সকল প্রকৃত সাধুগণের গতি সেই পরম ব্রহ্ম, মায়ার বিষয় হতে পারেন?"

"শাল্ব যখন ক্রমাগত তাঁর প্রতি বিশাল বাহিনী দ্বারা স্রোতের মতো অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল, তখন অমোঘবিক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের প্রতি তাঁর তীরসমূহ নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে, তার বর্ম, ধনুক ও শিরোপরি মণি চূর্ণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর গদা দিয়ে তাঁর শত্রুর সৌভবিমানটি ধ্বংস করলেন। শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে সৌভ বিমানটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। শাল্ব সেটি ছেড়ে স্বয়ং ভূমিতে নেমে তার গদা গ্রহণ করল এবং ভগবান অচ্যুতের দিকে ধেয়ে এল। শাল্ব যখন তাঁর দিকে ধাবিত হল তখন শ্রীভগবান একটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যে হাতে গদা ধারণ করেছিল সেটি ছেদন করলেন। অবশেষে শাল্বকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। উজ্জ্বলরূপে শোভিত শ্রীভগবান উদয়াচলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদনের জন্য পুরন্দর তার বজ্রকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি তাঁর চক্রকে নিযুক্ত করে শ্রীহরি কুণ্ডল ও মুকুটসহ সেই মহা-মায়াবীর মস্তক ছেদন করলেন। তা দেখে শাল্বের সকল অনুগামী 'হায়, হায়!' করে কেঁদে উঠল। পাপিষ্ঠ শাল্ব এখন মৃত, এবং তার সৌভবিমান ধ্বংস হয়েছে, দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত করলেন। তখন দন্তবক্র, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল।"

❀ ❀ ❀

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের জন্য বান্ধবোচিত আচরণ পূর্বক দুর্মতি দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সম্পূর্ণরূপে একা, পদব্রজে এবং তার হাতে একটি গদা ধারণ করে সেই বলশালী যোদ্ধা তার পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। দন্তবক্রকে সমাগত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তাঁর গদা তুলে নিয়ে তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সমুদ্রতট যেভাবে সমুদ্রকে বাধা প্রদান করে সেভাবে তাঁর অগ্রসরমান প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করলেন। তার গদা উত্থিত করে করূষের সেই বেপরোয়া রাজা ভগবান মুকুন্দকে বলল, 'কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—আজ তুমি আমার সামনে এসেছ। কৃষ্ণ, তুমি আমার মামাতো ভাই, কিন্তু তুমি আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করেছিলে এবং এখন তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও। অতএব, রে মূর্খ, আমার বজ্রতুল্য গদা দ্বারা আমি তোমাকে বধ করব। হে অজ্ঞ, অতঃপর বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমার দেহের এক ব্যাধির ন্যায়, এক ছদ্মবেশী আত্মীয়রূপী আমার শত্রু তোমাকে হত্যার দ্বারা তাদের ঋণ শোধ করব।' এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যের মাধ্যমে বিরক্ত করার চেষ্টা করে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে বিদ্ধ করার মতো দন্তবক্র শ্রীভগবানের

মস্তকে তার গদা দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সিংহের মতো গর্জন করেছিল। দন্তবক্রের গদার আঘাত পেলেও যদুকুলোদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান থেকে একটুকুও বিচলিত হলেন না। বরং শ্রীভগবান তাঁর গুরুভার কৌমোদকী গদা দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। গদার আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলে দন্তবক্র রক্ত বমন করল এবং অবিন্যস্ত চুল আর বিক্ষিপ্ত বাহু ও দুই পা নিয়ে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। এক অতি সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত আলোর ছটা তখন (দানবের দেহ থেকে বেরিয়ে) সর্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল, হে রাজন, ঠিক যেমন শিশুপাল নিহত হওয়ার সময় হয়েছিল। কিন্তু তখন দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদুরথ, তার ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে নিমগ্ন হয়ে, জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অসি ও বর্ম হাতে উপস্থিত হল। সে ভগবানকে বধ করতে চেয়েছিল।"

"হে রাজেন্দ্র, বিদুরথ তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষুরধার সুদর্শন চক্র ব্যবহার করে কিরীট ও কুণ্ডল সহ তার মস্তক ছেদন করলেন। সকল বিপক্ষগণের কাছে যারা অপরাজেয় ছিল সেই শাল্বও তার সৌভ বিমান সহ দন্তবক্র ও তার কনিষ্ঠভ্রাতা এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হলে, দেব, মানব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, অপ্সরা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ সকলেই শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন। তাঁরা যখন তাঁর মহিমা কীর্তন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন, তখন বৃষ্ণীপ্রবরগণের সঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর সুসজ্জিত উৎসবময় রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চির-বিজয়ী। কেবলমাত্র যারা পশুবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, কেবলমাত্র তারাই মনে করে যে, তিনি কখনও কখনও পরাজিত হন।"

"শ্রীবলরাম তখন শ্রবণ করলেন যে, কুরুগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিরপেক্ষ হয়ে, তিনি তীর্থস্থানসমূহে স্নান করতে যাওয়ার ছলে প্রস্থান করলেন। প্রভাসে স্নান, দেব, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও বিশিষ্ট মানবদের তর্পণ করার পর তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পশ্চিমদিকের সমুদ্রে প্রবাহিত সরস্বতীর অংশে গমন করলেন। শ্রীবলরাম বৃহৎ বিন্দু সরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্বদিকে প্রবাহিতা সরস্বতীতে গমন করলেন। হে ভারত, তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীর বরাবর সকল পবিত্র স্থানগুলিতেও গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন।"

"শ্রীভগবানের আগমনে তাঁকে চিনতে পেরে, দীর্ঘ দিনের জন্য তাঁদের যজ্ঞপালনে নিয়োজিত মুনিগণ উঠে এসে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ও তাঁর পূজা করলেন। এইভাবে তাঁর অনুগামীদের পূজা পাওয়ার পরে, শ্রীভগবান সম্মানিত আসন গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ আসনে বসে আছে। যেভাবে এই সূত জাতির সদস্য উত্থিত হতে এবং প্রণাম নিবেদন করতে কিম্বা যুক্ত কর হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেভাবে সে সকল বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উচ্চে উপবিষ্ট ছিল তা দর্শন করে ভগবান বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।"

ভগবান বলরাম বললেন—"যেহেতু প্রতিলোমজাত এই দুর্মতি এই সকল ব্রাহ্মণগণের এবং ধর্মপালক আমারও উচ্চে উপবেশন করেছে, তাই সে বধযোগ্য। যদিও সে ব্যাসদেবের একজন শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মনীতি, পৌরাণিক ইতিহাস ও পুরাণ সহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এই সকল অধ্যয়ন তার মধ্যে সদ্ গুণাবলী উৎপন্ন করেনি। বরং তার শাস্ত্র অধ্যয়ন একজন অভিনেতার পাঠ অধ্যয়নের মতো, কারণ সে জিতেন্দ্রিয় বা বিনীত নয়। সে তার নিজের মনকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েও বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত মনে করছে। এই জগতে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ধরনের ধার্মিকতার ভানকারী ভণ্ডদের বধ করা। প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাতকী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"যদিও ভগবান বলরাম পাপীদের হত্যায় নিবৃত্ত ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুশ তুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন। সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'হায়, হায়' করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সঙ্কর্ষণকে বললেন, 'হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!' "

"হে যদুনন্দন, আমরা তাকে গুরুদেবের আসন প্রদান করেছিলাম এবং যতদিন এই যজ্ঞ চলবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ জীবন ও দৈহিক পীড়া হতে মুক্তি প্রদান করেছিলাম। আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন। অবশ্যই, শাস্ত্রের বিধিসমূহও যোগেশ্বর আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি স্বেচ্ছায় এই এক ব্রাহ্মণ বধের জন্য নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পালন করেন, হে জগৎপাবন, আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণ মানুষ পরম কল্যাণ লাভ করবে।"

ভগবান বললেন—"যেহেতু আমি সাধারণ মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার বাসনা করি, তাই আমি অবশ্যই এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করব। অতএব, প্রথমে যা যা আচার পালন করতে হবে আমাকে তা বিধান করুন। হে মুনিগণ, আপনারা তার কাছে যা সংকল্প করেছিলেন—দীর্ঘ আয়ু, বল ও ইন্দ্রিয় পটুতা—আমাকে কেবল তা বলুন, আমার যোগ শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুই আমি পুনরুদ্ধার করব।"

ঋষিগণ বললেন—"হে রাম, দয়া করে দেখুন যাতে আপনার শক্তি ও আপনার কুশ অস্ত্র এবং সেই সঙ্গে আমাদের সংকল্প ও রোমহর্ষণের মৃত্যু, সকলই অক্ষত থাকে।"

ভগবান বললেন—"বেদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কারও আত্মা পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাই রোমহর্ষণের পুত্র পুরাণ বক্তা হবেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন, দৃঢ় ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি প্রাপ্ত হবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের অভিলাষ আমাকে বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব। হে জ্ঞানী আত্মাগণ, যেহেতু আমি সঠিক জানি না তাই যত্নসহকারে আমার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।"

ঋষিরা বললেন—"ইল্বলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব এখানে প্রতি পর্বদিনে আগমন করে এবং আমাদের যজ্ঞ দূষিত করে। হে দশার্হ বংশজ, দয়া করে আমাদের উপর পূজ, রক্ত, মল, মূত্র, মদ ও মাংস বর্ষণকারী সেই পাপিষ্ঠ দানবকে বধ করুন। এটি শ্রেষ্ঠ সেবা যা আপনি আমাদের জন্য করতে পারেন। অতঃপর, দ্বাদশ মাসের জন্য আপনি সমাহিত চিত্তে ভারত ভূমি পরিক্রমা করে কৃচ্ছ্রসাধন করবেন ও বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করবেন। এইভাবে, আপনি বিশুদ্ধ হবেন।"

● ● ●

একোনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের তীর্থে গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অতঃপর, পর্বদিনে, হে রাজন, সর্বত্র ধূলি বিক্ষিপ্ত করে ও পুঁজের গন্ধ ছড়িয়ে এক প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর বায়ু উত্থিত হল। অতঃপর, যজ্ঞস্থলে বল্বল দ্বারা প্রেরিত ঘৃণ্য বস্তু সমূহের এক বর্ষণ আগমন করল, এরপরে দানব স্বয়ং ত্রিশূল হাতে আবির্ভূত হল। সেই বিশাল দানবটি ছিল ঘন অঙ্গার সদৃশ কালো। তার শিখা ও শ্মশ্রু ছিল তপ্ত তামার মতো এবং তার মুখে ছিল ভয়ানক বিষদাঁত ও খাঁজযুক্ত ভ্রূ। তাকে দর্শন করে ভগবান বলরাম তাঁর শত্রুসৈন্যদের খণ্ড খণ্ড করে বিদীর্ণকারী তাঁর গদা এবং দানবদের শাস্তিদানকারী তাঁর লাঙ্গল অস্ত্রের স্মরণ করলেন। এইভাবে আহূত হয়ে তাঁর অস্ত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। শ্রীবলরাম তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে আকাশচারী দানব বল্বলকে আবদ্ধ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সেই ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নকারীর মস্তকে আঘাত করলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় বল্বল ক্রন্দন করে উঠে ভূপাতিত হল, তার কপাল বিদীর্ণ হয়েছিল এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল তাকে

বজ্রাহত অরুণবর্ণের পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল। মুনিশ্রেষ্ঠগণ আন্তরিক স্তুতি দ্বারা শ্রীরামের পূজা করলেন এবং তাঁকে অচ্যুত আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন, ঠিক যেমন বৃত্রাসুরকে বধের পর দেবতারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন। যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন সেই অম্লান-পদ্মের এক বৈজয়ন্তীমালা তাঁরা শ্রীবলরামকে প্রদান করলেন এবং তারা তাঁকে এক জোড়া দিব্য বসন ও আভরণও প্রদান করলেন।"

"অতঃপর, ঋষিগণ দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, ভগবান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কৌশিকী নদীতে গমন করে স্নান করলেন। সেখান থেকে তিনি সেই সরোবরে গমন করলেন যেখান থেকে সরযূ নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভগবান সরযূ নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে প্রয়াগে এলেন, সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং তারপর দেবতা ও অন্যান্য জীবের তর্পণ সম্পাদন করলেন। এরপর তিনি পুলহ ঋষির আশ্রমে গমন করলেন। ভগবান বলরাম গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীসমূহে স্নান করলেন এবং তিনি শোণ নদীতেও ডুব দিয়েছিলেন। তিনি গয়ায় গমন করে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করলেন এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থলে তিনি শুদ্ধ স্নান সম্পাদন করলেন। মহেন্দ্র পর্বতে তিনি শ্রীপরশুরামকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর সাতটি শাখায় স্নান করলেন এবং বেণা, পম্পা ও ভীমরথী নদীসমূহেও তিনি স্নান করলেন। এরপর ভগবান বলরাম স্কন্দদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ভগবান গিরিশের ধাম শ্রীশৈল দর্শন করলেন। দ্রাবিড় দেশ নামে পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলে ভগবান পবিত্র বেঙ্কট পর্বত এবং কামকোষ্ঠী ও কাঞ্চী নগরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী ও ভগবান কৃষ্ণ যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম পবিত্র ক্ষেত্র শ্রীরঙ্গ দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ঋষভ পর্বতে ও ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্র, দক্ষিণ মথুরায় গমন করলেন। অতঃপর তিনি সেতুবন্ধে আগমন করলেন, যেখানে অত্যন্ত কঠিন পাপসমূহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সেতুবন্ধে [রামেশ্বরম্] ভগবান হলায়ুধ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করলেন। তিনি অতঃপর কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদী ও বিশাল মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন। মলয় পর্বতমালায় ভগবান বলরাম অগস্ত্য ঋষিকে ধ্যানে আসীন প্রাপ্ত হলেন। ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করার পর, ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের অনুজ্ঞাক্রমে, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে তিনি দেবীদুর্গাকে তাঁর কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন।"

"তারপর তিনি ফাল্গুন তীর্থে গমন করলেন এবং পবিত্র পঞ্চাপ্সরা সরোবরে অবগাহন করলেন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই স্থানে তিনি আরও দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন। ভগবান অতঃপর কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ ভ্রমণ করে যেখানে ভগবান ধূর্জটি (শিব) সরাসরিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ভগবান শিবের সেই পবিত্র গোকর্ণ নগরী গমন করলেন। দ্বীপবাসিনী দেবী পার্বতীকেও দর্শন করার পর, শ্রীবলরাম পবিত্র জেলা শূর্পারিকে গমন করলেন এবং তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং মাহিষ্মতী প্রতিষ্ঠিত নগরী সহ, রেবা নদীতে গমন করলেন। তারপর তিনি মনু-তীর্থে স্নান করলেন এবং অবশেষে প্রভাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিভাবে কুরু ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে যুক্ত সকল রাজাগণ হত হয়েছিল কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে ভগবান তা শ্রবণ করলেন। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবী এখন ভার মুক্ত হয়েছে। তখন শ্রীবলরাম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন। যখন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেব শ্রীবলরামকে দর্শন করলেন তারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, ভাবলেন 'তিনি এখানে আমাদের কি বলতে এসেছেন?' শ্রীবলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে, তাদের হাতে গদা সহ দেখলেন এবং তারা উভয়ে ক্রুদ্ধভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংগ্রামরত দক্ষতার সঙ্গে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণশীল ছিলেন। তখন ভগবান তাদের বললেন—রাজা দুর্যোধন! এবং ভীম! শ্রবণ কর! যুদ্ধের বিক্রমে তোমরা দুই যোদ্ধাই সমান। আমি জানি যে তোমাদের মধ্যে একজন নৈহিকভাবে মহাবলশালী, আর অন্যজন প্রয়োগকৌশলগত শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তোমরা যুদ্ধ বিক্রমে এতটাই সমানভাবে তুল্য, তাই আমি দেখতে পারছি না যে, কিভাবে তোমাদের দুইজনের একজন জয়ী বা পরাজিত হবে। সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"হে রাজন, যদিও শ্রীবলরামের অনুরোধটি ছিল যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ছিল অপরিবর্তনীয়, তাই তারা তা গ্রহণ করল না। উভয়ের প্রত্যেকে নিরন্তর একে অপরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপমান ও ক্ষতিসাধনের কথা স্মরণ করতে লাগল। যুদ্ধটি ছিল ভাগ্যের আয়োজন, এই সিদ্ধান্ত করে, শ্রীবলরাম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাকে দর্শনে প্রীত উগ্রসেন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হলে ঋষিগণ অখিলযুদ্ধ বিগ্রহ হতে নিবৃত্তচিত্ত এবং যজ্ঞমূর্তিস্বরূপ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান বলরাম ঋষিগণকে বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করলেন, যার দ্বারা তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে তাঁর মধ্যে এবং তাঁকেও সমস্তকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত দর্শন করতে পারলেন। তাঁর পত্নী সহ অবভৃথ স্নান সম্পাদনের পর সুন্দররূপে বসন পরিহিত ও অলঙ্কৃত শ্রীবলরাম তাঁর পরিবারের নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ জ্যোতির্ময় রশ্মি পরিবৃত চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। অনন্ত ও অপ্রমেয় ভগবান, যাঁর মায়াশক্তি তাঁকে এক মনুষ্যরূপে প্রকাশিত করেছে, সেই বলশালী বলরাম দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য অসংখ্য লীলা সম্পাদিত হয়েছিল। অনন্ত ভগবান বলরামের সকল কার্যকলাপই অদ্ভুত। যিনি নিয়মিত প্রভাতে ও সায়ংকালে তা স্মরণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।"

* * *

অশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ, যার শৌর্য অনন্ত, আমি তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে কেউ, যিনি জীবনের সার অবগত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে করতে বিষণ্ণ, পুনঃ পুনঃ ভগবান উত্তমশ্লোকের চিন্ময় কথাসমূহ শ্রবণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে পারেন? প্রকৃত বাক্য হচ্ছে তা, যা ভগবানের গুণসমূহ বর্ণনা করে, প্রকৃত হস্ত হচ্ছে তা, যা তাঁর জন্য কর্ম করে, একটি প্রকৃত মন হল সেই, যা সর্বদা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর মধ্যে বাসকারী তাঁকে স্মরণ করে, এবং সেই সকল কর্ণই হচ্ছে প্রকৃত কর্ণ যা তাঁর বিষয়ে পুণ্য কথাসমূহ শ্রবণ করে। প্রকৃত মস্তক হচ্ছে সেটি যা ভগবানকে, স্থাবর জঙ্গম জীবের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করে, প্রকৃত চক্ষু হচ্ছে তা, যা কেবল ভগবানকে দর্শন করে এবং সেই সমস্ত অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ যা নিয়মিত ভগবান কিম্বা তাঁর ভক্তবৃন্দের পাদধৌত জলকে সম্মান করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে রাজা বিষ্ণুরাত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্নচিত্ত শক্তিশালী ঋষি বাদরায়ণি উত্তর প্রদান করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের কোন এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন (সুদামা নামক), যিনি বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে

নিরাসক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। গৃহস্থরূপে জীবন যাপনকারী তিনি অনায়াসলব্ধ বস্তু দ্বারা নিজেকে প্রতিপালন করতেন। সেই জীর্ণ বসন পরিহিত ব্রাহ্মণের পত্নীও তাঁর সঙ্গে ক্ষুধা ভোগ হেতু কৃশকায়া ছিলেন। দারিদ্র্য পীড়িত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী একদিন তাঁর ক্লেশজনিত মলিন মুখে তাঁর কাছে আগমন করে ভয়ে কম্পিতা হয়ে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এটা কি সত্যি নয় যে লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু? সেই যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। হে মহাভাগে, দয়া করে সকল সাধুদের প্রকৃত আশ্রয় তাঁর কাছে গমন করুন। তিনি নিশ্চিতরূপে আপনার মতো এরূপ এক পীড়িত গৃহস্থকে প্রচুর ধন প্রদান করবেন। ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক এবং তিনি দ্বারকায় অবস্থান করছেন। যেহেতু কেবলমাত্র তাঁর পাদপদ্মের স্মরণকারীকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন তাই তাঁর ঐকান্তিক ভজনাকারীকে, জগদ্‌গুরু তিনি যে সৌভাগ্য ও অনভীষ্ট জাগতিক সুখ প্রদান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে তাঁর পত্নী যখন বারম্বার তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছিলেন, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভাবলেন, 'ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করা প্রকৃতপক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।' এইভাবে তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন, 'কল্যাণী, উপহার রূপে নিয়ে যাওয়ার মতো গৃহে যদি কিছু থাকে আমাকে তা প্রদান কর।' সুদামার পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের থেকে চার মুষ্টি চিঁড়া ভিক্ষা করলেন এবং তা একটি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে তার পতিকে প্রদান করলেন। চিঁড়া গ্রহণ করে সেই সাধু ব্রাহ্মণ সর্বক্ষণ 'কিভাবে আমি কৃষ্ণের দর্শন লাভে সমর্থ হব?' চিন্তা করতে করতে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তিনটি রক্ষী স্থান ও তিনটি দ্বার অতিক্রম করলেন এবং তারপর সাধারণের অগম্য ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভক্তগণ অন্ধক ও বৃষ্ণীগণের গৃহের মধ্য দিয়ে হেঁটে, এরপর শ্রীহরির ষোড়শ সহস্র রাণীর প্রাসাদসমূহের মধ্যে এক ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আর তখন তিনি যেন মুক্তির আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন অনুভব করলেন।"

"সেই সময় ভগবান অচ্যুত তাঁর প্রিয়ার শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুটা দূর থেকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করে কমলনয়ন ভগবান অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন আর তাই তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু সুদামাকে পর্যঙ্কে উপবেশন করালেন। অতঃপর সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী ভগবান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বিভিন্ন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন ও তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন, হে রাজন, তারপর তিনি তাঁর নিজ মস্তকে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে দিব্য সুগন্ধী, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম লেপন করলেন এবং আনন্দিতভাবে সুগন্ধী ধূপ ও সারিবদ্ধ দীপ দ্বারা পূজা করলেন। অবশেষে তাঁকে সুপুরি নিবেদন ও একটি গাভী উপহার প্রদান করার পর, তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তাঁর চামর দিয়ে তাকে বাতাস করে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং, জীর্ণ ও মলিন বসন পরিহিত, অত্যন্ত কৃশকায় ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করলেন। মলিন বসন পরিহিত এই ব্রাহ্মণকে নির্মল কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে পূজিত হতে দেখে রাজপ্রাসাদের মানুষেরা বিস্মিত হয়েছিল।"

প্রাসাদের অধিবাসীরা বললেন—"এই মলিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছেন? জনসাধারণ তাকে অধম ও নিন্দিত বিবেচনা করলেও ত্রিভুবনগুরু, শ্রীনিবাস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করছেন। তার পর্যঙ্কে উপবিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে ভগবান এই ব্রাহ্মণকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হে রাজন, কৃষ্ণ ও সুদামা পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁদের গুরুকুলে এক সময় তাঁরা কিভাবে একসঙ্গে বাস করতেন সেই বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।"

ভগবান বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, ধর্মের উপায় সকল তুমি ভালোভাবে অবগত। আমাদের গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা নিবেদনের পর গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি এক সুযোগ্যা পত্নীকে বিবাহ করেছ কি না? যদিও তোমাকে গৃহস্থ কর্মে প্রায়ই যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু তোমার মন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত নয়। হে বিদ্বান, জড় সম্পদ বিষয়েও তুমি খুব একটা সুখ লাভ কর না। এটা আমি ভালভাবে জানি। ভগবানের মায়া শক্তি থেকে উদ্ভূত সকল জাগতিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক, জড়কামনা দ্বারা অবিচলিত চিত্তে কোন কোন মানুষ তাদের কর্তব্যসমূহ পালন করেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্ত আমি যেভাবে আচরণ করি, তাঁরা সেইভাবে আচরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ, আমরা কিভাবে গুরু-কুলে একসঙ্গে বাস করতাম তুমি তা স্মরণ কর কি? যখন কোন দ্বিজ ছাত্র তার গুরুর কাছ থেকে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করে, সে সকল অজ্ঞতার অতীত পারমার্থিক জীবন উপভোগ করতে পারে। হে প্রিয় সখা, যিনি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জন্ম প্রদান করেন তিনি তার প্রথম গুরুদেব এবং যিনি তাকে দ্বিজ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষিত করে তাকে ধর্মীয় কর্তব্যে যুক্ত করেন, তিনি আরো সাক্ষাৎরূপে তার গুরুদেব। কিন্তু যিনি সকল আশ্রমিগণকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি চূড়ান্ত গুরুদেব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার আপন স্বরূপ। হে ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রম পন্থার সকল অনুগামীদের মধ্যে যারা গুরুরূপে কথিত আমার বাক্যসমূহের সুযোগ গ্রহণ করেন নিশ্চিতরূপে তারাই তাদের নিজ প্রকৃত কল্যাণ হৃদয়ঙ্গমকারী এবং এইভাবে সহজেই তারা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেন। আমি, সমস্ত জীবের আত্মা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা, উপনয়ন, তপশ্চর্যা বা আত্মসংযম দ্বারা ততটা সন্তুষ্ট হই না যতটা কারো গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদানের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বাস করতাম, তখন আমাদের কি ঘটেছিল তোমার তা মনে পড়ে কি? একদিন আমাদের গুরুপত্নী আমাদের জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করার পর, হে দ্বিজবর, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ ও কঠোর মেঘগর্জন সহ ঝঞ্ঝা উত্থিত হল। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে অরণ্যের সমস্ত দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত কিছু জলময় হওয়ায় আমরা উচু নীচু স্থানের পার্থক্য করতে পারিনি। অবিরাম শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে অবরুদ্ধ হয়ে জলপ্লাবনের মধ্যে আমরা আমাদের দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কেবল পরস্পরের হাত ধরে ছিলাম এবং অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বনের মধ্যে পরিভ্রমণ করছিলাম। আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, আমাদের সংকটাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে, সূর্যোদয়ের পর, তার শিষ্য, আমাদের অন্বেষণের জন্য গমন করলেন ও আমাদের পীড়িত অবস্থায় প্রাপ্ত হলেন।"

সান্দীপনি মুনি বললেন—"হে পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ! দেহ হচ্ছে সকল জীবের অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমরা আমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আপন স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করেছ। বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের সম্পদ এমন কি জীবনও গুরুদেবকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের গুরুদেবের প্রত্যুপকার সাধন করা নিঃসন্দেহে সকল প্রকৃত শিষ্যের কর্তব্য। তোমরা বালকেরা প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক এবং তোমাদের অধীত বৈদিক মন্ত্রসমূহের অর্থ যেন তোমাদের জন্য ইহকাল বা পরকালেও অটুট থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণ বলে চললেন—"আমাদের গুরুদেবের গৃহে থাকাকালীন আমাদের এমন অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। গুরুদেবের কৃপার দ্বারাই কেবল একজন পুরুষ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"হে দেবদেব, হে জগদ্‌গুরো, যেহেতু আমি আমাদের গুরু-গৃহে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ মনোরথ তোমার সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমার অপ্রাপ্তির আর কি রয়েছে? হে সর্বশক্তিমান ভগবান, জীবনের সকল মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের উৎস তোমার দেহ, বেদ রূপে পরম ব্রহ্মকে ধারণ করছে। সেই তুমি গুরুকুলে বাস করেছিলে এটি তোমার মনুষ্যরূপে অভিনয়কারী একটি লীলা মাত্র।"

একাশীতিতম অধ্যায়

সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান হরি, কৃষ্ণ, যথার্থরূপে সকল জীবের হৃদয়কে জানেন এবং তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত। সর্বক্ষণ হাস্যমুখ ও তাকে প্রীতির সঙ্গে নিরীক্ষণ করে সকল সাধুগণের গতি ভগবান যখন এইভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে তাঁর সেই প্রিয় সখা ব্রাহ্মণকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, গৃহ থেকে তুমি আমার জন্য কি উপহার এনেছ? শুদ্ধ প্রেমে আমার ভক্ত প্রদত্ত ক্ষুদ্রতম উপহারও আমি বড় বলে সম্মান করি, কিন্তু অভক্তের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ নিবেদনও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।"

"হে রাজন, এইভাবে সম্বোধিত হয়েও, সেই ব্রাহ্মণ তার মুষ্টিপূর্ণ চিঁড়া লক্ষ্মীপতিকে নিবেদন করতে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছিলেন। লজ্জায় তিনি কেবল তাঁর মস্তক অবনত রাখলেন। সকল জীবের হৃদয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় সুদামা কেন তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন, ভগবান তা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, অতীতে আমার সখা কখনও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভিলাষ বশত আমার পূজা করেনি, কিন্তু এখন সে তাঁর পতিব্রতা পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে এসেছে। আমি তাকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পদ প্রদান করব। এইরকম চিন্তা করে একটি জীর্ণ বস্ত্রে বন্ধন করা চিঁড়ের পুঁটুলীটি ব্রাহ্মণের পরিধেয় হতে কেড়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এটি কি? হে সখা, তুমি কি আমার জন্য এটি এনেছ? আমাকে তা অত্যন্ত আনন্দ দিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সামান্য চিঁড়া কেবলমাত্র আমাকেই সন্তুষ্ট করল না, তা সমগ্র জগতকেও সন্তুষ্ট করল। এই কথা বলার পর, ভগবান তা একমুষ্টি ভক্ষণ করলেন এবং যখন তিনি দ্বিতীয় মুষ্টি প্রায় ভক্ষণ করতে যাবেন সেই সময় ভক্তি পরায়ণা রুক্মিণীদেবী তাঁর হস্ত ধারণ করলেন।"

রাণী রুক্মিণী বললেন—"হে বিশ্বাত্মা, এই জগৎ ও পর জগতে সকল ধরনের প্রচুর সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্টর চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে কারোর সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—"তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি মতো ভোজন ও পানাহারের পর ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিটি ভগবান অচ্যুতের প্রাসাদে অতিবাহিত করলেন। তিনি অনুভব করলেন যেন তিনি চিন্ময় জগতে পৌঁছেছিলেন। পরদিন আত্ম-সন্তুষ্ট বিশ্ব পালক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়ে সুদামা গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হে রাজন, পথে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন। যদিও তিনি দৃশ্যত ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ করেননি। সুদামা তার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ অনুভব করে, তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

সুদামা ভাবলেন—"ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরিচিত এবং এখন আমি এই ভক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করলাম। প্রকৃতপক্ষে, যিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বক্ষে বহন করেন, তিনি এই দরিদ্রতম ভিখারীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র ও যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়। আমাকে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর শয্যায় উপবিষ্ট করিয়ে তিনি আমার সঙ্গে ঠিক যেন তাঁর এক ভাইয়ের মতো ব্যবহার করলেন। যেহেতু আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাঁর রাণী নিজে আমাকে চামর দিয়ে বাতাস করলেন। যদিও তিনি সকল দেবতাদের ঈশ্বর এবং সকল ব্রাহ্মণদের আরাধ্য, কিন্তু তিনি আমার পাদসম্বাহন ও অন্যান্য বিনীত সেবা পূর্বক আমাকে পূজা করলেন যেন আমি স্বয়ং একজন দেবতা। তাঁর পাদপদ্মের ভক্তিপূর্ণ সেবাই হচ্ছে একজন পুরুষের স্বর্গে, মর্তে, পাতালে ও মুক্তিলাভে প্রাপ্ত সকল সিদ্ধির মূল কারণ। "যদি এই নিঃস্ব দরিদ্র সহসা ধনী হয়ে ওঠে, তাহলে তার সুখ মত্ততায় সে আমাকে ভুলে যাবে" এই মনে করে কারুণিক ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ ধনও প্রদান করেন নাই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"নিজের মনে এইভাবে ভাবতে ভাবতে সুদামা অবশেষে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে তাঁর গৃহ দণ্ডায়মান। কিন্তু সেই স্থান এখন চতুর্দিকে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তুলনামূলক মিশ্র উজ্জ্বলতাময় সুউচ্চ দিব্য প্রাসাদসমূহে পূর্ণ। সেখানে ছিল দীপ্তিমান চত্বর ও উদ্যানসমূহ, যা পক্ষীকুলের কূজনে পূর্ণ এবং জলাশয় সকল কুমুদ, অম্ভোজ, কহ্লার ও প্রস্ফুটিত উৎপল পদ্মসমূহে শোভিত। সুন্দর ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও হরিণীচক্ষু রমণীগণ দ্বারে দণ্ডায়মান। সুদামা বিস্মিত হলেন, 'এসব কি? এ কার সম্পত্তি? এই সমস্ত কিছু কিভাবে এল।" এইভাবে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন, দেবতাদের মতো জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর দাস দাসীরা এগিয়ে এসে উচ্চ গীত ও বাদ্য দ্বারা তাদের মহাভাগ্যবান প্রভুকে অভিনন্দিত করল। যখন তিনি শুনলেন যে তার পতি আগমন করেছেন, ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সত্বর গৃহ হতে নির্গত হলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর দিব্য আলয় থেকে নির্গত হলেন। পতিব্রতা রমণী যখন তাঁর পতিকে দর্শন করলেন তাঁর নেত্রদ্বয় প্রেম ও উৎকণ্ঠার অশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি নিমীলিত নেত্রে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অন্তর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সুদামা তাঁর পত্নীকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। রত্নখচিত পদক দ্বারা শোভিত দাসীদের মধ্যে তাঁকে দিব্য বিমানচারিণী এক দেবীর মতো জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। আনন্দের সঙ্গে তিনি তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান মহেন্দ্রের প্রাসাদের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভযুক্ত তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। সুদামার গৃহের শয্যাসমূহ ছিল দুধের ফেনার মতো নরম ও সাদা, পরিচ্ছদসমূহ ছিল হাতীর দাঁতের এবং স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত। সোনার পায়াযুক্ত চৌপায়া, রাজকীয় চামর, স্বর্ণ সিংহাসন, নরম আসন ও ঝুলন্ত মুক্তামালাযুক্ত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপও ছিল। দেওয়ালসমূহে ছিল মূল্যবান মরকতমণি খচিত বিচ্ছুরিত আলোর স্ফটিক, উজ্জ্বল রত্নখচিত দীপ এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা ছিলেন মূল্যবান মণিতে বিভূষিত। এই বিলাসকল ঐশ্বর্যের বিচিত্রতা দর্শন করে ব্রাহ্মণ স্বয়ং শান্তভাবে এই অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।"

সুদামা ভাবলেন—"আমি সর্বদাই দরিদ্র। আমার মতো একজন দুর্ভাগ্যশালীর সহসা ধনী হওয়ার একমাত্র নিশ্চিত কারণ এই যে, মহাবিভূতিশালী, যদুবংশ প্রধান ভগবান কৃষ্ণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। শেষ পর্যন্ত, দাশার্হগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ এবং অসীম সম্পদের ভোক্তা আমার সখা কৃষ্ণ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি গোপনে তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। তাই যদিও যখন আমি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলাম তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে পরম প্রাচুর্যময় সম্পদ দান করলেন। এইভাবে তিনি এক অনুগ্রহশীল বর্ষার মেঘের মতো আচরণ করেছিলেন। ভগবান, তাঁর পরম আশীর্বাদকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন, অথচ তাঁর প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তের ক্ষুদ্র সেবা প্রদানকেও তিনি প্রচুর মনে করেন। তাই তাঁর জন্য আনা আমার এক মুষ্টি চিঁড়া, পরমাত্মা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন সকল চিন্ময় গুণাবলীর পরম অনুগ্রহের আধার স্বরূপ। জন্মে জন্মে আমি যেন প্রেম, সখ্যতা ও মৈত্রী দ্বারা তাঁর সেবা করতে পারি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের মূল্যবান সঙ্গের দ্বারা তাঁর জন্য এক দৃঢ় আসক্তির অনুশীলন করতে পারি। যার পারমার্থিক অন্তর্দৃষ্টি কম এমন ভক্তকে ভগবান এই জগতের বিচিত্র ঐশ্বর্যসমূহ—রাজকীয় ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদ অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে অজ ভগবান তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা ভালভাবে অবগত যে কিভাবে ধনমদে ধনীদের পতন হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে তাঁর পারমার্থিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে সুদামা সকল জীবের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে অবিচল থাকলেন। সর্বদা ক্রমশ সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি

পরিত্যাগ করার ভাব দ্বারা আসক্তি শূন্য হয়ে তাঁকে প্রদত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ তিনি তাঁর পত্নী সহযোগে ভোগ করছিলেন। ভগবান হরি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সকল যজ্ঞের পতি ও পরম প্রভু। কিন্তু তিনি সাধু ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রভু রূপে গ্রহণ করেন আর তাই তাদের চেয়ে কোন পরম দেবতা বিদ্যমান নেই। অপরাজেয় হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভগবান তাঁর নিজ ভৃত্যদের দ্বারা বিজিত হন তা দর্শন করে ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণসখা নিরন্তর ভগবানের ধ্যানযোগ দ্বারা তাঁর হৃদয় মধ্যস্থ জড়া আসক্তির অবশিষ্ট বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতে মনস্থ করলেন। অচিরেই তিনি মহান সাধুগণের গতি, ভগবান কৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তার প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।"

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন এক সময়ে, বলরাম ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন ঠিক যেন ভগবান ব্রহ্মার একদিনের অবসানের মতো এক মহান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ব হতে এই গ্রহণের কথা অবগত হয়ে, হে রাজন, পুণ্য অর্জনের জন্য বহু মানুষ স্যমন্ত-পঞ্চক নামক পবিত্র স্থানে গমন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করার পর রাজাদের রক্ত থেকে স্যমন্ত-পঞ্চকে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তিনি কখনও কর্মফল দ্বারা কলুষিত হন না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য ভগবান পরশুরাম সেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে পাপমুক্ত করার চেষ্টারত একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সকল অংশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ এখন তীর্থের জন্য সেই স্যমন্ত-পঞ্চকে সমাগত হলেন। হে ভরতের বংশধর, তাদের পাপ মুক্ত হওয়ার আশায় সেই পবিত্র তীর্থে আগমনকারীগণের মধ্যে অনেক বৃষ্ণিগণও ছিলেন, যেমন গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর, বসুদেব, আহুক ও অন্যান্য রাজারাও সেখানে গমন করেছিলেন। তাদের সেনাপতি কৃতবর্মার সঙ্গে নগরীকে রক্ষার জন্য সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন।"

"শক্তিশালী যাদবেরা পরম মর্যাদার সঙ্গে পথ অতিক্রম করেছিলেন। মেঘের মতো বিশাল বৃহৎকায় গজ, এক ছন্দময় চলন ভঙ্গিমায় গতিশীল অশ্ব ও স্বর্গের বিমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী রথসমূহে আরোহণকারী তাদের সৈন্যদ্বারা তারা প্রহরারত ছিলেন। স্বর্গের বিদ্যাধরগণের মতো দ্যুতিসম্পন্ন বহু পদাতিক সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। যাদবগণ স্বর্ণ কণ্ঠহার, ফুলমালা দ্বারা শোভিত হয়ে এবং সুন্দর বর্ম পরিধান করে অত্যন্ত দিব্যভাবে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা যখন তাঁদের পত্নীগণসহ পথে গমন করছিলেন তাঁদেরকে আকাশে বিচরণশীল দেবতাদের মতো মনে হচ্ছিল। সাধুভাবাপন্ন যাদবেরা স্যমন্ত-পঞ্চকে স্নান করলেন এবং তারপর সযত্নে উপবাস পালন করলেন। এরপর তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, ফুলমালা ও স্বর্ণ কণ্ঠহার দ্বারা শোভিত গাভী প্রদান করলেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বৃষ্ণি বংশীয়গণ অতঃপর আরেকবার ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন এবং উত্তম ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করালেন। তাঁরা সকলেই প্রার্থনা করলেন, "কৃষ্ণের প্রতি যেন

আমাদের ভক্তি হয়।" অতঃপর, তাঁদের পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিগণ উপবাস ভঙ্গ করে ভোজন করলেন এবং সুশীতল ছায়া প্রদায়ী বৃক্ষসমূহের মূলে উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। যাদবগণ দেখলেন যে উপস্থিত বহু রাজারা ছিলেন তাদের পুরানো বন্ধু ও আত্মীয়, যেমন—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তী, অনর্ত ও কেরলরাজগণ। তারা তাদের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়পক্ষের অন্যান্য বহু রাজাদের দেখতে পেলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারা তাদের প্রিয় সখা নন্দ মহারাজ ও দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীদেরও দেখতে পেলেন। একে অপরকে দর্শন করার মহা-আনন্দ তাদের হৃদয় ও মুখ-পদ্মকে নব-সৌন্দর্যে বিকশিত করল। পুরুষেরা একে অপরকে উৎসাহভরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়ন থেকে অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে পুলকিত গাত্রে ও রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা সকলে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন। রমণীরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় বন্ধুত্বের নির্মল হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত করলেন। আর যখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁদের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনসমূহ পীড়িত হয়েছিল ও তাঁদের নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং পরিবর্তে তাঁদের কনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে প্রণাম গ্রহণ করলেন। একে অপরের কাছ থেকে তাঁদের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। রাণী কুন্তী তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও তাদের পুত্রদের সঙ্গে, তাঁর পিতামাতা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং ভগবান মুকুন্দের সঙ্গেও মিলিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন?"

রাণী কুন্তী বললেন—"হে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, আমি মনে করি যে আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপূর্ণ কারণ যদিও তোমরা সকলে অতি সজ্জন কিন্তু আমার বিপৎকালে তোমরা আমায় বিস্মৃত হয়েছিলে। যার দৈব আর অনুকূল নয় এরূপ স্বজনকে তার বন্ধুগণ ও পরিবারের সদস্যগণ—এমন কি পুত্র, ভ্রাতা ও পিতা-মাতাগণও বিস্মৃত হন।"

শ্রীবসুদেব বললেন—"প্রিয় ভগিনী, আমাদের উপর রাগ কর না। আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ভাগ্যের ক্রীড়ার সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার নিজের মতো করেই কার্য করুক অথবা অন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়েই কার্য করুক, সে সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। হে ভগিনী, কংস দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু দৈবানুগ্রহে অবশেষে এখন আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুগণ, ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করে পরমানন্দ ও শান্তি লাভকারী বিভিন্ন রাজাদের সম্মানিত করেছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও তার পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ ও তাদের পত্নীগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহান নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্মা, তার পার্ষদবর্গ ও তাদের পুত্রগণ সহ বাহ্লিক এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজাগণ সহ উপস্থিত সকল রাজাগণ, হে রাজেন্দ্র, তারা সকলেই, তাঁর মহিষীগণ সহ তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলয় ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উদারভাবে তাঁদের সম্মানিত করার পর অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই সকল রাজারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ পার্ষদ, বৃষ্ণিবংশের সদস্যদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন।"

রাজারা বললেন—"হে ভোজরাজ, মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি একমাত্র এক প্রকৃত উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ আপনি মহান যোগিগণেরও দুর্লভ দর্শন ভগবান কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন। বেদ দ্বারা কীর্তিত তাঁর যশ, তাঁর চরণদ্বয় ধৌত জল এবং শাস্ত্ররূপে কথিত তাঁর বচন—এই সমস্তকিছু পরিপূর্ণরূপে এই জগতকে পবিত্র করে। যদিও কাল দ্বারা পৃথিবীর সৌভাগ্য দগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মের স্পর্শ তা পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং তাই ধরিত্রী আমাদের উপর আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা বর্ষণ করছে। সেই একই ভগবান বিষ্ণু যিনি কাউকে স্বর্গ ও মুক্তির উদ্দেশ্য বিস্মৃত করান, যিনি অন্যভাবে পারিবারিক জীবনের নারকীয় পথে বিচরণ করেন, এখন আপনাদের সঙ্গে রক্ত ও বৈবাহিক সম্বন্ধে

যুক্ত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সম্পর্কে আপনারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁর অনুগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিশ্রামের জন্য তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে শয়ন করেন, সহজেই উপবেশন করেন এবং আপনাদের ভোজন গ্রহণ করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নন্দ মহারাজ যখন অবগত হলেন যে কৃষ্ণ প্রমুখ যদুগণ উপস্থিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাদের বিভিন্ন সম্পত্তি তাদের শকটে চাপিয়ে গোপগণও তার সঙ্গী হলেন। নন্দ মহারাজকে দর্শন করে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন এবং মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো উত্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁকে দর্শন না করার অত্যন্ত কাতর অনুভব হেতু তাঁরা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধারণ করলেন। বসুদেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নন্দ মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে, তার প্রতি কংস কৃত উৎপীড়ন হেতু তিনি যে তার পুত্রদের সুরক্ষার জন্য তাদের গোকুলে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসুদেব তা স্মরণ করলেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পালক পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠ প্রেমাশ্রু দ্বারা এতটা রুদ্ধ ছিল যে, সেই ভগবানদ্বয় কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে তাঁদের বাহু মধ্যে তাঁদের ধারণ করে নন্দ ও সাধ্বী মাতা যশোদা তাঁদের শোক বিস্মৃত হলেন। তারপর রোহিণী ও দেবকী উভয়ে ব্রজের রাণীকে আলিঙ্গন করে তাদের প্রতি প্রদর্শিত তার বিশ্বস্ত সখ্যতার কথা স্মরণ করলেন। তাঁদের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা তাঁকে বলতে লাগলেন, হে ব্রজেশ্বরি, আপনি ও নন্দ মহারাজ যে অবিরাম মৈত্রী আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন কোন রমণী তা বিস্মৃত হতে পারে? এমন কি ইন্দ্রের সম্পদ দ্বারাও ইহ জগতে তা পরিশোধের পথ নেই। এই দুই বালক তাদের প্রকৃত পিতা-মাতাকে দর্শন করার পূর্বে আপনারা তাদের পিতা-মাতা রূপে আচরণ করেছেন এবং তাদের সকল প্রীতিপূর্ণ যত্ন, শিক্ষা, পোষণ ও সুরক্ষা প্রদান করেছেন। হে সুভদ্রে, তাঁরা ছিল অকুতোভয়, কারণ ঠিক যেভাবে নেত্ররোম চক্ষুকে রক্ষা করে সেভাবে আপনারা তাদের রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের মতো সজ্জনগণ আপন পরের মধ্যে ভেদ করেন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করার সময় গোপীগণ তাদের নেত্ররোমের (যা মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁকে দর্শন করতে তাদের বাধা দিচ্ছিল) স্রষ্টাকে দোষারোপ করতেন। এখন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে আবার দর্শন করে তাদের নয়ন দ্বারা তারা তাঁকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং সেখানে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি পর্যন্ত তারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তারা সম্পূর্ণত তাঁর ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন, যদিও এরূপ মগ্নতা যোগীগণেরও দুর্লভ। তাঁদের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গোপীগণ যখন দণ্ডায়মান ছিলেন ভগবান এক নির্জন স্থানে তাঁদের সমীপবর্তী হলেন। তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করার পর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, হে প্রিয় সখীগণ, তোমরা কি এখনও আমাকে স্মরণ কর? আমার আত্মীয়বর্গের জন্য, আমার শত্রুদের বিনাশ করার দৃঢ়সঙ্কল্পে আমি দীর্ঘদিন দূরে অবস্থান করছিলাম। তোমরা কি সম্ভবত মনে করছ যে, আমি অকৃতজ্ঞ এবং তাই আমাকে অবজ্ঞা করছ? বস্তুত ভগবানই জীবকে একত্রিত করেন এবং তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন করেন। ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশি, তৃণ, তুলা এবং ধূলিকণাকে পুনরায় ছড়িয়ে দেবার জন্যই একত্রিত করে, ঠিক তেমনি স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে একইভাবে আচরণ করেন। আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই জীব অমৃতত্বের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু তোমাদের সৌভাগ্য দ্বারা তোমরা আমার প্রতি এক বিশেষ প্রেমময়ী মনোভাব লাভ করার ফলে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ। হে রমণীরা, ঠিক যেমন মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকল ভৌতিক পদার্থের আদি ও অন্ত এবং তাদের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রে বর্তমান, আমিও তেমনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের আদি ও অন্ত এবং তাদের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। এইভাবে আত্মাসমূহ যখন তাদের আপন স্বরূপে অবস্থান করে সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে, সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির মূল উপাদানসমূহের মধ্যে বাস করে। জড় সৃষ্টি ও আত্মা উভয়েই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্ম আমার থেকে প্রকাশিত হয়, তোমরা তা দর্শন কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে কৃষ্ণের দ্বারা পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে তাঁর প্রতি তাদের নিরন্তর ধ্যানের ফলে মিথ্যা অহংকারের সকল চিহ্ন থেকে গোপীগণ মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি তাদের গভীর নিমগ্নতা দ্বারা তারা তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন।"

গোপিকারা বললেন, "হে কমলনাভ! সংসাররূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম যা অসীম জ্ঞান সম্পন্ন মহান যোগীরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তা গৃহ সেবায় রত আমাদের মনে উদিত হোক।"

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে গোপীদের গুরুদেব ও তাদের জীবনের গতি ভগবান কৃষ্ণ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠির ও তাঁর সকল আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাদের কাছে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করে রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা জগদীশ্বরের পাদদ্বয় দর্শনের দ্বারা সকল পাপ কর্মফল মুক্ত হয়ে আনন্দিতভাবে তাঁর প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করলেন।"

ভগবান কৃষ্ণের আত্মীয়রা বললেন—"হে প্রভু, যিনি একবারও আপনার চরণপদ্ম থেকে নির্গত মধু পান করেছেন তার কি করে দুর্ভাগ্যের উদয় হতে পারে? মহান ভক্তদের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়ে তাঁদের মুখ নিঃসৃত এই মধু তাঁদের কর্ণপুটে বর্ষিত হয়। দেহীর দেহগত অস্তিত্বের স্রষ্টার বিস্মরণকে তা বিনষ্ট করে। আপনার নিজ স্বরূপের আনন্দ-দীপ্তি জড় চেতনার ত্রিবিধ প্রভাব দূরীভূত করে এবং আপনার কৃপায় আমরা পূর্ণ আনন্দে নিমজ্জিত হই। আপনার জ্ঞান অবিভাজ্য ও অবারিত। কালের প্রভাবে ভীত বেদসমূহকে রক্ষার জন্য আপনার যোগমায়া শক্তি দ্বারা আপনি এই মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছেন। হে শুদ্ধ সত্ত্বগণের পরম গতি, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা এইভাবে উত্তমশ্লোক-চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণের স্তুতি করতে থাকলে অন্ধক ও কৌরব বংশের রমণীরা পরস্পর মিলিত হয়ে গোবিন্দ বিষয়ক ত্রিলোক কীর্তিত কথা আলোচনা করতে শুরু করলেন। সেই সকল কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।"

দ্রৌপদী বললেন—"হে বৈদর্ভী, ভদ্রা ও জাম্ববতী, হে কৌশলা, সত্যভামা ও কালিন্দী, হে শৈব্যা, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা, কিভাবে ভগবান অচ্যুত তাঁর যোগশক্তি দ্বারা এই জগতের পন্থা অনুকরণ করে আপনাদের প্রত্যেককে বিবাহ করতে আগমন করেছিলেন, দয়া করে আমাকে তা বর্ণনা করুন।"

রুক্মিণী বললেন—"শিশুপালের কাছে অর্পিত হব তা নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজারা যখন তাদের ধনুক ধারণ করে প্রস্তুত হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পদদ্বয়ের ধূলি অপরাজিত যোদ্ধারাও তাদের মস্তকে ধারণ করে, তিনি ঠিক যেভাবে একটি সিংহ বলপূর্বক ছাগল ও ভেড়াদের মধ্য থেকে তার ভাগ গ্রহণ করে, ঠিক সেভাবে তাদের মধ্য থেকে আমাকে হরণ করলেন। আমি যেন সকল সময় শ্রীনিবাসের সেই চরণদ্বয় পূজা করার অনুমোদন প্রাপ্ত হই।"

সত্যভামা বললেন—"সিংহের দ্বারা বনমধ্যে আমার পিতৃব্য নিহত হলে ভ্রাতৃবধহেতু পীড়িত হৃদয় আমার

পিতা সেই হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ভল্লুকরাজকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণিটি ফিরিয়ে আনলেন, যা অতঃপর তিনি আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার অপরাধের ফলাফলের জন্য ভীত হয়ে আমার পিতা আমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন, যদিও আমি ইতিমধ্যে অন্যান্যদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম।"

জাম্ববতী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ যে তার নিজ প্রভু ও আরাধ্য বিগ্রহ সীতাপতি ছাড়া আর কেউ নন, তা জানতে না পেরে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সম্বিৎ লাভ করলেন এবং ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁর পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন এবং স্যমন্তক মণিসহ আমাকে তাঁর শ্রদ্ধার প্রতীক রূপে তাঁকে উপহার প্রদান করলেন। আমি ভগবানের দাসী মাত্র।"

কালিন্দী বললেন—"ভগবান জানতেন, একদিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করব এই আশায় আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করছিলাম। তাই তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করে আমার পাণিগ্রহণ করলেন। এখন আমি তাঁর প্রাসাদে একজন মার্জনকারিণী রূপে যুক্ত রয়েছি।"

মিত্রবিন্দা বললেন—"আমার স্বয়ম্বর সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁকে অপমান করার স্পর্ধাসম্পন্ন আমার ভ্রাতা সহ উপস্থিত সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, ঠিক যেমন একটি সিংহ একদল কুকুরের মধ্য থেকে তার শিকার হরণ করে, সেইভাবে তিনি আমাকে হরণ করলেন। এইভাবে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজধানীতে আনয়ন করেছিলেন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁর চরণদ্বয় প্রক্ষালনের দ্বারা তাঁর সেবার অনুমোদন লাভ করি।"

সত্যা বললেন—"অত্যন্ত বল ও বীর্য সম্পন্ন ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাতটি বৃষকে আমার পাণিপ্রার্থী রাজাদের বিক্রম পরীক্ষার জন্য আমার পিতা এনেছিলেন। যদিও এই সকল বৃষসমূহ বহু বীরের দর্পনাশ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তাদের দমন করে, শিশু যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছাগ শিশুকে বন্ধন করে সেইভাবে তাদের বন্ধন করলেন। এইভাবে তাঁর বীরত্বের মূল্যে তিনি আমাকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আমার দাসীগণ ও চতুঃবাহিনীর এক পূর্ণ সেনাবাহিনীসহ আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁর বিরোধী সকল রাজাদের পরাজিত করলেন। আমি যেন সেই ভগবানের সেবার সুযোগ লাভ করি।"

ভদ্রা বললেন—"হে দ্রৌপদী, তার নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলাম। আমার পিতা এক অক্ষৌহিণী সেনারক্ষী এবং আমার অনুগামী সখীগণ সহ আমাকে ভগবানের কাছে প্রদান করলেন। আমি কর্মফল বশত জন্মে জন্মে ভ্রমণ করলেও সর্বদা যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করার অনুমোদন লাভ করি, এই আমার পরম প্রাপ্তি।"

লক্ষ্মণা বললেন—"হে রাণী, আমি নারদমুনিকে বারম্বার অচ্যুতের আবির্ভাব ও আচরণসমূহ কীর্তন করতে শ্রবণ করেছিলাম, তার ফলে আমার হৃদয়ও সেই ভগবান মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেবী পদ্মহস্তাও বিভিন্ন গ্রহ শাসনকারী মহান দেবতাদের পরিত্যাগ করে, সযত্ন বিবেচনাপূর্বক তাঁকে তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন। হে সাধ্বি, কন্যাবৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব জানতে পেরে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। হে রাণী, ঠিক যেমন আপনার স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনকে আপনার পতিরূপে নিশ্চিত করতে একটি মৎস্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি আমার অনুষ্ঠানেও একটি মৎস্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তা চতুর্দিক থেকে গোপন ছিল এবং কেবলমাত্র নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। এই কথা শ্রবণ করে অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ সহস্র সহস্র রাজারা তাঁদের সেনা-আচার্যগণ সহ সকল দিক থেকে আমার পিতার নগরীতে আগমন করলেন। আমার পিতা প্রত্যেক রাজাকে তাদের শক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে যথাযথভাবে সম্মান করলেন। অতঃপর আমাতে নিবদ্ধ হৃদয় রাজারা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন এবং একে একে সভামধ্যে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করলেন। তাঁদের কেউ কেউ ধনুক গ্রহণ করেও তাতে জ্যা রোপণ করতে পারলেন না এবং তাই হতাশায় তাঁরা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেউ কেউ ধনুকের

অগ্রভাগ পর্যন্ত ধনুকের ছিলাকে আকর্ষণ করতে পারলেও, সেই ধনুকের ছিলা ফিরে এসে তাঁদের আঘাত করে ভূপতিত করল। কয়েকজন বীর—প্রধানত জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ এবং অম্বষ্ঠের রাজা ধনুকে জ্যা রোপণ করতে সফল হলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লক্ষ্যের অবস্থান জানতে পারেননি। তারপর অর্জুন জলে মৎস্যের আভাস দর্শন করে তার অবস্থান নির্ণয় করলেন। তিনি তখন সযত্নে সেখানে তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না, সেটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। সকল গর্বিত রাজারা হতগর্ব হয়ে নিবৃত্ত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান ধনুক তুলে নিয়ে অনায়াসে তাতে জ্যা আরোপ করলেন এবং তারপর লক্ষ্যের দিকে তাঁর তীর নিবদ্ধ করলেন। সূর্য যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, তিনি একবার মাত্র জলের মধ্যে মাছের দিকে অবলোকন করে, তীর দিয়ে সেটি বিদ্ধ করে ভূপতিত করলেন। আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং পৃথিবীর মানুষেরা "জয়! জয়!" ধ্বনি দিল। আনন্দে অভিভূত দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন। ঠিক তখন আমি আমার পায়ের মধুর নূপুর ধ্বনি সহ সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলাম। আমি কোমর বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সুন্দর নতুন রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলাম এবং স্বর্ণ ও রত্নে নির্মিত একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার বহন করছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে ছিল সলজ্জ হাস্য এবং আমার চুলে ছিল ফুলের মালা। আমি আমার মুখ উত্তোলন করলাম, যা আমার ঘন কেশ রাশি দ্বারা আবৃত ছিল এবং আমার উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তি আমার গণ্ডস্থল হতে প্রতিফলিত হল। সুশীতল হাস্যে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারপর সকল রাজাকে নিরীক্ষণ করতে করতে আমি ধীরে ধীরে আমার হৃদয় হরণকারী মুরারীর গলদেশে কণ্ঠহারটি অর্পণ করলাম। ঠিক তখন সেখানে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পটহ, ভেরী, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। নর-নারীরা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গায়কেরা গান গাইতে শুরু করলেন।"

"হে দ্রৌপদী, সেখানে মুখ্য রাজারা আমার পরমেশ্বর ভগবানকে বরণ করা সহ্য করতে পারল না। কাম দ্বারা জ্বলতে জ্বলতে তারা কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। ভগবান তখন আমাকে তাঁর উত্তম অশ্বচতুষ্টয় দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ করালেন। তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক প্রস্তুত করে তিনি রথে দণ্ডায়মান রইলেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। হে রাণী, ক্ষুদ্র পশুরা যেভাবে অসহায়ভাবে একটি সিংহকে দর্শন করে, দারুক চালিত ভগবানের সুবর্ণ পরিচ্ছদ-ভূষিত রথ রাজারা সেইভাবে দর্শন করেছিল। গ্রামের কুকুরেরা যেমন একটি সিংহের পশ্চাতে ধাবিত হয়, সেভাবে রাজারা ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হল। কোন কোন রাজা তাদের ধনুকসমূহ উদ্যত করে, তাঁর গমন পথে তাঁকে বাধা প্রদানের জন্য পথিমধ্যে নিজেরা অবস্থান করছিল। এই সকল যোদ্ধারা ভগবানের শার্ঙ্গ ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীরের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। রাজাদের কেউ কেউ বাহু, পদ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল, অবশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। যদুপতি অতঃপর স্বর্গে ও মর্ত্যে বন্দিত তাঁর রাজধানী কুশস্থলীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী ধ্বজ পট ও বিচিত্র তোরণ দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে বিস্তৃতভাবে শোভিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব তাঁর আলয়ে প্রবেশ করছেন। আমার পিতা মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, রাজকীয় শয্যা, সিংহাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র দ্বারা তার বন্ধু, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পূজা করেছিলেন। যথার্থরূপে পরিপূর্ণ ভগবানকে ভক্তি সহকারে তিনি মহামূল্যবান অলঙ্কারে শোভিত দাসীবৃন্দ প্রদান করলেন। এইসকল দাসীদের সঙ্গে ছিল পদাতিক, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী প্রহরীগণ। তিনি ভগবানকে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রসমূহও প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, সকল জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং তপশ্চর্যা পালন করে, আমরা রাণীরা সকলে আত্মারাম ভগবানের নিজ দাসী হয়েছি।"

অন্যান্য মহিষীদের পক্ষে বলতে গিয়ে রোহিণীদেবী বললেন—"ভৌমাসুর ও তার অনুচরদের নিহত করার পর ভগবান, অসুরের কারাগারে আমাদের প্রাপ্ত হলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে, আমরা ছিলাম ভৌমাসুরের পৃথিবী বিজয়ের সময় তার দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। ভগবান আমাদের মুক্ত করে দিলেন

এবং যেহেতু আমরা নিরন্তর জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উৎসস্বরূপ তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করছিলাম, তাই আত্মকাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিবাহ করতে সম্মত হলেন। হে সাধ্বি রমণী, আমরা সার্বভৌম পদ, ইন্দ্র পদ, তদুভয় ভোগ্য পদ, অনিমাদি সিদ্ধি, শ্রীব্রহ্মার পদ, মুক্তিপদ বা ভগবৎ রাজ্যের প্রাপ্তিও চাই না। আমরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর বক্ষের কুঙ্কুম গন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ের মহিমাময় ধূলি আমাদের মস্তকে বহন করতে ইচ্ছা করি। ব্রজ রমণীরা, গোপবালকেরা, এমন কি আদিবাসী পুলিন্দ রমণীরা তাঁর গোচারণের সময় তৃণলতায় পরিত্যক্ত যে ধূলি সমূহের স্পর্শের বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই একই স্পর্শ বাঞ্ছা করি।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অখিলাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের গভীর প্রণয়ের কথা শ্রবণ করে পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজাদের পত্নীরা এবং গোপীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে নারীগণ যখন নারীর সঙ্গে এবং পুরুষেরা পুরুষের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শনে আগ্রহী বেশ কয়েকজন মহান ঋষি সেখানে আগমন করলেন। তাঁরা হলেন দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভগবান পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যগণ, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত কুমার চতুষ্টয়, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব। ঋষিদের আগমন করতে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ উপবিষ্ট রাজারা ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়েরা তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁরা সকলে তখন বিশ্ববন্দিত সেই ঋষিদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য রাজা ও নেতারা স্বাগত বচন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, ধূপ ও বাটা চন্দন নিবেদনের মাধ্যমে যথাযথভাবে ঋষিদের পূজা করলেন। ধর্মীয় নীতিসমূহকে যাঁর চিন্ময় দেহ রক্ষা করে সেই ভগবান কৃষ্ণ, ঋষিরা সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর সেই মহাসভা মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। প্রত্যেকেই তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শ্রবণ করছিলেন।"

ভগবান বললেন—"যেহেতু আমরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য, দেব-দুর্লভ, মহান যোগেশ্বরদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এখন আমাদের জীবন সার্থক হল। অল্প তপস্যা পরায়ণ সেইসব মানুষেরা যারা ভগবানকে কেবল মন্দিরের বিগ্রহেই চিনতে পারে, তারা এখন কিভাবে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম, পাদার্চনা ও অন্যভাবে আপনাদের সেবা করবে? জলময় ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃত পবিত্র তীর্থ নয়, মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহ সকলও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। এইসমস্ত কিছু কাউকে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় পরে শুদ্ধ করে কিন্তু সাধু-ঋষিরা দর্শন মাত্রে একজনকে শুদ্ধ করে। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাপসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি মুহূর্তের সশ্রদ্ধ সেবাও কারোর পাপ বিনাশ করে। যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান

করে অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসীম জ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ দুর্বোধ্য বাক্যসমূহ শ্রবণ করে তাঁরা বিভ্রান্ত চিত্ত হয়ে নীরব রইলেন। বদ্ধ জীবের মতো ভগবানের ব্যবহারে ঋষিরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এভাবে আচরণ করেছিলেন। তাই তাঁরা হাসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—আপনার মায়াশক্তি প্রজাপতিদের অধীশ্বর ও তত্ত্ববিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদেরও সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছে। অহো, পরমেশ্বরের আচরণ কি অদ্ভুত! আপনি নিজেকে আপনার মনুষ্যতুল্য আচরণ দ্বারা আবৃত রাখেন এবং পরম নিয়ন্ত্রণের বিষয় হওয়ার ভান করেন। তুমি স্বরূপত এক হলেও ঘট প্রভৃতি বিকারভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপত এক এবং অক্রিয় হয়েও নিজ স্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন, অথচ নিজে কর্মফলে বদ্ধ হন না। সেইরকম পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্ম-চরিত আদি অনুকরণ মাত্র, বস্তুত সত্য নয়। তথাপি, উপযুক্ত সময়ে আপনার ভক্তদের সুরক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় রূপ ধারণ করেন। এইভাবে আপনি, বর্ণাশ্রম ধর্মের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আনন্দময় লীলাসমূহ উপভোগের মাধ্যমে বেদের নিত্য পথটিকে পালন করেন। বেদসমূহ হচ্ছে আপনার অমলিন হৃদয় এবং তাদের মাধ্যমে তপশ্চর্যা, অধ্যয়ন ও আত্ম-সংযম দ্বারা কেউ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং উভয়ের মধ্যেই চিন্ময় অস্তিত্বের শুদ্ধতা অনুভব করতে পারেন। অতএব, হে পরম ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণকুলের সদস্যদের সম্মান জ্ঞাপন করেন কারণ তাঁরাই যোগ্য প্রতিনিধি যাঁদের মাধ্যমে বেদসমূহের প্রমাণের দ্বারা কেউ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই কারণে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রণী পূজক। আজ আমরা সাধুজনের পরম গতি আপনার সঙ্গলাভ করে বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। আমরা অকুণ্ঠ বুদ্ধি পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়া দ্বারা তাঁর মহিমাকে আচ্ছন্ন করেছেন। এই সকল রাজারা অথবা আপনার অন্তরঙ্গ সঙ্গ উপভোগরত বৃষ্ণিরাও আপনাকে সর্বান্তর্যামী, কালবেগ ও পরম নিয়ন্ত্রারূপে জানতে পারে না। তাদের কাছে আপনি মায়ার যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন রয়েছেন। একজন নিদ্রিত ব্যক্তি, স্বপ্ন থেকে পৃথক তার জাগ্রত পরিচয় ভুলে গিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন নাম ও রূপে দর্শন করে এক পরিবর্ত বাস্তবতায় নিজেকে কল্পনা করে। একইভাবে, মায়া দ্বারা যার চেতনা বিভ্রান্ত সে কেবল জাগতিক বিষয়সমূহের নাম ও রূপসমূহ ধারণা করতে পারে। এইভাবে এরূপ ব্যক্তি তার স্মৃতি হারিয়ে আপনাকে জানতে পারে না। আজ আমরা সর্বপাপ ধৌতকারী পবিত্র গঙ্গার উৎস আপনার চরণযুগলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। সিদ্ধ যোগীরা বড় জোর তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে আপনার চরণযুগলের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আপনাকে ভক্তি প্রদান করে কেবলমাত্র তারাই এইভাবে আত্মার আচ্ছাদন—জাগতিক মনকে—পরাজিত করে এবং তাদের পরম গতি রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। তাই দয়া করে আপনার ভক্ত, আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজর্ষি, এইভাবে বলবার পর মুনিরা অতঃপর ভগবান দাশার্হ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং তাদের আশ্রমসমূহে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাদের প্রস্থানোদ্যত দর্শন করে মহাযশা বসুদেব মুনিদের সমীপস্থ হলেন। তাঁদের পাদদ্বয় স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করার পর যত্নসহকারে নির্বাচিত শব্দ দ্বারা তিনি তাঁদের বললেন—হে ঋষিগণ, সকল দেবতার আবাস স্বরূপ আপনাদের নমস্কার করি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। কর্ম দ্বারা কিভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দয়া করে আমাকে তা বলুন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে ব্রাহ্মণেরা, এটি তেমন বিচিত্র কিছু নয় যে, যেহেতু বসুদেব কৃষ্ণকে একটি বালক মাত্র বিবেচনা করছেন, তাই তার জানবার আগ্রহ বশত তিনি তাঁর পরম মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করেছেন। এই জগতে মানুষেরা মহদ বস্তুর নিকটে অবস্থান করলেই

তার অনাদর করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি গঙ্গার তীরে বাস করেন তিনি শুদ্ধতার জন্য অন্য কোন তীর্থ সলিলে গমন করেন। পরমেশ্বরের অনুভূতি কাল দ্বারা, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারা, জগতের গুণ সমূহের পরিবর্তনের দ্বারা অথবা আত্ম-উদ্ভূত বা বাহ্যিক অন্য কোন কিছুর দ্বারাই কখনও উপদ্রুত নয়। কিন্তু যদিও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা জাগতিক ক্লেশ দ্বারা, জাগতিক কর্মের প্রতিক্রিয়া দ্বারা অথবা প্রকৃতির গুণসমূহের অনবরত প্রবাহ দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয় না, তবু সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবান তাঁর সৃষ্টি, প্রাণ ও অন্যান্য জড় উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন কেউ মনে করতে পারে যে সূর্য মেঘ, হিম বা গ্রহণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—"হে রাজন, অতঃপর মুনিরা পুনরায় বসুদেবকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, যা শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীরাম সহ সকল রাজাগণ শ্রবণ করেছিলেন।"

মুনিরা বললেন—"এটি সঠিকভাবে নিরূপিত হয়েছে যে কর্মের দ্বারা কর্ম বন্ধন নষ্ট হয় তখনই যখন কেউ সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজার জন্য যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চক্ষু দ্বারা সম্যগরূপে হিতাহিত নিরীক্ষণপূর্বক প্রদর্শন করেছেন যে চঞ্চল মনকে দমন করার ও মোক্ষ প্রাপ্ত হবার এটিই সহজতম পন্থা। এটিই পবিত্র কর্তব্য যা হৃদয়ে আনন্দ আনয়ন করে। সৎভাবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাই ধার্মিক দ্বিজ গৃহস্থের জন্য পরম পবিত্রতম পথ।"

"হে বসুদেব, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞ সম্পাদন, দানের দ্বারা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, গৃহস্থ জীবন প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার পত্নী ও পুত্র লাভের কামনা এবং সময়ের প্রভাব অধ্যয়ন দ্বারা পরবর্তী জীবনে এক উচ্চতর গ্রহে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার শিক্ষা করা উচিত। আত্মসংযত ঋষিরা যারা এইভাবে তাদের গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন, তপশ্চর্যা সম্পাদনের জন্য তারা বনে গমন করেছেন। হে প্রভু, একজন দ্বিজ তিন ধরনের ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেগুলো হল দেবতাদের কাছে ঋণ, ঋষিদের কাছে ঋণ এবং তার পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণ। যদি সে যজ্ঞ সম্পাদন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রথমে ঋণশোধ না করে তার দেহ ত্যাগ করে, সে এক নারকীয় অবস্থায় পতিত হবে। কিন্তু আপনি, হে মহামতে, ইতিমধ্যে ঋষিরা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি, আপনার দুটি ঋণ থেকে মুক্ত। এখন বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে দেবতাদের প্রতি ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত করুন এবং এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করে সকল জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করুন। হে বসুদেব, নিঃসন্দেহে অবশ্যই আপনি অতীতে সমগ্র জগতের অধীশ্বর, শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। আপনি ও আপনার পত্নী উভয়ে নিশ্চয়ই যথাযথভাবে পরম ভক্তির সঙ্গে তাঁর আরাধনা করেছিলেন, সেইহেতু তিনি আপনাদের পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ঋষিদের এই সকল কথা শ্রবণ করার পর মহামনা বসুদেব ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁদের স্তুতি পূর্বক তাঁদেরকে পুরোহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। হে রাজন, এইভাবে তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ঋষিগণ পবিত্রভূমি কুরুক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সর্বোত্তম ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ধার্মিক বসুদেবকে অগ্নিযজ্ঞ সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন। হে রাজন, মহারাজ বসুদেব যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হলেন, তখন ঋষিরা স্নানের পর সুন্দর বস্ত্র ও পদ্ম মালা পরিধান করে সেই দীক্ষা মণ্ডপে আগমন করলেন। অন্যান্য সু-অলঙ্কৃত রাজারাও সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে নিষ্ক ধারিত তাঁদের আনন্দিত সকল মহিষী সহ আগমন করেছিলেন। রাণীরা চন্দন অনুলেপন করেছিলেন এবং পূজার জন্য পবিত্র দ্রব্যসমূহ বহন করছিলেন। মৃদঙ্গ পটহ, শঙ্খ, ভেরী, আনক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হল, নর্তক ও নর্তকীরা নৃত্য করলেন এবং সূত ও মাগধেরা স্তুতি পাঠ করলেন। তাঁদের পতিগণসহ মধুর কণ্ঠী গন্ধর্ব রমণীরা গান গাইলেন। বসুদেবের নয়নদ্বয় অঞ্জন দিয়ে শোভিত ও দেহ নবনীলিপ্ত করার পর পুরোহিতেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে ও তাঁর অষ্টাদশ পত্নীকে পবিত্র জল সিঞ্চন করে দীক্ষিত করলেন। তাঁর পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত তাঁকে

নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাজকীয় চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল। বসুদেব তাঁর পত্নীগণসহ দীক্ষা গ্রহণ করলেন, যাঁরা রেশমী শাড়ী পরিধান করেছিলেন এবং কলস, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডল দ্বারা বিভূষিতা ছিলেন। মৃগচর্ম দ্বারা আবৃত দেহে বসুদেব দীপ্তিমানরূপে শোভিত ছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রেশমী ধুতি ও রত্নখচিত অলঙ্কারে সজ্জিত বসুদেবের পুরোহিত এবং সভাসদদের এতই জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল যেন তাঁরা বৃত্রাসুরবিনাশী ইন্দ্রের যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় সকল জীবের ঈশ্বর বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের ঐশ্বর্যের প্রকাশরূপ নিজ নিজ পুত্র, পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে রাজকীয় দীপ্তিতে বিরাজ করছিলেন। যথাযথ বিধি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বৈদিক যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করে বসুদেব সকল যজ্ঞ উপকরণ, মন্ত্র ও ক্রিয়ার অধীশ্বরকে পূজা করলেন। অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞারাধনার অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পাদন করে তিনি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয় যজ্ঞই সম্পাদন করলেন। তারপর, যদিও পুরোহিতরা সু-অলঙ্কৃত ছিলেন, তবু যথাসময়ে এবং শাস্ত্র অনুসারে বসুদেব পুরোহিতদের মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করলেন এবং বহুমূল্য গাভী, ভূমি ও কন্যা উপহার দিয়ে দক্ষিণা প্রদান করলেন। পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য কর্ম সম্পাদন করার পর সেই মহান ব্রাহ্মণ ঋষিরা যজমান বসুদেবকে অগ্রবর্তী করে ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন। পবিত্র স্নান সম্পূর্ণ হলে বসুদেব তাঁর পত্নীদের সঙ্গে পেশাদার স্তুতিপাঠকদের পরিধেয় ও বসন প্রদান করলেন। অতঃপর বসুদেব নব-বস্ত্র পরিধান করলেন। তারপর তিনি সকল শ্রেণীর মানুষদের, এমনকি কুকুরদেরও সম্মানের সঙ্গে ভোজন করালেন। তাদের সকল স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর আত্মীয়বর্গদের, বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয় ও সৃঞ্জয় রাজ্যের রাজাদের, সভার প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের এবং পুরোহিত, প্রত্যক্ষদর্শী দেবতা, মানুষ, ভূত, পিতৃ ও চারণদের তিনি ঐশ্বর্যময় উপহার প্রদান করে সম্মানিত করলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবীর আলয় ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে বসুদেবের যজ্ঞের স্তুতি কীর্তন করতে করতে বিভিন্ন অতিথিরা প্রস্থান করলেন। সকল যদুগণ, তাদের সুহৃদ, সম্বন্ধী, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর, পৃথা ও তার পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, যমজ নকুল ও সহদেব, নারদ ও ভগবান বেদব্যাস সহ অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছিলেন। স্নেহে তাঁদের হৃদয় আর্দ্র হয়েছিল, তাই তাঁরা এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ বিরহ যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। তাঁর গোপগণ সহ নন্দ মহারাজ অল্প কিছুকাল বেশী তাঁর আত্মীয়বর্গ, যদুদের সঙ্গে অবস্থান করার মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করলেন। তাঁর অবস্থানকালে কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশেষ ঐশ্বর্যময় পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। অতি সহজেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করলেন। তাঁর বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহচর্য মধ্যে তিনি তাঁর হাত দিয়ে নন্দের হাত গ্রহণ করে তাঁকে বললেন—আমার প্রিয় ভ্রাতা, ভগবান স্বয়ং স্নেহ নামক বন্ধন রচনা করেছেন যা মানুষদের একত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছে। আমার মনে হয় যে মহাবীরেরা ও মহাযোগীরাও নিজেদের এর থেকে মুক্ত করতে অত্যন্ত দুঃসাধ্যতা প্রাপ্ত হন। নিঃসন্দেহে, ভগবান অবশ্যই প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, কারণ আপনাদের মতো সজ্জন প্রবরগণ কখনও যথাযথরূপে প্রত্যুপকার প্রাপ্ত না হয়েও অকৃতজ্ঞ আমাদের প্রতি কখনও অনুপম মৈত্রী প্রদর্শনে নিবৃত্ত হননি। হে ভ্রাতা, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করিনি। কারণ আমরা অসমর্থ ছিলাম, এমনকি এখনও এই যে আপনারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু আমাদের চক্ষু জাগতিক সৌভাগ্যের দ্বারা এতই মদান্ধ যে আমরা এখনও আপনাদের উপেক্ষা করছি। হে মানদ, যিনি জীবনে পরম কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর যেন কখনও রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ না হয়, কারণ তা তাঁকে তাঁর আপন বন্ধু ও পরিবারের প্রয়োজন বিষয়ে অন্ধ করে তোলে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা তাঁর হৃদয় কোমল হলে, বসুদেব রোদন করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রদর্শিত নন্দের মিত্রতা তিনি যখন স্মরণ করছিলেন, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নন্দও তাঁর পক্ষ থেকে বন্ধু বসুদেবের জন্য পূর্ণ প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। তাই দিনের পর দিন নন্দ

বারবার ঘোষণা করেছিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং "আমি আগামীকাল গমন করব"। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি প্রেমবশত তিনি সেখানে সকল যদুগণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন। তারপর বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যরা তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করলে এবং তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কার, ক্ষৌমবস্ত্র ও বিভিন্ন অমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করলে নন্দ মহারাজ সেই সকল উপহার গ্রহণ করে তাঁর বিদায় গ্রহণ করলেন। সকল যদুগণের দ্বারা বিদায় গ্রহণ করে তিনি তাঁর পরিবার ও ব্রজবাসীগণ সহ প্রস্থান করলেন। যেখানে তাঁরা তাঁদের সমর্পণ করেছিলেন, শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল থেকে তাঁদের মনকে প্রত্যাহার করতে অসমর্থ নন্দ এবং গোপ ও গোপীরা মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের আত্মীয়বর্গ এইভাবে প্রস্থান করলে এবং বর্ষাঋতু সমাগত দর্শন করে, কৃষ্ণই যাদের একমাত্র ভগবান সেই বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। যদুপতি বসুদেব দ্বারা সম্পাদিত উৎসবময় যজ্ঞসমূহ সম্বন্ধে, তাঁদের তীর্থযাত্রার সময়ে যা যা ঘটেছিল তার সমস্তকিছু বিষয়ে, বিশেষত কিভাবে তাঁরা তাঁদের সকল প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই সব তাঁরা নগরীর জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করলেন।"

পঞ্চশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"একদিন বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম তার পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করলেন। বসুদেব তাঁদের অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁদের বললেন, তার দুই পুত্রের শক্তি সম্বন্ধে মহান মুনিদের বাক্য শ্রবণ করে এবং তাঁদের শৌর্যকর্মসমূহ দর্শন করে বসুদেব তাঁদের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের নাম সম্বোধনপূর্বক তিনি তাঁদের বললেন, হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী, হে সনাতন-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আমি জানি যে আপনারা দুজন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ। আপনি পরমেশ্বর ভগবান যিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টা (মহাবিষ্ণু) উভয়ের অধীশ্বররূপে প্রকাশিত হন। যা কিছু বর্তমান, যেভাবে এবং যখনই তা উৎপন্ন হয়, তা আপনার মধ্যে, আপনার দ্বারা, আপনার থেকে, আপনার উদ্দেশ্যে এবং আপনার সম্বন্ধে সৃষ্ট হয়। হে অধোক্ষজ, আপনার থেকে আপনি এই সমগ্র বিচিত্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আপনার পরমাত্মা স্বরূপে তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন। হে জন্মরহিত পরমাত্মা, এইভাবে সকলের প্রাণ ও জ্ঞানরূপে আপনি সৃষ্টিকে পালন করছেন। প্রাণ ও বিশ্বসৃষ্টির অন্যান্য পদার্থসমূহ যে শক্তিই প্রদর্শন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সকলই পরমেশ্বর ভগবানের নিজ শক্তি কারণ প্রাণ ও বস্তু উভয়ই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পর হতে ভিন্নও। এইভাবে, জড়জগতে সক্রিয় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চন্দ্রের দীপ্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্রসমূহের ঝিকিমিকি, বিদ্যুতের ঝলকানি, পর্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধার শক্তি ও গন্ধ—এই সমস্ত কিছু প্রকৃতপক্ষে আপনি।"

"হে প্রভু, আপনি জল ও জলের স্বাদ এবং তৃষ্ণার তৃপ্তিজনক শক্তি ও জীবন প্রদাতা। আপনি বায়ুর ওজ, বল, চেষ্টা ও গতিরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন। আপনি দিকসমূহ ও তাদের সমন্বয়কারী শক্তি, সর্বব্যাপ্ত আকাশ ও তদাশ্রয় শব্দ-তন্মাত্র। আপনি আদি নাদ, বর্ণ, ওম এবং শ্রাব্য ভাষা যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাক্যরূপ প্রাপ্ত হয়। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় প্রকাশিকা শক্তি, তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং এই সকল দেবতাদের অধিষ্ঠান শক্তি। আপনি বুদ্ধির মীমাংসা শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি। আপনি জড় উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ তামসিক অহঙ্কার; আপনি দেহজ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ-স্বরূপ রাজসিক অহঙ্কার; আপনি সকল দেবতাদের কারণস্বরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং আপনি সমস্ত কিছুর ভিত্তিস্বরূপ অপ্রকাশিত সামগ্রিক জড়াশক্তি। মূল বস্তু থেকে প্রস্তুত রূপান্তরিত দ্রব্যের উপাদানসমূহ যেমন অপরিবর্তিত দৃশ্যমান হয়, তেমনই আপনিও এই জগতের সকল নশ্বর বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর সত্তা। সত্ত্ব, রজ, তম নামক জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ তাদের সামগ্রিক কার্যসমূহ সহ আপনার যোগমায়ার সুবিন্যস্ততা দ্বারা পরমব্রহ্মস্বরূপ আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রকাশিত। এইভাবে এইসকল সৃষ্ট বস্তু, জড়াপ্রকৃতির রূপান্তর সমূহ, একমাত্র যখন জড়াপ্রকৃতি তাদেরকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করে তখন ছাড়া বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় আপনিও তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সৃষ্টির এরূপ একান্ত সময় ব্যতীত, আপনিই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকেন। এই জগতের জাগতিক গুণাবলীর অনবরত প্রবাহ মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যারা আপনাকে, সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, তাদের পরম শ্রেষ্ঠ গতিরূপে জানতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার জন্য জাগতিক কর্মবন্ধন এরূপ আত্মাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে। সৌভাগ্যক্রমে আত্মা এক সুস্থ মানব জীবন প্রাপ্ত হবার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেই বিষয়ে যদি সে বিভ্রান্ত হয়, হে ভগবান, আপনার মোহিনী মায়া তার সমগ্র জীবন নষ্ট করার জন্য তাকে প্রভাবিত করবে। আপনি এই সমগ্র জগতকে স্নেহ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন আর মানুষ যখন তাদের জড় দেহ বিষয়ে বিবেচনা করে, তারা মনে করে যে "এই আমি" এবং যখন তারা তাদের সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করে তারা মনে করে "এই সকলই আমার"। আপনারা দুইজন বস্তুত আমাদের পুত্র নন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর হয়েও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যা আপনি জন্মসময়ে বলেছিলেন। অতএব, হে দীনবন্ধু, এখন আমি আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি—যে পাদপদ্ম সকল শরণাগতজনের সংসারভয় দূরীভূত করে। যথেষ্ট ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসা, যা আমাকে এই মর্ত্যশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত করেছে। তাই হে ভগবান, আপনাকে আমার পুত্র বলে মনে করেছি। প্রকৃতপক্ষে সূতিকাগৃহে অবস্থানের সময়ে আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আপনি জন্মরহিত ভগবান, পূর্ববর্তী যুগেও কয়েকবার আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার নিজ ধর্ম রক্ষার্থে এই সকল দিব্য দেহসমূহ প্রকাশের পর আপনি তাদের অন্তর্হিত করেন, এইভাবে আপনি মেঘের মতো প্রকাশিত ও অন্তর্হিত হন। হে পরম-বন্দিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান, আপনার ঐশ্বর্যময় বিস্তারের অতীন্দ্রিয় মোহিনী-শক্তিকে কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর পিতার কথা শ্রবণ করে সাত্বত শ্রেষ্ঠ ভগবান কিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে এবং শান্ত কণ্ঠে হাস্য সহকারে প্রত্যুত্তরে বললেন, হে পিতা, যেহেতু আপনি আপনার পুত্র, আমাদের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করেছেন তাই আপনার বক্তব্যকে আমি যথার্থ বলে মনে করি। হে যদুশ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র আমি নই, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও এই সকল দ্বারকাবাসীগণ সহ আপনিও এই একই দর্শনের আলোকে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে, সচল অচল উভয়রূপ যা কিছু বর্তমান সমস্ত কিছুকেই যুক্ত করা উচিত। পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, চিন্ময় এবং জড়গুণাবলীশূন্য। কিন্তু তার সৃষ্ট সেই গুণাবলীর মাধ্যমে পরমব্রহ্ম সেই সকল গুণাবলীর প্রকাশের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির পদার্থসমূহ যেমন তাদের বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশ অনুসারে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, ক্ষুদ্র অথবা

বৃহৎ হয়, তেমনই পরমাত্মা যদিও এক, বহুরূপে প্রতীয়মান হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, তাঁকে কথিত ভগবানের এই সকল নির্দেশসমূহ শ্রবণ করে বসুদেব ভেদবুদ্ধির সকল ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। সন্তুষ্ট হৃদয়ে তিনি নীরব থাকলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই সময় সর্বজন পূজনীয়া দেবকী তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামের উদ্দেশ্যে বলবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি ইতিপূর্বে বিস্মিত হয়ে শুনেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের পুত্রকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন কংস দ্বারা নিহত নিজ পুত্রদের কথা স্মরণ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন, আর তাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি সনির্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন।"

দেবকী বললেন—"হে রাম, রাম, অপ্রমেয় পরমাত্মা! হে কৃষ্ণ, সকল যোগেশ্বরদের ঈশ্বর! আমি জানি যে আপনিই হচ্ছেন সকল জগৎ স্রষ্টার পরম নিয়ন্তা, আদি পুরুষোত্তম। কালের প্রভাবে সত্ত্বগুণাবলী বিনষ্ট ও এইভাবে শাস্ত্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে পৃথিবীর ভার হয়ে ওঠা রাজাদের হত্যার জন্য আপনারা এখন আমার কাছ থেকে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে বিশ্ব আত্মন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই আপনার অংশেরও অংশের অংশপ্রকাশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। হে ভগবান, আজ আমি আপনার শরণাগত হলাম। আপনাদের গুরুদেব যখন দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত তার পুত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আপনাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আপনারা পিতৃলোক থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হে যোগেশ্বরাধিপতি, দয়া করে একইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করুন। দয়া করে ভোজরাজ দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে আনুন, যাতে আমি পুনরায় তাদের দর্শন করতে পারি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভারত, এইভাবে তাদের মায়ের অনুরোধে কৃষ্ণ-বলরাম তাদের যোগমায়া শক্তি প্রয়োগ করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন। যখন দৈত্যরাজ বলি মহারাজ, ভগবানদ্বয়ের আগমন দর্শন করলেন, যেহেতু তিনি তাঁদের পরমাত্মা ও সমগ্র জগতের বিশেষত তার নিজের পরম আরাধ্য বলে জানতেন, তাই তার হৃদয় আনন্দে উপচে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে তার সমগ্র অনুগামীবৃন্দসহ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন। বলি আনন্দের সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিবেদন করলেন। তাঁরা উপবিষ্ট হলে তিনি তাঁদের পাদদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর তিনি সেই জগৎ পবিত্রকারী জল গ্রহণ করে নিজেকে ও তাঁর অনুগামীদের সিঞ্চিত করলেন। তার অধীনস্থ সকল সম্পদ দ্বারা—মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধী চন্দন, তাম্বুল, দীপ, সুস্বাদু খাদ্য ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাদের পূজা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের তার পরিবারের সমস্ত সম্পদ এবং নিজেকেও নিবেদন করলেন। ভগবানের পাদপদ্ম বারম্বার ধারণ করে ইন্দ্রসেনাবিজয়ী বলি গভীর প্রেমবশত বিগলিত হৃদয়ে কথা বলছিলেন। হে রাজন, আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে, পুলকিত অঙ্গে ও গদ্‌গদ্ স্বরে তিনি বলতে লাগলেন—আমি মহান ভগবান অনন্তকে প্রণাম নিবেদন করি। জগৎ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাংখ্যযোগের দর্শন বিস্তারের জন্য ব্রহ্মপরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন, তাকে প্রণাম নিবেদন করি। অধিকাংশ জীবের কাছে আপনাকে দর্শন করা এক দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মতো রজ ও তমগুণে অবস্থানরত ব্যক্তিরাও সহজেই আপনাকে দর্শন করতে পারে যখন আপনার নিজ মধুর ইচ্ছাক্রমে আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন। অনেকেই যারা আপনার প্রতি ক্রমাগত বৈরীভাবযুক্ত অবশেষে তারা সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয় এবং শাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দময় শরীরধারী আপনার প্রতি আসক্ত হন। এই সকল সং শোধিত শত্রুবর্গ হচ্ছে দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ, নায়ক এবং আমরাও আর আমাদের মতো অনেকে। আমাদের কেউ কেউ ব্যতিক্রমী বৈরীতার জন্য আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে, যখন অন্যান্যরা আসক্ত হয়েছে তাদের কামনা নির্ভর ভক্তিভাবের জন্য। কিন্তু দেবতা ও সত্ত্বগুণের দ্বারা আবিষ্ট অন্যান্যরা আপনার জন্য এরূপ কোন আকর্ষণ অনুভব করে না।"

"হে সকল শুদ্ধযোগীদের ঈশ্বর, আপনার চিন্ময় মোহিনী শক্তিটি কি এবং তা কিভাবে ক্রিয়া করে সেটি মহাযোগীরাও জানে না, তো আমাদের আর কি কথা। দয়া করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন যাতে আমি পরিবার

জীবনের অন্ধকূপ, আমার মিথ্যা গৃহ থেকে নির্গত হতে পারি এবং নিঃস্বার্থ ঋষিরা সর্বদা যা আকাঙ্ক্ষা করেন আপনার সেই পাদপদ্মের প্রকৃত আশ্রয় প্রাপ্ত হই। তারপর একা কিম্বা সর্বজন বন্ধু মহান ঋষিদের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনসমূহ জগৎ হিতৈষী বৃক্ষমূলে প্রাপ্ত হয়ে আমি যেন মুক্তভাবে ভ্রমণ করতে পারি। হে জীবেশ, দয়া করে বলুন আমাদের কি কর্তব্য যাতে সকল পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। হে প্রভু, শ্রদ্ধা সহকারে যে আপনার নির্দেশ পালন করে, সে আর কখনও সাধারণ বৈদিক আচারসমূহ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না।"

ভগবান বললেন—"প্রথম মনুর সময়কালে ঋষি মরীচি ও তার পত্নী উর্ণার ছয়জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন উন্নত দেবতা, কিন্তু একবার তাঁরা ব্রহ্মাকে তাঁর নিজ কন্যার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে উদ্যত হতে দর্শন করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে হেসে উঠেছিলেন। তাঁদের সেই অনুচিত আচরণের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ আসুরিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং এইভাবে তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যোগমায়া তখন তাঁদের হিরণ্যকশিপুর কাছ থেকে আনয়ন করলেন এবং তাঁরা পুনরায় দেবকীর গর্ভে জাত হলেন। হে রাজন, এরপর কংস তাঁদের হত্যা করল। দেবকী তাঁদেরকে নিজ পুত্র মনে করে এখনও তাঁদের জন্য শোক করছেন। মরীচির সেই সকল পুত্রেরা এখন এখানে আপনার সঙ্গে বাস করছেন। মায়ের শোক দূর করার জন্য তাদের আমরা এই স্থান থেকে নিয়ে যেতে চাই। তারপর, তাদের অভিশাপ এবং সকল সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা তাদের স্বর্গের আলয়ে ফিরে যাবে। আমার অনুগ্রহ দ্বারা স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী এই ছয়জন বিশুদ্ধ সাধুদের আলয়ে ফিরে যাবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—একথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বলি মহারাজ দ্বারা পূজিত হয়ে সেই ছয় পুত্রদের নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের মায়ের কাছে অর্পণ করলেন। দেবকী যখন তাঁর হারানো পুত্রদের দর্শন করলেন, তিনি তাদের জন্য এমন স্নেহ অনুভব করলেন যে, তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর কোলে গ্রহণ করে পুনঃপুনঃ তাদের মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন। প্রীতিভরে তিনি তার পুত্রদের স্তন পান করালেন, যা কেবলমাত্র তাদের স্পর্শ দ্বারা দুগ্ধে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। যা জগতের সৃষ্টিকে প্রবর্তিত করে ভগবান বিষ্ণুর সেই একই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি মোহিত ছিলেন। ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পান করা দেবকীর অমৃত-দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করার ফলে এবং ভগবান নারায়ণের চিন্ময় দেহ স্পর্শ করার ফলে তারা তাদের মূল পরিচয় অবগত হলেন। তাঁরা গোবিন্দকে, দেবকীকে, তাঁদের পিতাকে এবং বলরামকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর সকলের সমক্ষে তারা দেবলোকে গমন করলেন। হে রাজন, তাঁর পুত্রদের মৃত্যু থেকে প্রত্যাবর্তন করতে ও পরে পুনরায় প্রস্থান করতে দর্শন করে দেবী দেবকী অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে এই সকলই ছিল কৃষ্ণ দ্বারা রচিত এক মায়া মাত্র। হে ভরতকুলনন্দন, অসীম শৌর্যের অধীশ্বর, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, এই ধরনের অসংখ্য লীলা সম্পাদন করেছেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ভগবান মুরারি কৃত এই অক্ষয়-কীর্তি লীলা সম্পূর্ণরূপে জগতের পাপ বিনাশ করে এবং তাঁর ভক্তদের কর্ণের ভূষণ রূপে পরিবেশিত হয়। যিনি যত্নসহকারে ব্যাসের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা কথিত এই লীলা শ্রবণ বা বর্ণনা করেন তিনি ভগবানের চিন্ময় তার মনকে স্থির করতে সমর্থ হবেন এবং পরম মঙ্গলময় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে অর্জুন আমার পিতামহী, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় অর্জুন প্রভাসে আগমন করলেন। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর মাতুল কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীবলরাম, দুর্যোধনের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য কেউই এই পরিকল্পনায় সম্মত নন। অর্জুন স্বয়ং তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি এক ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে দ্বারকায় গমন করলেন। তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বর্ষার মাসসমূহ তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য নগরবাসীরা তাঁকে চিনতে না পেরে, তাঁকে সকল আতিথেয়তা ও সম্মান নিবেদন করেছিলেন। একদিন নিমন্ত্রিত অতিথি রূপে শ্রীবলরাম তাঁকে তাঁর গৃহে আনয়ন করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে নিবেদিত অন্ন অর্জুন ভক্ষণ করলেন। সেখানে তিনি বীরদের মনোহারিণী অপূর্ব-দর্শনা কন্যা সুভদ্রাকে দর্শন করলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দে বিস্ফারিত হল, তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হলেন। অর্জুন ছিলেন রমণী মনোহর এবং তাঁকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা তাঁকে পতিরূপে লাভ করতে চাইলেন। কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে সলজ্জ হাস্যপূর্বক তিনি তার চক্ষু ও হৃদয় তাঁকে সমর্পণ করলেন। কেবলমাত্র তাকে চিন্তা করতে করতে এবং তাকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অর্জুন কোন শান্তি পাচ্ছিলেন না। প্রবল কামনায় তাঁর চিত্ত কম্পিত হচ্ছিল। একবার কোন দেব-উৎসব উপলক্ষ্যে সুভদ্রা দুর্গসম প্রাসাদ থেকে রথে আরোহণ করে বাইরে এলে মহারথী অর্জুন সেই সময়ে তাকে অপহরণ করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রার পিতা-মাতা এবং কৃষ্ণ তা অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর রথে দণ্ডায়মান হয়ে অর্জুন তাঁর ধনুক গ্রহণ করে তাঁকে অবরোধে সচেষ্ট দুরন্ত যোদ্ধা ও প্রাসাদ রক্ষীদের পরাভূত করলেন। সুভদ্রার আত্মীয়বর্গ যখন ক্রোধে চিৎকার করছিলেন, তখন ঠিক যেভাবে সিংহ অন্যান্য পশুদের মধ্য থেকে তার শিকার গ্রহণ করে সেইভাবে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করলেন। সুভদ্রার অপহরণের কথা তিনি যখন শুনতে পেলেন, শ্রীবলরাম পূর্ণিমার ক্ষুব্ধ মহাসাগরের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর চরণ ধারণ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁকে শান্ত করলেন। তারপর শ্রীবলরাম আনন্দের সঙ্গে বর-বধূকে হাতী, রথ, ঘোড়া ও দাস-দাসী সমন্বিত মহামূল্যবান বিবাহ উপহারসমূহ প্রেরণ করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—"শ্রুতদেব নামে খ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি দ্বারা পূর্ণ সন্তুষ্ট তিনি ছিলেন শান্ত, জ্ঞানী এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে অনাসক্ত। তিনি বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরীতে ধার্মিক গৃহস্থরূপে বাস করে অনায়াসলব্ধ খাদ্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। দৈব ইচ্ছায় তিনি প্রতিদিন ঠিক তার জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনটুকু মাত্র প্রাপ্ত হতেন, এর চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট তিনি যথাযথভাবে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতেন।"

"হে পরীক্ষিৎ, শ্রুতদেবের মতো একইভাবে অহঙ্কারশূন্য মিথিলা রাজবংশের বংশধর বহুলাশ্ব নামক সেই রাজ্যের এক শাসক ছিলেন। এই উভয় ভক্তই ছিলেন ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন পরমেশ্বর ভগবান দারুক দ্বারা আনীত তাঁর রথে আরোহণ করে মুনিগণ সহ বিদেহ রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই সকল মুনিদের মধ্যে ছিলেন নারদ, বামদেব, অত্রি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, আমি নিজে, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন। হে রাজন, প্রতিটি নগর ও শহরের পথ ভগবান যখন অতিক্রম করছিলেন, যেন গ্রহ দ্বারা বেষ্টিত উদিত সূর্যের পূজার মতো জনসাধারণ হাতে নিবেদনীয় জলপূর্ণ অর্ঘ্য সহ তাঁর পূজা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আনর্ত, ধন্ব, কুরু-জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তী, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ এবং আরও অন্যান্য অনেক রাজ্যের নারী ও পুরুষগণ তাদের নয়ন দ্বারা উদার হাস্য ও প্রীতিময় দৃষ্টিতে বিভূষিত ভগবান কৃষ্ণের পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য সুধা পান করেছিলেন। তাঁকে দর্শনে আগতদের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করেই ত্রিলোকগুরু ভগবান জড়বাদের অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধার করলেন। তাদের অভয় ও দিব্য দৃষ্টি প্রদান করলে পর তিনি দেবতা ও মনুষ্যগণ গীত জগৎ পবিত্রকারী ও সকল পাপ বিনাশক তাঁর মহিমা কীর্তন শুনতে পেলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিদেহে পৌঁছলেন।"

"হে রাজন, ভগবান অচ্যুতের আগমন শ্রবণ করে বিদেহের নগর ও গ্রামবাসীরা তাদের হাতে অর্ঘ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হল। ভগবান উত্তমশ্লোককে দর্শনমাত্র তাঁদের মুখ ও হৃদয় প্রীতি প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। মস্তকোপরে তাঁদের হাত দুটি যুক্ত করে তাঁরা ভগবানকে ও পূর্বে যাদের কথা শ্রবণ করেছিলেন মাত্র, ভগবানের সঙ্গে আগত সেইসব মুনিগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। জগদ্গুরু এখানে কেবলমাত্র তাঁকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আগমন করেছেন, উভয়েই এই কথা চিন্তা করে মিথিলার রাজা ও শ্রুতদেব ভগবানের চরণে পতিত হলেন। ঠিক একই সময়ে রাজা মৈথিল ও শ্রুতদেব প্রত্যেকে যুক্ত করে গমন করে ব্রাহ্মণ মুনিগণ সহ দশার্হদের অধিপতিকে নিজ অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায়, ভগবান তাদের উভয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইভাবে তিনি যুগপৎ একইসঙ্গে উভয়ের গৃহে গমন করলেন কিন্তু উভয়ের কেউই তাঁকে অপরের গৃহে প্রবেশ করতে দেখতে পারল না। যখন জনক বংশোদ্ভূত রাজা বহুলাশ্ব দূর থেকে যাত্রাক্লান্ত মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গৃহে আগত দর্শন করলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের জন্য সম্মানজনক আসন আনয়নের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা সকলে সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর, বিজ্ঞ রাজা, আনন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ও তাঁর অশ্রু সজল নয়নে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর ভক্তির সঙ্গে তাদের চরণ ধৌত করলেন। সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী সেই ধৌত জল গ্রহণ করে তিনি তার ও তার পরিবারের সদস্যগণের মস্তকে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর সুগন্ধী চন্দন, ফুলমালা, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, গাভী ও বৃষ নিবেদন করে তিনি সকল প্রভুদের পূজা করলেন। পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে তাঁরা ভোজন করার পর তাঁদের আরও সন্তুষ্টির জন্য ভগবান বিষ্ণুর পাদদ্বয় তার ক্রোড়ে ধারণ করে তাদের সুখে মালিশ করতে করতে রাজা মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি সকল সৃষ্ট জীবের আত্মা, তাদের স্ব-প্রকাশ সাক্ষীস্বরূপ এবং এখন নিরন্তর আপনার পাদপদ্ম চিন্তারত আমাদের আপনি দর্শন প্রদান করছেন। আপনি বলেছিলেন, "আমার একান্ত ভক্তের চেয়ে ভগবান অনন্ত, লক্ষ্মীদেবী কিম্বা ব্রহ্মাও প্রিয়তর নয়।" আপনার নিজের বাক্যকে সত্যি প্রমাণ করতে আপনি এখন নিজেকে আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন। আপনি যখন নিজেকেও নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণকে প্রদান করতে প্রস্তুত তখন এই সত্য জ্ঞাত কোন পুরুষ কখনও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করবে? জন্মমৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধগণকে উদ্ধারের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনি আপনার যশ বিস্তার করেছেন, যা ত্রিভুবনের সমস্ত পাপ দূরীভূত করতে পারে। আপনি চির-অকুণ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি। সর্বদা পূর্ণশান্তিতে তপস্যারত ঋষি নর-নারায়ণকে নমস্কার করি। হে ভূমণ, এই সকল ব্রাহ্মণগণ সহ দয়া করে আমাদের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করুন এবং আপনার পাদদ্বয়ের ধূলি দ্বারা এই নিমি কুলকে পবিত্র করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে জগৎ পালক ভগবান মিথিলার নর-নারীদের সৌভাগ্য প্রদানার্থে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করতে সম্মত হলেন। রাজা বহুলাশ্বের মতো শ্রুতদেবও ভগবান অচ্যুতকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর গৃহে স্বাগত জানালেন। ভগবান ও মুনিদেরকে প্রণাম

নিবেদনের পর শ্রুতদেব তাঁর উত্তরীয় সঞ্চালিত করে মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। ঘাসের মাদুর ও কুশাসন আনয়নের পর তাতে তাঁর অতিথিদের উপবেশন করিয়ে স্বাগত বচন দ্বারা তিনি তাদের অভিনন্দিত করলেন। তারপর তিনি তাঁর পত্নীসহ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের চরণ ধৌত করলেন। সেই ধৌত জল দ্বারা ধার্মিক শ্রুতদেব যথেষ্টরূপে নিজেকে তাঁর গৃহ ও পরিবারকে অভিষিক্ত করলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি অনুভব করলেন তার সকল আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হয়েছে। অনায়াসলব্ধ পবিত্র দ্রব্যসামগ্রীর অর্ঘ্য দ্বারা তিনি তাঁদের পূজা করলেন, যেমন ফল, উশীর মূল, বিশুদ্ধ অমৃততুল্য জল, সুগন্ধী মৃত্তিকা, তুলসী পাতা, কুশ ও পদ্মফুল। তারপর তিনি তাঁদের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারী অন্ন প্রদান করলেন। তিনি বিস্মিত হলেন—কিভাবে পারিবারিক জীবনের অন্ধকূপে পতিত এই আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হলাম? এবং কিভাবে ভগবানকে সর্বদা তাদের হৃদয়ে বহনকারী এই সকল মহান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হতেও আমি অনুমোদিত হলাম? প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের চরণের ধূলি সকল তীর্থ স্থানের আশ্রয় স্বরূপ। তাঁর অতিথিগণ প্রত্যেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা গ্রহণ করে সুখে উপবিষ্ট হলে পর শ্রুতদেব তাঁর পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য পোষ্যগণ সহ তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর ভগবানের পাদদ্বয় মর্দন করতে করতে তিনি কৃষ্ণ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে বললেন—এমন নয় যে কেবলমাত্র আজ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও তারপর তার মধ্যে তাঁর চিন্ময় রূপে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় থেকেই আমরা তাঁর সঙ্গ করছি। ভগবান যেন এক নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, যিনি তাঁর কল্পনায় এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তারপর তাঁর নিজ স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে তাঁর মধ্যে দর্শন করেন। যে সকল বিশুদ্ধ চেতন ব্যক্তিগণ, যাঁরা নিরন্তর আপনার কথা শ্রবণ করে, আপনার বিষয়ে কীর্তন করে, আপনাকে অর্চনা করে, আপনার বন্দনা করে এবং একে অন্যের সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলে, আপনি তাঁদের অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেন। আপনি যদিও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন কিন্তু যাদের মন তাদের জড় কর্মের আবদ্ধতা দ্বারা উপদ্রুত, তাদের কাছ থেকে দূরে বাস করেন। বস্তুত কেউই তার জাগতিক শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ যাঁরা আপনার চিন্ময় গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন। আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। পরম ব্রহ্মজ্ঞগণ দ্বারা আপনি পরমাত্মারূপে উপলব্ধ এবং কালরূপে আপনি বিস্মৃত আত্মাদের উপর মৃত্যু আরোপ করেন। যুগপৎ একই সঙ্গে আপনি আপনার ভক্তের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করে এবং অভক্তদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে আপনার অহৈতুকী চিন্ময় রূপ ও এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট রূপ, উভয়রূপেই আপনি প্রকাশিত হন। হে দেব, আপনি পরম আত্মা এবং আমরা আপনার ভৃত্য। আমরা কিভাবে আপনার সেবা করব? হে প্রভু, কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করে মানব জীবনের সকল ক্লেশের সমাপ্তি হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রুতদেব কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, শরণাগতজনের দুঃখ মোচনকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রুতদেবের হাতটি তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার জানা উচিত যে, এই সকল মহান মুনিরা কেবলমাত্র তোমাকে আশীর্বাদ প্রদানের জন্য এখানে আগমন করেছেন। তাঁদের চরণের ধূলি দ্বারা সমগ্র জগতকে পবিত্র করে তাঁরা আমার সঙ্গে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করছেন। মন্দিরের বিগ্রহ, তীর্থস্থান ও পবিত্র নদীসমূহ আরাধনা করে, স্পর্শ করে ও দর্শন করে কেউ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু কেউ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দৃষ্টিপাত গ্রহণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ একই ফল প্রাপ্ত হতে পারেন। জন্মগতভাবে একজন ব্রাহ্মণ এই জগতের সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যখন তপস্যা, বিদ্যা ও আত্মসন্তুষ্টি যুক্ত হন, তিনি আরও উন্নত হয়ে ওঠেন, আমার প্রতি ভক্তির আর কি কথা। এমনকি আমার আপন চতুর্ভুজ রূপও একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ সকল বেদকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, ঠিক যেমন সকল দেবতাদের আমি আমার মধ্যে ধারণ করি। এই সত্যে অজ্ঞ, মূর্খ মানুষেরা আমা থেকে অভিন্ন, তাদের

গুরুদেব ও নিজ আত্মা স্বরূপ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করে ও ঈর্ষাপরায়ণভাবে অসন্তুষ্ট করে। তারা কেবল আমার বিগ্রহরূপকে একমাত্র দিব্য প্রকাশরূপে পূজা বিবেচনা করে। যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জ্ঞানে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরাচর জগৎ এবং এর সৃষ্টির মুখ্য উপাদানসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ। অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য কোনভাবে, এমনকি প্রভূত সম্পদের অর্ঘ্য দ্বারাও সম্ভব নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একান্ত ভক্তির সঙ্গে শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁর সঙ্গী পরমোন্নত ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করলেন এবং রাজা বহুলাশ্বও তা করেছিলেন। এইভাবে শ্রুতদেব ও রাজা উভয়েই সদ্‌গতি লাভ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে ভক্ত-ভক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই মহান ভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করে তাদের শুদ্ধ-সাধুদের আচরণ শিক্ষা প্রদান করলেন। তারপর ভগবান দ্বারকায় ফিরে গেলেন।"

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা

পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না সেই পরম ব্রহ্মকে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে বর্ণনা করতে পারে? বেদসমূহ জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে বর্ণনা করার জন্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরম-ব্রহ্ম সকল জাগতিক প্রকাশ ও তাদের কারণসমূহের অতীত হওয়ায়, তিনি হচ্ছেন নির্গুণ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান জাগতিক বুদ্ধিমত্তা, ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও জীবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনাসমূহ চরিতার্থ করতে পারে, কর্মফলে যুক্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে পারে, ভবিষ্যত জীবনে আরো উন্নত হতে পারে এবং চরমে মুক্তি লাভ করতে পারে। যাঁরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদেরও পূর্বে আগমন করেছিলেন তাঁরাও পরম ব্রহ্মের এই গুহ্য-জ্ঞানের ধ্যান করতেন। প্রকৃতপক্ষে, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই জ্ঞানের ধ্যান করেন তাঁরা জড় আসক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে আমি ভগবান নারায়ণ বিষয়ক একটি কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করব। এটি একটি কথোপকথন যা একবার শ্রীনারায়ণ ঋষি ও নারদ মুনির মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। একবার ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহসমূহে ভ্রমণ করতে করতে ভগবানের প্রিয় ভক্ত নারদ সনাতন ঋষি নারায়ণকে দর্শন করার জন্য তাঁর আশ্রমে গমন করলেন। ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে ভগবান নারায়ণ ঋষি এই জগৎ ও পর জগতে সকল মনুষ্যগণের কল্যাণের নিমিত্ত যথাযথরূপে ধর্মপালন, পারমার্থিক জ্ঞান ও আত্মসংযমের উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক এই ভারতভূমিতে তপস্যারত রয়েছেন। সেখানে কলাপ গ্রামের ঋষিগণ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণ ঋষির কাছে নারদ গমন করলেন। হে কুরুনায়ক, ভগবানকে প্রণাম নিবেদনের পর এই একই প্রশ্ন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন। ঋষিগণ শ্রবণ করেছিলেন যে জনলোকবাসীদের মধ্যে সংঘটিত পরম ব্রহ্ম বিষয়ক একটি প্রাচীন আলোচনা ভগবান নারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বর্ণনা করলেন।"

ভগবান বললেন—"হে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র, অনেকদিন আগে একবার জনলোকনিবাসী ঋষিগণ চিন্ময় ধ্বনিসমূহ

নিনাদিত করে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই সকল ঋষিগণ সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী। প্রলয়কালে যাঁর কাছে বেদসমূহ অবস্থান করেন, সেই ভগবানকে দর্শন করার জন্য তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে গমন করেছিলে, সেইসময় জনলোকবাসীগণের মধ্যে পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তুমি এখন আমাকে যে প্রশ্ন করছ সেই একই প্রশ্ন তখন উত্থিত হয়েছিল। যদিও এই সকল ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার নিরিখে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তুল্য ছিলেন এবং শত্রু মিত্র নিরপেক্ষজন বিশেষে সকলকেই সমভাবে দর্শন করতেন, তাঁরা তাদের একজনকে বক্তারূপে নির্বাচিত করে অবশিষ্টগণ আগ্রহী শ্রোতা হলেন।"

সনন্দন উত্তর প্রদান করলেন—"ইতিপূর্বে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রত্যাহার করার পর ভগবান যেন নিদ্রারত রূপে কিছু সময় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে সুপ্ত হল। যখন পরবর্তী সৃষ্টির সময় হল, ঠিক যেভাবে কবিগণ প্রত্যূষে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তার বিক্রমসমূহ আবৃত্তির মাধ্যমে রাজাকে জাগরিত করে রাজার সেবা করে, সেইভাবে মূর্তিমান বেদসকল ভগবানের মহিমা কীর্তনের দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করলেন।"

শ্রুতিগণ বললেন—"হে অজিত, আপনার জয় হোক, জয় হোক! আপনার স্বরূপে আপনি সকল ঐশ্বর্য দ্বারা যথার্থরূপে পূর্ণ, তাই দয়া করে মায়ার নিত্য শক্তিকে পরাজিত করুন যিনি বদ্ধজীবের অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতির গুণসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। হে স্থাবর জঙ্গম সকল দেহীর শক্তিসমূহ জাগ্রতকারী, কখনও কখনও আপনার জাগতিক ও অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে যখন আপনি ক্রীড়া করেন বেদসমূহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হে প্রভো, ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেমন মাটিতেই উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে, তেমনই যে অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হচ্ছে সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এবং অভিধানসমূহ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন বিকার সমূহের উদ্দেশ্যে তা নির্ণয় করেননি। যেহেতু মানুষেরা মাটি, পাথর, ইট ইত্যাদি যে স্থানেই পদার্পণ করে সে সমস্ত যেমন ভূমিতেই নিহিত হয়, তেমনই বেদমধ্যে কোন স্থলে বিকারি দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকলেও তা বস্তুত সর্বকারণের কারণস্বরূপ আপনারই প্রতিপাদক হয়ে থাকে। অতএব, হে ত্রিভুবনপতি, জ্ঞানীগণ, জগতের সকল কলুষ দূরকারী আপনার বিষয়ক কথামৃত সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। হে ভগবান, তাহলে যারা পারমার্থিক শক্তির দ্বারা তাদের মনের কু-অভ্যাস দূরীভূত করে ও নিজেদেরকে কাল মুক্ত করে, এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হয়ে আপনার সত্য প্রকৃতিকে আরাধনা করতে সমর্থ হয়, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? যারা জীবিত প্রাণীদের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে শুধু মাত্র তারাই আপনার অনুগামী হয়; তা নাহলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় হয়ে থাকে। শুধু আপনার কৃপা বলেই মহৎ-তত্ত্ব ও মিথ্যা অহংকারজাত উপাদানসমূহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে। অন্নময়াদিরূপে পরিচিত, জীবের সঙ্গে জীবের মতোই জড় দেহ ধারণকারী আবির্ভূত সকলের মধ্যে আপনিই পরম পুরুষ। স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র আপনিই প্রকৃত সত্য-পদার্থ বলে আখ্যাত। মহান ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকেন, কিন্তু আরুণি সম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের উৎসস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। হে অনন্ত ব্রহ্ম, এই সকল উপাসক সেই হৃদয় থেকে পরম জ্যোতির্ময় মস্তকে তাদের বিবেককে জাগ্রত করে, যেখানে তারা আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চরম লক্ষ্যস্থলের দিকে গিয়ে সেই স্থলে পৌঁছায় যেখান থেকে তারা আর মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। আপনার সৃষ্ট উচ্চ ও নিম্নযোনি সম্ভূত বিভিন্ন প্রজাতির জীবদেহে প্রবেশ করে তাদের মতো করে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে তাদের কার্যে উৎসাহ দান করেন, ঠিক অগ্নি যেরূপ দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড় আসক্তি মুক্ত জীবেরা সকল

নশ্বর জীবের মধ্যে আপনার অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় সত্তাকে স্থায়ী সত্য বলে উপলব্ধি করেন। প্রত্যেক জীব বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে বস্তুত স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা আবরণশূন্য হয়ে নিজ কর্ম বশে দেহ সৃষ্টি করছে। বেদসমূহের বর্ণনা মতে এর কারণ হল জীব সর্বশক্তিমান আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাকে নরের পদমর্যাদা রূপে নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্মসমূহের অর্পণ-স্থল ও মুক্তির উৎসস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন।"

"হে ঈশ্বর, যাঁরা জীবকুলকে দুর্বোধ্য আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দানের জন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে আপনার লীলারূপ বিশাল অমৃত-সমুদ্রে অবগাহনের দ্বারা জড় জীবনের শ্রান্তি দূর করেছেন এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে হংসকুলের ন্যায় বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গে গৃহসুখ ত্যাগ করেছেন, তেমন মহাত্মাগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না। হে প্রভো, এই মানব দেহ যখন আপনার সেবায় ব্যবহৃত হয়, তখন এই বিনশ্বর দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়জনের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যদিও আপনি বদ্ধ আত্মাদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করেন, স্নেহবশত তাদের সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন এবং আপনি তাদের প্রকৃত আত্মা হলেও সাধারণ লোকেরা আপনাতে আনন্দ পায় না। পরিবর্তে তারা মায়ার উপাসনা করে আত্মঘাতী হয়। হায়, যেহেতু তারা অসতের উপাসনায় আসক্ত হয়ে কৃতকার্য লাভের আশা করে, তাই তারা বিভিন্ন রকম নীচদেহ ধারণ করে মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করে। মুনিগণ তাঁদের প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে দৃঢ়যোগযুক্ত হয়ে হৃদয়ে যে পরম তত্ত্বের উপাসনা করেন, ভগবানের শত্রুগণও শুধু আপনাকে স্মরণ করেই সেই একই তত্ত্ব লাভ করেছে। তেমনই, আমরা শ্রুতিগণও, যারা সাধারণভাবে আপনাকে সর্বব্যাপ্ত দেখি, আপনার চরণ কমল থেকে একই অমিয় সুধা লাভ করব। আপনার সর্পসদৃশ বাহুলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবালাগণ সেই সুধা উপভোগে সক্ষম, কারণ আপনি আমাদের ও ব্রজনারীদের প্রতি একইভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। এই বিশ্বে সম্প্রতি যাদের জন্ম হয়েছে, শীঘ্রই তারা মৃত্যুবরণ করবে। মহর্ষি ব্রহ্মা আদি অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেবগণ ও সকল প্রাণীর পূর্ব থেকেই যিনি বিদ্যমান সেই পূর্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে কোন ব্যক্তি জানতে পারবে? তিনি যখন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার করে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্ট স্থূল শরীর, কালবেগ অথবা প্রকাশিত শাস্ত্র-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ভণ্ড আধিকারিকগণ ঘোষণা করেন যে, পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি, আত্মার নিত্যগুণ বিনাশশীল, ব্যক্তিত্ব হল আত্মা ও পদার্থের পৃথক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ, বা জড় কর্মাদিই বাস্তব সত্যতা সৃষ্টি করে—এই রূপ সকল আধিকারিকগণেরই উপদেশাবলী ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নাকি সত্যকে গোপন করে। দ্বৈতবাদীদের ধারণা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত জীব শুধুমাত্র অজ্ঞতার ফল। আপনার ভিতর এরূপ ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই, কেননা আপনি সকল ভ্রান্তির অতীত এবং সর্বদাই সম্পূর্ণ সচেতন। সরল ইন্দ্রিয়গোচর অসৎ বস্তু থেকে জটিল মানব দেহ পর্যন্ত এই ত্রিগুণাত্মক জড়া প্রকৃতির সকলই এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অসৎ বস্তু সৎ বলে প্রতীত হলেও, আপনার ওপর মনের প্রবল প্রভাব বশত এগুলি সৎ দিব্য সত্যের মিথ্যা প্রতিফলন মাত্র। তবুও, পরমাত্মাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমগ্র জড় সৃষ্টিকে পরমাত্ম রূপ সদ্‌বস্তুর কার্য বলেই মনে করেন। যেমন, সোনার তৈরি বস্তুকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করা হয় না। কারণ তার ভিতরের মূল বস্তুও প্রকৃত সোনা। সুতরাং আপনার সৃষ্ট ও তার ভিতর এই অনুপ্রবিষ্ট বিশ্বও নিঃসন্দেহে আপনার থেকে পৃথক নয়। যাঁরা আপনাকে নিখিল জীবের আশ্রয়রূপে সেবা করেন, তাঁরাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে তার শিরে পদচারণপূর্বক সহজেই তাকে অতিক্রম করেন। যারা ভক্তিশূন্য, তারা পণ্ডিত হলেও বেদ বাক্যের দ্বারা পশুর ন্যায় আপনি তাদের এই কর্মমার্গেই আবদ্ধ করে থাকেন। যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁরাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করে থাকেন। আপনার বিরোধী অন্য কেউ একাজে সক্ষম হয় না।"

"হে প্রভো, আপনি জড়াবুদ্ধিরহিত হলেও সকলের যাবতীয় ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালক। খণ্ডরাজ্যের অধিপতিরা যেরূপ তাঁদের অধীশ্বরকে কর প্রদান করেন

এবং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, তেমনই দেবতাগণ ও জড়া প্রকৃতি স্বয়ং আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এইভাবে সকল দেবগণ বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের ওপর আরোপিত কর্ম সম্পাদন করছেন। হে নিত্যমুক্ত অতীন্দ্রিয় ভগবান, আপনার দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র দ্বারা যখন মায়ার সঙ্গে আপনার লীলাবিলাস হয় তখন আপনার জড়া শক্তির দ্বারা চরাচরাত্মক বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব হয়। পরমকারুণিক আপনি আকাশের মতো সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত বলে কাউকে আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাউকে অজানা ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণীরূপে দেখেন না। এই অর্থে আপনি শূন্যগর্ভ সদৃশ। হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীব যদি সর্বব্যাপ্ত হয় এবং নিত্য রূপের অধিকারী হয় আপনি তবে সম্ভবত তাদের চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু তারা আপনার নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে জাত, এবং তাদের রূপ পরিবর্তনশীল বলে আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বংশের উপাদান সরবরাহকারী অপরিহার্যভাবে তার নিয়ামক, কারণ উপাদান ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়। যে মনে করে যে সে জানে ভগবানের সকলরূপের মাঝেই তিনি সমভাবে বর্তমান তার কাছে ত্রুটি শুধুই মায়া, কেননা জাগতিক উপায়ে যে জ্ঞানই সে লাভ করুক সেটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ। শুধু প্রকৃতি বা পুরুষের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় না। জল ও বায়ুর মিশ্রণে যেমন বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়। অথবা বিভিন্ন ফুলের রস মিশ্রিত হয়ে যেমন মধুর সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল বদ্ধ আত্মা তাদের বিভিন্ন নাম ও গুণ সহ পরম পুরুষ আপনাতে লীন হয়। কিভাবে আপনার মায়াশক্তি জীবগণকে ভুল পথে চালিত করে, জ্ঞানিগণ সেটা বুঝতে পেরে আপনার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবা দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির উৎস আপনি। কিভাবেই বা সংসার জীবনের ভীতি আপনার বিশ্বস্ত সেবকদের প্রতি কার্যকরী হয়? অপরপক্ষে আপনার ভ্রূকুটি—সময়ের ত্রিস্তর বেড়যুক্ত চাকা—যারা আপনার শরণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদের বার বার ভয় দেখায়। মন হল বেগবান ঘোড়ার মতো। যারা তাদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জয় করেছেন, তাঁরাও মনরূপ ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যাঁরা গুরুচরণের আশ্রয় ছাড়া এই অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের মাঝে শত শত বাধার সম্মুখীন হন। হে অজ, তাঁরা সমুদ্রমাঝে কর্ণধার বিহীন নৌকার বণিকদের মতো। আপনার শরণাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে আপনি পরমানন্দময় পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। এরূপ ভক্তদের কাছে স্বজন, সুত, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং যানবাহনাদির কী প্রয়োজন? আপনার পরমার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখের পিছনে ধাবিত, এই স্বভাবত বিনশ্বর ও অন্তঃসারশূন্য সংসারে কোন কিছুই তাদের আনন্দ দিতে পারে কি? মিথ্যা দম্ভমুক্ত মুনিগণ বহু তীর্থক্ষেত্র ও লীলাময় পরম পুরুষের লীলাক্ষেত্রসমূহের সেবা করেন। এরূপ ভক্তগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু তাঁদের পাদোদক সর্বপাপ বিনাশ করে। কেউ যদি একবার মাত্র তার মন আপনার প্রতি উন্মুখ করে, তবে নিত্যসুখময় পরমপুরুষ আর তাকে তার সংসার জীবনে নিমগ্ন হতে দেন না, কেননা সেই জীবন শুধু মানুষের সদ্‌গুণাবলী হরণ করে। উত্থাপন করা যেতে পারে যে, এই বিশ্ব নিত্য সৎ, কেননা, এটি নিত্য সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বিচার্য। কখনও কখনও কার্য-কারণের আপাত অভিন্নতা সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়, আবার অন্য সময়ে কোন প্রকৃত সত্যের ফলও ভ্রান্ত হয়। এছাড়াও এই বিশ্বজগৎ নিত্য সত্য হতে পারে না, কেননা এটি শুধু পরম সত্যের প্রকৃতিই গ্রহণ করে না, সত্য-আবৃতকারী মিথ্যাকেও গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের দৃশ্যরূপ কেবল অন্ধপরম্পরা কল্পিত বিন্যাস মাত্র; বস্তুত কোন বৈচিত্র্য নেই। এদের বিবিধ অর্থ ও তার প্রয়োগের দ্বারা, আপনার বেদ-বাণী বলি-সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাদুবিদ্যার কথা শুনে শুনে যাদের মন অসাড় হয়ে গেছে, তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে। এই জগৎ যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল না, বিনাশের পরেও থাকবে না, সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মধ্যবর্তী সময়েও যাঁর চিদানন্দ কখনও পরিবর্তিত হয় না সেই আপনার মধ্যে ভাবাশ্রিত মিথ্যারূপে এটা এই জগতের প্রকাশ বই আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন জড় বস্তুর বিবিধ রূপে রূপান্তরিত বিশ্বকে আমরা পছন্দ করি। এই কল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে যারা বিশ্বাস করে তারা যথার্থই স্বল্প বুদ্ধির লোক। এই মায়াময় জড়া প্রকৃতি ক্ষুদ্র জীবকে তাকে আলিঙ্গন করতে আকৃষ্ট করে, এবং জীব তাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা সৃষ্ট রূপ ধারণ করে। পরে সে-তার সমস্ত দিব্য শক্তি হারিয়ে বারংবার মৃত্যু ভোগ করে। সাপের খোলস বদলের মতো একইভাবে অবিদ্যাকে ত্যাগ করতে হবে। আট প্রকার বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্যপদে আসীন হয়ে আপনি অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভোগ করছেন।"

"হে ভগবান! যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসাধুদের হৃদয়স্থিত হলেও আপনি তাদের দুষ্প্রাপ্য হন। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকলেও সেকথা তার বিস্মরণ হওয়ায় তার পক্ষে সেই মণি দুষ্প্রাপ্য হয়। সেইরকম আপনি তাদের সাক্ষাৎ অনুভূত হন না। ইন্দ্রিয় ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে। হে ষড়ৈশ্বর্যশালি, আপনার সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে অতীতের পাপ ও পুণ্য-কর্মের ফলে উদ্ভূত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেননা আপনিই তখন এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সাধারণ জীব তার নিজের সম্বন্ধে যা বলে থাকে এইরূপ বোদ্ধাভক্তও তার অবমাননা করেন না। মনুর উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা যুগে যুগে আপনার গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে আপনি তাদের অন্তিম আশ্রয় স্থল বা মুক্তিরূপে পরিগণিত হন। যেহেতু আপনি অসীম, তাই স্বর্গের দেবগণ বা আপনি স্বয়ং কেউ আপনার মহিমার অন্ত পায় না। আবরণে আবৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আকাশে ধূলিকণার ন্যায় কালচক্রের দ্বারা আপনার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবান ভিন্ন সব কিছুরই আপনার মধ্যে লয় পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রুতিগণ তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তরূপে আপনার প্রকাশে সফল হয়।"

ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি বললেন—"পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে ব্রহ্মার পুত্রগণ তাঁদের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়ে সনন্দকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করলেন। এইরূপে আকাশচারী প্রাচীন মুনিগণ নিখিল বেদ ও পুরাণসমূহের গোপন রহস্যের তাৎপর্যভূত আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করেছেন। হে ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র নারদ, তুমিও ভক্তির সঙ্গে মানুষের বিষয় বিরাগ বিনাশকারী এই পরমাত্ম উপদেশ ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বিচরণ কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যখন শ্রীনারায়ণ ঋষি তাঁকে আদেশ করলেন, তখন সেই আত্ম-অবগত, বীরব্রত নারদমুনি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর আদেশ গ্রহণ করলেন। হে রাজন্, সকল বিষয়ে কৃতকৃত্য মুনি তখন তাঁর শ্রুত বিষয়ে চিন্তা করে উত্তর করলেন—যিনি সর্বভূতের সংসার মুক্তির জন্য সর্বকর্তৃক রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই নিষ্কলঙ্ক পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—"এই কথা বলার পর, নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাধুতুল্য শিষ্যগণকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি আমার পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে নারদ মুনিকে সংবর্ধনা জানিয়ে বসার আসন দিলে মুনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর নারদ মুনি শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে যা শুনেছিলেন ব্যাসদেবকে তা বর্ণনা করলেন।"

"হে রাজন্, এইরূপে জাগতিক ভাষায় অবর্ণনীয় নির্গুণ ব্রহ্মে কি রূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর আমি দিয়েছি। যিনি এই বিশ্বকে নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন, যিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে বর্তমান ছিলেন, তিনিই সর্বব্যাপী ভগবান। তিনি জড়াশক্তি ও চিদাত্মার প্রভু, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি জড় দেহসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবস্থান করছেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন তার নিজ শরীরের কথা ভুলে যায়, তেমনই কেউ তাঁর শরণাগত হলে মায়ার কবল মুক্ত হতে পারে। ভয়-মুক্তিকামী ব্যক্তির অবিরাম ভগবান হরির ধ্যান করা উচিত, কেননা হরি সর্বদা পূর্ণতার স্তরে অবস্থান করছেন এবং তাঁর কখনও জড় জগতে জন্ম হয় না।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"যে সকল দেবতা, দানব ও মানুষেরা কঠোর ভোগরহিত দেবাদিদেব শিবের অর্চনা করেন, তাঁরা সাধারণত ধন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি উপভোগ করেন, অনাদিকে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীহরির অর্চনাকারীগণ তা করেন না। অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে ইচ্ছা করি। বস্তুত শ্রীভগবানের এই দুই বিপরীত স্বভাবের অর্চনাকারীদের ফল প্রাপ্তি আশাতীতভাবেই অন্য ধরনের হয়ে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবাদিদেব শিব সর্বদা তাঁর নিজ শক্তি, জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সংবৃত হয়ে তিনি নিজেকে তিনটি রূপে প্রকাশ করে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ জড় অহঙ্কারের মূল উৎসকে মূর্ত করেন। সেই অহঙ্কার হতে ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের কোনও ভক্ত এই সকল পদার্থের যে কোনও একটির মধ্যে তাঁর প্রকাশকে আরাধনা করেন, তখন সেই ভক্ত অনুরূপ সকল প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবান শ্রীহরির জড় গুণসমূহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির অতীত, সর্বদর্শী নিত্য সাক্ষী স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। যিনি তাঁকে আরাধনা করেন, তিনিও জড় গুণসমূহ থেকে একইভাবে মুক্ত হন। আপনার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তির পর শ্রীভগবানের কাছ থেকে ধর্মনীতিসমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার সময়ে শ্রীঅচ্যুতকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মানবগণের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাজার এই প্রশ্নে প্রীত হলেন। আগ্রহভরে শ্রবণরত রাজাকে শ্রীভগবান এই উত্তর প্রদান করলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যদি আমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, তখন ধীরে ধীরে আমি তাঁর ধন হরণ করি। তখন এরূপ এক দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আত্মীয় বন্ধুগণ তাকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে সে একের পর এক দুর্দশা ভোগ করে। যখন সে তার অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় হতাশ হয় এবং পরিবর্তে আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, আমি তাকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করি। এইভাবে একজন ধীর ব্যক্তি পরম-ব্রহ্মকে পরম সত্য, পরম সূক্ষ্ম ও আত্মার বিশুদ্ধ প্রকাশ, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব রূপে সম্পূর্ণত হৃদয়ঙ্গম করেন। এইভাবে পরম-ব্রহ্মকে তাঁর আপন অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তিনি সংসার চক্র হতে মুক্ত হন। যেহেতু আমার আরাধনা করা কঠিন, সাধারণত মানুষ তাই আমাকে পরিত্যাগ করে পরিবর্তে অল্পেই সন্তুষ্ট অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে। যখন এই সকল দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তারা উদ্ধত, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্যে উপেক্ষাকারী হয়ে ওঠে। তারা তাদের বরপ্রদানকারী দেবতাদেরও অপমান করতে ভয় পায় না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্যরা কাউকে অভিশাপ বা আশীর্বাদ প্রদানে সমর্থ। হে প্রিয় রাজন, দেবাদিদেব শিব ও শ্রীব্রহ্মা অত্যন্ত সত্বর শাপ বা বর প্রদান করেন, কিন্তু ভগবান অচ্যুত তেমন নন। এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিভাবে বৃকাসুরকে তার পছন্দ মত বর নিবেদন করে কৈলাসাধিপতি সঙ্কটে পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। একবার পথিমধ্যে শকুনির পুত্র বৃক নামক এক অসুর নারদের সঙ্গে মিলিত হল। সেই দুর্মতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল প্রধান তিন দেবতাদের মধ্যে কাকে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করা যায়। নারদ তাকে বললেন—দেবাদিদেব শিবের পূজা কর, তা হলে তুমি শীঘ্রই সফলতা অর্জন করবে। তিনি তাঁর আরাধনাকারীর সামান্য গুণ দর্শনের ফলেই শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এবং সামান্য দোষ দর্শনের দ্বারা শীঘ্রই ক্রুদ্ধ হন। বন্দিদের মতো তারা প্রত্যেকে যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিল, তখন

তিনি দশ মস্তক বিশিষ্ট রাবণ ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিব অতঃপর তাদের প্রত্যেককে অতুল ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ তাঁকে মহাসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে উপদেশ লাভ করে অসুর তার নিজ দেহ থেকে মাংসখণ্ড গ্রহণ করে তা দেবাদিদেব শিবের মুখ স্বরূপ অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে তাঁর পূজা শুরু করল। দেবাদিদেব শিবের দর্শন লাভে ব্যর্থ হয়ে বৃকাসুর হতাশ হল। অবশেষে সপ্তম দিনে কেদারনাথের পবিত্র জলে তার কেশরাশি অভিষিক্ত করার পর সে একটি খড়্গ গ্রহণ করে তার মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পরম কারুণিক দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে স্বয়ং অগ্নিদেবের মতোই উত্থিত হয়ে, ঠিক যেমন আমরা কাউকে নিবৃত্ত করি, সেইভাবে অসুরকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার হাত দুটি ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শিবের স্পর্শে বৃকাসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হয়ে উঠল।"

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—"হে বৎস, দাঁড়াও, থামো! আমার কাছ থেকে তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। হায়, তুমি অযথা তোমার দেহকে অত্যন্ত পীড়ন করেছ, কারণ আমার শরণাগতজনের সামান্য জল নিবেদনেই আমি সন্তুষ্ট হই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"দেবাদিদেবের কাছ থেকে পাপাত্মা বৃক যে বর প্রার্থনা করেছিল, তা সকল জীবকে শঙ্কিত করল। বৃক বলল, 'আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকে স্পর্শ করব তার যেন মৃত্যু হয়।' তা শ্রবণ করে, দেবাদিদেব রুদ্রকে যেন কিছুটা বিচলিত মনে হল। তবুও, হে ভরতকুলনন্দন, তিনি যেন একটি বিষধর সাপকে দুগ্ধ প্রদান করছেন এইভাবে অট্টহাস্য সহ বৃককে বরটি অনুমোদন করে তাঁর সম্মতিসূচক ওম্ ধ্বনি করলেন। দেবাদিদেব শম্ভু প্রদত্ত বরটি পরীক্ষার জন্য অসুরটি তখন দেবাদিদেব শিবের মস্তকেই তার হাত স্থাপনের চেষ্টা করল। ফলে, শিব তাঁর নিজ কৃতকর্ম হেতু ভীত হলেন। অসুর তাঁর পশ্চাৎ ধাবন করলে শিব দ্রুতবেগে তাঁর ধাম থেকে শঙ্কায় কম্পিত হয়ে উত্তরদিকে পলায়ন করলেন। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবী, আকাশ ও জগতের দিকসমূহের সীমা, তিনি ততদূর ধাবিত হলেন। এই বরের প্রতিকার জানা না থাকায় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও নীরব রইলেন। অতঃপর শিব সকল অন্ধকারের অতীত বৈকুণ্ঠের সমুজ্জ্বল রাজ্যে উপস্থিত হলেন, যেখানে ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন। সেই রাজ্য অন্যান্য জীবের প্রতি রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, শান্ত, সাধুগণের গন্তব্যস্থল। সেখানে গমন করলে, কেউ আর ফিরে আসে না। ভক্ত সন্তাপহারী ভগবান দূর থেকে শিবকে সঙ্কটাপন্ন দর্শন করলেন। তাই তাঁর অতীন্দ্রিয় যোগমায়াবলে তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা সমন্বিত এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করলেন। ভগবানের জ্যোতি অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান ছিল। তাঁর হাতে কুশ ধারণ করে তিনি অসুরকে বিনীতভাবে অভিনন্দিত করলেন।"

ভগবান বললেন—"হে শকুনি নন্দন, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আপনি কেন এত দূরে আগমন করেছেন? দয়া করে ক্ষণিক বিশ্রাম করুন। শেষ পর্যন্ত এই দেহই সকল অভিলাষ পূরণ করে। হে শক্তিমান, আমরা যদি আপনি কি করতে চান তা শুনবার যোগ্য হই, দয়া করে আমাদের তা বলুন। সাধারণতঃ কেউ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেই তার উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত বর্ষণকারী বচন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, বৃক নিজেকে ক্লান্তিমুক্ত অনুভব করল। সে ভগবানের কাছে তার কৃত কর্মের সমস্তকিছুই বর্ণনা করল।"

শ্রীভগবান বললেন—"এই যদি হয়ে থাকে তাহলে শিবের কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। দক্ষ যাকে পিশাচ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল, সেই শিব হচ্ছে প্রেত ও পিশাচদের অধীশ্বর। হে দানবেন্দ্র, যেহেতু তিনি জগদগুরু, তাই তোমার যদি তাঁর উপর কোন বিশ্বাস থাকে, তা হলে আর দেরী না করে তোমার হাত তোমার মস্তকে স্থাপন করে দেখ কী হয়। যদি দেবাদিদেব শম্ভুর বাক্য কোন প্রকারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, হে দানব শ্রেষ্ঠ, তা হলে সেই মিথ্যাবাদীকে হত্যা কর যাতে সে পুনরায় মিথ্যা বলতে না পারে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মনোরম কথাশৈলী দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ বৃক সে কি করছে তা হৃদয়ঙ্গম না করে, তার নিজ মস্তকে তার হাত স্থাপন করল। তৎক্ষণাৎ তার মস্তক যেন বজ্রাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিচূর্ণ হল এবং দানব নিহত হয়ে ভূপতিত হল। আকাশ হতে 'জয়!' 'প্রণাম!' ও 'সাধু!' ধ্বনিসমূহ শোনা যাচ্ছিল। পাপাত্মা বৃকাসুরের-নিহত হওয়াকে উদ্‌যাপন করতে দেব-ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করলেন। এখন দেবাদিদেব-শিব ভয় মুক্ত হলেন।"

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান অতঃপর সঙ্কটমুক্ত দেবাদিদেব গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মহাদেব, আমার প্রভু, কিভাবে এই দুষ্ট লোকটি তার আপন পাপ কর্মের দ্বারা নিহত হয়েছে তা দর্শন করুন। প্রকৃতপক্ষে, কোন জীব তার সৌভাগ্যের আশা করতে পারে যদি সে কোন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করে? জগদগুরু ভগবানের প্রতি অপরাধের আর কি কথা?" ভগবান হরি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অচিন্তনীয় শক্তিসমূহের অনন্ত সাগর স্বরূপ। যিনি শিবকে রক্ষা করার তাঁর এই লীলা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন তিনি সকল শত্রু ও জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।"

একোননবতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, একবার সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদনরত একদল ঋষির মধ্যে একটি বিতর্ক উপস্থিত হল যে, প্রধান তিন অধীশ্বরগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এই প্রশ্নের সমাধানের আগ্রহে, হে রাজন, ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলে প্রথমে তিনি তাঁর পিতার সভায় গমন করলেন। শ্রীব্রহ্মা কতখানি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তা পরীক্ষার জন্য ভৃগু তাঁকে প্রণাম বা তাঁর উদ্দেশে স্তব নিবেদন করলেন না। ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁর পুত্রের প্রতি ক্রোধ তাঁর হৃদয় হতেই উত্থিত হয়েছিল, ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা তা সংবরণ করতে সমর্থ হলেন, ঠিক যেভাবে অগ্নি তার নিজ উৎপাদন, জল দ্বারা নির্বাপিত হয়।"

"এরপর ভৃগু কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। সেখানে ভগবান শিব আনন্দের সঙ্গে উত্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু 'তুমি উন্মার্গগামী' তাঁকে এই বলে ভৃগু তাঁর আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে তাঁর নয়ন জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগুকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী পার্বতী তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়ে তাঁকে শান্ত করার জন্য কিছু কথা বললেন। ভৃগু তখন সেই স্থান ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনের নিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।"

"ভগবান যেখানে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কোলে মাথা রেখে শায়িত ছিলেন, ভৃগু মুনি সেখানে গিয়ে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করলেন। ভগবান তখন লক্ষ্মীদেবী সহ শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্থিত হলেন। তাঁর শয্যা হতে অবতরণ করে সকল শুদ্ধভক্তের পরম গতি, ভূমিতে মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণামপূর্বক বললেন, "স্বাগতম, ব্রাহ্মণ। দয়া করে এই আসনে উপবেশন করুন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার আগমন লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করুন।"

"দয়া করে আপনার পাদধৌত জল দ্বারা আমাকে, আমার শরণাগত জগৎ পালকদের এবং আমার রাজ্যকে পবিত্র করুন। এই পবিত্র জল নিঃসন্দেহে সমস্ত তীর্থস্থানকে পবিত্র করে। হে প্রভু, আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একান্ত আশ্রয় হলাম, কারণ আপনার পদ আমার বক্ষের পাপসমূহ বিনষ্ট করেছে, তাই তিনি আমার বক্ষে বাস করতে সম্মত হবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারা কথিত গম্ভীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ভৃগু আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করলেন। ভক্তিভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি মৌন রইলেন, তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। হে রাজন, ভৃগু এরপর জ্ঞানী বৈদিক তত্ত্ববেত্তাগণের যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। ভৃগুর বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত মুনিগণ সকল সংশয় হতে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত হলেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ অধীশ্বর। তাঁর থেকেই শান্তি, অভয়, ধর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন মনের সকল অপবিত্রতা মার্জন করে। শান্ত ও সমভাবাপন্ন নিঃস্বার্থ, রাগদ্বেষশূন্য, জ্ঞানী সাধুগণের পরমগতিরূপে তিনি পরিচিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ। পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁর অর্চনা করেন। রাক্ষস, অসুর ও সুর, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হন—যারা সকলেই ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই জীবনের চরম সফলতা প্রাপ্তির উপায়। সরস্বতী নদীর তীরবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সকল মানুষের সংশয় দূরীভূত করার জন্য এই সিদ্ধান্তে এলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করে তাঁর আলয় প্রাপ্ত হলেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ঋষি ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে এই সুগন্ধি অমৃত নির্গত হয়েছিল। পরম পুরুষের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন সংসারের সমস্ত ভয় বিনাশ করে। যে পথিক তাঁর কর্ণ গহ্বরের মাধ্যমে এই অমৃত নিরন্তর পান করেন, তিনি জাগতিক জীবন পথের ভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কোনও এক সময়ে, দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু হে ভারত, নবজাত শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহটি নিয়ে এসে রাজা উগ্রসেনের রাজ সভার দ্বারে স্থাপন করলেন। তারপর পীড়িত ও দুঃখিতভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন—এই সকল শঠতাপূর্ণ, লোভী, ব্রাহ্মণদের শত্রু, বিষয়াসক্ত অযোগ্য শাসকের কর্তব্য সম্পাদনের কিছু দোষের জন্য আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। হিংসায় আনন্দ লাভ করে এবং নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারে না, এমন খল রাজার আশ্রিত প্রজাগণের নিরন্তর দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করাই নিয়তি। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই দুঃখদায়ক ঘটনা ভোগ করলেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁর মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে পরিত্যাগ করে সেই একই বিলাপ সঙ্গীত গাইতেন। যখন নবম শিশুটির মৃত্যু হল, তখন ভগবান কেশবের কাছে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনতে পেলেন। তাই অর্জুন ব্রাহ্মণকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? কোনও অধম ক্ষত্রিয়ও কি কেউ নেই যে অন্তত আপনার গৃহের সামনে ধনুক হাতে দাঁড়াতে পারে? এই সকল ক্ষত্রিয়গণ এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরা নিতান্তই যজ্ঞে নিযুক্ত অলস ব্রাহ্মণ। যে সকল রাজা শাসকের কাছে ব্রাহ্মণগণ ধন পত্নী পুত্র হারিয়ে বিলাপ করে, তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা ভণ্ড মাত্র। হে প্রভু, এরূপ দুঃখ ভোগরত আপনার সন্তান ও পত্নীকে আমি রক্ষা করব। আর, যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হই, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ কেউই অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে কেন তুমি মূর্খের মতো এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের চেষ্টা করছ যা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর করতে পারেন নি? তাই আমরা তোমার ওপরে ভরসা করতে পারছি না।"

অর্জুন বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি শ্রীবলরাম নই কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রও নই। বরং আমি গাণ্ডীব ধনুকের পরিচালক অর্জুন। হে ব্রাহ্মণ,

ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, আমার সামর্থ্যের অবজ্ঞা করবেন না। হে প্রভু, যদি যুদ্ধে স্বয়ং মৃত্যুকেও আমার পরাজিত করতে হয়, তবু আমি আপনার পুত্রদের ফিরিয়ে আনব। হে শত্রুসন্তাপকর, এইভাবে অর্জুনের কাছে ভরসা পেয়ে, নিজ বিক্রম বিষয়ে অর্জুনের ঘোষণা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করলেন। যখন অত্যন্ত সৎ সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর পুনরায় সন্তান প্রসবের সময় হল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অর্জুনের কাছে গমন করে প্রার্থনা করলেন, 'দয়া করে আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।' তখন অর্জুন আচমন করে ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর দিব্য অস্ত্রের মন্ত্রাবলী স্মরণ করে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা সংযোগ করলেন। অর্জুন বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সূতিকা-গৃহকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন। পৃথাপুত্র গৃহের নিম্নমুখ, ঊর্ধ্বমুখ ও পার্শ্বদিকসমূহ আচ্ছাদিত করে তীরের একটি সুরক্ষিত খাঁচা নির্মাণ করলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী তারপর জন্ম দান করলেন কিন্তু নবজাত শিশুটি কিছুক্ষণ ক্রন্দন করার পর সহসা সে সশরীরে আকাশে অন্তর্হিত হল। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন, 'আমার মূর্খতা দর্শন করুন, আমি এক ক্লীবের দম্ভোক্তিতে বিশ্বাস করেছিলাম। যখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম কিম্বা কেশব কেউই একজনকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন অন্য কে তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হতে পারেন? সেই মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্! তার সেই ধনুকের দম্ভোক্তিকে ধিক্! সে এতই মূর্খ যে, মোহবশত সে ভাবছিল—দৈব যাকে নিয়ে গেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে।' বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন তাঁর উপর অপমান পুঞ্জীভূত করছিলেন, তখন অর্জুন ভগবান যমরাজের নিবাস দিব্য নগরী সংযমনীতে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য এক অতীন্দ্রিয় বিদ্যার প্রয়োগ করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অর্জুন অগ্নি, নির্ঋতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরী গুলিতেও গিয়েছিলেন। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পাতাল থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোক জুড়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও না পেয়ে, অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে, পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে যাবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন—আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রদর্শন করাব, তাই তুমি এইভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করো না। যারা এখন আমাদের সমালোচনা করছে, শীঘ্রই তারাই আমাদের নিষ্কলঙ্ক যশ প্রতিষ্ঠা করবে। অর্জুনকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অর্জুন সহ তাঁর দিব্য রথে আরোহণ করে, তাঁরা একত্রে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। ভগবানের রথ ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত সাগর ও সাতটি প্রধান পর্বত সহ সপ্ত দ্বীপকে অতিক্রম করলেন। তারপর তা লোকালোকের সীমান্ত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকারের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক রথের অশ্বগুলি পথভ্রষ্ট হল। তাদের এই অবস্থায় দেখে, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র সূর্যসম উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে রথের সম্মুখভাগে প্রেরণ করলেন। শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁর প্রজ্বলিত জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার ভেদ করতে লাগল। মনের গতিবেগের মতোই সে সৃষ্টির আদি বস্তু থেকে প্রকাশিত সেই গভীর, ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে ছেদন করতে লাগল, যেন শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীর তাঁর শত্রু সৈন্যদের ছেদন করছিল।"

"সুদর্শন চক্রকে অনুসরণ করে রথ অন্ধকারের অতীত অনন্ত দিব্য আলোকময় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে উপস্থিত হল। এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করা মাত্র অর্জুনের চক্ষু আহত হল, আর তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সেখান থেকে তাঁরা প্রবল বায়ু বেগে সঞ্চালিত মহাতরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সাগরমধ্যে অর্জুন তাঁর ইতিপূর্বে দর্শন করা যে কোন কিছুর চেয়েও অধিকতর উত্তম দ্যুতি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত প্রাসাদ দর্শন করলেন। দীপ্তিময় মণিমাণিক্য খচিত সহস্র শোভন স্তম্ভ দ্বারা তার সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছিল। সেই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন সম্ভ্রম জাগরূক বিশাল অনন্ত শেষ নাগ। তাঁর সহস্র ফণায় অবস্থিত মণিসমূহ ও তাঁর দ্বিসহস্র ভয়ঙ্কর নয়নের প্রতিফলন থেকে প্রকাশিত দ্যুতি দ্বারা তিনি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে শুভ্র কৈলাস পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল এবং তাঁর কণ্ঠ ও জিহ্বা ছিল ঘন নীল বর্ণের। অর্জুন তখন সর্পশয্যায় সুখাসনে উপবিষ্ট সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর

ভগবান মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তাঁর নীলাভ বর্ণ ছিল বর্ষার ঘন মেঘের মতো, তিনি পীত বসন পরিধান করেছিলেন, তাঁর প্রসন্ন বদন, আয়ত নয়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তিনি সুরম্য অষ্টবাহু সমন্বিত ছিলেন। তাঁর অপরিমিত কেশ-কুন্তলে তাঁর মুকুট ও কুণ্ডলের সুশোভিত মহামূল্যবান রত্নরাজির প্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্ন ও বনফুলের মালা পরিধান করেছিলেন। সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ তাঁর নিজ পার্ষদগণ, মূর্তিমান তাঁর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা নামক তাঁর বিভূতিসকল এবং তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ সেই পরমেশ্বর, তাঁর সেবা করছিলেন। এই অনন্তরূপী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অর্জুনও ভগবান মহা-বিষ্ণুর দর্শনে বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতের সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান মহাবিষ্ণুর সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান তাঁদের উদ্দেশে তিনি হাসলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদের এখানে এনেছি, কারণ ধর্ম রক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আমার অংশপ্রকাশ তোমাদের দুজনকে আমি দর্শন করতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরদের হত্যা করা মাত্র সত্বর এখানে আমার কাছে ফিরে এস। যদিও তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে, হে সর্বলোকোত্তমদ্বয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে তোমরা আচরণ কর।"

"সর্বলোকেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এইভাবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 'ওম্' কীর্তন দ্বারা সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ভগবান মহা-বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁরা যে পথ ধরে আগমন করেছিলেন সেই পথ ধরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণের পুত্রদের ঠিক যেরকম শিশু দেহে তারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই রকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।"

"ভগবান বিষ্ণুর রাজ্য দর্শন করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা কিছু অসাধারণ শক্তি কোনও মানুষ প্রদর্শন করতে পারে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই করুণার প্রকাশ মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন অন্যান্য বহু বীরত্বজনক লীলা এই জগতে প্রদর্শন করেছেন। তিনি স্পষ্টত সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ উপভোগ করেছেন এবং তিনি মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করেছেন। ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর অন্যান্য প্রজাবর্গের উপর, ঠিক যেমন ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, সেভাবে সকল আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বর্ষণ করেন। এখন সেই তিনি বহু খল রাজাদের হত্যা করছেন এবং অর্জুনের মতো ভক্তদের অন্যান্যদের হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, আর সহজেই যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান শাসকগণের দ্বারা ধর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করেছেন।"

❀ ❀ ❀

নবতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"লক্ষ্মীপতি সকল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিগণ ও তাদের উত্তম বেশসম্পন্না পত্নীদের দ্বারা বিদ্যমান, তাঁর রাজধানী নগরী দ্বারকায় সুখে বাস করছিলেন। এই সকল প্রস্ফুটিত যৌবনা সুন্দরী রমণীরা যখন নগরীর প্রাসাদের উপর ছাদে বল ও অন্যান্য খেলনা সহ খেলা করতেন, তখন তাদের

বিদ্যুতের দ্যুতির মতো উজ্জ্বল মনে হত। নগরীর প্রধান পথ সর্বদা মদস্রাবী হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য, সুভূষিত পদাতিক সেনা ও স্বর্ণদ্বারা উজ্জ্বলরূপে সুসজ্জিত রথারোহী সৈন্যদ্বারা আকীর্ণ থাকত। কুসুমিত বৃক্ষরাজি যুক্ত নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনকারী বহু উদ্যান ও উপবন ছিল, যেখানে মৌমাছি ও পাখিরা সমবেত হয়ে চতুর্দিকে তাদের গানে মুখর করে তুলত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ষোল হাজার পত্নীর একমাত্র প্রিয়তম। নিজেকে ষোল হাজার দিব্য রূপে বিস্তার করে তিনি তাঁর প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে তাদের নিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পুরীতে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সকল প্রাসাদ অঙ্গনে ছিল প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও অম্ভোজ পদ্মসমূহের সৌরভে সুরভিত এবং কুজনরত পক্ষী কূলে পূর্ণ স্বচ্ছ হ্রদ। সর্বশক্তিমান ভগবান সেই সকল হ্রদে ও বিভিন্ন নদীতে প্রবেশ করে জলক্রীড়া উপভোগ করতেন এবং তাঁর পত্নীরা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করতেন, তখন তাঁর দেহ তাদের স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা লিপ্ত হত। গন্ধর্বগণ যখন আনন্দের সঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব ও আনক বাদ্য সহ তাঁর স্তবগান করত এবং সূত, মগধ ও বন্দি নামক পেশাদার কবিয়ালগণ বীণা বাদন সহ তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করতেন। হাসতে হাসতে তাঁর রাণীরা পিচকারি দিয়ে তাঁর গায়ে জল সিঞ্চন করতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি প্রতিসিঞ্চন করতেন। যক্ষরাজ যেভাবে যক্ষীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। রাণীদের সিক্ত বসনের অভ্যন্তর থেকে তাঁদের উরু ও স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁরা যখন তাঁদের প্রিয়তমকে জল সিঞ্চন করতেন, তাঁদের বৃহৎ কবরীতে আবদ্ধ ফুলগুলি স্খলিত হত এবং তাঁর পিচকারিটি অপহরণের জন্য তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলে তাঁর স্পর্শে তাঁদের কামভাব বর্ধিত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হত। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা দীপ্তিমান সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফুলমালা তাঁদের স্তনের কুঙ্কুমে লিপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁর কুন্তলরাশি ক্রীড়াভিনিবেশ হেতু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ত। হস্তিরাজ যেমন তাঁর হস্তিনী দলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনিভাবে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর যুবতী পত্নীদের প্রতি জল সিঞ্চন করে এবং তাঁরাও শ্রীভগবানের দিকে জলসিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করতেন। পরে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীরা তাঁদের জলক্রীড়া কালীন পরিধেয় অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ, গান করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেইসব নট ও নটীদের প্রদান করতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তাঁর ইশারা, কথোপকথন, দৃষ্টিপাত এবং হাস্য পরিহাসযুক্ত ক্রীড়া ও আলিঙ্গনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করতেন। কৃষ্ণগতচিত্তা রাণীরা ভাববিহ্বলতায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন। তখন, তাঁদের পদ্মলোচন প্রভুকে চিন্তা করতে করতে তাঁরা উন্মত্তের মতো কথা বলতেন। আমি তাঁদের সেই সকল কথা বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।"

রাণীরা বললেন—"হে কুররী পাখি, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাত্রিকাল এবং পৃথিবীর কোনও এক গুপ্ত স্থানে ভগবান নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু হে সখি, নিদ্রায় অসমর্থ হয়ে তুমি জেগে আছ। কমলনয়ন ভগবানের উদার, লীলাময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা আমাদের মতো, তোমার হৃদয়ও কি বিদ্ধ হয়েছে? দুঃখী চক্রবাকী, তোমার চোখ বন্ধ করার পরও তুমি সারা রাত্রি ধরে তোমার অদর্শিত পতির জন্য করুণভাবে ক্রন্দন করছ। অথবা এটা কি ঠিক যে তুমি আমাদের মতো অচ্যুতের দাসী হয়েছ এবং তাঁর পাদ-স্পর্শে ধন্য ফুল মালাকে তোমার খোঁপায় পরিধান করার জন্য লালায়িত হয়েছ? হে সাগর, তুমি সর্বদা রাত্রে না ঘুমিয়ে গর্জন করছ। তুমি কি অনিদ্রায় ভুগছ? অথবা আমাদের সঙ্গে, মুকুন্দ তোমারও চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি এবং তুমি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি? হে চন্দ্র, ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তুমি এতটাই ক্ষীণ হয়েছ যে, তোমার কিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করতে পারছ না। অথবা আমাদের মতো কোন এক সময় তোমার প্রতি মুকুন্দকৃত উৎসাহজনক সঙ্কল্পসমূহ তুমি স্মরণ করতে পারছ না বলে আমাদের কাছে তুমি স্তব্ধবাক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছ কি? হে মলয় পবন, তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি এমন করেছি যে, গোবিন্দের কটাক্ষ দৃষ্টিপাত দ্বারা ইতিমধ্যে বিদীর্ণ আমাদের হৃদয়ে

তুমি কামকে প্রেরণ করছ? হে শ্রীমান মেঘ, তুমি নিঃসন্দেহে শ্রীবৎস চিহ্নধারী যাদব প্রধানের অতি প্রিয়। আমাদের মতো তুমি প্রেম দ্বারা তাঁর প্রতি আবদ্ধ হয়ে তাঁকে স্মরণ করছ। তোমার হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মতো অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় পীড়িত এবং পুনঃ পুনঃ তাঁকে স্মরণ করতে করতে তুমি অশ্রুধারা বর্ষণ করছ। কৃষ্ণ সঙ্গ এমনই দুঃখ নিয়ে আসে। হে মধুর কণ্ঠী কোকিল, মৃতসঞ্জীবনী স্বরে তুমি সেই একই শব্দ ধ্বনিত করছ যা আমরা একসময় পরম রমণীয় বক্তা, আমাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। দয়া করে বল, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আজ আমি কি করতে পারি। হে উদার পর্বত, তুমি সচলও নও এবং কথাও বলছ না। তুমি নিশ্চয়ই মহান গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছ। অথবা, তুমি কি আমাদের মতো বসুদেবের প্রিয় পুত্রের পাদদ্বয় তোমার স্তনে ধারণ করতে আকাঙ্ক্ষা করছ? হে সাগরপত্নী নদীগণ, তোমাদের হ্রদ এখন শুষ্ক হয়েছে। হায়, তোমরা জল শূন্যরূপে কৃশ হয়েছ এবং তোমাদের পদ্মের সম্পদ অদৃশ্য হয়েছে। তা হলে কি তোমরা আমাদেরই মতো, যে আমরা আমাদের হৃদয় প্রবঞ্চনাকারী, মধুপতি, আমাদের প্রিয়তম স্বামীর প্রেমময় দৃষ্টিপাতের অভাবে কৃশ হয়ে যাচ্ছি? হে হংস, স্বাগতম। এখানে উপবেশন কর এবং কিছু দুধ পান কর। শূর বংশজ আমাদের প্রিয়জনের কিছু সংবাদ প্রদান কর। আমরা জানি তুমি তাঁর দূত। সেই অদৃশ্য ঈশ্বর ভাল আছেন তো এবং আমাদের সেই অবিশ্বস্ত সখা দীর্ঘদিন পূর্বে আমাদের বলা তাঁর কথাগুলি এখনও স্মরণ করেন কি? আমরা কেন তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর পূজা করব? ওহে ক্ষুদ্র প্রভুর সেবক, যাও, লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত তাঁকে এখানে এসে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বল। লক্ষ্মীদেবীই কি তাঁর প্রতি একনিষ্ঠচিত্তা একমাত্র রমণী?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ভাব দ্বারা আচরণ করে এবং কথা বলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীরা জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অসংখ্য সঙ্গীত অসংখ্যভাবে শ্রীভগবানকে স্তুতি করেছেন, যাঁর কথা শ্রবণ করা মাত্র সকল রমণীদের হৃদয় বলপূর্বক আকর্ষিত হয়। তাহলে যে রমণীরা তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন তাদের আর কি কথা? যে সকল রমণীরা শুদ্ধ পরমানন্দকর প্রেমের সঙ্গে সেই জগদ্‌গুরুকে উপযুক্তরূপে সেবা করেছেন, তাদের সেই পরম তপশ্চর্যার বর্ণনা করা কারও পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাঁকে তাঁরা স্বামীজ্ঞানে তাঁর পদদ্বয় মর্দনের মতো অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন। এভাবে বেদে উল্লেখিত কর্তব্যের সূত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সাধু ভক্তদের গতি শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কেউ গৃহে অবস্থান করেও ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংযত কাম অর্জন করতে পারে, তা বারবার প্রদর্শন করেছেন। ধার্মিক গৃহস্থ জীবনের পরম মান পূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার এক শতাধিক পত্নীকে প্রতিপালন করেছিলেন। এই সকল রত্নসদৃশা রমণীদের মধ্যে রুক্মিণী প্রমুখ আটজন ছিলেন প্রধানা। হে রাজন্, আমি ইতিপূর্বে তাঁর পুত্রগণসহ পর্যায়ক্রমে তাদের বর্ণনা প্রদান করেছি। যাঁর প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এইসকল পুত্রগণের মধ্যে সকলেই ছিলেন অনন্ত বিক্রমের অধিকারী, তার মধ্যে আঠারোজন ছিলেন মহাকীর্তিশালী মহারথ। এখন আমার কাছ থেকে তাঁদের নাম শ্রবণ করুন। তাঁরা হলেন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি ও ন্যগ্রোধ।"

"হে রাজেন্দ্র, মধুদ্বিষ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। মহাযোদ্ধা প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে (রুক্মবতী) বিবাহ করেছিলেন, যিনি দশ সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী অনিরুদ্ধের জন্মদান করেন। রুক্মীর দৌহিত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে বজ্রের জন্ম হল, যিনি যদুগণের গদা যুদ্ধের পর জীবিত অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন। বজ্র থেকে প্রতিবাহুর জন্ম হয়েছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন সুবাহু। সুবাহুর পুত্র শান্তসেন, যাঁর থেকে শতসেনের জন্ম হয়েছিল। এই কুলে কোন দরিদ্র বা অল্প সন্তানযুক্ত, স্বল্পায়ু, দুর্বল এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন এমন কেউই জন্মগ্রহণ করেন নি।"

"হে রাজন, যদুবংশে অসংখ্য কীর্তিমান মানুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন। এমনকি দশ সহস্র বৎসরেও, তাঁদের সকলের গণনা কেউ কখনও শেষ করতে পারে না। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমি শুনেছি যে, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য যদু কুলে ৩,৬৮,০০,০০০ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন যাদবগণের মাঝে রাজা উগ্রসেন একাকী এক পদ্ম (১০ লক্ষের ত্রিঘাত অর্থাৎ ১০,০০০,০০×৩০) সংখ্যক পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করেন তখন সেই সকল মহান যাদবগণকে কে গণনা করতে পারে? দিতির বংশধরগণ যারা অতীতে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা মানুষের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে উদ্ধতভাবে সাধারণ প্রজাদের উৎপীড়ন করেছিল। এই সকল অসুরদের দমন করার জন্য, ভগবান হরি দেবতাদের যদুর বংশে অবতীর্ণ হতে বললেন। হে রাজন, তাঁরা ১০১ বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, যাদবগণ তাঁকে তাদের পরম কর্তা রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণ চেতনায় এতটাই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, কথোপকথনে, ক্রীড়ায়, স্নানে প্রভৃতিতে নিজেদের দেহকে ভুলে থাকতেন। দিব্য গঙ্গা হচ্ছেন পবিত্র তীর্থস্থান কারণ তাঁর জল শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় ধৌত করে। কিন্তু ভগবান যখন যদুগণের মধ্যে আবির্ভূত হন, তাঁর মহিমা পবিত্র স্থানরূপে গঙ্গাকেও লঘু করে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণা করেন এবং যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন, উভয়েই চিন্ময় জগতে তাঁর মতো স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যিনি পরম আত্মসন্তুষ্ট, সেই লক্ষ্মীদেবী, যাঁর কৃপা লাভের জন্য সকলেই সংগ্রাম করছেন, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অনুগত। ভগবানের নাম যখন শ্রুত হয় এবং কীর্তন করা হয়, তখন সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। তিনিই একমাত্র বিভিন্ন ঋষিগণের গুরুশিষ্য পরম্পরার নীতিসমূহ প্রবর্তন করেছেন। যাঁর নিজ অস্ত্র হচ্ছে কাল-চক্র, তাঁর কৃপার হরণ আর বিচিত্র কি? সমস্ত জীবের আশ্রয় স্বরূপ, দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত, যদুদের সভাপতি, নিজ বাহু দ্বারা অধর্ম নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের অমঙ্গলহারী, মধুর হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজবনিতাদের কামবর্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।' যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি ভক্তির ধর্মকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্তিত লীলা-বিগ্রহসমূহ ধারণ করেন। যিনি বিশ্বস্তরার সঙ্গে তাঁর পাদপদ্মের সেবা করতে ইচ্ছুক, তাঁর, সেই সকল প্রতিটি অবতারের উপযুক্ত রূপধারী ভগবানের কর্মসমূহ শ্রবণ করা উচিত। এই সমস্ত লীলার বর্ণনা শ্রবণ কর্মফলসমূহ বিনষ্ট করে। নিত্য বর্ধিত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবান মুকুন্দের বিষয়ে নিয়মিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের মাধ্যমে যে কেউ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রভাব রহিত দিব্য ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন। এই উদ্দেশ্যে মহান রাজাগণ সহ বহু ব্যক্তি তাঁদের গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।"

দশম স্কন্ধ সমাপ্ত

একাদশ স্কন্ধ

(সাধারণ ইতিহাস)

যদুবংশের প্রতি অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যাদবগণ পরিবৃত হয়ে, শ্রীবলরামের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য বধ করেছিলেন। তারপরে, পৃথিবীর ভার আরও লাঘবের উদ্দেশ্যে, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে অকস্মাৎ যে প্রবল হিংস্র কলহের উৎপত্তি ঘটে, তা থেকে শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আয়োজন করেন। দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ অবহেলা তিরস্কার, দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রেরা বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই পরমেশ্বর ভগবান পাণ্ডুপুত্রদের নিমিত্ত করে তাঁর অভিলাষ কার্যকরী করতে উদ্যত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রাজারা পৃথিবীর ভার অনাবশ্যক বৃদ্ধি করছিল, তাদের সকলকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে পরস্পরবিরোধী শক্তিস্বরূপ উপস্থিত করেন, এবং শ্রীভগবান যখন সেই যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে তাদের বিনাশ করলেন, তখন পৃথিবী ভারমুক্ত হল। যে সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজ বাহুবলে সুরক্ষিত যদুবংশকে উপযোগ করেছিলেন। তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন, 'অনেকে যদিও বলছে যে, এখন পৃথিবী ভারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ যাদবকুল এখনও রয়ে গেছে বলেই, আমার মতে, এখনও তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়নি। নিরন্তর আমার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত এবং তাঁদের বীর্য ঐশ্বর্য বৈভবাদির ফলে উচ্ছৃঙ্খল এই যদুবংশের সদস্যদের বাইরের কোনও শক্তি পরাভূত করতে কখনই পারবে না। তবে যদি এই বংশের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে দিই, তা হলে বাঁশবনের মধ্যে বাঁশগুলির পরস্পর সংঘর্ষণের ফলে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়, তবে তাদের অন্তর্কলহ ঠিক সেইভাবে যদুবংশ ধ্বংস করতে পারবে, এবং তখনই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর আমি নিজধামে ফিরে যাব।' "

"হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, পরম নিয়ন্তা সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবান যখন এইভাবে মনস্থির করলেন, তখন তিনি কোনও এক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অভিশাপের ছলনায় তাঁর নিজ যাদবকুল বিলুপ্ত করেছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। যা কিছু মনোরম, তা সবই তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তাঁর অঙ্গপ্রভা এমনই সুন্দর যে, অন্য সকল বিষয় থেকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সব কিছুই তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায় হতশ্রী হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি সকল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতেন, তখন তাঁর স্মরণমুগ্ধ সকল মানুষেরই মন তাতে আকৃষ্ট হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে তাঁর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত বোধ করত, এবং তার ফলে তাঁর অনুগামী হয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল ক্রিয়াকর্মাদি সমর্পণ করতে অভিলাষী হত। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর পুণ্যকীর্তি বিস্তারের মাধ্যমে অতি মনোরম এবং অপরিহার্য বৈদিক কাব্যগাথা সৃষ্টি করে বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বদ্ধজীবকুল ঐ সকল মাহাত্ম্য শুধুমাত্র শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমেই অজ্ঞানতার অন্ধকারময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর অভীষ্ট স্বধামে তিনি চলে যান।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন—"হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবদের উপরেও ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। এই অভিশাপের উদ্দেশ্য কী ছিল? হে দ্বিজবর, এই অভিশাপে কী বলা হয়েছিল? আর, জীবনের একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদবেরা একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ঐ ধরনের

মতভেদ সৃষ্টি হতে পেরেছিল? কৃপা করে আমাকে এই সব বিষয়ে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীভগবান নিখিলবিশ্বের সমস্ত কিছু সুন্দর বিষয়বস্তুর সমাবেশাশ্রিত তাঁর রমণীয় দেহবিগ্রহ ধারণ করে পৃথিবীতে অতীব শ্রেষ্ঠ সুমঙ্গলময় ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর সকল অভিলাষ পূরণ হলেও, তাঁর ধামে অবস্থানকালে এবং জীবনধারা উপভোগ করতে থাকলেও, শ্রীভগবান, যাঁর মহিমা স্বতঃ উদ্ভাসিত, এবার তাঁর কর্তব্যকর্ম তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে বিবেচনা করে তাঁর নিজবংশ সংহারের সঙ্কল্প করেন।"

"বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি এবং বশিষ্ঠ, একদা শ্রীনারদমুনি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায়, ফলাশ্রয়ী কিছু যজ্ঞকর্মাদি অনুষ্ঠান করেন, কারণ এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় এবং পুণ্যফল অর্জন করা যায়। পরে, ঐগুলি কলিযুগের পাপাদি হরণ করে সার্থক জীবনধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিগণিত হত। ঋষিবর্গ যথাযথভাবে বিবিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম অনুসারে যদুবংশের প্রধান বসুদেব তথা শ্রীকৃষ্ণের জনকের কল্যাণার্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে অবস্থানের পরে ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানাদির শেষে মুনিবর্গ বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা পিণ্ডারকতীর্থে গমন করেন। সেই পুণ্যভূমিতে, যদুবংশের কুমার বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে নিয়ে এসেছিল। সেখানে সমবেত মহান্ ঋষিবর্গের সামনে ক্রীড়াচ্ছলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধতস্বভাব হলেও বালকেরা মুনিবর্গের পাদস্পর্শ করে কপট বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, এই সুনীলনয়না গর্ভবতী নারী আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিতা হচ্ছেন। তিনি আসন্নপ্রসবা এবং পুত্রসন্তান লাভে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যেহেতু আপনারা সকলেই অব্যর্থ দৃষ্টিসম্পন্ন মহামুনি, তাই কৃপা করে বলুন—ইনি পুত্র বা কন্যা কী প্রসব করবেন।"

"হে মহারাজ, এইভাবে ছলনার মাধ্যমে উপহাস-বাক্যে কুপিত হয়ে মুনিবর্গ বললেন, "ওরে নির্বোধেরা! এই রমণী তোমাদের জন্য একটি লোহার মুষল প্রসব করবে, আর সেটাই তোমাদের সম্পূর্ণ বংশটিকে ধ্বংস করে দেবে।" ঋষিবর্গের অভিশাপ শুনে, ভীতসন্ত্রস্ত বালকগুলি তাড়াতাড়ি সাম্বের উদরের আবরণ উন্মোচন করল, এবং বাস্তবিকই তারা সেইখানে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল। যদুবংশের কুমারগণ বলল, "আহা, আমরা কী করলাম! আমরা কী হতভাগ্য! আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের কী বলবে?" এইভাবে বলতে বলতে দারুণ বিচলিত হয়ে, তারা মুষলটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সম্পূর্ণ ম্লানমুখে যদুবালকেরা মুষলটিকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, এবং সমস্ত যাদবদের সামনে তারা রাজা উগ্রসেনকে বলল—কী ঘটনা ঘটেছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দ্বারকাবাসীরা যখন অব্যর্থ ব্রহ্মশাপের কথা শুনল এবং মুষলটি দেখতে পেল, তখন তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত হয়ে উঠল। যদুবংশের রাজা আহুক (উগ্রসেন) স্বয়ং সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত লৌহখণ্ডগুলি সমেত সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোনও একটি মাছ তখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লোহার খণ্ডটিকে গ্রাস করেছিল এবং লোহার চূর্ণগুলি সমুদ্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে এসে এরকা নামে এক প্রকার নলখাগড়া কাঠির ঝোপ সৃষ্টি করল। মৎস্যজীবীদের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেই মাছটি ধরা পড়েছিল। মাছটির পেটের মধ্যে সে লোহার খণ্ডটি ছিল, সেটি নিয়ে জরা নামে একজন ব্যাধ তার বাণের অগ্রভাগে তীরের ফলার মতো আটকিয়ে নিয়ে ছিল। পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করতে সমর্থ হলেও, কিছু করতে চাইলেন না। বরং, শ্রীভগবান তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশের মাধ্যমে সানন্দে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের লালসা নিয়ে শ্রীনারদমুনি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করতেন।" হে রাজন্! জড় জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বদ্ধ জীবগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। তাই, মহান্ মুক্তপ্রাণ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদেরও উপাস্য ভগবান শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দে কোন্ প্রাণী আরাধনা না করে থাকতে পারে? একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রীনারদ মুনিকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-অর্চনা জানিয়ে, তাঁকে সুখে উপবেশন করিয়ে, বিনীতভাবে প্রণাম নিবেদনের পর বসুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে প্রভু, সন্তানদের কাছে পিতার পরিদর্শনের মতো আপনার এই পরিদর্শন সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত। ভগবান উত্তমশ্লোকের মার্গগামী উত্তম ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে মহা কৃপণগণকেও আপনি বিশেষরূপে সহায়তা প্রদান করেন। দেবতাদের আচরণে প্রাণীদের জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই ঘটে থাকে, কিন্তু আপনার মতো মহর্ষিদের কার্যকলাপের ফলে সকল জীবেরই সুখ উৎপাদন হয়, কারণ আপনারা চির অভ্রান্ত শ্রীভগবানকেই আপনাদের একাত্মস্বরূপ স্বীকার করেছেন। মানুষ যেভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, দেবতারাও সেইভাবে অনুরূপ ফল প্রদান করে থাকেন। মানুষের ছায়ার মতোই, দেবগণও কর্মের তারতম্য অনুসারে কৃপা করেন, কিন্তু সাধুগণ বাস্তবিকই সকল ক্ষেত্রেই পতিত দীনজনের প্রতি কৃপাময় থাকেন। হে ব্রাহ্মণ, যদিও শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্তব্যকর্ম আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। যে কোনও মর্ত্যজীব শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল বিষয়ে শ্রবণ করলে সকল প্রকার ভয় হতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই পৃথিবীতে আমার বিগত এক জন্মে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের আরাধনা করেছিলাম, কারণ তিনি একমাত্র মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে যেহেতু আমি একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তাই মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা করতে পারিনি। ঐভাবে শ্রীভগবানের মায়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। হে পরম প্রিয় সুব্রতধারী, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে আপনি সর্বদাই অবিচল থাকেন। কৃপা করে সুস্পষ্টভাবে আপনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করুন যাতে নানাবিধ বিপদসঙ্কুল এবং বিবিধ প্রকার ভয়াবহ জাগতিক পরিবেশ থেকে আপনার কৃপায় আমি মুক্তি লাভ করে অনায়াসে আপনার সঙ্গলাভে বিচ্যুত না হই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজা, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান বসুদেবের প্রশ্নগুলি শুনে দেবর্ষি নারদ খুশি হয়েছিলেন। কারণ সেই কথাগুলির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা আভাসিত হয়েছিল, সেইগুলির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শ্রীনারদমুনির স্মরণে এসেছিল। তাই শ্রীনারদমুনি তখন বসুদেবকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের নিত্য কর্তব্য বিষয়ে আপনি যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসেবা নিবেদনের মূল্য এতই গভীর যে, তা অনুশীলনের ফলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুষ্ঠান এমনই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন যে, ঐ ধরনের অপ্রাকৃত পারমার্থিক সেবাধর্মের বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই, সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে, সেই প্রসঙ্গে মনোনিবেশের মাধ্যমে, সেই সকল তথ্যাবলী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে স্বীকারের মাধ্যমে, কিংবা অন্যসকলের ভগবদ্ভক্তির কথা প্রশংসার মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ঘৃণা করে, তারা এবং অন্য সমস্ত জীবও অচিরে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। আজ আপনি পরমানন্দময় পুরুষোত্তম

শ্রীভগবানের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান এমনই শুভময় কল্যাণপ্রদ যে, তাঁর প্রসঙ্গ যে কেউ শ্রবণ এবং যশোকীর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পুণ্যপবিত্র হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিরা মহাত্মা বিদেহরাজ জনক এবং ঋষভপুত্রগণের মধ্যে যে কথোপকথনের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা আপনি শ্রবণ করুন।"

"স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্রের নাম মহারাজ প্রিয়ব্রত, এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র ছিলেন নাভি, যাঁর পুত্র ঋষভদেব নামে পরিচিত ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীঋষভদেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে সব শাস্ত্র ধর্মসম্মত বিধিনিয়মাদি সকল জীবের মুক্তির পথ সুগম করে থাকে, সেই শাস্ত্রবিধিগুলি এই জগতে প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শত পুত্র ছিল, তাঁরা সকলেই বৈদিক শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানবান ছিলেন। ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ভরতের নাম যশ অনুসারেই এখন এই গ্রহের প্রসিদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষ নামে। রাজা ভরত এই জড় জগতের সকল প্রকার ভোগসুখই অস্থায়ী এবং অনর্থক বিবেচনা করেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ এই সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে, তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রতা সহকারে তপস্যার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে থাকেন এবং তিন জন্মের পরে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। ঋষভদেবের অপর নয়জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই পৃথিবী গ্রহটি সম্পূর্ণ শাসনাধিকার ভোগ করতেন। একাশী জন পুত্র দ্বিজ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ঋষভদেবের অবশিষ্ট নয়জন পুত্র মহাপুণ্যবান, এবং পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে তৎপর ছিলেন। তাঁরা দিগম্বর হয়ে নির্বসনে ভ্রমণ করতেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানে অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন। এই মুনিগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সামগ্রী সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই স্বরূপ-বিকাশ এবং নিজ সত্তা থেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে, পৃথিবী পর্যটন করতেন। নব যোগেন্দ্রগণ মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা অবাধে কোথাও আসক্ত না হয়ে সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গাভীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহলোকগুলিতে স্বেচ্ছামতো পরিভ্রমণ করতেন। একদা তাঁরা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে এই ভারতবর্ষে (পূর্বে 'অজনাভ' নামে পরিচিত) যে স্থানে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন।"

"হে রাজন্, তখন সূর্যের মতো অতি তেজস্বী ঐ সকল মহাভাগবতদের দর্শন করে, যাজক, ব্রাহ্মণেরা, এমন কি যজ্ঞের অগ্নিও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিদেহরাজ [নিমি] জানতেন যে, ঐ ন'জন ঋষি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্তবৃন্দ। তাই, তাঁদের আগমনে পরম প্রীতিসহকারে তিনি তাঁদের যথাযথভাবে আসন প্রদান করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে মানুষ পূজা করে থাকে, সেইভাবেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন। মহারাজ নিমি অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নতশিরে বিনয়াবনত হয়ে ঐ ন'জন মুনিকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হলেন। এই ন'জন মহাত্মা তাঁদের দেহকান্তি নিয়ে শোভায়মান হয়েছিলেন এবং সনককুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো প্রতিভাত ছিলেন।"

বিদেহরাজ নিমি বললেন—"মধু-দানবের নিধনকারী প্রখ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদরূপে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের চিনতে পেরেছি। অবশ্যই, শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ ভক্তগণ এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপন স্বার্থবিনা অন্য সকল বদ্ধ জীবকুলের বিশুদ্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পর্যটন করে থাকেন। বদ্ধ জীবগণের পক্ষে মানব দেহ লাভ করা অতীব কঠিন, এবং তা যে কোনও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানব জীবন লাভ করেছে যারা, তাদের পক্ষে ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রিয়ভাজন শুদ্ধ বৈষ্ণবভক্তগণের সাহচর্যও অতিশয় দুর্লভ। অতএব, হে পূর্ণ নিষ্পাপ মহাপুরুষগণ, আমি প্রশ্ন করছি—কৃপা করে পরম মঙ্গল বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। বাস্তবিকই, জন্ম এবং মৃত্যুর এই জগতের

মাঝে ক্ষণার্ধকালের জন্যও কোন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গ লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা পরমনিধি লাভ স্বরূপ আনন্দজনক হয়। এই সকল বিষয় যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য যদি আমাকে আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তা হলে কৃপা করে আমাকে বলুন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবাকর্মে কিভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যখন কোনও জীব উদ্যোগী হয়, তখন অচিরেই শ্রীভগবান প্রীতিলাভ করেন, এবং তার বিনিময়ে শরণাগত জীবকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে বসুদেব, যখন মহারাজ নিমি এইভাবে নয়জন যোগেন্দ্র ঋষিবর্গের কাছে ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভাবশালী মুনিগণ প্রীতিসহকারে রাজাকে অভিনন্দিত করলেন এবং যজ্ঞে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণকে বলতে লাগলেন।"

শ্রীকবি বললেন—"হে রাজন। এই জগৎ-সংসারে দেহাদি অসৎ বিষয়ে নিরন্তর আত্মবুদ্ধি স্বরূপ বিভ্রান্তির জন্যই মানুষের কল্যাণার্থে আমি মনে করি যে, মানুষ শুধুমাত্র অচ্যুত অক্ষয় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মের আরাধনা করলেই সর্বপ্রকার ভয় ভীতির কবল থেকে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সকল ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং যে সকল পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন, তা অনুসরণ করলে অজ্ঞ জনও পরমেশ্বর ভগবানকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাকে ভাগবত-ধর্ম অর্থাৎ, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রেমভক্তি নিবেদনের উপায় স্বরূপ স্বীকার করতে হয়।"

"হে রাজা, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতির মাধ্যমে যে-মানুষ আশ্রয় খোঁজে, এই পৃথিবীতে সে কখনই তার গন্তব্যপথে বিভ্রান্ত হবে না। এমন কি, চোখ বন্ধ করে পথ চললেও তার কখনই পদস্খলন হবে না। বদ্ধ জীবনধারার মাঝে নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা যা কিছু করে, তা সবই "ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে করছি", এই ভাবনায় উৎসর্গ করা উচিত। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াবলে আচ্ছন্ন হয়ে যখন জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে জড় জাগতিক দেহটিকে স্বরূপ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ভয় জাগে। যখন এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ে বিমুখ হয়, তখন শ্রীভগবানের সেবকরূপে তার স্বরূপসত্ত্বাও বিভ্রান্ত হয়। মায়া নামে অভিহিত বিভ্রান্তির প্রভাবেই এমন বিপর্যয়মূলক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য-দেবতা এবং একান্ত প্রিয়তম জ্ঞানে অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করবেন। জড়জগতে দ্বৈতভাব যদিও শেষ পর্যন্ত থাকে না, তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব তার নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই দ্বৈত সত্ত্বাকেই প্রকৃত সত্য বলে মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বা থেকে পৃথক বলে প্রতিভাত এই জগতটির কল্পনাশ্রিত অভিজ্ঞতাকে স্বপ্নদর্শন এবং কাল্পনিক অভিলাষাদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বদ্ধ জীব যখন রাত্রে কোনও অবাঞ্ছিত কিংবা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকে, কিংবা যখন সে দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকে যে, কোন্ বিষয়টি সে পেতে চায় অথবা বর্জন করতে চায়, তখন সে এমন একটি বাস্তবতা সৃষ্টি করতে থাকে, যেটি তার নিজের কল্পনার বাইরে একেবারেই অস্তিত্বহীন। মনের প্রবণতাই এমন যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূলে নানা বিষয় গ্রহণ কিংবা বর্জনের চিন্তা চলতে থাকে। সুতরাং মন যাতে শ্রীকৃষ্ণবিহীন কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা দর্শনের মোহমায়া থেকে নিরাসক্ত হতে পারে, বুদ্ধিমান মানুষ সেইভাবেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যখন মন এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন মানুষ যথার্থ ভয়শূন্যতার আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। স্থিতবুদ্ধি নির্ভীক মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন এবং দেশ-জাতি স্বরূপ সমস্ত জড় জাগতিক আসক্তি বর্জন করে রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত হয়ে অনাসক্ত এবং অচঞ্চলভাবে সর্বত্র বিচরণ করবেন। পবিত্র কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলময়, কারণ বদ্ধ জীবকুলের মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জগতে তিনি জন্ম-কর্ম ও বিবিধ লীলা বিলাস যেভাবে প্রকটিত করেন, তা সবই নাম কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণনা

করা হয়ে থাকে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রচার করা হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে মানুষ ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের নিত্যসেবক রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশেষ নাম ও রূপের চিন্তা অনুশীলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে তার হৃদয় যতই প্রেমের ভাবোল্লাসে বিগলিত হতে থাকে, ততই উন্মাদের মতো উচ্চহাস্য কিংবা রোদন তথা চিৎকার করে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। কখনও বা ঐভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মতো মানুষ লোকনিন্দায় অবিচল থেকে নৃত্যগীত করতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র শরীর প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য। ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি একই সাথে সমাধা হতে থাকে, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত মানুষও ভগবৎ-ভজনার সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্ফূর্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিষয়াদি থেকে বিষয় বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে। হে রাজন, পরমেশ্বর অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবানের চরণকমল যে ভক্ত নিত্য প্রয়াসে আরাধনা করতে থাকে, তার ফলেই তিনি নিরন্তর ভক্তিভাব, অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন। এইভাবে ভজনশীল ভগবদ্ভক্ত পরম দিব্য শান্তি লাভ করতে পারেন।"

মহারাজ নিমি বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সম্পর্কে বিশদভাবে এখন আমাকে কৃপা করে সব বলুন। কিভাবে আমি উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, সেই সকল স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়ে আমাকে বলুন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ ধরনের ধর্মাচরণাদি কি প্রকার হয় এবং তিনি কিভাবে বাক্যালাপ করে থাকেন? বিশেষত, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে কিভাবে বৈষ্ণবেরা প্রিয়জন হয়ে ওঠেন, সেই লক্ষণাদি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আমাকে বর্ণনা করুন।"

শ্রীহরি মুনি বললেন—"অতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে। যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রিভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজায় নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত তথা নিম্নাধিকারী বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেও, যিনি এই সমগ্র জগতটিকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপে দর্শন করে থাকেন, তিনি কোনও কিছুতেই দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না। তিনি অবশ্যই ভক্ত সমাজে উত্তম ভাগবত ব্যক্তি। জড় জগতের মাঝে মানুষের দেহ নিত্যই জন্ম এবং জরাব্যাধির নিয়মাধীন হয়ে চলে। তেমনই, প্রাণশক্তিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বিব্রত হয়, মন নিয়ত উদ্বিগ্ন হয়, দুর্লভ বিষয়াদি অর্জনে বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি জড়া প্রকৃতির মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অবশেষে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। যে মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অনিবার্য দুঃখকষ্টে বিভ্রান্ত না হয়, এবং শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমল স্মরণের মাধ্যমে ঐ সবকিছু থেকে নিস্পৃহ থাকে, তাকেই ভাগবতপ্রধান, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বলে মান্য করা উচিত। যিনি

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়জাগতিক কামনা-বাসনাদির উপর নির্ভরশীল সকলপ্রকার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেন। বস্তুত, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্তিলাভ করে থাকেন। যৌনতৃপ্তিভিত্তিক জীবনযাপন, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং অর্থ লাভের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর মনে জাগে না। তাই, তাঁকে ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবারগোষ্ঠীতে শুভজন্ম এবং পবিত্র শুদ্ধ ধর্মাচরণের ফলে মানুষের মনে অবশ্যই গর্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনই, যদি কারও পিতা-মাতা বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অতীব উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হওয়ার ফলে সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে থাকে, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ আত্মরতিতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের বিশেষ জড়জাগতিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিন্দুমাত্রও অহমিকা বোধ না করে, তা হলে তাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম প্রীতিভাজন রূপে মান্য করতে হবে। যে সমস্ত স্বার্থচিন্তার মাধ্যমে মানুষ মনে করে "এটা আমার সম্পত্তি, আর ওটা তার", সেই সমস্ত ভাবনা যখন কোনও ভগবদ্ভক্ত বর্জন করেন, এবং যখন তিনি তাঁর নিজের পার্থিব দেহটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ বিধানের ব্যাপারে আর আগ্রহী হন না কিংবা অন্যেরও অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে বিমুখ থাকেন না, তখন তিনি পরিপূর্ণ শান্তিময় এবং সুখময় হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে অন্য সকল জীবেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন। এমনই তৃপ্তিময় বৈষ্ণবকে ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিজেদের জীবাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ মহান দেবতাগণও সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল অভিলাষ করে থাকেন। সেই চরণকমল কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কোনও অবস্থায় কখনই বিস্মৃত হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার এবং উপভোগের আশীর্বাদ লাভেরও বিনিময়ে কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় ত্যাগ করবে না। তেমন ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর হৃদয়মাঝে জড় জাগতিক সন্তাপ যন্ত্রণা থাকতে পারে কেমন করে? শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অগণিত মহাবিক্রমপূর্ণ কার্য সমাধা করেছেন, এবং তাঁর শ্রীচরণাগ্রের সুন্দর নখগুলি মহার্ঘ্য মণিরত্নসম। ঐ নখাগ্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশীতল চন্দ্রালোকেরই মতো, শুদ্ধভক্তের হৃদয়-সন্তাপ অচিরেই দূর করে, যেমন চন্দ্রের সুশীতল কিরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপযন্ত্রণা প্রশমিত হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান বদ্ধ জীবগণের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের মাধ্যমে যদি তাঁকে অনিচ্ছায় কিংবা অনবধানতায় আহ্বান করা হয়, তা হলে তাদের অন্তরের অগণিত পাপময় কর্মফল বিনাশে তিনি উদ্যোগী হন। সুতরাং, যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় স্বীকার করেন এবং যথার্থ প্রেমভক্তিসহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তেমন ভক্তজনের হৃদয়াসন পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না। এইভাবে অনায়াসে যিনি তাঁর হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানকে ধারণ করে রেখেছেন, তাঁকেই ভাগবতপ্রধান, তথা শ্রীভগবানের মহত্তম ভক্তরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে।"

তৃতীয় অধ্যায়

মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ

নিমিরাজ বললেন—"প্রবল মায়াশক্তির অধিকারী যোগীদেরও বিভ্রান্ত করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যে মায়া, সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে অভিলাষী হয়েছি। হে মুনিবৃন্দ, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে কিছু বলুন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বিষয়ে আপনার অমৃতবাণী আমি যদিও পান করছি, তবু আমার তৃষ্ণা এখনও তৃপ্তিলাভ করেনি। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কিত ঐ ধরনের অমৃতময় বিবরণী আমার মতো যারা জড়জাগতিক সৃষ্টির ত্রৈগুণ্যজনিত দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই সকল বদ্ধ জীবদের যথার্থ ঔষধি স্বরূপ।"

শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন—"হে মহাবলশালী রাজা, পার্থিব উপাদানগুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে, সকল সৃষ্টির পরমাত্মা সমস্ত জীবকে উচ্চ এবং নীচ প্রজন্মগুলিতে প্রেরণ করেছেন, যাতে ঐ বদ্ধ জীবগণ তাদের অভিলাষ অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগ অথবা পরম মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে। এইভাবে সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরগুলির মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তাতে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় করেন, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের জন্য জড়জাগতিক প্রকৃতি ত্রিবিধ গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি বদ্ধ জীবকে অগ্রসর হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে থাকেন। পরমাত্মার দ্বারা উজ্জীবিত পার্থিব ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পার্থিব শরীরের প্রভু হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে সে জন্মরহিত নিত্য স্বরূপ ভ্রান্তি বোধ করে এবং শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। উত্তরোত্তর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, শরীরধারী জীব নানা ধরনের ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে তার সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি নিয়োজিত করে। তখন সে সুখ এবং দুঃখ বলতে যা বোঝায়, তেমন অনুভূতি নিয়ে সারা জগতে বিচরণ করতে করতে তার পার্থিব ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। এইভাবেই বদ্ধ জীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে—সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিশ্ব প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে। পার্থিব উপাদানগুলির বিনাশ সমাসন্ন হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অনাদি অনন্ত মহাকালের গর্ভে সর্বপ্রকার অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদিসহ আকৃষ্ট করে থাকেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীতে একশতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির প্রকোপ হয়। একশত বর্ষ সূর্যের তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তার অগ্নিময় তাপে ত্রিভুবন দগ্ধ হতে শুরু করে। পাতাল লোক থেকে শুরু করে, সেই আগুন ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে উদ্‌গীরণ হতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী সেই অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বায়ুতাড়িত হয়ে সর্বদিকে দগ্ধ প্রবাহ বিস্তার করতে থাকে। সংবর্তক নামে প্রলয়ঙ্কর মেঘরাশি একশত বর্ষব্যাপী বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করতে থাকে। হাতির শুঁড়ের মতো সুদীর্ঘ এক-একটি বৃষ্টিবিন্দুর ভয়াবহ প্রবল ধারায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়ে যায়।"

"হে নিমিরাজ, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপের অন্তরাত্মা শ্রীবৈরাজ ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীর ত্যাগ করেন, এবং আগুনের ইন্ধন নিঃশেষিত হওয়ার ফলে যেমন হয়, সেইভাবেই তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত 'প্রধান' প্রকৃতির মাঝে অনুপ্রবেশ করে থাকেন। বায়ুর দ্বারা ক্ষিতির সুগন্ধি গুণ অপহৃত হলে, তা জলে পরিণত হয়; এবং সেই বায়ুর দ্বারা জলের রসাস্বাদন অপহৃত হলে, তা অগ্নিতে পরিণত হয়। অন্ধকারের দ্বারা অগ্নির স্বরূপ অপহৃত হলে তা বায়ুতে পরিণত হয়। মহাশূন্যের প্রভাবে বায়ু যখন তার স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলে, তখন তা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যখন মহাশূন্যের যথার্থ গুণাবলী পরমাত্মা

অপহরণ করে নেন, তখন মহাকালের প্রভাবে সেই মহাশূন্য তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়।"

"হে মহারাজ, তমোগুণের প্রভাবে উৎপন্ন মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে সকল প্রকার পার্থিব অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়; এবং দেবতাদের সঙ্গে মনও সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে সমগ্র মিথ্যা অহম্ বোধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাদি সমেত মহৎ-তত্ত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়। এখন আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বর্ণনা করছি। জড়া প্রকৃতির তিন প্রকার গুণ সমন্বিত মায়ার এই প্রবল প্রতাপ শ্রীভগবানের দ্বারাই তাঁর জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় লীলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তেজোসম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখন, আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?"

নিমিরাজ বললেন—"হে মহর্ষি, যারা আত্মসংযমী নয়, তাদের পক্ষে সর্বদাই অনতিক্রম্য পরমেশ্বর ভগবানের যে মায়াশক্তি, তা কিভাবে কোনও নির্বোধ জড়বাদী মানুষও অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে, কৃপা করে তা বলুন।"

শ্রীপ্রবুদ্ধ বললেন—"মানুষের সমাজে নারী ও পুরুষদের ভূমিকা অনুসারেই বদ্ধ জীবগণ মিথুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তারা অনবরতই জাগতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করতে চায় এবং তাদের সুখ অফুরন্ত করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, অনিবার্যভাবেই তারা ঠিক বিপরীত ফলই লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অনিবার্য কারণেই তাদের সুখ অন্তর্হিত হয়, এবং তারা যতই বড় হতে থাকে, ততই তাদের জাগতিক অস্বস্তি বেড়ে চলে। ধনসম্পদ নিত্য দুঃখের কারণ, সেই সম্পদ আহরণ করা খুব কঠিন, এবং তা আত্মবিনাশ ঘটায়। মানুষ তার ধনসম্পদ থেকে কী সুখ যথার্থভাবে পায়? তেমনই, মানুষ তার কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন এবং গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতিপালন করে, তা থেকে কেমন করে চরম তথা চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করতে পারে? যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদির ফলে পরজন্মে কেউ যদি স্বর্গলাভও করে, তবুও সেখানে চিরন্তন সুখশান্তি সে পেতে পারে না। এমনকি স্বর্গলোকেও যে সকল জীব বাস করে, তারাও জাগতিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের মাঝে এবং বরিষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষার পরিণামে বিচলিত বোধ করে। আর যেহেতু তাদের পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে, তখন স্বর্গবাসের সুযোগ হ্রাস পায় এবং তার ফলে স্বর্গবাসীরা তাদের স্বর্গীয় জীবন ধারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রশংসিত রাজাদের মতোই তারা নিত্য শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের কাছে নিগৃহীত হয় এবং তার ফলে তারা কখনই শান্তি পায় না।"

"সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমার্থী যে কোনও মানুষকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত। পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে আপন জীবনের পরম আশ্রয় এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ স্বীকার করার মাধ্যমে, তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষা লাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি সকল জীবাত্মার পরমাত্মারূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে নিজেকে বিকশিত করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। অতএব, কোনও রকম ছলচাতুর্য বর্জন করে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষালাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য এবং সেইভাবে নিষ্ঠাভরে পরম আনুকূল্য সহকারে ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চা করলে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি লাভ করেন এবং তখন তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে ধরা দেন। নিষ্ঠাবান শিষ্য সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে মনঃ-সংযোগ ছিন্ন করতে অবশ্যই শিখবে এবং তার পারমার্থিক গুরুদেব আর অন্যান্য শুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের সঙ্গ অনুশীলন করতে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট হবে। তার চেয়ে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি তাকে কৃপাময় হতে

হবে, সমমর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে এবং উচ্চতর পারমার্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি বিনম্র সেবা মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। এইভাবেই সকল জীবের সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করতে তার শেখা উচিত। পারমার্থিক গুরুর সেবার উদ্দেশ্যে শিষ্যকে অবশ্যই শীত তাপ, সুখ-দুঃখের মতো জাগতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশের মাঝে শুচিতা, তপশ্চর্যা, ধৈর্য-তিতিক্ষা, বেদ অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এবং সমভাব চর্চা করতে হবে। নিজেকে নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট চিন্ময় আত্মারূপে বিবেচনা করে সর্বদা চিন্তার মাধ্যমে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ববিষয়ের অবিসম্বাদিত নিয়ন্তারূপে স্বীকার করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানচর্চা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, নির্জন স্থানে বসবাস করা উচিত এবং নিজগৃহ তথা গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্মে অনাবশ্যক আসক্তি বর্জন করতে হবে। অনিত্য অস্থায়ী পার্থিব শরীরটিকে সাজপোশাকে ভূষিত করা পরিত্যাগ করে, মানুষের উচিত জনশূন্য স্থান থেকে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড এনে তাই দিয়েই নিজের শরীর আচ্ছাদন করা কিংবা গাছের ছাল দিয়ে দেহ আবৃত রাখা। এইভাবেই যে কোনও পার্থিব অবস্থার মাঝে সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা লাভ করা মানুষের উচিত।"

"পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহিমা-বর্ণনা যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেইগুলি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনে সকল সার্থকতা অর্জন করা যাবে, সেই বিষয়ে গভীর বিশ্বাস মানুষের থাকা উচিত। সেই সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রাদির নিন্দামন্দ পরিহার করতেও হবে। মানুষকে তার সকল কাজকর্মই কায়মনোবাক্যে সংযত করতে হবে, সদা সত্য কথা বলতে হবে এবং দেহ ও মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। শ্রীভগবানের পরমাশ্চর্য চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলাবিস্তার সম্পর্কিত কাহিনী সকলেরই শোনা, কীর্তন করা এবং ধ্যান চিন্তা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আবির্ভাব, লীলাবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, গুণবৈশিষ্ট্যাদি এবং দিব্য পবিত্র নাম মহিমার আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। সেইভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করবার মাধ্যমে, মানুষ তার দৈনন্দিন সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ সকল প্রকার পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ এবং ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত সবই নিবেদন করবে। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই শুধুমাত্র মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করবে। আর মানুষের সমস্ত ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সাধন করবে। মানুষ যা কিছু সুখকর কিংবা উপভোগ্য মনে করবে, তা অবশ্যই অনতিবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করবে, এবং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ এবং প্রাণবায়ুও সমর্পণ করে চলবে। যিনি তাঁর চরম স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিলাষী, তাঁকে অবশ্যই এমন মানুষদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে, যে সব মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের জীবনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন। তাছাড়াও মানুষকে সকল জীবের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা মানব জীবন লাভ করেছে আর তাদেরও মধ্যে যারা ধর্মাচরণের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হওয়া মানুষমাত্রেরই উচিত। ধার্মিক মানুষদের মধ্যেও বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গলাভ করতে হয়, তা মানুষ মাত্রেরই শেখা উচিত। এই ধরনের সঙ্গলাভ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে শুদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের মধ্যে প্রেমময় সখ্যতা গড়ে তুলতে থাকলে, তাঁরা পারস্পরিক সুখ এবং সন্তোষ বোধ করতে থাকেন। আর এইভাবেই পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাঁরা দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হন। ভগবদ্ভক্তগণ সদাসর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন। এইভাবেই তাঁরা নিয়ত শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেন। এইভাবেই, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ফলে, ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে, শ্রীভগবান তাঁদের জীবন থেকে

সর্বপ্রকার অশুভ বিষয়াদি হরণ করে থাকেন। সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে শুদ্ধ হয়ে, ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, এবং এই জগতের মাঝেও, তাঁদের চিন্ময় ভাবাপন্ন শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভাবোল্লাস লক্ষ্য করা যায়।"

"শ্রীভগবানের প্রেমস্পর্শ লাভ করার ফলে, ভক্তগণ অনেক সময়ে অচ্যুত অক্ষয় ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠেন। কখনও তাঁরা হাসেন, মহোল্লাস বোধ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। ঐ ধরনের ভক্তবৃন্দ জাগতিক বদ্ধ জীবনধারার ঊর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনও-বা অচ্যুত জন্মরহিত শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। আর কখনও-বা, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে, তাঁরা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিশেষ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে বাস্তবিকই আত্মনিয়োগ করে, ভক্ত মাত্রেই ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হন। আর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূর্ণভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে, ভক্ত অতি অনায়াসেই দুরতিক্রমা মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির জাল অতিক্রম করে।"

মহারাজ নিমি বললেন—"কৃপা করে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন, যিনি পরমতত্ত্ব এবং প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা স্বরূপ। আপনারাই এই বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, কারণ এই দিব্য জ্ঞানে আপনারাই সর্বাধিক অভিজ্ঞ।"

শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—"পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ, তা সত্ত্বেও তাঁর আনুপূর্বিক কোনও কারণ ছিল না। তিনি জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে কালক্ষেপ করে থাকেন অথচ সেই সকল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। পরমাত্মা রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করে দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ সঞ্জীবিত করেন এবং ঐভাবেই দেহের সকল সূক্ষ্ম আর স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেগুলির কাজ শুরু করে। হে রাজা, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই পরমতত্ত্ব বলে জানবেন। মূল অগ্নি থেকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা সৃষ্টি হয়, তা যেমন অগ্নির উৎসরাশিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি মন, বাক্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু কিংবা কোনও ইন্দ্রিয়ই পরম তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এমনকি বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য ভাষাও পরম তত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে না, যেহেতু বেদসম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে বেদেরই ভাষার অক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক শব্দ সম্পদের পরোক্ষ প্রভাবে পরমতত্ত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেহেতু পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব ব্যতীত বেদশাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে বিবিধ অনুশাসনের কোনই চরম উদ্দেশ্য থাকত না। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরমব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তমো নামে আপনাকে প্রকটিত করেন, ব্রহ্ম আরও নানাভাবে আপনার শক্তি প্রসারিত করেন, এবং এইভাবে কর্মশক্তি ও চেতনাশক্তি প্রকটিত হয় আর সেই সঙ্গে মিথ্যা অহঙ্কার বদ্ধ জীবত্বার স্বরূপ আবৃত করে রাখে। এইভাবেই, পরম ব্রহ্মের বহুধা শক্তির প্রসার হওয়ার মাধ্যমে দেবতাগণ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি সহ সেইগুলির লক্ষ্য এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল—যথা, সুখ ও দুঃখ সমেত আবির্ভূত হন। এইভাবে সূক্ষ্ম কারণরূপে এবং স্থূল জড় জাগতিক সামগ্রীর রূপ নিয়ে জড়জাগতিক চাক্ষুষ কারণরূপে জড় জগতের প্রকাশ ঘটে। সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল সৃষ্টি প্রকাশের উৎস ব্রহ্ম একই সাথে পরম সত্ত্বা রূপে ঐ সব কিছুরই অতীত। ব্রহ্মরূপে শাশ্বত আত্মার কখনই জন্ম হয়নি এবং কখনই মৃত্যু হবে না, এবং তার বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় হয় না। সেই চিন্ময় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক শরীরের পরিবর্তনশীল যৌবন, প্রৌঢ়তা এবং মৃত্যুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। তাই আত্মাকেই শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ সর্বত্র সর্বকালের জন্যই বিদ্যমান এবং অক্ষয় সত্ত্বা বলে জানতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ু একটি হলেও তা যেমন বিভিন্ন জড়েন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বহুধারূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনই একটি আত্মা জড় দেহের সংস্পর্শে এসে বিবিধ জড় জাগতিক অভিধা গ্রহণ করে থাকে। পার্থিব জগতে চিন্ময় আত্মা বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতির মাঝে জন্ম

গ্রহণ করে থাকে। কতকগুলি প্রজাতি ডিম্বাদি থেকে জন্মগ্রহণ করে, অন্যগুলি ভ্রূণ থেকে, আরও অনেকগুলি তরুলতার বীজ থেকে, এবং বাকি সব ঘর্মকণা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। তবে জীব-প্রজাতির সকল ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ু অপরিবর্তিতই থাকে এবং এক শরীর থেকে অন্য এক শরীরে চিন্ময় আত্মার অনুসরণ করতে থাকে। সেইভাবেই, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক জীবনধারার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিত্যকাল নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ভাবেই বিরাজিত থাকে। এই সম্পর্কে আমাদের বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যখন আমরা স্বপ্ন না দেখেই গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকি, তখন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, এবং মন ও অহঙ্কারও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং মিথ্যা অহম্ বোধ যদিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবুও জাগ্রত হয়ে মানুষ নিদ্রা থেকে উত্থানের পরে মনে করতে পারে যে, আত্মারূপে সে শান্তিতে নিদ্রামগ্নই ছিল। যখন মানুষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে তার হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল চিন্তায় মনোনিবেশ করে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তখন জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তার অন্তরে পূর্বকৃত ফলাশ্রয়ী কর্মের পরিণাম স্বরূপ সঞ্চিত অসংখ্য অশুদ্ধ বাসনাদি সে বিনষ্ট করতে পারে। যখন এইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং নিজের স্বরূপকে দিব্য সত্তা রূপে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবেই মানুষ যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্ময় দিব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সার্থক সাফল্য অর্জন করে।"

নিমিরাজ বললেন—"হে মহামুনিগণ, কৃপা করে কর্মযোগের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া ইহজীবনের সকল কাজকর্ম পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তার ফলে মানুষ দিব্যস্তরে শুদ্ধজীবন উপভোগ করে। অতীতকালে আমার পিতা ইক্ষ্বাকু মহারাজার সমক্ষে ব্রহ্মার চারপুত্র মহর্ষিবর্গের কাছে এমনই এক প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছিলাম। তবে তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কৃপা করে আপনি তার কারণ বর্ণনা করুন।"

শ্রীআবির্হোত্র উত্তর দিলেন—"নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালন এবং সেই বিষয়ে ব্যর্থতা ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে প্রামাণ্য পাঠ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যথাযথভাবে সবকিছু জানতে পারে। কোনও প্রকার জাগতিক কল্পনার মাধ্যমে এই দুরূহ তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানেরই বাণী-অবতার স্বরূপ, এবং সেই কারণেই বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত। মহা বিদ্বান পণ্ডিতেরাও বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা অবহেলা করলে কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। শিশুসুলভ এবং মূর্খ মানুষেরা জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই আসক্ত হয়ে থাকে, যদিও ঐ ধরনের সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। সুতরাং, বৈদিক অনুশাসনাদি পরোক্ষভাবে প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণের বিধান দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টদ্রব্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শিশুকে ঔষধ গ্রহণে আগ্রহান্বিত করে তোলেন। যদি কোনও অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ মানুষ বৈদিক অনুশাসনগুলি পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে পাপকর্ম এবং অধর্মোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। এইভাবেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়াই তার পরিণাম হবে। নিরাসক্তভাবে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কাজকর্ম সম্পন্ন করে, তার ফলাফল পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সার্থকতা অর্জন করে। দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বৈদিক জ্ঞানসম্পদের যথার্থ লক্ষ্য নয়, বরং সেইগুলির মাধ্যমে কর্মরত মানুষের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে থাকে। চিন্ময় আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখে যে মিথ্যা অহম্ বোধ, সেই বন্ধন দ্রুত ছিন্ন করতে যে ব্যক্তি আগ্রহী হন, তিনি তন্ত্রাদির মতো বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিধিনিয়মাদি অবলম্বনে পরমেশ্বর

ভগবান শ্রীকেশবের পূজা-আরাধনা অবশ্যই করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অনুশাসনাদি শিষ্যের কাছে প্রকাশ করেন যে পারমার্থিক গুরুদেব, তাঁর কৃপালাভের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর নিজের কাছে সর্বাকর্ষক শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের পরে, এবং আত্মরক্ষার্থে দেহে পবিত্র তিলক চিহ্ন অঙ্কনের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে আরাধনা করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের অর্চনার জন্য যা কিছু উপকরণ প্রয়োজন, সেইগুলি ভক্তের সংগ্রহ করা উচিত, নৈবেদ্য প্রস্তুত করা উচিত, ভূমিতল, তার মন এবং শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করা উচিত, উপবেশনের স্থানে জল সিঞ্চন করে শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন এবং স্নানের জল এবং অন্যান্য উপচারাদি প্রস্তুত করা উচিত। তারপরে ভক্তের শ্রীবিগ্রহটিকে যথাস্থানে যথারূপে এবং যথোপযুক্ত মানসিকতায় স্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তিলকের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের হৃদয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান পবিত্রভাবে অঙ্কন করা উচিত। তারপরে যথাযথ মন্ত্র সহকারে পূজা নিবেদন করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের দিব্য শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ, তাঁর সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রশস্ত্রসহ, তাঁর অন্যান্য উপাঙ্গ বৈচিত্র্য সহ এবং তাঁর পার্ষদবর্গসমেত সকল বিষয়েই পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত। নিজ মন্ত্র সহকারে শ্রীভগবানের এই সকল দিব্য আভরণের প্রত্যেকটির আরাধনা করতে হয় এবং সেই সঙ্গে পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়, সুগন্ধি জল, মুখ প্রক্ষালনের জল, স্নানের জন্য জল, সূক্ষ্ম বস্ত্রাভরণ ও অলঙ্কারাদি, সুগন্ধি তৈলাদি, মূল্যবান কণ্ঠহারসমূহ, পূর্ণ শস্যদানা, পুষ্পমাল্যাদি, সুগন্ধি ধূপ এবং দীপমালা অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে ঐভাবে সকল বিষয়ে পূজা সমাপন করে, ভগবান শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন সহকারে প্রার্থনাদি জানিয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে হয়। নিজেকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বিবেচনা করে পূজারীকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে এবং শ্রীবিগ্রহ তাঁর অন্তরেও অবস্থান করছেন, তা স্মরণ করে যথার্থভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করতে হয়। তারপরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনার উপকরণাদি তথা নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশ, যথা, পুষ্পমাল্য, তাঁর মাথায় ধারণ করতে হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিগ্রহ তাঁর যথাস্থানে স্থাপন করে, পূজা সমাপন করতে হয়। সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীভগবানের আরাধনাকারীর উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী সত্তা এবং সেই কারণে তাঁকে অগ্নি, সূর্য, জল এবং অন্যান্য সকল উপাদানের মধ্যে, গৃহে আগত অতিথির হৃদয়ের মধ্যে, এবং নিজ হৃদয়েরও মাঝে আরাধনা করা উচিত। এইভাবেই আরাধনাকারী অচিরে মুক্তিলাভ করে।"

❀ ❀ ❀

চতুর্থ অধ্যায়

নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের ব্যাখ্যা শোনান

নিমিরাজ বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে এবং তাঁর নিজ অভিলাষ অনুসারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং, ভগবান শ্রীহরি অতীতে যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, এখন যে সকল লীলা প্রদর্শন করছেন এবং ভবিষ্যতে এই জগতে যে সকল লীলা তাঁর বিবিধ অবতার রূপে উপস্থাপন করবেন, সেই সকল বিষয়ে আমাদের বলুন।"

শ্রীদ্রুমিল বললেন—"অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের

অনন্ত গুণরাশির পূর্ণতালিকা অথবা বর্ণনা দিতে সচেষ্ট মানুষেরা শিশুসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কখনও মহা গুণবান কোনও ভাবে বহুকালের প্রচেষ্টার পরে, পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল ধূলিকণা গণনা করে ফেলতেও পারে, তবুও সেই মনীষী কখনই সর্বশক্তির উৎস আধার পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তাকর্ষক গুণাবলী কখনই গণনা করে উঠতে পারবে না। যখন আদিদেব শ্রীনারায়ণ তাঁর থেকেই সৃষ্ট পঞ্চভূতাদি দ্বারা উদ্ভূত তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর সৃষ্টি করলেন এবং তারপরে তাঁরই আপন অংশপ্রকাশের সাহায্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, তখন সেইভাবেই তিনি পুরুষ রূপে অভিহিত হলেন। তাঁর শরীরের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিভুবন মণ্ডলের সুবিন্যস্ত আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দিব্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল দেহধারী জীবের জ্ঞান ও কর্ম সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর শুদ্ধ চেতনা থেকে বদ্ধ জীবের জ্ঞান, এবং তাঁর শক্তিমান শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া থেকে দেহধারী জীবাত্মার শারীরিক ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষমতা এবং দেহবদ্ধ সীমায়িত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি হতে থাকে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাদির আধারের মাধ্যমে তিনিই একমাত্র গতিনির্ধারক সত্তা। আর সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হয়ে থাকে।"

"প্রথমে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মারূপে আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান প্রকাশিত হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তাঁর যজ্ঞদেবতারূপে শ্রীবিষ্ণু হয়ে দ্বিজ ব্রাহ্মণবর্গের ত্রাতা এবং তাঁদের ধর্মকর্মের পোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ প্রয়োজন, তখন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান তমোগুণের প্রয়োগের মাধ্যমে রুদ্ররূপে অভিব্যক্ত হন। সৃষ্টি মধ্যে সকল জীবগণই সর্বদা এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের শক্তিরাজির অধীনস্থ থাকে। ধর্মরাজ ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা মূর্তির পুত্র রূপে অতি প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই জ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন সম্পন্ন করেন। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন এবং মহর্ষিগণ তাঁর শ্রীচরণকমলের সেবা করে থাকেন। শ্রীনরনারায়ণ ঋষি তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা অতিশয় শক্তিমান হয়ে উঠে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেবেন, এই আশঙ্কায় দেবরাজ আতঙ্কিত হন। তাই ইন্দ্র ভগবানের অবতারের দিব্য মহিমা না জেনে মদন ও তাঁর পারিষদগণকে বদরীকাশ্রমে ঋষির বাসভবনে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু বসন্তকালের মৃদুমন্দ সমীরণে অতি মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাই তখন মদনদেব স্বয়ং সেই মহর্ষিকে সুন্দরী নারীদের অপ্রতিরোধ্য কটাক্ষ স্বরূপ তাঁর বাণগুলি দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। আদি পরমেশ্বর ভগবান তখন ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ উপলব্ধি করলেও বিস্মিত হলেন না। বরং তিনি সহাস্যে মদনদেব ও তাঁর কম্পমান ভয়ভীত অনুচরদের বলেছিলেন, "হে শক্তিমান মদনদেব, হে পবনদেব এবং দেবপত্নীগণ, ভীত হবেন না। বরং আমাদের এই সকল উপহারসামগ্রী কৃপা করে গ্রহণ করুন এবং আপনাদের আবির্ভাবে আমার আশ্রম পবিত্র করুন।"

"হে প্রিয় নিমিরাজ, যখন ঋষিপ্রবর শ্রীনরনারায়ণ এইভাবে বললেন, যাতে দেবতাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন—'হে ভগবান, আপনি মায়ার অতীত দিব্য শাশ্বত সত্তা, তাই আপনি নিত্য অবিকৃত থাকেন। আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও আপনি আমাদের যেভাবে অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করলেন, তা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, যেহেতু অগণিত মহর্ষিগণ আত্মতৃপ্ত ধীরচিত্ত হয়ে আপনার পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে থাকেন। দেবতাদের অনিত্য ধাম অতিক্রম করে আপনার পরমধামে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, দেবতাগণ তাঁদের পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দেবতাদের জন্য নির্ধারিত অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন, তাঁরা কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন না। কিন্তু যেহেতু আপনার ভক্তবৃন্দকে আপনি সাক্ষাৎ প্রতিরক্ষা করে থাকেন, তাই দেবতাগণ যে কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নই ভক্তের সামনে সৃষ্টি করেন, তা সবই সে লঙ্ঘন করে যেতে পারে। অনন্ত সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গের মতো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যা নানা সময়ে কামনা,

বাসনা, জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা সবই অতিক্রম করার জন্য কিছু মানুষ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে। তা সত্ত্বেও, কঠোর সাধনার মাধ্যমে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্র অতিক্রম করলেও, নির্বোধের মতো ঐ মানুষেরা অযথা ক্রোধের বশীভূত হয়ে সামান্য গোষ্পদের মতো দৈবদুর্বিপাকে নিমজ্জমান হয়। এইভাবে তাদের কঠোর সাধনার সুফল তারা বৃথা অপচয় করে থাকে। এইভাবে যখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের স্তুতিবাদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁদের চোখের সামনে বহু নারীর সৃষ্টি প্রকাশ করলেন, যাঁরা সুসজ্জিত, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, সকলে শ্রীভগবানের সেবায় পরম বিশ্বস্তভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দেবতার অনুচরবৃন্দ যখন শ্রীনরনারায়ণ ঋষির সৃষ্ট নারীদের অপরূপ সৌন্দর্যে এবং তাদের শরীরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন তাঁদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। অবশ্যই, ঐ সকল রূপসী নারীদের দর্শন করে দেবতাদের অনুচরবৃন্দ তাঁদের রূপের মহিমায় একেবারেই হতসৌন্দর্য হয়ে পড়লেন। তখন সকল দেবতাবর্গের পরমেশ্বর শ্রীভগবান ঈষৎ হাসলেন এবং তাঁর সামনে প্রণত স্বর্গের প্রতিনিধিদের বললেন, আপনাদের মনোমত একজন নারীকে আপনারা এই সকল নারীদের মধ্যে থেকে অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে নিন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ভূষণ হয়ে থাকবেন। পুণ্য শব্দ ওঁ উচ্চারণ করে, দেবতাদের অনুচরবৃন্দ অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উর্বশীকে মনোনীত করলেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে তাঁদের সামনে রেখে, তাঁরা স্বর্গধামে ফিরে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের অনুচরবৃন্দ পৌঁছলেন, এবং তখন, সেখানে সমবেত ত্রিভুবনের সকলের সামনে শুনিয়ে, তাঁরা ইন্দ্রকে শ্রীনারায়ণের পরম শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। যখন ইন্দ্র এইভাবে শ্রীনরনারায়ণ ঋষির বিষয়ে অবগত হলেন এবং তাঁর বিরক্তির কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন।"

"অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে তাঁর বিবিধ অংশাবতার, যথা—শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীদত্তাত্রেয়, চতুষ্কুমার এবং আমাদের নিজ পিতা মহাশক্তিমান শ্রীঋষভদেব রূপে। এই সকল অবতারসমূহের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর শ্রীহয়গ্রীব অবতাররূপে তিনি মধুদানবকে বধ করেন এবং নরকালয় পাতাললোক থেকে বেদগ্রন্থাবলী উদ্ধার করে আনেন। শ্রীভগবান তাঁর মৎস্য-অবতাররূপে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী গ্রহ এবং তাঁর যাবতীয় ঔষধি সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলরাশি থেকে তিনি ঐসব রক্ষা করেন। বরাহ অবতাররূপে শ্রীভগবান, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করে প্রলয় সমুদ্র থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আর কূর্ম অবতাররূপে তিনি মন্দার পর্বতটিকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেছিলেন যাতে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উত্তোলন করা যায়। হস্তিরাজ গজেন্দ্র যখন কুমিরের গ্রাসে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল, তখন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেন। যখন বালখিল্য নামে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বামন ঋষিবর্গ গোক্ষুরের গর্তের জলে পড়ে গেলে ইন্দ্র পরিহাস করছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করে পাপের ফলে তমসার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। যখন দেবপত্নীগণ নিরাশ্রিতারূপে অসুরদের প্রাসাদে বন্দিনী হয়েছিলেন। শ্রীভগবানই তখন তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীনৃসিংহ অবতারের মাধ্যমে শ্রীভগবান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করে সাধুভক্তবৃন্দকে ভয় থেকে মুক্ত করেন।"

"পরমেশ্বর শ্রীভগবান অসুরদের নেতাগণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে শ্রীভগবান প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তাঁর বিবিধ অবতাররূপের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করে দেবতাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবান বামন রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি ভিক্ষার ছলনায় পৃথিবী অধিকার করেন। তারপরে শ্রীভগবান সমগ্র পৃথিবী অদিতির পুত্রগণকে সমর্পণ করেন। ভগবান শ্রীপরশুরাম অগ্নিস্বরূপ শ্রীভৃগুবংশে আবির্ভূত হয়ে হৈহয় বংশ ভস্মীভূত করেন। এইভাবে শ্রীপরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে সকল ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই ভগবানই

শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতাদেবীর স্বামী হয়ে দশানন রাবণকে শ্রীলঙ্কার সমস্ত সৈন্যসমেত নিহত করেন। পৃথিবীর কলুষ হরণকারী শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক। পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, জন্মরহিত শ্রীভগবান যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দেবতাদেরও অসাধ্য কীর্তি সাধন করবেন। নানা মতবাদের অবতারণার মাধ্যমে শ্রীভগবান বুদ্ধরূপে তিনি বৈদিক যজ্ঞকর্তাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে তাদের বিমোহিত করবেন। আর কল্কি অবতাররূপে শ্রীভগবান শূদ্রশ্রেণীর শাসকবর্গকে কলিযুগের অবসানে নিহত করবেন। হে মহাবলশালী মহারাজ, যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম, সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত আবির্ভাব ও লীলা প্রকরণ আছে, যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মহিমা অনন্ত।"

পঞ্চম অধ্যায়

বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ

নিমিরাজ আরও জানতে চাইলেন—"হে প্রিয় যোগেন্দ্রবর্গ, আপনারা সকলেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তাই, যারা জীবনের অধিকাংশ সময়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করেনি এবং যারা তাদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং যারা তাদের আত্মসংযম করতে শেখেনি, তাদের গতি কি হবে, সেই বিষয়ে আমাকে কৃপা করে অবহিত করুন।"

শ্রীচমস মুনি বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে তাঁর মুখ, হাত, উরু এবং পদযুগল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রমুখ বিভিন্ন সামাজিক চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। সেইভাবেই চার প্রকার পারমার্থিক সমাজ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল। চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কোনও মানুষ যদি তাদের সৃষ্টির মূল সত্তাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা-আরাধনা জানাতে ব্যর্থ হয় কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অবমাননা করে, তবে তার স্বীয় মর্যাদার অবস্থান থেকে পতন হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করে। বহু লোক আছেন যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাই শ্রীভগবানের অক্ষয় কীর্তি গাথা উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। সেই ধরনের নারী, শূদ্র এবং অন্যান্য পতিতজনের সর্বদাই আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিদের কৃপা অভিলাষী হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণেরা, রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ বৈদিক দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজত্ব গ্রহণের পরেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে পারলেও, বিভ্রান্ত হয়ে নানা প্রকার জড়জাগতিক দর্শনাদির পন্থা অবলম্বন করতে পারে। ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই ধরনের গর্বোদ্ধত মূর্খলোকেরা বেদসম্ভারের মধুময় বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করে আত্মম্ভরিতা দেখায় এবং দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে চাটুকরী প্রার্থনাদি নিবেদন করে থাকে। রজোগুণের প্রভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের জড়জাগতিক অনুসারীদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা জাগে এবং তারা অত্যন্ত কামপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ সাপের মতো উগ্র হয়। প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী এবং পাপাচারী এই সব মানুষেরা ভগবান শ্রীঅচ্যুতের প্রিয় ভক্তদের পরিহাস করে থাকে। বৈদিক যাগযজ্ঞাদির জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা শ্রীভগবানের উপাসনা বর্জন করে, তার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তাদের স্ত্রীদেরই ভজনা করতে থাকে, এবং তার ফলে তাদের গৃহজীবন

একেবারেই মৈথুনাসক্তিময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের জড়জাগতিক গৃহস্থ পরিবারবর্গ পরস্পরকে একই রকমের অবিন্যস্ত জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি সবই দৈহিক প্রতিপালনের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম মনে করার ফলে, ঐ সব গৃহস্থেরা এমন ধরনের অবৈধ উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য কিংবা দান বিতরণের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। তার পরিবর্তে, তারা নিষ্ঠুরভাবে ছাগ ইত্যাদি নিরীহ পশু হত্যা করে থাকে এবং তাদের সেই ধরনের কাজকর্মের বিষময় প্রতিফলনের কথা কোনওভাবেই বুঝতে পারে না। বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, পারিবারিক আভিজাত্য, শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ, রূপ-সৌন্দর্য, দেহবল এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সফল সার্থক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিথ্যা অহমিকায় খল চরিত্রের মানুষদের বুদ্ধি লোপ পায়। এইরকম বৃথা গর্ববোধের ফলে, খলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করতে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক দেহধারী জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান থাকেন; তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবেও বিরাজ করেন, ঠিক যেমন আকাশ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, কোনও বিশেষ জড় বস্তুর সঙ্গে একেবারে মিশে যায় না। এইভাবেই শ্রীভগবান পরম আরাধ্য এবং সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে তাঁকে বিশদভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে, কিন্তু যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট, তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত ঐ সব গুণাবলী শুনতেই চায় না। তাদের নিজেদের মানসিক কল্পনাপ্রসূত আলোচনার প্রসঙ্গাদি যা অবধারিতভাবেই মৈথুনাচার এবং আমিষাহারের মতো স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংক্রান্ত কথাবার্তা, সেইগুলি নিয়েই তাদের সময়ের অপব্যয় করা তারা পছন্দ করে। এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বদ্ধ জীব সর্বদাই মৈথুন অভ্যাস, আমিষ আহার এবং নেশাভাং বিষয়ে প্রবণতা লাভ করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্রাদিতে কখনই বস্তুত ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ দেওয়া হয় না। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদির দ্বারা পবিত্র বিবাহরীতির মাধ্যমে মৈথুনাচারের সুযোগ, যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে নিবেদিত পশুমাংসের আহারের রীতি, এবং যজ্ঞশেষে শাস্ত্রসম্মত সোমরস পানের রীতি অনুমোদিত হয়েছে, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি কোনও মতেই নিরাসক্ত বৈরাগ্য সাধনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে সহায়করূপে অনুমোদিত হয় না। যে ধর্ম হতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী ধনকে যারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।"

"বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, যখন যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসবাদিতে সুরা নিবেদন করা হয়, তা যজ্ঞের পরে ঘ্রাণের মাধ্যমে আস্বাদন করতে হয়, পান করা হয় না। সেইভাবেই, পশুকে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রাণিহত্যার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ধর্মাচরণের মাধ্যমে মৈথুন জীবনযাপনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সন্তানাদির লাভেরই জন্য এবং দৈহিক সুখতৃপ্তি উপভোগের জন্য অনুমোদিত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, শুদ্ধভাবে পারমার্থিক স্তরেই তাদের জীবনধারা পরিচালনা করাই উচিত। সেই সমস্ত পাপাচারী মানুষ যথার্থ ধর্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নিজেদের সম্পূর্ণ ধার্মিক মনে করে, তাই নির্বিচারে ঐ সব নিরীহ পশু যারা তাদের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের উপর হিংসাত্মক আচরণ করে থাকে। তাদের পরজন্মে, এই সমস্ত পাপাচারী মানুষগুলিকে এই পশুগুলিই আবার হত্যা করে ভক্ষণ করে থাকে। বদ্ধজীবগণ সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনে তাদের নিজেদেরই মৃতদেহবৎ জড় শরীরটির সাথে এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের মহানন্দময় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায়, বদ্ধ জীবগণ অন্য সকল জীব, এমন কি সকল জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। তার ফলে ঈর্ষাবশে সকলকে মনোকষ্ট দেওয়ার ফলে, বদ্ধজীবগণ ক্রমশই নরকে অধঃপতিত হতে থাকে।"

"যারা পরম তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়নি, অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করেছে, তারা সাধারণত ধর্ম, অর্থ ও কাম নামে অভিহিত পুণ্য পবিত্র

জড়জাগতিক জীবনযাপনের ত্রিবিধ মার্গ অনুসরণ করে থাকে। অন্য কোনও প্রকার উচ্চ পর্যায়ের উদ্দেশ্য সাধনে ভাবনাচিন্তা করবার মতো সময় তারা পায় না বলেই আপনার আত্মার শুদ্ধতা হননকারী জীব হয়ে যায়। আত্মহননকারী জীব কখনই সুখী হয় না, কারণ তারা মনে করে যে, জড়জাগতিক জীবনধারা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই মূলত মানুষের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়। তাই যথার্থ চিন্ময় পারমার্থিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে তারা সর্বদা দুঃখভোগ করতেই থাকে। বিপুল আশা এবং স্বপ্নে তারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিয়তই এই সব কিছুই কালের দুর্দমনীয় পদক্ষেপে ধ্বংস হয়ে যায়। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবান্বিত হয়ে যারা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে, তার পরিণামে তারা বাধ্য হয়ে তাদের ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-প্রেমিকা বলতে যা কিছু বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট সেই সব কিছুই তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাময় প্রদেশে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।"

"নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন, বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বর ভগবান কি কি বর্ণে এবং কোন কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং কি কি নামে ও কি ধরনের বিধিনিয়মাদি সহকারে মানব সমাজে শ্রীভগবান পূজিত হন?"

শ্রীকরভাজন উত্তর দিলেন—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেকযুগে ভগবান শ্রীকেশব নানাবর্ণে, নামে এবং আকারে আবির্ভূত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন। সত্যযুগে ভগবান শ্বেতবর্ণ ও চতুর্ভুজরূপে জটাধারী বল্কলপরিহিত হন। তিনি কৃষ্ণহরিণের চর্ম, পবিত্র উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও ব্রহ্মচারীর কমণ্ডলু বহন করেন। সত্যযুগে মানুষ শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, ঈর্ষাবর্জিত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন এবং সর্ব বিষয়ে সুস্থির থাকে। শুদ্ধ তপস্যা এবং বহিরিন্দ্রিয়াদি ও অন্তরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। শ্রীভগবান সত্যযুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা নামে মহিমান্বিত হন। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্ত দেহবর্ণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি থাকে এবং তিনটি বেদশাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণ স্বরূপ তিনটি মেখলা পরিধান করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত ঋক, সাম ও যজুঃ বেদশাস্ত্রগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি রূপে স্রুক্, স্রুব এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ করে থাকেন। ত্রেতাযুগে যে সকল মানুষ ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হয় এবং আন্তরিকভাবে পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়, তারা যে ভগবান শ্রীহরির মাঝে সকল দেবতা অবস্থিত থাকেন, তাঁকেই পূজা করে। তিনটি বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে নির্দেশিত যজ্ঞক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করা হয়ে থাকে। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবানকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে বন্দিত হয়ে থাকেন।"

"দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান পীত বস্ত্র পরিধান করে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ শ্রীবৎস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান। হে রাজন্, পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দ্বাপর যুগের যে সকল মানুষ অবগত হতে অভিলাষী হতেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রমন্ত্রাদি উভয়ের বিধানাদি অনুসরণে পরম ভোক্তার মর্যাদায় ভগবানকে মহারাজের সম্মান জানিয়ে পূজা করে থাকেন।

"হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব, আপনাকে প্রণতি জানাই, এবং আপনার অভিপ্রকাশ-রূপ শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে প্রণতি জানাই। হে শ্রীনারায়ণ ঋষি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পরম পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এবং যথার্থ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, হে সর্বভূতাত্মা, আপনাকে সর্বপ্রকারে নমস্কার জানাই।" হে রাজন, এইভাবে দ্বাপরযুগের মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বন্দনা করতেন। কলিযুগেও মানুষ দিব্য শাস্ত্রাদির বিবিধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। এখন কৃপা করে আমার কাছে এই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

"কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবকগণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ। হে প্রভু, আপনি মহাপুরুষ, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার একমাত্র নিত্য বিষয়রূপে আপনার শ্রীচরণপদ্ম আমি বন্দনা করি। এই চরণ দুখানি জড়জাগতিক জীবনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটায় এবং জীবাত্মার সর্বোচ্চ বাসনা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভিলাষ পূরণ করে। প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল সকল তীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তির সকল তীর্থকেন্দ্র ও সকল মহাপুরুষবর্গের ভক্তিসেবার আশ্রয় প্রদান করে এবং দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মার মতো শক্তিমান দেবতাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। হে প্রভু, আপনি এমনই কৃপাময় যে, যে সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে আপনার কাছে প্রণত হয়, তাদের সকলকেই আপনি সানন্দে সুরক্ষিত রাখেন, এবং আপনার সেবকদের সকল দুঃখদুর্দশা আপনি প্রশমন করে থাকেন। পরিশেষে, হে প্রভু, জন্মমৃত্যুর ভবসাগর পাড়ি দিতে হলে আপনার শ্রীচরণকমলই যথার্থ তরণীস্বরূপ, তাই দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মাও আপনার শ্রীচরণ কমলের আশ্রয় অভিলাষ করে থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনার শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। যে রাজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গ এবং তাঁর সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ করা অতীব কঠিন কাজ এবং দেবতাগণও যা অর্জন করতে আগ্রহী, আপনি সেই সকলই বর্জন করেছেন। ধর্মপথের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আপনি তাই ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী বনগমন করেছেন। একান্ত কৃপাবশে আপনি মায়ামৃগ সম অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণের অনুধাবন করে চলেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছেন। এইভাবেই, হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণপ্রদাতা। বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবান যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের আধারে প্রকাশিত হন, বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন। যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এই কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের জ্ঞানবান মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাই করে থাকেন, যেহেতু এই অধঃপতনের যুগে নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। অবশ্যই, এই জড় জগতের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য বদ্ধ জীবাত্মাদের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সঙ্কীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের পরম শান্তি লাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারার চেয়ে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নেই।"

"হে রাজন, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের মানুষেরা পরমাগ্রহে এই কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করতে চায়, যেহেতু এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের অনেক ভক্ত হবেন। বিভিন্ন স্থানে এই সকল ভক্তগণ আবির্ভূত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতেই অগণিত ভক্ত থাকবেন। হে নরপতি, কলিযুগে যে সকল মানুষ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, অতীব পবিত্র কাবেরী এবং প্রতীচী মহানদীর জল পান করেন, তাঁরা অধিকাংশই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মলহৃদয় ভক্ত হবেন। হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং সকলের আশ্রয়দাতা শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনও দেব-দেবতা, মুনিঋষি, সাধারণ জীব, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানবজাতি কিংবা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছেও কোনওভাবে ঋণী হয়ে থাকেন না। যেহেতু ঐ সমস্ত শ্রেণীর জীবগণই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, তাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদিত মানুষকে আর ঐ সমস্ত মানুষদের পৃথকভাবে সেবা করবার প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে যিনি অন্য সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ভগবানের অতীব প্রিয়জন। তবে, যদি ঐ ধরনের কোনও আত্মসমর্পিত জীব ঘটনাচক্রে কোনও পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে সকলের হৃদয়াসনে বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই সেই ধরনের পাপের কর্মফল হরণ করে নিয়ে থাকেন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"এইভাবে ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান কথা শ্রবণ করে মিথিলার রাজা শ্রীনিমি

বিপুলভাবে প্রীতিলাভ করেন, এবং যজ্ঞের পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজয়ন্তীর ঋষিতুল্য পুত্রদের প্রতি পূজা নিবেদন করলেন। তখন উপস্থিত সকলের চোখের সামনে থেকে সিদ্ধপুরুষগণ অন্তর্হিত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে নিমিরাজ পারমার্থিক জীবনধারার যে সকল নীতি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা নিষ্ঠা সহকারে পালনের মাধ্যমে তিনি জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন। হে পরম ভাগ্যবান শ্রীবসুদেব, আপনি ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক নীতিকথা যা কিছু শুনলেন, তা বিশ্বস্তভাবে কেবল অনুসরণ করুন এবং তা হলেই, জড়জাগতিক সঙ্গ মুক্ত হয়ে আপনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গমন করবেন। অবশ্যই, সমগ্র জগৎ আপনার এবং আপনার পত্নীর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি আপনার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে প্রিয় বসুদেব, আপনাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করার ফলে, আপনি এবং আপনার পত্নী দেবকী অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিপুলভাবে দিব্য প্রেমভাব অভিব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই, আপনারা সকল সময়ে শ্রীভগবানকে দেখেছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন, তাঁর সাথে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন, তাঁর সাথে উপবেশন করছেন এবং তাঁর সাথে আহার ভোজন করছেন। এই শ্রীভগবানের সাথে স্নেহঘন নিবিড় সঙ্গলাভের ফলে নিঃসন্দেহে আপনারা উভয়ে আপনাদের হৃদয়গুলি সম্পূর্ণভাবেই শুদ্ধ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা চলে, আপনারা ইতিমধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছেন। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্ব প্রমুখ শত্রুভাবাপন্ন রাজারা সকল সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতিকূল চিন্তাভাবনা করত। এমনকি যখন তারা শয়নে, উপবেশনে কিংবা অন্য কোনও কাজকর্মে নিয়োজিত থাকত, তখনও শ্রীভগবানের শারীরিক গতিবিধি, তাঁর ক্রীড়া বিনোদন, তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত, এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় ভাববিলাসের প্রতি মন ঈর্ষাভরে আকৃষ্ট এবং মগ্ন হত। এইভাবে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তাদের মন মগ্ন থাকার ফলে, তারা ভগবদ্ধামে দিব্য মুক্তি অর্জন করেছিল। তা হলে যারা অনুকূলভাবে প্রেমময় মানসিকতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাদের মন সকল সময়ে মগ্ন রাখে, সেই সকল অনুরাগী ভক্তজনের কথা আর কী বলার আছে? শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ শিশু মনে করবেন না, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, অব্যয় অচ্যুত, সর্বজনেরই পরমাত্মাস্বরূপ। শ্রীভগবান অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য গোপন রেখে, সাধারণ মানুষের মতোই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিকারী আসুরিক রাজাদের বধ করে ঋষিতুল্য ভক্তদের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। অবশ্য, অসুর এবং ভক্তবৃন্দ উভয়কেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় মুক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবেই, তাঁর দিব্য যশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রসারলাভ করে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এই বর্ণনা শুনে, মহাভাগ্যবান শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক হলেন। এইভাবে তিনি এবং তাঁর মহাভাগ্যবতী স্ত্রী শ্রীমতী দেবকী সমস্ত উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি বর্জন করে তাঁদের হৃদয় শান্ত করলেন। এই পুণ্য পবিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যিনি একাগ্র মনে ধ্যানমগ্ন হন, তিনি ইহজীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং পরম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে থাকেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তখন শ্রীব্রহ্মা তাঁর আপন পুত্রদের নিয়ে দেবতাগণ ও মহান প্রজাপতিদের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সকল জীবের প্রতি শুভপ্রদায়ী দেবাদিদেব শিবও বহু ভূতপ্রেতাদি পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরম শক্তিমান দেবরাজ ইন্দ্র তখন মরুৎগণ, আদিত্যগণ, বসুদেবগণ, অশ্বিনীগণ, অঙ্গিরাদি বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের আশায় দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজ যশ ঘোষণা করলেন। শ্রীভগবানের গৌরবগাথার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কলুষতা হরণ করে থাকে। সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতি সমৃদ্ধিশালী সেই দ্বারকা নগরীতে, দেবতাগণ তাঁদের অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ অবলোকন করলেন। স্বর্গের উদ্যানগুলি থেকে আনা পুষ্পমাল্যাদিতে দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করেন। তারপরে তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, যদুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে বিচিত্র মনোরম বাক্য এবং ভাবসংমিশ্রণের সাহায্যে।"

দেবতাগণ বলতে লাগলেন—"আমাদের প্রিয় ভগবান, কঠোর জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে উন্নত যোগীরা তাঁদের অন্তরে আপনার পাদপদ্মে গভীর ভক্তি নিবেদন সহকারে ধ্যান করে থাকেন। আমরা, দেবতারা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণবায়ু, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণতি জ্ঞাপন করি। হে অজেয় প্রভু, স্বয়ং আপনারই মধ্যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি মায়াশক্তির মাধ্যমে অভাবনীয় রূপে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনি সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিলুপ্ত করে থাকেন। মায়াশক্তির পরম অধিকর্তারূপে সেই জড়া প্রকৃতির গুণাদির পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মাঝে আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে; তবে, কখনই আপনি জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মাদির মাঝে জড়িত হয়ে পড়েন না। বস্তুত, আপনি বিনাবাধায় সদাসর্বদা আপনার নিজ সচ্চিদানন্দ সুখে নিমগ্ন থাকেন এবং তাই হে অতুলনীয় শ্রীভগবান, কোনও প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফলে আপনি কখনই সংক্রমিত হন না। হে পূজনীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ, যাদের চেতনা মায়ার দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তারা কেবলমাত্র সাধারণ পূজা-আরাধনার মাধ্যমেই নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না, কিংবা বেদশাস্ত্রাদি পাঠ-অধ্যয়ন, দানধ্যান, কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং যাগযজ্ঞ করেও তারা শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। হে ভগবান, যে সকল শুদ্ধাত্মাপুরুষ আপনার গুণমহিমায় সুদৃঢ় দিব্য আস্থা পোষণ করতে শিখেছে, তারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান ঋষিবর্গ সদাসর্বদাই তাঁদের ভগবৎ-প্রেমার্দ্র অন্তরে আপনার শ্রীচরণকমলের বন্দনা করে থাকেন। তেমনই, আপনার আত্মসংযমী ভক্তবৃন্দ আপনার সমপর্যায়ের বিভূতি লাভের জন্য স্বর্গের জড়জাগতিক রাজ্য অতিক্রম করে যাওয়ার বাসনায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্নের ত্রিসন্ধায় আপনার শ্রীচরণকমল বন্দনা করে থাকেন। ঐভাবে আপনার চতুর্ভুজ অংশপ্রকাশের রূপের মাধ্যমে আপনার প্রভুত্বের চেতনায় ধ্যানমগ্ন পূজা আরাধনা করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অশুভ বাসনা ভস্মীভূত করে যে জ্বলন্ত অগ্নি, আপনার শ্রীচরণকমল তারই মতো। ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ অনুসারে যজ্ঞের অগ্নিতে যাঁরা আহুতি প্রদানে উদ্যত হন, তাঁরা আপনারই শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন। তেমনই, অপ্রাকৃত যোগাভ্যাসকারীগণও আপনার দিব্য যোগাশক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আশায় আপনার শ্রীচরণপদ্মে ধ্যানমগ্ন হন, এবং অতি উত্তম শুদ্ধ ভক্তগণ

আপনার মায়ার বন্ধন অতিক্রমের অভিলাষে যথাযথভাবে আপনারই শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে থাকেন।"

"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি আমাদের মতো ভৃত্যদের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, আপনার বক্ষে আমরা যে শুষ্কজীর্ণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করেছি, তাই আপনি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী আপনার দিব্য বক্ষোপরি তাঁর অধিষ্ঠান সুরক্ষিত করে রয়েছেন, তাই তিনি নিঃসন্দেহে ঈর্ষাজীর্ণ উপপত্নীর মতোই সেই স্থানে আমাদের নিবেদনের অবস্থান লক্ষ্য করে চাঞ্চল্য বোধ করবেন। তা সত্ত্বেও আপনি এমনই কৃপাময় যে, আপনার নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করছেন এবং আমাদের নৈবেদ্য পুষ্পমাল্য অতীব চমৎকার পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। হে করুণাময় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল যেন নিত্যকাল জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতোই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অশুভ কামনা-বাসনাদি গ্রাস করতে থাকে। হে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান, আপনার শ্রীত্রিবিক্রম অবতাররূপে, আপনি পতাকাদণ্ডের মতো আপনার পাদপদ্ম উত্তোলন করে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিলেন, যাতে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা বিজয়পতাকার মতো সমগ্র ত্রিভুবনের সর্বত্র ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে পারে। আপনার পাদপদ্মের তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা আপনি বলি মহারাজার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। আপনার পাদপদ্ম দৈত্যদানবদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তাদের নরকে প্রেরণ করে, আপনার ভক্তমণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবনধারার সার্থকতা উত্তীর্ণ করে এবং নির্ভয় সৃষ্টি করে। হে ভগবান, আমরা আপনাকে বন্দনার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করে থাকি, সুতরাং আপনার শ্রীচরণকমল যেন আমাদের সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত করে। আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনি জড়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ভোগকারী জীবগণেরও শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা। আপনার শ্রীচরণপদ্ম দিব্য আনন্দ আমাদের উপরে বিতরণ করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত মহান দেবতারা সকলেই জীবসত্তা। আপনার কালের গতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা যেন নাসামধ্যে রজ্জুনিবদ্ধ বলদের মতোই আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মহাকালরূপে, জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও অভিব্যক্ত অবস্থা এবং প্রত্যেক জীবের আচরণ আপনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মহাকালের ত্রিনাভি যুক্ত চক্ররূপে আপনার অনধিগম্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সকল বস্তুর বিনাশ সাধন করে থাকেন এবং তাই আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।"

"হে প্রভু, আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু আপনারই সৃষ্টিশক্তি থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এইভাবে অক্ষয় শক্তির সাহায্যে তিনি জড়া প্রকৃতিকে বীর্যবতী করেন এবং তাতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। তারপরে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সম্মিলিত জড়াপ্রকৃতি ভগবানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণময় আদি অণ্ডকোষ উৎপন্ন করেন, যা থেকে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হতে থাকে। হে ভগবান, আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম স্রষ্টা এবং সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর পরম নিয়ন্তা। আপনি সকল ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার পরম নিয়ন্তা শ্রীহৃষীকেশ। তাই, জড়া সৃষ্টির অভ্যন্তরে অসংখ্য ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের মাঝে আপনার পর্যবেক্ষণের মাঝেও আপনি কখনই কোনও প্রকারেই কলুষিত কিংবা সংশ্লিষ্ট হন না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জীবগণ, যথা যোগীগণ এবং দার্শনিকগণও তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের সময়ে পরিত্যক্ত জাগতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র স্মরণের ফলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। হে ভগবান, আপনি ষোল হাজার অনিন্দ্যসুন্দরী মনোহারী মহিষীদের সঙ্গে বাস করছেন। তাঁদের মনোহারী ভ্রূভঙ্গী, স্মিতহাস্য, অপ্রতিরোধ্য আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের ঐকান্তিক মধুর রস আস্বাদনের আকুলতা জানিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত অনঙ্গবাণের আঘাতে আপনার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকেন। আপনার সম্পর্কিত অমৃতকথার ফল্গুধারা, এবং আপনার শ্রীচরণকমল স্নাত হয়ে উৎসারিত পবিত্র নদীধারাগুলিও, ত্রিভুবনের সকল কলুষতা নাশ করতে পারে। যাঁরা শুদ্ধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন, তাঁরা শ্রবণের মাধ্যমে আপনার গুণমহিমার পুণ্য বর্ণনার সাথে পরিচয় লাভের দ্বারা মানসিক শুদ্ধতা লাভ করেন, তাঁরা আপনার শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত পবিত্র নদীগুলিতে অঙ্গসংবাহনের মাধ্যমে শারীরিক শুচিতা অর্জন করে থাকেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"ব্রহ্মা সহ দেবাদিদেব শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর পরে, ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশমার্গে অবস্থিত হলেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন—হে ভগবান, পূর্বে আমরা আপনাকে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেই অনুরোধ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। হে ভগবান, নিয়ত সত্যসন্ধানী যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের মধ্যে আপনি ধর্মনীতি পুনরুত্থাপন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার মহিমাও আপনি প্রচার করেছেন, এবং তাই এখন সমগ্র জগৎ আপনার বিষয় শ্রবণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারবে। যদুরাজের বংশে অবতরণ করে, আপনার অতুলনীয় দিব্যরূপ আপনি প্রকাশ করেন, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আপনি মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন।"

"হে ভগবান, কলিযুগের যে সকল সাধু সজ্জন ব্যক্তি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপের কথা শোনেন এবং সেই সকল বিষয়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁরা অনায়াসেই কলিযুগের অন্ধকারময় অজ্ঞানতা অতিক্রম করে যান। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, হে আমার প্রভু, আপনি যদুবংশে অবতরণ করেছেন, এবং তাই ঐভাবে আপনার ভক্তকুলের সাথে একশত পঁচিশটি শরৎকাল অতিবাহিত করেছেন। হে ভগবান, এই মুহূর্তে দেবতাদের অনুকূলে আপনার পক্ষে আর কিছুই করবার নেই। আপনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার বংশ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সব কিছুর মূল তত্ত্ব, এবং যদি আপনি তেমন অভিলাষ করেন, কৃপা করে চিদ্‌জগতে আপনার নিজ ধামে এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। সেই সঙ্গে, আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনার বিনম্র সেবকবৃন্দ, এবং আপনার প্রতিভূস্বরূপ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে থাকি। আমাদের প্রহলোকসমূহ এবং অনুগামীদের নিয়ে আমরা নিত্য আপনার সুরক্ষা প্রার্থনা করে থাকি।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, আমি আপনার প্রার্থনা এবং অনুরোধ উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘবের পরে, আপনাদের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই আমি সম্পন্ন করেছি। যে যদুবংশে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম, সেটাই এমনই সকল বিষয়ে, বিশেষত ঐশ্বর্যে, শৌর্যে এবং বীর্যে বিশালাকার ধারণ করেছিল যে, তারা সমগ্র জগৎ আগ্রাসনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। সুতরাং যেভাবে তীরভূমিতে মহাসমুদ্র রুদ্ধ হয়ে থাকে, সেইভাবেই আমি তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছি। যদুবংশের অতিশয় উদ্ধত সদস্যদের সংহত না করে যদি আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতাম, তা হলে তাদের বাহুল্যে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, আমার বংশের বিনাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা, যখন এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখে আমি চলে যাব, তখন আমি আপনার আলয়ে গিয়ে ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি লোকনাথের বক্তব্য শ্রবণের পরে ভগবানের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানালেন। তারপরে সমস্ত দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর, পরমেশ্বর ভগবান পবিত্র দ্বারকা নগরীর মধ্যে বিপুল উপদ্রব সৃষ্টি হতে দেখলেন। তাই ভগবান যদুবংশের সমবেত বয়োবৃদ্ধ অধিবাসীদের বললেন—ব্রাহ্মণদের দ্বারা আমাদের রাজবংশে অভিশপ্ত হয়েছে। এই ধরনের অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য। তাই আমাদের চতুর্দিকেই বিপুল উপদ্রব উপস্থিত হচ্ছে। হে শ্রদ্ধাস্পদ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, যদি আমরা বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকি, তা হলে এই জায়গায় আর আমাদের বাস করা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা প্রভাসতীর্থের মতো পুণ্য পবিত্র ধামে চলে যাই। আর দেরি করা আমাদের উচিত নয়। একদা ব্রহ্মার অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাসক্ষেত্রে অবগাহন স্নানের ফলেই চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপকর্মফল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁর বিভিন্ন রূপলাবণ্য ফিরে পেয়েছিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করে, সেখানে পিতৃপিতামহ এবং দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণ প্রদানে সুখী হয়ে, আরাধ্য ব্রাহ্মণবর্গকে বিবিধ প্রকার উপাদেয় সুরুচিকর খাদ্যসামগ্রী ভোজনে পরিতৃপ্ত করে এবং তাঁদেরই দানধ্যানের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দানসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে, আমরা ঐ ধরনের পুণ্যকর্মের ফলে, সুনিশ্চিতভাবে এই সকল বিপদাপদই অতিক্রম করব, ঠিক যেভাবে যথোপযুক্ত নৌকার সাহায্যে মানুষ মহাসাগর অতিক্রম করে থাকে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লাভ করার পরে, যাদবেরা পুণ্যতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছিল, এবং তাই তাদের রথগুলিতে অশ্ব যোজনা করল। হে প্রিয় রাজন্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন শ্রীউদ্ধব। যাদববর্গের প্রস্থান আসন্ন লক্ষ্য করে, তাদের কাছে ভগবানের নির্দেশাদির কথা শ্রবণ করে এবং অশুভ লক্ষণাদি অনুধাবন করে, তিনি সঙ্গোপনে পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তার শ্রীচরণকমলে নতমস্তকে করজোড়ে প্রণত হয়ে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে বললেন—হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, দেবাদিদেব, কেবলমাত্র আপনার দিব্য মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই যথার্থ ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে থাকে। হে ভগবান, মনে হয় যে, এখন আপনার রাজ্য আপনি সংবরণ করে নেবেন, এবং সেইভাবেই আপনি অবশেষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার লীলাবিস্তার পরিত্যাগ করবেন। আপনি পরম নিয়ন্তা এবং সকল যৌগিক শক্তির অধিপতি। কিন্তু আপনার রাজবংশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবর্গের অভিশাপের প্রতিবিধান করতে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও, আপনি তা করছেন না, এবং তাই আপনার অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে। হে ভগবান কেশব, আমার প্রিয় প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও আমি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করে থাকা সহ্য করতে পারি না। আমি প্রার্থনা করি, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার নিজ ধামে নিয়ে চলুন। হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলাবৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ঐসকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে, অন্য সকল বিষয়ে তাদের বাসনাদি বর্জন করে। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে, কিম্বা যে কোনও কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। আপনি যে সকল পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি তৈল, বস্ত্রাদি, এবং অলঙ্কারাদি ইতিপূর্বে উপভোগ করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলির দ্বারা আমাদের সজ্জিত করে, এবং আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ আহার করে, আমরা আপনার দাসেরা সুনিশ্চিতভাবেই আপনার মায়াশক্তিকে জয় করব। যে সকল দিগম্বর সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক অনুশীলনে কঠোর প্রচেষ্টা করেন, যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের শান্ত এবং নিষ্পাপ, তাঁরা ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকেন। হে যোগীশ্রেষ্ঠ, যদিও আমরা ফলাশ্রয়ী কর্মের পথে বদ্ধজীবের মতোই বিচরণ করছি, তবুও জানি আপনার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুধুমাত্র আপনার লীলাকথা শ্রবণের মাধ্যমেই এই জড় জগতের অন্ধকার আমরা অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। তাই আমরা সর্বদাই আপনার লীলাকথা ও বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ এবং মহিমা প্রচারের মাধ্যমে দিনাতিপাত করে থাকি। আমরা পরমোল্লাসে আপনার প্রেমময় লীলাবিলাস স্মরণ করে থাকি এবং আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে তা আলোচনা করি। হে ভগবান, আপনার সুমধুর লীলা এই জড়জগতেরই সাধারণ মানুষদের কার্যকলাপের মতোই আশ্চর্যভাবে সমান বলে মনে হতে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে শোনার পরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীপুত্র, তাঁর শুদ্ধ সেবক প্রিয় শ্রীউদ্ধবকে একান্তে উত্তর দিতে লাগলেন।"

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, পৃথিবী থেকে যদুবংশ উৎখাত করে বৈকুণ্ঠধামে আমার নিজধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অভিলাষের কথা তুমি যথার্থই ব্যক্ত করেছ। তাই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব এবং অন্য সকল গ্রহমণ্ডলীর অধিপতিরা এখন বৈকুণ্ঠে আমার নিজধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছেন। ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণকালে আমার অংশপ্রকাশ শ্রীবলদেবের সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম, এবং দেবতাদের পক্ষে বিবিধ ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি। এখানে আমার নির্দিষ্ট কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ অবশ্যই নিজেদের মধ্যে কলহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আজ থেকে সপ্তম দিনে সমুদ্রের জল উত্থিত হবে এবং এই দ্বারকা নগরী প্লাবিত হয়ে যাবে। হে সজ্জন উদ্ধব, অদূর ভবিষ্যতে আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করব। তখন, কলিযুগের প্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পৃথিবী সকল প্রকার সৎগুণাবলী বর্জিত স্থান হয়ে উঠবে।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, আমি এই জগৎ পরিত্যাগ করলে তোমার পক্ষে আর এইস্থানে থাকা উচিত হবে না। হে প্রিয় ভক্ত, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু কলিযুগে মানুষ সকল প্রকার পাপকর্মে আসক্ত হবে; অতএব এখানে থেকো না। এখন তোমার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসার আসক্তি বর্জন করা উচিত এবং আমার প্রতি মন সমর্পণ করা প্রয়োজন। এইভাবে তুমি আমার প্রতি নিত্য আবিষ্ট হয়ে তুমি সব কিছু সমদৃষ্টিতে দর্শন করতে থাকবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব, তোমার মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যে জড়জাগতিক বিশ্বপ্রপঞ্চও লক্ষ্য করছ, তা নিতান্তই মায়াময় সৃষ্টি, যাকে মানুষ মায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার জানা উচিত যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে জ্ঞাত সবকিছুই অনিত্য অস্থায়ীমাত্র। যে মানুষের চেতনা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার কাছে সব কিছুর মূল্য এবং ব্যাখ্যা নানাভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। তার ফলে সে জাগতিক ভাল-মন্দের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে এবং সেই প্রকার ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই ধরনের জাগতিক উভয় প্রকার ভাবনাচিন্তার ফলে মানুষ বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা (অকর্ম), নিষিদ্ধ কর্মে আগ্রহ (বিকর্ম) এবং কর্ম (অবশ্য কর্তব্য) সম্পাদনেরও চেষ্টা করে চলে। অতঃপর, তোমার সকল ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সেইভাবে মনকে অবদমিত করে, তুমি সমগ্র পৃথিবীকে তোমার নিজ আত্মার মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে দেখতে পাবে, সেই আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, এবং এই ব্যক্তিরূপ আত্মাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমার মধ্যেও দেখতে পাবে। বৈদিক জ্ঞানের সারতত্ত্ব আহরণ করে এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করে, তারপরে আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং এইভাবে মন সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তখন তুমি সকল দেবতাপ্রমুখ জীবেরই প্রিয়ভাজন হবে, এবং জীবনের কোনও বাধাবিপত্তি তোমার প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। জড়জাগতিক ভাল-মন্দের উর্ধ্বে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, স্বভাবতই সে ধর্মাচরণের অনুশাসনাদি মতো কাজ করে থাকে এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করে। নিষ্পাপ শিশুর মতোই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের কাজ করতে থাকে, এবং জড়জাগতিক ভাল-মন্দের বিচারের মাধ্যমে সে ঐভাবে কাজ করে, তা নয়। যিনি সর্বজীবের প্রতি সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী, যিনি জ্ঞানে এবং আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ়নিশ্চিত, তিনি আমাকে সর্বব্যাপ্ত লক্ষ্য করে থাকেন। তিনি কখনই জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে আর পতিত হন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হলে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানিয়ে বললেন—হে ভগবান, একমাত্র আপনিই যোগচর্চার সুফল প্রদান করেন, এবং আপনিই কৃপা করে আপনার ক্ষমতাবলে যোগ অনুশীলনের সার্থকতা আপনার ভক্তকে অর্পণ করেন। সুতরাং আপনি যোগের মাধ্যমে উপলব্ধ পরমাত্মা, এবং আপনিই সকল যোগ শক্তির উৎস। আমার পরম কল্যাণার্থে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে জড়জাগতিক পৃথিবী পরিত্যাগ করে যাওয়ার পদ্ধতি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন। হে ভগবান, হে পরমাত্মা, যাদের মন ইন্দ্রিয় উপভোগে আসক্ত, এবং বিশেষত যারা আপনার প্রতি ভক্তিভাবশূন্য, তাদের পক্ষে ঐভাবে জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করা অতীব কষ্টসাধ্য। এটাই আমার অভিমত। হে ভগবান, আমি নিজেই অতীব নির্বোধ, কারণ আমার জড়জাগতিক দেহ এবং দেহসম্পর্কিত বিষয়ানুবন্ধে আমি আপনার মায়াবলে মগ্ন হয়ে রয়েছি। তাই, আমি মনে করছি, "এই দেহটি আমি, এবং এই সমস্ত মানুষই আমার আত্মীয় স্বজন।" অতএব, হে ভগবান, আপনার দাসকে কৃপা করে উপদেশ প্রদান করুন। কৃপা করে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন যাতে অনায়াসে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারি। হে ভগবান, আপনি পরমতত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনার ভক্তমণ্ডলীর কাছে আপনাকে প্রকাশিত করে থাকেন। আপনার ভগবত্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে আমি যথাযথ জ্ঞান যথেষ্ট মনে করি না—অন্য কেউ আমাকে যথার্থ জ্ঞান বোঝাতে পারে না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মাঝে তেমন যথার্থ শিক্ষক লক্ষ্য করা যাবে না। বাস্তবিকই, ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাদের সকলেই আপনার মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরাও বদ্ধ জীবের মতো নিজেদের জড়দেহ ধারণ করেন এবং তাঁদের দৈহিক অংশপ্রকাশই সর্বোত্তম বলে মনে করে। সুতরাং, হে ভগবান, জড়জাগতিক জীবনে বিপর্যস্ত হয়ে এবং তার মাঝে দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে, এখন আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যথার্থ প্রভু, আপনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সকল দুঃখকষ্ট থেকে বিবর্জিত বৈকুণ্ঠধামে আপনার চিন্ময় আবাস। বস্তুত, আপনি শ্রীনারায়ণ রূপে সকল জীবের যথার্থ মিত্ররূপে সুবিদিত।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—"সচরাচর যে সব মানুষ দক্ষতার সঙ্গে জড় জগতের যথার্থ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, তারা তুচ্ছ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগময় অশুভ জীবনযাত্রার উর্ধ্বে নিজেদের উন্নীত করে তুলতে সক্ষম হয়। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর চারদিকের জগৎ পর্যবেক্ষণে দক্ষ হলে এবং যথার্থ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে, তাঁর নিজ বুদ্ধিবলে যথাযথ উপকার লাভ করতে পারেন। এইভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষ নিজেই নিজের পারমার্থিক শিক্ষাগুরুরূপে জীবনচর্যায় সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন। মানব জীবনে যাঁরা আত্মসংযমী এবং সাংখ্যযোগে অভিজ্ঞ, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমার সকল শক্তির মাধ্যমে আমাকে দর্শন করতে পারেন। এই জগতে নানা ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে—কোনটি একপদ, অন্যেরা দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ কিংবা বহুপদবিশিষ্ট, আবার আরও অনেকের কোন পা থাকে না—তবে এই সকলের মধ্যে, মানব রূপই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির মাধ্যমে কখনই বিধৃত করা যায় না, তবু মানবজীবন লাভে সৌভাগ্যবান জীবগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে দর্শন করতে এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লক্ষণাদির মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, মুনিঋষিগণ মহাবলশালী যদুরাজ এবং এক অবধূতের কথোপকথন বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেন। একবার মহারাজ যদু এক অতি তরুণ এবং জ্ঞানবান, নির্ভীকভাবে ভ্রমণশীল ব্রাহ্মণ অবধূত সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন। রাজা স্বয়ং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ তরুণের কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।"

শ্রীযদু বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি কোনও প্রকার ব্যবহারিক ধর্মাচরণে নিয়োজিত নন, এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের সব কিছু এবং সব মানুষের সম্পর্কেই আপনি অতি উদার জ্ঞান আহরণ করেছেন। মহাশয়, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন—কেমন করে এমন অসাধারণ বুদ্ধি আপনি লাভ করলেন এবং ঠিক একজন শিশুর মতো সারা পৃথিবীময় স্বচ্ছন্দে

পর্যটন করছেন কেন? সাধারণত মানুষ ধর্মাচরণের জন্য, আর্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনায় কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। আর, তাদের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে আয়ু বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি তথা সেইগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ। অবশ্য, আপনি যদিও কর্মক্ষম, সুশিক্ষিত, সুশ্রী এবং সুবক্তা, তবু আপনি কোনও কাজেই নিয়োজিত নেই, কোনও কিছুই বাসনা করেন না; বরং আপনাকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মাদ বলে মনে হয়, যেন আপনি ভূত পিশাচের মতো প্রাণী ছিলেন। যদিও জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার মহা দাবাগ্নিতে জ্বলছে, তখন আপনি মুক্তভাবে বিচরণ করছেন এবং অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন না। আপনি যেন ঠিক দাবাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানদীর জলে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। হে ব্রাহ্মণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি জড়জাগতিক কোনও প্রকার ভোগ-উপভোগের সম্পর্কশূন্য এবং আপনি নিঃসঙ্গভাবে কোনও সাথী-সহযোগী কিংবা পরিবার-পরিজন বর্জন করেই ভ্রমণ করছেন। তাই, আমরা যেহেতু আকুলভাবে আপনার কাছে অনুসন্ধান করছি, সেই কারণে আপনার মধ্যে যে পরম ভাবোল্লাস আপনি উপভোগ করছেন, কৃপা করে আপনি সেই বিষয়ে তার কারণহেতু বর্ণনা করুন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—"বুদ্ধিমান মহারাজ যদু ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে, নতমস্তকে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, সেই ব্রাহ্মণ বলতে শুরু করলেন—হে প্রিয় মহারাজ, আমার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বহু পারমার্থিক গুরুবর্গের আশ্রয় আমি গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করে, এখন আমি মুক্তভাবে জগতে বিচরণ করছি। আমি যেভাবে সেই সব কথা বর্ণনা করছি, কৃপা করে তা শ্রবণ করুন।"

"হে মহারাজ, আমি চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন—পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন, চাঁদ, সূর্য, পায়রা এবং অজগর সাপ; সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি এবং মধুচোর; হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বারনারী, কুরর পাখি এবং শিশু; এবং বালিকা, তীরন্দাজ, সাপ, মাকড়সা ও ভ্রমর। হে রাজা, তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি। হে মহারাজ যযাতি, হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ, এই সকল গুরুর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, তা আপনাকে বর্ণনা করছি।"

"যখনই কোনও ধীরস্থির ব্যক্তি অন্যান্য জীবের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার বোঝা উচিত যে, আক্রমণকারীরা ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে অসহায়ভাবে কাজ করছে, তাই তার পক্ষে উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি। অন্যের সেবায় নিজের সকল প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মূল উদ্দেশ্যস্বরূপ অন্য সকলের কল্যাণ সাধন করার আদর্শ পর্বতের কাছ থেকেই সাধুপুরুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, বৃক্ষের শিষ্য রূপেও, অন্য সকলেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা তাঁকে শিখতে হবে। কোনও জ্ঞানবান মুনি সরলভাবে জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকেন এবং জড়েন্দ্রিয়-গুলিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তৃপ্তি সুখ পেতে চান না। পরোক্ষভাবে, জড়-জাগতিক শরীরটিকে এমনভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে যথার্থ উচ্চজ্ঞানচর্চা বিপর্যস্ত না হতে পারে এবং মন ও বাক্য কখনই আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটাতে পারে। পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানী এবং আত্মসংযমী ব্যক্তিরও চতুর্দিকে অগণিত ভাল এবং মন্দ জড় বিষয়াদি পরিবেষ্টন করেই থাকে। অবশ্যই, যিনি জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিষয়াদির প্রভাব অতিক্রম করেছেন, তিনি কোনও মতেই জড়বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হন না; বরং তিনি যেন বাতাসের মতোই নির্লিপ্ত হয়ে চলেন। যদিও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা এই জগতে বিভিন্ন জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেগুলির বিবিধ গুণাবলী ও কার্যপদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কখনও তাতে জড়িত হয়ে পড়ে না, ঠিক যেভাবে বাতাস বিবিধ গন্ধ বহন করলেও বস্তুত তাদের সাথে মিশে যায় না। মননশীল মুনিঋষি জড়জাগতিক দেহধারী হলেও নিজেকে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা রূপেই তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। সেইভাবেই, প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা উচিত যে, চিন্ময় আত্মা সচল এবং

নিশ্চল সকল প্রকার জীবরূপের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক আত্মাই এই কারণে সর্বব্যাপী। মুনিঋষির পক্ষে প্রারও উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে আকাশের প্রকৃতির সঙ্গে—যদিও আকাশ সর্বব্যাপী এবং সব কিছুই আকাশের মধ্যে বিরাজ করে আছে, তবু আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা কোনও কিছুর দ্বারা তাকে বিভক্ত করাও সম্ভব হয় না। যদিও প্রচণ্ড বাতাসে মেঘ এবং ঝড় আকাশের প্রান্তে উড়ে যায়, তবু এই সব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আকাশ কখনও ভারাক্রান্ত কিংবা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। তেমনই, চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে বাস্তবিকই পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবিত হয় না। যদিও জীব ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্বারা গঠিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তা প্রভাবিত হয়, তা হলেও তার নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতি বাস্তবিকই কখনও কলুষিত হয় না।"

"হে মহারাজ, কোনও মুনিঋষি ঠিক জলের মতো, কারণ তিনি সকল প্রকার কলুষতামুক্ত, শান্তমধুর প্রকৃতির মানুষ, এবং মিষ্ট বাচনের মাধ্যমে জল প্রবাহের মতো মনোরম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই ধরনের সাধু পুরুষকে দর্শন, স্পর্শ কিংবা শ্রবণের মাধ্যমেই জীব শুদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে পবিত্র জলস্পর্শে মানুষ শুদ্ধতা অর্জন করে থাকে। তাই ঠিক কোনও তীর্থস্থানের মতোই, কোনও সাধুপুরুষ তাঁর সঙ্গে যারই সম্পর্ক লাভ হয়, তাদের সকলকেই পবিত্র করে তোলেন, কারণ তিনি নিয়তই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।"

"সাধুপুরুষেরা তপস্যার মাধ্যমে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁদের চেতনা অবিচল থাকে, কারণ তাঁরা জড়জগতের কিছুই উপভোগের প্রয়াসী হন না। এই ধরনের স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত ঋষিগণ ভাগ্যবলে যতটুকু তাঁদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সেইমাত্র আহার্য গ্রহণ করে থাকেন, এবং যদি ঘটনাক্রমে কলুষিত খাদ্য তাঁদের গ্রহণ করতেও হয় তাঁদের কোনই ক্ষতি হয় না, যেন তাঁরা আগুনের মতোই সমস্ত কলুষিত সামগ্রী দহন করে ফেলেন। সাধু পুরুষ, যেন ঠিক আগুনের মতো, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন আবার কখনও নিজেকে গোপন করে রাখেন। যথার্থ সুখশান্তির অভিলাষী বদ্ধ জীবগণের কল্যাণে, সাধু পুরুষ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পূজনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এবং সেইভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনকারীদের অর্ঘ্য স্বীকার করে তাদের সকল প্রকার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপময় কর্মফল আগুনের মতো ভস্মীভূত করেন। বিভিন্ন আকারের ও প্রকৃতির জ্বালানী কাঠের টুকরোর মধ্যে আগুন যেমন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই সর্বশক্তিমান পরমাত্মাও উত্তম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীবরূপের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নিজ শক্তিবলে, প্রত্যেকের স্ব স্ব পরিচিতি ধারণ করে থাকেন।"

"জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে বিনাশ পর্যন্ত এই জড় জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সবই দেহের বিকার মাত্র আর তা আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। ঠিক যেমন আপাত প্রতীয়মান চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি স্বয়ং চন্দ্রকে কখনই প্রভাবিত করে না। কালের অব্যক্ত গতির দ্বারা এই পরিবর্তন সকল ঘটে থাকে। অগ্নিশিখা প্রতিমুহূর্তে জ্বলে এবং নেভে, তবু এই সৃষ্টির আর বিনাশের কাণ্ড সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই, মহাকালের শক্তিশালী তরঙ্গগুলি নদীর স্রোতের মতোই নিত্য প্রবহমান রয়েছে, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগণিত জড় দেহের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও, আত্মা প্রতিনিয়ত তার অবস্থান মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়ে থাকলেও, কালের গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। ঠিক যেভাবে সূর্য তার প্রচণ্ড জ্যোতিপ্রভায় প্রচুর পরিমাণে জলরাশি বাষ্পীভূত করে নেয় এবং পরে বৃষ্টিধারার আকারে সেই জল পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়, তেমনই ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল প্রকার জড়জাগতিক বিষয়াদির সারমর্ম গ্রহণ করে থাকেন, এবং যথাসময়ে, যথোপযুক্ত মানুষ তাঁর কাছে এসে যখনই সেই সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন তিনি সেই সকল সারবস্তুর আকারে তাকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। এইভাবে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়জাগতিক বিষয়াদি গ্রহণ এবং প্রত্যর্পণের সময়ে তিনি কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হলেও, তা

কখনই বিভক্ত হয় না কিংবা প্রতিবিম্বের মধ্যে তা মিশে যায় না। যাদের স্থূলবুদ্ধি, তারাই সূর্যকে এইভাবে ধারণা করে থাকে। ঠিক তেমনই, বিভিন্ন জড়দেহের মাধ্যমে আত্মা প্রতিবিম্বিত হলেও, আত্মা সর্বদাই অবিভাজ্য এবং জড়সত্তাবিহীন হয়ে থাকে। কোনও কিছু বা কারও জন্য অত্যধিক স্নেহ বা আসক্তি পোষণ করা কারও উচিত নয়, না হলে বুদ্ধিহীন কপোতের মতো অনেক দুঃখ পেতে হয়।"

"একটি কপোত তার কপোতীর সঙ্গে বনে বাস করত। একটি গাছে সে বাসা বেঁধেছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ কপোতীর সঙ্গে সেখানে থাকত। দুই কপোত-কপোতী তাদের গার্হস্থ্য কাজকর্মে খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছিল। মন ও বুদ্ধি দিয়ে তারা পরস্পরকে দৃষ্টি বিনিময়ে, শরীর ও মনের আদানপ্রদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। এইভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। সরল মনে ভবিষ্যতের বিশ্বাস নিয়ে, বনের গাছপালার মাঝে প্রেমময় দম্পতির মতো তারা বিশ্রাম, আহার-বিহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, খেলাধুলা এবং সব কিছু করত। হে মহারাজ, কপোতী যখনই কোনও কিছু বাসনা করত, তখন অনুকম্পার মাধ্যমে কপোতকে সন্তুষ্ট করার ফলে, বহু কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও সব কিছুই কপোত তাকে এনে দিত। তার ফলে, কপোতীর সংসর্গে কপোত তার ইন্দ্রিয়াদি সংযম করতে পারত না। তারপরে কপোতী তার প্রথম শাবক সম্ভাবনা অর্জন করল। যখন সময় হল, তখন সাধ্বী স্ত্রীর মতোই কতকগুলি ডিম তার পতির উপস্থিতিতে বাসার মধ্যে প্রসব করেছিল। যথাসময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির মাধ্যমে সেই ডিমগুলি থেকে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পালক সমেত কপোত শাবকেরা জন্মলাভ করল। দুই কপোত-কপোতী তাদের শাবকদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কলরব শুনে আনন্দলাভ করত। তাই ভালবাসার মাধ্যমে তাদের নবজাত ছোট পাখিগুলিকে নিয়ে বড় করে তুলতে লাগল। কপোত-কপোতী পিতামাতা তাদের শাবকদের কোমল ডানাগুলি দেখে, তাদের কলরব শুনে, বাসার মধ্যে চারদিকে তাদের সুন্দরভাবে সরল অঙ্গভঙ্গী আর লাফিয়ে উঠে উড়ে চলার চেষ্টা লক্ষ্য করে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শাবকদের প্রফুল্ল দেখে পিতামাতাও প্রফুল্লচিত্ত হল। মূর্খ পাখিগুলি তাদের অন্তরের স্নেহবন্ধনে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তিবলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের প্রজাতি স্বরূপ নবজাত শাবকগুলিকে সযত্নে পালন-পোষণ করতে লাগল। একদিন কপোত-দম্পতি শাবকদের আহার-অন্বেষণে দুজনে মিলে বেরিয়েছিল। তাদের শাবকদের ভালভাবে আহার জোগানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের সর্বত্র বিচরণ করছিল। সেই সময়ে বনের মধ্যে বিচরণশীল কোনও এক শিকারী সেই কপোত শাবকগুলিকে তাদের বাসার কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখল। তার জাল ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সকলকে সে ধরে নিয়েছিল। কপোত এবং তার কপোতী তাদের বাচ্চাদের পালন পোষণের জন্য নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। যথাযথ খাদ্যাদি পেলে, তারা তখন তাদের বাসায় ফিরে আসত। যখন কপোতী শিকারী জালের মধ্যে তার নিজ শাবকদের বন্দী অবস্থায় দেখতে পেল, তখন সে দুঃখে কাতর হয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল, এবং শাবকরাও চিৎকার করতে লাগল। কপোতী নিয়তই গভীর জাগতিক মায়াময় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইত, এবং তাই তার মন ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হল। ভগবানের মায়াবলে আবদ্ধ হয়ে, সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তার অসহায় শাবকদের দিকে উড়ে গেল আর অচিরেই শিকারীর জালে সেও আবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রাণাধিক প্রিয় শাবকদের সঙ্গে প্রিয়তমা কপোতীকে শিকারীর জালে মরণাপন্ন হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে, হতভাগ্য কপোত দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপ করতে থাকল।"

কপোত বলল—"হায়, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি অবশ্যই মহামূর্খ, কারণ আমি যথার্থ পুণ্যকর্ম পালন করি নি। আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতেও পারিনি এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতেও পারলাম না। আমার জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং কাম চরিতার্থের ভিত্তিস্বরূপ গার্হস্থ্য পরিবারই আমার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। আমার স্ত্রী এবং আমি আদর্শ যুগল ছিলাম। সে সদাসর্বদা আমাকে মান্য করে চলত এবং বাস্তবিকই আমাকে তার আরাধ্য দেবতার মতোই মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এখন, তার শাবকদের হারিয়ে এবং তার বাসা খালি হয়ে যেতে দেখে, আমাকে সে ফেলে গেল এবং আমাদের সাধুসম শাবকদের নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। শূন্য বাসায় আমি এখন দীনহীনের মতো রয়েছি। আমার কপোতী মারা গেছে; আমার শাবকেরা মৃত। তবে আমি জীবন ধারণ করে থাকতে চাইব কেন? আমাদের পরিবারবর্গের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার হৃদয় এমনই বেদনাময় হয়েছে যে, জীবনটাই নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। জালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় করুণভাবে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংগ্রামরত হতভাগ্য শাবকদের হতাশভাবে লক্ষ্য করে পিতা কপোতের মন উদাস হয়ে গেল, এবং তাই সে নিজেও শিকারীর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিষ্ঠুর শিকারী সেই কপোত-কর্তা, তার কপোতী-স্ত্রী এবং সব কয়টি শাবককে বন্দী করে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেতে, তার গৃহ অভিমুখে যাত্রা করল। এইভাবেই, গার্হস্থ্য জীবনে যে অত্যধিক আসক্ত হয়, অন্তরে সে অসন্তোষ বোধ করতে থাকে। পায়রার মতোই, তুচ্ছ মৈথুন সুখের আকর্ষণে সে আনন্দতৃপ্তির অন্বেষণ করে। অতি সঞ্চয়ী মানুষ তার নিজ আত্মীয়পরিজনদের প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকার ফলে, তার সকল পরিবারবর্গকে নিয়েই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতেই থাকে। মানব জন্ম যে লাভ করেছে, তার জন্য মুক্তির সকল দ্বার অবারিত মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মূর্খ পাখির মতো যদি কোনও মানুষ শুধুমাত্র তার গার্হস্থ্য জীবনেই আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে মনে করতে হবে যে, কেবলই পদস্খলিত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই এক অতি উচ্চস্থানে সে আরোহণ করেছে।"

অষ্টম অধ্যায়

পিঙ্গলা কাহিনী

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—"হে মহারাজ, দেহধারী জীব মাত্রই স্বর্গে বা নরকে আপনা হতেই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তেমনই, কেউ না চাইলেও, সুখের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এই ধরনের জাগতিক সুখ লাভের কোনও প্রচেষ্টাই করে না। অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, জড়জাগতিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং অনায়াসে যতটুকু গ্রাসাচ্ছাদন লব্ধ হয়, তা গ্রহণ করা উচিত, সেই খাদ্য সুস্বাদু বা বিস্বাদ যাই হোক, কম কিংবা বেশি যেমনই হোক। কখনও যদি আহার নাও জোটে, তা হলে সাধু পুরুষ কোনও চেষ্টা না করেই বহুদিন অনাহারে থাকেন। তাঁর বোঝা উচিত যে, ভগবানেরই ব্যবস্থা ক্রমে তাঁকে অবশ্যই উপবাস করতে হবে। তাই অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে তাঁর পক্ষে শান্ত হয়ে থাকাই উচিত। সাধুর পক্ষে শান্ত এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মে রহিত হয়ে থাকা উচিত, তার শরীর অত্যধিক প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের ক্ষমতা থাকলেও, জড়জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধুর কখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বদাই যথার্থভাবে নিজ পারমার্থিক স্বার্থে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।"

"ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর বাহ্যিক আচরণে সুখী এবং সন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তবে অন্তরে তিনি বিশেষ গভীর ভাবসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল হন। যেহেতু তাঁর জ্ঞান অপরিমেয় এবং অনন্ত, তাই তিনি কখনই বিচলিত হন না, এবং সকল বিষয়ে তিনি অতলান্ত এবং অকূল সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মতোই ধীর স্থির হয়ে থাকেন। বর্ষাকালে উচ্ছ্বসিত নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে

থাকে, এবং গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায় নদীগুলির জলধারা অত্যন্ত হ্রাস পায়; তা সত্ত্বেও বর্ষাকালে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে না কিংবা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে যায় না। সেইভাবেই, শুদ্ধসাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে পরম লক্ষ্য রূপে স্বীকার করেছেন বলেই কখনও ভগবৎ কৃপায় বিপুল জড়জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, এবং কখনও জাগতিক সম্পদশূন্য হয়ে যেতেও পারেন। তবে এই ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কখনই ঐশ্বর্যবান হলেও উৎফুল্ল হন না, তেমনই দারিদ্রপীড়িত হলেও বিমর্ষ হন না।"

"যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পরমেশ্বর ভগবানের মায়াবলে সৃষ্ট নারীরূপ দেখামাত্রই তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ বোধ করে। অবশ্যই যখন নারী মনোলোভা কথা বলে, ছলনাময়ী হাসি হাসে এবং তার কামোদ্দীপক শরীর সঞ্চালন করে, তখনই তার মন প্রলুব্ধ হয়, এবং অগ্নিশিখার দিকে অন্ধভাবে পতঙ্গ যেমন উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়, সেই ভাবেই সেই মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে অন্ধের মতোই পতিত হয়।"

"যে কোনও অবিবেচক নির্বোধ মানুষ স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং অন্যান্য প্রসাধনে মনোরমভাবে সুসজ্জিতা কোনও লাস্যময়ী রমণীকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত বোধ করে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আগ্রহ নিয়ে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষ সমস্ত বুদ্ধি হারায় এবং জ্বলন্ত অগ্নি অভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়। শরীর এবং আত্মা সজীব রাখার উদ্দেশ্যে যৎ সামান্য আহার গ্রহণ করাই সাধুদের কর্তব্য। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে যৎসামান্য আহার্য সংগ্রহ করাই তাঁর উচিত। এইভাবে মৌমাছির মতো জীবিকা অর্জনের অভ্যাস করা তাঁর কর্তব্য। মৌমাছি যেভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনই সকল ধর্ম শাস্ত্রাদি থেকে সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা উচিত। সাধুব্যক্তির চিন্তা করা অনুচিত, 'এই খাদ্য আমি রাত্রে খাওয়ার জন্য রেখে দেব এবং ঐ অন্য খাবারটি আমি আগামী কাল খাওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখব।' পক্ষান্তরে সাধুব্যক্তি কখনই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখবেন না। বরং তাঁর নিজের হাতগুলি কাজে লাগিয়ে তাতেই যতটুকু ধরা যায়, ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাঁর একমাত্র ভাণ্ডার হওয়া উচিত তাঁর উদর, এবং যতটুকু স্বচ্ছন্দে তাঁর উদরে স্থান পেতে পারে, ততটুকুই তাঁর সঞ্চয় করা উচিত। তাই যে লোভী মৌমাছি পরমাগ্রহে কেবলই আরও বেশি মধু সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে থাকে, তাকে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য হবে। কোনও পরিব্রাজক সাধুর পক্ষে দিনের শেষে কিংবা পরের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আহার্য সংগ্রহ করাও অনুচিত। তিনি যদি এই অনুশাসন অমান্য করেন এবং মৌমাছির মতো কেবলই বেশি বেশি সুস্বাদ্য খাদ্য সংগ্রহ করতেই থাকেন, তাহলে সেই সংগ্রহ তথা সঞ্চয়ের ফলে তার জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে।"

"কোনও সাধু সজ্জন মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীরূপের কোনও কাঠের পুতুলেও যেন তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, ঠিক যেভাবে হস্তিনীর শরীর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষার ফলে হস্তি বন্দিদশা বরণ করতে বাধ্য হয়। বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন মানুষ কখনই তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নারীর মনোরম রূপ উপভোগ করতে চেষ্টা করে না। কোনও হস্তি যখন কোনও হস্তিনীকে উপভোগ করতে চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য যে সকল হস্তি সেই হস্তিনীকেই সঙ্গিনী রূপে পেতে চায়, তারা যে কোনও মুহূর্তে হাতিটিকে হত্যা করতে পারে। তেমনই, কোনও মানুষ যখন নারী সঙ্গ লাভ করতে চায়, তখন সেই নারীর প্রতি আসক্ত অন্যান্য অধিকতর বলবান পুরুষেরা তাকে হত্যা করতেও পারে।"

"লোভী মানুষ বিপুল সংগ্রাম এবং কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে, কিন্তু এই সম্পদ আহরণের জন্য যে মানুষ এত সংগ্রাম করে, সে সব সময়ে তা নিজে ভোগ করতে পারে না কিংবা অন্যকে দান ধ্যান করতেও পারে না। লোভী মানুষ ঠিক মৌমাছিরই মতো যেন বিপুল পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতেই থাকে, তারপরে তা এমন কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, যে নিজে ভোগ করে কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই যত্ন সহকারে মানুষ তার কষ্টার্জিত ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতে কিংবা সঞ্চিত করতে চেষ্টা করুক, তেমনই আরও কিছু চতুর মানুষ তার সন্ধান পেয়ে ঠিক সেগুলি অপহরণ করে নেয়। মৌমাছিদের পরিশ্রমে তৈরি মধু যেমন শিকারী নিয়ে চলে যায়, তেমনই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মতোই সাধু পরিব্রাজকেরাও গৃহমেধী গৃহস্থদের কষ্টার্জিত সম্পদ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করেন।"

"বনবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে জাগতিক আনন্দ বিধানের উপযোগী গান বাজনা শোনা অনুচিত। অবশ্যই সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ সহকারে হরিণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের প্রয়াস করা উচিত, কারণ শিকারীর শিঙার শব্দ শুনে বিভ্রান্ত হয় এবং তাই ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জাগতিক গান, নাচ এবং বাজনার অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে মৃগীমুনির পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গও পালিত পশুর মতো তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন।"

"মাছ যেভাবে তার জিহ্বার আস্বাদনের লোভে ধীবরের বঁড়শিতে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই মূর্খ লোকেও জিহ্বার অতি লোভময় আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে বিনষ্ট হয়। উপবাসের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ অতি শীঘ্র জিহ্বা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে কারণ আহারাদি সংযমের মাধ্যমে ঐ ধরনের মানুষ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে থাকে। যদিও মানুষ তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারে, তবু যতক্ষণ না তার জিহ্বাকে জয় করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা চলে না। অবশ্যই জিহ্বার সংযম করতে যে সক্ষম হয় তখনই বুঝতে হবে সকল ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সংযমী সে হয়েছে।"

"হে রাজপুত্র, পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বারনারী বাস করত। এখন কৃপা করে শুনুন, সেই নারীর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি। একদা সেই বারনারী তার ঘরে গ্রাহককে নিয়ে আসার জন্য রাত্রি কালে তার মনোহারী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই বারনারী খুবই অর্থলোভী ছিল, এবং যখন সে রাত্রিবেলা পথে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন পথ দিয়ে যত মানুষ যেত, তাদের সকলকেই দেখত আর মনে করত, "আহা, এই লোকটার নিশ্চয়ই টাকা আছে। জানি, ঐ লোকটা পয়সা খরচ করতে পারে, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় আমার সঙ্গে থাকলে ওর খুব আনন্দ হবে।" এই ভাবে পথের সব মানুষদের নিয়ে চিন্তা করত। বারনারী পিঙ্গলা গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে বহু লোক তার বাড়ির কাছ দিয়ে আসত যেত। তার একমাত্র জীবিকা ছিল বেশ্যাবৃত্তি, এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে করত, 'এখন যে লোকটা আসছে, ওর নিশ্চয় অনেক টাকা পয়সা আছে...আহা, ও-তো থামল না, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এই যে লোকটা আসছে, এখন সে আমার আদর ভালবাসার ফলে নিশ্চয়ই অনেক টাকাপয়সা দেবে।' এইভাবে বৃথা আশা নিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত, তার কাজ হত না এবং ঘুমানোও হত না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কখনও সে রাস্তার দিকে বেরত আবার কখনো তার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত। এই ভাবেই, ক্রমশ মধ্যরাত এসে পড়ত। রাত্রি গভীর হলে অর্থাকাঙ্ক্ষী বারনারী বিষম হতাশা ভোগ করতে লাগল এবং তার মুখ শুকিয়ে গেল। এইভাবে অর্থের আশায় তার মনে গভীর উৎকণ্ঠা জাগল এবং সেই অবস্থা থেকে তার মনে বিপুল নিরাসক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে তার মনে শান্তি জাগে। সেই বারনারী তার জীবনের জড়জাগতিক দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে বিশেষভাবে নিরাসক্ত বোধ করতে লাগল। বাস্তবিকই, নিরাসক্তি যেন তরবারির মতোই জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন করে দেয়। সেই অবস্থায় বারনারী যে গানটি গেয়েছিল আমার কাছে তা শ্রবণ করুন।"

"হে রাজা, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত মানুষ যেমন তার বহু জাগতিক বিষয়াদির মিথ্যা অধিকার বর্জন করতে চায় না, তেমনই, যে মানুষের নিরাসক্তির মনোভাব জাগেনি, সে কখনই জড় দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করতে চায় না।"

বারনারী পিঙ্গলা বলল—"দেখুন, আমি কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে আছি। যেহেতু আমি মন সংযত করতে পারিনি, তাই আমি সামান্য মানুষের কাছ থেকে মূর্খের মতো কামসুখ আশা করে থাকি। আমি এতই নির্বোধ যে, আমার যথার্থ প্রিয় যে পুরুষ আমার অন্তরে নিত্য বিরাজ করছেন, তার সেবায় আমি অবহেলা করেছি। সেই পরম প্রিয় পুরুষ বিশ্বজগতের অধিপতি, যিনি যথার্থ সুখ ও শান্তির প্রদাতা এবং সকল সমৃদ্ধির উৎস। যদিও

তিনি আমার অন্তরে বিরাজ করছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তার পরিবর্তে যে সমস্ত নগণ্য মানুষগুলি কোনও দিনই আমার যথার্থ বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারবে না এবং যারা কেবলই আমাকে অশান্তি, ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ আর বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে, আমি অজ্ঞতার মাধ্যমে তাদেরই সেবা পরিতৃপ্তি প্রদান করেছি। আহা, আমার আত্মাকে আমি কতই না অনর্থক ব্যথা দিয়েছি! কামার্ত লোভী মানুষ যারা করুণার পাত্র, তাদের কাছে আমার শরীর আমি বিক্রি করেছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক বারনারী বৃত্তি অবলম্বন করে, আমি অর্থ এবং মৈথুন সুখ লাভের আশা করেছিলাম। এই জড়জাগতিক দেহটি একটি গৃহের মতো, যার মাঝে আমি বাস করছি। আমার মেরুদণ্ড, হৃদপিঞ্জর, হাত এবং পাগুলি গৃহের কড়ি, বরগা ও থামেরই মতো, এবং মল ও মূত্রে পরিপূর্ণ সমগ্র অবয়বটি চর্ম, চুল ও নখ দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই দেহের নয়টি দ্বার থেকে নিরত দূষিত পদার্থ নিষ্কাষণ হচ্ছে। আমি ছাড়া কোন্ নারী এমনই মূর্খ, যে এই জড় শরীরটিকে এত মূল্য মর্যাদা আরোপ করে, কারণ সে মনে করে যে, এই কলাকৌশল থেকেই আনন্দ ও প্রেমভালবাসা পাওয়া যায়?"

"অবশ্যই এই বিদেহ নগরের মধ্যে আমিই সম্পূর্ণ নির্বোধ। যিনি আমাদের সব কিছু, এমনকি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপটিও প্রদান করেছেন, সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই আমি অবহেলা করেছি, এবং তার পরিবর্তে বহু পুরুষের সঙ্গে ইন্দ্রিয় উপভোগ বাসনা করেছি। পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পূর্ণভাবেই সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, কারণ তিনি প্রত্যেকেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভু। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মূল্য প্রদান করব, এবং এই ভাবে ভগবানকে যেন ক্রয় করে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর মতোই আনন্দ উপভোগ করব। পুরুষেরা নারীদের ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই সকল পুরুষদেরও এবং স্বর্গের দেবতাদেরও শুরু এবং শেষ আছে। তারা সকলেই অস্থায়ী সৃষ্টি, যারা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে। সুতরাং তাদের স্ত্রীদের চিরকাল যথার্থই সুখ শান্তি কজন দিতে পারে?"

"যদি জড় জগতটিকে উপভোগের জন্য আমি দুরন্ত আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আমার হৃদয়ে অনাসক্তি জেগেছে, আর তাতে আমি খুব সুখী হয়েছি। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তা না জানলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে। অনাসক্তি জাগলে মানুষ জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সব ত্যাগ করতে পারে, এবং বিপুল দুঃখ ভোগের পরে মানুষ ক্রমশ হতাশাচ্ছন্ন হয়ে জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। তাই, আমার বিষম দুঃখ ভোগের ফলে, তেমনই নিরাসক্তি আমার হৃদয়ে জেগেছে; তা সত্ত্বেও বাস্তবিকই আমি যদি দুর্ভাগী হতাম, তা হলে কেন কৃপাময় আমাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করালেন? সুতরাং, বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবতী এবং ভগবৎকৃপা লাভ করেছি। কোনও ভাবে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভগবান আমার প্রতি যে মহা কৃপা প্রদর্শন করেছেন, ভক্তি সহকারে তা আমি গ্রহণ করেছি। অতি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের পাপময় সকল ইচ্ছা বর্জনের ফলে আমি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী, এবং ভগবানের কৃপায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। সুতরাং সহজভাবে যা কিছু ঘটে, আমি তার দ্বারাই জীবন ধারণ করে থাকব। শুধুমাত্র ভগবানকে নিয়েই আমি জীবন যাপন করব, কারণ তিনিই সকল প্রেম ভালবাসা এবং সুখ সমৃদ্ধির যথার্থ উৎস। ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে জীবের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সে জড়জাগতিক অন্ধকূপে পতিত হয়। সেই কূপের মধ্যে মহাকাল সর্প তাকে গ্রাস করে থাকে। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে দুর্ভাগা জীবকে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারেন? যখন জীব লক্ষ্য করে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকাল সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তখন সেই উপলব্ধির ফলে, সে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা থেকে নিরাসক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে। সেই পরিস্থিতিতে জীব নিজের ত্রাতা রূপে যোগ্যতা অর্জন করে।"

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—"এইভাবে, পিঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে তার মনস্থির করে নিয়ে, তার প্রেমিকদের

সঙ্গে মৈথুন সুখ উপভোগের সকল প্রকার পাপময় ইচ্ছা ছেদন করেছিল এবং সে যথার্থ সুখময় পরিবেশে বিরাজ করতে পেরেছিল। তখন তার শয্যায় সে উপবেশন করেছিল। জড়জাগতিক বাসনা নিঃসন্দেহে বিপুল দুঃখের কারণ হয়, এবং সেই বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলেই বিপুল সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং পিঙ্গলা তার প্রেমিকদের সঙ্গে সকল প্রকার উপভোগের বাসনা বর্জন করে সুখে নিদ্রা উপভোগ করেছিল।"

নবম অধ্যায়

জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি

সাধু ব্রাহ্মণ বললেন—"প্রত্যেকেই এই জড়জগতের মাঝে কোনও কোনও জিনিসকে তার খুবই প্রিয় বলে মনে করে থাকে, এবং ঐসব জিনিসের প্রতি আসক্তির ফলে, পরিণামে মানুষ দুঃখ পায়। এই বিষয়টি যে বুঝতে পারে, সে জড়জাগতিক সব অধিকারস্বত্ব পরিত্যাগ করে এবং সকল প্রকার আসক্তি বর্জনের ফলে সে অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হয়। একদা এক কাক বড় বড় বাজপাখি শিকার খুঁজে না পেয়ে অন্য একটি দুর্বল বাজপাখির কাছে কিছুমাংস রয়েছে দেখতে পেয়ে, তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন সেই বাজপাখিটি তার জীবন বিপন্ন হয়েছে বুঝে তার মাংসের টুকরোটি বর্জন করেছিল এবং তখন সে যথার্থ সুখ অনুভব করেছিল। গার্হস্থ্য জীবনে, পিতামাতারা সর্বদা তাঁদের গৃহ, সন্তানাদি এবং মান যশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমার কিছুই চিন্তা নেই। কোনও পরিবারের চিন্তা আমার মোটেই নেই, এবং আমি মান সম্মানেরও গ্রাহ্য করি না। আমি শুধুমাত্র আত্মার জীবনধারা উপভোগ করে থাকি, এবং চিন্ময় ভাবের স্তরে আমি প্রেমের যথার্থ অভিজ্ঞতা অনুভব করে থাকি। এইভাবেই পৃথিবীতে আমি শিশুর মতো বিচরণ করে থাকি। এই জগতে দু'ধরনের মানুষ সর্বপ্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দে মগ্ন থাকে—যে জড়বুদ্ধি শিশুর মতো নির্বোধ এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যে মনপ্রাণ অর্পণ করেছে।"

"একদা কোনও এক বিবাহযোগ্যা কুমারী বালিকা তার বাড়িতে একা ছিল, কারণ তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা সেইদিন অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন লোক বাড়িতে এসে বিশেষ করে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা জানিয়েছিল। সে সকল প্রকার আতিথ্য সহকারে তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিল। বালিকাটি অন্দরমহলে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল যাতে অনাহুত অতিথিরা কিছু আহার করতে পারেন। সে যখন চাল ঝাড়ছিল, তখন তার হাতের শাঁখা চুড়িগুলি পরস্পর ধাক্কায় খুব শব্দ হচ্ছিল। বালিকাটি আশঙ্কা করেছিল যে, লোকগুলি হয়ত তাদের পরিবারবর্গকে দরিদ্র মনে করতে পারে যেহেতু কন্যাটি চাল ঝাড়বার মতো সামান্য কাজে ব্যস্ত হয়েছে। তাই খুব বুদ্ধিমতী বলেই, লজ্জিতা হয়ে বালিকাটি তার হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুমাত্র প্রত্যেক হাতে দুটি করে শাঁখা রেখে দিল যাতে আর কোনও শব্দ না হয়। অতঃপর, কুমারী ধান কুটতে থাকলে তার উভয় হাতের দুটি করে কঙ্কণের ক্রমাগত ঘর্ষণে শব্দ হতে লাগলো। তাই সে উভয় হাত থেকে একটি করে কঙ্কণ খুলে রাখলে পর উভয় হাতের একটি মাত্র কঙ্কন হতে আর কোন শব্দ উৎপন্ন হল না। হে শত্রুদমনকারী, এই জগৎ প্রকৃতি সম্পর্কে নিত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আমি সারা জগৎ পরিভ্রমণ করে চলেছি, এবং তাই আমি স্বয়ং এই বালিকাটির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করছি। যখন বহু লোক এক জায়গায় বাস

করে, তখন সেখানে নিঃসন্দেহে কলহ-বিবাদ হবে। আর যদি দু'জন মাত্র লোকও একসাথে বাস করে, তা হলে চটুল বাক্যালাপ এবং মতভেদ হবে। অতএব, সংঘাত বর্জনের জন্যই, একাকী বসবাস করা উচিত, যা আমরা তরুণী বালিকার শাঁখার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি।"

"যোগাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে, বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় যোগচর্চার ফলে অনাসক্তির সাহায্যে মন স্থির করতে পারা যায়। এইভাবেই সযত্নে যোগাভ্যাসের একমাত্র লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মন নিবদ্ধ হলে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থির অবস্থা লাভ করার ফলে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কলুষিত বাসনাদি থেকে মন মুক্তিলাভ করে; এইভাবে সত্ত্বগুণের প্রভাব শক্তিশালী হলে তখন রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে, এবং ক্রমশ সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে থাকে। যখন মন জড়াপ্রকৃতির ইন্ধন থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে, তখন তার জড়জাগতিক অস্তিত্বের আগুন নিভে যায়। তখন মানুষ তার ধ্যানের মূল লক্ষ্য স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের দিব্যস্তর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে, যখনই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে আর কোনও ভাবেই অন্তরে কিংবা বাহিরে কিছুমাত্র দ্বৈতভাব বা কোনও দ্বিধা অনুভব করে না। তাই এখানে একজন তীরন্দাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই মানুষটি একটি তীর যথাযথ সোজাভাবে তৈরি করার কাজে এমনই অভিনিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল যে, স্বয়ং রাজাও তার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারেনি।"

"কোনও ঋষিতুল্য মানুষ অবশ্যই একাকী দিনযাপন করেন এবং সর্বদাই নির্দিষ্ট বসবাস না রেখেই নিয়ত পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সদাসতর্ক হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ দিনযাপন করেন এবং সকলের অলক্ষ্যে কাজ করে থাকেন। সঙ্গীবিহীন হয়ে ভ্রমণ করেন বলেই, তাকে প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে হয় না। যখন কোনও মানুষ একটা অস্থায়ী অনিত্য জড় দেহের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও একটা সুখী গৃহকোণ তৈরী করতে চায়, তখন তা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখ-দুর্দশারই সৃষ্টি করে। অবশ্য সাপ অন্য কারও তৈরি বাড়িতে ঢুকে সুখেই দিনযাপন করতে থাকে।"

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীনারায়ণ সকল জীবেরই আরাধ্য দেবতা। কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়াই, তাঁর নিজ শক্তি বলে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রলয়কালে তাঁর স্বপ্রকাশরূপ মহাকালের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করেন এবং তিনি স্বয়ং সকল জীবগণসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিজ মধ্যেই আবার বিলীন করেন। এই কারণেই, তাঁরই অনন্ত সত্তা সকল শক্তির উৎস এবং আধার স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা স্বরূপ সূক্ষ্ম প্রধান শক্তি ভগবানের মাঝেই সুরক্ষিত থাকে এবং এইভাবেই তাঁর সত্তা হতে এই শক্তি ভিন্ন সত্তা নয়। প্রলয়পর্বের শেষে ভগবান একমাত্র সত্তা রূপে বিরাজিত থাকেন। যখন পরমেশ্বর ভগবান মহাকালের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশ করেন এবং সত্ত্বগুণাদির মতো তাঁর জড়জাগতিক শক্তিসমূহ পরিচালিত করেন, তখন তিনি প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপ নামে অভিহিত শক্তিরাজির পরম নিয়ন্তা হয়ে থাকেন। তাছাড়া সমস্ত মুক্ত পুরুষ, দেবতাগণ ও সাধারণ জীবাত্মাসহ সকল সত্তারই তিনি পরমারাধ্য লক্ষ্য হয়ে থাকেন। ভগবান সর্ব প্রকার জড়জাগতিক উপাধি থেকে নিত্য বিবর্জিত সত্তা রূপে বিরাজ করেন, এবং চিদানন্দের পূর্ণতা নিয়েই তাঁর সেই সত্তা, যাঁর দর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর দিব্যরূপের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুশীলন করে। এইভাবেই ভগবান 'মুক্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ ভাবার্থ উদ্‌ঘাটিত করে থাকেন।"

"হে অরিন্দম, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্যশক্তিকে মহাকাল রূপে প্রসারিত করেন, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দ্বারা রচিত তাঁর জড়া শক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। মহর্ষিগণের মতানুসারে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের যা ভিত্তি, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা থেকে অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় সূত্র কিংবা মহত্তত্ত্ব। বাস্তবিকই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহত্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে, এবং এর শক্তিবলেই জীব জড়জাগতিক অস্তিত্ব উপভোগ করে থাকে। যেভাবে মাকড়সা তার নিজের মধ্য থেকে তার

মুখ দিয়ে জালের সূতা বিস্তার করে, কিছুকাল তাই নিয়ে খেলা করে এবং অবশেষে তা গ্রাস করে নেয়, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর নিজ সত্তার ভিতর থেকে তাঁর আপন শক্তি বিস্তার করে থাকেন। সেইভাবেই ভগবান মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি নিয়ে সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য বিধানে তার উপযোগ করেন এবং অন্তিমকালে সম্পূর্ণভাবে তা তিনি আপনার মধ্যে প্রত্যাহার করে নেন।"

"যদি প্রেম, ঘৃণা কিংবা ভয়ের বশে কোনও বদ্ধজীব তার মন ও বুদ্ধি সহকারে কোনও বিশেষ শারীরিক অবয়ব ধারণের বাসনায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে যেমন রূপ লাভের জন্য সে অভিনিবিষ্ট হয়েছে, অবশ্যই সেই রূপটি সে অর্জন করে থাকে। হে রাজা, একদা একটি ভ্রমর বলপূর্বক একটি দুর্বল কীটকে তার বাসার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এবং সেখানে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। নিদারুণ ভয়ে দুর্বল কীটটি নিরন্তর তার বন্দীত্বের জন্য ভ্রমরটির কথা গভীর ভাবে চিন্তা করত, এবং তার শরীরটি ত্যাগ না করা সত্ত্বেও, সে ক্রমশ সেই ভ্রমরটির মতোই জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি.। এইভাবে মানুষ যে ভাবধারা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশ সেই রকম জীবনই সে লাভ করে।"

"হে রাজা, এই সকল গুরুবর্গের কাছ থেকে আমি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছি। এখন কৃপা করে শুনুন, আমার নিজ শরীর থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা বর্ণনা করে বোঝাচ্ছি। জড় দেহটিও আমার পারমার্থিক গুরু কারণ এরই মাধ্যমে আমি অনাসক্তি শিক্ষালাভ করে থাকি। সৃষ্টি এবং বিনাশের অধীনস্থ বলেই, এই দেহটি শেষ পর্যন্ত নিয়তই কষ্টভোগ করতে থাকে। তাই, শিক্ষাদীক্ষা লাভের জন্য আমার শরীর নিয়োজিত করা হলেও, আমি সর্বদা স্মরণে রাখি যে, এই দেহটিকে শেষ পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানেই আত্মসাৎ করে নেবে এবং তাই নিরাসক্ত হয়ে, আমি এই জগতে ভ্রমণ করতে থাকি। দেহের প্রতি আসক্ত মানুষ বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যাতে তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, দাস দাসী, বাসগৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং অন্যান্য সব কিছুর মর্যাদা রক্ষা করা যায়। এই সমস্তই সে নিজের শরীরটির প্রীতিসাধনের জন্যই করে থাকে। বৃক্ষ যেভাবে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যতের বৃক্ষটির জন্য বীজ সৃষ্টি করে, তেমনই মৃত্যুমুখী দেহটিও নিজের সঞ্চিত কর্মফলের মাধ্যমে পরজন্মের জড় দেহটির বীজ সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে জড়জাগতিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জড় দেহটি অবসন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে। বহুপত্নী থাকলে মানুষকে তাদের জন্য নিত্য বিব্রত হতে হয়। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হয়, এবং সমস্ত পত্নীরা তাকে বিভিন্ন দিকে নিত্য বিব্রত করতে থাকে, নিজ নিজ স্বার্থে বিবাদে রত হয়। ঠিক সেইভাবেই জড়েন্দ্রিয়গুলিও একই সঙ্গে বদ্ধজীবটিকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করতে থাকে। একদিকে জিহ্বা সুস্বাদু আহারাদির আয়োজনের জন্য তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে; তারপরে তৃষ্ণা তাকে মনের মতো পানীয় গ্রহণের জন্য টেনে নিয়ে যায়। একই সাথে যৌনাঙ্গগুলি তৃপ্তিসুখের জন্য বিব্রত করতে থাকে; আর স্পর্শেন্দ্রিয় পেতে চায় কোমল, ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়বস্তুর সঙ্গলাভ। উদর যতক্ষণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তাকে বিচলিত করতে থাকে, কানগুলি মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রবণের দাবি জানাতে থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুব্ধ হয় স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর সুগন্ধের প্রতি, আর চঞ্চল চোখগুলি লালায়িত হয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য। এইভাবেই ইন্দ্রিয়াদি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সকলেই তৃপ্তিসুখের বাসনায় জীবকে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে যায়।"

"বদ্ধ জীবাত্মা সকলের বসবাসের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন মায়াময় শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। বৃক্ষাদি, সরীসৃপকুল, পশু পাখি, সাপ ইত্যাদি নানা রূপ সৃষ্টি করবার পরেও ভগবান তাঁর অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি মানবজীবন সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে বদ্ধজীব যথার্থ বুদ্ধি অর্জনের ফলে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। বহু বহু জন্ম ও মৃত্যুর পরে কোনও জীব অতি দুর্লভ মানব রূপ লাভ করতে পারে, আর যদিও এই মানব জন্ম অস্থায়ী, তা হলেও এই মানব জন্মের মাধ্যমেই জীব তার জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে

থাকে। তাই যে কোনও স্থিরবুদ্ধি মানুষেরই যথাশীঘ্র সম্ভব উদ্যোগী হয়ে এই অনিত্য অস্থায়ী দেহটির পতন এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনের জন্য দ্রুত চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিকই, অতি জঘন্য জীবন গ্রহণেও ইন্দ্রিয় উপভোগের সুযোগ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন একমাত্র মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব হয়। আমার পারমার্থিক গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, নিঃসঙ্গভাবে নিরহঙ্কার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি। পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনও একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"এইভাবে যদুরাজকে বলার পরে, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রণতি ও বন্দনা গ্রহণ করে, প্রীতিলাভ করলেন। তারপরে বিদায় জানিয়ে তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই চলে গেলেন। হে উদ্ধব, অবধূতের কথাগুলি শুনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রপিতামহ ঋষিতুল্য যদুরাজ সকল প্রকার জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন, এবং তাই তাঁর মন পারমার্থিক স্তরে যথাযথভাবে স্থিত হল।"

দশম অধ্যায়

সকাম কর্মের প্রকৃতি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"আমার কাছে পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে, আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে ভক্তিমূলক সেবায় সযত্নে মনোনিবেশের মাধ্যমে, বর্ণাশ্রম প্রথা নামে অভিহিত সামাজিক ও বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা বর্জন করে মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে। শুদ্ধাত্মা পুরুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, বদ্ধ জীবগণ যেহেতু ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে জীবন উৎসর্গ করে, তাই তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সব কিছুকেই অনর্থক সত্যরূপে স্বীকার করে থাকে, যার ফলে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহু জিনিস দেখতে পারে, কিন্তু ঐসকল সুখকর সব কিছুই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র এবং তাই শেষপর্যন্ত অহেতুক। সেইভাবেই, জীবমাত্রই তার চিন্ময় পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়ে থাকে, তার দৃষ্টিতেও বহু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি আসে, কিন্তু ঐসকল অস্থায়ী উপভোগের অগণিত বিষয়বস্তু নিতান্তই ভগবানের মায়াবলে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির কোনই স্থায়ী সত্তা নেই। ঐগুলি নিয়ে যে মানুষ মনঃসংযোগ করে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে অনর্থক তার বুদ্ধি বৃত্তির অপব্যয় করতে থাকে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে আমাকে সুদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে যে স্থান দিতে পেরেছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল কাজকর্ম বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি অনুসারে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করা কর্তব্য। অবশ্য যখন আত্মার পরমতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হয়, তখন তাকে সকাম কর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি আর পালন করবার প্রয়োজন হয় না। জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে আমাকে যে স্বীকার করেছে, তার পক্ষে পাপকর্মাদি পরিহার সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে পালন করা উচিত এবং যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষার মতো সামান্য বিধিনিষেধগুলিও প্রতিপালন

করা প্রয়োজন। অবশেষে, মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হবে, যিনি আমার মতোই সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত, যিনি প্রশান্ত এবং যিনি পারমার্থিক দিব্য চেতনার মাধ্যমে আমা হতে অভিন্ন। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্যকে অবশ্যই মিথ্যা অহমিকামুক্ত হতে হবে এবং কখনই নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বিবেচনা করা চলবে না। তাকে সকল সময়ে কর্মদক্ষ এবং নিরলস হতে হবে আর তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ও সমাজ সকল বিষয়ে মমতাশূন্য ও প্রভুত্ববোধহীন হওয়া প্রয়োজন। তার পারমার্থিক গুরুর প্রতি প্রেমময় সখ্যভাবাপন্ন হতে হবে এবং কখনই বিভ্রান্ত বা বিপথগামী হলে চলবে না। সেবক তথা শিষ্যরূপে তাকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে চলবে না এবং স্বল্পবাক হওয়া প্রয়োজন। জীবনের সকল পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে আপন যথার্থ শুভ স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ এবং সবকিছু থেকেই অনাসক্ত থাকা উচিত।"

"আগুন যেমন দহনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করে, অথচ তা দাহ্য কাঠ থেকে ভিন্ন, তবু কাঠ দহনের মাধ্যমে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে; তেমনই শরীরের মধ্যে যে দর্শক রয়েছে, তা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা এবং তা জড় শরীর থেকে ভিন্ন হলেও চেতনার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। তাই চিন্ময় আত্মা এবং শরীর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন আগুন বিভিন্নভাবে সুপ্ত, উগ্র, ক্ষীণ, উজ্জ্বল এবং আরও নানাভাবে দাহ্য পদার্থের অবস্থাভেদে প্রকাশ পেতে পারে, তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশেষ দৈহিক গুণাবলী ব্যক্ত করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে বিস্তারিত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহগুলি। যখন জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহগুলিকে তার নিজেরই বাস্তব প্রকৃতি সম্মত বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তখনই জড়জাগতিক অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে অবশ্যই এই মায়াময় পরিস্থিতির বিনাশ ঘটানো যেতে পারে। সুতরাং, জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে তার অন্তরে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ পারমার্থিক দিব্য সত্তা উপলব্ধির মাধ্যমে জড় জগতটিকে স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা রূপে ভ্রান্তধারণা ক্রমশ বর্জনের চেষ্টা করা উচিত।"

"পারমার্থিক গুরুদেবকে যজ্ঞাগ্নিতে ব্যবহৃত অরণি কাষ্ঠের আদি কাষ্ঠ স্বরূপ মনে করা উচিত, শিষ্যকে সর্বোপরি জ্বালানী কাষ্ঠ এবং গুরুদেবের উপদেশাবলীকে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তৃতীয় সন্ধিকাষ্ঠ রূপে বিবেচনা করা চলে। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যের কাছে আসে যেন যজ্ঞের উপর নিচে কাষ্ঠের সংঘর্ষজনিত আগুনের মতো, যে আগুন অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ফলে গুরু ও শিষ্য অপার আনন্দ লাভ করেন। সুদক্ষ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকে বিনীতভাবে শ্রবণের মাধ্যমে, সুদক্ষ শিষ্য শুদ্ধ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য থেকে উৎপন্ন জড়জাগতিক মায়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে এই শুদ্ধ জ্ঞান আপনা হতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যেভাবে জ্বালানী কাঠ শেষ হয়ে গেলে আগুনও নিভে যায়।"

"হে উদ্ধব, এইভাবেই তোমার কাছে আমি শুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁরা আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, সকাম কাজকর্মে নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তারা জীবকে তার নিজের কর্ম থেকে উপলব্ধ সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে থাকেন। এই জড়জাগতিক দর্শন অনুসারে, পৃথিবী, সময়, দিব্য শাস্ত্রাদি এবং আত্মা সবই বৈচিত্রময় এবং নিত্যস্থিত সত্তা, যেগুলি অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া, জ্ঞান কখনই একমাত্র বিষয় কিংবা নিত্যস্থিত হতে পারে না, কারণ তা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে; তাই জ্ঞান মাত্রই নিত্য পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়। যদিও তুমি এই ধরনের দার্শনিক মতবাদ স্বীকার কর, হে উদ্ধব, তা হলেও নিত্যকালের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থাকবেই, যেহেতু কালের প্রভাব মতো জড় দেহ অবশ্যই সকল জীবকে স্বীকার করতেই হবে। যদিও সকাম কর্মী অনন্ত সুখের বাসনা করে, তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে,

জড়জাগতিক কর্মীরা প্রায় অসুখী হয়ে থাকে এবং কেবল মাঝে মাঝেই সন্তোষলাভ করে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন স্বতন্ত্র নয় কিংবা পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম। যখন কোনও মানুষ অন্য কারও প্রভুত্বময় নিয়ন্ত্রণে সর্বদা চলতে থাকে, তবে সে কেমন ভাবে তার নিজের সকাম ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কোনও মূল্যবান সুফল আশা করতে পারে? জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সময়ে বুদ্ধিমান মানুষও সুখী হয় না। তেমনই, কখনও এক মহামূর্খও সুখী হয়। জড়জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের দক্ষতার মাধ্যমেই সুখী হয়ে ওঠার ধারণা নিতান্তই মিথ্যা অহমিকার অনর্থক অভিপ্রকাশ মাত্র। যদিও মানুষ জানে কিভাবে সুখ অর্জন করতে হয় এবং দুঃখ পরিহার করতে হয়, তবু তারা জানে না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মৃত্যু কখনই সুখকর নয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষকেই ঠিক যেন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতোই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি থেকে যা সুখতৃপ্তি ভোগ করা যেতে পারে, তা থেকে কতখানি সুখই বা মানুষ পেতে পারে? যে জড়জাগতিক সুখের কথা শোনা যায়, যেমন, স্বর্গলোকে সুখভোগ, তা সবই আমরা যে সকল জড়জাগতিক সুখের পরিচয় পেয়েছি, তারই মতো। সবই ঈর্ষা, দ্বেষ, জরা এবং মৃত্যুর দ্বারা কলুষিত। অতএব তেমনই শস্য আহরণ করাও বৃথা হয়, যদি শস্যের ব্যাধি, কীটের আক্রমণ কিংবা অনাবৃষ্টির মতো বহু সমস্যা থাকে, আর সেই রকমই পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গলোকে যেখানেই হোক, অগণিত বাধাবিপত্তির কারণেই সর্বদাই কোনওখানেই জড়জাগতিক সুখ আহরণের চেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়ে থাকে।"

"যদি কেউ বৈদিক অনুশাসনাদি মতো বিধিবদ্ধ ভাবে যাগযজ্ঞাদি পালন করে, তা হলে পরজন্মে তার স্বর্গসুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন সুফল লাভ সত্ত্বেও, সকাম যাগযজ্ঞাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হলেও, কালের প্রভাবে তা সবই বিলীন হয়ে যায়। এই বিষয়ে শ্রবণ কর। যদি কেউ এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তা হলে স্বর্গলোকে গমন করে, সেখানে, দেবতাদের মতোই, তার যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত স্বর্গসুখ ভোগের সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকে। স্বর্গলোক লাভ করবার পরে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পৃথিবীতে তার পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত সমুজ্জ্বল বিমানে ভ্রমণ করতে থাকে। গন্ধর্বগণের দ্বারা বাদ্য গীতের মাধ্যমে অভ্যর্থিত হয়ে, এবং মনোরম বেশভূষা পরিধান করে, সে স্বর্গের দেবীগণ পরিবৃত হয়ে জীবন সুখ উপভোগ করতে থাকে। যজ্ঞফলের ভোক্তা ঘন্টা মালায় সুশোভিত স্বইচ্ছায় গমনরত বিমানে স্বর্গের নারীগণের সাথে প্রমোদ কাননগুলিতে আহ্লাদিত, বিশ্রামরত এবং মহাসুখে অতিবাহিত করার সময়ে, তারা বিবেচনা করেনা যে, তার পুণ্যফল সে ব্যয় করে ফেলছে এবং অনতিবিলম্বে জড় জগতে সে অধঃপতিত হবে। যজ্ঞকর্তার পুণ্যফল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে সে জীবন উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য যখন পুণ্যফল ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন সে স্বর্গের প্রমোদ কাননগুলি থেকে অধঃপতিত হয়, এবং অনন্ত কালের প্রভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পরিচালিত হতে হয়।"

"যদি কোনও মানুষ পাপময়, ধর্মবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, অসৎসঙ্গ কিংবা ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষমতার জন্য, তাহলে তাকে অবশ্যই জড়জাগতিক কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে হয়। তার ফলে অন্য সকলের প্রতি তার আচরণ হয় অশালীন লোভময় এবং সর্বদাই নারীদেহ সম্ভোগে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। মন কলুষিত হলে মানুষ হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে আর বৈদিক অনুশাসন ব্যতিরেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে। ভূতপ্রেতাদির পূজা করার ফলে, বিভ্রান্ত মানুষ অনুমোদিত কাজকর্মে পটুত্বলাভ করে এবং তার ফলে তার নরকগতি হয়, যেখানে সে তমোগুণান্বিত জড়জাগতিক শরীর লাভ করে। তেমন নিম্নস্তরের শরীর নিয়ে সে দুর্ভাগ্যবশত অশুভ ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে থাকে যার ফলে ভবিষ্যতের অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাই সে আবার একটি অনুরূপ শরীর অর্জন করে। এই ধরনের যেসব কাজকর্মের মাধ্যমে অবধারিতভাবে মৃত্যুর মাঝে ইহজীবনে পর্যবসিত হবে, তার মধ্যে কি ধরনের

সুখের আশা করা সম্ভব হতে পারে? সমস্ত গ্রহলোকে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত, এবং সমস্ত মহান দেবতাগণ যাঁরা এক হাজার যুগকল্পকাল জীবিত থাকেন, তাঁদের মনে আমার মহাকাল সম্পর্কে বিলক্ষণ ভয়ভীতি রয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পরম আয়ুষ্কাল ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর, তিনিও আমাকে ভয় করেন। জড়েন্দ্রিয়গুলি পাপ অথবা পুণ্যময় জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্য ধারায় জড়েন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে থাকে। জড়েন্দ্রিয়গুলি এবং জড়াপ্রকৃতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে জীব সকাম ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ফলের অভিজ্ঞতা ভোগ করতে থাকে। যতক্ষণ জীব মনে করে যে, জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন তাকে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং বিবিধ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করবে। তাই প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনস্থ হয়ে সকাম ক্রিয়াকলাপের উপরেই জীবকে সম্পূর্ণ ভরসা করে চলতে হয়। জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অধীন সকাম কর্ম সম্পাদনে যে বদ্ধজীব নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তার পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপ আমাকে সমীহ করতে থাকবেই, যেহেতু আমিই সকল জীবের সকাম ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করে থাকি। যারা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের বৈচিত্র্যময়তাকে বাস্তবরূপে জ্ঞান করে, জড়জাগতিক জীবনধারা স্বীকার করে নেয়, তারা জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের মাঝে আত্মোৎসর্গ করে থাকে বলেই সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশার মাঝে মগ্ন হতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির জড়গুণাবলীর প্রভাবে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীব আমাকে নানাভাবে বর্ণনা করতে থাকে, কখনও মহাকাল, আত্মা, বেদ, ব্রহ্মাণ্ড, স্বভাব, ধর্মনীতি এবং আরও নানাভাবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবকে ঘিরে থাকে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী এবং এই সকল গুণাবলীর দ্বারা সৃষ্ট কর্মফলের সুখ ও দুঃখ। তাহলে এই জড়জাগতিক আর্বতের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না, তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আরও বলা যেতে পারে যে, জীব যথার্থই দিব্য সত্তা এবং জড় জগতের মাঝে তার করণীয় কিছুই নেই। তবে কেন সে চিরকাল জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে? হে ভগবান অচ্যুত, একই জীবকে কখনও নিত্যবদ্ধ এবং কখনও নিত্যমুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই, জীবের যথার্থ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে ভগবান, দার্শনিক প্রশ্নাদির উত্তর প্রদানে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিত্যমুক্ত জীব এবং নিত্যবদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির লক্ষণগুলি কৃপা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন। তারা কি কি বিভিন্ন উপায়ে জীবন উপভোগ করে, আহার গ্রহণ করে, মল বর্জন করে, শয়ন করে, উপবেশন করে কিংবা বিচরণ করে, তা সবই বর্ণনা করুন?"

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে জীব কখনও বদ্ধ এবং কখনও মুক্ত আখ্যা পায়। বস্তুত, আত্মা কখনই বদ্ধ কিংবা মুক্ত হয় না, এবং জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর মূল কারণস্বরূপ মায়াশক্তির আমিই যেহেতু পরমেশ্বর, তাই আমাকেও কখনই মুক্ত কিংবা বদ্ধ বলে মনে করা চলে না। স্বপ্ন যেমন মানুষের নিতান্ত বুদ্ধি প্রসূত সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে তার কোনই সত্যতা নেই,

তেমনই, জড়জাগতিক শোকদুঃখ, মায়ামোহ, সুখ, বিষাদ এবং মায়ার অধীনে জড়দেহ ধারণও সবই আমার মায়াশক্তিরই সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা চলে, মায়াময় অস্তিত্বের কোনই বাস্তব উপযোগিতা নেই। হে উদ্ধব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই মায়ার সৃষ্টি, তা আমারই শক্তির অভিপ্রকাশ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই অনাদি অনন্ত স্বরূপ এবং দেহধারী জীবগণকে তা নিত্যকাল মুক্তি এবং বন্ধন দশা ভোগ করায়। হে মহাবুদ্ধিমান উদ্ধব, জীব আমারই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, কিন্তু অজ্ঞানতার প্রভাবে তাকে অনাদিকাল যাবৎ জড়জাগতিক বন্ধনদশার কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। অবশ্য জ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করতে পারে।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, এইভাবেই একই জড়দেহের মধ্যে আমরা বিপুল সুখ এবং দুঃখ দুর্দশার মতো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি। তার কারণ এই যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যিনি নিত্যমুক্ত দিব্য সত্তা, আর সেই সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মা উভয়েই দেহের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি তোমার কাছে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদির কথা বলব। ঘটনাক্রমে দুটি পাখি একই গাছে একসঙ্গে বাসা করেছে। দুটি পাখিই বন্ধু আর সমপ্রকৃতি। অবশ্য, তাদের মধ্যে একজন গাছটির ফল খাচ্ছে, অন্যদিকে অন্য পাখিটি যে ফল খাচ্ছে না, সে নিজ শক্তির ফলে উত্তম মর্যাদায় অবস্থান করছে। যে পাখিটি গাছটির ফল ভক্ষণ করে না, সেটি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর আপন মর্যাদা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং ফল ভক্ষণকারী পাখিটির মতো বদ্ধজীবের সত্তাও উপলব্ধি করেন। অপর দিকে ঐ জীব নিজেকে উপলব্ধি করে না কিংবা ভগবানকেও অনুভব করে না। সে অজ্ঞানতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং তাই তাকে নিত্য বদ্ধ বলা হয়ে থাকে, আর পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলেই তিনি নিত্য মুক্ত পুরুষ রূপে বিরাজমান থাকেন। জড় দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ স্বপ্নে দেখা শরীরের সাথে আত্মস্থ হয়ে থাকা বর্জন করতে পারে। অবশ্য, নির্বোধ মানুষ তার জড় দেহটির সাথে একাত্ম না হলেও, তা থেকে অতীত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও, মনে করে সে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে দেখতে পায়। জড়জাগতিক বাসনার কলুষতা থেকে মুক্ত যে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কর্মীরূপে নিজেকে মনে করেন না; বরং সে জানে যে, ঐ ধরনের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শুধুমাত্র জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করছে। প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণামে দেহমধ্যে আবদ্ধ বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে, "আমি সকল কাজের কর্তা।" অহমিকায় বিভ্রান্ত তেমন নির্বোধ মানুষ তাই সকাম ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণাবলীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে।"

"বিদ্বান জ্ঞানবান মানুষ অনাসক্তির অভ্যাসে দৃঢ়চিত্ত হলে তাঁর শরীরটিকে শোয়া, বসা, চলাফেরা, স্নান করা, দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আহার করা, শোনা এবং এই ধরনের সব কাজেই উপযোগ করেন, কিন্তু কখনই সেই ধরনের কাজকর্মে আসক্ত হয়ে পড়েন না। অবশ্য, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকলেও তিনি সেই সকল কাজের বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র তাঁর শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিয়োজিত রাখেন এবং বুদ্ধিহীন মানুষদের মতো সেই সকল কাজের মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়েন না। যদিও আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য সব কিছুরই আশ্রয়স্থল, তা হলেও আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে না। তেমনই, অসংখ্য জলাশয়ের মধ্যে সূর্য প্রতিফলিত হলেও তা জলের মধ্যে মোটেই আসক্ত হয় না, শক্তিশালী বাতাস সর্বত্র বয়ে চলতে থাকলেও অগণিত প্রকার গন্ধের দ্বারা তা বিকৃত হয় না, বা যে সব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইভাবেই আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষও জড়দেহ থেকে এবং চারপাশের জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত থাকেন। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতোই থাকেন। অনাসক্তির দ্বারা সুতীক্ষ্ণ সুদক্ষ দর্শন শক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিন্ন

করেন এবং জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রসারতা থেকে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে থাকেন। যখন কোনও মানুষের কোনও প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা ছাড়াই তার প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কাজ চলতে থাকে, তখন তাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক শরীরাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই ধরনের মানুষ শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও আপাত কারণ ব্যতিরেকেই হিংস্র মানুষ কিংবা পশুর দ্বারা কারও শরীর আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনও সময়ে বা অন্যক্ষেত্রে, অকস্মাৎ মানুষ বিপুল সম্মান কিংবা বন্দনায় ভূষিত হতে পারে। যে মানুষ আক্রান্ত হলেও ক্রুদ্ধ হয় না কিংবা বন্দনা লাভ করলেও উল্লসিত হয় না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ বলা চলে।"

"কোনও মুনিঋষি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং তাই জড়জাগতিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, তাতে বিচলিত হন না। অবশ্য, অন্যেরা ভাল মন্দ কাজ করছে, এবং তারা অযথা ও যথার্থ বাক্যালাপ করছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেও ঋষিতুল্য মানুষ কাউকেই প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না। মুক্ত পুরুষ ঋষিতুল্য মানুষের পক্ষে তাঁর শরীর রক্ষার প্রয়োজনে, জড় জাগতিক ভাল কিংবা মন্দ বিচারের মাধ্যমে কোনও কাজ করা, কথা বলা কিংবা চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত। বরং অবশ্যই তাঁকে সকল প্রকার জড়জাগতিক পরিবেশ থেকে অনাসক্ত থাকতে হবে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসে আনন্দসুখ অনুভবের মাধ্যমে তাঁকে এই ধরনের মুক্ত জীবনধারার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে পরিভ্রমণ করে চলতে হবে, যেন তিনি জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অন্য সকলের কাছে প্রতীয়মান হতে থাকেন। সযত্নে বেদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করে, তা হলে যে গাভী দুগ্ধ দান করে না, তার রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী মানুষের মতোই তার অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে, বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়ন করলে তা শুধুই পণ্ডশ্রম হয়। তা থেকে অন্য কোনও কার্যকরী ফললাভ হয় না।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, যে মানুষ এমন এক গাভীর যত্ন করে, যে দুধ দেয় না, এমন স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, যে অসতী, এবং অন্যের উপরে নির্ভরশীল, অকর্মণ্য সন্তানাদি জন্ম দিয়ে ভরণপোষণ করে কিংবা যথাযোগ্য সেবায় ধনসম্পদ কাজে লাগায় না, তেমন মানুষ অবশ্যই অতি দুর্ভাগা। তেমনই, আমার মাহাত্ম্য বর্জিত বৈদিক জ্ঞানের চর্চা যে করে সেও অতি দুর্ভাগা। হে প্রিয় উদ্ধব, আমার যে সকল ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, সেইগুলির বর্ণনা যে সব শাস্ত্রাদিতে নেই, সেইগুলি বুদ্ধিমান মানুষ কখনই সমর্থন করে না। আমিই তো সমগ্র জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস সাধন করে থাকি। আমার সকল লীলাবতারগণের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। আমার এই সকল ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞানসম্পদের মধ্যে গ্রাহ্য হয়নি, তা নিতান্তই অসার এবং যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। সকল জ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের যে ভ্রান্ত ধারণা মানুষ আত্মার উপরে প্রয়োগ করে, তা বর্জন করা উচিত এবং সেইভাবেই তার জড়জাগতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তখন আমাতে মনোনিবেশ করা উচিত কারণ আমিই সর্বব্যাপ্ত সত্তা। হে প্রিয় উদ্ধব, যদি তুমি সকল প্রকার জড়জাগতিক বিপর্যয় থেকে তোমার মন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে না পার এবং পারমার্থিক চিন্তাভাবনার পর্যায়ে মগ্ন হতে না পার, তা হলে তোমার সকল ক্রিয়াকলাপ আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করো এবং তার ফল ভোগের চেষ্টা করো না।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার লীলাবিলাস ও গুণবৈশিষ্ট্যের বর্ণনা অতীব শুভফলপ্রদ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা পরিশুদ্ধ করে তোলে। ভগবৎতত্ত্বে বিশ্বাসী যে মানুষ সদাসর্বদা সেই সকল অপ্রাকৃত দিব্য লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, মহিমা কীর্তন করে এবং স্মরণ করে থাকে, ও নাটকীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আমার লীলা-বিলাসের জীবন্ত রূপ পরিবেশন করে, আমার আবির্ভাবের সূচনা দিয়ে যে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা হয় এবং যে তার সমস্ত ধর্মবিষয়ক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং বৃত্তিমূলক কাজকর্মের ফল আমারই প্রীতিবিধানে উৎসর্গ করে থাকে, সে অবশ্যই নিত্য তত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমার প্রতি

প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের সামর্থ্য লাভ করে। আমার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করে মানুষ আমার উপাসনায় নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে আমার শুদ্ধভক্তদের দ্বারা অভিব্যক্ত আমার পরম ধামে সে অনায়াসে গমন করে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, কি ধরনের মানুষকে আপনি যথার্থ ভক্তরূপে বিবেচনা করেন, এবং মহান শুদ্ধভক্তগণ হতে পারেন কোন্ ধরনের মানুষ ও কি ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক আচরণ আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে বলে শুদ্ধভক্তগণ বিবেচনা করে থাকেন? হে বৈকুণ্ঠপতি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ, আমি আপনার ভক্ত, এবং প্রেমাসক্ত, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও আমার আশ্রয় নেই। তাই কৃপা করে এই বিষয়ে আমাকে বলুন। হে ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বরূপ আপনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত, এবং আকাশের মতো আপনি কোনও কিছুর সাথে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত হন না। তা সত্ত্বেও, আপনার ভক্তবৃন্দের প্রেমবন্ধনে আবিষ্ট হয়ে, আপনার ভক্তবৃন্দের বাসনামতে বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে উদ্ধব, সাধুব্যক্তি কৃপাময় হন এবং অন্যকে মর্মাহত করেন না। অন্যেরা উগ্রস্বভাব হলেও, তিনি সহনশীল হন এবং সর্বজীবে ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর জীবনের শক্তি ও সামর্থ্য আসে পরম সত্য থেকে; তিনি সকল ঈর্ষা দ্বেষ মুক্ত হন, এবং তাঁর মন সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকে। তাই, তিনি অন্য সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য সময় উপযোগ করেন। জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় তাঁর মন ও বুদ্ধি কখনও বিভ্রান্ত হয় না, এবং তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে পেরেছেন। তাঁর আচরণ সদা শান্ত, প্রীতিপূর্ণ, কখনও কর্কশ হয় না এবং সর্বদা অনুসরণযোগ্য, তিনি লোভবর্জিত হন। তিনি জড়জাগতিক সাধারণ কাজকর্মে কখনও উদ্যোগী হন না, এবং কঠোরভাবে তিনি আহারাদির সংযম করে থাকেন। তাই তিনি সদাসর্বদাই শান্ত এবং ধীরস্থির হয়ে থাকেন। সাধুব্যক্তি চিন্তাশীল হন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এই ধরনের মানুষ সদাসর্বদাই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিশেষ সতর্ক হন এবং কখনও সংকীর্তনমনা হয়ে মনোভাব পরিবর্তন করেন না, কারণ তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের মতোই জটিল পরিস্থিতিতেও সক্রিয় থাকেন। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যুর মতো ষড় দোষে বিচলিত হন না। তিনি মান সম্মানের সকল বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং অন্য সকলকে সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি অন্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তাই কখনও কোন মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন না। বরং, তিনি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হন এবং কৃপাপরায়ণ হন। এই ধরনের সজ্জন মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানী পুরুষ বলেই মনে করা উচিত। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে আমার দ্বারা অনুমোদিত সাধারণ ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে যে সকল সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাস নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি জানেন যে, সেই কর্তব্যকর্মগুলিতে অবহেলা প্রদর্শন করলে মানুষের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য আমার শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে সাধু সজ্জনগণ অবশেষে ঐ সমস্ত সাধারণ ধর্মাচরণগুলি বর্জন করে এবং আমাকেই শুধুমাত্র ভজনা করে থাকে। এইভাবেই সকল জীবকুলের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে গণ্য করা হয়। আমার ভক্তবৃন্দ হয়ত জানতে পারে কিংবা যথার্থভাবে না জানতেও পারে—আমি কি, আমি কে এবং আমি কিভাবে বিরাজ করি, কিন্তু তবু যদি তারা অনন্য প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তখন আমি তাদের ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মনে করে থাকি।"

"হে উদ্ধব, নিম্নরূপ ভক্তি সেবামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তার মিথ্যা অহমিকা ও মর্যাদাবোধ পরিত্যাগ করতে পারে। শ্রীবিগ্রহের আকারে আমার রূপের প্রতি এবং আমার শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর প্রতি দর্শন, স্পর্শন, বন্দন, সেবা এবং গুণকীর্তন ও প্রণিপাতের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, আমার দিব্য গুণাবলী এবং ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন করা, আমার গুণগাথা প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা এবং আমার চিন্তায় নিত্য মগ্ন থাকা উচিত। যা কিছু

অর্জন করা যায়, তা সবই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত এবং নিজেকে আমার নিত্য সেবকরূপে স্বীকার করা কর্তব্য, যাতে আমার উদ্দেশ্যেই নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে। আমার জন্ম ও কর্ম বিষয়ে সদাসর্বদা আলোচনা ও ধ্যান করা এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার লীলা পরিচয়ের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, সেইগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করা উচিত। আমার মন্দিরেও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সাথে সম্মিলিতভাবে আমার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করাও উচিত। উৎসব-অনুষ্ঠান, তীর্থভ্রমণ এবং পূজা নিবেদনাদির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বার্ষিক জনসমাবেশের উদ্‌যাপন করা উচিত। একাদশী তিথি উদ্‌যাপনের মতো ধর্মানুষ্ঠানগুলিও পালন করা প্রয়োজন এবং বৈদিক শাস্ত্রাদি, পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণাদি অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। বিশ্বাস ভরে, এবং প্রেমসহকারে আমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানানো উচিত, এবং আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কিংবা অন্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় মন্দির গঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং পুষ্পকানন, ফলের বাগান ও আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উপযোগী বিশেষ অঞ্চল গঠন করা উচিত। কোনও প্রকার দ্বিচারিতা ব্যতিরেকে, আমার বিনীত সেবকরূপে নিজেকে চিন্তা করতে শেখা উচিত, এবং সেইভাবে আমার গৃহস্বরূপ মন্দির মার্জনায় সহযোগিতা করাও কর্তব্য। প্রথমে সম্মার্জনা ও ধূলি পরিষ্কার করা উচিত এবং তার পরে গোময় ও জল দিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন করা উচিত। মন্দির শুদ্ধ করার পরে, মন্দিরে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা উচিত এবং মণ্ডলচিত্র তথা, আলপনা অঙ্কনের দ্বারা মন্দির শোভিত করা প্রয়োজন। এইভাবেই আমার সেবকরূপে কাজ করা উচিত। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞাপিত করবে না; সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য জনের ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। এই জগতে যা কিছু নিজের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, এবং যা কিছু সবচেয়ে প্রিয়, তা সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত। সেই ধরনের উৎসর্গের ফলেই মানুষ নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ জীবন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।"

"হে সজ্জন উদ্ধব, তুমি জেনে রাখো যে, সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণগণ, গাভীকুল, বৈষ্ণবজন, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জীবাত্মা এবং সকল জীবগণের মাধ্যমে তুমি আমাকে আরাধনা করতে পার। হে প্রিয় উদ্ধব, নির্দিষ্ট বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন সহকারে সূর্যের আলোকের মধ্যে আমার বন্দনা করা উচিত। অগ্নির মধ্যে ঘৃতাহুতি অর্পণের মাধ্যমেও আমাকে পূজা করা যায়, এবং ব্রাহ্মণেরা অনাহূত হলেও অতিথির মতোই তাঁদের শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের মাঝেও আমাকে পূজা করা চলে। গাভীদের তৃণ এবং অন্যান্য শস্যাদি সহ তাদের সন্তুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে উপকরণাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের মাঝেও আমার পূজা অর্চনা করা চলে, এবং বৈষ্ণবদের প্রতি প্রেমময় সখ্যতা জানিয়ে এবং সর্বপ্রকার শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের মান্যতা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বন্দনা করতে পারা যায়। নিষ্ঠাভরে অচঞ্চলভাবে ধ্যান জপের মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার অর্চনা করা চলে, এবং প্রাণ বায়ু সকল উপাদানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে বায়ুর মধ্যেও আমার বন্দনা করা যায়। জলের মাঝেও আমাকে শুধুমাত্র জল এবং ফুল-তুলসী নিবেদনের সাহায্যেও পূজা করা চলে, এবং মাটির মধ্যেও যথোপযুক্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে অর্চনা করতে পারে। খাদ্য সামগ্রী ও ভোগ্য বিষয়াদি অর্পণের মাধ্যমে যে কোনও জীবের মধ্যেও পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে বন্দনা করা যায়, এবং সকল জীবের মধ্যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, তাদের সকলের মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে সকল জীবের মধ্যেই আমার পূজা করা উচিত। এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত অর্চনাকেন্দ্রগুলিতে এবং আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী প্রশান্ত রূপের

ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবেই, একাগ্র মনোযোগে আমার পূজা অর্চনা করা বিধেয়। আমার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ পূজাপার্বণাদি এবং পুণ্যকর্ম সাধন যিনি করেন এবং সেইভাবে অনন্যচিত্তে আমাকে আরাধনা করে থাকেন, তিনি আমার প্রতি অবিচল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ঐভাবে তাঁর সেবার অনন্য গুণাবলীর ফলে আমার সম্পর্কে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেন। হে উদ্ধব, আমিই স্বয়ং সাধুভাবাপন্ন মুক্তাত্মা পুরুষগণের পরম আশ্রয় এবং জীবনের গতি, এবং তাই যদি আমার প্রতি তারা প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হয়, আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে যদি তার অনুশীলন না করা হয়, তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে, জড়জাগতিক জীবনধারার অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভের কোনই যথার্থ পন্থা তার জানা থাকে না। হে প্রিয় উদ্ধব, হে যদুনন্দন, যেহেতু তুমি আমার সেবক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃৎ, তাই এখন আমি তোমাকে অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করব। এই সকল মহা মহারহস্যাদি সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শোনাব।"

❋ ❋ ❋

দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি বিনাশ করা যায়। ঐভাবে শুদ্ধ সঙ্গলাভের মাধ্যমে আমাকে আমার ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাস, জড়াপ্রকৃতির উপাদান সমূহের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের চর্চায় আত্মনিয়োগ, অহিংসাব্রত উদ্‌যাপন এবং দানধ্যানের অন্যান্য সাধারণ নীতিনিয়মাদি উদ্‌যাপন, বেদশাস্ত্রাদি উচ্চারণ, ব্রতাদি উদ্‌যাপন, সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন যাপন, যজ্ঞাদিপালন এবং কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন, ধর্মাচরণ, কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন, দেবতাদের পূজা অর্চনা, গুপ্তমন্ত্রাদি উচ্চারণ, তীর্থস্থান দর্শন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ নিয়মনিষ্ঠাদি বিষয়ক অনুশাসনাদি পালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কেউ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই রজো এবং তমোগুণাশ্রিত বহু জীব আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে থাকে। সেইভাবে, দৈত্যগণ, রাক্ষসেরা, পশুপাখি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্পেরা সিদ্ধগণ, চারণেরা, গুহ্যকেরা এবং বিদ্যাধরগণ, তাছাড়া, বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও আমার পরমধাম লাভ করে থাকে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তাঁদের মতো অন্যেরাও আমার ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, তা ছাড়া বৃষপর্বা, বলি মহারাজ, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, বৃন্দাবনের গোপীগণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণও সেইভাবে উদ্ধার লাভ করেছে। যে সকল মানুষদের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছি, তারা মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্রাদি চর্চা করেনি, তারা মহা মুনিঋষিদেরও আরাধনা করেনি, কিংবা নিষ্ঠাভরে ব্রত সাধনাদিও করেনি। শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা আমাকে লাভ করেছিল।"

"শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপীগণ, গাভীগণ, যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল প্রাণীগণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লতাগুল্মসকল, এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পেরা সকলেই

আমার প্রতি অনন্য প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে তারা অতি সহজে আমাকে লাভ করতে পেরেছিল। যদি কেউ প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে অলৌকিক যোগচর্চা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, দানধ্যান, ব্রতাদি পালন, কৃচ্ছ্র সাধন, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, সকলকে বৈদিক মন্ত্রাবলী শিক্ষাদান, বৈদিক শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় চর্চা, কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলনও করে, তবুও আমাকে লাভ করতে পারে না। গোপীজন প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীরা গভীর প্রেমবন্ধনে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েছিলেন। তাই, যখন আমার পিতৃব্য অক্রূর আমার ভাই বলরাম এবং আমাকে মথুরা নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন বৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে গভীর মনোকষ্ট পেয়েছিলেন এবং অন্য কোনও ভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করতে পারেননি। হে প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণ তাদের পরম প্রিয়তমরূপে আমাকে পেয়ে যে রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিল, সেইগুলি সবই তাদের কাছে ক্ষণার্ধের মতোই মনে হয়েছিল। অবশ্যই, আমার সঙ্গবিহনে গোপিকাগণ ঐ রাত্রিগুলিকেই ব্রহ্মার এক-একটি দিনের মতোই সুদীর্ঘকাল মনে করেছিল। হে উদ্ধব, মহামুনিগণ যেভাবে যোগমগ্ন হয়ে, সমুদ্রে সমস্ত নদীর মিলিত হওয়ার মতো একাকার হয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন, এবং জড়জাগতিক নাম ও রূপাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না, তেমনভাবেই, বৃন্দাবনের গোপিকাগণও তাঁদের মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমার প্রতি এমনই একাত্মভাবে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা এই জগতের সম্পর্কে এমনই নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের শরীরের কথা, কিংবা এই জগতের কথা, কিংবা তাঁদের পরকালের কথাও চিন্তা করতে পারেননি। তাঁদের সমগ্র চেতনা একাত্মভাবেই আমার মাঝে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সমস্ত শতসহস্র গোপীরা আমাকে তাঁদের পরম রমণীয় প্রেমিকরূপে আকাঙ্ক্ষা করার ফলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তবুও আমার সাথে একাগ্রভাবে সঙ্গলাভের মাধ্যমেই গোপিকাগণ আমাকে পরমতত্ত্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। সুতরাং, হে প্রিয় উদ্ধব; বৈদিক মন্ত্রাবলী তথা বৈদিক শাস্ত্রাদির আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি এবং সেগুলির অন্তর্গত নেতিবাচক ও ইতিবাচক অনুশাসনাদি সবই বর্জন কর। যা কিছু শ্রবণযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণ করেছ, সবই পরিত্যাগ কর। শুধুমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সকল বদ্ধ জীবের অন্তরে অবস্থিত আমিই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। সর্বাত্মক ভক্তিভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং আমারই কৃপাবলে সর্ববিষয়ে নির্ভয় লাভ কর।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে সকল যোগেশ্বরের পরমেশ্বর, আপনার বাণী আমি শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমার অন্তরের বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি; তাই আমি এখনও সন্দেহাকুল হয়ে রয়েছি।"

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবকে প্রাণ দেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণবায়ু ও শব্দকম্পন সহকারে অবস্থান করে থাকেন। মনের সাহায্যে প্রত্যেকেরই অন্তরে ভগবানকে তাঁর সূক্ষ্ম রূপে উপলব্ধি করা যায়, যেহেতু দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাদেরও মনের মধ্যে এবং সকলের মনের মধ্যে অবস্থান করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রাদির বিভিন্ন শব্দের মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন স্বরমাত্রায় পরমেশ্বর ভগবান রূপ লাভ করে থাকেন। যখন জ্বালানী কাঠের খণ্ডগুলি প্রবলভাবে ঘর্ষণ করা হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়, এবং একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। একবার অগ্নি প্রজ্বলিত হলেই, তাতে ঘি দিতে হয় এবং তখন আগুন জ্বলে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, বৈদিক শাস্ত্রাদির শব্দতরঙ্গের মাঝে আমি অভিব্যক্ত হয়ে থাকি। কর্মেন্দ্রিয়গুলি—বাক্‌ইন্দ্রিয়, হাত, পা, উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ—এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়াকলাপ—তার সাথে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার স্বরূপ মনের সূক্ষ্ম চেতনার ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ ও ত্রৈগুণ্যের প্রভাব—এই সবকিছুই আমার জড়জাগতিক অভিব্যক্ত রূপ বলে জানতে হবে। যখন বহু বীজ একটি কৃষিক্ষেত্রে বপন করা হয়, তখন ঐ একটি উৎস, মাটি থেকেই অসংখ্য গাছপালা, ঝোপঝাড়, শাক সবজি, এবং কত কিছুর উদ্ভব ঘটে থাকে। সেইভাবেই, পরম

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলকে জীবন প্রদান করেন এবং যিনি নিত্য বিরাজমান, মূলত তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশের আয়ত্তের বাইরে অবস্থান করে থাকেন। কালের প্রভাবে, অবশ্য ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের আধার এবং মহাবিশ্বরূপ পদ্মফুলের উৎস, যার মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিপ্রকাশ হয়েছে তিনি তাঁর জড়জাগতিক শক্তিকে বিভাজিত করেন, এবং তিনি একই সত্তার অধিকারী হলেও অগণিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন। যেভাবে পট্টবস্ত্রখণ্ড দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে টানা-পোড়েন বুননের সাহায্যে তৈরি হয়ে থাকে, তেমনই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থব্যাপী সুপ্রসারিত শক্তির উপরে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে এবং তা সবই তাঁরই মধ্যে বিরাজ করছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই বদ্ধ জীব জড়জাগতিক শরীরাদি ধারণ করে চলছে, এবং এই শরীরগুলি ঠিক যেন বিশাল বৃক্ষাদির মতোই জড়জাগতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে। ঠিক যেভাবে কোনও বৃক্ষ প্রথমে পুষ্পশোভিত হয় এবং পরে ফল সৃষ্টি করে, তেমনই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষস্বরূপ প্রত্যেক জীবের জড়জাগতিক শরীরটিও জড়জাগতিক অস্তিত্বের বিবিধ ফল সৃষ্টি করে থাকে। জড়জাগতিক জীবনধারার এই বৃক্ষটির দুটি বীজ, শত শত শিকড়, তিনটি গুঁড়ি বা কাণ্ড এবং পাঁচটি শাখা আছে। এই বৃক্ষে পাঁচটি সুগন্ধ সৃষ্টি হয় এবং তার এগারটি প্রশাখা আছে এবং দুটি পাখির তৈরি একটি বাসা আছে। বৃক্ষটি তিন ধরনের বল্কলে আবৃত আছে, দুটি ফল প্রদান করে এবং সূর্যালোকের অভিমুখে প্রসারিত হয়ে থাকে। যারা জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগে লোভী এবং গার্হস্থ্য জীবন উপভোগে বৃক্ষটির ফলগুলির একটি ফল আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সন্ন্যাস জীবনে অভ্যস্ত পরমহংসতুল্য মানুষেরা অন্য ফলটির আস্বাদন করে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুবর্গের সহায়তা নিয়ে যে ব্যক্তি এই বৃক্ষটিকে বিভিন্ন রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত একমাত্র পরমতত্ত্বেরই শক্তির অভিপ্রকাশ বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই যথার্থভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদির অর্থ বুঝেছেন। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর একনিষ্ঠ উপাসনার মাধ্যমে এবং ধীরস্থির বুদ্ধির প্রয়োগে, দিব্য জ্ঞানের কুঠার দিয়ে আত্মার সূক্ষ্ম জড় বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপলব্ধির মাধ্যমে, তখন সেই সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত।"

✵ ✵ ✵

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"সত্ত্ব, রজ এবং তম জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণ জড় বুদ্ধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা আত্মার প্রতি নয়। জাগতিক সত্ত্বগুণ বর্ধনের দ্বারা আমরা রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করতে পারি। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে আমরা জড় সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত হতে পারি। জীব যখন দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ধর্মের নিয়মাবলী, যা আমার প্রতি সেবার মাধ্যমে বোঝা যায়, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত আচরণগুলি অনুশীলন করার মাধ্যমে আমরা সত্ত্বগুণ বর্ধন করতে পারি। এইভাবে ধর্মীয় নিয়মাবলীর উন্নতি সাধিত হয়। ধর্মীয় নিয়মাবলী, সত্ত্বগুণের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, রজ ও তমোগুণের প্রভাব বিনাশ করে। যখন রজ এবং তমোগুণ পরাস্ত হয়, তখন তাদের মূল কারণ, অধর্ম, খুব সত্বর বিদূরীত হয়। ধর্মশাস্ত্র, জল, নিজ সন্তানাদির সঙ্গ বা জনসাধারণের সঙ্গ, বিশেষ স্থান, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ এবং শুদ্ধতা লাভের প্রক্রিয়া অনুসারে প্রকৃতির গুণগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। যে দশটি

বিষয় সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলেছি, সেগুলির মধ্যে যে সমস্ত ঋষিরা বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, সাত্ত্বিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশংসা ও অনুমোদন করেছেন, তামসিক বিষয়গুলিকে উপহাস ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং রাজসিক বস্তুগুলিকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান লাভ করে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সৃষ্ট জড়দেহ আর মন দ্বারা মিথ্যা পরিচয় বিদূরিত করতে পারছি ততক্ষণই আমাদের সত্ত্বগুণের সমস্ত কিছু অনুশীলন করতে হবে। সত্ত্বগুণ বর্ধনের ফলে আমরা আপনা থেকেই ধর্মের উপলব্ধি এবং অনুশীলন করতে পারি। এইরূপ অনুশীলনের দ্বারা দিব্যজ্ঞান জাগ্রত হয়। বাঁশবনে বায়ু প্রবাহের ফলে সময় সময় বাঁশগুলি একত্রিত হয়ে ঘষা লাগে। এই ধরনের ঘর্ষণের ফলে দাবাগ্নির সৃষ্টি করে, যা তার উৎস বাঁশবনকেই নস্যাৎ করে। এইভাবে অগ্নি তার কর্মের ফলে আপনা থেকেই প্রশমিত হয়। তেমনই, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহ উৎপন্ন হয়। কেউ যখন তাঁর জড় দেহ ও মনকে জ্ঞান অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁর দেহের উৎস প্রকৃতির গুণের প্রভাবকে এই জ্ঞান বিনাশ করে। এইভাবে আগুনের মতো এই দেহ ও মন তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের উৎসকেই ধ্বংস করে শান্ত হয়।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় কৃষ্ণ, মানুষ সাধারণত জানে, ভৌতিক জীবন ভবিষ্যতে মহা দুঃখ আনয়ন করে, তবুও তারা ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে চায়। হে প্রভু, জ্ঞানী ব্যক্তি কীভাবে কুকুর, গাধা বা শৃগালের মতো আচরণ করতে পারে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, বুদ্ধিহীন মানুষ প্রথমেই অনর্থক নিজেকে দেহ আর মন বলে মনে করে। যখন তার চেতনায় এইরূপ অজ্ঞানতার উদয় হয় তখন মহা দুঃখের কারণ স্বরূপ জাগতিক রজোগুণ মনকে আচ্ছন্ন করে। যদিও স্বভাবত মন সত্ত্বগুণে থাকার কথা। তারপর রজোগুণ দ্বারা কলুষিত মন জাগতিক উন্নতির জন্য বহু পরিকল্পনা করে আর তা পরিবর্তন করতে মগ্ন হয়। এইভাবে প্রতিনিয়ত জড়া প্রকৃতির গুণের কথা চিন্তা করতে করতে মূর্খ মানুষ অসহ্য জাগতিক বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়। যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয় সংযম করে না, সে কাম বাসনার বশীভূত হয় আর প্রবল রজোগুণের তাড়নায় বিমোহিত হয়। এই ধরনের লোকেরা অন্তিম ফল দুঃখময় হবে জেনেও জড় কর্ম করে চলে। রজ ও তমোগুণ দ্বারা বুদ্ধি বিমোহিত হলেও বিদ্বান ব্যক্তির কর্তব্য সাবধানতার সঙ্গে মনকে সংযত করা। প্রকৃতির গুণের কলুষ স্পষ্টরূপে দর্শন করে, তিনি আসক্ত হন না। তাঁকে হতে হবে মনোযোগী ও গম্ভীর আর তিনি কখনও অলস বা বিষণ্ণ হবেন না। জিত শ্বাস ও জিত আসন হয়ে যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মনকে আমাতে প্রবিষ্ট হতে অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিমগ্ন করতে হবে। সনকাদি আমার ভক্তরা যে যোগ পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছে তা হচ্ছে শুধু মাত্র অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে বিরত করে, প্রত্যক্ষ এবং যথোপযুক্ত ভাবে আমাতে নিবিষ্ট করা।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় কেশব, কখন এবং কী রূপে তুমি সনকাদি ভ্রাতৃগণকে যোগ পদ্ধতির বিজ্ঞান উপদেশ করেছিলে? এই সমস্ত বিষয় আমি এখন জানতে আগ্রহী।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—"একদা শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ, তাদের পিতার নিকট যোগ পদ্ধতির পরম গতি বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন করে।"

সনকাদি ঋষিগণ বললেন—"হে প্রভু, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি কামনা রূপে মনের মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুক্তিকামী, যিনি ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রিয়া-কলাপ থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি কীভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আর মনের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা ধ্বংস করবেন? কৃপা করে এ বিষয়ে আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।"

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের দেহ থেকে সরাসরিভাবে উৎপন্ন হয়েছেন এবং যিনি এই জড় জগতের সমস্ত জীবের স্রষ্টা, দেবশ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁর সনকাদি পুত্রগণের প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলেন। তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা তখন শ্রীব্রহ্মার বুদ্ধি প্রভাবিত হয়েছিল, আর এইভাবে তিনি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নির্ণয় করতে

পারেননি। শ্রীব্রহ্মা জানতে চেয়েছিলেন, যে প্রশ্নগুলি তাঁর মনকে বিভ্রান্ত করছে তার উত্তর, তাই তিনি তাঁর মন আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করেন। সেই সময় শ্রীব্রহ্মার নিকট আমি হংসরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলাম। এইভাবে আমাকে দর্শন করে, ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে নিয়ে ঋষিগণ আমার নিকট এসে আমার পাদপদ্ম বন্দনা করে। তারপর তারা সরলভাবে প্রশ্ন করে, "আপনি কে?" প্রিয় উদ্ধব, যোগপদ্ধতির পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে, ঋষিরা আমার কাছে এইভাবে জিজ্ঞাসা করে। ঋষিদের কাছে যা বলেছিলাম, আমি তা ব্যাখ্যা করছি এখন তুমি তা শ্রবণ কর।"

"প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমায় যখন জিজ্ঞাসা করছ আমি কে, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিও জীবাত্মা, আর সর্বোপরি আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—যেহেতু সমস্ত আত্মাই সর্বোপরি পৃথক সত্তা বিহীন—তাহলে তোমাদের প্রশ্ন করা কীভাবে সম্ভব বা যথোপযুক্ত? সর্বোপরি, তোমাদের এবং আমার উভয়েরই প্রকৃত পরিস্থিতি বা বিশ্রাম-স্থল কী? 'আপনি কে?' আমাকে এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে তোমরা যদি জড় দেহটিকে বোঝাও, তাহলে আমি বলব যে, সমস্ত জড় দেহই ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী। তাহলে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল 'এই পাঁচটি আপনারা কে?' তোমরা যদি মনে কর সমস্ত জড় শরীর সর্বোপরি এক, বস্তুতঃ একই উপাদানে গঠিত, তা হলেও তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। কেননা একটি দেহ থেকে অপরটিকে ভিন্ন দেখার কোনও গভীর উদ্দেশ্য থাকে না। এইভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মনে হচ্ছে, তোমাদের কথার কোনও প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। এই জগতে মন, বাক্য, চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূত হয় তা সবই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নেই। তোমরা সকলে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা উপলব্ধি কর। প্রিয় পুত্রগণ, মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রবেশ করার, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহ প্রবেশ করে মনে। কিন্তু আত্মাকে আবৃতকারী জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উভয়ই আমার অংশ আত্মার উপাধিমাত্র। এইভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি আমার থেকে অভিন্ন এবং এইভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি বোঝেন যে, জড় মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, যার কারণ হচ্ছে অবিরত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আর জড়ভোগ্য বস্তুগুলি জড় মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। আমার দিব্য স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি জড় মন এবং এর ভোগ্য বস্তু উভয়কেই ত্যাগ করেন। বুদ্ধির তিনটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এগুলি সংঘটিত হয় জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা। এসবের সাক্ষীরূপে অবস্থানকারী দেহ মধ্যস্থিত জীবাত্মা এই তিনটি অবস্থা থেকে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন স্বভাবের। জড় বুদ্ধির বন্ধনে জীবাত্মা আবদ্ধ, যা তাকে মায়াময় প্রকৃতির গুণে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রাখে। কিন্তু আমি হচ্ছি চেতনার চতুর্থ পর্যায়, যা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরও ঊর্ধ্বে। আমাতে অবস্থিত হলে জীব জড় চেতনার বন্ধন ত্যাগ করতে পারে। তখন, জীব আপনা থেকেই জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু এবং জড় মন পরিত্যাগ করবে। মিথ্যা অহংকার জীবকে আবদ্ধ করে আর সে যা বাসনা করে ঠিক তার বিপরীতটি তাকে উপহার দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রতিনিয়ত জড় জীবন উপভোগের উদ্বেগ পরিত্যাগ করা এবং জড়চেতনার ক্রিয়াকলাপের অতীত ভগবানের চিন্তায় স্থিত হওয়া। জীবের উচিত, আমার নির্দেশ অনুসারে কেবল আমাতে মনোনিবেশ করা। আমার মধ্যে সব কিছু দর্শন না করে, কেউ যদি জীবনের বিভিন্ন মূল্য এবং বিভিন্ন লক্ষ্য দেখতে থাকে, তাহলে, ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে, সে জেগে উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলস্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে যদিও জাগ্রত বলে মনে হয় বাস্তবে সে স্বপ্নই দেখছে। পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্নভাবে রয়েছে বলে যে সমস্ত অবস্থা আমরা ধারণা করি, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং তার পুরস্কার লাভ করা দর্শন করতে পারে, তেমনই ভগবান থেকে ভিন্নভাবে অবস্থানের ধারণা হেতু জীব অযথা সকাম কর্ম করে চলে। সে মনে করে সেগুলি হবে তার ভবিষ্যতের পুরস্কার এবং অন্তিম গতির কারণ। জাগ্রত অবস্থায় জীব তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড় দেহ আর মনের সমস্ত ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিগুলি উপভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় সে মনে

মনে তেমনই অভিজ্ঞতা অনুভব করে। আর স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রায় এই ধরনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বৃত্তিগুলি পরম্পরাক্রমে স্মরণ এবং মনন করলে জীব বুঝতে পারে যে, তার চেতনা তিনটি পর্যায়ে কাজ করলেও সে একই ব্যক্তি, সে চিন্ময়। এইভাবে সে গোস্বামী হতে পারে। ভেবে দেখ, কৃত্রিমভাবে কীভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, আমার মায়া শক্তির প্রভাবে, মনের এই তিনটি পর্যায়, প্রকৃতির গুণ থেকে সৃষ্ট হয়ে, সেগুলি আমাতে রয়েছে। সুনিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব নির্ধারণ করে, তোমরা ধারাল জ্ঞানের তলোয়ার ব্যবহার করে, যৌক্তিক বিচারের মাধ্যমে এবং ঋষিগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ মতো মিথ্যা অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর, কেননা সেটিই হচ্ছে সমস্ত সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। তারপর তোমাদের উচিত হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আমার ভজনা করা। আমাদের দেখা উচিত জড়জগৎটি হচ্ছে মনের মধ্যে উদিত একটি স্পষ্ট মায়া। কেননা জড় বস্তুর অবস্থিতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। এগুলিকে অগ্নিযুক্ত শলাকাকে ঘোরালে যেমন লাল রেখার সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবাত্মা স্বভাবতঃ একটি পর্যায়ে শুদ্ধ চেতনায় থাকে। তবে সে এ জগতে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন অবস্থায় আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির গুণগুলি আত্মার চেতনাকে সাধারণ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্বপ্নবিহীন নিদ্রা রূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে। এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় অনুভূতি বস্তুতঃ মায়া। এদের অবস্থিতি স্বপ্নের মতো। জড়বস্তুর ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাব জেনে মায়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের জড় বাসনা শূন্য হওয়া উচিত। আত্মানন্দ অনুভব করে আমাদের উচিত জড় বার্তালাপ ও ক্রিয়া-কলাপ ত্যাগ করা। যদি জড় জগৎ দর্শন করতেই হয় তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এটি সর্বোপরি বাস্তব নয়, তাই তা ত্যাগ করেছি। আমৃত্যু এইরূপ সর্বদা স্মরণ থাকলে আমরা আর মায়ায় পড়ব না। একজন মদ্যপ যেমন বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত কি না নিজে লক্ষ্য রাখে না। তদ্রূপ যিনি আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লক্ষ্য করেন না তাঁর জড় দেহটি বসে রয়েছে না দাঁড়িয়ে। বাস্তবে ভগবানের ইচ্ছায় দেহ যদি শেষ হয়ে যায় অথবা ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি নতুন দেহ লাভ করেন, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি তা লক্ষ্য করেন না, ঠিক যেমন একজন মদ্যপের বাহ্য আবরণের চেতনা থাকে না তেমনই। পরম নিয়ন্তার অধীনে জড় দেহ কাজ করে সুতরাং যতক্ষণ তার কর্ম শেষ না হয় ততক্ষণই তাকে ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু সহ জীবিত থাকতে হবে। অবশ্য আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি যিনি পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন, এবং যোগের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড় দেহের প্রতি বা তার বিভিন্ন প্রকাশের নিকট পুনরায় আত্মসমর্পণ করবেন না। কেননা তিনি জানেন এটি স্বপ্নে দেখা শরীরের মতো।"

"প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদের নিকট জড় ও চিন্ময় বস্তুর পার্থক্য নিরূপণকারী সাংখ্যযোগ, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ, যার দ্বারা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম। তোমরা বোঝার চেষ্টা কর আমি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, যথার্থ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ জেনে রেখো যে, আমিই হচ্ছি যোগপদ্ধতির, সাংখ্য দর্শনের, ধর্মকর্মের, সত্য ধর্মের, তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি এবং আত্ম সংযমের পরম আশ্রয়। সমস্ত উন্নত দিব্য গুণাবলী যেমন, গুণাতীত, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়তম, পরমাত্মা, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত এবং জড় গুণাবলীর পরিবর্তন থেকেও মুক্ত—এই সমস্তই আমার মধ্যে তাদের আশ্রয় এবং পূজনীয় বস্তু খুঁজে পায়। প্রিয় উদ্ধব, এইভাবে আমার কথায় সনকাদি ঋষিগণের সমস্ত সন্দেহ বিদূরীত হয়েছিল। দিব্য প্রেম ও ভক্তি সহকারে তারা আমার পূজা করে, আমার মহিমা সমন্বিত অনেক সুন্দর সুন্দর স্তব পাঠ করেছিল। এইভাবে সনকাদি মহর্ষিগণ যথাযথভাবে আমার পূজা ও স্তব-স্তুতি করল, ব্রহ্মা কেবল দর্শন করতে থাকল, আর আমি আমার ধামে প্রত্যাবর্তন করলাম।"

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগপদ্ধতি বর্ণন

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় কৃষ্ণ, বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী বিদ্বান ঋষিগণ জীবন সার্থক করার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। হে প্রভু, এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমাকে বলুন, এই পদ্ধতিগুলির সবই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ না কি তাদের মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভগবান, ভক্ত যাতে তাঁর জীবনের সমস্ত জড় সঙ্গরহিত হয়ে, আপনাতে তাঁর মনোনিবেশ করতে পারেন, সেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের পদ্ধতি আপনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"কালের প্রভাবে, প্রলয়কালে বৈদিক জ্ঞানের দিব্য বাণী হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যখন পরবর্তী সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমি ব্রহ্মার নিকট বেদের জ্ঞান প্রদান করি, কেননা আমিই বেদে ঘোষিত ধর্মনীতি। শ্রীব্রহ্মা বেদের এই জ্ঞান প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে বলেন, এবং ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষিগণ সেই একই জ্ঞান মনুর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। শ্রীব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি পিতৃপুরুষগণ এবং অন্যান্য সন্তানাদি থেকে বহু বংশধর আবির্ভূত হন। তাঁরা দেবতা, দানব, মনুষ্য, গুহ্যক, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্দেব, কিন্নর, নাগ, কিম্পুরুষ—প্রভৃতি বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেন। এই সমস্ত মহাজাগতিক প্রজাতি ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিভিন্ন স্বভাব এবং বাসনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব থাকায় বহু প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান, মন্ত্র এবং তার ফলও রয়েছে। এইভাবে মানুষের বহুবিধ বাসনা ও স্বভাব থাকার ফলে বহুবিধ আস্তিক জীবন দর্শন রয়েছে। সেগুলি ঐতিহ্য হিসাবে, নিয়ম অনুসারে এবং গুরুপরম্পরার ধারায় চলে আসছে। অন্যান্য শিক্ষকগণ রয়েছেন, যাঁরা নাস্তিক্যবাদের দর্শনকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেন।"

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়া শক্তির দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিমোহিত হলে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ এবং খেয়াল মতো জনকল্যাণের জন্য তারা বহুভাবে মত ব্যক্ত করে। কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মীয় পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে। অন্যেরা বলেন, যশ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সত্যবাদিতা, আত্ম-সংযম, শান্তি, স্বার্থসিদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, উপভোগ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়মিত কর্তব্য বা কঠোর বিধিনিয়ম পালন করলে সুখ লাভ হয়। প্রতিটি পদ্ধতির প্রবক্তা রয়েছেন। যে সমস্ত লোকের কথা আমি এইমাত্র বললাম, তারা তাদের জাগতিক কর্মের ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে। বাস্তবে, তারা যে ক্ষুদ্র এবং দুঃখদায়ক অবস্থা লাভ করে, তা ভবিষ্যতে তাদের আরও দুঃখ উৎপাদন করে, এ সবই হচ্ছে অজ্ঞতার ফল। এমনকি, তারা যখন তাদের কর্মের ফল উপভোগ করে, তখনও তাদের জীবন অনুশোচনায় পূর্ণ থাকে।"

"হে বিদ্বান উদ্ধব, সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে যারা তাদের চেতনা আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তারা আমার সঙ্গে এমন এক আনন্দ উপভোগ করে, যা জড় ইন্দ্রিয়ভোগীরা কখনও অনুভব করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এই জগতের কোন কিছুই কামনা করেন না, যিনি সংযতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে শান্ত, যিনি সর্বাবস্থায় সমচিত্ত এবং যার মন আমাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তিনি সর্বাবস্থায় সুখ অনুভব করেন। যার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, সে ব্রহ্মার পদ বা ধাম, ইন্দ্রপদ, বিশ্বসম্রাট, নিম্ন লোক সমূহের উপর আধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি বা জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি, এসবের কোনটিই চায় না। এইরূপ ব্যক্তি কেবল আমাকেই চায়।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমার নিকট শ্রীব্রহ্মা, শ্রীমহাদেব, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীলক্ষ্মী, এমনকি আমি নিজেও তোমার সমান প্রিয় নই। আমার মধ্যে অবস্থিত জড় জগতসমূহকে আমি আমার ভক্তপদরেণু দ্বারা পবিত্র করতে চাই। এইভাবে ব্যক্তিগত বাসনা রহিত, সর্বদা আমার লীলা স্মরণে মগ্ন, শান্ত, নির্বৈর এবং সর্বত্র সমদর্শী

শুদ্ধভক্তের পদাঙ্ক আমি সর্বদা অনুসরণ করি। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা রহিত, যাদের মন আমাতে সর্বদা আসক্ত, যারা শান্ত, মিথ্যা অহংকারশূন্য, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ, যাদের মন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগের দ্বারা প্রভাবিত নয়—এইরূপ ব্যক্তি আমার মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করে থাকে, তা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের অভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা জানা বা লাভ করা সম্ভব নয়।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমার ভক্ত যদি পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করতে সক্ষম না হয়, সে হয়তো জড় বাসনার দ্বারা উত্যক্ত হবে। কিন্তু আমার প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা পরাস্ত হবে না। প্রিয় উদ্ধব, ঠিক যেমন জ্বলন্ত অগ্নি জ্বালানী কাঠকে ভস্মে রূপান্তরিত করে, তেমনই ভক্তি, আমার ভক্তের কৃত পাপ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত করে। প্রিয় উদ্ধব, আমার প্রতি আমার ঐকান্তিক ভক্তের অর্পিত সেবা আমাকে তাদের বশীভূত করে। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন, সাংখ্য দর্শন, পুণ্য কর্ম, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা বা বৈরাগ্য এসবের কোনওটির দ্বারাই আমি তেমন বশীভূত হই না। পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ঐকান্তিক প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই কেবল আমাকে লাভ করা যায়। আমি আমার ভক্তের নিকট স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়। তাই তারা আমাকেই তাদের প্রেমময়ী সেবার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইরূপ শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় রত হয়ে, এমনকি চণ্ডালও তার নীচকুলে জন্মের কলুষ থেকে শুদ্ধ হতে পারে। আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে, সততা ও দয়া সমন্বিত ধর্ম-কর্মই হোক বা কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই হোক, কোনটিই মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারে না। যদি রোমাঞ্চ না জাগে, তবে হৃদয় কীভাবে বিগলিত হবে? আর হৃদয় যদি বিগলিত না হয়, তবে কীভাবে প্রেমাশ্রু ধারা বইবে? দিব্য আনন্দে যদি কেউ ক্রন্দন না করে, তবে সে কীভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করবে? আর এইরূপ সেবা না করলে কীভাবে তার চেতনা পবিত্র হবে? যে ভক্তের বাক্যে গদ্‌গদ স্বর নির্গত হয়, যার হৃদয় বিগলিত হয়, যে রোদন করেই চলে, আবার কখনও কখনও হাসে, যে লজ্জা বোধ করে, যে উচ্চৈঃস্বরে গান করে এবং নৃত্য করে—এইভাবে আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন ভক্ত সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে। সোনাকে আগুনে গলানোর ফলে যেমন তার অশুদ্ধতা দূর হয় এবং শুদ্ধ উজ্জ্বলতা ফিরে পায়, ঠিক তেমনই ভক্তিযোগের আগুনে নিমজ্জিত আত্মা, পূর্বের সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং চিন্ময় জগতে আমার সেবার যথার্থ অবস্থায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। ব্যাধিগ্রস্ত চক্ষু যখন অঞ্জন দ্বারা চিকিৎসিত হয়, সেই চক্ষু তখন ধীরে ধীরে তার দর্শন ক্ষমতা ফিরে পায়। তদ্রূপ, জীব যখন আমার গুণ মহিমা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে আমার দিব্য রূপ সমন্বিত পরম সত্যকে দর্শন করার ক্ষমতা ফিরে পায়। যার মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর চিন্তায় মগ্ন সেই মন অবশ্যই এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে জড়িত, কিন্তু কেউ যদি প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, তা হলে তার মন আমাতে নিমগ্ন হয়। সুতরাং স্বপ্নসৃষ্ট স্বকপোল-কল্পিত উন্নয়নের সমস্ত প্রকার জড় পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত সম্পূর্ণরূপে আমার ভাবনায় ভাবিত হওয়া। প্রতিনিয়ত আমার চিন্তা করার মাধ্যমে সে শুদ্ধ হয়। আত্ম সচেতন ব্যক্তির উচিত স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করা। নির্জন স্থানে নির্ভয়ে উপবেশন করে পরম যত্ন সহকারে মনকে আমাতে নিবিষ্ট করা উচিত। বিভিন্ন প্রকার আসক্তির ফলে যে সমস্ত দুঃখ এবং বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাদের কোনটিই স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি এবং স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি আসক্তির ফলে যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিক নয়।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, মুক্তিকামী ব্যক্তি কী পদ্ধতিতে আপনার ধ্যান করবেন। তাঁর ধ্যান বিশেষ কী ধরনের হওয়া উচিত, এবং কোন্ রূপের ধ্যান তিনি করবেন? অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এই ধ্যানের বিষয়ে বর্ণনা করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"অতিরিক্ত উঁচু বা নীচু নয়, সমতল বিশিষ্ট একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে, শরীরটিকে আরামদায়ক এবং লম্বভাবে উপবেশন করিয়ে হাত দুটিকে কোলের উপর স্থাপন করে এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের মাধ্যমে শ্বাসের পথগুলি শুদ্ধ করতে হয়, তারপর ঐ পদ্ধতি বিপরীতভাবে অভ্যাস করতে হবে (রেচক, কুম্ভক,

পূরক)। ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে এনে, পর্যায়ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। মূলাধার চক্র থেকে শুরু করে, হৃদয়ের যে স্থানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো পবিত্র ওঁ অবস্থিত রয়েছে, সেখান পর্যন্ত, পদ্মের নালের তন্তুর মতো প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে পবিত্র ওঙ্কারকে আরও দ্বাদশ আঙ্গুল ঊর্ধ্বে উপনীত করলে, তা সেখানে অবস্থিত অনুস্বারজাত পনেরটি ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়। ওঙ্কারে নিবিষ্ট হয়ে, সূর্যোদয়ে, দুপুরে এবং সূর্যাস্তে দশবার করে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এইভাবে একমাস পরে তিনি প্রাণবায়ুকে বশে আনতে পারবেন। আমাদের উচিত অর্ধনিমীলিত নেত্রে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উজ্জীবিত ও সচেতনভাবে হৃৎপদ্মের ধ্যান করা। এই পদ্মের আটটি পাপড়ি রয়েছে এবং এটি একটি দণ্ডায়মান পদ্মের নালের ওপর অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিকে একের পর এক অধিষ্ঠিত করে, তাদের ধ্যান করতে হবে। আমার দিব্য রূপকে অগ্নির মধ্যে স্থাপন করে, সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় লক্ষ্য হিসাবে ধ্যান করবে। সেই রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমানুপাতিক, ভদ্র এবং আনন্দময়। তাঁর থাকবে সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ, একটি মনোরম, সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর ললাট, শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত, উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণদ্বয়কে বিভূষিত করবে। সেই সুন্দর রূপ হবে ঘনশ্যাম বর্ণের এবং তাঁর পরিধানে থাকবে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের রেশম বস্ত্র। সেই রূপের বক্ষদেশ হচ্ছে শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, আর সেই রূপ থাকবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বনমালা দ্বারা বিভূষিত। উজ্জ্বল পাদপদ্মদ্বয় নূপুর ও বলয় শোভিত, আর তা হবে কৌস্তুভ মণি ও জ্যোতির্ময় চূড়া সমন্বিত। কোমরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ নির্মিত কোমরবন্ধ, এবং হস্তদ্বয় মূল্যবান বলয়সমূহ দ্বারা শোভিত। তাঁর সুন্দর অঙ্গসমূহ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর কৃপাদৃষ্টি সমন্বিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিরত করে, গম্ভীর ও আত্মসংযত হয়ে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মনকে দৃঢ়ভাবে আমার দিব্যরূপের অঙ্গসমূহের প্রতি নিবিষ্ট করতে হবে। এইভাবে আমার পরম কমনীয় দিব্যরূপের ধ্যান করা উচিত।"

"ভগবানের দিব্যরূপের অঙ্গসমূহ থেকে তার চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে, তখন তার উচিত ভগবানের অপূর্ব হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলের ধ্যান করা। ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হলে, তার চেতনাকে প্রত্যাহার করে, আকাশে নিবিষ্ট করতে হবে। তারপর এইরূপ ধ্যান পরিত্যাগ করে, আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমস্ত প্রকার ধ্যানই ত্যাগ করতে হবে। যে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তার উচিত নিজের আত্মার মধ্যে আমাকে দেখা, এবং পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে তার নিজের আত্মাকে দেখা। এইভাবে সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তেমনই সে দেখবে আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। যোগী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার জড় দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্বর তিরোহিত হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, যে যোগী ইন্দ্রিয় দমন, মন সংযম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর মনকে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, সেই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান অচ্যুত, কী পদ্ধতিতে যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধিগুলি কী রূপ? কত প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি রয়েছে? এগুলি আমাকে বর্ণনা করুন। বস্তুতঃ, আপনিই হচ্ছেন সকল যোগসিদ্ধির প্রদাতা।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"যোগপারদর্শী ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, আঠারো প্রকারের যোগসিদ্ধি ও ধ্যান রয়েছে। তার মধ্যে আমাকে আশ্রয় করার ফলে আটটি হচ্ছে মুখ্য। আর দশটি হচ্ছে গৌণ, যেগুলি জাগতিক সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন। আট প্রকারের মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, তিনটির দ্বারা নিজের শরীরকে পরিবর্তিত করা যায়; যেমন, অণিমা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়া; মহিমা বা বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া, আর লঘিমা বা সর্বাপেক্ষা হাল্কা অপেক্ষা হাল্কা হওয়া। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা-ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রাকাম্য সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি যে কোন ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। ঈশিতা সিদ্ধির মাধ্যমে মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায়, আর নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি, যাকে বলে বশিতা-সিদ্ধি, তার দ্বারা তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা বিঘ্নিত হন না। যিনি কামাবসায়িতা সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি সম্ভাব্য যা কিছুই, যে কোনও স্থান থেকে লাভ করতে পারেন। প্রিয় ভদ্র উদ্ধব, এই অষ্ট সিদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এগুলি এই বিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জড়া প্রকৃতির গুণজাত দশটি গৌণ অলৌকিক সিদ্ধি হচ্ছে, নিজেকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্ত করা, বহু দূরের বস্তু দর্শন করার ক্ষমতা, সুদূরবর্তী কোনও কথা শ্রবণ করার ক্ষমতা, মনের বেগে শরীরকে চালিত করা, ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা, অন্যদের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছামৃত্যু, দেবতা এবং স্বর্গীয় যুবতী অপ্সরাদের লীলা দর্শন করা, নিজের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করা এবং প্রদত্ত আদেশ নির্বিঘ্নে পূর্ণরূপে পালিত হওয়া। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা; শীত, উষ্ণ এবং অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করার ক্ষমতা; অন্যদের মনের কথা জানতে পারা; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা; এবং অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা—এই পাঁচটি হচ্ছে যোগ এবং ধ্যানের সিদ্ধি। আমি শুধুমাত্র এগুলির নাম এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকা প্রদান করলাম। নির্দিষ্ট ধ্যানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধি কীভাবে লাভ হয় আর তার পদ্ধতিই বা কী, এই সকল বিষয় এখন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।"

"যে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের উপর ব্যাপ্ত আণবিক রূপের উপাসনা করে এবং তাতেই কেবল মনোনিবেশ করে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভ করে। যে তার মনকে মহৎ তত্ত্বের নির্দিষ্ট রূপে মগ্ন করে এবং সমগ্র জড় অস্তিত্বের পরমাত্মা রূপে আমার ধ্যান করে, সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর পরেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি জড় উপাদানের পরিস্থিতির উপর পৃথক পৃথকভাবে মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেই সেই জড় উপাদানের উপর একাদিক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। আমি সব কিছুর মধ্যে বর্তমান, তাই আমি হচ্ছি জড় উপাদানের আণবিক সারস্বরূপ। মনকে আমার এই রূপে সংযুক্ত করে, যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে কালের সূক্ষ্ম আণবিক সারবস্তুকে উপলব্ধি করে। সত্ত্বগুণজাত অহংকারের উপাদানের মধ্যস্থ আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে যোগী প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারা যোগী সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। যেহেতু তার মন আমাতে মগ্ন থাকে, তাই

সে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করে। মহত্তত্ত্বের যে অংশে সকাম কর্মের শৃঙ্খল প্রকাশিত হয়, আমাকে তার পরমাত্মারূপে জেনে যখন যোগী তার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সেই আমাতে নিবিষ্ট করে, অব্যক্তজন্ম আমি তখন সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকাম্য সিদ্ধি প্রদান করি। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, পরম চালক, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তির অধীশ্বর, শ্রীবিষ্ণুতে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করে, সে এমন এক অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার দ্বারা অন্য বদ্ধ জীবদের, তাদের জড় শরীর এবং তাদের দৈহিক উপাধিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। যে যোগী আমার সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তুরীয় নামে খ্যাত, নারায়ণ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে, সে আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, আর এইভাবে বশিতা সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি তার শুদ্ধ মনকে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশে নিবিষ্ট করে, সে পরমানন্দ লাভ করে, তখন তার সমস্ত বাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি আমাকে ধর্মের রক্ষক, শুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক এবং শ্বেতদ্বীপাধিপতি রূপে জেনে তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অবক্ষয়, মৃত্যু, শোক এবং মোহরূপ ষড় ঊর্মি অর্থাৎ ছয় প্রকার জাগতিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত শুদ্ধ জীব তাদের মনকে মূর্তিমান আকাশ এবং সম্পূর্ণ প্রাণবায়ু রূপে, আমার মধ্যে সংঘটিত অসাধারণ শব্দ ধ্বনিতে মনোনিবেশ করে, তারা আকাশের মধ্যে সমস্ত জীবের কথা অনুভব করতে পারে। নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সূর্যলোকে সংযোগ করে এবং সূর্যকে চোখে সংযোগ করে, উভয় সংযোগের মধ্যে আমি রয়েছি জেনে তার উচিত আমার ধ্যান করা। এইভাবে সে বহু দূরের জিনিস দর্শন করার শক্তি লাভ করে। যে যোগী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন করে, জড় শরীরকে আমাতে মগ্ন করতে মনের অনুসরণকারী বায়ুকে ব্যবহার করে, সে আমার প্রতি ধ্যানের ক্ষমতা বলে একটি অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার ফলে তার মন যেখানেই যায় তার শরীর তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে। যোগী যখন তার মনকে কোনও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সেই রূপ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়। আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে মনকে মগ্ন করে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, এই শক্তির দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করি। কোনও সিদ্ধযোগী যখন অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার উচিত অন্যের শরীরে নিজের আত্মার ধ্যান করা। তারপর মৌমাছি যেমন খুব সহজে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যায়, তেমনই নিজের স্থূল দেহ ত্যাগ করে, বায়ুপথে সে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। স্বেচ্ছামৃত্যু নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত যোগী তার গুহ্যদ্বার পায়ের গোড়ালী দিয়ে রুদ্ধ করে, তারপর হৃদয় থেকে আত্মাকে বক্ষে আনয়ন করে, তারপর কণ্ঠে এবং শেষে মস্তকে উপনীত করে। ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত হয়ে যোগী তার দেহ ত্যাগ করে এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আত্মাকে চালিত করে। যে যোগী দেবতাদের প্রমোদ উদ্যানে উপভোগ করতে চায়, তার উচিত আমাতে অবস্থিত শুদ্ধ সত্ত্বের ধ্যান করা। তা হলে সত্ত্বগুণজাত স্বর্গীয় রমণীগণ বিমানে চেপে তার নিকট উপস্থিত হবে। যে যোগীর আমাতে বিশ্বাস আছে, আমাতে মনোনিবেশ করেছে এবং আমাকে সত্য সঙ্কল্প বলে জানে, যে পন্থা অনুসরণ করতে সে সঙ্কল্প করেছে, তার দ্বারাই তার উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আমার ধ্যান করে, সে আমার মতোই পরম শাসক এবং নিয়ামকের ভাব প্রাপ্ত হয়। আমার মতো তার আদেশও কখনই বিফল হয় না। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে। জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। শ্রীবৎস, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রাদি এবং পতাকা, রাজকীয় ছত্র ও ব্যজনাদি রাজকীয় উপকরণে সজ্জিত আমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের ধ্যান করে, আমার ভক্তরা অজেয় হয়।"

"যে বিদ্বান ভক্ত যোগধ্যানের মাধ্যমে আমার উপাসনা করে, সে নিশ্চিতরূপে আমি যে সব যোগ সিদ্ধির কথা বললাম সে সমস্তই লাভ করে। যে মুনি

তার ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মনকে জয় করেছে, আত্মসংযত এবং সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন, তার কাছে কি কোন সিদ্ধি দুর্লভ হতে পারে? ভক্তিযোগে নিপুণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেন যে, আমি যে সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা বললাম, এ সবই বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক, আর তা সময়ের অপচয় মাত্র। কেননা ভক্তিযোগ অনুশীলনকারী আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করতে পারে। ভাল জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা যা কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়, আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা সে সমস্তই লাভ করা যায়, বস্তুতঃ, অন্য কোনও উপায়ে প্রকৃত যোগসিদ্ধি লাভ করা যায় না। প্রিয় উদ্ধব, আমিই সকল সিদ্ধি, যোগ, সাংখ্য, নিষ্কামকর্ম এবং ব্রহ্মবাদীদের কারণ, রক্ষক এবং প্রভু। সমস্ত জড় দেহের অন্তরে এবং বাইরে যেমন একই জড় উপাদান বর্তমান, তেমনই অনাবৃত পরমাত্মা রূপে আমি সব কিছুর অন্তরে এবং সর্বব্যাপক রূপে সমস্ত কিছুর বাইরে অবস্থান করি।"

❀ ❀ ❀

ষোড়শ অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, আপনার আদিও নেই এবং অন্তও নেই, আপনি স্বয়ং পরম সত্য, কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন। আপনিই রক্ষক এবং প্রাণ দাতা, আপনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং প্রলয়। হে ভগবান, আপনি যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টিতে অবস্থিত, সে কথা অধার্মিকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলেও, বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ বাস্তবে আপনার আরাধনা করেন। মহান ঋষিরা ভক্তিযুক্তভাবে আপনার সেবা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন তা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। আপনার বিভিন্ন রূপের কোনটি তাঁরা উপাসনা করেন তাও বর্ণনা করুন। হে ভগবান, হে ভূতভাবন, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি লুক্কায়িত থাকেন। এইভাবে আপনার দ্বারা বিমোহিত হয়ে, জীবেরা আপনাকে দেখতে পায় না, যদিও আপনি তাদের দর্শন করছেন। হে পরম শক্তিমান ভগবান, পৃথিবী, স্বর্গ, নরক এবং বস্তুতঃ সমস্ত দিকে প্রকাশিত আপনার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন কর্তা, তুমি এখন যে প্রশ্ন করছ, সেই একই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধকামী অর্জুন আমার নিকট উপস্থাপন করেছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুন ভেবেছিল যে, তাঁর আত্মীয় স্বজনরা নিহত হলে, তা হবে এক ঘৃণ্য, পাপকর্ম, যা কেবলই রাজ্য লাভের দুরাশার ফল। তাই সে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ভেবেছিল, "আমি আমার আত্মীয় স্বজনের হত্যার কারণ হব। ওরা বিনাশ হবে।" এইভাবে অর্জুন জাগতিক চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সেই সময় নরব্যাঘ্র অর্জুনকে যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রবোধিত করেছিলাম, আর তখনই সেই রণাঙ্গনে অর্জুন আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল, যেমনটি তুমি এখন করছ।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরম নিয়ামক। সমস্ত জীবের স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা হওয়ার ফলে আমি তাদের থেকে অভিন্ন। আমিই হচ্ছি প্রগতিকামীদের অন্তিম লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণকামীদের মধ্যে আমি কাল। জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের সাম্য আমিই

এবং পুণ্যবানদের মধ্যে আমিই স্বাভাবিক সদ্‌গুণ। গুণসমন্বিত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ, এবং মহান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সমগ্র জড় সৃষ্টি। সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি আত্মা, এবং দুর্জয় বস্তু সমূহের মধ্যে আমি মন। বেদসমূহের মধ্যে, আমি হচ্ছি তাদের আদি শিক্ষক ব্রহ্মা, এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে আমি ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকার। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি প্রথম অক্ষর, "অ," এবং পবিত্র ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র। দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এবং বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। অদিতিপুত্রগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, এবং রুদ্রগণের মধ্যে আমি শিব। ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ এবং গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলদেব, এবং পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়। মানুষের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে আমি দক্ষ, এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে আমি অর্যমা।"

"প্রিয় উদ্ধব, দৈত্যদের মধ্যে আমাকে প্রহ্লাদ বলে জানবে, যিনি হচ্ছেন অসুরদেরও গুরু। নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে আমি তাদের প্রভু চন্দ্রদেব, এবং যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি ধনেশ্বর কুবের। শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, এবং জলজ প্রাণীসকলের মধ্যে আমি সমুদ্রের দেবতা বরুণদেব। তাপ এবং আলোক প্রদানকারী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য, আর মনুষ্যগণের মধ্যে আমি রাজা। অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা এবং ধাতুসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ণ। সংযমকারী ও শাস্তি প্রদানকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি নাগ।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে আমি অনন্তদেব, এবং ধারালো শিং এবং দাঁতবিশিষ্ট পশুদের মধ্যে আমি সিংহ। আশ্রমের মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ। পবিত্র এবং প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র গঙ্গানদী এবং স্থির জলরাশির মধ্যে আমি সমুদ্র। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি ধনুক এবং অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি শিব। নিবাসস্থান সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত এবং দুর্ভেদ্য স্থানসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র বটবৃক্ষ এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আমি যব। পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বসিষ্ঠমুনি এবং বৈদিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি। মহান সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জীবনে যারা শ্রেষ্ঠতর পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি হচ্ছি বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা। বিশোধকসমূহের মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল এবং বাক্য। যোগের আটটি ক্রমপর্যায়ের মধ্যে আমি সমাধি, যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায়া মুক্ত হয়। জয়েচ্ছুগণের মধ্যে আমি হচ্ছি পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ এবং নিপুণ বিচারবোধের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় থেকে চিৎবস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে আমি হচ্ছি বিসদৃশ অনুভূতি। নারীদের মধ্যে আমি শতরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে তার স্বামী, স্বায়ম্ভুব মনু। ঋষিদের মধ্যে আমি নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমি সনৎকুমার। ধর্মীয় নিয়মাবলীর মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে আমি হচ্ছি হৃদয়স্থ নিত্য আত্মচেতনা। গোপনীয়তার মধ্যে আমি মনোরম বাক্য ও মৌন এবং মিথুনগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। সতর্ক কালচক্রসমূহের মধ্যে আমি বৎসর, ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি মঙ্গলময় অভিজিৎ। যুগের মধ্যে আমি সত্যযুগ, এবং ধীর ঋষিগণের মধ্যে আমি দেবল ও অসিত। বেদের বিভাজনকারীদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে আমি পারমার্থিক বিজ্ঞানের জ্ঞাতা শুক্রাচার্য। যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত, তাঁদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং ভক্তদের মধ্যে উদ্ধব তুমিই হচ্ছ আমার প্রতিনিধি। কিম্পুরুষগণের মধ্যে আমি হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন। রত্নসমূহের মধ্যে আমি পদ্মরাগ বা চুনি এবং সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে আমি পদ্মকোশ। সমস্ত ঘাসের মধ্যে আমি পবিত্র কুশ এবং সমস্ত আহুতির মধ্যে আমি ঘৃত এবং গাভী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আমি সৌভাগ্য এবং প্রতারকদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া। সহিষ্ণুগণের মধ্যে আমি ক্ষমা এবং সাত্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সদ্‌গুণাবলী।

তেজস্বীগণের মধ্যে আমি দৈহিক এবং মানসিক বল এবং আমার ভক্তদের ভক্তিযুক্তকর্ম আমি। আমার ভক্তরা আমাকে নয়টি বিভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তার মধ্যে আমি প্রথম বাসুদেব। গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি বিশ্বাবসু এবং স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মধ্যে আমি পূর্বচিত্তি। পর্বতসমূহের মধ্যে স্থৈর্য, আর পৃথিবীর সুগন্ধ আমি। জলের মিষ্ট স্বাদ আমি এবং উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার জ্যোতি আমি এবং আকাশের ধ্বনির মধ্যে দিব্য শব্দ আমি। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিরোচনপুত্র বলি এবং বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন। বস্তুতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমিই।"

"আমি গমন, সম্ভাষণ, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দক্রিয়া, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণস্বরূপ। যে শক্তির দ্বারা প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার বিশেষ ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই শক্তিও আমি। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, একাদশ ইন্দ্রিয়, জীব, জড়া প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ভগবান। এই উপাদানগুলি, তাদের নিজ নিজ লক্ষণের জ্ঞানসহ দৃঢ় নিশ্চয়তা—এই সমস্তই এই জ্ঞানের ফল, আমার প্রতীক। পরমেশ্বর ভগবান রূপে জীব, প্রকৃতির গুণ এবং মহত্তত্ত্বের ভিত্তি আমি। এইভাবে আমিই সবকিছু এবং আমি ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদিও বেশ কিছুকাল চেষ্টা করলে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুগুলিকে গুণতে পারব, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত আমার বিভূতি সমূহ আমি গণনা করতে পারব না। যেখানেই তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, বৈরাগ্য, মানসিক আনন্দ, সৌভাগ্য, বল, সহিষ্ণুতা বা পারমার্থিক জ্ঞান লক্ষিত হবে, তা আমারই ঐশ্বর্যের প্রকাশ। আমার সমস্ত চিন্ময় ঐশ্বর্য এবং আমার সৃষ্টির অসাধারণ জড় রূপ, যাকে মন দিয়ে অনুভব করা যায় এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়, তা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সুতরাং, বাক্য, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর, এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। এইভাবে তুমি আর কখনও জড় জাগতিক জীবন পথে পতিত হবে না। যে পরমার্থবাদী উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তার বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করে, তার পারমার্থিক ব্রত, তপস্যা এবং দান সমস্তই না-পোড়ানো মাটির পাত্রে রক্ষিত জলের মতো নির্গত হয়ে যাবে। আমার নিকট শরণাগত হয়ে, ভক্তের উচিত বাক্য, মন এবং প্রাণবায়ুকে সংযত করা। এইভাবে প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে।"

卐 卐 卐

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে প্রভু, পূর্বে আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের, এবং এমনকি সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন মানুষদের জন্যও অনুশীলনীয় ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হে অরবিন্দাক্ষ, সমগ্র মনুষ্যসমাজ, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, কীভাবে আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে সে সম্বন্ধে এখন আমায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন। হে প্রভু, হে মহাবাহো, পূর্বে আপনি আপনার হংসাবতার-রূপে শ্রীব্রহ্মার নিকট পরম সুখ প্রদানকারী ধর্মের কথা বলেছিলেন। হে মাধব, হে শত্রু নিধনকারী, বহুকাল

অতীত হয়ে গিয়েছে, পূর্বে আপনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা অতি সত্বর বাস্তবিকই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। হে ভগবান অচ্যুত, এই পৃথিবীতেই হোক অথবা বেদ সমূহের নিবাসস্থল শ্রীব্রহ্মার সভাস্থল হোক না কেন, প্রভু আপনি ব্যতীত পরম ধর্মের প্রবক্তা, স্রষ্টা এবং রক্ষক কেউ নেই। প্রিয় মধুসূদন, এইভাবে যখন পারমার্থিক জ্ঞানের প্রবক্তা, রক্ষক এবং প্রকৃত স্রষ্টা আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন পুনরায় কে এই বিনাশ প্রাপ্ত জ্ঞানের কথা বলবে? অতএব, হে প্রভু, আপনিই যেহেতু ধর্মের জ্ঞাতা, মনুষ্যগণ যাতে আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে, আর তা কীভাবে সম্পাদিত হবে, তা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রীতি সহকারে সমস্ত বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য সেই সনাতন ধর্মের বর্ণনা করলেন।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, যথার্থ ধর্ম অনুসারেই তুমি প্রশ্ন করেছ, যা সাধারণ মানুষ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের শুদ্ধভক্তির দ্যোতক এবং তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। এখন অনুগ্রহ করে আমার কাছে সেই পরম ধর্ম কথা শ্রবণ কর।"

"শুরুতে, সত্যযুগে সমস্ত মানুষের জন্য একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগের মানুষ জন্মগতভাবেই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তাই বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই প্রথম যুগকে বলেন কৃতযুগ, বা যে যুগে ধর্মীয় আচরণগুলি যথাযথরূপে পালিত হয়। সত্যযুগে ওঁকারের মাধ্যমে অবিভক্ত বেদ প্রকাশিত হয়, এবং তখন আমিই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্ম রূপে প্রকাশিত হই। এইভাবে সত্যযুগের তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মানুষেরা হংস রূপে আমার আরাধনা করে।"

"হে মহাভাগ্যবান, ত্রেতাযুগের শুরুতে প্রাণবায়ুর নিবাসস্থল, আমার হৃদয় থেকে ঋগ্, সাম্, এবং যজুরূপে তিনটি বিভাগে বেদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তারপর সেই জ্ঞান থেকে আমি ত্রিবিধ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হই। ত্রেতাযুগে ভগবানের বিরাট রূপ থেকে চতুর্বর্ণ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণরা ভগবানের মুখমণ্ডল থেকে, ক্ষত্রিয়রা ভগবানের বাহুদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা ভগবানের উরু থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর বিরাট রূপের চরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের বর্ণ নির্ধারিত হয়। গৃহস্থ আশ্রম আমার বিরাট রূপের জঘনদেশ থেকে প্রকাশিত, এবং ব্রহ্মচারীরা এসেছে আমার হৃদয় থেকে। বনবাসী অবসর প্রাপ্ত জীবন এসেছে আমার বক্ষস্থল থেকে এবং সন্ন্যাস জীবনটি অবস্থিত আমার বিরাট রূপের মস্তকে।"

"প্রত্যেকের জন্মের পরিস্থিতি অনুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হয় আর সেই অনুসারেই মনুষ্য সমাজে বর্ণ এবং আশ্রম প্রকাশিত হয়েছে। শান্তি, আত্ম-সংযম, তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, সন্তুষ্টি, সহনশীলতা, সরলতা এবং সততা, আমার প্রতি ভক্তি, দয়া এবং সত্যবাদিতা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক গুণাবলী। তেজ, দৈহিক শক্তি, দৃঢ়নিষ্ঠা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পূর্ণ উদ্যম, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি এবং নেতৃত্ব, এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক গুণাবলী। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, দানপরায়ণতা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং অধিক ধন সংগ্রহের বাসনা, এইগুলি হচ্ছে বৈশ্যদের স্বাভাবিক গুণাবলী। ব্রাহ্মণ, গাভী, দেবতা এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিদের প্রতি অকৃত্রিম সেবা এবং এই সমস্ত সেবার দ্বারা যা কিছু অর্থ লাভ হয় তাতেই পূর্ণসন্তুষ্টি হচ্ছে শূদ্রদের স্বাভাবিক গুণাবলী। অশুচিতা, অসততা, চৌর্য, অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, এগুলি হচ্ছে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যজদের জন্য স্বাভাবিক। অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, সুখেচ্ছা, আর সকলের কল্যাণ, কাম-ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, এই সমস্ত গুণাবলী সমাজের সমস্ত সদস্যদের থাকা উচিত। ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিকরণ সংস্কারের পর্যায়ক্রমে গায়ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা আহূত হয়ে, সে তার আশ্রমে অবস্থান করে মন ও আত্মসংযম করে যত্নসহকারে বৈদিকশাস্ত্র চর্চা করবে।"

"ব্রহ্মচারী নিয়মিতভাবে মৃগচর্মের বসন এবং কুশঘাসের কোমরবন্ধ পরিধান করবে। তার জটা থাকবে, হাতে থাকবে দণ্ড এবং কমণ্ডলু, গলায় অক্ষমালা এবং উপবীত ধারণ করবে। হস্তে কুশ ধারণ করে, সে কখনও বিলাসবহুল ও আরামদায়ক আসন গ্রহণ করবে না। সে

অনর্থক দাঁত মাজবে না বা বস্ত্রকে বেশি উজ্জ্বল বা ইস্ত্রি করবে না। ব্রহ্মচারীদের স্নান, আহার, যজ্ঞ সম্পাদন, জপ বা মলমূত্র ত্যাগের সময় মৌন অবলম্বন করা উচিত। তার নখ কাটা এবং বগল ও উপস্থ সহ কোনও স্থানের লোম বা চুল কাটা উচিত নয়। যে ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করেছে, তার কখনও বীর্যপাত করা উচিত নয়। যদি হঠাৎ আপনা থেকেই বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত। শুদ্ধ এবং নিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মচারীর অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গাভী, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং দেবতাদের পূজা করা উচিত। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে উচ্চারণ না করে, মৌনভাবে বা মৃদু স্বরে যথাযথ মন্ত্র জপ করা উচিত।"

"আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ। সকালে ও সন্ধ্যায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য যা কিছু ভিক্ষা করে এনে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট অর্পণ করা। তারপর, আত্মসংযত হয়ে আচার্যের নিকট থেকে নিজের জন্য অনুমোদিত দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত। গুরুদেবের সেবার সময় আমাদের বিনীত সেবক রূপে থাকা উচিত, গুরুদেব যখন গমন করেন, শিষ্যের উচিত বিনীতভাবে তাঁর অনুগমন করা। গুরুদেব যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন, তখন শিষ্যের উচিত নিকটেই শয়ন করে, তাঁর পাদসম্বাহনাদি সেবা করা। গুরুদেব যখন তাঁর আসনে উপবেশন করবেন, শিষ্য তখন গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষায় তাঁর নিকটেই করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকবে। আমাদের উচিত এইভাবে সর্বদা গুরুদেবের অর্চন করা। যতক্ষণ না বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ছাত্রের উচিত গুরুদেবের আশ্রমে নিয়োজিত থাকা। তাকে অবশ্যই (ব্রহ্মচর্য) ব্রত ভঙ্গ না করে, জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। কোনও ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক বা ব্রহ্মলোকে উপনীত হতে চায়, তবে তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে উন্নততর বৈদিক শিক্ষা অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে। এইভাবে বৈদিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে, গুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার পাপ এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে অগ্নির মধ্যে, গুরুদেবের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত আমার উপাসনা করতে হবে। যাঁরা বিবাহিত নয়—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীদের—কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি নিরীক্ষণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধুলা করে সঙ্গ করা উচিত নয়। আবার মৈথুনরত কোনও প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।"

"প্রিয় উদ্ধব, শুচিতা, আচমন, স্নান, সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তে করণীয় ধর্মকর্ম, আমার অর্চন, তীর্থদর্শন, জপ করা, অস্পৃশ্য, অখাদ্য এবং অবাচ্য বর্জন করা ও পরমাত্মা রূপে সর্বজীবে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করা—এইগুলি সমাজের সমস্ত সদস্যের কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের মহাব্রত পালন করে, সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়, আর তীব্র তপস্যা জড় কর্ম সম্পাদনের প্রবণতাকে ভস্মীভূত করে। জড় বাসনার কলুষ মুক্ত হয়ে সে আমার ভক্ত হয়।"

"ব্রহ্মচারী বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করলে, গুরুদেবকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে, স্নান, ক্ষৌরকর্ম, ও যথাযথ বসনাদি পরিধান করবে। তারপর গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। জড় বাসনা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীর উচিত পরিবারের সঙ্গে গৃহে বাস করা, যে গৃহস্থ তার চেতনাকে শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে বনে গমন করবে, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। যে আমার প্রতি শরণাগত নয়, তার উচিত পর্যায় ক্রমে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উন্নীত হওয়া, কখনও অন্যথা আচরণ করা উচিত নয়। যে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তার উচিত সবর্ণা এবং তার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা, অনিন্দনীয়া কন্যাকে বিবাহ করা। কেউ যদি বহু স্ত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে তার প্রথমা স্ত্রীর পরবর্তী স্ত্রীরা হবে ক্রমান্বয়ে নিম্নতর বর্ণের।"

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সমস্ত দ্বিজগণ—অবশ্যই যজ্ঞ সম্পাদন করবে, বৈদিক শাস্ত্র চর্চা এবং দান করবে। কেবল ব্রাহ্মণরা, দান গ্রহণ করবে, বৈদিক জ্ঞান

শিক্ষা দেবে এবং অন্যদের হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে। যে ব্রাহ্মণ মনে করে যে, অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করলে তার তপস্যা, ব্রহ্মতেজ এবং যশ বিনষ্ট হবে, তার উচিত ব্রাহ্মণের অন্য দুটি পেশা অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করা। যদি সেই ব্রাহ্মণ মনে করে যে, এই দুটি পেশাও তার পারমার্থিক পদের পক্ষে আপস করার মতো, তবে তার অন্য কারও উপর নির্ভর না করে ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত। ব্রাহ্মণের শরীর নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়, বরং তার জীবনে কঠিন তপস্যা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার পর অসীম আনন্দ উপভোগ করবে। কৃষিক্ষেত্রে বা বাজারে পরিত্যক্ত শস্য দানা সংগ্রহ করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ব্যক্তিগত বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, উদার ধর্মনীতি অনুশীলন করে আমাতে তার চেতনা নিবিষ্ট রাখা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ রূপে ব্রাহ্মণ অত্যাধিক আসক্ত না হলে গৃহে থেকে সে মুক্তি লাভ করে।"

"জাহাজ যেমন সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, তেমনই দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা থেকে কোনও ব্রাহ্মণ বা ভক্তকে যারা উদ্ধার করে, তাদেরকে আমি সমস্ত বিপর্যয় থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। প্রধান পুরুষ হাতি যেমন দলের আর সমস্ত হাতিদের রক্ষা করে, এবং নিজেকেও বাঁচায়, তেমনই, নির্ভয় রাজা, পিতার মতো, বিপদ থেকে সমস্ত প্রজাদেরকে রক্ষা করবে এবং নিজেকেও সুরক্ষিত রাখবে। এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, এবং কষ্ট পায়, তবে সে ব্যবসা করে, জড় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করে এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনও অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে, কুকুরের মতো হতে পারে না।"

"রাজা বা রাজ-পরিবারের লোক, তার সাধারণ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ না হলে, বৈশ্য হতে পারে, শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, অথবা ব্রাহ্মণের মতো অন্যদের বৈদিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে যেন কোনও অবস্থাতেই শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন না করে।"

"যে বৈশ্য, অর্থাৎ ব্যবসায়ী, নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, সে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, আর যে শূদ্র মালিক পায় না, সে ঝুড়ি বানানো বা মাদুর তৈরির মতো কোনও সাধারণ কার্য করতে পারে। তবে, যে সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে নিকৃষ্ট একটি বিকল্প পেশা গ্রহণ করে, তাদের উচিত বিপর্যয় অতিক্রান্ত হলেই তা ত্যাগ করা।"

"গৃহস্থ জীবনে মানুষের উচিত প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করে ঋষিদের, স্বধা মন্ত্র অর্পণ করে পিতৃপুরুষদের, স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে দেবতাদের, নিজের আহারের কিছু অংশ অর্পণ করে সমস্ত জীবেদের, শস্য এবং জল অর্পণ করে মানুষের পূজা করা। এইভাবে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ, জীবেরা এবং মনুষ্যগণকে আমার শক্তির প্রকাশ রূপে জেনে, তার প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত। গৃহস্থ তার অনায়াস লব্ধ বা সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনকে ভালভাবে পালন করবে। ক্ষমতা অনুসারে, তার যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত। যে গৃহস্থ অনেক পোষ্য পরিবার পরিজনের পালন করছে, সে যেন তাদের প্রতি জাগতিক ভাবে আসক্ত হয়ে না পড়ে, আবার নিজেকে মালিক মনে করেও সে যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেখবে যে, সে যে সমস্ত সুখ ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা লাভ হবে, এ সমস্তই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ লাভ হচ্ছে একটি পথিকের ক্ষণিক সঙ্গলাভের মতো। স্বপ্ন শেষ হলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত কিছুই হারিয়ে যায়, তেমনই দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। প্রকৃত পরিস্থিতির সম্বন্ধে গভীরভাবে মনন করে, মুক্তাত্মার উচিত ঠিক একজন অতিথির মতো মমত্ববুদ্ধিশূন্য এবং নিরহংকার

হয়ে গৃহে বাস করা। এইভাবে সে পারিবারিক ব্যাপারে বদ্ধ হয়ে বা জড়িয়ে পড়বে না। যে গৃহস্থভক্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করে আমার আরাধনা করে সে গৃহেই থাকতে পারে, তীর্থস্থানে যেতে পারে, অথবা তার যদি দায়িত্ববান পুত্র থাকে, তাহলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে গৃহস্থের মন তার গৃহের প্রতি আসক্ত, টাকা পয়সা এবং সন্তানাদি নিয়ে উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কামাসক্ত, কৃপণ মনোভাব সম্পন্ন, আর যে মূর্খের মতো চিন্তা করে, "সবই আমার আর আমিই সবকিছু", সে সুনিশ্চিতরূপে মায়ার দ্বারা বদ্ধ। আহা, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান কোলে আমার স্ত্রী, আমার অন্যান্য নাবালক সন্তানেরা! আমি ছাড়া ওদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই, আর ওরা অসহনীয় দুঃখ ভোগ করবে। আমাকে ছাড়া আমার হতভাগ্য আত্মীয়-স্বজন কী করে বাঁচবে? এইভাবে মূর্খ মনোভাবের ফলে যে গৃহস্থের হৃদয় পরিবারের প্রতি আসক্তিতে বিহ্বল, সে কখনও সন্তুষ্ট নয়। প্রতিনিয়ত তার পরিবারের চিন্তায় মৃত্যুবরণ করে সে অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রবেশ করে।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত স্ত্রীকে যোগ্য পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই শান্ত মনে বনে প্রবেশ করা। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে মানুষ কন্দ, মূল ও কনজ ফল আহার করে জীবন ধারণ করবে। সে পরিধান করবে গাছের বাকল, ঘাস, পাতা অথবা পশু-চর্ম। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তার চুল, দাড়ি, লোম এবং নখ কাটবে না, অসময়ে পায়খানা বা প্রস্রাব করবে না ও দাঁতের পরিচর্যার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবে না। দিনে তিন বার জলে স্নান করে খুশি থাকবে, আর ভূমিতে শয়ন করবে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে প্রখর সূর্যের তাপে অবস্থান করবে, বর্ষাকালে প্রচণ্ড বর্ষণের সময় বাইরে থাকবে, আর শীতকালের প্রচণ্ড শীতে নিজেকে শীতলজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ এইভাবে তপস্যা করবে। সে আগুনে রান্না করা শস্য অথবা যথা সময়ে পক্ক ফল আহার করতে পারে। সেই খাদ্য সে কোনও কিছু দিয়ে পেষাই করে অথবা নিজের দাঁত দিয়ে পেষাই করেও খেতে পারে। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর উচিত, যত্ন সহকারে দেশ, কাল এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তার শরীর নির্বাহের জন্য নিজেই সবকিছু সংগ্রহ করা। ভবিষ্যতের জন্য তার কোনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছে, সে কনজ শস্য এবং চাল দিয়ে পিষ্টক বানিয়ে, চরু সহ ঋতু অনুসারে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবে। সেই ব্যক্তি কখনও আমাকে পশুযজ্ঞ অর্পণ করবে না, এমনকি তা যদি বেদেও উল্লেখ থাকে। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী অগ্নিহোত্র, দর্শ এবং পৌর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদন করবে, যেমনটি সে গৃহস্থ আশ্রমে করত। সে চাতুর্মাস্য ব্রত সম্পাদন করবে, যেহেতু এগুলি দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এইভাবে কঠোর তপস্বী বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী, জীবন ধারণের জন্য অতি সামান্যই কোনও কিছু গ্রহণ করে। সে এত শীর্ণকায় হয়ে যায় যে, তাকে কেবল অস্থি চর্মসার বলে মনে হয়। এইভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার আরাধনা করে, সে

মহর্লোকে গমন করে আর তারপর সরাসরি আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নগণ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তিম মুক্তিপ্রদ এই কষ্টসাধ্য কিন্তু উৎকৃষ্ট তপস্যা সাধন করে, সে একটি মহামূর্খ। সেই বানপ্রস্থী যদি বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তার শরীরে কম্পন হেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তার উচিত ধ্যানের মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নিকে তার হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করবে।"

"সেই বানপ্রস্থী যদি বুঝতে পারে যে, এমনকি ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি বজায় থাকে, তখন সে তার সমস্ত সম্ভাব্য সকাম কর্মের ফল থেকে অনাসক্ত হয়, তখনই তার সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার পূজা করে, সমস্ত সম্পদ যজ্ঞপুরোহিতদের দান করে, তার উচিত যজ্ঞাগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করা। এইভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে তার সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। "সন্ন্যাস অবলম্বনকারী এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে।" এইরূপ চিন্তা করে, দেবতারা সেই সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর পূর্বের স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এবং আকর্ষণীয় বস্তু রূপে উপস্থিত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেবতা এবং তাদের সৃষ্ট কোনও কিছুর প্রতি সেই সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ না করা উচিত। সন্ন্যাসী যদি শুধু কৌপীন ছাড়া কোন কিছু পরিধান করতে চায়, তবে কৌপীনকে আবৃত করার জন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সে তার কোমর এবং নিতম্ব আবৃত করবে। অন্যথায়, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দণ্ড আর কমণ্ডলু ছাড়া সে আর কিছুই রাখবে না। সাধু ব্যক্তি ভূমিতে পদক্ষেপ করার পূর্বে তার চক্ষু দ্বারা সুনিশ্চিত হবে, যাতে সেখানে কোনও পোকা-মাকড় না থাকে, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পরিশ্রুত করেই কেবল সে জল পান করবে, কেবল সত্য পূত কথাই বলবে। তদ্রূপ, তার মন দ্বারা যত্ন সহকারে সুনিশ্চিত শুদ্ধ আচরণই তার করণীয়। অনর্থক বার্তালাপ বর্জন, অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন এবং প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এই তিন প্রকারে আত্মসংযম না করে কেবল বংশদণ্ড বহন করলেই কেউ যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকৃত হয় না। কলুষিত এবং অস্পৃশ্য গৃহগুলি বর্জন করে, পূর্ব সংকল্প না করেই সে সাতটি গৃহে যাবে এবং সেখানে ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে সে সমাজের চারটি বর্ণের প্রতি গৃহেও যেতে পারে। ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে সে জনবহুল এলাকা ত্যাগ করে একটি নির্জন জলাশয়ের নিকট গমন করবে। সেখানে স্নান করে, ভালভাবে হাত ধুয়ে কেউ অনুরোধ করলে সেই খাদ্যের কিছু অংশ তাদের নিকট বিতরণ করবে। সে এসব করবে মৌনাবলম্বন করে। তারপর অবশিষ্টাংশ ভালভাবে ধুয়ে ভবিষ্যতে আহার করার জন্য কিছুই না রেখে তার থালার সম্পূর্ণটাই আহার করবে। জড় আসক্তিশূন্য সংযতেন্দ্রিয় হয়ে, উৎসাহের সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে, সাধু ব্যক্তি পৃথিবীতে একা বিচরণ করবে। সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সে চিন্ময় স্তরে অবিচল থাকবে। নিরাপদ এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করে, নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ মনে, মুনি কেবল আত্মনিষ্ঠ হবে, এবং উপলব্ধি করবে যে, আত্মা আমা থেকে ভিন্ন নয়। অবিচলিত জ্ঞানের দ্বারা মুনি আত্মার বন্ধন এবং মুক্তির স্বভাব স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় তর্পণের দিকে ধাবিত হয়, তখন আত্মার বন্ধন, এবং সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে মুক্তি। অতএব মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, মুনি অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করবে। সাধু পবিত্র স্থান, প্রবহমান নদী, পর্বত এবং বনের নির্জন স্থানে ভ্রমণ করবে। তার একান্ত শরীর নির্বাহের জন্য সে শহর, গ্রাম ও চারণভূমিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে।"

"বানপ্রস্থ আশ্রমীকে সর্বদা অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা অভ্যাস করতে হবে, কেননা তার দ্বারা সে মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সত্বর পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ বিনীত উপায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে, সে শুদ্ধতা লাভ করে। বিনাশশীল জড় বস্তুকে আমাদের কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়। জড় আসক্তিশূন্য চেতনার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে জাগতিক উন্নতির সকল

কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত। যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আমাদের বিচার করা উচিত ভগবানে অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং মন, বাক্য এবং প্রাণবায়ু সমন্বিত নিজের জড় দেহ, সবই হচ্ছে সর্বোপরি ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত। এইভাবে আত্মস্থ হয়ে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করা এবং এইসব বস্তুকে পুনরায় কখনও আমাদের ধ্যেয় বলে মনে করা উচিত নয়।"

"জ্ঞানানুশীলন রত এবং বাহ্যিক উপাদানের প্রতি অনাসক্ত বিদ্বান পরমার্থবাদী, এবং মুক্তি কামনারহিত আমার ভক্ত—এরা উভয়েই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অথবা সামগ্রী ভিত্তিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে। এইভাবে তাদের সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। পরমহংস, পরম জ্ঞানী হয়েও মান-অপমান বোধশূন্য হয়ে শিশুর মতো জীবন উপভোগ করবেন, পরম দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় এবং অক্ষমের মতো আচরণ করবেন; অত্যন্ত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলবেন; এবং বৈদিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে শিক্ষিত পণ্ডিত হয়েও, তিনি অবাধ আচরণ করতে থাকবেন। ভক্তের কখনও বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয় সকাম আনুষ্ঠানিকতায় রত হওয়া, বা নাস্তিক হওয়া, অথবা বেদের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্য করা, এমনকি কথা বলাও উচিত নয়। তদ্রূপ, তার নিতান্ত তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী, কিংবা কোনও অনর্থক তর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা কখনও উচিত নয়। সাধু ব্যক্তির কারও নিকট থেকে কখনও ভীত বা বিব্রত হওয়া উচিত নয়, তেমনই অন্য লোকদের ভীত বা বিব্রত করাও তার উচিত নয়। সে অন্যদের দ্বারা অপমানিত হলে তা সহ্য করবে এবং কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। নিজের জড় শরীরের জন্য সে কারও সঙ্গে বিরোধিতা করবে না যেহেতু সেটি পশুর আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই হবে না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় দেহে এবং প্রত্যেকের আত্মায় অবস্থিত। একই চন্দ্র যেমন অসংখ্য জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এক পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে উপস্থিত। এইভাবে প্রতিটি জড় দেহই নির্মিত হয়েছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা। কখনও কখনও সে যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায়, বিষণ্ণ হবে না, এবং উপাদেয় খাদ্য পেলেও সে উৎফুল্ল হবে না। দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে সে উপলব্ধি করবে, উভয় পরিস্থিতিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণে। প্রয়োজনবোধে যথেষ্ট খাদ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত, কেননা তা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সর্বদা প্রয়োজন। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণবায়ু সুস্থ থাকে, তখন আমরা পারমার্থিক সত্যের মনন করতে পারি, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা মুক্তি লাভ করি। সাধু ব্যক্তির পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্ট মানের হোক, যা অনায়াসে লাভ করে, তাই গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর হয়েও আমি যেমন স্বেচ্ছায় আমার নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি, তদ্রূপ যে আমাকে উপলব্ধি করেছে তারও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, আচমন, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা উচিত। আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আর আমার থেকে নিজেকে ভিন্ন রূপে দেখে না। কেননা আমার সম্বন্ধে তার উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তার এইরূপ মায়িক অনুভূতি বিনষ্ট হয়েছে। জড় দেহ এবং মন পূর্বে যেহেতু এইরূপ অনুভূতিতে অভ্যস্ত ছিল, সময় সময় তা পুনরায় লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু মৃত্যুর সময় আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।"

"যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল দুঃখজনক জেনে, তা থেকে অনাসক্ত হয়েছে, এবং যে পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাকে লাভ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তার উচিত জ্ঞানী এবং যথার্থ গুরুদেবের নিকট গমন করা। ভক্ত যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে ততক্ষণই তার উচিত পরম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে আমা হতে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা। যে ব্যক্তি তার ষড়বিধ মায়া (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নেতা বুদ্ধিকে সংযত করেনি, জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে, পূজ্য দেবতা, নিজ আত্মা, এবং তার মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে, ধর্মের বিধ্বংস ডেকে আনে এবং জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে পতিত এবং তার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসীর মূল ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সমতা এবং অহিংসা, আবার বানপ্রস্থীর প্রধান ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং

দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করা। গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করা, আর ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানত শ্রীগুরুদেবের সেবায় ব্রতী হওয়া।"

"গৃহস্থ ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল অনুমোদিত সময়ে তার স্ত্রীর নিকট যৌন সঙ্গের জন্য গমন করবে। অন্যথায় সেই গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, তপস্যা, দেহ ও মনের শুদ্ধতা বজায় রাখা, সাধারণ অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকা। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উচিত আমার আরাধনা করা। যে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে আমার ভজনা করে, যার অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি সর্বজীবে উপস্থিত জেনে আমার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সে আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করে।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর এবং আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, লয়ের অন্তিম কারণ। এইভাবে আমিই হচ্ছি পরম সত্য আর যে ব্যক্তি অব্যর্থভাবে আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে, সে আমার নিকট আগমন করে। এইভাবে, যে তার স্বধর্ম পালনের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে শুদ্ধ করেছে, যে সম্পূর্ণরূপে আমার পরমপদ উপলব্ধি করেছে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে, সে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা ধর্মকে যথাযথ ব্যবহারের অনুমোদিত চিরাচরিত ধারা রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা রূপে উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, তোমার প্রশ্নানুসারে আমার ভক্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা তার স্বধর্মে নিযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারে তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।"

❀ ❀ ❀

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—"যে আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র অনুশীলন করেছে এবং নির্বিশেষবাদের জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করে উপলব্ধি করেছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবলই মায়া, তার উচিত তার সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের পন্থাসহ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করা। বিদ্বান আত্ম-উপলব্ধ দার্শনিকের একমাত্র উপাস্য, তাদের জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমস্ত জ্ঞানের অন্তিম সিদ্ধান্ত হচ্ছি আমি। বস্তুত আমি যেহেতু তাদের সুখ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ, তাই এরূপ বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনে আমি ছাড়া আর কোনও কার্যকরী উদ্দেশ্য বা প্রিয় বস্তু নেই। যারা দার্শনিক এবং উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে তারা আমার পাদপদ্মকে পরম দিব্যবস্তু রূপে উপলব্ধি করে। এইভাবে বিদ্বান পারমার্থবাদী আমার নিকট পরম প্রিয় এবং সিদ্ধজ্ঞানের মাধ্যমে আমার প্রীতিবিধান করে থাকে। পারমার্থিক জ্ঞানের স্বল্পমাত্র অনুশীলনের দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তা তপশ্চর্যা, পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ, নিঃশব্দে জপ, দান অথবা পুণ্যকর্মের ফলও তার সমকক্ষ নয়। অতএব প্রিয় উদ্ধব, জ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে তোমার উচিত বৈদিক জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করা। পূর্বে মুনিগণ বৈদিক জ্ঞান যজ্ঞ এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে সমস্ত

যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে জেনে, তাদের অন্তরে তারা আমার উপাসনা করেছে। এইভাবে আমার নিকট উপনীত হয়ে, এই সমস্ত মুনিগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছে। প্রিয় উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত জড় দেহ ও মন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু এরা যেহেতু কেবল বর্তমানে আবির্ভূত হয়, এদের শুরু বা শেষে কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে এসবই মায়া। তা হলে জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানাদি উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেহের বিভিন্ন পর্যায় কিভাবে তোমার নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা কিভাবে সম্ভব? এই সমস্ত পর্যায় কেবল তোমার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, এরা পূর্বে ছিল না এবং অন্তিমেও থাকবে না। দেহ কেবল বর্তমানেই থাকে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্তে! অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করুন, যা আপনা হতেই বৈরাগ্য এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করে, যা দিব্য, এবং যা পারমার্থিক মহান দার্শনিকগণের নিকট চিরাচরিত। আপনার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত সেবামূলক এই জ্ঞান মহান ব্যক্তিগণ অন্বেষণ করে থাকেন। প্রিয় প্রভু, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর চক্রে ভয়ঙ্কর ভাবে নির্যাতিত হয়ে ত্রিতাপ দ্বারা প্রতিনিয়ত বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তাদের জন্য উপাদেয় অমৃত বর্ষণকারী ছত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ আপনার চরণযুগল ব্যতীত আর কোন আশ্রয় লক্ষিত হয় না। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, অনুগ্রহ পূর্বক এই জড় অস্তিত্বের অন্ধকার গর্তে পতিত কালরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হতাশ জীবকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন। তার এরূপ ঘৃণ্য অবস্থা সত্ত্বেও, এই হতভাগ্য জীব নগণ্যতম জড় সুখ আস্বাদন করার জন্য অত্যধিক আগ্রহী। হে প্রভু, আপনার চিন্ময় মুক্তি প্রদানকারী উপদেশামৃত বর্ষণ করে অনুগ্রহ পূর্বক আমায় রক্ষা করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, তুমি যেমন এখন আমার নিকট প্রশ্ন করছ, পূর্বকালে অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির ঠিক সেইভাবে ধর্মের মহান রক্ষক ভীষ্মদেবের কাছে এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন আমরা সকলে মনোনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের শেষে, যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর অনেক স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন ধর্মনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ শ্রবণ করার পর, অবশেষে তিনি মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ভীষ্মদেবের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে বৈদিক জ্ঞানের ধর্মনীতি, বৈরাগ্য, আত্ম উপলব্ধি, বিশ্বাস, এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করেছিলাম আমি এখন তোমাকে তা বর্ণনা করব।"

"যে জ্ঞানের দ্বারা নয়, এগারো, পাঁচ এবং তিনটি উপাদানের সমন্বয় এবং এই আঠাশটির মধ্যে সর্বোপরি একটির উপস্থিতি সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করা হয় তা আমি স্বয়ং অনুমোদন করি। যখন কেউ একটি মাত্র কারণ থেকে উদ্ভূত আঠাশটি জড় উপাদানকে ভিন্নভাবে আর দর্শন করে না, বরং সেই কারণটিকেই অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, তখন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাকে বলে বিজ্ঞান, অথবা আত্ম-উপলব্ধি। সৃষ্টি, লয় এবং পালনের বিভিন্ন স্তর হচ্ছে জড় কারণ-সম্ভূত। এক সৃষ্টির সময় থেকে অপর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জড় পর্যায়গুলিতে যা অবিচলিতভাবে সঙ্গে থাকে এবং এই সমস্ত জড় অবস্থাগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হচ্ছে নিত্য। বৈদিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমান,—এই চার প্রকার প্রমাণ থেকে মানুষ জড় জগতের ক্ষণস্থায়ীতা এবং অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আর তার দ্বারা সে এই জগতের দ্বন্দ্ব থেকে অনাসক্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেখা উচিত, যে কোন জড় কর্মই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এমনকি ব্রহ্মলোকেও এইভাবে দুঃখ বর্তমান। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে দেখেছে, সে সবই যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সব কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, তুমি যেহেতু আমায় ভালবাস, পূর্বে আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম। এখন আমি তোমার নিকট পুনরায় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা লাভ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বর্ণনা করব। আমার আনন্দময় লীলা বর্ণনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন, উপচার সহকারে আমার অর্চনে অপ্রতিহত আসক্তি, সুন্দর মন্ত্রের মাধ্যমে আমার প্রশংসা করা, আমার ভক্তিযোগের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, সর্বাঙ্গ দ্বারা

প্রণাম জ্ঞাপন, পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভক্তের অর্চনা করা; সর্বজীবে আমার চেতনা লক্ষ্য করা, সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ আমার সেবায় অর্পণ করা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকীর্তন করা, আমাতে মন অর্পণ করা, সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করা, আমার ভক্তিযুক্ত সেবার জন্য অর্থ দান করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখ বর্জন করা, ব্রত, দান, যজ্ঞ, জপাদি, এবং তপস্যা-আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাম্যকর্ম সম্পাদন হচ্ছে যথার্থ ধর্মাচরণ। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যারা আমার প্রতি শরণাগত হয়, তারা স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি ভালবাসা অর্জন করে। আমার ভক্তদের এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে? যখন কারও শান্ত চেতনা, সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ করে। যখন আমাদের চেতনা জড় দেহ, গৃহ এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখন আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, জড় বস্তুর পিছনে ধাওয়া করে জীবন কাটাই। রজোগুণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের চেতনা তখন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্যই উৎসর্গীত হয়। এইভাবে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি এবং দুর্ভাগ্য উৎপন্ন হয়। প্রকৃত ধর্ম বলতে, যা আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় উপনীত করে তাকেই বোঝায়। যে চেতনা আমার সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি প্রকাশ করে তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। অনাসক্তি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, এবং ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়, অণিমা-আদি অষ্টসিদ্ধি।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় কৃষ্ণ, হে পরন্তপ, আমায় অনুগ্রহপূর্বক বলুন কত প্রকার সংযমের বিধান এবং নিত্যকৃত্য রয়েছে। হে প্রভু, এ ছাড়াও আমায় বলুন, মানসিক সাম্য কী, আত্মসংযম কী, সহিষ্ণুতা এবং সততার প্রকৃত অর্থ কী, দান কী, তপস্যা, বীরত্ব, বাস্তবতা এবং সত্যকে কীভাবে বর্ণনা করা যাবে? বৈরাগ্য কী এবং ঐশ্বর্য কী? কাম্য কী, যজ্ঞ কী, এবং ধর্মীয় পারিতোষিক কী? প্রিয় কেশব, হে পরম সৌভাগ্যবান, বল্, ঐশ্বর্য এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির লাভ আমি কীভাবে বুঝব? শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী, যথার্থ প্রিয় কী, প্রকৃত সৌন্দর্য কী? সুখ এবং দুঃখ কী; পণ্ডিত কে, মূর্খ কে? জীবনের ঠিক এবং ভুল পথ কী, স্বর্গ এবং নরক কী? প্রকৃত বন্ধু কে, এবং প্রকৃত গৃহ কী? ধনাঢ্য কে, দরিদ্র কে? দুর্ভাগা কে, এবং প্রকৃত ঈশ্বর কে? হে ভক্তগণের পতি, এই সমস্ত বিষয় এবং এর বিপরীত বিষয়গুলিও অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।"

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—"অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্যের সম্পদ অপহরণ বা চুরি না করা, অনাসক্তি, বিনয়, কর্তৃত্ব বোধ থেকে মুক্ত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, এবং নির্ভয়তা—এই বারোটি হচ্ছে সংযমের মুখ্য বিধান। আন্তরিক শুদ্ধতা, বাহ্যিক শুদ্ধতা, ভগবন্নাম জপ করা, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, অতিথিপরায়ণতা, আমার উপাসনা, তীর্থস্থান দর্শন, ভগবানের স্বার্থেই কেবল আচরণ এবং বাসনা করা, সন্তুষ্টি, এবং গুরুদেবের সেবা—এই বারোটি হচ্ছে নিয়মিত অনুমোদিত কর্তব্য। এই চব্বিশটি বিষয় যারা সর্বান্তঃকরণে পালন করে, তাদের ওপর সমস্ত কাম্য আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।"

"মানসিক সাম্য এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে আত্মসংযম। সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে দুঃখ সহ্য করা, এবং যখন কেউ জিহ্বা এবং উপস্থকে জয় করতে পারে তখনই তাকে বলা হয় সৎ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে অন্যদের উপর আগ্রাসন না করা, এবং কামবাসনা পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তপস্যা বলে। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে সাধারণ জড়জীবন উপভোগের প্রবণতাকে জয় করা, এবং বাস্তবতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করা। সত্যবাদিতার অর্থ হচ্ছে সন্তোষজনক ভাবে সত্য কথা বলা, মুনিগণ এইরূপই বলেছেন। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্তি, আবার বৈরাগ্য হচ্ছে সন্ন্যাস জীবন। মানুষের জন্য যথার্থ কাম্য সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা এবং পরম পুরুষ ভগবান, আমিই যজ্ঞ। দক্ষিণা হচ্ছে আচার্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারমার্থিক উপদেশ অন্যদের প্রদান করা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ।"

"প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে অসীম মাত্রায় ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শনকারী, পরমেশ্বর ভগবানরূপী আমার নিজের স্বভাব। জীবনের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমার প্রতি

ভক্তিযোগ, এবং প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জীবের দ্বন্দ্বময় মিথ্যা অনুভূতি বিদূরীত করা। প্রকৃত শালীনতা হচ্ছে অসৎ কার্য থেকে পৃথক থাকা, এবং সৌন্দর্য হচ্ছে, বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং প্রকৃত কষ্ট হচ্ছে যৌন সুখান্বেষণে জড়িয়ে পড়া। বন্ধন মুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিই পণ্ডিত, আর যে জড় দেহ আর মনকে নিজের পরিচয় বলে মনে করে, সেই মূর্খ। আমার নিকট উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই প্রকৃত জীবনপথ, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ হচ্ছে ভুলপথ, কেননা তার দ্বারা চেতনা বিভ্রান্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হচ্ছে প্রকৃত স্বর্গ, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হচ্ছে নরক। সারা জগতের গুরুরূপে আচরণ করে আমিই হচ্ছি প্রত্যেকের যথার্থ বন্ধু, এবং মানব দেহই হচ্ছে নিজালয়। প্রিয় সখা উদ্ধব, যে সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভূষিত, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ধনী, আর যে জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র। যে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে হতভাগ্য, পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি আসক্ত নন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত রাখে, সে তার বিপরীত, ক্রীতদাস। হে উদ্ধব, এইভাবে তুমি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তার বিশদ ব্যাখ্যা করলাম। এই সমস্ত ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কেননা সর্বদা ভাল আর মন্দ গুণ দর্শন করাটাই একটি খারাপ গুণ। শ্রেষ্ঠগুণ হচ্ছে জড় ভাল-মন্দ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।"

* * *

বিংশতি অধ্যায়

শুদ্ধভক্তি ঃ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধি এবং নিষেধাত্মক আপনার বিধান বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কর্মের সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করে। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বর্ণাশ্রম নামক মনুষ্য সমাজে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপ বৈচিত্র্য পাপ এবং পুণ্যজনিত পরিবার পরিকল্পনা প্রসূত। জড় উপাদান, স্থান, বয়স, সময় ইত্যাদি সমন্বিত একটি পরিস্থিতির ব্যাপারে বৈদিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সর্বক্ষণের আলোচ্য বিষয়। বাস্তবে বেদই স্বর্গ এবং নরকের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন, যা হচ্ছে অবধারিতভাবে পাপ-পুণ্যভিত্তিক। বেদে পুণ্যকর্ম করার বিধান এবং পাপকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পুণ্য এবং পাপের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে, মানুষ কীভাবে তোমার নিজের বেদরূপী নির্দেশ বুঝতে পারবে, যা পাপকর্ম থেকে বিরত এবং পুণ্যকর্মে রত করবে? এছাড়াও, সর্বোপরি মুক্তিপ্রদ এইরূপ অনুমোদিত বৈদিক সাহিত্য ব্যতিরেকে কীভাবে মনুষ্য জীবন সার্থক হবে?"

"হে প্রভু, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অতীত মুক্তি অথবা স্বর্গলাভ এবং জড় ভোগ, এ সমস্ত উপলব্ধি করা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান ক্ষমতার বাইরে—আর সাধারণ ভাবেও সব কিছুর অভিধেয় এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মনুষ্যগণকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে, কেননা সেগুলি আপনার নিজস্ব বিধান, আর তা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং প্রকাশ সমন্বিত। হে প্রভু, আপনার প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, সেগুলি আপনা থেকে আসেনি। একই বৈদিক শাস্ত্র যদি পাপ

ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্যকে খণ্ডন করে, তা হলে অবশ্যই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, আমি মানুষের মঙ্গল লাভের সুবিধার্থে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ এই তিনটি পন্থা প্রদর্শন করেছি। এই তিনটি পন্থা ব্যতিরেকে অগ্রগতি লাভের আর অন্য কোনও উপায় নেই। এই তিনটি মার্গের মধ্যে যারা জড়জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্ত, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদিত হয়েছে। যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হননি, এখনও বহু বাসনা অপূর্ণ রয়েছে, তাঁদের উচিত কর্মযোগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের অন্বেষণ করা। কোন না কোন সৌভাগ্যের ফলে কেউ যদি আমার গুণ-মহিমা শ্রবণ কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে জড় জীবনের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ বা অনাসক্ত হয়, তাদের উচিত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা। যতক্ষণ না কেউ সকাম কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমার কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার রুচি অর্জন করতে পারছে, ততক্ষণই তাকে বৈদিক নিয়মানুসারে বিধি-বিধান পালন করতে হবে।"

"প্রিয় উদ্ধব, যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে উপাসনা করছেন কিন্তু এইরূপ পূজার কোনও ফল আশা করেন না, তিনি স্বর্গে গমন করবেন না; তদ্রূপ, নিষিদ্ধ কর্ম না করার ফলে তিনি নরকেও যাবেন না। যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে নিষ্পাপ এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত, সে এই জন্মেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে অথবা সৌভাগ্যবলে আমার প্রতি ভক্তিযোগ লাভ করে। স্বর্গবাসীগণ এবং নরকবাসীগণ উভয়েই ভূলোকে মনুষ্য জন্ম কামনা করে। কেননা মনুষ্য জীবন দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেম লাভে সহায়তা করে, পক্ষান্তরে স্বর্গীয় অথবা নারকীয় কোন দেহই কার্যকরীভাবে এরূপ সুযোগ প্রদান করে না। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বর্গ অথবা নরকবাসের বাসনা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা হতেও কারও বাসনা করা উচিত নয়, কেননা এইভাবে জড়দেহে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি মূর্খের মতো অবহেলা পরায়ণ হন। জড় দেহ বিনাশশীল হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে, মূর্খের মতো অবহেলা করা উচিত নয়। যমতুল্য নিষ্ঠুর মনুষ্য কোনও বৃক্ষকে ছেদন করলে, যে সমস্ত পক্ষী তাতে বাসা বেঁধেছিল তারা অনাসক্তভাবে তা ত্যাগ করে অন্যত্র সুখ লাভ করে। একইভাবে দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের আয়ুষ্কালও ক্ষয় হচ্ছে, এই ব্যাপারে অবগত হয়ে আমাদের ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি।"

"জীবনের সর্ব কল্যাণপ্রদ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য দেহ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহকে অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে নির্মিত একখানি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে শ্রীগুরুদেব রয়েছেন কাণ্ডারীরূপে এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশাবলীরূপ বায়ু তাকে চলতে সহায়তা করছে, এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হতে উপযোগ না করে, তাকে অবশ্যই আত্মঘাতী বলে মনে করতে হবে। জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে, পরমার্থবাদী সম্পূর্ণরূপে সংযতেন্দ্রিয় এবং অনাসক্ত হয়। পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার মনকে দিব্য স্তর থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য নিবিষ্ট করা উচিত। মনকে পারমার্থিক স্তরে নিবিষ্ট করার সময়, যখনই তা অকস্মাৎ দিব্যস্তর থেকে বিপথগামী হয়, তখন বিধি-বিধান অনুসারে যত্ন সহকারে তাকে বশে আনা উচিত। মনের কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে কখনই ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে, সত্ত্বগুণ দ্বারা শোধিত বুদ্ধিমত্তার উপযোগ করে, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। দক্ষ অশ্বারোহী দুর্দান্ত অশ্বকে বশে আনতে কিছুক্ষণের জন্য অশ্বটিকে তার যেমন ইচ্ছা চলতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অভীষ্ট পথে আনে। তদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি এবং বাসনা যত্নসহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। যতক্ষণ না মন পারমার্থিক বিষয়ে নিশ্চলতা লাভ করছে,

ততক্ষণই মহাজাগতিক, জাগতিক অথবা পারমাণবিক, সমস্ত জড় বস্তুর ক্ষণস্থায়ী স্বভাব বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সাধারণ প্রগতিশীল কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টির পদ্ধতি এবং পশ্চাৎগামী কার্যের দ্বারা প্রলয়ের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করা উচিত। যখন কোন ব্যক্তি এই জগতের ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তা থেকে অনাসক্ত হয় এবং তার মন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মতো পরিচালিত করে, তখন সে এই জগতের স্বভাব সম্বন্ধে বার বার চিন্তা করে, অবশেষে তার জড় পরিচিতি ত্যাগ করে। যোগ পদ্ধতির বিভিন্ন যম-নিয়মাদি এবং পুরশ্চরণের মাধ্যমে তর্ক এবং পারমার্থিক শিক্ষার অথবা আমার প্রতি উপাসনা এবং শ্রদ্ধাদি দ্বারা তার উচিত পরম পুরুষ ভগবানের স্মরণে মনকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখা। এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। সাময়িক অনবধানতাহেতু যোগী যদি আকস্মিকভাবে গর্হিত কর্ম করে, তবে সেই পাপের প্রতিক্রিয়াকে যোগাভ্যাসের দ্বারাই ভস্মীভূত করা উচিত। কখনও অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করা তার উচিত নয়। দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে যে, পরমার্থবাদীদের নিজ নিজ পারমার্থিক পদে অবিচলিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই যথার্থ পুণ্য, আর যখন পরমার্থবাদী তার অনুমোদিত কর্তব্যে অবহেলা করে সেটিই হচ্ছে পাপ। আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করার মানসে যে ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্যের এই মানকে গ্রহণ করে, সে স্বভাবতই অশুদ্ধ জড় কর্ম দমন করতে সক্ষম হয়।"

"আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে, আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে আমার ভজনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখদায়ক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন আমার মত অনুসারে সর্বদা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তখন তার হৃদয় আমাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এইভাবে তার হৃদয়স্থ জাগতিক বাসনার বিনাশ হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি যখন দৃষ্ট হই, তখন হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়, এবং সকাম কর্মের বন্ধন খণ্ডিত হয়। সুতরাং, যে ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত হয়েছে, ইহলোকের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনের পন্থা তার জন্য নয়। সকাম কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চা, বৈরাগ্য অনুশীলন, যোগাভ্যাস, দান, ধর্মকর্ম এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের আর যতসব পন্থার মাধ্যমে যা কিছু লাভ করা যায়, তা আমার ভক্ত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন। কোনও ভাবে আমার ভক্ত যদি স্বর্গলাভ, মুক্তি অথবা আমার ধামে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সহজেই এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করেন। আমার ভক্তরা সাধু ব্যবহার সম্পন্ন এবং তারা গভীর ভাবে বুদ্ধিমান, তারা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট সমর্পিত প্রাণ, আর আমাকে ছাড়া তারা কোন কিছুই কামনা করে না। সেইজন্য আমি তাদেরকে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করলেও, তারা তা গ্রহণ করে না। বলা হয় যে, পূর্ণ বৈরাগ্য হচ্ছে মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং যার ব্যক্তিগত বাসনা নেই, এবং ব্যক্তিগত পুরস্কারের বাসনাও করে না, সে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা লাভ করে। আমার শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই জগতের ভাল এবং মন্দ থেকে উদ্ভূত জড় পুণ্য এবং পাপ থাকতে পারে না, কেননা সে জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বদা দিব্য চেতনায় অধিষ্ঠিত। এক কথায়, এই সমস্ত ভক্তরা জড় বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুর অতীত পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করার পদ্ধতি স্বয়ং আমার নিকট থেকে শিখেছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে, তারা মায়া থেকে মুক্ত হয় এবং আমার নিজধামে উপনীত হয়ে পরম সত্যকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করে।"

একবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা, যেমন ভক্তিযোগ, বিশ্লেষণাত্মক দর্শন এবং নিয়মিতভাবে নিজ ধর্ম পালন—এই সবই ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই ব্রতী হয়, সে নিশ্চয় একাদিক্রমে জাগতিক জীবনচক্রে চলতে থাকবে। নিজ অধিকারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণতাই যথার্থ পুণ্য নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে পাপ। এই দুটি বিষয় এই ভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, জীবনে কোনটি যথার্থ, তা উপলব্ধি করতে প্রদত্ত সমান বস্তুর মধ্যেও মূল্যায়ন করতে হবে। এইভাবে ধর্মনীতি বিশ্লেষণে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার থাকবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য শুভ অশুভ বিচার করতেই হবে। যারা জাগতিক ধর্মনীতির বোঝা বহন করছে, তাদের জন্য আমি এই জীবন পথ প্রদর্শন করেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীব পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবের দেহ হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, এই পাঁচটি প্রাথমিক উপাদান সমন্বিত। এই সমস্ত উপাদানই এসেছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে।"

"প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জড় দেহ একই পঞ্চ উপাদানে গঠিত আর এইভাবে সবই এক হওয়া সত্ত্বেও দেহের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র তাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপের কল্পনা করেছেন, যার মাধ্যমে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হবে। হে মহাত্মা উদ্ধব, জড় কার্যকলাপ সংযত করার জন্য সমস্ত জড় বস্তু, কাল, দেশ এবং সমস্ত ভৌতিক উপাদানের মধ্যে আমিই ভাল ও মন্দের বিধান স্থাপন করেছি। স্থানের মধ্যে, কৃষ্ণসার মৃগ বিহীন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশূন্য; আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ রয়েছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নেই, কীকটের মতো রাজ্য এবং যেখানে শুদ্ধতা ও শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি অবহেলিত হয়, মাংসাহারী অধ্যুষিত অথবা যে দেশের জমি বন্ধ্যা, এ সবই কলুষিত স্থান বলে পরিগণিত। নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা উপযুক্ত সামগ্রী লাভ করার মাধ্যমেই হোক, যে নির্দিষ্ট সময় যথোপযুক্ত, তাকেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে সময় নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটায় তাকেই মনে করা হয় অশুদ্ধ। কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় বাক্যের দ্বারা, অনুষ্ঠানের দ্বারা, কালের প্রভাবের দ্বারা অথবা আপেক্ষিক মহত্ব অনুসারে অপর একটি দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে। কোন ব্যক্তির ক্ষমতা বা দুর্বলতা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, স্থান এবং দৈহিক অবস্থা অনুসারে কোন অশুদ্ধ বস্তু তার ওপর পাপের প্রতিক্রিয়া আরোপ করতে পারে, আবার না করতেও পারে। শস্য, কাষ্ঠনির্মিত বাসনাদি, অস্থি নির্মিত বস্তু, সুতো, তরল পদার্থ, অগ্নিজাত দ্রব্য, চর্ম এবং মৃত্তিকাজাত দ্রব্য, এই সমস্ত বিভিন্ন দ্রব্য, কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ভিন্নভাবে অথবা সংমিশ্রণের দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। কোন শুদ্ধিদায়ক উপাদানের প্রয়োগে যখন কোন অশুদ্ধ বস্তুর দুর্গন্ধ দূর হয়, অথবা নোংরা বস্তুর আবরণ দূর করে তার আদি স্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে, তখনই তাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। স্নান, দান, তপস্যা, বয়স, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তব্য এবং সর্বোপরি, আমার স্মরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দ্বিজগণের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে যথাবিধি শুদ্ধ হওয়া উচিত। যথাযথ জ্ঞান সহকারে উচ্চারিত মন্ত্রই শুদ্ধ, এবং আমাতে অর্পিত হলে কর্ম শুদ্ধ হয়। এইভাবে স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধিকরণের দ্বারা মানুষ ধর্মপরায়ণ হন, এবং এই ছয়টি বিষয়ে অবহেলা পরায়ণ ব্যক্তিকে অধার্মিক বলা হয়।"

"কখনও কখনও পুণ্য পাপ হয়ে যায় আবার সাধারণভাবে যা পাপ, তা বৈদিক বিধানবলে পুণ্য রূপে

পরিগণিত হয়। এইরূপ বিশেষ বিধান কার্যকরী হলে তা পাপ এবং পুণ্যের স্পষ্ট পার্থক্য দূরীভূত করে। উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বাস্তবে, যে মাটিতে শায়িত, তার আরও নীচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক সঙ্গকেই সদ্‌গুণ বলে মনে করা হয়। বিশেষ কোন পাপকর্ম অথবা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্পন্ন জীবন পথ হচ্ছে মানুষের ধার্মিক এবং মঙ্গলময় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, আর তা সমস্ত প্রকার ক্লেশ, মোহ এবং ভয় দূর করে।"

"যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীকে কাম্য বলে মনে করে, সে নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ আসক্তি থেকে কামের উদ্ভব হয়, আর এই কাম মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। কলহ থেকে অসহ্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তার পরেই আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। মানুষের প্রশস্ত বুদ্ধিকে এই অজ্ঞতা অতি শীঘ্র গ্রাস করে।"

"হে মহাত্মা উদ্ধব, প্রকৃত জ্ঞান রহিত ব্যক্তিকে সর্বহারা বলে মনে করা হয়। তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ঠিক মৃত ব্যক্তির মতো জড় হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য, জীব নিজেকে অথবা অন্য কাউকে চিনতে পারে না। সে বৃক্ষের মতো অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন যাপন করে, আর হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। শাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তাতে মানুষের পরম কল্যাণের কথা বলা হয়নি, বরং সেগুলি হচ্ছে শিশুকে ভাল ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই কল্যাণজনক ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র। কেবল জাগতিক জন্ম লাভ করে মানুষ মনে মনে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, যৌন ক্ষমতা এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। যা কিছু জীবনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিহত করে, সেই সবের প্রতি তখন তাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে। যারা প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা জড় জীবন পথে ভ্রমণ করে, ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। মূর্খ হলেও, তারা যদি বেদের বিধানগুলি বিনীতভাবে লক্ষ্য করে, তবে বেদশাস্ত্র কেন তাদেরকে পুনরায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসাহিত করবেন? বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, তারা প্রচার করে যে, জড় ফল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী পুষ্পিত বাক্যই হচ্ছে বেদের সর্বোচ্চ জ্ঞান। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও এই ধরনের কথা বলে না। যারা কাম বাসনা, ধনলিপ্সা এবং লোভে পূর্ণ, তারা কেবল ফুলকেই জীবনের যথার্থ ফল মনে করে ভুল করে। অগ্নির তেজে বিভ্রান্ত হয়ে এবং তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে তারা তাদের নিজের প্রকৃত পরিচিতিই বুঝে ওঠে না।"

"প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক আনুষ্ঠানিকতা লব্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্রতী মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত, আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমা থেকে অভিন্ন এবং আমা হতে উৎপন্ন। বাস্তবে, যাদের দৃষ্টি কুয়াশার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এরা হচ্ছে তাদের মতো। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসর্গিকৃত প্রাণ, তারা আমার দ্বারা বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের গোপনীয় সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে না। হিংস্রতার মাধ্যমে আনন্দ পেতে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পশুকে যজ্ঞে বলি দেয়। আর এইভাবে তারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, এবং ভূতপ্রেতের নেতাদের পূজা করে। বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিতে এইরূপ হিংস্রতার জন্য রজোগুণকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি। মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন অনর্থক মনগড়া ব্যবসায়ে তার আসল অর্থ ব্যয় করে, তেমনই মূর্খ লোকেরা জীবনের যথার্থ মূল্যবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে স্বর্গে উপনীত হতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করতে খুব সুন্দর হলেও বাস্তবে তা অসত্য, স্বপ্নের মতো। এইরূপ বিভ্রান্ত মানুষ তাদের হৃদয়ে কল্পনা করে যে, তারা সমস্ত প্রকার জড় আশীর্বাদ লাভ করবে। যারা জাগতিক সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকাশকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বিশেষ বিগ্রহের উপাসনা করে থাকে। তবে, সুষ্ঠুরূপে আমার উপাসনা করতে কিন্তু ওরা ব্যর্থ হয়। দেবতা উপাসকরা ভাবে, "আমরা এই জীবনে দেবতা পূজা করব, আর আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞের ফলে আমরা স্বর্গে গমন করে সেখানে উপভোগ করব। যখন

ভোগ শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে ফিরে এসে সম্ভ্রান্ত বংশে মহান গৃহস্থ রূপে জন্ম গ্রহণ করব।" অত্যন্ত গর্বিত এবং লোভী হওয়ার জন্য এই সমস্ত লোকেরা বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে আমার বিষয়ে তারা আকৃষ্ট নয়। তিনভাগে বিভক্ত বেদ প্রকাশ করে যে, জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। বেদ- তত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্র, কিন্তু এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে, আর এইরূপ গোপনীয় বর্ণনায় আমিও খুশি। বেদের দিব্য শব্দ উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ এবং তা প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়। বেদের এই শব্দ অসীম, অত্যন্ত গভীর এবং ঠিক সমুদ্রের মতো অপরিমেয়। অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে নিবাস করে, ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত জীবের মধ্যে ওঁকার রূপী বৈদিক শব্দধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করি। পদ্মনালের তন্তুর সুতোর মতো, সূক্ষ্মরূপে একে অনুভব করা যায়। ঠিক একটি মাকড়সা যেমন তার হৃদয়োত্থিত লালা দ্বারা মুখের মাধ্যমে জাল বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য আনন্দপূর্ণ এবং সমস্ত বৈদিক ছন্দ সমন্বিত আদি প্রাণবায়ুর অনুরণন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবান তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে মনের মাধ্যমে মহান এবং অসীম বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন, যা হচ্ছে স্পর্শাদি দিব্য শব্দ সমন্বিত। ওঁকার থেকে ব্যঞ্জন, স্বর, উষ্ম এবং অর্ধস্বর বর্ণমালা সমন্বিত বৈদিক শব্দ সহস্র শাখায় বিস্তৃত। তারপর বেদকে অনেক বিচিত্র বাক্য দিয়ে বিস্তারিত করা হয়েছে, তা আবার বিভিন্ন ছন্দে, প্রত্যেকটি পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে আরও বর্ণসমন্বিত। অবশেষে ভগবান তাঁর নিজের মধ্যে বৈদিক শব্দের প্রকাশকে পুনরায় সংবরণ করে নেন। বৈদিক ছন্দসমূহ হচ্ছে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট। সারা বিশ্বে একমাত্র আমি ছাড়া বৈদিক জ্ঞানের গুপ্ত উদ্দেশ্য বাস্তবে কেউ বোঝে না। কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিধানে বেদে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে, বা উপাসনা কাণ্ডে যে পূজা পদ্ধতি পাওয়া গিয়েছে তাতে কী বস্তুকে আসলে সূচিত করছে, অথবা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিভিন্ন অনুমানের মাধ্যমে কোন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মানুষ তা জানে না। আমিই বেদ কর্তৃক আদিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং আমিই উপাস্য বিগ্রহ। বিভিন্ন দার্শনিক অনুমান রূপে আমাকেই উপস্থাপন করা হয়, এবং আমিই দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা খণ্ডিত হই। দিব্য শব্দতরঙ্গ, এইভাবে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সারার্থ রূপে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বেদসমূহ, সমস্ত জড় দ্বন্দ্বকে আমার মায়াশক্তি ছাড়া কিছুই নয়, এইরূপে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, অবশেষে এই সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের নিজ নিজ সন্তুষ্টি লাভ করেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

জড় সৃষ্টির উপাদান

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—"হে ভগবান, হে জগৎপতি, ঋষিগণ সৃষ্টির কতগুলি বিভিন্ন উপাদান গণনা করেছেন? আমি স্বয়ং আপনাকে বর্ণনা করতে শুনেছি সেগুলি হচ্ছে সর্বমোট আঠাশটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, মিথ্যা অহংকার, পাঁচটি স্থূল উপাদান, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, অনুভূতির পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান, এবং প্রকৃতির তিনটি গুণ। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, ছাব্বিশটি উপাদান রয়েছে, কেউ বলেন পঁচিশটি, নয়টি, ছয়টি, চারটি অথবা এগারোটি,

আবার কেউ কেউ বলেন, সতেরো, ষোল, অথবা তেরোটি। ঋষিগণ যখন এত ভিন্নভাবে সৃষ্টির উপাদানগুলির হিসাব করলেন, তখন তাঁদের নিজ নিজ মনে কী ছিল? হে পরম নিত্য, অনুগ্রহ করে এটি আমায় ব্যাখ্যা করুন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"জড় উপাদানগুলি সর্বত্র বর্তমান থাকার জন্য, বিভিন্ন বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিভিন্নভাবে তার বিশ্লেষণ করাও যুক্তিযুক্ত। এইরূপ সমস্ত দার্শনিকরা আমার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় থেকেই কথা বলেন, তাই তাঁরা সত্যের বিরোধ না করে যা কিছুই বলতে পারেন। দার্শনিকরা যখন তর্ক করে, "তুমি যেভাবে করে থাকো, সেইভাবে আমি এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা পছন্দ করি না"; কেবলমাত্র আমার দুরতিক্রমণীয়া শক্তিসমূহ তাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক বিরোধ করতে প্রণোদিত করে। আমার শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট, এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাদের নিকট থেকে পৃথক অনুভূতি বিদূরীত হয় এবং তার ফলে তর্কের কারণটিই তিরোহিত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে, দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে হিসাব করতে পারেন। জড় সৃষ্টির সূচনা হয় ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানের প্রকাশের মাধ্যমে, তাই সমস্ত সূক্ষ্ম জড় উপাদান কার্যতঃ তাদের স্থূল কার্যের মধ্যে বর্তমান, আর সমস্ত স্থূল উপাদান তাদের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যেই রয়েছে। এইভাবে যে কোন একক উপাদানের মধ্যে সমস্ত জড় উপাদান আমরা পেতে পারি। অতএব এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের যাঁরাই বলুন, আর তাঁদের হিসাবের মধ্যে জড় উপাদানকে পূর্বের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে অথবা তাঁদের পরবর্তী প্রকাশের উৎপাদনের মধ্যেই সম্বলিত রাখুন না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি যথার্থ বলে মনে করি, কেননা প্রতিটি বিভিন্ন তত্ত্বের জন্য তার্কিক ব্যাখ্যা সর্বদাই প্রদান করা যায়। যে ব্যক্তি অনাদিকাল থেকে অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত রয়েছে তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না, অন্য কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাকে পরম সত্যের জ্ঞান প্রদান করে থাকে। জাগতিক সত্ত্বগুণের জ্ঞান অনুসারে জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের ধারণা হচ্ছে অনর্থক কল্পনা মাত্র। জড় ত্রিগুণের সাম্যরূপে শুরু থেকেই প্রকৃতি বর্তমান, যা কেবল প্রকৃতির জন্যই প্রযোজ্য, চিন্ময় জীবাত্মার জন্য নয়। সত্ত্ব, রজ, এবং তম—এই গুণগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য কার্যকরী কারণ। এই জগতে সত্ত্বগুণকে জ্ঞানরূপে, রজোগুণকে সকাম কর্মরূপে এবং তমোগুণকে অজ্ঞতারূপে বোঝা যায়। কাল অনুভূত হয় প্রকৃতির গুণগুলির বিক্ষুব্ধ মিথস্ক্রিয়া রূপে, এবং সমগ্র কার্যকরী প্রবণতা গুলি হচ্ছে আদিসূত্র অথবা মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত। আমি নয়টি প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনা করেছি, সেগুলি হচ্ছে ভোক্তারূপী আত্মা, প্রকৃতি, প্রকৃতির আদি প্রকাশ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি।"

"হে প্রিয় উদ্ধব! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু এবং পদযুগল, এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয় বিভাগেই রয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়, এবং গতি, বাক্য, মলমূত্র ত্যাগ, এবং নির্মাণ এগুলি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকাশের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মাত্র প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। মহৎ তত্ত্ব আদি জড় উপাদানগুলি পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ থেকে তারা বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মিশ্রিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে।"

"কোন কোন দার্শনিকের মতে সাতটি উপাদান রয়েছে, যেমন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, তার সঙ্গে রয়েছেন চেতন জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, যিনি হচ্ছেন জড় উপাদান সমূহ এবং সাধারণ জীবাত্মা উভয়েরই ভিত্তি স্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু এবং সমস্ত জড় প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে এই সাতটি উপাদান থেকে। অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন যে, ছয়টি উপাদান রয়েছে—পাঁচটি ভৌতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ) এবং ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছেন

পরমেশ্বর ভগবান। উপাদানসমূহ সমন্বিত সেই পরমেশ্বর নিজের শরীর থেকে উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেন। কোন কোন দার্শনিক চারটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, যার তিনটি হচ্ছে—অগ্নি, জল এবং ভূমি—সেগুলি চতুর্থ অর্থাৎ স্বয়ং থেকে প্রকাশিত। এই উপাদানগুলির অস্তিত্বের ফলেই প্রপঞ্চের প্রকাশ সাধন করে থাকেন, যার মধ্যে সমস্ত জড় সৃষ্টি সংঘটিত হয়। কেউ কেউ সতেরটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের হিসাব করে থাকেন, যেমন পাঁচটি স্থূল উপাদান, পাঁচটি অনুভূতির উপাদান, পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা হচ্ছে সপ্তদশ উপাদান। ষোলটি উপাদানের হিসাব অনুসারে, পূর্বের তত্ত্ব থেকে পার্থক্য হচ্ছে, কেবলমাত্র মনকে আত্মার সঙ্গে একিভূত করা হয়েছে। আমরা যদি পাঁচটি ভৌতিক উপাদান, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, একক আত্মা এবং পরমেশ্বর—এই অনুসারে চিন্তা করি তাহলে তেরোটি উপাদান পাওয়া যায়। এগারোটির গণনায়, রয়েছে আত্মা, স্থূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয় সকল। আটটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের সঙ্গে পরমেশ্বর যুক্ত হয়ে নয়টি হয়।এইভাবে মহান দার্শনিকগণ জড় উপাদানকে বহুবিধ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সমস্ত প্রস্তাবই ন্যায়-সঙ্গত, কেননা সে সমস্তই যথেষ্ট যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত। বাস্তবে, যথার্থ বিদ্বানগণের নিকট থেকে এই রূপ দার্শনিক বুদ্ধিমত্তাই কাম্য।"

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—"হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পৃথক হলেও, মনে হয় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দেখা যায় যে, এরা একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। এইভাবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে আত্মা এবং আত্মার মধ্যে প্রকৃতি বর্তমান। হে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ! হে সর্বজ্ঞ ভগবান! আপনি অনুগ্রহ করে আমার হৃদয়স্থ মহা সন্দেহকে আপনার ন্যায় বিচারে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশক নিজ বাক্য দ্বারা ছেদন করুন। কেবল আপনার নিকট হতেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয়, আবার আপনার শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান অপহৃত হয়। বাস্তবে, আপনিই কেবল আপনার মায়া শক্তির প্রকৃত স্বভাব বুঝতে সক্ষম।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভবশতঃ এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রিয় উদ্ধব, আমার ত্রিগুণাত্মিকা জড়া শক্তি, গুণ সমূহের মাধ্যমে বহুবিধ সৃষ্টি, আর তা অনুভব করার জন্য বহুবিধ চেতনার প্রকাশ করে। জড় পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশিত ফলকে অধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক এবং অধিভৌতিক—এই তিনভাবে বোঝা যায়। দৃষ্টি শক্তি, দৃশ্যমান রূপ, এবং চক্ষু রন্ধ্রের মধ্যে প্রতিফলিত সূর্যের রূপ, এই সকলে একত্রে কাজ করে একে অপরকে প্রকাশিত করে। কিন্তু স্বয়ং সূর্য স্বপ্রকাশ রূপে আকাশে বিদ্যমান থাকে। তেমনই সমস্ত জীবের আদি কারণ, পরমাত্মা, যিনি সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি তাঁর নিজের দিব্য অভিজ্ঞতার আলোকে পরস্পর প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশের অন্তিম উৎস। তেমনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন ত্বক্, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা—সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া, যেমন বদ্ধ চেতনা, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সমস্তকেই ইন্দ্রিয়, অনুভূতির বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য অনুসারে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রকৃতির তিন গুণ বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, তা পরিবর্তন হয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে অহংকার নামক উপাদান উৎপন্ন হয়। অপ্রকাশিত প্রধান থেকে মহৎ তত্ত্ব, আর এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রকার জড় মায়া এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দার্শনিকদের মনগড়া যুক্তি-তর্ক—'এই জগৎ সত্য,' 'না, এটি সত্য নয়'—হচ্ছে পরমাত্মা সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক; আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করা। এইরূপ তর্ক অর্থহীন হলেও, যারা আমার প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছে, তারা তা ত্যাগ করতে অক্ষম।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে পরম প্রভু, যাদের বুদ্ধি সকাম কর্মের প্রতি উৎসর্গিত, তারা নিশ্চয় আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিরা তাদের জড়কর্মের জন্য কীভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই সমস্ত দেহ ত্যাগ করে তা আমার নিকট অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। হে গোবিন্দ, মূর্খ লোকেদের জন্য এই সমস্ত বিষয় বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ইহজগতের মায়ার

দ্বারা প্রতারিত হয়ে, তারা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হয় না।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"মানুষের জড় মন তৈরি হয় সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ সে এক জড় দেহ থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে। চিন্ময় আত্মা, এই মন থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে। সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ মন সর্বদা যেগুলি এ জগতে দেখা যায় এবং বেদবিৎগণের নিকট থেকে শ্রুত, উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে। তার ফলে মন তার অনুভূতির বিষয় সহ সৃষ্টি হয় এবং বিনাশের ক্লেশ ভোগ করে বলে মনে হয়, আর এইভাবে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা অপহৃত হয়। জীব যখন বর্তমান শরীর থেকে নিজ কর্ম সৃষ্ট পরবর্তী শরীরে গমন করে, তখন সে নতুন দেহের আনন্দপ্রদ এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মগ্ন হয় এবং পূর্ব দেহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোন না কোন কারণে সংঘটিত পূর্বের জড় পরিচিতির সার্বিক বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু।"

"হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব, নতুন দেহের সঙ্গে জীবের সম্যক পরিচিতিকেই কেবল জন্ম বলে। স্বপ্ন বা উদ্ভট ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো জীব নতুন দেহ গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে থাকে। কোন ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বের স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের কোন কিছুই মনে রাখে না, তেমনই বর্তমান দেহে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্বে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, তার আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক। ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম স্থল মন একটি নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে ত্রিবিধ জড় বৈচিত্র্য যথা উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী সমন্বিত, আর তা দেখে মনে হয়, আত্মার বাস্তবতার মধ্যে তা উপস্থিত। এইভাবে তা সবই নিজ সৃষ্ট অসৎ পুত্রের জন্ম দান করার মতো, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।"

"প্রিয় উদ্ধব, কালের প্রবাহে জড়দেহের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে, যার গতি অনুভব যোগ্য নয়। কিন্তু কালের সূক্ষ্মতা হেতু, কেউ তা দেখতে পায় না। মোমবাতির শিখা, নদীর স্রোত অথবা বৃক্ষের ফলের মতো সমস্ত জড় দেহের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দীপের আলোক অসংখ্য কিরণের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মায়াগ্রস্ত বুদ্ধি সম্পন্ন, আলোক দেখেই অনর্থক বলে উঠবে, 'এই তো দীপের আলোক।' চলমান নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিনিয়ত নতুন জল আসছে আর বহুদূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বোকা লোকেরা নদীর একটি জায়গা দেখে অনর্থক বলে উঠবে, 'এই তো নদীর জল।' তেমনই, মানুষের জড় দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলেও, যারা তাদের জীবনকে অনর্থক অপচয় করছে, তারা ভাবে, আর বলে যে, মানুষের দেহের প্রতিটি অবস্থাই বাস্তব পরিচয় জ্ঞাপক। বাস্তবে মানুষ তার অতীত কর্মের বীজ থেকে জন্মায় না, আবার অমর হওয়া সত্ত্বেও মারা যায়, তা-ও নয়। ঠিক যেমন জ্বালানী কাঠের সংস্পর্শে আগুনকে দেখে মনে হয় তার শুরু হল আর তারপর শেষ হয়ে গেল, তেমনই মায়ার দ্বারা জীব জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে এইরূপ প্রতিভাত হয়। গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণ কাল, জন্ম, শৈশব, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই নয়টি হচ্ছে দেহের পর্যায়। জড় দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন হলেও জড় সঙ্গ প্রভাবে অজ্ঞতা হেতু জীব নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ বলে মনে করেন। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে সক্ষম হন। নিজের পিতার বা পিতামহের মৃত্যুর দ্বারা নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, এবং নিজের পুত্র জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নিজের জন্মের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি জড়দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আর এই সমস্ত দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হন না। যে ব্যক্তি বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম এবং অবশেষে পরিপক্ক অবস্থায় বৃক্ষটির মৃত্যু পর্যন্ত দর্শন করতে পারেন, তিনি নিশ্চিতরূপে সেই বৃক্ষটি থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট পর্যবেক্ষক হতে পারেন। একইভাবে যিনি জড়দেহের জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারেন, তিনি তা থেকে পৃথক থাকেন। বুদ্ধিহীন মানুষ নিজেকে জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপে বুঝতে অক্ষম হয়ে ভাবে প্রকৃতিই বাস্তব। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয় এবং জাগতিক জীবন চক্রে প্রবেশ করে। সকাম কর্মের জন্য বদ্ধজীবকে বিভিন্ন যোনিতে

ভ্রমণ করানো হয়, সত্ত্বগুণের সংযোগে সে ঋষি বা দেবতাদের মধ্যে, রজোগুণের সংযোগে দেবতা অথবা মানুষরূপে এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে সে ভূতপ্রেত অথবা পশু জন্ম লাভ করে। কাউকে নৃত্য করতে বা গাইতে দেখে যেমন মানুষ অনুকরণ করতে পারে, তেমনই, আত্মা কখনই জড় কর্মের কর্তা নয়, তা সত্ত্বেও সে জড় বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, সেই গুণগুলির অনুকরণ করতে বাধ্য হয়।"

"হে দশার্হ বংশজ, আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষের কম্পমান ছায়া, অথবা নিজে ঘুরতে থাকলে পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে হওয়া, অথবা কল্পনা বা স্বপ্ন জগতের মতো আত্মার জড় জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতা, এ সবই বাস্তবে মিথ্যা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ধ্যানে, জড় জীবনের ভাবনায় মগ্ন, সেই ব্যাপারগুলির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, ঠিক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো তা তার মন থেকে বিদূরীত হয় না। সুতরাং, হে উদ্ধব, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চেষ্টা করো না। দেখ জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক মায়া কীভাবে আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অসৎ লোকেদের দ্বারা অবহেলিত, অপমানিত, উপহাসিত অথবা হিংসিত হলেও, অথবা অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা বার বার প্রহারের দ্বারা ক্ষোভিত, বন্ধনগ্রস্ত হয়ে, অথবা নিজের পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে, থু থু বা প্রস্রাবের দ্বারা কলুষিত হলেও, যিনি জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে বাসনা করেন, এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পারমার্থিক স্তরে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন, কীভাবে আমি এটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব। হে বিশ্বাত্মা, জড় জীবনে ব্যক্তিগত স্বভাব অত্যন্ত বলবান, তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা সহ্য করা, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ হয়। কেবলমাত্র আপনার ভক্তরা যাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, এবং যাঁরা আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই এইরূপ অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম।"

❁ ❁ ❁

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মুখ্য দাশার্হ, ভগবান মুকুন্দকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব, এইরূপ সশ্রদ্ধভাবে অনুরোধ করলে, তিনি তাঁর সেবকের বাক্যের যথার্থতা স্বীকার করেন। তখন ভগবান, যাঁর বীর্য গাথা শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়, তিনি তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"হে বৃহস্পতি শিষ্য, আক্ষরিক অর্থে এ জগতে এমন কোন সাধু নেই, যিনি অসভ্য লোকেদের অপমানজনক কথায় বিব্রত হওয়ার পর তাঁর মনকে পুনরায় সুস্থিত করতে সক্ষম। তীক্ষ্ণ বাণ বক্ষ ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় অসভ্য লোকের অপমানজনক রূঢ় বাক্যবাণ হৃদয়ে অবস্থান করে তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার কারণ হয়। প্রিয় উদ্ধব, এই ব্যাপারে একটি খুব মূল্যবান কাহিনী রয়েছে, আমি এখন তোমাকে সেটি বর্ণনা করব। তুমি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"একদা জনৈক সন্ন্যাসী অসৎ লোকেদের দ্বারা বহুভাবে অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি অতীতের নিজকর্মের ফল ভুগছেন। তিনি কী বললেন, তারই কাহিনী আমি এখন তোমার নিকট বলব। এক সময় অবন্তী নগরে

একজন সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত খুব ধনী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কৃপণ—কামুক, লোভী আর ক্রোধপ্রবণ। তাঁর ধর্মকর্ম এবং বৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণ রহিত গৃহে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অতিথিরা কখনও, এমনকি মৌখিকভাবেও যথাযথ সম্মান লাভ করেননি। যথা সময়ে তাঁর নিজের দৈহিক পরিতৃপ্তিও তিনি অনুমোদন করতেন না। তিনি এত কঠোর হৃদয় এবং কৃপণ ছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ, কুটুম্বগণ, স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যরা তাঁর প্রতি শত্রুতা বোধ করতে শুরু করেন। এইভাবে বিষণ্ণ হয়ে তারা কখনও তাঁর সঙ্গে স্নেহযুক্ত ব্যবহার করত না। এইভাবে সেই যক্ষের সম্পদ রক্ষির মতো কৃপণ ব্রাহ্মণের উপর পারিবারিক পঞ্চযজ্ঞের অধিদেবগণ ক্রুদ্ধ হন, তার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক এবং পরোলোকে কোনরূপ সদ্গতি প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মকর্ম এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে বঞ্চিত হন। হে মহানুভব উদ্ধব, তাঁর এইরূপে দেবতাগণের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার পুণ্য এবং সম্পদ রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুনঃপুন অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয়েছিল। হে উদ্ধব, সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণের সম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয় স্বজন দখল করেছিল, কিছু অংশ নিয়েছিল চোরেরা, কিছু অংশ দৈব-দুর্বিপাকে নষ্ট হয়েছিল, কিছুটা নষ্ট হয়েছিল কালের প্রভাবে, কিছু অংশ নিয়েছিল জনসাধারণ আর কিছু অংশ নিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। অবশেষে সেই ধর্মকর্ম ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রহিত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হলে, তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃসহ উদ্বেগে পতিত হয়েছিলেন। সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা বোধ করছিলেন। অশ্রুধারায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে, তিনি তাঁর ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাঁর মধ্যে এক তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।"

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—"হায়, কি মহাদুর্ভাগ্য আমার! অর্থের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে কেবল বৃথা কষ্ট প্রদান করেছি, আর সে অর্থ কিন্তু আমার ধর্মকর্ম অথবা জাগতিক ভোগের জন্যও উদ্দিষ্ট ছিল না। সাধারণত, কৃপণের ধন কখনও তাকে সুখ প্রদান করে না। ইহজগতে তা আত্মক্লেশের কারণ হয়, আর তারা মারা গেলে সেই ধন তাদেরকে নরকে প্রেরণ করে। একটুখানি শ্বেত কুষ্ঠের দাগে যেমন মানুষের আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনই খ্যাতিমান মানুষের যাবতীয় সুখ্যাতি এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী দেখা যায়, তা সবই নষ্ট হয়ে যায় কেবল একটুখানি লোভের জন্য। সম্পদ উপার্জনে, তা লাভ করে, বর্ধন করে, রক্ষা করতে, ব্যয় করতে, তার লোকসান হলে এবং তা ভোগ করতে গিয়ে, সমস্ত মানুষই প্রচণ্ড পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি অনুভব করে থাকে। সম্পদের লোভে মানুষ পনেরটি অবাঞ্ছিত গুণের দ্বারা কলুষিত হয় যেমন, চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যা ভাষণ, কপটতা, কাম বাসনা, ক্রোধ, বিভ্রান্তি, গর্ব, কলহ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, হিংসা, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা সংঘটিত বিপদসমূহ। এই সমস্ত গুণাবলী অবাঞ্ছিত হলেও মানুষ অনর্থক সেগুলির প্রতি মূল্য আরোপ করে। সুতরাং যিনি জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অবাঞ্ছনীয় জড় ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা। মানুষের ভ্রাতা, ভার্যা, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ, এমনকি তারাও একটি মুদ্রা নিয়ে শত্রুতা করে তৎক্ষণাৎ তাদের স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে। সামান্য কিছু অর্থের জন্যও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো খুব সত্বর তারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভাবাবেগ, সব ত্যাগ করে মুহূর্তমধ্যে একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে, হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।"

"যাঁরা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্য জীবন লাভ করে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাঁরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের অবহেলা করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ বিনষ্ট করছেন, আর এইভাবে তাঁরা চরম দুর্ভাগ্য লাভ করেন। স্বর্গ এবং মুক্তির দ্বারদেশ, এই মনুষ্য জীবন লাভ করে কোন্ মরণশীল ব্যক্তি জড় সম্পদ রূপ, অনর্থময় জগতের প্রতি স্বেচ্ছায় আসক্ত হবেন? যে ব্যক্তি তার সম্পত্তির বৈধ অংশীদার, যেমন—দেবগণ, ঋষিগণ, পূর্বপুরুষগণ এবং সাধারণ জীবেরা, আর সেই সঙ্গে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কুটুম্ব এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং—

তাদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে অসমর্থ হয়। সে তার সম্পত্তি কেবল যক্ষের মতো রক্ষা করছে যার দ্বারা তার পতন হবে। সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থ, যৌবন এবং দৈহিক শক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য উপযোগ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি বিবশ হয়ে, আরও অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করে এই সমস্তই বৃথা অপচয় করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ, আর কী লাভ করতে পারব। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় কেন প্রতিনিয়ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করবেন? বাস্তবে, সারা জগতই কারও মায়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত। যে ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারা কবলিত তার জন্য ধন অথবা ধন দাতার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দাতা, অথবা সেই বস্তু, যা কোন প্রকার সকাম কর্ম, যা তার এই জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণের কারণ মাত্র হয়, তার এই সমস্ত কিছুর কী প্রয়োজন?"

"সর্বদেব সমন্বিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্লেশদায়ক অবস্থায় আনয়ন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করেছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য নৌকাস্বরূপ। আমার জীবনের যদি কোনও সময় বাকী থাকে তবে আমি তপস্যা করে জোরপূর্বক একান্ত অপরিহার্য দৈহিক প্রয়োজনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করব। আর বিভ্রান্ত না হয়ে আমি আমার জীবনের সর্বাঙ্গীন আত্মকল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে আত্মতুষ্ট থাকব। এইভাবে ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাতাদেবগণ যেন আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক করুণা প্রদর্শন করেন। বাস্তবে, খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে চিন্ময় জগতে উপনীত হয়েছিলেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—"এইভাবে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অবন্তী নগরের সেই পরম পুণ্যবান ব্রাহ্মণ তাঁর হৃদয়গ্রন্থী সকল উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তখন একজন শান্ত, মৌনী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল এবং প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছিলেন। ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন নগর ও গ্রামে একা ভ্রমণ করতেন। তিনি তাঁর উন্নত পারমার্থিক পদের কোন প্রচার না করার জন্য, অন্যদের নিকট অবিজ্ঞাত ছিলেন।"

"হে কৃপালু উদ্ধব, তাঁকে বৃদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন ভিখারি দেখে, অভদ্র লোকেরা তাঁকে বিভিন্নভাবে অসম্মান এবং অপমান করত। এই সমস্ত লোকেদের কেউ তাঁর সন্ন্যাস দণ্ড, আবার কেউ তাঁর ভিক্ষাপাত্র রূপে ব্যবহৃত কমণ্ডলু অপহরণ করত। কেউ তাঁর অজিন আসন, কেউ জপের মালাটি, আবার কেউ তাঁর ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল চুরি করত। তাঁকে এই সমস্ত দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ভান করে, সেগুলো আবার লুকিয়ে রাখত। যখন তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু আহারের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করতেন, তখন সেই সমস্ত পাপিষ্ঠ মূর্খরা এসে তাতে প্রস্রাব করে দিত, আর এমনকি তাঁর মস্তকে তারা থুতু দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করলেও, তারা তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো, তিনি কথা না বললে তারা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতো। অন্যেরা তাঁকে 'এই লোকটি আসলে চোর'—বলে ভর্ৎসনা করতো। আবার অন্যেরা, 'ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!' বলে চিৎকার করে দড়ি দিয়ে বাঁধতো। এই লোকটি আসলে একটি ভণ্ড এবং প্রতারক। ধন-সম্পত্তি হারালে, তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করায়, সে এখন ধর্মের বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এই সব বলে তারা তাঁকে উপহাস এবং অপমান করতো। দেখ তিনি একজন মহা তেজস্বী মুনি! হিমালয় পর্বতের মতো ধৈর্যশীল। বকের মতো প্রবল দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মৌন অবলম্বন করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করছেন।—এইরূপ বলে তারা তাঁকে পরিহাস করতো। অন্যেরা তাঁর প্রতি অধোবায়ু ত্যাগ করতো। আবার কেউ কেউ সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণকে পালিত পশুর মতো তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো।"

"ব্রাহ্মণ বুঝেছিলেন যে, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, প্রকৃতির ঊর্ধ্বতন শক্তি থেকে এবং তাঁর নিজ দেহ থেকে—যা কিছু ক্লেশ লাভ হচ্ছে, এ সবই অনিবার্য, কেননা এ সবই তাঁর ভাগ্যের লিখন। যে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, তাদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁর নিষ্ঠা স্থির করে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"এই সমস্ত লোকেরা আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ নয়। আবার দেবগণ, আমার নিজদেহ, গ্রহ-নক্ষত্র, আমার অতীত কর্ম, অথবা কাল কোনটিই নয়। বরং, সুখ-দুঃখ ঘটানো এবং জড় জীবন চক্রের একমাত্র কারণ হচ্ছে মন। শক্তিশালী মন প্রকৃতির গুণাবলীর কার্য সংঘটন করে, যা থেকে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন ধরনের জড় কর্মের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি গুণের প্রভাব হেতু সেই সেই প্রকার জীবন ধারার উৎপত্তি হয়। জড় দেহে সংগ্রামী মনের সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও পরমাত্মা কিন্তু নিশ্চেষ্ট, কেননা তিনি ইতিমধ্যেই দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত রয়েছেন। আমার বন্ধু রূপে আচরণ করে, তিনি তাঁর দিব্য পদে থেকে কেবলই সাক্ষী থাকেন, আমি অতীব ক্ষুদ্র চিন্ময় আত্মা, পক্ষান্তরে জড় জগতের রূপ প্রতিফলনকারী দর্পণের মতো মনকে আলিঙ্গন করে রয়েছি। এইভাবে আমি কাম্যবস্তু ভোগে রত হয়ে প্রকৃতির গুণ সংসর্গে জড়িয়ে পড়েছি। দান করা, কর্তব্য সম্পাদন, মুখ্য এবং গৌণ বিধি-বিধান পালন, শাস্ত্রশ্রবণ, পুণ্য কর্ম এবং শুদ্ধি করণের জন্য ব্রত—এই সকলেরই অন্তিম এবং চরম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে দমন করা। বাস্তবে, মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ। মন যদি সুন্দরভাবে নিবিষ্ট এবং শান্ত থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক দান এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের কী প্রয়োজন রয়েছে? আর মন যদি অসংযতই থেকে যায়, অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন থাকে, তবে তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার কী প্রয়োজন? অনাদিকাল থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে মনের অধীনে, আর মন নিজে কখনও কারও কর্তৃত্বাধীন হয় না। সে পরম শক্তিমান থেকেও শক্তিশালী, আর তার ভগবত্তুল্য শক্তি ভয়ঙ্কর। সুতরাং, যে ব্যক্তি মনকে বশে আনতে পারেন, তিনি গোস্বামী হতে পারেন। হৃদয় বিদারক, অসহ্য বেগবান, দুর্জয় শত্রু, মনকে বশে আনতে না পেরে বহু লোক সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে অনর্থক কলহ করে। এইভাবে তারা সিদ্ধান্ত করে যে, অন্য লোকেরা হয় তাদের বন্ধু, নয়তো তাদের শত্রু অথবা তাদের প্রতি উদাসীন। যে সকল ব্যক্তি জড় মন থেকে সৃষ্ট দেহকে আমি বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধি অন্ধের মতো, তারা কেবল "আমি" আর "আমার"—এই অনুসারেই চিন্তা করে। মাতার জন্য "এইটি আমি কিন্তু ঐটি অন্য কেউ" এই রূপে চিন্তা করার ফলে তারা অসীম অন্ধকারে ভ্রমণ করে।"

"যদি বল, এই লোকেরা আমার সুখ বা দুঃখের কারণ, তবে এই ধারণায় আত্মার স্থান কোথায়? এই সুখ-দুঃখ আত্মাকে নিয়ে নয়, তা হয় জড় দেহ সমূহের মিথস্ক্রিয়ার জন্য। কেউ যদি নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিহ্বায় কামড় দেয়, তখন তার কষ্টের জন্য কার উপর সে ক্রুদ্ধ হবে? যদি বল—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ দুঃখের কারণ, তবে আত্মার উপর তা কিভাবে বর্তায়? এই ধরনের আচরণ করা এবং আচরিত হওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের মিথস্ক্রিয়ার ফল। যখন দেহের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আক্রমণ করে, তখন ঐ দেহ স্থিত ব্যক্তি কার উপর ক্রুদ্ধ হবেন? আত্মা নিজেই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হতো, তবে আমরা অন্যদের দোষ দিতে পারতাম না, যেহেতু তাতে সুখ দুঃখ হতো আত্মার স্বভাব। এই সূত্র অনুসারে, একমাত্র আত্মা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা যদি আত্মা ছাড়া কারো অনুভব করার চেষ্টা করি, তবে তা হবে মায়া। সুতরাং, এই ধারণায় সুখ-দুঃখ যদি বাস্তবে না-ই থাকে, তবে আমরা একের উপর বা অপরের উপর কেন ক্রুদ্ধ হব? গ্রহগুলি হচ্ছে আমাদের সুখ এবং দুঃখের প্রাথমিক কারণ—এই অনুমানের বিচার করলে, তা হলেও আমাদের নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? বস্তুতপক্ষে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, তার উপরেই কেবল গ্রহের প্রভাব কার্যকরী হয়। এ ছাড়াও, অভিজ্ঞ জ্যোতিষীগণ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে গ্রহগুলিই একে অপরের যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে। সুতরাং, জীবাত্মা, গ্রহগণ এবং জড় দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, সে কার প্রতি ক্রোধ আরোপ করবে? আমরা যদি ধারণা করি যে, সকাম কর্মই সুখ এবং দুঃখের কারণ, তবুও তা আত্মা ছাড়াই বিচার করা হচ্ছে। যখন চিন্ময় চেতন কর্তা এবং জড় দেহ এইরূপ কর্মের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখের দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকে, তখনই জড় কর্মের ধারণার উদ্ভব ঘটে। দেহের যেহেতু প্রাণ নেই, দেহ সুখ-দুঃখের প্রকৃত গ্রাহক হতে পারে না, আবার জড় দেহ থেকে পৃথক, সর্বোপরি সম্পূর্ণ চিন্ময়

আত্মাও তা হতে পারে না। দেহে অথবা আত্মায় কর্মের সর্বোপরি কোন ভিত্তি না থাকায়, কার প্রতি তবে সে ক্রুদ্ধ হবে? কালকে যদি আমরা সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি, সেই ধারণাও চিন্ময় আত্মার প্রতি প্রযোজ্য নয়, কেননা কাল হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আবার জীবও হচ্ছে কালের মাধ্যমে প্রকাশিত ভগবানের চিন্ময় শক্তি। অগ্নি নিশ্চয় তার নিজের শিখা অথবা স্ফুলিঙ্গকে পোড়ায় না আবার শৈত্য তার নিজের কোমল তুষার অথবা শিলা বৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে না। বাস্তবে, জীব সত্ত্বা হচ্ছে চিন্ময়, আর তা হচ্ছে জড় সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। তাহলে কার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হবে? মিথ্যা অহংকার মায়াময় বদ্ধ দশাকে বাস্তবায়িত করে, আর এইভাবে জাগতিক সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়। জীব সত্ত্বা অবশ্য অপ্রাকৃত; সে কখনই কোনও স্থানে, কোন অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবে জড় সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আর জড় সৃষ্টিকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে দুরতিক্রম্য অবিদ্যা সমুদ্র অতিক্রম করব। যে সমস্ত পূর্বাচার্য পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুমোদিত।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"সম্পদহারা হওয়ার পর অনাসক্ত হয়ে এই ঋষি তাঁর বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেন। মূর্খ অসৎ লোকেদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচলিত থেকে এই গানটি গেয়েছিলেন। নিজের মনের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কোন শক্তিই জীবকে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় না। তার বন্ধুত্ব, নিরপেক্ষ দল এবং শত্রু জ্ঞাপক অনুভূতি ও তার অনুভূতি সৃষ্ট সমগ্র জড়বাদী জীবন হচ্ছে কেবলই অজ্ঞতা প্রসূত।"

"প্রিয় উদ্ধব, তোমার বুদ্ধিকে আমাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে, মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কর। এটিই হচ্ছে যোগ বিজ্ঞানের নির্যাস। বিজ্ঞান সম্মত পরম জ্ঞান, এই ভিক্ষু গীত, যে কেউ নিজে শ্রবণ করবেন, বা অন্যদের নিকট পাঠ করে শ্রবণ করাবেন, এবং পূর্ণ মনোনিবেশে এর ধ্যান করবেন, তিনি কখনও পুনরায় জড় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিমোহিত হবেন না।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে। আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন। জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ভোক্তা। জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত গুণ থেকে মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত আদি সূত্র উৎপন্ন হয়। মহৎ তত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের বিভ্রান্তির কারণ, মিথ্যা অহংকার উৎপন্ন হয়েছিল। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ চিন্ময় এবং জড় অহংকার, দৈহিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের প্রকাশ ঘটায়। তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়। আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।"

"আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বনামক পদ্মের উৎপত্তি হয়। রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন। স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য; ভুবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উপনীত হন। শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উপনীত হয়। কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।"

"এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত। আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বাজু, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাজু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে। মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়। আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমা হতে অভিন্ন।"

"পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হচ্ছি আমি। মূলতঃ সুপ্ত পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। প্রলয়ের সময় জীবের মর্তদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন

হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি তারপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়। সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না। এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সন্দেহের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।"

* * *

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংশ্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর। মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রশংসা শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংসা বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।"

"প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক। যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে। যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই

ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে বোঝা যায়। যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় আসক্তিরহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে। যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।"

"সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্ত্বাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে নয়। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্রলোভিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়। যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়। যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কার্য সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে। যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নিরেট ও মূর্খে পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।"

"চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়। অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে। যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিধ্বস্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।"

"হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করে এবং তা হচ্ছে দিব্য। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে। যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পাদিত কার্য সাধিত হয় তমোগুণে। অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে। বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত। আসক্তি

মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে। পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত। স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য বস্তু সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। আত্মা থেকে উৎপন্ন সুখ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিত্তিক সুখ হচ্ছে রাজসিক, এবং মোহ ও অধঃপতন মূলক সুখ হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। কিন্তু আমার মধ্যে যে সুখ লাভ করা যায় তা হচ্ছে গুণাতীত। সুতরাং জড় দ্রব্য, স্থান, কর্মের ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, চেতনার স্তর, জীবের প্রজাতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ ভিত্তিক।"

"হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, জাগতিক সর্ব স্তরই ভোক্তা আত্মা এবং জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত। দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কেবলই মনে মনে অনুমিত, যাই হোক না কেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গুণ সমন্বিত। হে উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে। সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া। অবিভ্রান্ত, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য। তারপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়। জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা মনন করে না।"

❁ ❁ ❁

ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়। যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়াপ্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির

গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না। যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।"

"নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, 'হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!' বলে ডেকেছিলেন। বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।"

রাজা ঐল বললেন—"হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমায় আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি। হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়েও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল! পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম। গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়? উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এত সমস্ত করার কী প্রয়োজন? আমাকে ধিক্! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি। অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি। বারবনিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম? আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরীত হয়নি। আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।"

"এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট নকল আবরণ মাত্র। দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, তার আনন্দ প্রদায়িনী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী

ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর! তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য!" যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

"দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়। অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন, তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে। অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না; তবে আমার মতো মূর্খলোকেদের আর কি কথা।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে। অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়। আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।"

"হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়। সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল? যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞাননিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো। খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়। আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন। এইভাবে উর্বশী লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে প্রভু, হে ভক্তগণের ঈশ্বর, আপনি আমার নিকট আপনার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন। যাঁরা শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেন, তাঁদের কী যোগ্যতা থাকা উচিত, কিসের উপর ভিত্তি করে এইরূপ আরাধনা করা হয় এবং এই আরাধনার বিশেষ পদ্ধতি কী? সমস্ত মহর্ষিগণ বারবার ঘোষণা করেছেন যে, এইরূপ আরাধনা মনুষ্য জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করে। এটিই হচ্ছে শ্রীনারদমুনি, মহর্ষি ব্যাসদেব এবং আমার গুরুদেব শ্রীবৃহস্পতির অভিমত। হে মহাবদান্য প্রভু, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রথমে আপনার মুখপদ্ম থেকে নিসৃত হয়েছে। তারপর তা মহাপ্রভু ব্রহ্মা, ভৃগু আদি তাঁর পুত্রগণকে এবং মহাদেব তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি আপনার শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে স্ত্রী এবং শূদ্রগণসহ সকলের জন্য পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক অনুশীলন। হে পদ্মনেত্র, হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, আপনার ভক্তসেবকগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বিধানের কোনও অন্ত নেই; তাই আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে, যত্নসহকারে প্রত্যেকেরই আমার আরাধনা করা উচিত, যাতে সেই যজ্ঞ আমি গ্রহণ করি। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যথার্থ বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তিযুক্ত হয়ে ঠিক কীভাবে আমার আরাধনা করবে, সে বিষয়ে আমি এখন বর্ণনা করব, তুমি শ্রদ্ধা সহকারে তা অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর।"

"ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে ভূমিতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে অথবা উপাসকের নিজ হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেব রূপে আরাধনা করা। প্রথমে তার দন্তমার্জন এবং স্নান করার মাধ্যমে দেহ শুদ্ধি করা উচিত। তারপর সে তার দেহে বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, মৃত্তিকা লেপন করে, তার দেহকে দ্বিতীয় বার শুদ্ধ করবে। মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপাদি করে বিভিন্ন অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা তার উচিত আমার আরাধনা করা। এরূপ আরাধনা বেদবিহিত এবং তা সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া নিরসন করে। শিলা, দারু, ধাতু, ভূমি, আলেখ্য, বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হতে পারেন।"

"প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জীবের আশ্রয়, ভগবানের অর্চাবিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন—ক্ষণস্থায়ী অথবা স্থায়ী। কিন্তু, স্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করে আনার পর তাঁকে আর বিসর্জন দেওয়া যায় না। ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা দারুময়ী বিগ্রহ ব্যতীত তাঁদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে। ভক্তের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার অর্পণের মাধ্যমে আমার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করা। কিন্তু সর্ব প্রকার জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভক্ত, সহজে যা কিছু পায়, তা দিয়ে আমার অর্চনা করে, এবং এমনকি মানসিকভাবেও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার হৃদয়াভ্যন্তরে আমার অর্চন করতে পারে।"

"প্রিয় উদ্ধব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে স্নান এবং শৃঙ্গার করানো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক নৈবেদ্য। পবিত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য তত্ত্ববিন্যাস পদ্ধতি হচ্ছে পরম প্রিয়। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতসিক্ত তিল এবং যব আহুতি

প্রদান করা উৎকৃষ্ট, পক্ষান্তরে, উপস্থান এবং অর্ঘ্য সমন্বিত অর্চন সূর্যের জন্য উৎকৃষ্ট। জলরূপে আমাকে জল অর্পণ করেই আরাধনা করা উচিত। বাস্তবে, আমার ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যা কিছুই—এমনকি একটু জলও অর্পণ করলে—তা আমার অত্যন্ত প্রিয়। অভক্তের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপহারও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। কিন্তু, আমার প্রেমময়ী ভক্ত কর্তৃক অর্পিত নগণ্য কোন কিছুর দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই, আর যখন সুন্দর সুগন্ধী তেল, ধূপ, পুষ্প, এবং উপাদেয় খাদ্য বস্তু আমাকে ভালোবেসে অর্পণ করা হয় তখন আমি অবশ্যই অত্যন্ত প্রীত হই। নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে উপাসক কুশাসনে উপবেশন করবে। সে আসনটি এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে আসনের কুশের অগ্রভাগগুলি পূর্ব দিকে থাকে। তারপর সে পূর্ব অথবা উত্তরমুখী হয়ে অন্যথায়, শ্রীবিগ্রহ একস্থানে স্থায়ী থাকলে সরাসরি শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে উপবেশন করবে। ভক্ত তার নিজের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে, এবং সেই অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করে, দেহশুদ্ধি করবে। আমার বিগ্রহের জন্যও তা করতে হবে, তারপর সে নিজে হাতে পূর্বের অর্চনার অবশিষ্ট পুষ্প আদি অপসারণ করে মার্জন করবে। প্রোক্ষণের জন্য সে যথাযথভাবে মঙ্গল ঘটে জল রাখবে। তারপর বিগ্রহ-অর্চন-স্থানে, নৈবেদ্য-স্থাপন-স্থানে এবং তার নিজ অঙ্গে প্রোক্ষণীয় পাত্রে থেকে জল নিয়ে তা সিঞ্চন করবে। তারপর সে বিভিন্ন মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে তিনটি পূর্ণঘট সজ্জিত করবে। তারপর উপাসক ঘট তিনটি শুদ্ধ করবে। 'হৃদয়ায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের পাদ্য জলের ঘটগুলি, অর্ঘ্য জলের পাত্রটি 'শীরসে স্বাহা' মন্ত্রে, এবং আচমনীয় জলের পাত্রটি 'শিখায়ৈ বষট্' মন্ত্রে শুদ্ধ করবে। এছাড়াও তিনটি ঘটেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এখন বায়ু এবং অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ হয়ে, অর্চনকারী নিজ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত সমস্ত জীবের উৎস রূপে আমার সূক্ষ্ম রূপের ধ্যান করবে। ভগবানের এই রূপ পবিত্র ওঁকার উচ্চারণের শেষে আত্মোপলব্ধ মুনিগণ কর্তৃক অনুভূত হয়। নিজ উপলব্ধি অনুসারে ভক্ত পরমাত্মার স্মরণ করে তাঁর উপস্থিতিতে তন্ময় হয়ে যায়। এইভাবে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের আরাধনা করে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে পরমাত্মাকে বিগ্রহের মধ্যে আহ্বান করে ভক্তদের উচিত আমার আরাধনা করা। অর্চনকারী প্রথমে আমার নববিধা দিব্য শক্তি সমন্বিত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিদেবগণ কর্তৃক সজ্জিত আমার আসন কল্পনা করবে। সে কর্ণিকার মধ্যস্থিত গৈরিক কেশরের জন্য জ্যোতিষ্মান, অষ্টদল সমন্বিত পদ্মের মতো আমার আসনের চিন্তা করবে। তারপর, বেদ এবং তন্ত্রের বিধান অনুসারে আমাকে পাদ্য, উপস্পর্শ ও অর্ঘ্যসহ অন্যান্য পূজা উপকরণ অর্পণ করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে জাগতিক ভোগ এবং মুক্তি উভয়ই লাভ করবে।"

"ভক্তের উচিত পর্যায়ক্রমে ভগবানের সুদর্শন চক্র, তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, তলোয়ার, ধনুক, বাণ এবং হল, তাঁর মুষল অস্ত্র, তার কৌস্তুভ মণি, তাঁর পুষ্পমাল্য এবং তাঁর বক্ষস্থ শ্রীবৎস নামক রোমকুণ্ডলীর অর্চনা করা। ভগবানের পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড ও চণ্ড, মহাবল ও বল, আর কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণের পূজা করা উচিত। ভক্তের উচিত প্রোক্ষণাদি অর্পণ করে দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুদেব এবং বিভিন্ন দেবগণের পূজা করা। এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে নিজ নিজ স্থান অধিষ্ঠিত হবেন। অর্চনকারী শ্রীবিগ্রহকে চন্দনের ঘ্রাণযুক্ত জল, উশীর মূল, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু সহকারে যথা সাধ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে প্রতিদিন স্নান করাবে। সে বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র, যেমন-স্বর্ণঘর্ম নামে পরিচিত অনুবাক, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষসূক্ত এবং সাম বেদোক্ত বিভিন্ন গীত, যেমন—রাজন এবং রোহিণ্য থেকে পাঠ এবং গান করবে। আমার ভক্ত আমাকে তারপর প্রেম সহকারে বস্ত্র, উপবীত, বিভিন্ন অলঙ্কার, তিলক চিহ্ন এবং মাল্য দ্বারা সজ্জিত করবে, আর যথা বিধানে, আমার অঙ্গে সুগন্ধী তেল লেপন করবে। অর্চনকারীর উচিত শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে চরণ এবং মুখ প্রক্ষালণের জল, সুগন্ধী তেল, পুষ্প ও অক্ষত শস্য, তার সঙ্গে ধূপ, দীপ এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অর্পণ করা। নিজের ক্ষমতার মধ্যে ভক্ত আমার জন্য মিশ্রি, পায়েস, ঘি, শষ্কুলী (চালের ময়দার পিঠে), আপূপ (বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি পিঠে), মোদক (চিনি দিয়ে রান্না করা নারকেল কোরাকে ভাপানো চালের

ময়দার আবরণ দেওয়া এক প্রকার ছোট পিঠে), সংযাব (চিনি আর মশলা আবৃত ঘি আর দুধ দিয়ে তৈরি গমের ময়দার পিঠে), দই, সব্জী-সুপ এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করবে। বিশেষ উপলক্ষে এবং সম্ভব হলে প্রতিদিন বিগ্রহকে অঞ্জন দ্বারা মালিশ করে, দর্পণ প্রদর্শন করে, দন্ত ধাবনের জন্য ইউকালিপ্টাসের কাঠি অর্পণ করে, পঞ্চামৃতে অভিষেক করিয়ে সমস্ত প্রকারের উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করে তাঁর প্রীত্যর্থে নৃত্য এবং গীত করা উচিত। শাস্ত্র বিধান অনুসারে স্থান নির্মাণ করে, পবিত্র মেখলা, যজ্ঞের কুণ্ড এবং বেদীতে ভক্তের উচিত যজ্ঞ সম্পাদন করা। নিজ হস্তে কাষ্ঠ অর্পণ করে ভক্ত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করবে।"

"মাটিতে কুশ ঘাস বিছিয়ে তার উপর জল সিঞ্চন করে বিধান অনুসারে অস্ত্রাধান সম্পাদন করা উচিত। তারপর আহুতির দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করে আচমন পাত্র থেকে জল সিঞ্চন করে সেগুলিকে শুদ্ধ করা উচিত। তারপর অর্চনকারী যজ্ঞাগ্নির মধ্যে আমার ধ্যান করবে। বুদ্ধিমান ভক্তগণের উচিত তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বিশিষ্ট, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধৃত চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্মকেশর বর্ণ বস্ত্র পরিহিত ভগবানের ধ্যান করা। তাঁর মুকুট, হস্তবলয়, কোমরবন্ধ এবং সুন্দর বাজুবন্ধ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁর বক্ষে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন, তার সঙ্গে রয়েছে দীপ্তিমান কৌস্তুভ মণি এবং বনফুলের মালা। তারপর ভক্ত ভগবানকে ঘৃত সিক্ত কাষ্ঠখণ্ড যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করে পূজা করবে। তার উচিত ঘৃত সিক্ত আহুতির বিভিন্ন দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করে, আঘার অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। তারপর ষোল ছত্রের পুরুষসূক্ত এবং প্রতি বিগ্রহের মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, যমরাজাদি ষোল জন দেবতাকে স্বিষ্টি-কৃৎ নামক আহুতি প্রদান করা উচিত। পুরুষ সূক্তের এক এক ছত্র উচ্চারণ করে ও তার সঙ্গে এক একজন বিগ্রহের নামোচ্চারণের মাধ্যমে একবার করে ঘৃতাহুতি প্রদান করবে। এইভাবে যজ্ঞাগ্নিতে ভগবানের আরাধনা করে, ভক্তের উচিত ভগবানের পার্ষদগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করে নৈবেদ্য অর্পণ করা। তারপর সে পরম সত্য, পরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করে নিঃশব্দে ভগবৎ-বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করবে। পুনরায় সে শ্রীবিগ্রহকে আচমনীয় অর্পণ করে, ভগবৎ ভুক্তাবশেষ বিষ্বক্সেনকে প্রদান করবে। তারপর সে পান-সুপারী দিয়ে তৈরি সুগন্ধী মুখবাস শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করবে।"

"অন্যদের সঙ্গে গান করে, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে, নৃত্য করে, আমার লীলাভিনয় করে, আমার কাহিনী শ্রবণ করে এবং অন্যদের শ্রবণ করিয়ে ভক্তের উচিত কিছুকালের জন্য এইরূপ উৎসবে মগ্ন হওয়া। ভক্তের উচিত পুরাণ, অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র, এবং সাধারণ প্রথা থেকেও সমস্ত প্রকার মন্ত্র এবং প্রার্থনা উচ্চারণ করে ভগবানকে প্রণাম জানানো। 'হে ভগবান, অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হোন!' বলে প্রার্থনা করে তার উচিত দণ্ডের মতো সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করা। শ্রীবিগ্রহের চরণযুগলে মস্তক স্থাপন করে, সে তারপর করজোড়ে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনা করবে, 'হে ভগবান, আপনার প্রতি শরণাগত আমাকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন। মৃত্যুর মুখ গহ্বরে দণ্ডায়মান আমি ভব সমুদ্রে পতিত হয়ে অত্যন্ত ভীত বোধ করছি।' এইরূপে প্রার্থনা করে ভক্তের উচিত আমার দ্বারা প্রদত্ত নির্মাল্য শ্রদ্ধা সহকারে তার মস্তকে ধারণ করা। সেই বিশেষ বিগ্রহ অর্চনার শেষে তাঁকে বিসর্জন দেওয়ার কথা থাকলে, ভক্ত পুনরায় বিগ্রহের উপস্থিতির আলোককে তার নিজ হৃৎপদ্মের আলোকের মধ্যে স্থাপন করে সেটি সম্পাদন করবে।"

"আমার শ্রীবিগ্রহ রূপে অথবা অন্যান্য যথার্থ অভিব্যক্তির মধ্যে—যখনই কেউ আমার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে—তার উচিত আমাকে সেইরূপে আরাধনা করা। আমি সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আবার আমার আদিরূপে, ভিন্নভাবেও, অবশ্যই অবস্থিত, যেহেতু আমি হচ্ছি সকলের পরমাত্মা। বেদ এবং তন্ত্রের বিভিন্ন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে আমার অর্চনা করলে সে আমার নিকট থেকে এই জন্মে এবং পরজন্মে তার বাসনা অনুসারে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করবে। ভক্তের উচিত সুন্দর উদ্যান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ মন্দির আরও দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে তাতে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্যানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজার জন্য, বিগ্রহ নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা, এবং পবিত্র তিথি উদ্‌যাপনের জন্য যাতে ফুল পাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে। যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত

প্রাত্যহিক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিরকাল চলতে থাকে তার জন্য বিগ্রহকে ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহাররূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বের রাজা হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিগ্রহের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো দিব্য রূপ লাভ করে। কিন্তু যে সকাম কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে। আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার অর্চনা করবে অবশেষে সে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করবে। নিজে অথবা অন্য কারও প্রদত্ত দেবতা অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বৎসর ব্যাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে। কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুকর্মে প্ররোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।"

◎ ◎ ◎

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"অন্য ব্যক্তিদের বদ্ধ স্বভাব এবং কার্যকলাপের প্রশংসা অথবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়। বরং, এই জগৎকে আমাদের কেবল এক পরম সত্যভিত্তিক জড়া প্রকৃতি এবং ভোগী আত্মার সমন্বয় হিসাবে দর্শন করা উচিত। যে কেউ অন্যের গুণাবলী এবং ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পরম স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হবে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্নময় মায়া বা মৃত্যুবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হলে দেহধারী জীবাত্মা যেমন বাহ্য চেতনা হারায়, তেমনই জড়দ্বন্দ্বে অভিনিবেশকারী ব্যক্তি মায়ার প্রভাবে মৃতের মতো অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জড় বাক্যের দ্বারা যা উক্ত হয় বা জড় মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয়, তা পরম সত্য নয়। তা হলে এই দ্বন্দ্বময় অবাস্তব জগতে কোনটি যথার্থ ভাল বা মন্দ, আর এইগুলি কতটা ভাল বা মন্দ তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে? ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরিচিকা প্রকৃত বস্তুর মায়াময় প্রতিচ্ছবি হলেও এই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি অর্থযুক্ত এবং ধারণাযোগ্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে বদ্ধজীব জড় দেহ, মন এবং অহংকারের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করার ফলে তা তার মধ্যে আমৃত্যু ভয়ের উদ্রেক করে। পরমাত্মাই কেবল এই জগতের অন্তিম নিয়ামক এবং স্রষ্টা, আবার তিনি একাই সৃষ্ট। তেমনই, সর্বাত্মা স্বয়ং পালন করেন এবং পালিত হন, প্রত্যাহার করেন এবং প্রত্যাহৃত হন। পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক, অন্য কেউ নিজেকে যথাযথরূপে পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে ত্রিবিধ জড়া প্রকৃতির উদ্ভব রূপে যা অনুভূত হয় তা ভিত্তিহীন। বরং, তোমার বোঝা উচিত যে, ত্রিগুণ সমন্বিত এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবলই তাঁর মায়াশক্তি সম্ভূত। যে ব্যক্তি এখানে আমার দ্বারা বর্ণিত শাস্ত্র জ্ঞান এবং উপলব্ধ জ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে জাগতিকভাবে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিই করে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবরোহ পন্থা, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, এই জগতের আদি এবং অন্ত

রয়েছে, আর তাই তা চরমে বাস্তব নয়। তাই তাকে এই জগতে আসক্তি মুক্ত হয়ে চলতে হবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, দর্শক আত্মা অথবা দৃশ্যবস্তু দেহ, কারও পক্ষেই এই জড় অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। এক দিকে আত্মা হচ্ছে সহজাতভাবে যথার্থ জ্ঞান সমৃদ্ধ, আর অপরদিকে দেহটি চেতন নয়। তাহলে জড় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা কার উপর বর্তাবে? চিন্ময় আত্মা হচ্ছে অব্যয়, দিব্য, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ এবং জড়ের দ্বারা কখনও আবৃত নয়। সেটি আগুনের মতো। আর প্রাণহীন জড় দেহ হচ্ছে জ্বালানী কাঠের মতো অচেতন এবং অজ্ঞ। তা হলে এই জগতে প্রকৃতপক্ষে সংসার যাতনা কে ভোগ করে থাকে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"মূর্খ জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত তার জড় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, চরমে অর্থহীন হলেও, ততদিনই তার সংসার-জীবন বর্ধিত হতে থাকবে। বাস্তবে, জীব হচ্ছে জড় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাবহেতু তার সংসারবদ্ধ দশা নিবৃত্ত হয় না, আর স্বপ্ন দেখার মতো সে তখন সমস্ত প্রকারের অসুবিধার দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্বপ্নাবস্থায় কোন ব্যক্তি বহু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ভোগ করলেও, জেগে ওঠার পর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আর তাকে বিভ্রান্ত করে না। মিথ্যা অহংকার শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি এবং আকাঙ্ক্ষা, আর জন্ম-মৃত্যুও অনুভব করে, শুদ্ধ আত্মা নয়। যে জীবাত্মা নিজেকে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের সঙ্গে একীভূত করে সেই আবরণের মধ্যে বাস করে, সে তখন তার নিজের জড় বদ্ধ গুণ এবং কর্ম অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র জড়া শক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সে এইভাবে সংসার চক্রে মহাকালের কঠোর নিয়ন্ত্রণে যেখানে সেখানে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। মিথ্যা অহংকার ভিত্তিহীন হলেও তা মন, বাক্য, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু যথার্থ গুরুদেবের সেবার মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে, দিব্য জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা প্রাজ্ঞ মুনি এই মিথ্যা পরিচিতি ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি মুক্ত হয়ে এই জগতে বিচরণ করেন।"

"যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপর আধারিত, আর তা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুরাণের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তার্কিক অনুমানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরেও যিনি একা বর্তমান থাকেন, সেই পরম সত্য হচ্ছেন কাল এবং অন্তিম কারণ। এমনকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য পর্যায়েও পরম সত্যই হচ্ছেন যথার্থ বাস্তব বস্তু। স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু নির্মাণের পূর্বে স্বর্ণই থাকে, সেই নির্মিত বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও স্বর্ণ থেকে যায়; আবার বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হওয়ার সময়েও সেগুলি মূলত স্বর্ণই থাকে। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে, তার ধ্বংসের পরে এবং স্থিতিকালেও একমাত্র আমি বর্তমান থাকি। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে জড় মনের অভিব্যক্তি ঘটে—যেগুলি হচ্ছে প্রকৃতির ত্রি-গুণ থেকে উৎপন্ন। মন পুনরায় তিনটি ভূমিকায় প্রতিভাত হয়—যিনি অনুভব করেন, অনুভূত এবং অনুভবের নিয়ামক রূপে। এইভাবে ত্রিবিধ উপাধির সর্বত্রই মন বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি এই সমস্ত থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, আর সেইটিই কেবল পরম সত্য সমন্বিত। যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না এবং এই দুটির মধ্যবর্তী সময়েও যার অস্তিত্ব থাকে না, তবে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাধিমাত্র বর্তমান থাকে। আমার মতে অন্য কিছুর দ্বারা যা-কিছুই সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হয়, বাস্তবে সেটি হচ্ছে অন্য কিছুমাত্র। বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও রজোগুণ সৃষ্ট বিকারের প্রকাশকে বাস্তব বলে মনে হয়, কেননা স্বপ্রকাশ, স্বত-উদ্ভাসিত পরম সত্য—ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, মন এবং জড়া প্রকৃতির উপাদান-রূপী জড় বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শন করেন। এইভাবে বিবেকসম্পন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, পরম সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট পদ, স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মানুষের উচিত জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা। আত্মার স্বাভাবিক আনন্দে সন্তুষ্ট হয়ে, মানুষের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া উচিত।"

"মৃত্তিকা নির্মিত জড় দেহ, ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের অধিদেবতা, প্রাণবায়ু, বাহ্যিক বায়ু, জল, আগুন, অথবা নিজের মন, কোনটিই যথার্থ আত্মা নয়। এই সমস্তই হচ্ছে জড়। তেমনই, নিজের বুদ্ধিমত্তা, জড় চেতনা, অহংকার, আকাশ, ভূমি, তন্মাত্র, এমনকি প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত পর্যায়কেও আত্মার যথার্থ পরিচয় বলে মনে করা যায় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে, তার জড়গুণজাত ইন্দ্রিয়গুলি যদি সুসমাহিত হয়, তাতে কৃতিত্বের কী আছে? আর পক্ষান্তরে তার ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তাতেই বা তার দোষ কী? প্রকৃতপক্ষে মেঘের যাতায়াতে কি সূর্যের কিছু যায় আসে? আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত হয়ে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং উষ্ণের মতো গুণাবলী প্রতিনিয়ত আসে আর যায়। তবুও আকাশ এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। তেমনই, মিথ্যা অহংকারের জড় পরিবর্তনকারী সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের কলুষ দ্বারা পরম অবিমিশ্র সত্য কখনও জড়িয়ে পড়েন না। তবুও, আমার প্রতি দৃঢ়রূপে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যতক্ষণ না তার মন থেকে জড় রজোগুণের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমার মায়াশক্তি সম্ভূত জড় গুণাবলীর সঙ্গ, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। কোন ব্যাধির ঠিকমত চিকিৎসা না হলে যেমন পুনরায় তা প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে বারবার কষ্ট প্রদান করে, তেমনই যার মন বিকৃত প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়নি, সে জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবে এবং বারবার সেই অপক্ক ভক্ত তার দ্বারা আক্রান্ত হবে। পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি, শিষ্য-শিষ্যা অথবা অন্যেরা, যাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ দেবতারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রেরণ করেন, তাদের দ্বারা অসিদ্ধ পরমার্থবাদীদের অগ্রগতি কখনও কখনও বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অগ্রগতির বলে, এইরূপ অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা পরবর্তী জীবনে পুনরায় তাদের যোগাভ্যাস শুরু করেন। তারা আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।"

"সাধারণ জীবাত্মা জড় কর্ম সম্পাদন করে তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে, সকাম কর্ম করে চলে। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিজের স্বরূপগত আনন্দ অনুভব করে সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করে এবং সকাম কর্মে নিয়োজিত হয় না। আত্মস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের দৈহিক কার্যকলাপেরও খেয়াল রাখেন না। যখন তিনি দণ্ডায়মান থাকেন, উপবেশন করেন, বিচরণ করেন, শয়ন করেন, মূত্রত্যাগ করেন, আহার অথবা অন্যান্য দৈহিক কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেহ তার নিজ স্বভাব অনুসারে আচরণ করছে। আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি কখনও কখনও অশুদ্ধ বস্তু বা কার্যকলাপ দর্শন করলেও সেটিকে বাস্তব বলে মনে করেন না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মানুষ তার অস্পষ্ট স্বপ্নকে যেভাবে দর্শন করে, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি তার্কিক জ্ঞানের মাধ্যমে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে মায়াময়, জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক, বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এবং বিরোধী রূপে দর্শন করে। প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহুরূপে বিস্তৃত অবিদ্যাকে বদ্ধজীবেরা ভুল ক্রমে আত্মার মতোই ভেবে তা গ্রহণ করে। কিন্তু হে উদ্ধব, পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মুক্তির সময় সেই একই অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, নিত্য আত্মা কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয় না। সূর্য উদিত হয়ে মানুষের চোখকে আবৃতকারী অন্ধকার বিদূরীত করে, কিন্তু তাদের সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করে না, বাস্তবে সেগুলি আগে থেকেই ছিল। তেমনই, আমার সম্বন্ধে সমর্থ এবং বাস্তব উপলব্ধি মানুষের যথার্থ চেতনা আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিধ্বস্ত করে।"

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, অজ এবং অপরিমেয়। তিনি হচ্ছেন পবিত্র দিব্য চেতনা এবং সমস্ত কিছু অনুভব করেন। তিনি অদ্বিতীয়, প্রজল্প বন্ধ করার পরই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তিতে বাকশক্তি এবং প্রাণবায়ু গতি প্রাপ্ত হয়। যা কিছু আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়, তা কেবল মনের বিভ্রান্তি। বস্তুত এইরূপ সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিজের আত্মা ব্যতীত ভিত্তিহীন। কেবল নাম এবং রূপ অনুসারে পাঁচটি জড় উপাদানের দ্বৈতভাব অনুভূত হয়। যারা বলে, এই দ্বৈতভাব বাস্তব, তারা হচ্ছে তথাকথিত পণ্ডিত, তারা কেবল বাস্তব ভিত্তিহীন, বৃথা কাল্পনিক তত্ত্বের প্রস্তাব করছে।"

"অনুশীলনে প্রচেষ্টাশীল অপক্ক যোগীর ভৌতিক শরীর কখনও কখনও বিভিন্নভাবে রোগাদির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কিছু কিছু সমস্যা যৌগিক ধ্যান বা আসনের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং অন্যান্যগুলিকে বিশেষ বিশেষ তপস্যা, মন্ত্র অথবা ঔষধির দ্বারা দূরীভূত করা যায়। প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, আমার পবিত্র নাম সংকীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, অথবা মহান যোগ শিক্ষকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অশুভ প্রতিবন্ধকতাগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণ করা যাবে। কোন কোন যোগী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেহকে ব্যাধি এবং বার্ধক্য মুক্ত করে সর্বদাই যৌবন সম্পন্ন রাখে। এইভাবে তারা জাগতিক অলৌকিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাসে রত হয়। যারা দিব্যজ্ঞানে পণ্ডিত, তারা এইরূপ দৈহিক অলৌকিক সিদ্ধিকে ততবেশি মূল্য দেয় না। বাস্তবে, তারা এইরূপ সিদ্ধির প্রচেষ্টাকে অনর্থক বলে মনে করে, কেননা আত্মা হচ্ছে বৃক্ষের মতো স্থায়ী, আর দেহটি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিনাশশীল ফলের মতো। বিভিন্ন প্রকার যোগ পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক দেহের উন্নতি হলেও আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতিক দেহকে সিদ্ধ করার বিষয়ে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করে না, আর বাস্তবে, সে এই সমস্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে। আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আকাঙ্ক্ষামুক্ত যোগী অন্তরে আত্মসুখ অনুভব করে। এইভাবে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন কালে, অন্তরায়ের দ্বারা কখনও সে পরাভূত হয় না।"

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভক্তিযোগ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান অচ্যুত, আমার ভয় হচ্ছে যে, অসংযতমনা ব্যক্তিদের জন্য আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগ পদ্ধতি বড়ই দুঃসাধ্য। সেইজন্য মানুষ যাতে আরও সহজে পালন করতে পারে, এইরূপ সরল ভাবে এই বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করুন। হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ, যে সমস্ত যোগী মনঃসংযমের চেষ্টা করেন তাঁরা প্রায়ই সমাধিলাভে সিদ্ধ হতে না পেরে হতাশ হন। এইভাবে মনঃসংযমের প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্লান্তিবোধ করেন। অতএব, হে কমলনয়ন বিশ্বেশ্বর, পরম হংসগণ সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস আপনার পাদপদ্মে সানন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যারা কর্ম এবং যোগানুশীলনে গর্ব বোধ করে, তারা আপনার আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হয়ে আপনার মায়াশক্তির নিকট পরাভূত হয়।"

"হে ভগবান অচ্যুত, যে সমস্ত সেবক ঐকান্তিকভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গমন করেন, সেটি তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। সর্বোপরি আপনি যখন ভগবান রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার মতো মহান দেবগণ আপনার চরণ রাখার আসনে পর্যন্ত তাঁদের উজ্জ্বল মুকুট সমূহের প্রান্তদেশ স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। সেই সময়ও আপনি আপনার একান্ত আশ্রিত হনুমানের মতো বানরদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন। আশ্রিত ভক্তগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা, সকলের পরম প্রভু, পরম আদরণীয় উপাস্য বস্তু এবং স্বয়ং আত্মারূপী আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে কার সাহস হবে? আপনার দ্বারা অর্পিত কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত হয়েও কে এমন অকৃতজ্ঞ

হতে পারে? ভগবৎ বিস্মৃতিপ্রদ জড় ভোগের জন্য আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কিছুকে কে গ্রহণ করবে? আর আমরা, যারা আপনার পাদপদ্মের সেবায় ব্রতী হয়েছি তাদের কি কোনও অভাব আছে? হে ভগবান! ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে দক্ষব্যক্তিগণ এবং দিব্যস্তরের কবিগণ আপনার প্রতি যে কতটা ঋণী, তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে, পরমাত্মারূপে এই দুইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কীভাবে উপনীত হতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে দেহধারী জীবদের উদ্ধার করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরম আদরণীয় উদ্ধবের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ যাঁর নিকট ক্রীড়ানকের মতো এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র চিত্তে তাঁর সর্বাকর্ষক মৃদু হাস্য প্রদর্শন করে উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট আমার প্রতি ভক্তির নিয়মাবলী বর্ণনা করব, যা পালন করে মরণশীল মানুষ দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। আবেগ প্রবণ না হয়ে সর্বদা আমাকে স্মরণ করে ভক্তের উচিত তার সমস্ত কর্তব্য আমার জন্য সম্পাদন করা। মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করে, তার মনকে আমার প্রতি ভক্তিযোগের আকর্ষণে নিবিষ্ট করা উচিত। দেবগণ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমার ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের উচিত, সেই সমস্ত ভক্তগণ যে স্থানে বাস করে, সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে উক্ত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক কার্যাবলীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আমার আরাধনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পবিত্র তিথি, আমার অনুষ্ঠান এবং উৎসবগুলি, একাকী অথবা জনসমাগমের মধ্যে, কীর্তন করে, নৃত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভক্তের উচিত শুদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে এবং বাইরে সর্বব্যাপ্ত আকাশের মতো, নিজের মধ্যে ও সমস্ত জীবের মধ্যে বর্তমান জড়কলুষশূন্য পরমাত্মারূপে আমাকে দর্শন করা।"

"হে দ্যুতিমান উদ্ধব, যে ব্যক্তি প্রতিটি জীবে আমার উপস্থিতি দর্শন করে, আর এই দিব্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করে, তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং পুক্কস, চোর ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক দাতা, সূর্য এবং ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভদ্র আর নিষ্ঠুর সকলের প্রতি সমদর্শী। যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ-মনন করে, তার হৃদয় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কার করা আর সেইসঙ্গে মিথ্যা অহংকার খুব সত্বর বিনষ্ট হয়। নিজের সঙ্গী-সাথীদের উপহাস উপেক্ষা করে ভক্তের উচিত দেহাত্মবুদ্ধি আর আনুসঙ্গিক সঙ্কোচবোধ পরিত্যাগ করা। সকলকে—এমনকি কুকুর, চণ্ডাল, গাভী এবং গর্দভকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে সকলের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা উচিত। সর্বজীবের মধ্যে আমার দর্শন যতক্ষণ না সম্ভব হয়, ততক্ষণই ভক্তের উচিত কায়মনোবাক্যে এই পদ্ধতিতে আমার উপাসনা চালিয়ে যাওয়া। সর্বব্যাপ্ত ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সর্বত্র পরম সত্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত সংশয় মুক্ত হয়ে তার সকাম কর্ম ত্যাগ করা উচিত। বাস্তবে, আমি মনে করি—সর্বজীবে আমাকে উপলব্ধি করার জন্য কায়, মন ও বাক্যের বৃত্তিগুলি ব্যবহারের—এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।"

"প্রিয় উদ্ধব, ভক্তিযোগের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিষ্ঠা করার ফলে তা হচ্ছে দিব্য এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য রহিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত নিঃসন্দেহে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, সাধারণ মানুষ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ক্রন্দন করে, ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে—এই সমস্ত অনর্থক ভাবাবেগের ফলে পরিস্থিতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ নিঃস্বার্থভাবে আমার প্রতি অর্পিত কার্য, বাহ্যিকভাবে নিরর্থক মনে হলেও, তা যথার্থ ধর্মের সমতুল্য। এই পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং চতুর ব্যক্তিদের চাতুর্য, কেননা তা অনুসরণ করার ফলে জীব এই জীবনেই ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব বস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে নিত্য বাস্তব বস্তু, আমাকে লাভ করতে পারে। এইভাবে আমি

তোমার নিকট সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে পরম সত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলাম। এমনকি দেবতাদের জন্যও এই বিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বোধ্য। স্পষ্টযুক্তি সহকারে বার বার আমি তোমার নিকট এই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। যে কেউ এই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, সমস্ত সন্দেহ শূন্য হয়ে সে মুক্তি লাভ করবে। তোমার প্রশ্নের এই সমস্ত সুস্পষ্ট উত্তরের প্রতি যে কেউ মনোনিবেশ করলে, সে সনাতন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য—পরম অবিমিশ্র সত্যকে লাভ করবে। যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা, আর তার নিকট আমি নিজেকেই প্রদান করি। যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই পরম নির্মল, এবং শুদ্ধতাপ্রদ পরম জ্ঞান প্রচার করে, সে দিব্যজ্ঞানের বর্তিকার দ্বারা অন্যদের নিকট আমাকে প্রকাশ করার ফলে দিনে দিনে পবিত্র হয়। যে কেউ সর্বক্ষণ আমার শুদ্ধ ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান শ্রবণ করবে, সে কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।"

"প্রিয় সখা উদ্ধব, তুমি কি এই দিব্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ? তোমার মনে উদ্ভূত শোক এবং মোহ কি এখন বিদূরীত হয়েছে? দাম্ভিক, নাস্তিক, অসৎ অথবা যে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে না, অভক্ত, অথবা বিনীত নয়, তোমার উচিত তাদের কারও নিকট এই উপদেশ প্রদান না করা। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সকল অসদ্‌গুণরহিত, ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কৃপালু, সাধু এবং শুদ্ধ, তাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করা উচিত। আর যদি সাধারণ কর্মী এবং স্ত্রীলোকরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাদেরকেও যোগ্য শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যখন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পরম উপাদেয় অমৃত পান করে, সে আর তৃষ্ণার্ত থাকে না। সাংখ্য যোগের জ্ঞান, বাহ্য আনুষ্ঠানিক কর্ম, অলৌকিক যোগ সাধন, জাগতিক ব্যবসা এবং রাজনৈতিক শাসন—এসবের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পথে অগ্রগতি লাভ করতে চায়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার ভক্ত, মানুষ এই সমস্ত উপায়ে যা কিছু লাভ করে থাকে, তুমি আমার মধ্যে খুব সহজে তা প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি আমার প্রতি সেবা সম্পাদনের বাসনায় সমস্ত সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অর্পণ করে, সে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করে আমার নিজের ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমগ্র যোগমার্গ প্রদর্শনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করার পর প্রণাম জ্ঞাপন করার জন্য উদ্ধব কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমবশত তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে অশ্রুবিসর্জন হওয়ার ফলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। প্রেমবিহ্বল মনকে স্থির করে যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, উদ্ধব ভগবানের চরণারবিন্দে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করার পর কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন—হে অজ, আদি প্রভু, আমি মহা মোহান্ধকারে পতিত হলেও আপনার করুণাময় সঙ্গের প্রভাবে এখন আমার অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়েছে। বস্তুত, যে ব্যক্তি উজ্জ্বল সূর্যের নিকট গমন করেন, তাঁর উপর শীত, অন্ধকার এবং ভয় কীভাবে তাদের ক্ষমতা আরোপ করবে? আমার নগণ্য শরণাগতির প্রতিদানে, আপনি আপনার সেবক আমার উপর করুণা পরবশ হয়ে দিব্যজ্ঞান রূপ প্রদীপ প্রদান করেছেন। সুতরাং, এতটুকুও কৃতজ্ঞতা বোধ সম্পন্ন আপনার এমন কোন্ ভৃত্য থাকতে পারে, যে আপনার পদারবিন্দ ত্যাগ করে অন্য কোন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করবে? আপনার সৃষ্টি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আদিতে আপনি আমার উপর আপনার মায়াশক্তি বিস্তার করে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত পরিবারগুলির প্রতি দৃঢ় স্নেহ-বন্ধনের রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন করেছেন। সেই বন্ধন এখন দিব্য আত্মজ্ঞান রূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন হয়েছে। হে পরম যোগী, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। কীভাবে আপনার পাদপদ্মে আমি স্থায়ী রতি অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনার এই শরণাগত সেবককে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ প্রদান করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, আমার আদেশ গ্রহণ করে তুমি বদরিকা নামক আমার আশ্রমে গমন কর। আমার পাদপদ্ম নিসৃত পবিত্র জলে স্নান এবং তা স্পর্শ করে তুমি নিজেকে পবিত্র কর। পবিত্র

অলকানন্দা নদী দর্শন করে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও। বল্কল পরিধান করে বনে অনায়াসে যা পাওয়া যায় তাই আহার কর। এইভাবে তুমি দিব্যজ্ঞান ও উপলব্ধি সমন্বিত, শান্ত, আত্ম-সংযত, সুশীল, নির্দ্বন্দ্ব এবং বাসনা মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাক। নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে তোমার নিকট প্রদত্ত আমার নির্দেশাবলীর প্রতিনিয়ত মনন করে, সেগুলির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি কর। তোমার বাক্য এবং চিন্তাধারা আমাতে নিবিষ্ট করে, আমার দিব্য গুণাবলীর উপলব্ধি বর্ধন করতে সর্বদা চেষ্টা কর। এইভাবে তুমি প্রাকৃত ত্রিগুণের গতি অতিক্রম করে, অবশেষে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভবদুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, শ্রীউদ্ধব ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, ভগবানের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণিপাত করেন। জড় দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধবের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল এবং তাঁর গমনের মুহূর্তে তিনি অশ্রু দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম সিক্ত করেছিলেন। যাঁর জন্য এরূপ অবিনাশী স্নেহ তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর বিরহজনিত মহাভয়ে, উদ্ধব মানসিক কষ্টে উন্মত্ত প্রায় হয়ে ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারেননি। অবশেষে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি ভগবানকে বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে প্রস্থান করেন। তারপর ভগবানকে হৃদয়াভ্যন্তরে গভীরভাবে স্থাপন করে পরম ভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি তপস্যা করে ভগবানের নিজধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেই ধামের কথা জগতের একমাত্র বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। সমস্ত মহাযোগেশ্বরগণ যাঁর পাদপদ্মের সেবা করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্তের নিকট সমগ্র দিব্য আনন্দসমুদ্র সমন্বিত এই অমৃতময় জ্ঞান প্রদান করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনিই পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই বর্ণনা শ্রবণ করবেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করবেন। সর্ব জীবের মধ্যে আদি এবং মহত্তম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রণেতা। তাঁর ভক্তদের ভব ভয় হরণ করার জন্যই তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির সারার্থ সমন্বিত এই অমৃত সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বহু ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রের অমৃত প্রদান করলে, তাঁর কৃপায় ভাগবতগণ তা পান করেছেন।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

যদুবংশের অন্তর্ধান

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমনের পর সর্বজীবের রক্ষক, পরমপুরুষ ভগবান দ্বারকা নগরীতে কী করেছিলেন? ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে তাঁর নিজকুল বিধ্বস্ত হওয়ার পর সকলের নয়নমণি যদুশ্রেষ্ঠ কীভাবে অন্তর্ধান হলেন? ভগবানের দিব্যরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নারীগণ তা প্রত্যাহার করতে সমর্থ হত না, ঋষিগণের কর্ণে সেইরূপ প্রবেশ করলে তাঁদের হৃদয়ে তা দৃঢ়বদ্ধ হত, তা কখনও দূর হত না। খ্যাতি অর্জনের আর কি কথা, যে সমস্ত মহান কবি ভগবানের রূপের বর্ণনা করেছেন, তাঁরা প্রীতিপ্রদ দিব্য আকর্ষণে মগ্ন হয়ে উপযুক্ত শব্দ সংযোজন করেছেন। আর অর্জুনের রথারূঢ় রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধারা সারূপ্য মুক্তিলাভ করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আকাশে, ভূমিতে এবং মহাকাশে অনেক উৎপাত জনক লক্ষণ দর্শন করে সুধর্মা সভাগৃহে সমাগত যদুবংশীয়গণের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বক্তব্য রাখলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে যদুশ্রেষ্ঠগণ, অনুগ্রহ

করে লক্ষ্য কর, দ্বারকায় মৃত্যুপতাকার মতো ভয়ঙ্কর লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ এই শহর পরিত্যাগ করে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব। সেখানে আমরা শুদ্ধির জন্য স্নান করে, উপবাস করে, আমাদের মনকে সমাহিত করব। তারপর আমরা দেবমূর্তিগণকে স্নান করিয়ে, চন্দন লেপন করে, এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য অর্পণ করে তাঁদের অর্চন করব। মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্তাদি কৃত্য সম্পাদন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তি, অশ্ব, রথ এবং নিবাসস্থলাদি অর্পণ করে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করব। এইটিই হচ্ছে আমাদের আসন্ন প্রতিকূলতা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, আর তা নিশ্চয় পরম সৌভাগ্য আনয়ন করবে। এইরূপ দেব, দ্বিজ এবং গাভীর আরাধনার ফলে সমস্ত জীব সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করতে পারে।"

"মধু হন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বয়স্ক যদুবংশীয়রা 'তা-ই হোক' বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। নৌকা করে সমুদ্র পেরিয়ে রথে চেপে তাঁরা প্রভাস অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন। অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর, তাঁরা অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে নেশাগ্রস্ত করতে পারে এমন মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলেন। যদুবংশীয় বীরগণ অতিমাত্রায় পানের ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কলহ সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁদের তীর-ধনুক, তলোয়ার, ভল্লা, গদা, বল্লম, এবং বর্শা আদি উত্তোলন করে সেই সমুদ্রতীরে একে অপরকে আক্রমণ করেছিলেন। হস্তিসমূহ এবং উড্ডীয়মান পতাকাযুক্ত রথে, আবার গর্দভ, উট, বৃষ, মহিষ, খচ্চর, এমনকি মানুষের উপর আরোহণ করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ একত্রিত হয়ে বন্য হস্তি যেমন তাদের দন্তের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে তেমনই একে অপরকে বাণসমূহের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সাম্বর বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করলেন, কুন্তিভোজের বিরুদ্ধে অক্রুর, সাত্যকীর বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ, সংগ্রাম জিতের বিরুদ্ধে সুভদ্র, সুরথের বিরুদ্ধে সুমিত্র এবং দু'জন গদ, একের বিরুদ্ধে অপরে পরস্পর শত্রুতা উৎপন্ন করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান মুকুন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে বিমোহিত এবং নেশার দ্বারা অন্ধ হয়ে, নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ, শতজিৎ এবং ভানু, তাঁরা লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করে। দাশার্হ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণ, ভোজগণ, সাত্বত, মধু এবং অর্বুদগণ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুন্তিগণ—এই সমস্ত যদুবংশের গোষ্ঠীসদস্যগণ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পুত্রগণ পিতার সঙ্গে, ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদের সঙ্গে; ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যগণ এবং মাতুলগণের সঙ্গে এবং পৌত্রগণ পিতামহগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বন্ধুগণ বন্ধুগণের সঙ্গে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। তাঁদের সমস্ত ধনুক ভঙ্গ হলে এবং বাণসমূহ ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা বেত্রদণ্ডসমূহ মুক্ত হস্তে উঠিয়ে নেন। এই সমস্ত এরকাদণ্ড তাঁদের মুষ্টিতে ধারণ করা মাত্রই দণ্ডগুলি বজ্রের মতো কঠোর লৌহদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা যোদ্ধাগণ পুনঃপুনঃ একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিষেধ করেন, তখন তাঁরা তাঁকেও আক্রমণ করেন।"

"হে রাজন্, বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁরা শ্রীবলরামকেও একজন শত্রুরূপে ভেবে, অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে ধাবিত হন। হে কুরুনন্দন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরকা দণ্ড হাতে নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে বিচরণ করে তাঁরা এই সমস্ত এরকা দণ্ড রূপ গদার দ্বারা হত্যা করতে শুরু করেন। বাঁশবনের দাবানল যেমন সমগ্রবনকে ধ্বংস করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত

এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত যোদ্ধাগণ ভয়ানক ক্রোধে তাঁদের নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর নিজের বংশের সমস্ত সদস্যগণ বিনষ্ট হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন যে, অবশেষে পৃথিবীর ভার বিদূরীত হয়েছে। তারপর ভগবান বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন করে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে তিনি এই মর জগৎ পরিত্যাগ করেন।"

"ভগবান রামের অন্তর্ধান দর্শন করে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ভূমিতে উপবেশন করেন। ভগবান তখন চতুর্ভুজ পরম উজ্জ্বল রূপ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর দেহ নির্গত দ্যুতি ছিল ঠিক ধোঁয়াহীন অগ্নির মতো, আর তাতে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঘন নীল মেঘের মতো, এবং তার দেহ নির্গত জ্যোতি ছিল গলিতস্বর্ণের মতো, তাঁর সর্বমঙ্গলময় রূপ ছিল শ্রীবৎস সমন্বিত। মুখপদ্ম সুন্দরমৃদুহাস্য সম্বলিত, মস্তক গাঢ় নীলকেশদাম শোভিত। তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাঁর মকরকুণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাঁর পরিধানে রয়েছে একজোড়া রেশম বস্ত্র, অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ, উপবীত, হস্তবলয় এবং বাজুবন্ধ। মস্তকে চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি, হার, নূপুর আর সেইসঙ্গে তাঁর অঙ্গে ছিল রাজকীয় চিহ্নসকল। তাঁর শরীর ছিল পুষ্পমাল্য পরিবৃত এবং তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহ তাদের স্ব স্ব রূপে বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর পদ্মলোহিত পদতল সমন্বিত বামচরণ, তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন। ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মুখ মনে করে ভ্রমবশত জরা নামক এক শিকারি, তখন সেই স্থানে উপনীত হয়। শিকার প্রাপ্ত হয়েছে ভেবে, সাম্বর মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড থেকে নির্মিত বাণটি ঐ শিকারি কর্তৃক ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়। তারপর, চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করে সেই শিকারিটি তার দ্বারা কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভগবানের চরণে পতিত হয় এবং অসুরগণের শত্রুর শ্রীপাদপদ্মে তার মস্তক স্থাপন করে।"

জরা বলল—"হে ভগবান মধুসূদন—আমি একজন অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি এই কার্য করেছি। হে পরমপবিত্র ভগবান, হে উত্তমশ্লোক, অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট অপরাধ করেছি! হে ভগবান বিষ্ণু, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন যে, নিরন্তর আপনার স্মরণকারী ব্যক্তির অজ্ঞান-অন্ধকার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে বৈকুণ্ঠপতি অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠ পশুশিকারিকে অবিলম্বে হত্যা করুন, যাতে সে পুনরায় সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপরাধ না করে। শ্রীব্রহ্মা, তাঁর রুদ্রাদি পুত্রগণ, বা কোন বেদমন্ত্রবিৎ মহর্ষি, কেউই আপনার অলৌকিক শক্তির কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনার মায়াশক্তি তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখায় কীভাবে আপনার অলৌকিক শক্তি কার্য করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং, নিকৃষ্টকুলজাত আমার মতো ব্যক্তি, কি আর বলতে পারে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো। যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন সুকৃতিগণের ধাম বৈকুণ্ঠ জগতে গমন কর। নিজের ইচ্ছামতো দিব্য দেহধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করে। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ করে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করল। সেই সময় দারুক তার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল। যে স্থানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন তার নিকটবর্তী হতেই সেখান থেকে প্রবাহিত মৃদু বায়ুতে তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণ অনুভব করে দারুক সেই দিকেই গমন করে। দারুক তার প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র পরিবৃত হয়ে অশ্বত্থ মূলে বিশ্রামরত অবস্থায় দর্শন করে, ভগবানের প্রতি তার হৃদয়স্থ স্নেহ সংবরণ করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে শীঘ্র রথ থেকে অবতরণ করে সে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।"

দারুক বলল—"চন্দ্রবিহীন রাত্রে অন্ধকারে বিলীন হয়ে মানুষ যেমন রাস্তা খুঁজে পায় না, তেমনই আমি

এখন আপনার চরণাম্বুজের দর্শন হারিয়ে, হে প্রভু, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি অন্ধকারে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথায় যাব জানি না, আবার শান্তিও পাচ্ছি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজেন্দ্র, সারথি কথা বলতে বলতেই, তার চোখের সামনে ভগবানের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত, ধ্বজ এবং অশ্বগণসহ রথটি আকাশে উত্থিত হল। শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত দিব্য অস্ত্র উত্থিত হয়ে রথের অনুগমন করল। এই সমস্ত দর্শন করে পরম আশ্চর্যান্বিত রথের সারথিকে তখন ভগবান জনার্দন বললেন—হে সারথি, তুমি দ্বারকায় গমন করে কীভাবে তাদের প্রিয়জনেরা একে অপরকে বিনাশ করেছে, সেকথা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বলবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে শ্রীসংকর্ষণের অন্তর্ধান এবং আমার বর্তমান অবস্থা বলবে। যদুবংশীয়গণের রাজধানী দ্বারকায়, তুমি এবং তোমার আত্মীয় স্বজনগণের থাকা উচিত নয়, কেননা আমি ঐ নগর পরিত্যাগ করলেই সমুদ্র তাকে প্লাবিত করবে। তোমরা তোমাদের পরিবার এবং আমার পিতামাতা সহ, অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবে। দারুক, তোমার উচিত দিব্য জ্ঞানে নিবিষ্ট এবং জড় বিচারের প্রতি অনাসক্ত থেকে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই সমস্ত লীলাকে আমার মায়াশক্তির প্রদর্শন রূপে জেনে তোমার শান্ত থাকা উচিত। এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, দারুক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, বার বার তাঁকে প্রণাম করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত হৃদয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিল।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তখন মহাদেব, তাঁর সঙ্গিনী ভবানী, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মা প্রভাসে উপনীত হন। পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ধান-লীলা দর্শনের অভিলাষে পরম আগ্রহী হয়ে পিতৃপুরুষগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মহাসর্প, আর সেই সঙ্গে চারণগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ অপ্সরাগণ এবং গরুড়দেবের আত্মীয়গণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগমনকালে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন। হে রাজন, তাঁরা বিমানসমূহে একত্রিত হয়ে পরম ভক্তিসহকারে তাঁরা সেখানে আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। তাঁর সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, অন্যান্য দেবগণকে দর্শন করে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান নিজের মধ্যে তাঁর মনকে নিবিষ্ট করে তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় মুদ্রিত করেন। সর্ব জগতের সর্বাকর্ষক বিশ্রাম স্থল এবং সমস্ত প্রকার ধ্যান এবং মননের বিষয়, ভগবানের দিব্য শরীর, আগ্নেয়ী নামক অলৌকিক ধ্যানের প্রয়োগে দগ্ধ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় ধামে প্রবেশ করলেন।"

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্গে দুন্দুভি শব্দিত এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশ, অধিকাংশ দেবগণ এবং ব্রহ্মাদি অন্যান্য উচ্চস্তরের জীবগণ দর্শন করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর গমন প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ তা দর্শন করে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ যেমন মেঘ নিসৃত বজ্রপাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধাম প্রত্যাবর্তনের

গমনপথ দেবগণ নির্ণয় করতে পারেননি। শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেব আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করে তাঁরা নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"প্রিয় রাজন, তোমার বোঝা উচিত যে, দেহধারী বদ্ধজীবের মতো পরমেশ্বরের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হচ্ছে অভিনেতার অভিনয়ের মতো তাঁর মায়াশক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত একটি দৃশ্য। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্য এটি নিয়ে ক্রীড়ারত থাকেন, এবং শেষে তা গুটিয়ে নেন। তারপর ভগবান প্রাপঞ্চিক অভিব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে তাঁর স্বীয় দিব্য মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে সেই দেহেই যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এবং তুমি যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হচ্ছিলে তখন পরম রক্ষকরূপে তিনি তোমায় রক্ষা করেছিলেন। যমদূতগণের মৃত্যু স্বরূপ ভগবান শিবকেও তিনি যুদ্ধে জয় করেছিলেন, এবং জরা নামক শিকারিকে তিনি মনুষ্য দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে এইরূপ ব্যক্তি স্বয়ং কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি এবং অসংখ্য জীবের বিনাশের একমাত্র কারণ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কেবল এই জগতে আর দেহধারণ করে থাকতে চাননি। এইভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গতি প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জড়জগৎ যে অত্যাবশ্যকভাবে মূল্যবান কোন কিছু নয় তা প্রদর্শন করেছিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে নিয়মিতভাবে যত্ন ও ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান মহিমা এবং তাঁর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই সেই পরম গতি লাভ করবেন। দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্রই দারুক বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর শোকে ক্রন্দন করে অশ্রু দ্বারা তাঁদের চরণ সিক্ত করেছিল।"

"হে পরীক্ষিৎ, দারুক এইভাবে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের পূর্ণ অবলুপ্তির ব্যাপারে বিবরণ প্রদান করলে, তা শ্রবণ করে জনগণের হৃদয় গভীর দুঃখে উন্মত্ত প্রায় হয়ে বেদনায় জড়বৎ হয়ে পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহানুভূতিতে বিহ্বল হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখমণ্ডলে আঘাত হেনে, যে স্থানে তাঁদের আত্মীয়দের শবগুলি শায়িত ছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্র গমন করলেন। দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শন না পেয়ে, মহাদুঃখে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। ভগবানের বিরহে বিদীর্ণ হয়ে তাঁর পিতামাতা সেই স্থানেই তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রিয় পরীক্ষিৎ, যাদব রমণীগণ তাঁদের পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, নিজ নিজ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ভগবান বলরামের পত্নীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহ আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেন। ভগবান শ্রীহরির পুত্রবধূগণ এক এক করে প্রদ্যুম্ন আদি নিজ নিজ পতির চিতার অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এরপর রুক্মিণীদেবী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণময়ী পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করেন।"

"অর্জুন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট ভগবান কর্তৃক গীতের মাধ্যমে প্রদত্ত দিব্য বাণী স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন। তারপর অর্জুন, যে পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট ছিল না, তাঁদের মৃত ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি একের পর এক প্রত্যেক যদুবংশীয় সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন।"

"হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত দিক সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় নিত্য বর্তমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময়, এবং কেবলমাত্র তার স্মরণ করলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ—যদুবংশের যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন, অর্জুন তাঁদেরকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন, সেখানে তিনি যদুবংশের শাসকরূপে বজ্রকে অভিষিক্ত করেন।"

"হে প্রিয় রাজন, তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট থেকে তাঁদের মিত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তোমাকে বংশধররূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করার জন্য গমন করেছিলেন। যে ব্যক্তি সমস্ত দেবগণেরও প্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং অবতারগণের মহিমা শ্রদ্ধাসহকারে কীর্তন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক অবতারগণের সর্বমঙ্গলময় বীর্যগাথা এবং তাঁর শৈশবলীলা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ তাঁর লীলা কথা স্পষ্ট রূপে কীর্তন করবেন, তিনি পরমহংসগণের গতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমভক্তি লাভ করবেন।"

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

দ্বাদশ স্কন্ধ

(অধঃপতনের যুগ)

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আমাদের পূর্ববর্তী গণনায় মগধ রাজ্যের শেষ রাজা হিসেবে পুরঞ্জয়ের কথা বলা হয়েছিল, যিনি বৃহদ্রথের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক তাঁকে হত্যা করবেন এবং নিজের পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন পালক এবং পালকের পুত্র হবেন বিশাখযূপ, আর বিশাখযূপের পুত্র হবেন রাজক। রাজকের পুত্র হবেন নন্দিবর্ধন এবং এইভাবে প্রদ্যোতন নামে পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। শিশুনাগ নামে নন্দিবর্ধনের একটি পুত্র হবে এবং শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নামে পরিচিত হবেন। কাকবর্ণের পুত্র হবেন ক্ষেমধর্মা এবং ক্ষেমধর্মার পুত্র হবেন ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র হবেন বিধিসার, এবং তাঁহার পুত্র হবেন অজাতশত্রু। দর্ভক নামে অজাতশত্রুর একটি পুত্র হবে, এবং দর্ভকের পুত্র হবেন অজয়। অজয় হবেন দ্বিতীয় নন্দিবর্ধনের পিতা, যার পুত্র হবেন মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শিশুনাগ বংশের এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বছর যাবৎ রাজত্ব করবেন। হে পরীক্ষিৎ, এক শূদ্রাণীর গর্ভে রাজা মহানন্দির ঔরসে একটি বলবান পুত্র জন্ম নেবে। তিনি নন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর অবিশ্বাস্য প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু লক্ষ সৈন্য থাকবে। তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন। সেই সময় থেকেই রাজাগণ শূদ্রপ্রায় ও অধার্মিক হয়ে উঠবেন। মহাপদ্মের পতি নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের মতো অপ্রতিহত প্রভাবে একচ্ছত্র ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তাঁর ঔরসে সুমাল্য প্রভৃতি আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যারা শক্তিশালী রাজা রূপে একশত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। চাণক্য নামের এক ব্রাহ্মণ নন্দরাজ এবং তাঁর আট পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এবং তাঁদের রাজ্য ধ্বংস করবেন। তাঁদের পতনের পর কলিযুগে মৌর্যরা রাজত্ব করবেন। সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন। এরপর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র অশোকবর্ধন রাজা হবেন। অশোকবর্ধনের পুত্র হবেন সুযশা, যার পুত্র হবেন সঙ্গত। সঙ্গতের পুত্র হবেন শালিশূক, শালিশূকের পুত্র হবেন সোমশর্মা, এবং সোমশর্মার পুত্র হবেন শতধন্বা। শতধন্বার পুত্র হবেন বৃহদ্রথ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই দশজন মৌর্য নৃপতি কলিযুগে একশত সাইত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর রাজা হবেন অগ্নিমিত্র এবং তারপরে সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠর পর রাজা হবেন যথাক্রমে বসুমিত্র, ভদ্রক এবং ভদ্রকের পুত্র পুলিন্দ। তারপরে পুলিন্দের পুত্র ঘোষ রাজা হবেন। ঘোষের পরবর্তী রাজারা হবেন যথাক্রমে বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূতি। এভাবে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দশজন শুঙ্গ রাজা শত বছরের অধিক কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। এরপর পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্ব-বংশীয় রাজাদের হস্তগত হবে। পরস্ত্রীকামুক শেষ শুঙ্গ রাজা দেবভূতিকে তাঁর কণ্ববংশীয় বুদ্ধিমান মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করবেন এবং স্বয়ং রাজা হবেন। বসুদেবের পুত্র হবেন ভূমিত্র, এবং ভূমিত্রের পুত্র হবেন নারায়ণ। কণ্ববংশীয় এই সকল রাজারা কলিযুগে ৩৪৫ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। শেষ কণ্ব-নৃপতি সুশর্মাকে বলী নামে তাঁর এক অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রভৃত্য হত্যা করবে। এই মহাদুর্জন বলী কিছুকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। বলীর ভাই কৃষ্ণ পৃথিবীর পরবর্তী রাজা হবেন। তার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ এবং শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র হবেন পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের পুত্র লম্বোদর, তার পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি এবং মেঘস্বাতির পুত্র হবেন অটমান। অটমানের পুত্র অনিষ্টকর্মা, তাঁর পুত্র হালেয় এবং হালেয়র পুত্র হবেন তলক। তলকের পুত্র পুরীষভীরু এবং তাঁর পুত্র হবেন রাজা সুনন্দন। সুনন্দনের পুত্র চকোর। চকোরের পর আরও আটজন রাজা হবেন। তাদের মধ্যে শিবস্বাতি হবেন প্রবল শত্রু দমনকারী রাজা। শিবস্বাতির পুত্র হবেন গোমতী। তাঁর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র হবেন মেদশিরা। মেদশিরার পুত্র শিবস্কন্দ, শিবস্কন্দের পুত্র যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের দুইটি পুত্র হবে

চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোনধি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিশজন নৃপতি চারশত ছাপান্ন বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তারপর অবভূতি নগরীর সাত জন আভীরজাতীয় নৃপতি রাজত্ব করবেন, এবং তারপর দশজন গর্দভি রাজা রাজত্ব করবেন। এরপরে ষোলজন অতিলোভী কঙ্ক রাজা রাজত্ব করবেন। আটজন যবননৃপতি রাজত্ব করবেন। এদের পর চৌদ্দজন তুরুষ্কনৃপতি, দশজন গুরুণ্ড নৃপতি এবং এগারো জন মৌল বংশীয় নরপতি রাজত্ব করবেন। আভীর, গর্দভি এবং কঙ্ক নৃপতিগণ একহাজার নিরানব্বই বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন, এবং একাদশ মৌলরাজা তিনশ বছর রাজত্ব করবেন। তাদের অবসান হলে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি, শিশুনন্দির ভ্রাতা যশোনন্দি, প্রবীরক—এঁরা কিলকিলা নগরীতে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন। কিলকিলা নগরীতে এরপর রাজত্ব করবেন বাহ্লিকের তেরোজন পুত্র এবং তাদের পরে রাজা পুষ্পমিত্র, তাঁর পুত্র দুর্মিত্র, অন্ধ্রদেশীয় সাতজন রাজা, কৌশল দেশীয় সাতজন রাজা, বিদূর দেশের অধিপতিগণ এবং নিষধ দেশের অধিপতিগণ একই সময়ে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য সমূহে রাজত্ব করবেন। তারপর বিশ্বস্ফূর্জি নামে পুরঞ্জয়ের মতো মগধ প্রদেশে এক রাজার আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ, যদু, মদ্রক আদি হীনজাতিরূপে পরিণত করবেন। দুর্মতি রাজা বিশ্বস্ফূর্জি বহু অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালন এবং ক্ষত্রিয় নিধন কার্যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর রাজধানী পদ্মাবতী নগরীতে অবস্থান করে গঙ্গার উৎস থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত নিজ ভুজরক্ষিত রাজ্য ভোগ করবেন। সেইসময় সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের সমস্ত শুদ্ধাচার থেকে ভ্রষ্ট হবেন এবং এই সমস্ত স্থানের রাজারা শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবেন। সিন্ধুনদের তীর সংলগ্ন অঞ্চল, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ম্লেচ্ছ, পতিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের দ্বারা শাসিত হবে। বৈদিক সভ্যতার পন্থাকে বর্জন করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক শক্তি শূন্য হয়ে পড়বেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, একই সময়ে নানাস্থানে অনেক ম্লেচ্ছরাজা রাজত্ব করবেন, এবং তাঁরা সকলেই অধার্মিক, অসত্যপরায়ণ, অল্পদানশীল ও প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত স্বভাবের হবেন। ক্ষত্রিয়রাজরূপী এই ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করবেন, স্ত্রী, বালক, গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করবেন এবং পরস্ত্রী ও পরধন ভোগ করবেন। স্বভাবগত দিক দিয়ে এরা অস্থির প্রকৃতির, চারিত্রিকভাবে অতি দুর্বল এবং অল্পায়ু হবেন। বস্তুতপক্ষে, বৈদিক সংস্কৃতিবিহীন বিধিনিষেধের অনুশীলন বর্জিত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়বে। এই ম্লেচ্ছ রাজাদের আশ্রিত প্রজারাও তাদের চরিত্র, ব্যবহার ও ভাষাবিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। এই সকল প্রজারা পরস্পর ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়ে বিনষ্ট হবেন।"

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগের লক্ষণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে। কলিযুগে ধনদৌলতই কেবল মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সমস্ত সদ্গুণাবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের গায়ের জোরের ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে। শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে

বসবাস করবে। বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। রতিক্রিয়ায় দক্ষতা অনুসারে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে স্থানান্তরিত হবে। যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আরোপ করা হবে, এবং যিনি খুব বাক্ চাতুর্য প্রদর্শন করতে পারবেন, তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে। কোন মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে, তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে। ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থরূপে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভরণপোষণে সক্ষম ব্যক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে। এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন। ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত-জঙ্গলে পলায়ন করবে। অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা, বৃক্ষমূল, মাংস, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। তুষারপাত, প্রবল বর্ষণ, প্রখর তাপ, ঝড় এবং ঠাণ্ডায় মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করবে। ঝগড়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ এবং প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তারা আরও সন্তপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর।"

"কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে আসবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব ধ্বংস হবে। মানব সমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে এবং তথাকথিত ধর্মগুলি হবে প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদী। রাজারা হবে দস্যুতস্কর প্রায়, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ এবং অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শূদ্রস্তরে অধঃপতিত হবে। গাভীগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো, আশ্রম তপোবনগুলির সঙ্গে জড়বাদী বাড়ীঘরের কোন পার্থক্য থাকবে না, তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছগুলি দেখতে হবে খর্বাকৃতি শমী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, বাড়ীঘর হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যাবে। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।"

"চরাচর সমস্ত জীবের গুরু ও পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের জড় জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন। ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন। জগৎপতি ভগবান কল্কি তাঁর দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর আট প্রকার যোগৈশ্বর্য এবং আট প্রকার বিশেষ ভগবৎ-ঐশ্বর্য প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন। তাঁর অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন করে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজপোশাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবেন। দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদ বাসীরা ভগবান বাসুদেবের অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে। ভগবান বাসুদেব যখন তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক দিব্য চিন্ময়রূপে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন, অবশিষ্ট নাগরিকেরা তখন পুনরায় এই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবেন। কল্কিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং মানব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে। যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ কর্কট রাশিতে

অবস্থান করবে এবং এই তিনটিই একযোগে পুষ্যা নামক চান্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সত্য তথা কৃতযুগের সূচনা হবে। এইভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত রাজাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করলাম, যাঁরা ছিলেন চন্দ্র এবং সূর্য বংশীয়। আপনার জন্ম থেকে নন্দ মহারাজের অভিষেক পর্যন্ত ১,১৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হবে। সপ্তর্ষির সাতটি নক্ষত্রের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতুই রাত্রির আকাশে প্রথম উদিত হয়। তাদের মধ্যবিন্দুতে যদি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানা হয়, যে কোন চান্দ্র নক্ষত্র যখন এই রেখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঐ নক্ষত্রকে সেই সময়কার তারামণ্ডলের অধিপতি বলে গণ্য করা হয়। সপ্তর্ষিগণ মানুষের একশত বৎসর সময় ঐ বিশেষ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। অধুনা, আপনার জীবদ্দশায়, তারা মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণনামে পরিচিত। যখন তিনি চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করলেন, কলি তখন এ জগতে প্রবেশ করল এবং তখন থেকে জনগণ পাপকর্মে আনন্দ লাভ করতে শুরু করল। যতদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমল দিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কলি এই গ্রহকে পরাভূত করতে অক্ষম হয়েছিল। যখন সপ্তর্ষিদের নক্ষত্রগুলি এই মঘা নক্ষত্র অতিক্রম করে, তখন কলিযুগের শুরু হয়। দেবতাদের দ্বাদশ শতাব্দি এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতজন মহান ঋষি যখন মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপনীত হবে, তখন মহারাজ নন্দ ও তাঁর বংশ থেকে শুরু করে কলি তার পূর্ণপরাক্রম লাভ করবে। পুরাবিদগণ বলেন যে যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করলেন, সেই দিন থেকে কলিযুগের প্রভাব আরম্ভ হয়েছে। কলিযুগের এক হাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় সত্যযুগের প্রকাশ হবে। ঐ সময় সমস্ত মানুষের মন স্বয়ং উদ্ভাসিত হবে। এইভাবে আমি পৃথিবীতে খ্যাত মনুর রাজবংশের বর্ণনা করলাম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই সকল মহাত্মাগণ এখন শুধু নামে মাত্র পরিচিত আছেন। শুধু অতীতের ইতিহাসেই তাদের অবস্থান এবং এই পৃথিবীতে শুধু তাদের কীর্তিই বর্তমান আছে। মহারাজ শান্তনুর ভাই দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত মরু—তারা দুজনেই মহা যোগবলে বলীয়ান এবং এমনকি এখনও তারা কলাপগ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষভাগে এই দুজন রাজা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে মানব সমাজে ফিরে আসবেন এবং পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম সমন্বিত সনাতন ধর্ম পুন প্রবর্তন করবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের চক্র সাধারণ ঘটনা প্রবাহের পুনরাবৃত্তি করে এই পৃথিবীর জীবদের মধ্যে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য মানুষের কথা আমি কীর্তন করলাম, তাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের মালিকানা চিহ্নিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলকেই এই বিশ্ব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয় এবং নিধনগতি লাভ করতে হয়। যদিও এখন কোন ব্যক্তির উপাধি 'রাজা' হতে পারে, পরিণামে এর নাম হবে 'ক্রিমি', 'মল' বা 'ভস্ম'। যিনি তাঁর দেহের জন্য অন্য জীবকে আঘাত করেন, তিনি তাঁর স্বার্থ সম্পর্কে কী জানতে পারেন? কারণ তাঁর কর্মসমূহ তাঁকে শুধু নরকের অভিমুখেই ধাবিত করছে। (জড়বাদী রাজা চিন্তা করেন) "এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং এখন তা আমার আধিপত্যে আছে। এটি যাতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য উত্তরসূরীদের হাতে থাকে কিভাবে আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি?" যদিও মূর্খরা ক্ষিতি, অপ এবং তেজ নির্মিত এই দেহকে 'আমি' এবং এই পৃথিবীকে 'আমার' বলে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পরিণামে তাদের দেহ এবং পৃথিবী—উভয়কেই ত্যাগ করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজারা তাঁদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীকে ভোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কালের প্রভাবে তাঁরা শুধু ইতিহাসের কথা মাত্রই হয়ে রইলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি গীতা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁকে জয় করার প্রচেষ্টায় ব্যগ্র পৃথিবীর এই রাজাদের দেখে বসুন্ধরা নিজেই হেসেছিলেন, তিনি বললেন, 'শুধু দেখ, বস্তুত মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নক এই সমস্ত রাজাগণ কিভাবে আমাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা করছে।' মহান নরেন্দ্রগণ এমন কি পণ্ডিত হলেও জড় কামের বশবর্তী হয়ে হতাশা এবং ব্যর্থতাকে বরণ করেন। কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে এই সমস্ত রাজাগণ দেহ নামক মৃত মাংসপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদিও এই জড় শরীর জলের ফেনার মতোই ক্ষণস্থায়ী। রাজা এবং রাজনীতিবিদগণ কল্পনা করেন—"প্রথমে আমি আমার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করব, তারপর আমি আমার প্রধান মন্ত্রীগণকে দমন করব এবং আমার উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়দের তথা হস্তীরক্ষকদের কণ্টক থেকে নিজেকে মুক্ত করব। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করব। যেহেতু এই সকল নেতাদের হৃদয় বিপুল প্রত্যাশার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তাঁরা নিকটে অপেক্ষমান মৃত্যুকে দর্শন করতে ব্যর্থ হয়। আমার সমস্ত স্থলভাগ ভূমি জয় করার পর, এই সকল গর্বিত রাজারা সমুদ্র ভাগকেই জয় করার জন্য সবলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে আত্মসংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক শোষণ, তাদের সেই আত্মসংযমের কী মূল্য আছে? আত্মসংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বসুন্ধরা বলতে লাগলেন—"অতীতে যদিও মহান ব্যক্তি এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন অসহায়ভাবে তাঁরা এই জগতে এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও এমনকি আজও মূর্খ মানুষেরা আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে। আমাকে জয় করবার জন্য জড়বাদী মানুষেরা পরস্পর যুদ্ধ করে। পিতৃগণ তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে বিরোধিতা করেন, ভ্রাতাগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করেন, কেননা তাঁদের হৃদয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতি বদ্ধ হয়ে আছে। রাজনৈতিক নেতাগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে—'এই সব ভূমি আমার। হে মূর্খ, এটি তোমার নয়।' এইভাবে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যুবরণ করে। পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্তবীর্য অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, সমগ্র জগতে শোক সৃষ্টিকারী রাবণ, শম্বর, ভৌম, হিরণ্যাক্ষ এবং তারকের মতো রাজাগণ এবং অন্যদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহান ক্ষমতার অধিকারী অন্যান্য বহু অসুর এবং রাজাগণ সকলেই ছিলেন সর্ববিদ্ বীর, সর্বজয়ী এবং অজেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও তাঁরা আমাকে জয় করার জন্য সুতীব্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও এই সকল রাজারা কাল প্রবাহের অধীন হয়েছিলেন, যে কাল তাদের সকলকেই শুধুমাত্র ইতিহাসের কথায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তাঁদের কেউই স্থায়ীভাবে তাঁদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত মহান রাজাদের কথা বর্ণনা করেছি যারা জগৎ জুড়ে তাঁদের খ্যাতির প্রসার করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দিব্যজ্ঞান এবং বৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। রাজাদের কাহিনী এই সমস্ত বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু সেগুলি জ্ঞানের পরম বিষয় নয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণ মহিমার কথা শ্রবণ করা উচিত, যাঁর অবিরাম নাম সঙ্কীর্তন সর্ব অমঙ্গল বিনাশ করে। ভক্তের কর্তব্য প্রত্যহ সাধুসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকা এবং সারাদিনই এই শ্রবণ চালিয়ে যাওয়া।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ভগবন, কলিযুগে বসবাসকারী মানুষেরা কিভাবে এই যুগের পুঞ্জীভূত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে? হে মুনিবর, অনুগ্রহ করে একথা আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন। অনুগ্রহ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যুগসমূহের ইতিহাস, প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী, ব্রহ্মাণ্ড পালনের স্থিতিকাল, প্রলয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি কাল প্রবাহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, শুরুতে সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল এবং তৎকালীন মানুষ তা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। শক্তিশালী ধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান। সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়শই আত্মতৃপ্ত, দয়াশীল, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু। তাঁরা আত্মারাম, সমদর্শী এবং সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা করেন। ত্রেতাযুগে ধর্মের প্রতিটি পা অধর্মের চারিটি স্তম্ভের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক চতুর্থাংশ করে কমে আসবে। অধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং কলহ। ত্রেতাযুগে মানুষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং তপস্যার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ। তারা অতি হিংস্র বা অতি লম্পট নয়। তাদের স্বার্থ মূলত ধর্ম, অর্থ এবং নিয়ন্ত্রিত কামের মধ্যেই নিহিত। তিনটি বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। হে রাজন, এই ত্রেতাযুগের সমাজ যদিও চারটি পৃথক বর্ণে বিকশিত, তবুও অধিকাংশ মানুষই ব্রাহ্মণ। দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া এবং দান—এই সকল ধর্ম লক্ষণগুলি তাদের প্রতিপক্ষীয় অধর্ম লক্ষণ অসন্তোষ, মিথ্যা, হিংসা এবং বিদ্বেষের দ্বারা অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পায়। দ্বাপরযুগের মানুষ যশ লাভে উৎসাহী এবং অতি মহান প্রকৃতির। তাঁরা বেদ অধ্যয়নে রত হয়, মহা সমৃদ্ধিশালী, বহু কুটুম্বে পূর্ণ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাণবন্ত উৎফুল্ল জীবন উপভোগ করেন। চারিটি বর্ণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য থাকে। কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশ ভাগই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে সেই অবশিষ্ট ভাগটিও অবিরাম হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষ লোভপ্রবণ, দুরাচার ও নির্দয় এবং তারা কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। জড় বাসনায় জর্জরিত কলিযুগের দুর্ভাগা মানুষদের অধিকাংশই শূদ্র এবং বর্বরশ্রেণীর।"

"সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই জড় গুণগুলি, মানুষের মনের মধ্যে যাদের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়—কালের প্রভাবেই গতিশীল হয়ে উঠে। যখন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, সেই সময়কে সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় মানুষ জ্ঞান এবং তপস্যায় আনন্দলাভ করে। হে বুদ্ধিমান, দেহবদ্ধ জীব যখন ব্যক্তিগত যশ লাভের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা সহকারে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তাকে ত্রেতা যুগের পরিস্থিতি বলে বুঝতে হবে। এই যুগে রজোগুণের প্রভাবই প্রাধান্য পায়। যখন লোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ঈর্ষা প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, মিশ্র তম ও রজোগুণ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে দ্বাপর যুগ। যখন প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় এবং দরিদ্র প্রাধান্য পায়, তমোগুণ প্রধান সেই যুগই হচ্ছে কলিযুগ। কলিযুগের অসদগুণাবলীর জন্য মানুষ ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন, দুর্ভাগা, ভুরিভোজী, কামুক এবং দরিদ্র হবে। স্ত্রীজাতি অসতী হয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ভাবে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন করবে। জনপদগুলি দস্যুতস্করে অধ্যুষিত হবে, নাস্তিকদের কাল্পনিক ব্যাখ্যায় বেদ দূষিত হবে, রাজনৈতিক নেতারা বস্তুতপক্ষে প্রজাদের ভক্ষণ করবে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবে শিশ্নোদর পরায়ণ। ব্রহ্মচারীরা তাদের ব্রতপালনে অক্ষম হবে এবং তারা শুচিতা বর্জিত হবে। গৃহস্থরা ভিক্ষা করতে থাকবে। বানপ্রস্থীরা গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হবে। স্ত্রীদের দেহ হবে খর্বাকৃতি, তারা অতিরিক্ত আহার করবে, লালন পালনে অক্ষম হলেও তারা বহু সন্তান লাভ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্লজ্জ হবে। তারা সর্বদা কর্কশভাবে কথা বলবে এবং চৌর্যপ্রবণতা, প্রতারণা এবং অনিয়ন্ত্রিত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হবে এবং প্রতারণার দ্বারা তাদের অর্থ উপার্জন করবে। এমন কি যখন কোনও জরুরী প্রয়োজন থাকবে না, তখনও মানুষ

যে কোন ঘৃণ্য কাজকে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বলেই বিবেচনা করবে। যে প্রভু সম্পত্তিহীন হয়ে গেছেন, ভৃত্য তাকে পরিত্যাগ করবে, এমন কি প্রভু যদি সাধু পুরুষও হন এবং উজ্জ্বল চারিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। প্রভুরাও অক্ষম ভৃত্যকে পরিত্যাগ করবে, সেই ভৃত্য যদি বংশানুক্রমেও সেই পরিবারভুক্ত হয়। গাভীরা যখন দুধ দিতে অক্ষম হবে, মানুষ তাদের পরিত্যাগ করবে কিংবা হত্যা করবে। কলিযুগে মানুষেরা হবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং ক্লৈব। তারা তাদের পিতামাতা, ভাই জ্ঞাতি এবং বন্ধুদের পরিত্যাগ করে শালিকা, ননদ এবং শ্যালকদের সঙ্গ করবে। এইভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা সর্বতোভাবে যৌন বন্ধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সংস্কৃতিবিহীন ব্যক্তিরা ভগবানের পক্ষে দান গ্রহণ করবে। ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে এবং তপস্যার অভিনয় করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে। যারা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা উচ্চাসনে বসে ধর্মকথা আলোচনা করার স্পর্ধা করবে। কলিযুগে মানুষের মন সর্বদাই উত্তেজিত থাকবে। হে মহারাজ, দুর্ভিক্ষ এবং কর পীড়িত হয়ে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং সর্বদাই অনাবৃষ্টির ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে। পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়ের অভাব হবে এবং তারা উপযুক্ত বিশ্রাম, কাম উপভোগ কিংবা স্নান করতে অক্ষম হবে। তাদের দেহকে সজ্জিত করার কোনও অলঙ্কার থাকবে না। বস্তুতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কলিযুগের মানুষদের দেখতে পিশাচের মতোই হবে। কলিযুগে মানুষ এমনকি কয়েক পয়সার জন্যও পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করবে। সমস্ত প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিত্যাগ করে তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে এবং তারা এমনকি নিজেদের আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করবে। মানুষ তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে, সন্তান সন্ততি কিংবা সৎকুলজাতা পত্নীদের আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত হয়ে তারা শুধু নিজেদের উদর এবং উপস্থকে তুষ্ট করতেই যত্নবান হবে।"

"হে মহারাজ, কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি নাস্তিক্যবাদের দ্বারা বিপথগামী হবে এবং তারা প্রায় কখনই পরম জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞ নিবেদন করবে না। যদিও ত্রিলোকের নিয়ন্তা মহান দেবতাগণও সকলেই পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হয়, তবুও এই যুগের তৃষ্ণ এবং আর্ত মর্ত্যবাসীগণ তা করবে না। মৃত্যুপথযাত্রী সন্ত্রস্ত ব্যক্তি তার শয্যায় পতিত হয়। যদিও তার কণ্ঠ স্খলিত হয় এবং সে যা বলে সে সম্পর্কে প্রায় অচেতন, তবুও সে যদি পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তার সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পরমলক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলিযুগের মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করবে না। কলিযুগে, দ্রব্যসমূহ, স্থান এবং এমন কি মানুষের ব্যক্তিত্ব—সকলই কলুষিত। তা সত্ত্বেও যে মানুষ তাঁর চিত্ত ভগবানে স্থির করেছেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জীবন থেকে এই প্রকার সমস্ত কলুষই বিদূরিত করে থাকেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ধ্যান করেন, তাঁর আরাধনা করেন কিংবা শুধুমাত্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাহলে ভগবান তার সহস্র সহস্র জন্মের অর্জিত কলুষ বিদূরিত করবেন। ঠিক যেমন স্বর্ণের মধ্যে আগুন প্রয়োগ করলে অন্য ধাতুজ বর্ণের কলুষ বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনি হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু যোগিদের মন পবিত্র করেন। হৃদয়ে অনন্ত ভগবান আবির্ভূত হলে মনে যে পরম পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব, তা কখনো দেবতা-উপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং নানাবিধ মন্ত্র জপের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে না। সুতরাং, হে মহারাজ, পরমেশ্বর শ্রীকেশবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করুন। ভগবানে মনকে এইভাবে নিবদ্ধ করুন এবং মৃত্যুর সময় আপনি নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন।"

"হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনিই পরম আত্মা এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। ম্রিয়মান ব্যক্তিরা যখন তার ধ্যান করেন, তিনি তখন তাঁদের কাছে তাঁদের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ ব্যক্ত করেন। হে রাজন্, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও তার একটি মহান গুণ আছে—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমধামে উন্নীত হবেন। সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে,

ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।"

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ, একটি পরমাণুর গতির ভিত্তিতে পরিমিতি কালের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবৎকাল পর্যন্ত সময়ের পরিমিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন যুগের পরিমিতি সম্পর্কেও আপনাকে বলেছি। এখন ব্রহ্মার দিবসকাল এবং প্রলয় সম্পর্কে শ্রবণ করুন। এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয় যা কল্প নামে পরিচিত। হে মহারাজ, সেই সময়ের মধ্যে চৌদ্দজন মনু গমনাগমন করেন। ব্রহ্মার একদিবসের অবসানে একই রকম সময় সীমা বিশিষ্ট তাঁর রাত্রি কালেও প্রলয় সংঘটিত হয়। সেই সময় ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে যায়। যখন আদি স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণ অনন্তশেষ-শয্যায় শয়ন করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করেন তখন একে বলা হয় নৈমিত্তিক প্রলয়। এই সময় ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন থাকেন। যখন পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার দুই পরার্ধ কাল অতিক্রান্ত হয়, তখন সৃষ্টির সাতটি মৌলিক উপাদানের প্রলয় হয়। হে রাজন্, জড় উপাদান সমূহের প্রলয় হলে পর, সৃষ্টির উপাদান সমূহের সংঘাত থেকে উদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সম্মুখীন হয়।"

"হে মহারাজ, প্রলয় সমাগত হলে পরে এই পৃথিবীতে একশত বৎসর বৃষ্টি হবে না। অনাবৃষ্টি থেকে দুর্ভিক্ষ হবে। ক্ষুধার্ত জনগণ আক্ষরিক অর্থেই একে অপরকে ভক্ষণ করবে। পৃথিবীর বাসিন্দাগণ কালের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হবে। সূর্যদেব তাঁর প্রলয়ঙ্কর সাম্বর্তকরূপে তাঁর ঘোরতর রশ্মি দ্বারা সমুদ্র, জীবদেহ এবং স্বয়ং ভূমির সমস্ত রস পান করবে। কিন্তু সেই ধ্বংসোন্মুখ সূর্য প্রতিদানে কোনও বৃষ্টি দান করবে না। তারপর ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে মহা সম্বর্তক বহ্নি উত্থিত হবে। প্রবল বায়ুর শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে নিষ্প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড কোষকে উত্তপ্ত করে সেই বহ্নি সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রজ্বলিত হবে। উপর দিক থেকে দহনশীল সূর্য এবং নিম্নদিক থেকে ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ-নিঃসৃত আগুন—এইভাবে সমস্ত দিক থেকে দগ্ধ হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড গোলক এক জ্বলন্ত গোময় পিণ্ডবৎ প্রতিভাত হবে। এক মহান ও প্রচণ্ড সাংবর্তক বায়ু একশত বৎসরেরও অধিক সময় ধরে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এবং ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আকাশ ধূম্রবর্ণ ধারণ করবে।"

"হে মহারাজা, তারপর প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ গর্জন করতে করতে বিচিত্রবর্ণের মেঘকুল পুঞ্জীভূত হবে এবং এক শত বৎসর ধরে জগতকে বর্ষণে প্লাবিত করবে। সেই সময়, একটি মাত্র মহাজাগতিক সমুদ্র সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক জলে নিমজ্জিত হবে। সমগ্র বিশ্ব যখন প্লাবিত হবে, সেই জল তখন ক্ষিতির অনুপম গন্ধ গুণটিকে গ্রাস করবে এবং গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই ক্ষিতিরূপ উপাদানটি লয় প্রাপ্ত হবে। তেজ তখন অপ-এর রস গুণটিকে গ্রাস করে, যা তার বিশিষ্ট গুণ থেকে রহিত হয়ে তেজে বিলীন হয়। বায়ু তেজের অন্তর্ভুক্ত রূপ গুণটিকে গ্রাস করে এবং তেজ অতপর রূপ রহিত হয়ে বায়ুতে বিলীন হয়। ব্যোম বায়ুর গুণ তথা স্পর্শকে গ্রাস করে এবং সেই বায়ু ব্যোমে প্রবেশ করে। তারপর,

হে রাজন্, তমোগুণাশ্রিত অহংকার ব্যোমের গুণ শব্দকে হরণ করে, যার পর ব্যোম অহংকারে বিলীন হয়ে যায়। রজোগুণাশ্রিত অহংকার ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার দেবতাদের গ্রাস করে। তারপর সমগ্র মহৎ তত্ত্ব তার বিচিত্র কার্যাবলী সহ অহংকারকে গ্রাস করে এবং সেই মহৎ প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণ সত্ত্ব, রজ এবং তমের দ্বারা গ্রস্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এই সকল গুণগুলি পুনরায় কাল প্রেরিত হয়ে প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ প্রধানের দ্বারা গ্রস্ত হয়। সেই অব্যক্ত প্রকৃতি কালের প্রভাবে সংঘটিত ছয় প্রকার পরিবর্তনের অধীনস্থ হয় না। বরং, এর কোন আদি বা অন্ত নেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির অব্যক্ত, নিত্য এবং অব্যয় কারণ। জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত প্রধান রূপে কোন বাক্যের প্রকাশ হয় না, মহৎ তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের প্রকাশ হয় না এবং মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে সত্ত্ব, রজ, তম গুণেরও অস্তিত্ব নেই। সেখানে প্রাণবায়ু বা বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয় সমূহ বা দেবতাগণও নেই। গ্রহপুঞ্জের নির্দিষ্ট কোনও সন্নিবেশ নেই এবং চেতনার নিদ্রা, জাগ্রত ও সুষুপ্তি আদি স্তরও নেই। ব্যোম, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ অথবা সূর্যও নেই। তা যেন ঠিক এক গভীর নিদ্রামগ্ন বা শূন্যময় অবস্থা। বস্তুতপক্ষে তা অবর্ণনীয়। পরমার্থ তত্ত্ববিদগণ ব্যাখ্যা করেন যে সেই প্রধানই যেহেতু আদি উপাদান, তাই এটিই হচ্ছে জড়া সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি। এই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে সময় পরম পুরুষ ভগবানের শক্তিসমূহ এবং তাঁর অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি কাল প্রভাবে বিশৃঙ্খলিত হয়ে শক্তিরহিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একত্রে বিলীন হয়ে যায়। এই সেই পরম সত্য যিনি বুদ্ধি; ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি এই সকলের পরম ভিত্তি। সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হওয়ার ফলে এবং তাঁর স্বীয় কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে যা কিছুই আদি এবং অন্তবৎ, তা-ই হচ্ছে অবস্তু। একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপের আলোকে দর্শন করে যে চক্ষু এবং দৃষ্ট বস্তুর যে রূপ—এগুলি সবই তেজরূপ উপাদান থেকে মূলত অভিন্ন। অনুরূপভাবে, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভব—পরম সত্য থেকে এগুলির পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, যদিও সেই পরম সত্য সম্পূর্ণরূপে এদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। বুদ্ধির তিনটি স্তরকে জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি বলা হয়। কিন্তু হে রাজন্, এই সকল বিভিন্ন স্তরের চেতনার দ্বারা শুদ্ধ জীবাত্মা যে নানা রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক যেমন আকাশের মেঘপুঞ্জ তাদের স্বরূপগত উপাদান সমূহের সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে সৃষ্ট এবং অন্তর্হিত হয়, তেমনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড তার স্বরূপগত উপাদান সমূহের অংশের সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা পরম সত্যের মধ্যেই সৃষ্ট এবং ধ্বংস হয়।"

"হে রাজন্, (বেদান্ত সূত্রে) বলা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডে উপাদান-কারণ যা কিছু ব্যক্ত বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে পৃথক সত্তারূপেও অনুভব করা যেতে পারে, ঠিক যেমন বস্ত্র সৃষ্টি করে যে সূতা, সেগুলিকে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র থেকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়। সাধারণ কারণ এবং বিশেষ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু উপলব্ধ হয়, তা অবশ্যই ভ্রম, কেননা এই কার্য এবং কারণ সমূহ শুধুমাত্র পরস্পর সাপেক্ষে বিদ্যমান। বস্তুতপক্ষে যা কিছুর আদি এবং অন্ত আছে, তা-ই অবাস্তব। রূপান্তরকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও, পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে জড়া প্রকৃতির এমন কি একটিমাত্র পরমাণুর রূপান্তরেরও কোন পরম সংজ্ঞা থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করতে হলে যে কোন বস্তুকে অবশ্যই শুদ্ধ আত্মার মতোই নিত্য অপরিবর্তিত চিৎগুণকে ধারণ করতে হবে। পরম সত্যে কোন জড়ীয় দ্বৈতভাব নেই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে দ্বৈতভাব দর্শন করে, তা হচ্ছে একটি শূন্যপাত্রে অবস্থিত আকাশ এবং পাত্রের বাইরে অবস্থিত আকাশের পার্থক্যের মতো, কিংবা জলে প্রতিভাত সূর্য এবং আকাশে অবস্থিত স্বয়ং সূর্যের পার্থক্যের মতো, অথবা কোন জীবদেহের অভ্যন্তরে স্থিত এবং অন্য দেহে স্থিত প্রাণবায়ুর পার্থক্যের মতো। উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিচিত্ররূপে স্বর্ণের ব্যবহার করেন এবং তাই স্বর্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে, জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাকেও বিভিন্ন প্রকার বেদজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। যদিও মেঘ হচ্ছে সূর্যেরই সৃষ্টি এবং সূর্যের দ্বারাই দৃষ্ট

হয়, তা সত্ত্বেও সূর্যেরই আরেকটি অংশ বিস্তার এই দর্শনকারী চক্ষুর পক্ষে তা অন্ধকার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, পরম সত্যেরই একটি বিশেষ সৃষ্টি এই জড় এবং মিথ্যা অহংকার পরম সত্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, এবং পরম সত্যেরই আর একটি অংশ প্রকাশ জীবাত্মার পক্ষে পরম সত্যের উপলব্ধির পথে তা বাধার সৃষ্টি করে। মূলত সূর্য থেকেই সৃষ্ট মেঘ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চক্ষু তখন সূর্যের প্রকৃত রূপকে দর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে, জীবাত্মা যখন দিব্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তার মিথ্যা অহংকারের আবরণকে ধ্বংস করতে পারে, তখন তিনি তার আদি স্বরূপ চেতনাকে অনুস্মরণ করতে পারেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিবেক বিচারের জ্ঞানরূপ হাতিয়ার দিয়ে আত্মার বন্ধন সৃষ্টিকারী ভ্রমাত্মক এই মিথ্যা অহংকার যখন ছিন্ন হয়, এবং মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের উপলব্ধি বিকশিত করেন, তখন তাকে জড় জগতের আত্যন্তিক প্রলয় বলে। হে পরন্তপ, প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছেন যে ব্রহ্মা আদি সমস্ত সৃষ্ট জীবই অবিরাম সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন হয়। সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু রূপান্তরিত হয় এবং অবিরাম ও দ্রুত প্রবল কাল-প্রবাহের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড় বস্তু সমূহ তাদের অস্তিত্বের যে সকল স্তর প্রকাশ করে, সেগুলি হচ্ছে তাদের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্যকারণ। পরমেশ্বর ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিনিধি আদি অন্তহীন কালের দ্বারা সৃষ্ট এই অবস্থাগুলি দৃশ্য নয়, ঠিক যেমন বাহ্য আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থার অতিসূক্ষ্ম তাৎক্ষণিক পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইভাবে কালের গতিকে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক—এই চার প্রকার প্রলয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হল।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি শুধু সংক্ষেপে তোমার কাছে জগৎ স্রষ্টা এবং সমস্ত অস্তিত্বের পরম উৎস ভগবান শ্রীনারায়ণের এই সকল লীলাকথা বর্ণনা করলাম। এমন কি ব্রহ্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে এইসকল লীলা বর্ণনা করতে অক্ষম। যে মানুষ অগণিত দুঃখের আগুনে জর্জরিত হচ্ছে এবং যিনি এই জড় অস্তিত্বের দুরতিক্রম্য সাগরকে অতিক্রম করতে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথার দিব্য রসের প্রতি ভক্তি অনুশীলন ছাড়া আর কোন উপযুক্ত নৌকা নেই। বহুকাল পূর্বে সমস্ত পুরাণের এই সার সংহিতা অচ্যুত ভগবান শ্রীনরনারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বলেছিলেন, যিনি তা পরবর্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। হে পরীক্ষিত মহারাজ, সেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীল ব্যাসদেব চারিবেদের সমান গুরুত্ব সম্পন্ন এই একই শাস্ত্র তথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমাদের সম্মুখে আসীন এই সেই সূত গোস্বামী যিনি নৈমিষারণ্যের সুদীর্ঘ মহাযজ্ঞে সমবেত মুনিঋষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথা বর্ণনা করবেন। শৌনকাদি সভাষদদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তা কীর্তন করবেন।"

* * *

পঞ্চম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীহরির বিচিত্র লীলাকথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর তুষ্টি থেকে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম হয়। হে রাজন্, "আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি"—এই পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ কর। দেহের যেরকম জন্ম হয়, তুমি সেরকম জন্মগ্রহণ করনি। অতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এবং তোমার বিনাশও হবে না। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তা নতুন বীজ উৎপন্ন করে সেই রকম তোমাকে পুনরায় তোমার পুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। বরং তুমি এই জড় দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন অগ্নি তার জ্বালানী থেকে স্বতন্ত্র হয়। স্বপ্নে মানুষ দেখতে পারে যে তার নিজেরই মস্তক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত আত্মা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ দেখতে পারে যে তার দেহ হচ্ছে পাঁচটি জড় উপাদানে গঠিত। সুতরাং একথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে প্রকৃত আত্মা তার দৃষ্ট দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং অজ ও অমর। একটি ঘট যখন ভেঙে যায়, ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অংশটি পূর্ববৎ ব্যোমরূপ উপাদানরূপেই থেকে যায়। অনুরূপভাবে, যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু হয়, দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপে পুন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবাত্মার জড় দেহ, গুণ এবং কার্যসমূহ জড় মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই মন স্বয়ং সৃষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা এবং এইভাবে আত্মা জড় অস্তিত্বকে ধারণ করে। প্রদীপ প্রদীপরূপে কাজ করে শুধুমাত্র জ্বালানী, তৈলাধার, পলিতা এবং অগ্নির সংমিশ্রণে। অনুরূপভাবে, আত্মার দেহাত্মবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জড়জীবন, দেহের উপাদান স্বরূপ জড় সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্যের দ্বারাই বিকশিত এবং বিনষ্ট হয়। দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ময়। তা ব্যক্ত স্থূলদেহ এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্বতন্ত্র। আকাশ যেমন জড় পরিবর্তনের স্থায়ী ভিত্তি, ঠিক তেমনি এই আত্মাও দেহগত পরিবর্তনের স্থির ভিত্তি। তাই আত্মা হচ্ছে অনন্ত এবং কোন জড় বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।"

"হে রাজন্, অবিরাম পরমেশ্বর বাসুদেবের ধ্যান করে এবং স্বচ্ছ ও যুক্তিগর্ভ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সতর্কভাবে তোমার প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে এবং কিভাবে তা জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রেরিত সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার প্রকৃত আত্মাকে দহন করতে পারবে না। তোমার মতো আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুকে মৃত্যুর দূতেরা কখনই দহন করতে পারবে না, কেননা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে যাবতীয় বিপদকেই তুমি ইতিমধ্যেই জয় করেছ। তোমার বিচার করা উচিত—আমি পরম সত্য এবং পরম ধাম থেকে অভিন্ন এবং সেই পরম সত্য তথা পরম ধাম আমার থেকে অভিন্ন।"

"এইভাবে সমস্ত প্রকার জড় উপাধি থেকে মুক্ত পরমাত্মার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি এমন কি লক্ষ্যও করতে পারবে না যে কখন সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার সম্মুখীন হয়ে তার বিষাক্ত দাঁত দিয়ে তোমার পায়ে দংশন করবে। তুমি তোমার মরণশীল দেহকে কিংবা তোমার চতুর্পার্শ্বস্থ জড় জগৎকেও দেখতে পাবে না, কেননা তুমি উপলব্ধি করে থাকবে যে তুমি ঐ সকল বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। হে প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, তুমি বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সম্পর্কে প্রথমে আমাকে যা প্রশ্ন করেছিলে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করে শুনালাম। এখন তুমি আর কী শ্রবণ করতে চাও?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীল ব্যাসদেবের সমদর্শী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করার পর, মহারাজ পরীক্ষিত বিনীতভাবে তাঁর চরণকমলের সমীপবর্তী হলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে অবনত মস্তকে মহারাজ বিষ্ণুরাত, সমগ্র জীবন যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েছেন, তিনি অঞ্জলি বদ্ধ অবস্থায় নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।"

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—"আমি এখন আমার জীবনের লক্ষ্য লাভ করেছি, কেননা আপনার মতো মহান করুণাময় ব্যক্তি আমাকে এরকম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আদি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির এই গুণকথা ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বলেছেন। পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের ধ্যানে সদা নিমগ্নচিত্ত আপনার মতো মহাত্মার পক্ষে আমাদের মতো জড় জীবনের সমস্যা পীড়িত মূর্খ দেহবদ্ধ জীবকে করুণা প্রদর্শন করাকে আমি অতি অদ্ভুত কিছু বলে মনে করি না। আমি আপনার কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত, যা পরমেশ্বর উত্তমশ্লোক ভগবানকে সুচারুরূপে বর্ণনা করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের নিখুঁত সারকথা, তা শ্রবণ করলাম।"

"হে প্রভু, এখন আমার তক্ষক বা অন্য যে কোন জীব, এমন কি পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করার প্রতিও ভয় নেই, কেননা সকল প্রকার ভয় বিনাশকারী যে বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মের কথা আপনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি আমাকে সেই পরম সত্যে নিমগ্ন করেছি। হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্য এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীকে ভগবান অধোক্ষজে স্থাপন করার অনুমতি দিন। কামবাসনা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে আমার মন যেন তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং এইভাবেই যেন প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, সেই অনুমতি দিন। আপনি আমার কাছে ভগবানের পরম কল্যাণময় পরম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি এখন আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে স্থিত হয়েছি এবং আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে প্রার্থিত হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবের সাধু পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর অনুমতি দান করলেন। তারপর রাজা এবং উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। মহারাজ পরীক্ষিতও তখন গঙ্গা কূলে, দর্ভঘাসের বোঁটার প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে নির্মিত আসনে, স্বয়ং উত্তরমুখী হয়ে উপবিষ্ট হলেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধি লাভ করার পর, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মভূত স্তর অনুভব করলেন এবং সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিত তাঁর বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর মনকে আত্মায় নিবদ্ধ করলেন এবং পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিঃস্পন্দ হল এবং তিনি একটি গাছের মতো স্থিরতা লাভ করলেন।"

"হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, তারপর ক্রুদ্ধ দ্বিজপুত্রের দ্বারা প্রেরিত তক্ষক যখন রাজাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন পথে তার সঙ্গে কশ্যপ মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তক্ষক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দ্বারা বিষ হরণে সুদক্ষ কশ্যপ মুনির তোষামোদ করে, মহারাজ পরীক্ষিতের সুরক্ষা দান করার ব্যাপারে তাকে নিরস্ত করল। তারপর কামরূপী সেই নাগপক্ষী তক্ষক, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে দংশন করল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ যখন দর্শন করছিলেন, সেই সময় মহান আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষির দেহটি মুহূর্তের মধ্যে সাপের বিষানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। তখন পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার রব উত্থিত হল এবং সমস্ত দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। দেব সমাজে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল এবং স্বর্গীয় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ গান গেয়েছিলেন। দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করে সাধুবাদ উচ্চারণ করেছিলেন। মহারাজ

জনমেজয় তাঁর পিতা মারাত্মকভাবে নাগপক্ষী তক্ষকের দ্বারা দংশিত হয়েছে, একথা শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক মহাশক্তিশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে তিনি জগতের সমস্ত সর্পকে যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন। তক্ষক যখন দেখল যে সবচেয়ে শক্তিশালী সর্পও সেই সর্পযজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছিল, তখন সে ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিল। মহারাজ জনমেজয় যখন দেখলেন যে তক্ষক তাঁর যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করেনি, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলেন, 'কেন উরগাধম তক্ষক এই অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে না?' "

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—"হে রাজেন্দ্র, তক্ষক এখনো যজ্ঞের অগ্নিতে পতিত হয়নি কারণ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাগত হওয়ার ফলে সে এখন ইন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।"

এই সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা জনমেজয় পুরোহিতদের উত্তর দিলেন—"হে প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, তাহলে তাঁর রক্ষক ইন্দ্র সহ তক্ষককে অগ্নিতে পতিত হতে বাধ্য করছেন না কেন?"

এই কথা শুনে পুরোহিতগণ তখন ইন্দ্র সহ তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"হে তক্ষক, সমগ্র দেবতাকুল সমভিব্যাহারে ইন্দ্র সহ শীঘ্রই তুমি এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হও! ব্রাহ্মণদের এই অপমানজনক বাক্যে ইন্দ্র যখন তাঁর বিমান এবং তক্ষক সহযোগে তাঁর পদ থেকে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। অঙ্গিরা মুনির পুত্র বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে ইন্দ্র তাঁর বিমানে তক্ষক সহযোগে আকাশ থেকে পতিত হচ্ছেন, তখন তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সমীপবর্তী হয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন। হে নরেন্দ্র, তোমার হাতে এই সর্পরাজের মৃত্যু হওয়া যথোচিত নয়, কেননা সে দেবতাদের অমৃত পান করেছে। ফলত, সে বার্ধক্য এবং মৃত্যুর সাধারণ লক্ষণগুলির অধীনস্থ নয়। জীবের জন্ম-মৃত্যু, এবং তার পরজন্মের গতি সবই নির্ধারিত হয় তার স্বীয় কর্মের দ্বারা। অতএব হে রাজন্, কোন জীবের সুখ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য অন্য কেউ বস্তুতপক্ষে দায়ী নয়। যখন কোন দেহবদ্ধ জীব সর্পাঘাত, চোর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, ব্যাধি বা অন্য কোন কারণ থেকে মৃত্যুবরণ করে, তখন সে তার স্বীয় অতীত কর্মের ফল ভোগ করে। অতএব, হে রাজন্, অন্যের ক্ষতি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করুন। ইতিমধ্যেই বহু নির্দোষ সর্প অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সকল জীবই তাদের অতীত কর্মের অদৃশ্য ফল অবশ্যই ভোগ করবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—"এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে মহারাজ জনমেজয় উত্তর দিলেন, 'তবে তাই হোক।' মহান সাধু বৃহস্পতির বাক্যের মর্যাদা দান করে তিনি সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন এবং বাচস্পতি বৃহস্পতির পূজা করলেন। বাস্তবিকই তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অলক্ষ্য এবং অপ্রতিরোধ্য মহামায়া। যদিও স্বতন্ত্র জীবেরা হচ্ছে ভগবানেরই অংশ বিশেষ, তবু এই মহামায়ার প্রভাবে তাদের বিচিত্র জড় দেহাত্মবোধের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু এক পরম তত্ত্ব রয়েছে যেখানে মায়াদেবী 'আমি এই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, কেননা সে কপট'—এরকম চিন্তা করে নির্ভয়ে তার আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। সেই পরম তত্ত্বে মোহাত্মিকা বিতর্কবহুল দর্শনের কোনও স্থান নেই। বরং পারমার্থিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যথার্থ শিক্ষার্থীগণ সেখানে অবিরাম প্রামাণিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিযুক্ত হয়। সেই পরম তত্ত্বে সংকল্প এবং বিকল্প ধর্মী জড় মনের কোনও প্রকাশ নেই। সৃষ্ট জড় বস্তু সমূহ, তাদের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ এবং তাদের প্রয়োগে লব্ধ ভোগরূপ যে লক্ষ্য—সেগুলিও সেখানে নেই। অধিকন্তু সেই পরম তত্ত্বে অহংকার এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণে আচ্ছাদিত বদ্ধ আত্মাও নেই। সেই পরম তত্ত্ব সমস্ত সীমিত বা সীমা নির্ধারণকারী বিষয়কে বর্জন করে। বিজ্ঞগণের কর্তব্য জড় জীবনের তরঙ্গকে রোধ করে সেই পরম সত্যে রমণ করা। মূলত অবাস্তব বিষয়কে পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে প্রপত্তি করেন। তুচ্ছ জড়বাদ বর্জন করে, তাঁরা তাঁদের অন্তরে সেই পরম সত্যের প্রতি তাদের প্রেম অর্পণ করেন এবং সমাহিত

চিত্তে সেই পরম সত্যকে আলিঙ্গন করেন। সেই প্রকার ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য পরম পদ উপলব্ধি করতে পারেন কারণ তাঁরা গৃহ এবং দেহ ভিত্তিক 'আমি' 'আমার' বোধের দ্বারা আর কলুষিত হন না। মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবমাননা সহ্য করা এবং যে কোন ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কখনোই ব্যর্থ না হওয়া। এই জড় দেহ আশ্রয় করে কারও সঙ্গেই বৈরিতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান অজেয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। শুধুমাত্র তাঁর চরণকমলের ধ্যান করেই আমি এই মহান ভাগবতী সংহিতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।"

শ্রীশৌনক ঋষি বললেন—"হে সৌম্য সূত গোস্বামী, পৈল এবং শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য মহান শিষ্যগণ যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের আচার্য রূপে পরিচিত, তাঁরা কিভাবে বেদ বর্ণন এবং সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, প্রথমে পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সমাহিত মনা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ থেকে দিব্য শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল। কোন মানুষ যখন বাহ্য শ্রবণকে রোধ করে, তখন সে সেই সূক্ষ্ম তরঙ্গ অনুভব করতে পারে।"

"হে ব্রাহ্মণ, বেদের এই সূক্ষ্মরূপের আরাধনা করে যোগিগণ দ্রব্য, ক্রিয়া এবং কারকের কলুষ থেকে উদ্ভূত তাদের হৃদয়ের সমস্ত ময়লা ধৌত করেন এবং এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন। সেই সূক্ষ্ম এবং দিব্য শব্দ তরঙ্গ থেকে তিনটি শব্দ বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হল। এই ওঁ কারের অব্যক্ত শক্তি রয়েছে এবং তা বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বতই প্রকাশিত হয়। এই ওঁকার হচ্ছে পরম সত্যের তিনটি স্তর—নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই সকলেরই প্রতিভূ। পরম স্তরে অজড় এবং অব্যক্ত এই ওঁকার জড়কর্ণ ও অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা কর্তৃক শ্রুত হয়। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের বিস্তৃতিই হচ্ছে হৃদয়াকাশে আত্মা থেকে প্রকাশিত এই ওঁকারেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই হচ্ছে স্বতঃ উৎসারিত পরম সত্য তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপাধি এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের গুহ্য সার এবং নিত্য বীজ স্বরূপ। ওঁকার অ, উ এবং ম এই তিনটি আদি বর্ণকে প্রকাশ করেছিল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, এই তিনটি বর্ণ জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণসহ সমগ্র জড় অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাব, ঋক্, যজুঃ এবং সাম বেদের নামসমূহ, ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ রূপে পরিচিত গন্তব্যসমূহ এবং জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্তিরূপে চেতনার তিনটি সক্রিয় স্তরকে ধারণ করে। সেই ওঁকার থেকে ব্রহ্মা স্বর, ব্যঞ্জন, অন্তস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ এবং অন্যান্য সকল বর্ণসমূহ হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে সৃষ্টি করেছিলেন। বিভু ব্রহ্মা এই সমস্ত শব্দের সংযোগে তাঁর চারিটি মুখ থেকে ওঁকার সহ চারিটি বেদ এবং সপ্ত ব্যাহৃতি আবাহন উৎপন্ন করলেন। চারি বেদের পুরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুসারে বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ব্রহ্মা বৈদিক আবৃত্তি শাস্ত্রে পারদর্শী পুত্রগণকে এই বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরাই আচার্যের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের স্বীয় পুত্রগণকে এই বেদ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, চক্রাকারে আবর্তিত চারিটি যুগ ধরে পারমার্থিক জীবনে দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে গুরুপরম্পরার ধারায় এই সকল বেদ লাভ করেছিলেন। প্রতিটি দ্বাপর যুগের শেষভাগে মহান ঋষিগণ এই বেদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্পাদন করেন। কালের প্রভাবে ক্ষীণবল, ক্ষীণআয়ু এবং ক্ষীণমেধা সম্পন্ন মানুষদের দেখে মহান ঋষিগণ তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে, সুসংবদ্ধভাবে বেদকে বিভক্ত করেছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে, শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃবর্গ সমস্ত জগতের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হে মহাভাগ শৌনক, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন তাঁর অংশাংশ কলার দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রদর্শন করে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই রূপে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হয়ে একটি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। মানুষ যেমন রত্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের রত্নকে বাছাই করে স্তূপীকৃত করে, ঠিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব ঋগ্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করেছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, মহান শক্তিধর মহামতি ব্যাসদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই চার সংহিতার একটি করে অর্পণ করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব পৈল ঋষিকে প্রথম সংহিতা ঋগ্‌বেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই সংগ্রহকে বহ্‌বৃচ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈশম্পায়ন ঋষিকে তিনি নিগদ নামক যজুর্বেদের মন্ত্রের সংহিতা সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন। জৈমিনিকে ছন্দোগ সংহিতা নামক সামবেদের মন্ত্র সমূহের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুমন্তুকে অথর্ব বেদ বলেছিলেন। তাঁর সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাজ্ঞ পৈল ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি এবং বাষ্কলকে তা বলেছিলেন। হে ভার্গব, বাষ্কল তাঁর সংহিতাকে আরও চারভাগে ভাগ করে সেগুলি তাঁর শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করেছিলেন। আত্মসংযত ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি বিজ্ঞ যোগী মাণ্ডুকেয়কে তাঁর সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যার শিষ্য দেবামৃত ঋগ্‌বেদের শাখা সমূহকে সৌভরি এবং অন্যান্যদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন। মাণ্ডুকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং বাৎস্য, মুদ্‌গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি করে উপশাখা অর্পণ করেছিলেন। ঋষি জাতুকর্ণ্যও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন এবং শাকল্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করার পর, তিনি একটি চতুর্থ বিভাগ—একটি বৈদিক পরিভাষার অভিধান সংযুক্ত করেন। এই সকল অংশের প্রত্যেকটি অংশ তিনি—বলাক, দ্বিতীয় পৈল, জাবাল এবং বিরজ—তাঁর এই চার শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাষ্কলি ঋগ্‌বেদের সমস্ত শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বালবিল্যসংহিতা রচনা করেছিলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার এই সংহিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইরূপে এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ গুরু পরম্পরার ধারায় ঋগ্‌বেদের এই সকল বিভিন্ন সংহিতাকে সংরক্ষিত করেছিলেন। শুধু বৈদিক মন্ত্রের এই বিভাজন সম্পর্কিত বর্ণনা শ্রবণ করেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে। বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ অথর্ব বেদের আপ্ত পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপ থেকে তাঁদের গুরুকে মুক্ত করার জন্য কঠোর ব্রত সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁরা চরক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একদা বৈশম্পায়নের এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—হে প্রভু, আপনার এই সকল দুর্বল শিষ্যদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা থেকে কতটুকু সুফল লাভ হবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুদুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করব। এইরূপে উক্ত হলে পর গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এখান থেকে চলে যাও। হে বিপ্র-অবমাননাকারী শিষ্য! যথেষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু আমার কাছ থেকে তুমি যা কিছু শিখেছ—এই মুহূর্তে সব পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তখন যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ বমি করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সমবেত শিষ্যরা এই সকল যজুর্বেদীয় মন্ত্র গুলিকে প্রলুব্ধ চিত্তে দর্শন করে তিত্তির পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি সবই তুলে নিয়েছিলেন। তাই যজুঃ বেদের এই শাখাটি তিত্তির পাখী দ্বারা সংগৃহীত অতি সুন্দর তৈত্তিরীয় সংহিতারূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হে ব্রাহ্মণ শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন কি তাঁর গুরুরও অজ্ঞাত নতুন যজুঃ মন্ত্রের গবেষণা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মনের মধ্যে এই বাসনা নিয়ে তিনি সযত্নে শক্তিশালী সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন।"

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত প্রসারিত চার প্রকার জীবের নিয়ন্তারূপে আপনি উপস্থিত আছেন। আকাশ যেমন সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং কালরূপে বাহ্যত বিদ্যমান রয়েছেন। ঠিক যেমন আকাশে বিদ্যমান মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করতে পারেনা, ঠিক তেমনি কোনও জড় উপাধি কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কালের ক্ষণ, লব এবং নিমেষরূপ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত সংবৎসর প্রবাহের মাধ্যমে জল শোষণ করে এবং বৃষ্টিরূপে তা প্রত্যর্পণ করে আপনি একাই এই জগতের ভরণ পোষণ করেন।"

"হে জ্যোতির্ময়, হে শক্তিশালী সূর্যদেব, আপনিই সমস্ত দেবতাদের প্রধান। আমি সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে আপনার অগ্নিময় গোলকের ধ্যান করি, কারণ প্রামাণিক

গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থা অনুসারে যাঁরা প্রতিদিন তিনবার আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবেন, আপনি তাদের সমস্ত পাপ কর্ম, পরিণাম দুঃখ এবং এমন কি বাসনার আদি বীজকেও ধ্বংস করেন। যারা সর্বতোভাবে আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল, সেই সকল স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের অন্তরে অন্তর্যামী প্রভু রূপে আপনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। বস্তুতপক্ষে, আপনিই তাদের জড় মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে কর্মে পরিচালিত করেন। এই জগৎ অন্ধকার নামক অজগরের ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরের দ্বারা আক্রান্ত এবং গিলিত হয়ে মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুকম্পাবশতঃ এই জগতের নিদ্রিত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনি তাদের দর্শন শক্তি দান করে জাগ্রত করেন। এইভাবে আপনিই হচ্ছেন মহা বদান্য। প্রতিটি দিনের পবিত্র ত্রিসন্ধ্যায় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে পরিচালিত করে তাদেরকে পরম কল্যাণের পথে নিযুক্ত করেন যা তাঁদের চিন্ময় স্থিতি দান করে। ঠিক একজন পার্থিব রাজার মতো, অসাধুদের ভয় উৎপাদন করে আপনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী দিকপালগণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আপনাকে পদ্ম এবং অন্যান্য উপহার উৎসর্গ করেন। অতএব আমি প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে ত্রিলোকের গুরুবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত আপনার চরণ কমল সমীপে সমাগত হলাম, কেননা আমি আপনার কাছ থেকে যা অন্যের অজ্ঞাত যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এই রকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শক্তিশালী সূর্যদেব একটি ঘোড়ারূপ পরিগ্রহ করে, পূর্বে মানব সমাজে অজ্ঞাত যজুর মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেছিলেন। যজুর্বেদের এই সকল অগণিত শত শত মন্ত্র থেকে শক্তিশালী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক শাস্ত্রের পনেরটি নতুন শাখা গ্রথিত করলেন। ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এগুলি বাজসনেয়ী সংহিতা রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির অনুগামীদের গুরু-পরম্পরায় এই সকল সংহিতা স্বীকৃত হয়েছিল। সামবেদের আপ্তপুরুষ ঋষি জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ছিলেন এবং সুমন্তুর পুত্র ছিলেন সুত্বান। ঋষি জৈমিনি তাদের প্রত্যেককে সামবেদ সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলেছিলেন। জৈমিনির অপর শিষ্য সুকর্মা ছিলেন এক মহান পণ্ডিত। তিনি সামবেদরূপী মহাবৃক্ষকে এক সহস্র সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। তারপর, হে ব্রাহ্মণ, কৌশল পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং পরম ব্রহ্মবিদ্ আবন্ত্য নামে সুকর্মা ঋষির এই তিনজন শিষ্য সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য সামবেদের উদীচী গায়করূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের কেউ কেউ প্রাচ্য গায়করূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি নামে পৌষ্যঞ্জির অন্য পাঁচজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক শত করে সংহিতা লাভ করেছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত তাঁর স্বীয় শিষ্যগণকে চব্বিশটি সংহিতা বলেছিলেন এবং অবশিষ্ট সংহিতাগুলি আত্মদর্শী আবন্ত্য ঋষি কর্তৃক বাহিত হয়েছিল।"

সপ্তম অধ্যায়

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"অথর্ব বেদের প্রামাণিক তত্ত্ববিদ সুমন্ত ঋষি তাঁর শিষ্য কবন্ধকে তার সংহিতা অধ্যাপন করিয়েছিলেন, যিনি পরে তা পথ্য এবং বেদদর্শকে বলেছিলেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি ছিলেন বেদদর্শের শিষ্য। পথ্যের শিষ্যবর্গের নামও আমার কাছে শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ, তাঁরা হচ্ছেন কুমুদ, শুনক এবং জাজলি যাঁদের সকলেই ছিলেন অথর্ব বেদের অত্যন্ত পারদর্শী তত্ত্ববিদ। শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন তাঁদের গুরুদেব কর্তৃক প্রথিত অথর্ব বেদের দুইটি ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণ এবং অন্যান্য মহর্ষিদের শিষ্যবর্গও অথর্ব বেদের এই সংস্করণটি অধ্যয়ন করেছিলেন। অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস আদি অন্যান্য ঋষিরাও ছিলেন। এখন, হে মুনিবর, আমি পৌরাণিকদের নাম বলছি, শ্রবণ করুন। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয় জন হলেন পৌরাণিক। এদের প্রত্যেকেই শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য এবং আমার পিতা রোমহর্ষণের কাছে থেকে পুরাণের ছয়টি সংহিতার এক একটি করে অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয় জন পৌরাণিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের পৌরাণিক জ্ঞানের সমগ্র সংগ্রহকে সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম। শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ পুরাণকে চারটি মূল সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। সাবর্ণি এবং রামের শিষ্য অকৃতব্রণের সঙ্গে ঋষি কশ্যপ এবং আমি এই চার ভাগ সংহিতা শিক্ষালাভ করেছি।"

"হে শৌনক, বেদশাস্ত্র অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণের লক্ষণসমূহ অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।"

"হে ব্রাহ্মণ পৌরাণিক তত্ত্ববিদগণ পুরাণকে দশটি লক্ষণ সংযুক্ত বলে জানেন। সেগুলি হচ্ছে—এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, জীব এবং জগতের গৌণ সৃষ্টি, জীবের পালন, রক্ষণ, মন্বন্তর, মহান রাজবংশ, উক্ত বংশীয় রাজাদের চরিত, প্রলয়, অভিপ্রায় এবং পরম আশ্রয় সম্পর্কিত বর্ণনা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে মহাপুরাণ এই দশবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উপপুরাণগুলি পাঁচ প্রকার বিষয়ের আলোচনা করতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতির মূল গুণসমূহের বিক্ষোভ থেকে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার নামক উপাদান সৃষ্টি হয় যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই ত্রিধা বিভক্ত অহংকারই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তিকে বলা হয় সৃষ্টি। ভগবানের অনুগৃহীত গৌণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবের বাসনারই ব্যক্ত সমাহার। বীজ থেকে যেমন নতুন বীজ উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি অনুষ্ঠাতার জড় বাসনা বিকাশকারী কর্মসমূহ স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীর উৎপাদন করে। বৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে পালন, যার দ্বারা জঙ্গম জীবগণ স্থাবর জীবদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। মানুষের পক্ষে বৃত্তি বলতে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের অনুকূল জীবিকা অর্জনের কর্মকেই বুঝায়। সেইরূপ কর্ম স্বার্থকেন্দ্রিক কামনার দ্বারাও চালিত হতে পারে বা ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেও চালিত হতে পারে।"

"প্রতিটি যুগে, অচ্যুত ভগবান এই জগতে পশু, মনুষ্য, ঋষি এবং দেবতাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। এই সকল অবতারে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন এবং বেদ বিদ্বেষী দৈত্যদের হত্যা করেন। প্রতিটি মন্বন্তরে, ভগবান শ্রীহরির প্রকাশরূপে ছয় প্রকার ব্যক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—শাসনকারী মনু, প্রধান দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, ইন্দ্র, মহর্ষিগণ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতারগণ। ব্রহ্মা থেকে প্রসূত রাজবংশের ধারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। এই সকল বংশের বিশেষত মুখ্য সদস্যদের চরিত কথাই বংশ চরিতের

আলোচ্য বিষয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চারপ্রকার প্রলয় সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক—যাদের সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বিষয়কে প্রলয় নামে আখ্যায়িত করেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ জীব জড়কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং এইভাবে এক অর্থে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ হয়। কোনও কোনও আপ্তপুরুষ এই জীবকে সৃষ্টির নেপথ্য ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন আবার অন্য কেউ মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন অব্যক্ত আত্মা। পরম সত্য জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরের মধ্যে, মায়াময় এই জগতের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, এবং সমস্ত জীবের কার্যাবলীর মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই সকলের ঊর্ধ্বেও তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইরূপে তাঁর দিব্য স্তরে অবস্থিত হয়ে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম এবং অনুপম আশ্রয়। যদিও জড় বস্তু বিভিন্ন নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তবুও তার মূল উপাদান সর্বদাই তার সত্তার ভিত্তিরূপে বর্তমান থাকে। তেমনি বীজ সঞ্চার কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্ট জড় দেহের বিভিন্ন স্তর জুড়ে, যুক্ত এবং বিযুক্ত—এই উভয়রূপেই পরম সত্য সদা বর্তমান আছেন। নিজে নিজেই হোক বা নিয়ন্ত্রিত পারমার্থিক অভ্যাসের মাধ্যমেই হোক—মানুষের মন জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির জড় স্তরে কর্ম করা থেকে বিরত হতে পারে। তখন মানুষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে জড় প্রচেষ্টা থেকে নিবর্তিত করে। সুদক্ষ পৌরাণিক ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, পুরাণগুলিকে তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠারোটি মুখ্য পুরাণ এবং আঠারোটি গৌণ পুরাণরূপে ভাগ করা যায়। আঠারটি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। হে ব্রাহ্মণ, মহামুনি ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ শাখাবিস্তার আপনার নিকট বর্ণনা করলাম। যাঁরা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের পারমার্থিক শক্তি বিবর্ধিত হবে।"

卐 卐 卐

অষ্টম অধ্যায়

নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা

শ্রীশৌনক বললেন—"হে সূত গোস্বামী, আপনি চিরঞ্জীবী হোন। হে সাধু, হে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী, অনুগ্রহ পূর্বক কথা বলে চলুন। বস্তুতপক্ষে আপনিই কেবল অজ্ঞতার অন্ধকারে ভ্রমণশীল মানুষদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন। প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন যে মৃকণ্ডু পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি ছিলেন এক অসাধারণ দীর্ঘজীবী ঋষি। ব্রহ্মার দিবসান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রলয়বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভার্গব সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্তমান ব্রহ্মার জীবদ্দশায় আমার স্বীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ব্রহ্মার এই দিবসে আমরা কোনও পূর্ণ প্রলয় দর্শন করিনি। একথাও সর্বজন বিদিত যে মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন অসহায়ভাবে সেই মহা প্রলয় সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর জলে বটপত্র সম্পুটে একাকী শায়িত চমৎকার এক নবীন শিশুকে দর্শন করেছিলেন। হে সূত গোস্বামী, এই মহা ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তি এবং কৌতূহল বোধ করছি। হে মহাযোগী, সমস্ত পুরাণের একজন প্রামাণিক পৌরাণিকরূপে আপনি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমার বিভ্রম দূর করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে মহা ঋষি শৌনক,

আপনার এই প্রশ্নই প্রত্যেকের মোহ বিদূরিত করতে সহায়ক হবে, কেননা তা এই কলিযুগের মলিনতা শোধনকারী ভগবান শ্রীনারায়ণের কথাতেই পর্যবসিত হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষির ব্রাহ্মণ দীক্ষার অনুকূলে, তাঁর পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত বিধিবদ্ধ আচার দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কঠোরভাবে বিধি নিষেধ পালন করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তপস্যায় প্রগতি সাধন করেছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। জটা বল্কল ধারণ করে, অতি প্রশান্তরূপে প্রতিভাত হয়ে, ভিক্ষুর কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, ব্রহ্মচারী মেখলা, কৃষ্ণাজিন, পদ্মবীজের জপমালা এবং কুশগুচ্ছ সংযুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর পারমার্থিক প্রগতি সাধন করেছিলেন। দিনের পবিত্র সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনি পাঁচটিরূপে নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে—যজ্ঞাগ্নি, সূর্যদেব, স্বীয় গুরু, ব্রাহ্মণ এবং হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। সকাল সন্ধ্যায় তিনি ভিক্ষার জন্য নির্গত হতেন, এবং ভিক্ষা থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য তাঁর গুরুদেবকে উৎসর্গ করতেন। যদি তার গুরুদেব তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন, কেবল তখনই তিনি দিবসে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করতেন। অন্যথায় উপবাস করতেন। এইভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি অগণিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হৃষীকেশ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি অজেয় মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা, ভৃগুমুনি, শিব, প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, প্রেতাত্মা, এবং মানুষদের মধ্যে অনেকেই মার্কণ্ডেয় ঋষির এই প্রাপ্তিতে অতি বিস্মিত হয়েছিলেন। এইরূপে ভক্তিযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তার তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং আত্ম সংযমের মাধ্যমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত ক্লেশ থেকে মনকে মুক্ত করে, অন্তর্মুখী হয়ে তিনি অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিলেন। এই যোগিপুরুষ যখন তাঁর প্রবল যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন, সেই সময় ছয়টি মন্বন্তরের সুদীর্ঘ মহাকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল।"

"হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান সময় তথা সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান যোগ শক্তিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষির পারমার্থিক অনুশীলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র লোভ এবং মদের মূর্ত বিগ্রহ সমভিব্যাহারে কামদেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বসন্ত ঋতু এবং মলয় পর্বতের চন্দনের সুগন্ধ সংযুক্ত বায়ুকে প্রেরণ করেছিলেন। হে মহাশক্তিশালী শৌনক, তারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্শ্বে, যেখানে বিখ্যাত চিত্রা নামক পর্বতশৃঙ্গের পাশ দিয়ে পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন। পুণ্যবৃক্ষের কুঞ্জসমূহ মার্কণ্ডেয় ঋষির পবিত্র আশ্রমকে সজ্জিত করেছিল এবং বহু সংখ্যক পবিত্র জলাশয় উপভোগ করে বহু ব্রাহ্মণ সন্তগণ সেখানে বাস করতেন। উৎফুল্ল ময়ূরদের নৃত্যের সময়, উন্মত্ত অলিকুলের গুঞ্জনে এবং উত্তেজিত কোকিলদের কুহু কুহু রবে আশ্রমস্থলী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বহু উন্মত্ত পক্ষিকুল সেই আশ্রমে সমবেত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রেরিত বসন্ত বায়ু নিকটবর্তী নির্ঝরের শীতল জলকণা বহন করে সেখানে প্রবেশ করেছিল। বনপুষ্পের আলিঙ্গন সঞ্জাত সুগন্ধবায়ু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে কামদেবের রতিবাসনা জাগ্রত করতে আরম্ভ করেছিল। অতঃপর, মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বসন্ত ঋতুর সমাগম হল। বস্তুতপক্ষে উদীয়মান চন্দ্রের আলোকে উদ্ভাসিত সান্ধ্য আকাশ বসন্ত ঋতুর মুখমণ্ডলরূপেই পরিণত হয়েছিল। নবাঙ্কুর এবং পুষ্পমুকুল সমূহ বস্তুতপক্ষেই বৃক্ষলতার জালকে আচ্ছাদিত করেছিল। বহু সংখ্যক স্বর্গীয় রমণীদের পতি কামদেব তখন তাঁর তীরধনুক ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত এবং বাদ্যবাদনে রত গন্ধর্বের দল তাঁকে অনুসরণ করেছিল। ইন্দ্রদেবের ভৃত্যগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার পর ধ্যানে সমাসীন অবস্থায় দর্শন করল। তাঁর চক্ষুদ্বয় সমাধিতে নিমীলিত হয়েছিল এবং তাঁকে দেখতে মূর্তিমান অগ্নিদেবের মতোই অজেয় বলে মনে হচ্ছিল। সেই ঋষির সম্মুখে রমণীগণ নৃত্য করেছিল, গন্ধর্বগণ

মৃদঙ্গ, করতাল এবং বীণার মনোরম ঝঙ্কার সংযোগে গান গেয়েছিল। যখন রজগুণের পুত্র লোভ (লোভের মূর্ত বিগ্রহ), বসন্ত ঋতু, এবং ইন্দ্রের অন্যান্য ভৃত্যগণ সকলেই মার্কণ্ডেয় ঋষির মনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। কামদেব তখন তাঁর পঞ্চমুখী শর তাঁর ধনুকে সংযুক্ত করে গুণ আকর্ষণ করেছিল। পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা কতগুলি খেলার বল নিয়ে ক্রীড়া করার অভিনয় করতে লাগল। তার গুরু স্তনভারে কটিদেশকে ভারাক্রান্ত ও আনত বলে মনে হয়েছিল। তার কেশে বিন্যস্ত পুষ্পমালা অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যখন বলের পেছনে ধাবিত হয়েছিল, তখন তার সূক্ষ্ম বসনের কটি বন্ধন স্খলিত হয়েছিল এবং অকস্মাৎ বায়ু তার বসনকে হরণ করেছিল। কামদেব সেই ঋষিকে জয় করেছেন বলে মনে করে তখন তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন নাস্তিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তেমনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ভ্রষ্ট করার এই সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। হে মুনিবর শৌনক, কামদেব এবং তাঁর অনুগামীগণ যখন ঋষির ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরাই ঋষির তেজে জীবন্ত দাহ্যমান হওয়ার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঠিক যেমন শিশুরা একটি ঘুমন্ত সাপকে জাগিয়ে তোলে পরে নিরত হয়, তেমনি তারাও তাদের অপকর্ম বন্ধ করেছিল।"

"হে ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের অনুগামীগণ নির্লজ্জভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে আদৌ বশীভূত হননি। মহাত্মাদের পক্ষে এইরকম সহিষ্ণুতা আশ্চর্যের কিছু নয়। শক্তিশালী ইন্দ্র যখন মহান মার্কণ্ডেয় ঋষির যোগ শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করলেন এবং দেখলেন যে কিভাবে তাঁর উপস্থিতিতে কামদেব এবং তার পার্ষদেরা নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযম পালনের দ্বারা আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণরূপে স্থিরচিত্ত মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয়েই ছিলেন চতুর্ভুজ। তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, তাঁরা কৃষ্ণাজিন, বল্কল এবং তিন গুণবিশিষ্ট উপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরম পবিত্র হস্তে তাঁরা সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু, বংশদণ্ড, পদ্মবীজ নির্মিত জপমালা এবং সকল জীবের পবিত্রকারী দর্ভ ঘাস গুচ্ছের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুদীর্ঘ এবং তাঁদের হলুদ বর্ণের অঙ্গজ্যোতি ছিল বিকিরণশীল তড়িৎ বর্ণের মতো। তপস্যার মূর্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা মুখ্য দেবতাদের দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন। নর এবং নারায়ণ এই দুজন ঋষি ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তরূপ। মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন তাঁদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করার দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে মার্কণ্ডেয় ঋষির দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে তৃপ্ত করেছিল, তার লোম সমূহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল। আনন্দে অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও অক্ষমতা বোধ করছিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় উত্থিত হয়ে বিনম্র চিত্তে মস্তক অবনত করে মার্কণ্ডেয় ঋষি এমনই ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন যে তিনি কল্পনার চোখে উভয় ঈশ্বরকেই আলিঙ্গন করছিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে তিনি পুন পুন বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের বিনীতভাবে প্রণাম করি।' তিনি তাঁদেরকে আসন প্রদান করে তাঁদের চরণ ধৌত করেছিলেন। তারপর অর্ঘ্য, চন্দনাদি উপলেপনদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, ধূপ এবং মাল্য সহকারে তাঁদের পূজা করেছিলেন। সুখে সমাসীন, বর প্রদানে উদ্যত পরম পূজনীয় সেই দুজন ঋষির চরণ কমলে মার্কণ্ডেয় ঋষি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, কী করে আপনার বর্ণনা করব? আপনি প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত করেন যা জীবের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাকশক্তিকে স্পন্দিত করে। একথা সমস্ত সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে সত্য এবং এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং আমার পক্ষে তা অবশ্যই সত্য। তা সত্ত্বেও, যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, আপনি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার এই বিগ্রহদ্বয় জড় দুঃখের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে

জয় করার মাধ্যমে ত্রিলোকের পরম কল্যাণ সাধন করার নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান, যদিও আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং একে রক্ষা করার জন্য বিবিধ দিব্যরূপ পরিগ্রহ করেন, তবুও ঠিক যেমন একটি মাকড়সা জাল বুনার পর সেটি আত্মসাৎ করে থাকে, আপনিও সেইভাবে এই জগতকে আত্মসাৎ করে থাকেন। যেহেতু আপনিই সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের পরম রক্ষক ও নিয়ন্তা, তাই যে কেউ আপনার চরণকমলে আশ্রিত হলে কখনই জড় কর্ম, জড় গুণ ও কালের কলুষে কলুষিত হয় না। বেদসার হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে সব মহান ঋষিগণ, তাঁরা আপনাকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। আপনার সঙ্গ লাভের জন্য তাঁরা সুযোগ পেলেই আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন, অবিরাম আপনার আরাধনা এবং ধ্যান করেন।"

"হে ভগবান, এমনকি ব্রহ্মা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে তার মহিমান্বিত পদ ভোগ করেন, তিনিও কাল প্রবাহকে ভয় করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আর কী কথা। তারা তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের সম্মুখীন হন। আমি অপবর্গের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ আপনার চরণ কমলের আশ্রয় ছাড়া এই ভয় থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় দেখি না। অতএব, জড় দেহাত্মবোধ এবং প্রকৃত আত্মাকে আচ্ছাদনকারী সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করে আমি আপনার চরণকমলের আরাধনা করি। এই সকল অর্থহীন, অসৎ এবং ক্ষণস্থায়ী আচ্ছাদনগুলিকে সর্বসত্য ধারণকারী মনীষা সমন্বিত আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তথা জীবাত্মার প্রভু আপনাকে লাভ করার দ্বারা মানুষ সমস্ত কাম্যবস্তুই লাভ করতে পারে।"

"হে প্রভু, হে বদ্ধ জীবের পরম সুহৃদ, যদিও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য আপনি আপনার মায়াময়ী সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণকে স্বীকার করেন, তবুও আপনি বিশেষত সত্ত্বগুণকেই বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য দুটো গুণ তাদের দুঃখ, মোহ এবং ভয়ই কেবল নিয়ে আসে। হে ভগবান, যেহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অভয়, চিদানন্দ, ভগবদ্ধাম সবই লাভ করা যায়, তাই আপনার ভক্তগণ এই গুণকেই আপনার সাক্ষাৎ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কখনই রজ এবং তমোগুণকে সেরকম বলে গণ্য করেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় রূপের পাশাপাশি আপনার শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত প্রেমময় দিব্য রূপেরই আরাধনা করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক বিশ্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। ঋষিরূপে অবতীর্ণ পরম আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে আমি প্রণাম করি এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রচারক, পূর্ণরূপে সংযতবাক, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্থিত, নরোত্তম সন্তপুরুষ শ্রীনর ঋষিকেও আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। বঞ্চনাকারী ইন্দ্রিয়ের কর্ম দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি জড়বাদী মানুষ আপনাকে সনাক্ত করতে পারে না, যদিও আপনি সর্বদাই তার স্বীয় ইন্দ্রিয়ে, হৃদয়ে এবং তার অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বস্তু সমূহের মধ্যেও উপস্থিত আছেন। তবে যদিও আপনার মায়াশক্তি মানুষের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তবুও পরম বিশ্বগুরু আপনার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, সেও আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। হে ভগবান, কেবল বৈদিক শাস্ত্রই আপনার ব্যক্তিস্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে এবং এইরূপে ব্রহ্মার মতো মহান তত্ত্ববিদ পুরুষগণও অভিজ্ঞতামূলক পন্থায় আপনাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়। প্রত্যেক দার্শনিক তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কল্পনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উপলব্ধি করে। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করি যাঁর জ্ঞান বদ্ধজীবাত্মার চিন্ময় স্বরূপকে আচ্ছাদনকারী দৈহিক উপাধির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে।"

নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"নর সখা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ মহামতি ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রদত্ত সংস্তুতিতে প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে সম্বোধন করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় মার্কণ্ডেয়, তুমি বাস্তবিকপক্ষেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরমাত্মার ধ্যানে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা এবং আমার প্রতি তোমার অবিচলিত ভক্তিসেবা, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযমের দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সফল করেছ। তোমার আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাসের প্রতি আমরা পূর্ণরূপে প্রসন্ন। তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম। তুমি সমস্ত সৌভাগ্য উপভোগ কর।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—"হে দেব-দেবেশ, আপনার জয় হোক! হে ভগবান অচ্যুত, আপনি আপনার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত আর্তি হরণ করেন। আপনি যে আমাকে আপনার দর্শন লাভের অধিকার দান করেছেন, এটিই হচ্ছে আমার ঈপ্সিত সমস্ত বর। ব্রহ্মার মতো দেবতাগণ তাঁদের মন যোগাভ্যাসে পরিপক্কতা লাভ করার পর শুধু আপনার সুন্দর চরণকমল দর্শন করার মাধ্যমে তাঁদের মহিমান্বিত পদ লাভ করেছিলেন। আর এখন, হে প্রভু, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। হে কমললোচন, হে যশস্বী ব্যক্তিদের শিরোমণি, যদিও আমি শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই পরিতৃপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি আপনার মায়াশক্তিকে দর্শন করার বাসনা করি, যার প্রভাবে পালনকারী দেবতাবৃন্দ সহ সমগ্র জগৎ সত্যকে জড় বৈচিত্রে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে শৌনক মুনি, এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা এবং পূজায় প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক" এবং তারপর তিনি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করবার বাসনার কথা সর্বদা চিন্তা করে, অবিরাম অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, জলে, স্থলে, বায়ুতে, তড়িৎ প্রবাহে এবং তাঁর স্বীয় হৃদয়ে ভগবানকে ধ্যান করে এবং ভাব দ্রব্য সম্ভারে তাঁর আরাধনা করে ঋষিবর তাঁর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর নিত্য পূজা অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন।"

"হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শৌনক, একদিন মার্কণ্ডেয় যখন পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে তাঁর সান্ধ্য পূজার অনুষ্ঠান করছিলেন, এমন সময় এক ভীষণ বায়ু অকস্মাৎ উত্থিত হয়েছিল। সেই বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই তড়িৎ এবং বজ্রপাতের গর্জন সমন্বিত ভয়ঙ্কর মেঘ আনয়ন করেছিল এবং সেই মেঘপুঞ্জ সমস্ত দিকে মালগাড়ির চাকার মতো মুষল ধারে বারি বর্ষণ করেছিল। তারপর সব দিক থেকে চারিটি মহান সমুদ্র তাদের বায়ু তাড়িত তরঙ্গের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গ্রাস করতে করতে আবির্ভূত হল। এই সকল সমুদ্রে উগ্র সামুদ্রিক দৈত্যরা ছিল, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি আর অশুভ গর্জনের নির্ঘোষ শুনা গিয়েছিল। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি দেখলেন যে তাঁর সঙ্গে সমগ্র জগৎবাসী তীব্র বায়ু প্রবাহ, তড়িৎপূর্ণ বজ্রপাত এবং আকাশকেও অতিক্রম করে যে মহাতরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, তাদের দ্বারা অন্তরে বাহিরে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হল, তিনি তখন বিমূঢ় এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি মার্কণ্ডেয় যখন এইসব দর্শন করছিলেন, সেই সময় মেঘের বর্ষণ সেই মহাসমুদ্রকে অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণ করেছিল, এর জল ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর তরঙ্গে তীব্র কশাঘাত করছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ, পর্বত এবং মহাদেশ সমূহকে আচ্ছাদিত করেছিল। এই জল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং উর্ধ্বলোককে পরিপ্লাবিত করেছিল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সবদিক থেকে

প্লাবিত হয়েছিল এবং সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিই অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁর জটাজুট বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং সেই মহামুনি সেই জলের মধ্যে জড় এবং অন্ধবৎ একাকী পরিভ্রমণ করেছিলেন। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে, কদাকার মকর এবং তিমিঙ্গিল মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হয়ে অসীম অন্ধকারে পতিত সেই ঋষি লক্ষ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যতই তিনি পরিশ্রমে নিঃশেষিত হচ্ছিলেন, ততই তিনি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং পৃথিবী থেকে আকাশকে পৃথক করতে পারছিলেন না। কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণির কবলীভূত হয়েছিলেন, কখনো বা শক্তিশালী তরঙ্গে আহত হয়েছিলেন, আবার কখনো কদাকার জলজ প্রাণীরা পরস্পরকে আক্রমণ করার সময় তাঁকে ভক্ষণ করবার ভয় দেখিয়েছিল। কখনো কখনো তিনি অনুতাপ, বিভ্রম, দুঃখ, সুখ বা ভয় অনুভব করেছিলেন। আবার কখনো বা এমন ভয়ঙ্কর ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন।"

"শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি যখন সেই জল প্লাবনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন অযুত অযুত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একবার, সেই জলে ভ্রমণ করার সময় ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন যার উপর ফল পল্লব সমন্বিত এক নবীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। সেই বৃক্ষের উত্তরপূর্বাংশের একটি শাখায় তিনি একটি শিশুকে পাতার অভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। সেই শিশুর অঙ্গজ্যোতি অন্ধকারকে গ্রাস করেছিল। সেই শিশুর ঘনশ্যাম বর্ণটি ছিল এক নিখাঁদ মরকত মণির মতো। তাঁর মুখপদ্ম সৌন্দর্য সম্পদে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠে ছিল শঙ্খরেখার মতো বলিরেখা। তাঁর বক্ষ ছিল বিস্তৃত, নাসিকা সুনির্মিত, ভ্রূযুগল সুন্দর। তাঁর মনোরম কর্ণযুগল দাড়িম্ব ফলসদৃশ, যার অভ্যন্তরে ছিল শঙ্খিল রেখা। তাঁর আঁখির প্রান্তভাগ পদ্ম গর্ভের মতো রক্তিম, তাঁর প্রবাল সদৃশ অধরোষ্ঠের দ্যুতি তাঁর শ্রীমুখের মনোরম অমৃতময় স্মিত হাস্যকে ঈষৎ রক্তিমাভ করে তুলেছিল। শ্বাস গ্রহণ করার সময় তাঁর উজ্জ্বল কেশরাশি কম্পিত হয়েছিল এবং তাঁর কদলীপত্র সদৃশ উদরে ত্বকের চঞ্চল ভাঁজসমূহ তাঁর গভীর নাভিদেশকে সংবিগ্ন করেছিল। সেই শিশু যখন তাঁর কমনীয় অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা তাঁর একটি চরণকমল ধারণ করে, সেই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করে চুষতে আরম্ভ করেছিল, সেই মহান ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত চক্ষে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন। ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন সেই বালকটিকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম প্রশমিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর আনন্দ এতই তীব্র ছিল যে তাঁর হৃদয়পদ্মের সঙ্গে পদ্মনেত্রও পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং তাঁর দেহের রোমরাজি রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সেই চমৎকার শিশুর স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই ঋষি তাঁর সমীপে সমাগত হলেন। ঠিক সেই সময় শিশুটি প্রশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং একটি মশকের মতো ঋষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে তিনি দেখলেন যে প্রলয়ের পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ঠিক যেরকম ছিল, সেখানেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক সেইভাবেই বিন্যস্ত ছিল। তা দেখে ঋষি মার্কণ্ডেয় অতীব বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন।"

"মার্কণ্ডেয় ঋষি সেখানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পেলেন—আকাশ, স্বর্গ এবং পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, মহান দ্বীপসমূহ এবং মহাদেশসমূহ প্রতিটি দিগ্বলয়, সুর এবং অসুর, বনানী, দেশ, নদী, নগর এবং খনিসমূহ; কৃষিক্ষেত্রময় গ্রামসমূহ গাভী বিচরণক্ষেত্র এবং সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—সবই সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে সমগ্র উৎপন্ন বস্তুসহ এদের মূল উপাদান সমূহকেও দেখতে পেলেন এবং স্বয়ং কাল, যা ব্রহ্মার দিবস সমূহে অগণিত বৎসরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেও দেখতে পেলেন। এই সকলই তিনি তাঁর সম্মুখে প্রকৃত সত্য বস্তুর মতোই ব্যক্ত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে হিমালয় পর্বতমালা, পুষ্পভদ্রা নদী, এবং তাঁর নিজের আশ্রম, যেখানে তিনি নর-নারায়ণ ঋষির দর্শন লাভ করেছিলেন, সবই দেখতে পেলেন। তারপর মার্কণ্ডেয় যখন এভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করছিলেন, শিশুটি তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং ঋষিকে তাঁর দেহ থেকে বহিষ্কার করে পুনরায় তাঁকে প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। সেই মহাসমুদ্রে তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে

বটবৃক্ষটিকে বিকশিত হতে দেখলেন এবং সেই শিশুটিকে পাতার মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। শিশুটি তাঁর প্রেমামৃত সিঞ্চিত স্মিত হাস্যে চোখের প্রান্তভাগে ঋষির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর অক্ষিপথে শিশুটিকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঋষিবর সেই দিব্য পরমেশ্বর ভগবানকে আলিঙ্গন করতে ধাবিত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে, পরম যোগেশ্বর, প্রতিটি জীবের হৃদয় গুহায় গুপ্ত পরমেশ্বর ভগবান সেই ঋষির কাছে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান অন্তর্হিত হওয়ার পর, সেই বটবৃক্ষ, মহান জলরাশি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সকলই অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যে ঋষি মার্কণ্ডেয় নিজেকে পূর্ববৎ তাঁর স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত দেখতে পেলেন।"

দশম অধ্যায়

ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর এই বৈভবশালী মোহময়ী মায়াশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"হে ভগবান শ্রীহরি, প্রপন্নদের অভয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণকমল তলে আমি শরণাগত হই। মহান দেবতাগণও তাঁদের কাছে জ্ঞান রূপে প্রতিভাত আপনার মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"স্বগণ পরিবেষ্টিত ভগবান শিব পার্বতীসহ বৃষে উপবিষ্ট হয়ে আকাশ মার্গে পর্যটন করতে করতে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেবী উমা সেই ঋষিকে দর্শন করে শিবকে সম্বোধন করে বললেন—'হে প্রভু, সমাধিতে নিঃস্তব্ধ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শুধু দর্শন করুন। বায়ুপ্রবাহ নিরস্ত হলে পরে সমুদ্রের জল এবং মৎস্যসমূহ যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তিনিও সেইরকমই প্রশান্ত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং হে প্রভু, আপনি যেহেতু তপস্বীদের সিদ্ধি দান করেন, অনুগ্রহ করে এই ঋষিকেও সিদ্ধি দান করুন, যা স্পষ্টতই তাঁর প্রাপ্য।'"

ভগবান শিব উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মর্ষি কোনও বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত, কেননা তিনি অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও, হে ভবানী, চল, এই সাধুর সঙ্গে সংলাপ করি। সর্বোপরি, সাধু সঙ্গই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইরকম কথা বলে, শুদ্ধ জীবের আশ্রয়, সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞানের অধীশ্বর এবং সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের নিয়ন্তা ভগবান শঙ্কর সেই ঋষির সম্মুখে সমাগত হলেন। যেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির জড় মনের বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সেই ঋষি জানতেই পারেননি যে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান শিব এবং তাঁর পত্নী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে তিনি যেমন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, তেমনি বহির্বিশ্বকেও বিস্মৃত হয়েছিলেন।

ঋষির অবস্থা খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ের আকাশে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর যোগবল প্রয়োগ করলেন, ঠিক যেমন ছিদ্র পথে বায়ু প্রবাহিত হয়। শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান শিবকে অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হতে দেখলেন। শিবের পিঙ্গল জটা তড়িতালোক সদৃশ, তাঁর তিনটি লোচন, দশটি বাহু, উদীয়মান সূর্যের মতো উজ্জ্বল সুদীর্ঘ দেহ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেছিলেন এবং জপমালা, ডমরু, করোটি এবং কুঠার সহ একটি ত্রিশূল, তীরধনুক, তলোয়ার এবং বর্ম ধারণ করেছিলেন। বিস্মিত হয়ে সেই ঋষি তাঁর সমাধি থেকে নির্গত হলেন এবং ভাবলেন, 'কে তিনি এবং কোথা থেকেই বা এসেছেন?' ঋষি তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, উমা এবং গণ সহ ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে দর্শন করলেন। মার্কণ্ডেয় তখন নত মস্তকে তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বাগতবাক্যে, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য এবং প্রদীপ নিবেদন করে গণসহ শিব এবং উমার পূজা করেছিলেন।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"হে বিভো, আপনার স্বীয় আনন্দে পূর্ণরূপে আত্মকাম আপনার জন্য আমি কী-ই বা করতে পারি? বস্তুতপক্ষে আপনার কৃপায় আপনি সমগ্র জগতকে তৃপ্ত করেন। হে পরম করুণাময় দিব্য পুরুষ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি, সত্ত্বগুণের প্রভুরূপে আপনি আনন্দ দান করেন, রজোগুণের সংস্পর্শে আপনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হন এবং আপনি তমোগুণেরও সঙ্গকারী।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"দেবাদিদেব এবং সাধুদের আশ্রয় ভগবান শ্রীশিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে, স্মিতহাস্যে তিনি ঋষিকে সম্বোধন করলেন।"

ভগবান শ্রীশিব বললেন—"অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু বর চাও। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি—এই তিন জন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, কেননা শুধুমাত্র আমাদের দর্শন করেই মরণশীল ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারেন। সমস্ত লোকের বাসিন্দাগণ এবং লোকপালগণ ব্রহ্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং আমি সহ সকলেই সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের বন্দনা করি, অর্চনা করি এবং সহযোগিতা করি, যাঁরা সমদর্শী, নির্মৎসর, আমাদের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ; সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু, জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত, সদা প্রশান্ত এবং সত্ত্বস্বভাব বিশিষ্ট। এই সকল ভক্তগণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না এবং নিজেদের সঙ্গেও অন্যান্য জীবদের পার্থক্য করেন না। সুতরাং, তুমি যেহেতু সেরকম সাধু ভক্ত, আমরা তোমার পূজা করি। শুধু জলাশয় মাত্রই তীর্থ নয়, কিংবা দেবতাদের প্রাণশূন্য মূর্তিগুলিও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। কেননা বাহ্য দৃষ্টি পবিত্র নদী এবং দেবতাদের উচ্চতর সার হৃদয়ঙ্গমে ব্যর্থ হয়। সুদীর্ঘ কাল সেবা করার পরই এগুলি মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু তোমার মতো ভক্তগণ শুধু দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে থাকেন। পরমাত্মার ধ্যানের মাধ্যমে, তপ অনুষ্ঠান করে, স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত হয়ে এবং সংযম পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমার থেকে অভিন্ন তিন বেদকে ধারণ করেন। তাই আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি। এমন কি মহাপাতকী এবং অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুধুমাত্র আপনাদের সম্পর্কে শ্রবণ করে কিংবা আপনাদের মতো ব্যক্তিদের দর্শন করে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে কল্পনা করুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণে তাঁরা কীরকম পবিত্র হবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ধর্মগুহ্য নির্যাসে পরিপূর্ণ অমৃতময় কথা শিবের কাছ থেকে শ্রবণ করে মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রলয়বারিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়ে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শিবের কথামৃত তাঁর সঞ্চিত ক্লেশকে নির্মূল করেছিল। তিনি শিবকে সম্বোধন করে বললেন—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা অনুধাবন করা বাস্তবিকই অতীব কঠিন, কেননা, সেই নিয়ন্তাগণ তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদেরই প্রণাম এবং প্রশংসা করে থাকেন। সাধারণত অন্যদের যথার্থ ব্যবহারে উৎসাহ দান এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে প্রামাণিক ধর্ম-প্রবক্তাগণ যে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীবকে ধর্মনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। এই আপাত

নম্রতা শুধু তাঁদের কৃপারই প্রদর্শনী মাত্র। স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের এই যে আচরণ, তা কখনই তাঁর শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক যেমন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে যাদুকরের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, যিনি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। জড়া প্রকৃতির গুণকে কার্যকর করার মাধ্যমে তিনি এই জগতের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা বলে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে তার স্বপ্নের মধ্যে সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনিই হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীশ্বর এবং পরম নিয়ন্তা, তা সত্ত্বেও তিনি একক এবং পবিত্র, কেবলাদ্বিতীয়। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু, পরম সত্যের আদি মূর্ত বিগ্রহ।"

"হে সর্বব্যাপক প্রভু, আমি যেহেতু আপনাকে দর্শন করার বর লাভ করেছি, অন্য আর কী বর আমি চাইতে পারি? শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই মানুষ পূর্ণকাম হতে পারে এবং তার ঈপ্সিত যে কোন বিষয় লাভ করতে পারে। তা সত্ত্বেও সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় বর্ষণে সক্ষম এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ আপনার কাছ থেকে একটি বর আমি প্রার্থনা করি। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর তৎপর ভক্তদের প্রতি, বিশেষত আপনার প্রতি আমি অবিচলিত ভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর বাক্যের দ্বারা কীর্তিত এবং পূজিত হয়ে ভগবান শর্ব (শিব) তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে (ঋষিকে) উত্তর দিলেন, হে মহর্ষি, তুমি যেহেতু ভগবান অধোক্ষজে ভক্তি পরায়ণ, তাই তোমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হবে। কল্পান্ত পর্যন্ত তুমি পুণ্যযশ এবং অজরত্ব ও অমরত্ব ভোগ করবে। হে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপলব্ধি সহ তোমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হোক। আদর্শ ব্রাহ্মণের দ্যুতি তোমার মধ্যে রয়েছে এবং এইরূপে তোমার পুরাণাচার্যের পদ লাভ হোক।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বর দান করলেন। তারপর দেবী পার্বতীকে ঋষির কর্মসমূহ ও ভগবানের মায়াশক্তির যে সাক্ষাৎ প্রদর্শনী তিনি অনুভব করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে ভগবান শিব তাঁর পথে প্রস্থান করেছিলেন। ভৃগু বংশের উত্তম বংশধর শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর যোগ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য মহিমামণ্ডিত হয়েছেন। এমন কি আজও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি এই জগতে বিচরণ করেন। এইরূপে আমি আপনাদের কাছে ধীমান শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির কর্মসমূহ এবং বিশেষত কিভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অদ্ভুত মায়াশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম। যদিও এই ঘটনাটি ছিল অনুপম এবং অভূতপূর্ব, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি একে বদ্ধ জীবের জন্য ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট মায়াময় জড় সংসার চক্র—যা স্মরণাতীত কাল থেকে অন্তহীনভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করেন। হে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি সম্পর্কিত এই বর্ণনা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে। যে কেউ যথাযথভাবে এই কাহিনী শ্রবণ বা কীর্তন করবেন, তাকে কখনোই সকাম কর্ম ভিত্তিক জড় সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।"

❁ ❁ ❁

একাদশ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শ্রীশৌনক বললেন—"হে সূত, আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম তত্ত্ববিদ এবং পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তাই আমরা এখন আপনার কাছে সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্রের নির্ণীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছি। আপনার কল্যাণ হোক। লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে যে ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করা হয়, অনুগ্রহ পূর্বক অত্যুৎসাহী শিক্ষার্থী আমাদের কাছে সেই পন্থা ব্যাখ্যা করুন। বিশেষ বিশেষ জড় প্রতিভূর পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের ভক্তরা যেভাবে তাঁর অঙ্গ, পার্ষদ, অস্ত্র এবং অলঙ্কার সম্পর্কে ধারণা করেন, তাও অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন। দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বরের আরাধনা করে, মরণশীল জীবও অমরত্ব লাভ করতে পারে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"আমি আমার গুরুবর্গকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক ব্রহ্মাদি মহান আচার্যবর্গ কর্তৃক বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদত্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্যের বর্ণনা আপনাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করব। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে শুরু করে নয়টি মৌলিক উপাদান এবং তাদের পরবর্তী বিকারসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিরাটরূপে একবার চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর, তার মধ্যে ত্রিভুবন প্রকাশিত হল। এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপ যার মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে তাঁর চরণযুগল, আকাশ তাঁর নাভি, সূর্য তাঁর চক্ষু, বায়ু তাঁর নাসিকা গহ্বর, প্রজাপতিগণ তাঁর জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু তাঁর পায়ু এবং চন্দ্র হচ্ছে তাঁর মন। স্বর্গ তাঁর মস্তক, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, বিভিন্ন লোকপালগণ তাঁর বিভিন্ন বাহু। যমরাজ তাঁর ভ্রূযুগল, লজ্জা তাঁর অধর, লোভ তাঁর ওষ্ঠ, ভ্রম তাঁর স্মিতহাস্য, এবং চন্দ্রকিরণ তাঁর দন্তরাজি, যেখানে বৃক্ষ সমূহ তাঁর রোম এবং মেঘপুঞ্জ তাঁর মস্তকের কেশরাশি। ঠিক যেমন মানুষ এই জগতের কোন সাধারণ ব্যক্তির অঙ্গ সংস্থান পরিমাপ করে তাঁর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন, ঠিক তেমনি বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত গ্রহসংস্থান পরিমাপ করে মহাপুরুষের আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান অজ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি ধারণ করেন, যা হচ্ছে শুদ্ধ জীবাত্মার প্রতিভূ। তার সঙ্গে ধারণ করেন শ্রীবৎস চিহ্ন, যা হচ্ছে সেই মণিরই পরিব্যাপ্ত জ্যোতির সাক্ষাৎ প্রকাশ। তাঁর পুষ্পমালাটি হচ্ছে গুণ সমূহের বিচিত্র সমাহারে নির্মিত তাঁর জড়া প্রকৃতি। তাঁর পীত বসন হচ্ছে বৈদিক ছন্দ এবং তাঁর পবিত্র উপবীত হচ্ছে ত্রি অক্ষর বিশিষ্ট ওঁকার। তাঁর মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডলরূপে তিনি সাংখ্য ও যোগ মার্গকে ধারণ করেন এবং ত্রিজগতে অভয় প্রদানকারী তাঁর মুকুট হচ্ছে ব্রহ্মলোকের পরম পদ। ভগবানের আসন অনন্ত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত স্তর এবং তাঁর পদ্ম সদৃশ মুকুট হচ্ছে ধর্ম জ্ঞান সমন্বিত সত্ত্বগুণ। ভগবান যে গদা ধারণ করেন তা হচ্ছে দৈহিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয় বল সংযুত মুখ্য তত্ত্ব প্রাণ। তাঁর উৎকৃষ্ট শঙ্খ হচ্ছে অপ তত্ত্ব, তাঁর সুদর্শন চক্র হচ্ছে তেজ তত্ত্ব, এবং আকাশের মতো নির্মল তাঁর অসি হচ্ছে ব্যোম তত্ত্ব। তাঁর বর্ম হচ্ছে তমোগুণের মূর্ত প্রকাশ তাঁর শার্ঙ্গ ধনু কালের প্রকাশ এবং তাঁর তীরসমূহে পরিপূর্ণ তূনীর হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় তত্ত্ব। তাঁর তীর সমূহকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। তাঁর রথ হচ্ছে সক্রিয় ও প্রবল মন। তাঁর বাহ্য অভিব্যক্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম বিষয় তথা তন্মাত্র এবং তাঁর হস্তমুদ্রা হচ্ছে সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সারাংশ। সূর্য মণ্ডল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পরমেশ্বর পূজিত হন, দীক্ষা হচ্ছে জীবাত্মার শুদ্ধির উপায় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তিমূলক সেবা দান করা হচ্ছে মানুষের সমস্ত পাপের প্রতিফলকে নির্মূল করার উপায়। ভগ শব্দে নির্দেশিত বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রতিভূস্বরূপ একটি লীলাকমল ধারণ করে পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম এবং যশ স্বরূপ চামর যুগলের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, ভগবানের ছত্র হচ্ছে তাঁর চিন্ময় ধাম তথা বৈকুণ্ঠ যেখানে কোন ভয় নেই এবং যজ্ঞপুরুষের বাহন গরুড় হচ্ছে তিন প্রকার বেদ। সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যিনি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি এই জগতে তাঁর অন্তরঙ্গাশক্তির প্রতিভূরূপে তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের প্রধান বিষ্বক্সেন পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ রূপে পরিচিত। আর নন্দ প্রমুখ ভগবানের আটজন দ্বার রক্ষক হচ্ছেন তাঁর অণিমাদি যোগসিদ্ধি।"

"হে ব্রাহ্মণ শৌনক, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষ বিস্তারের নাম। বাহ্যবিষয়, মন এবং জড়বুদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং চেতনার চতুর্থ স্তর তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানময় দিব্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে ভাবনা করতে পারেন। এইরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি চতুর্বিধ সবিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হন যাঁদের প্রত্যেকে ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং অলংকার প্রদর্শন করে থাকেন। এই সকল পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভগবান এই অস্তিত্বশীল জগতের চারটি স্তরকে পালন করেন।"

"হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং-জ্যোতির্ময়, বেদের আদি উৎস, এবং তাঁর স্বীয় মহিমায় পরিপূর্ণ। তাঁর জড়া শক্তির মাধ্যমে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এবং পালন করেন। যেহেতু তিনি বিভিন্ন জড় জাগতিক কার্য অনুষ্ঠান করেন, কখনও কখনও তাঁকে জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানে চিন্ময় স্তরে স্থিত আছেন। যাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে তৎপর, তাঁরাই তাঁকে তাঁদের প্রকৃত পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন। হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন-সখা, হে বৃষ্ণি ঋষভ, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই পৃথিবীর উপদ্রবস্বরূপ, আপনি তাদের সংহার কর্তা। আপনার বীর্য কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আপনিই দিব্য ধামের অধীশ্বর। বৃন্দাবনের গোপগোপী এবং তাদের ভৃত্যবর্গ কর্তৃক গীত আপনার অতি পবিত্র মহিমা কীর্তন শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই সর্বতোভাবে কল্যাণ হয়। হে ভগবান, অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তদের রক্ষা করুন। যে কেউ ভোর বেলায় উত্থিত হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে মহাপুরুষের ধ্যানে সমাহিত হয়ে শান্তভাবে তাঁর এই সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা কীর্তন করবেন, তিনি তাঁকে হৃদয়ে অবস্থানকারী পরম সত্যরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন।"

শ্রীশৌনক বললেন—"আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাশীল আমাদের কাছে অনুগ্রহপূর্বক প্রতি মাসে প্রদর্শিত সূর্যদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পার্ষদ সপ্তকদের কথা তাঁদের নাম এবং কার্যাবলী সহ বর্ণন করুন। সূর্যদেবের সেবক তথা পার্ষদগণ হচ্ছেন সূর্যের অধিদেবতারূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"সূর্য সমস্ত গ্রহদের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন এবং এইভাবে তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অনাদি জড়া শক্তির মাধ্যমে এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন সূর্যদেব সমস্ত জগতের একমাত্র আত্মা এবং তিনিই তাদের আদি স্রষ্টা। বেদে নির্দেশিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও উৎস হচ্ছেন তিনি এবং বৈদিক ঋষিগণ তাঁকে নানা নামে ভূষিত করেন। জড়া শক্তির উৎস হওয়ার ফলে সূর্যদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তারকে নববিধ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হে শৌনক, সেগুলি হচ্ছে—কাল, স্থান, প্রচেষ্টা, কর্তা, করণ, বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, শাস্ত্র, আরাধনার দ্রব্য এবং লভ্য ফল। সূর্যদেব রূপে তাঁর কালশক্তি প্রকাশ করে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত গ্রহপুঞ্জের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে মধু আদি দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে পরিভ্রমণ করেন। এই দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে ছয়টি পার্ষদ দল সূর্যদেবের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন।"

"হে মুনিবর, সূর্যদেব রূপে ধাতা, অপ্সরারূপে কৃতস্থলী, রাক্ষসরূপে হেতি, নাগরূপে বাসুকি, যক্ষরূপে রথকৃৎ, ঋষিরূপে পুলস্ত্য এবং গন্ধর্বরূপে তুম্বুরু মধুমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেব রূপে অর্যমা, ঋষিরূপে পুলহ, যক্ষরূপে অথৌজা, রাক্ষসরূপে প্রহেতি, অপ্সরারূপে পুঞ্জিকস্থলী, গন্ধর্বরূপে নারদ, নাগরূপে কচ্ছনীর মাধব মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে মিত্র, ঋষিরূপে অত্রি, রাক্ষসরূপে পৌরুষেয়, নাগরূপে তক্ষক, অপ্সরারূপে মেনকা, গন্ধর্বরূপে হাহা এবং যক্ষরূপে রথস্বন শুক্র মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঋষিরূপে বশিষ্ঠ, সূর্যদেবরূপে বরুণ, অপ্সরারূপে রম্ভা, রাক্ষসরূপে সহজন্য,

গন্ধর্বরূপে হূহূ, নাগরূপে শুক্র এবং যক্ষরূপে চিত্রস্বন শুচিমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ইন্দ্র, গন্ধর্বরূপে বিশ্বাবসু, যক্ষরূপে শ্রোত, নাগরূপে এলাপত্র, ঋষিরূপে অঙ্গিরা, অপ্সরারূপে প্রম্লোচা এবং রাক্ষসরূপে বর্য নভো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে বিবস্বান, গন্ধর্বরূপে উগ্রসেন, রাক্ষসরূপে ব্যাঘ্র, যক্ষরূপে আসারণ, ঋষিরূপে ভৃগু, অপ্সরারূপে অনুম্লোচা এবং নাগরূপে শঙ্খপাল নভস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে পূষা, নাগরূপে ধনঞ্জয়, রাক্ষসরূপে বাত, গন্ধর্বরূপে সুষেণ, যক্ষরূপে সুরুচি, অপ্সরারূপে ঘৃতাচী এবং ঋষিরূপে গৌতম তপো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যক্ষরূপে ঋতু, রাক্ষসরূপে বর্চা, ঋষিরূপে ভরদ্বাজ, সূর্যদেবরূপে পর্জন্য, অপ্সরারূপে সেনজিৎ, গন্ধর্বরূপে বিল্ব এবং নাগরূপে ঐরাবত তপস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে অংশু, ঋষিরূপে কশ্যপ, যক্ষরূপে তার্ক্ষ্য, গন্ধর্বরূপে ঋতসেন, অপ্সরারূপে উর্বশী, রাক্ষসরূপে বিদ্যুচ্ছত্রু এবং নাগরূপে মহাশঙ্খ সহোমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ভগ, রাক্ষসরূপে স্ফূর্জ, গন্ধর্বরূপে অরিষ্টনেমি, যক্ষরূপে উর্ণ, ঋষিরূপে আয়ু, নাগরূপে কর্কোটক এবং অপ্সরারূপে পূর্বচিত্তি পুষ্যমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ত্বষ্টা, ঋষিরূপে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, নাগরূপে কম্বল, অপ্সরারূপে তিলোত্তমা, রাক্ষসরূপে ব্রহ্মাপেত, যক্ষরূপে শতজিৎ এবং গন্ধর্বরূপে ধৃতরাষ্ট্র ইষ মাসকে পালন করেন। সূর্যদেবরূপে বিষ্ণু, নাগরূপে অশ্বতর, অপ্সরারূপে রম্ভা, গন্ধর্বরূপে সূর্যবর্চা, যক্ষরূপে সত্যজিৎ, ঋষিরূপে বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষস রূপে মখাপেত ঊর্জ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সূর্যদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যময় বিস্তার। যারা ভোর এবং সূর্যাস্তের সময় এই সকল বিগ্রহের কথা স্মরণ করেন, তাঁরা তাদের সমস্ত পাপের ফল হরণ করেন। এইভাবে দ্বাদশ মাস ধরে ইহ জীবন এবং পর জীবনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের অন্তরে বিশুদ্ধ চেতনার সঞ্চার করে সূর্যদেব তাঁর ছয় প্রকার পার্ষদ সহ সর্ব দিকে পরিভ্রমণ করেন। ঋষিগণ যখন সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবের স্বরূপ প্রকাশক গুণমহিমা কীর্তন করেন, সেই সময় গন্ধর্বগণও তাঁর গুণ কীর্তন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করেন। নাগগণ রথের রজ্জু বন্ধন করেন এবং যক্ষগণ ঘোড়াগুলিকে রথে সংযুক্ত করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী রাক্ষস গণ সেই রথকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে থাকেন। সেই রথের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য নামে খ্যাত ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সর্বশক্তিমান সূর্যদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেন। সমস্ত জগৎকে রক্ষা করবার জন্য অনাদি অনন্ত এবং অজস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এইরূপে ব্রহ্মার প্রতিটি দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভূরূপে এই সকল বিশেষ বিশেষ দলে নিজেকে বিস্তার করেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরম ধর্ম ভক্তিমূলক সেবাকে, পরম স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে প্রণাম নিবেদন করে এখন আমি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করব। হে মহান ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুত লীলাকথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এই হরিকথা শ্রবণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কর্ম। এই গ্রন্থ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা

কীর্তন করে, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ হরণ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ, হৃষীকেশ এবং যদুপতিরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। এই গ্রন্থ পরম সত্যের রহস্য, সৃষ্টির মূল উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। বিজ্ঞান তথা মানুষের দিব্য উপলব্ধি সংযুত ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান এবং তা অনুশীলনের পন্থাও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে—ভক্তিমূলক সেবা এবং তার আশ্রিত বৈরাগ্যলক্ষণ, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীনারদমুনির আখ্যান। সেখানে বিপ্রশাপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, দ্বিজোত্তম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সংলাপও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে যোগ সমাধির অভ্যাস করে মানুষ মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করতে পারে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মা ও নারদের সংলাপ, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা, ক্রমিক পর্যায়ে অব্যক্ত প্রধান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথাও বর্ণিত হয়েছে।"

"এই গ্রন্থ বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব এবং মৈত্রেয়ের কথোপকথন, এই পুরাণ সংহিতার বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন, প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবানের দেহে সৃষ্টি সংবরণ ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করে। জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভ থেকে সঞ্জাত সৃষ্টি, ভৌতিক বিকারের দ্বারা সাতটি স্তরের ক্রমবিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, যা থেকে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের প্রকাশ—এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল গতির বর্ণনা, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের উদ্ভব, পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হিরণ্যাক্ষ বধের বর্ণনা। দেবতা, পশু এবং অসুর প্রজাতির সৃষ্টি, রুদ্রের জন্ম, অর্ধনারীশ্বর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব—ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে। প্রথমা রমণী তথা মনুর উত্তমা পত্নী শতরূপার আবির্ভাব এবং প্রজাপতি কর্দমের ধর্মপত্নীদের সন্তানদের সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে মহাত্মা কপিল মুনির অবতার সম্পর্কে এবং সেই ধীমান মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মাতা দেবহূতির সংলাপ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নয়জন মহান ব্রাহ্মণের বংশধরদের কথা, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুব চরিত, মহারাজ পৃথু এবং প্রাচীনবর্হি চরিত, শ্রীনারদ এবং প্রচীনবর্হির সংলাপ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জীবন ইতিহাস ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে। তারপর, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ নাভি, ভগবান ঋষভদেব এবং মহারাজ ভরতের চরিত কথাও বর্ণনা করে। পৃথিবীর মহাদেশসমূহ, অঞ্চল, সমুদ্র, পর্বত এবং নদী সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তারিত বর্ণনা করে। মহাকাশীয় জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থিতি সংক্রান্ত বর্ণনা, পাতাল এবং নরকের অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও সেখানে রয়েছে। প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের পুনর্জন্ম, দক্ষকন্যাদের সন্তান-সন্ততি, যারা দেবতা, অসুর, নর, পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য বংশধারার সূত্রপাত করেছিলেন—এ সকলের কথাই তাতে বর্ণিত হয়েছে।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, বৃত্রাসুরের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কথা এবং দৈত্যেশ্বর মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।"

"প্রত্যেক মনুর শাসনকাল, গজেন্দ্রমোক্ষণ এবং প্রতিটি মন্বন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ অবতার, যেমন হয়শীর্ষাদি—ইত্যাদিও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত কূর্ম, মৎস, নরসিংহ এবং বামনরূপে জগৎপতির আবির্ভাবের কথা এবং অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কথাও বর্ণনা করে। দেবাসুর মহাসংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন রাজবংশের আনুক্রমিক বর্ণন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম কথা, তাঁর বংশ এবং মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশের কথা—এই সবই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। ইলা এবং তারার উপাখ্যান, শশাদ এবং নৃগাদি রাজা সহ সূর্যবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। সুকন্যার উপাখ্যান, শর্যাতি, ধীমান ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি মুনি এবং সগরের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী, কোশল রাজার কাহিনী এবং মহারাজ নিমির জড়দেহ ত্যাগের কাহিনীও বর্ণনা করে। জনক রাজবংশীয় রাজাদের আবির্ভাব কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব ভগবান পরশুরাম ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন।

অধিকন্তু এই গ্রন্থে চন্দ্রবংশে আবির্ভূত ঐল, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্তপুত্র ভরত, শান্তনু এবং শান্তনুপুত্র ভীষ্মদেবের মতো মহিমামণ্ডিত রাজন্যদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ যদুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহান বংশের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হলেন, কিভাবে তিনি বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর কিভাবে তিনি গোকুলে বর্ধিত হলেন—এ সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূতনার স্তন্যপানের সঙ্গে তার প্রাণবায়ুকে শোষণ করা, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত দলন, বকাসুর, বৎসাসুর এবং অঘাসুর বধ, ব্রহ্মাকর্তৃক গোপসখা এবং গোবৎসগণ অপহৃত হলে পর ভগবানের অনুষ্ঠিত লীলা—ইত্যাদি বাল্যলীলার সঙ্গে অসুরারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাকথাও সেখানে কীর্তিত হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধেনুকাসুর ও তার সঙ্গীদের বধ করেছিলেন, কিভাবে প্রভু বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীব্র দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপসখাদের রক্ষা করেছিলেন। কালিয় নাগ দমন, মহাসর্প থেকে নন্দ মহারাজের উদ্ধার, গোপবালিকাদের কঠোর তপস্যা—যার দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করেছিলেন, অনুতপ্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের প্রতি ভগবানের কৃপাপ্রদর্শন, গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং তারপর সুরভী গাভী এবং ইন্দ্র কর্তৃক ভগবানের পূজাভিষেক, গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৈশ লীলা, মূর্খ অসুর শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশীর নিধন—এই সমস্ত লীলাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অক্রূরের আগমন, তারপর কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রস্থান, গোপীদের বিলাপ এবং কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা ভ্রমণাদির কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে, চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরদের এবং কংসাদি অন্যান্য অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রদের ফিরিয়ে এনেছিলেন—এ সকল কথাও বর্ণিত হয়েছে।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, তারপর উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে মথুরায় বাস করার সময়, ভগবান শ্রীহরি কিভাবে যদুবংশের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে লীলাবিলাস করেছিলেন, এই গ্রন্থ তার বর্ণনা দেয়। বহুবার জরাসন্ধ কর্তৃক আনীত সৈন্যসমূহের নিধন, বর্বর জাতির রাজা কালযবনের হত্যা এবং দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থ আরও বর্ণনা করে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্মা নামক সভাগৃহ আনয়ন করেছিলেন, এবং কিভাবে তিনি যুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেছিলেন। বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের প্রবল জৃম্ভণ উৎপন্ন করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিভাবে ভগবান বাণাসুরের বাহুগুলি কর্তন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতিকে বধ করেছিলেন এবং তারপর তার নগরীতে আবদ্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছিলেন, এই সমস্ত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। চেদিরাজের পরাক্রম ও মৃত্যুর বর্ণনা, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন এবং অন্যান্য অসুরের বর্ণনা, এবং তৎসঙ্গে বারানসী নগরী কিভাবে ভস্মীভূত হয়ে ভূমিস্যাৎ হয়েছিল—এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিযুক্ত করে ভূভার হরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপের ছলে ভগবান কিভাবে নিজ বংশকে সংবরণ করলেন, নারদের সঙ্গে বসুদেবের সংলাপ, উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কথোপকথন যা পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং মানব সমাজের ধর্মনীতি নির্ধারণ করে, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এবং তারপর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগবলে মরজগতকে পরিত্যাগ করলেন, সে সব কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।"

"এই গ্রন্থ বিভিন্ন যুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, কলিযুগের উপদ্রব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, চতুর্বিধ প্রলয় এবং তিন প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা করে। ধীমান রাজর্ষি বিষ্ণুরাত তথা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, শ্রীল ব্যাসদেব কিভাবে বেদ শাখার প্রণয়ন করলেন, তার ব্যাখ্যা, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির পুণ্যকথা, বিশ্বাত্মা সূর্যদেবরূপে এবং বিরাট পুরুষরূপে

ভগবানের বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমি এখানে উপস্থাপিত করলাম। এই গ্রন্থ ভগবানের লীলা অবতারের লীলার মহিমা পূর্ণরূপে কীর্তন করেছে। পতিত, স্খলিত, ব্যথিত হয়ে কিংবা হাঁচি দেওয়ার সময় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও উচ্চস্বরে বলেন—'ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম', তাহলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন। মানুষ যখন যথাযথরূপে পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করে কিংবা শুধুমাত্র তাঁর শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করে, ভগবান স্বয়ং তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের প্রতিটি চিহ্নকে ধৌত করে, ঠিক যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহ মেঘপুঞ্জকে তাড়িত করে। যে সমস্ত কথা অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করে না, শুধু ক্ষণস্থায়ী জড় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, সে সকল কথা কেবলই মিথ্যা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীকে ব্যক্ত করে, শুধুমাত্র সে সকল কথাই সত্য, শুভ এবং পুণ্যময়। যে সমস্ত কথা পরম যশস্বী ভগবানের গুণমহিমা বর্ণনা করে, সেই সমস্ত কথা হচ্ছে আকর্ষণীয়, আস্বাদনীয় এবং নিত্য নব নবায়মান। বস্তুতপক্ষে সেই সমস্ত কথা মনের পক্ষে এক নিত্য উৎসব স্বরূপ এবং সেই সমস্ত কথা মানুষের দুঃখ সমুদ্রকে শোষণ করতে পারে। একাই সমগ্র জগতকে পবিত্র করতে সক্ষম যে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কথা সেই ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করে না, সেই সমস্ত কথাকে কাকের তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দিব্য জ্ঞানে অবস্থিত সন্তগণ কখনই ঐ সমস্ত কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। অমল প্রকৃতির সাধু ভক্তগণ শুধুমাত্র অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনেই আগ্রহ বোধ করেন। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপপঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ ও নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ, কীর্তন এবং গ্রহণ করেন। আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তাহলে তা শোভা পায় না। তেমনই অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলেও, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তাহলে তার কি প্রয়োজন? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সামাজিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, তপস্যার অনুশীলনে এবং বেদ শ্রবণে মানুষ যে সকল প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি চরমে শুধু জড় জাগতিক যশ এবং ঐশ্বর্যলাভেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে এবং সাদরে লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলীর কথা শ্রবণ-কীর্তন করে মানুষ তাঁর চরণকমলের কথা স্মরণ করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্মৃতি সমস্ত অশুভ দূর করে মানুষকে পরম সৌভাগ্যে পুরস্কৃত করে। এটি হৃদয়কে পবিত্র করে এবং পরমাত্মার প্রতি জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যসংযুক্ত ভক্তি দান করে।"

"হে দ্বিজাগ্রগণ, আপনারা বাস্তবিকই পরম ভাগ্যবান, কেননা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা, সমস্ত জীবের পরমাত্মা, যাঁর ঊর্ধ্বে আর কোনও ঈশ্বর নেই—সেই শ্রীনারায়ণকে আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম অপ্রতিহত এবং তাই তাঁর আরাধনা করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। সম্প্রতি আমিও ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে অনুস্মরণ করার সুযোগ পেয়েছি যা পূর্বে আমি পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। মহারাজ পরীক্ষিত যখন আমৃত্যু উপবাসে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে হরিকথা শ্রবণ করিয়েছিলেন এবং সেই মহর্ষিদের সভায় আমিও উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করেছিলাম।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এইরূপে আপনাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করলাম, যাঁর অসাধারণ লীলা কীর্তিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়। এই বর্ণনা সমস্ত অশুভ বিনাশ করে। যিনি অনন্যচিত্তে অবিরাম প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্তে এই গ্রন্থ

আবৃত্তি করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে এমনকি একটি শ্লোক, কিংবা অর্ধশ্লোক, অথবা একটি পাদ, এমনকি পাদার্ধও শ্রবণ করেন, নিশ্চিতরূপে তিনি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করেন। যিনি একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন এবং যিনি উপবাসের সময় যত্ন সহকারে তা শ্রবণ করবেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবেন। যিনি মন সংযত করে পুষ্কর, মথুরা বা দ্বারকা রূপ পবিত্র তীর্থে উপবাস পূর্বক এই শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবেন। যিনি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে এই পুরাণের গুণকীর্তন করেন, দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু এবং পৃথিবীর নৃপতিগণ তাঁদেরকে সমস্ত কাম্য বিষয় দান করেন। ঋক, যজুঃ এবং সামবেদ পাঠ করে একজন ব্রাহ্মণ যেরকম মধু, ঘি এবং দুধের সরিৎ প্রবাহ আস্বাদন করে, এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও তিনি অনুরূপ আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। যে ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমস্ত পুরাণের সারাতিসার এই সংহিতা পাঠ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন, যা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় দৃঢ়বুদ্ধি লাভ করেন, যে রাজা তা পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, বৈশ্য মহা সম্পত্তি লাভ করেন এবং শূদ্র সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হন। সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি কলিযুগের পুঞ্জীভূত পাপকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবিরাম তাঁর গুণকীর্তন করে না। কিন্তু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান অসংখ্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী জুড়ে অবিরাম এবং পর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছেন। আমি সেই অজ অনন্ত পরমাত্মাকে প্রণাম করি, যাঁর স্বীয় শক্তি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কে কার্যকর করে। এমনকি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর এবং অন্যান্য সুরপতিগণও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি যিনি সনাতন প্রভু, অন্যান্য সমস্ত অধিদেবতাদের অধীশ্বর, যিনি তাঁর নয়টি জড় শক্তিকে বিকশিত করে নিজের মধ্যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের বাসস্থান রচনা করেছেন এবং যিনি সর্বদাই দিব্য শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত। শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই এই জগতের সমস্ত অশুভকে পরাভূত করেন। যদিও প্রথমে তিনি ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন এবং অনন্যচেতা হয়ে নিভৃতে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক পরম সুশ্রাব্য লীলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাই কৃপাপূর্বক পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের লীলা বর্ণনাকারী এই পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"যাঁকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎগণ দিব্য স্তুতির মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পদক্রম ও বেদাঙ্গ সহ বেদধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকারীগণ যাঁর সম্বন্ধে কীর্তন করেন, সিদ্ধযোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, দেবতা এবং অসুরগণ যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।"

"পরমেশ্বর ভগবান যখন কূর্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড ভারি ঘূর্ণায়মান মন্দর পর্বতে অবস্থিত পাথরের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কণ্ডুয়ন করা হয়েছিল এবং সেই কণ্ডুয়ন ভগবানকে নিদ্রালু করে তুলেছিল। তাঁর সেই নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যে শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রবাহ যেন আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে এমন কি আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি তাঁর পুণ্যময় গমনাগমনের মাধ্যমে ভগবানের সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই অনুবর্তন করে চলেছেন। এখন অনুগ্রহপূর্বক প্রতিটি পুরাণের শ্লোক সংখ্যার সমষ্টি সম্পর্কে শ্রবণ করুন। তারপর এই ভাগবত পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য, এটি দান করার যথার্থ পন্থা, সেই দানের মহিমা, এবং অবশেষে এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা সম্পর্কে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মাপুরাণে দশ হাজার শ্লোক রয়েছে, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, শ্রীবিষ্ণু পুরাণে তেইশ হাজার, শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। নারদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনেরো হাজার চার শত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার এবং লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার শ্লোক রয়েছে। বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশি হাজার একশত, বামন পুরাণে দশ হাজার, কূর্মপুরাণে সতেরো হাজার, মৎস্য পুরাণে চৌদ্দ হাজার; গরুড় পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বারো হাজার শ্লোক রয়েছে। এইরূপে সমগ্র পুরাণে সর্ব মোট চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করছি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। ব্রহ্মার কাছেই পরমেশ্বর ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা জড় সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের নাভি সঞ্জাত পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ যা মানুষকে জড় জীবনে বৈরাগ্য লাভে উৎসাহিত করে এবং সেখানে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অমৃতময় দিব্য লীলাসমূহ সাধু ভক্ত এবং দেবতাদের দিব্য আনন্দ দান করে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের সারাতিসার, কেননা এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরম সত্য যা একই সঙ্গে চিন্ময় আত্মা থেকে অভিন্ন, পরম বাস্তব এবং অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্যের প্রতি কেবলা ভক্তিমূলক সেবা লাভ করা। কোনও মানুষ যদি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করে দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করবেন। অন্যান্য পুরাণগুলি সাধু ভক্তদের সভায় ততদিনই দীপ্তি বিকীরণ করে যতদিন পর্যন্ত অমৃতের মহাসাগর এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুত না হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় কেননা এতে পরমহংসদের গ্রাহ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন। আমি সেই নির্মল বিশুদ্ধ পরম সত্যের ধ্যান করি যিনি মৃত্যু ও দুঃখ, শোক থেকে নির্মুক্ত এবং যিনি আদিতে স্বয়ং এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ ব্রহ্মার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বসাক্ষী বাসুদেবকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি, যিনি কৃপাপূর্বক এই তত্ত্ববিজ্ঞান মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি সেই যোগীরাজ

এবং পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনি সংসার-সর্প-দষ্ট পরীক্ষিত মহারাজকে মুক্তি দান করেছিলেন।"

"হে দেবেশ, হে নাথ, অনুগ্রহপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার চরণকমলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা করার অধিকার দান করুন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি যাঁর নাম সংকীর্তন সর্বপাপ বিনাশ করে এবং যাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত জড় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।"

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

অমল পুরাণ মাহাত্ম্য

(স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত)

শাণ্ডিল্য মুনিকর্তৃক ব্রজভূমির বর্ণনা

শ্রীবাসদেব বললেন—"ভগবৎ সেবার রসাস্বাদনের জন্য আমরা জ্ঞান ও আনন্দ পূর্ণ নিত্যস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবিরাম প্রণতি নিবেদন করছি। তিনি পরম আকর্ষক ও সকল সৌন্দর্যের সার। তিনি সকল জীবকে তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুর্য গুণের দ্বারা আকৃষ্ট করে তাদের ওপর সর্বদা অপার আনন্দ বর্ষণ করেন। অগণন বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ তিনিই।"

"শৌনক ঋষির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যের মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃততুল্য বিষয়ের রসাস্বাদনে নিপুণ, সর্বজ্ঞানাধার শ্রীসূত গোস্বামীকে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করলেন—'হে মুনিশ্রেষ্ঠ, মহারাজ যুধিষ্ঠির বজ্রনাভকে (প্রদ্যুম্নের পৌত্র) মথুরার সিংহাসনে এবং পরীক্ষিৎকে (নিজ পৌত্র) হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গেলেন, রাজা বজ্রনাভ ও মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন কি করলেন?' "

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"জয়লাভের উপায় স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ ঋষি নর-নারায়ণ, বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী এবং গ্রন্থকার শ্রীল ব্যাসদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে হবে। শৌনক অনুগামী হে মহা মুনিগণ, যুধিষ্ঠির মহারাজের ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ বজ্রনাভকে দেখতে ইচ্ছুক হয়ে একদিন মথুরা গমন করলেন। বজ্রনাভ যখন শুনলেন যে তাঁর পিতৃসম মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তখন তাঁর হৃদয় স্নেহাবেগে পরিপূরিত হল। তিনি নগরের বাইরে এসে মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীচরণে পতিত হলেন এবং তারপর তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সর্বদা ভগবান কৃষ্ণ-চিন্তায় মগ্ন মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ বজ্রনাভকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা প্রাসাদের অন্দরে প্রবেশ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একশো আট মহিষীর প্রধান রোহিণীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রথানুসারে তিনি রাজাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন সানন্দে আরামদায়ক আসনে উপবেশন করে কিছুকাল বিশ্রাম করার পর বজ্রনাভের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"প্রিয় বজ্রনাভ! তোমার পিতা ও পিতামহ আমার পিতা ও পিতামহকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমিও তোমার প্রপিতামহ ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়েছি। আমি যদি তাঁদের দয়া কখনও পরিশোধ করতেও চাই, তবে কখনই তা করতে সমর্থ হব না। সুতরাং তোমার রাজ্যের বিষয়ে তোমার অধীনস্থ সকলকে নিযুক্ত করতে আমি অনুরোধ করছি। তোমাকে তোমার সম্পদ সংরক্ষণ, সৈন্যদল বৃদ্ধি বা তোমার শত্রুদমন সম্বন্ধে কখনও চিন্তিত হতে হবে না। তুমি শুধু তোমার মাতৃগণের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ। তোমার দুঃখের কারণ কি দয়া করে আমাকে বল। আমি তোমাকে স্থির নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে তোমার সব কষ্ট আমি দূর করব।"

মহারাজ পরীক্ষিতের কথা শুনে বজ্রনাভ খুবই খুশি হয়ে বললেন—"মহারাজ! যা কিছু আপনি বললেন সবই ঠিক। ধনুর্বিজ্ঞানে নির্দেশ দান করে আপনার পিতা আমাকে অতীব বাধিত করেছেন। অতএব আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। তাঁর কৃপা বলেই আমি ক্ষত্রিয়ের সামরিক বিজ্ঞানে দক্ষ হয়েছি। আমার শুধু একটি মাত্রই সমস্যা। অনুগ্রহ করে মনোযোগের সঙ্গে সেটা বিবেচনা করুন। মথুরার সিংহাসনে রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হলেও আমার মনে হয় আমি নির্জন অরণ্যে বাস করছি। রাজ্যে বসবাসকারী লোকজনদের নিয়েই রাজত্বের সুখ। কিন্তু এই স্থানের অধিবাসীরা কোথায় চলে গেছে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।"

"বজ্রনাভের কথা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর সন্দেহ দূর করার জন্য শাণ্ডিল্য ঋষিকে ডেকে পাঠালেন। পূর্বে শাণ্ডিল্য ঋষি নন্দ মহারাজ ও গোপদের পুরোহিতের কাজ করতেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের তলব পেয়ে শাণ্ডিল্য ঋষি আশ্রম ছেড়ে রাজার সামনে হাজির হলেন। যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে বজ্রনাভ মুনি প্রবরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে উচ্চ আসনে বসালেন। বজ্রনাভের সকল কথা পরীক্ষিৎ মহারাজ শাণ্ডিল্য ঋষিকে অবগত করালেন। নিম্নের কথাগুলি দ্বারা মুনিবর তাঁদের সস্নেহ সান্ত্বনা জানালেন।"

শাণ্ডিল্য ঋষি বললেন—"প্রিয় পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ! আমি ব্রজভূমির রহস্য আপনাদের বলব। মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন। 'ব্রজ' শব্দের অর্থ সর্ব-পরিব্যাপক চিন্ময় প্রকাশ, প্রাচীন মত অনুযায়ী এই ভূখণ্ডের নাম ব্রজ হওয়ার কারণ, এটা সর্ব-ব্যাপক। এই সর্ব-ব্যাপক চিন্ময় ভূখণ্ডটি জড়া প্রকৃতির তিনটি রীতির বাইরে। তাই একে ব্রজ বলা হয়। এই স্থানটি সদা আনন্দময়, অত্যুজ্জ্বল, অবিনশ্বর এবং মুক্ত আত্মার আবাসস্থল। প্রিয় নৃপতিগণ, ব্রজধামের এই স্থানে ভগবৎ-প্রেমাস্বাদনকারী অস্খোপলব্ধ আত্মা ও ভক্তগণ অবিরাম সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণ-দর্শন করেন। মহারাজ বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা হলেন শ্রীনন্দ নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলা উপভোগ করেন এবং সেই কারণে দিব্য রস উপভোগে দক্ষ ভক্তরা একে কৃষ্ণ আত্মারাম বলেন। কাম শব্দের অর্থ হল কামনা। ব্রজে কৃষ্ণের একমাত্র কামনা হল গো এবং গোপবালক ও বালিকাদের লীলায় রত থাকা। কারণ তিনি সর্বদা তাঁর এই কামনা পরিপূরণ করেন, তাই তাঁকে আপ্তকাম বলা হয়। ভগবানের এই সকল লীলা জড়া প্রকৃতির বাইরে। ভগবান যখন এই বিশ্বে তাঁর লীলা উপভোগ করেন, তখন অতি সাধারণ লোকেরাও উপকৃত হয়। এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয় যথাক্রমে আবেগ, দয়া ও অজ্ঞতার দ্বারা। এইভাবে দিব্য ও সাধারণ—গোবিন্দের এই দুই প্রকার লীলা প্রকাশিত হয়। তাঁর দিব্য লীলা স্বতঃসিদ্ধ। এর অর্থ হল প্রেম বিনিময়ের সেরা কুশলী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজে এই সকল লীলা আস্বাদিত হয়। পতিত আত্মার উদ্ধার ও ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকায় পৃথিবীর বোঝা হাল্কা করা এই সমস্ত হল সাধারণ লীলার অন্তর্ভুক্ত। দিব্য-লীলা ব্যতীত সাধারণ লীলা হতে পারে না। দিব্য লীলায় সাধারণ লীলার প্রবেশাধিকার নেই। তোমাদের দুজনের দ্বারা উপভুক্ত লীলা হল সাধারণ লীলা। সাধারণ লীলার সীমা হল এই গ্রহ থেকে দিব্য গ্রহ পর্যন্ত, আর মথুরা-মণ্ডল এই গ্রহের অভ্যন্তরেই অবস্থিত। বিখ্যাত ব্রজভূমিও এই অঞ্চলস্থিত এবং এখানেই ভগবানের গোপনলীলা বিধিবদ্ধ হয়। মাঝে মাঝে এই লীলা ভক্তি পূর্ণ ভক্তের হৃদয়ে প্রকটিত হয়। অষ্টাবিংশতি যুগ-চক্রের মধ্যে দ্বাপর যুগের শেষে ভগবানের প্রণয় সম্পর্কে কুশলী পার্ষদগণ একত্রে সমবেত হয়ে এই ধরায় অবতীর্ণ হন, ঠিক যেমন সাম্প্রতিক কালে ভগবান এখানে লীলা করে গেছেন। সেই সময় সকল দেবতা ও অন্যান্য ভক্তরা ভগবানের সঙ্গে দেবতারাও আবির্ভূত হন।"

"এই সব লীলায় তিন রকমের ভক্ত বর্তমান ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। এই তিন শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ভক্তরা হলেন ভগবানের অন্তরঙ্গ নিত্য সহচর, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তরা হলেন যাঁরা ভগবানের নিত্য সহচর হতে আকুল এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তরা হলেন দেবতা ও তাঁদের বিস্তার যাদের তিনি পূর্বে দ্বারকায় পাঠিয়েছেন। দেবতারা এখন যাদব হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন। মৌসল-লীলায় ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে ভগবান দিব্য-গ্রহে তাদের কর্তব্য-কর্মে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। যারা ভগবানের নিত্য সঙ্গী হতে আকুল সেইসব ভক্তদের ভগবান দিব্য রূপ দান করেন। ভগবান তখন এইসব ভক্তদের তাঁর দিব্য লীলার অন্তরঙ্গ নিত্য পার্ষদ রূপে আনয়ন করেন এবং এরূপভাবেই তাঁরা সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে লুপ্ত হয়ে যান। সুতরাং ব্যবহারিক লীলায় মত্ত থাকা সাধারণ লোকদের ভগবানের নিত্য লীলায় প্রবেশ করার ও বাস্তবী লীলার নিত্য পার্ষদদের দর্শনের যোগ্যতা নেই। সেইজন্য এই স্থানটি জনশূন্য বলে মনে হয়। কাজেই বজ্রনাভের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমার নির্দেশ মতো এখানে নগরাবলীর পত্তন করে আপনার সকল বাসনা পূর্ণ করুন। যেখানে যেখানে ভগবান কৃষ্ণ লীলা করেছেন সেই বিশেষ স্থানে বিশেষ লীলা অনুসারে নগর পত্তন করতে হবে। এইভাবে সেই অপার্থিব ব্রজভূমির সুন্দর সেবা করতে পারেন। গোবর্ধন, দীর্ঘপুর (দীগ), মথুরা, মহাবন, নন্দগ্রাম (নন্দগাঁও) ও বৃহৎসনুতে (বর্ষানা) আপনার রাজ্য স্থাপন করুন। ভগবান কৃষ্ণের এই সকল লীলাক্ষেত্রে বাস করে ব্রজের নদী, পর্বত, কুণ্ড, সরোবর ও কুঞ্জের সেবায় রত হোন। এতে আপনি তুষ্ট হবেন আর আপনার রাজ্যবাসীদেরও উন্নতি হবে। ব্রজের এই নিত্য অবগত আনন্দপূর্ণ ধামের যথাসাধ্য সেবা করা উচিত। আমার আশীর্বাদে আপনি ভগবান কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। হে বজ্রনাভ,

এইভাবে ব্রজের অবিরাম সেবার ফলে একদিন আপনার শ্রীউদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ হবে। তখন তিনি আপনাকে ও আপনার মাতৃমণ্ডলীকে ব্রজের রহস্য ও ভগবানের লীলায় নির্দেশ দান করবেন।"

"এইরূপে বজ্রনাভ ও রাজা পরীক্ষিৎকে নির্দেশ দেবার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ তাঁর নির্দেশ শুনে মহানন্দ অনুভব করলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী পরীক্ষিৎ ও কৃষ্ণ-ভার্যাগণের উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ

মুনিগণ বললেন—"হে সূত গোস্বামী, মহারাজ পরীক্ষিৎ ও রাজা বজ্রনাভ মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে কি করেছিলেন কৃপা করে আমাকে বলুন।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এনে মথুরা নগরীতে পুনরায় বসতি স্থাপন করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেখানে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ ও বানরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা ভগবানের প্রিয় পাত্র। মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় এবং শাণ্ডিল্য ঋষির কৃপায় কৃষ্ণ যে যে স্থানে তাঁর প্রিয় রাখাল সখা ও সখীদের সঙ্গে লীলা করেছেন ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান খুঁজে পেলেন। লীলাস্থলগুলি সঠিকভাবে নির্দেশিত হবার পর যে স্থানে যে লীলা সংঘঠিত হয়েছিল, সেই লীলা অনুসারে সেই স্থানের নামকরণ করা হল। এইরূপে তিনি বহু নগর, কুণ্ড, কূপ, কুঞ্জ ও উদ্যানের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ করলেন এবং বহু শিব মন্দির স্থাপন করলেন। তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ যথা, গোবিন্দদেব ও হরিদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর গোটা রাজ্য আনন্দে পরিপূরিত হল কারণ, কৃষ্ণ-ভক্তি সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণের পূজা কার্যে নাগরিকরা সদা মত্ত। এইভাবে তারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে রাজা বজ্রনাভের শাসনের প্রশংসা করেন। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহকাতরা ষোড়শ সহস্র মহিষীবৃন্দ অসূয়া শূন্য মনে তাঁদের সপত্নী কালিন্দীকে সুখী দেখে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন।"

কৃষ্ণের মহিষীগণ বললেন—"হে রূপবতী কালিন্দী। তোমার মতো আমরাও কৃষ্ণের দয়িতা। আমরা সকলেই অবিরাম বিরহানলে দগ্ধ হচ্ছি। প্রাণ-সখার অনুপস্থিতিতে আমাদের হৃদয় নিরানন্দে পীড়িত। তোমার অবস্থা এরূপ নয়, তাই তুমি সুখী। কেন এমন হল? দয়া করে এর কারণটি আমাদের বল।"

তাঁর সপত্নীদের বিরহ-বেদনা অনুভব করে অতি সমবেদনার সঙ্গে মৃদু হেসে কালিন্দী বললেন—"শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যিনি আত্মারাম হিসাবে পরিচিত। আমি সদা তাঁর সেবায় রত। এই সেবার প্রভাবে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কৃষ্ণের সকল সঙ্গিনীরাই শ্রীরাধিকার সম্প্রসারিত রূপ, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সদা শ্রীরাধিকার সঙ্গে আনন্দ উপভোগে রত, তাই কৃষ্ণের অপরাপর সঙ্গিনীরাও স্বভাবতঃই কৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অভিন্নরূপ এবং শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রূপে তাঁদের প্রেম প্রকাশিত। শ্রীচন্দ্রাবলী সখী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রসদৃশ নখের প্রকাশ। রাধা-কৃষ্ণ সেবার অত্যধিক লোভ হেতু চন্দ্রাবলী অন্য

কোন রূপ গ্রহণ করেননি। আমি কিন্তু শ্রীরুক্মিণী এবং অন্য সখীদের শ্রীরাধিকার ভিতর অবস্থিত দেখেছি এবং তোমরাও কৃষ্ণ থেকে কখনও পৃথক হওনি। এই রহস্য তোমাদের অজানা বলে তোমরা অভিভূত। পূর্বে অক্রূর যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন, গোপীরা তখন একই রকম বিচ্ছেদের অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সেটা প্রকৃত বিচ্ছেদ ছিল না। এটা ছিল শুধু বিচ্ছেদের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু উদ্ধব এসে যখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের বিরহ-বেদনা তখন বিদূরিত হল। এখন তোমরা যদি উদ্ধবের সাহচর্য লাভে সক্ষম হও, তবে তোমরাও তোমাদের দয়িত শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিত্য লীলার সুখ অর্জন করতে পারবে।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে মুনিগণ। কৃষ্ণের মহিষীগণ যখন এইভাবে নির্দেশিত হলেন, তখন তাঁরা আবার সদা-আনন্দময়ী কালিন্দীকে সম্বোধন করলেন। সকলেই তখন যেকোনভাবে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে অতিশয় লালায়িত হলেন, যাতে সকলেই তাঁদের প্রিয়তমের নিত্য সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।"

কৃষ্ণ-মহিষীগণ বললেন—"হে সখি, তোমার জীবন মহিমময়, কারণ তুমি তোমার জীবনে কখনও প্রভুর বিরহ-বেদনা উপলব্ধি কর নি। আমরা তোমার মতো রাধারাণীর পরিচারিকা হতে ইচ্ছা করি। কিন্তু, হে কালিন্দী, তুমি আমাদের বলেছ যে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হবে। সুতরাং দয়া করে বল কিভাবে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"সপত্নীদের কথা শুনে কালিন্দী চৌষট্টি গুণের পূর্ণ অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান কৃষ্ণ সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি তাঁর সেবক উদ্ধবকে বললেন যে পারমার্থিক কাজে মগ্ন হওয়ার উপযুক্ত স্থান হল বদরিকাশ্রম। সেই নির্দেশানুসারে উদ্ধব সেখানে থেকে গেলেন এবং ভগবান উদ্ধবকে যে শিক্ষা দান করেছেন সেই একই শিক্ষা লাভের জন্য যারা সেখানে আসে তাদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। যেখানে দিব্য চর্চার ফল লাভ করা যায় সেই ব্রজধামের রহস্য সম্বন্ধে ভগবান উদ্ধবকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু দিব্য-চর্চার ফলের মূর্ত রূপ দানের জন্য ভগবান কৃষ্ণ স্পষ্টতই এস্থান ত্যাগ করেছেন। উদ্ধবকেও আর এখানে দেখা যাচ্ছে না। ব্রজের ধুলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিলাষী হয়ে উদ্ধব নিশ্চিতই লতারূপে গোবর্ধনের কাছে সখীস্থলীতে বাস করছেন। ভগবান কৃষ্ণের উৎসবের মূর্ত রূপ হলেন উদ্ধব। তাই বজ্রনাভের সঙ্গে কুসুম সরোবরে গিয়ে সেখানে একটি উৎসবের আয়োজন কর। ভগবানের ভক্তদের জড় করে বীণা, বাঁশী ও মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের পবিত্র নাম ও লীলা কীর্তন করে এক বিরাট উৎসবের সূচনা কর। এইভাবে উৎসবের সম্প্রসারণ হলে উদ্ধব অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হবেন এবং তাঁর কৃপায় তোমাদের সকল বাসনা চরিতার্থ হবে। কালিন্দীর এই সকল কথা শোনার পর ভগবান কৃষ্ণের মহিষীগণ অতীব তুষ্ট হলেন। কালিন্দীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা চলে গেলেন এবং তারা যা শুনেছেন সব বজ্রনাভ পরীক্ষিতকে বললেন।"

"তাদের বক্তব্য শোনার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ মহা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে কুসুম-সরোবরে গিয়ে সেখানে এক উৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন। গোবর্ধন থেকে অল্প দূরে সখীস্থলীতে তারা নাম সংকীর্তন উৎসব শুরু করেন। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রণয়িনী বৃষভানু নন্দিনীর সঙ্গে যেখানে লীলা উপভোগ করেছেন সেখানে তারা ভগবানের পূজা করলে স্থানটি এক অস্বাভাবিক দৃশ্যে রূপান্তরিত হল। ভগবান কৃষ্ণ আরাধনার তারা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হলেন। তখন তৃণ-গুল্ম, দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ও লতা-কুঞ্জের ভিতর থেকে সবার সামনে শ্রীউদ্ধব উপস্থিত হলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ নীলাভ এবং পরিধানে পীত বসন। বনফুল ও গুঞ্জার মালা দ্বারা তিনি সজ্জিত। তিনি বারংবার গোপী-বল্লভের পূজা করছেন। তারপর স্ফটিক গৃহের ওপর চন্দ্রালোক পতিত হলে সংকীর্তন উৎসবের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। সেখানে তাঁর আগমনের ফলে প্রত্যেকেই আনন্দ সাগরে ডুবে গেলেন, তারা কি করছিলেন তা ভুলে গেলেন। তাদের বাহ্য-জ্ঞান ফিরে আসার পর তারা ভগবান কৃষ্ণ সদৃশ উদ্ধবকে দেখতে পেলেন। তাঁর পূজা করে তারা তাদের সকল বাসনা পূর্ণ করলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

বক্তা ও শ্রোতার গোলোকধাম প্রাপ্তি

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"প্রত্যেককে কৃষ্ণ পূজায় রত দেখে শ্রীউদ্ধব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাদের আলিঙ্গন করে পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে কথা বলছেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে রাজন্, আপনি নিশ্চিতই মহান। আপনার চিত্ত এই সংকীর্তন উৎসবে নিবিষ্ট হওয়ায় ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আপনার অখণ্ড ভক্তিযোগের ফলে আপনার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এটা আপনার মহা সৌভাগ্য যে বজ্রনাভ ও কৃষ্ণ-মহিষীদের প্রতি আপনার অতুলনীয় স্নেহ বর্তমান। এটা সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ ভগবান কৃষ্ণ আপনাকে এই তনু ও তাকত দিয়েছেন। দ্বারকাবাসীদের মধ্যে তাঁরা সর্বাপেক্ষা মহান। এতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান কৃষ্ণ রক্ষিরূপে সঙ্গে গিয়ে তাদের ব্রজে পৌঁছে দিতে অর্জুনকে আদেশ করছেন, যাতে তাঁরা সেখানে বসবাস করতে পারেন। শ্রীমতী রাধারাণীর আননের অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ভগবান কৃষ্ণের ইন্দু-সদৃশ চিত্ত অবিরাম শ্রীরাধার লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনকে আলোকিত করছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্যগতভাবে পূর্ণ। হাজার হাজার চিৎ-কণা কৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ থেকে নির্গত হয়ে সকল দিকে আন্দোলিত হচ্ছে। চৌষট্টিটি মুখ্য গুণের অধীশ্বর পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কৃষ্ণ অবিরাম এই ব্রজভূমিকে আলোকিত করছেন। হে রাজন্, ভগবান কৃষ্ণের দক্ষিণপদ অধীনের ভয় নাশকারী বজ্রনাভের বাসস্থল। এই অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার মাধ্যমে সকলকে বিভ্রান্ত করেছেন। মায়ার প্রভাবে সকলে তাদের স্বাভাবিক অবস্থান ভুলে শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ না হলে কেউ তার স্বাভাবিক অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে না। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ মায়ার দ্বারা আবৃত। দ্বাপর যুগের শেষে অষ্ট-বিংশতিতম যুগ চক্রে ভগবান হরি যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মায়ার আবরণ উন্মোচন করেন, তখন তিনি প্রকাশিত হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই সব প্রকট-লীলা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। অতএব এখন আমি কারও হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশের উপায় সম্বন্ধে আপনাকে বলব। শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। ভক্ত যখন এবং যেখানেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন করেন, তখনই এবং সেখানেই ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হন। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বা অর্ধ-শ্লোকও পাঠ হয় ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অতি প্রিয় গোপীদের সঙ্গে তথায় আবির্ভূত হন। ভারত-ভূমিতে মানব জন্ম লাভ করার পর যারা পাপবশত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে না তারা আত্ম-হননের পথ নেয়। যে ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করে সে তার স্ত্রী ও পিতা-মাতার পূর্বপুরুষদের মুক্তি দেয়।"

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের ফলে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানালোকিত হয়, ক্ষত্রিয়েরা শত্রু-বিজয় করে, বৈশ্যেরা ধনার্জন করে এবং শূদ্রেরা রোগমুক্ত হয়। নারী ও নীচ বর্ণের লোকদের আশা পূর্ণ হয়। কাজেই কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করবে না? বহু জীবন সদাচার করার পর যখন কারও পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, তখন তার শ্রীমদ্ভাগবত লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফলে ভগবৎ-অনুভূতি জাগরিত হয় এবং অন্তরে ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। বহু পূর্বে দেবগুরু বৃহস্পতি সাংখ্যায়ন ঋষির কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। বৃহস্পতি সেই একই বিষয় আমাকে বর্ণনা করেছেন। তাই আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হতে সক্ষম হয়েছি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবগুরু আমাকে একটি কাহিনী বলেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেটি আমার কাছে শুনুন। এই কাহিনী থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি জানতে পারা যায়।"

দেব-গুরু বৃহস্পতি বললেন—"হে উদ্ধব, ভগবান কৃষ্ণ যখন পুরুষাবতার গ্রহণ করে সৃষ্টির অভিপ্রায়ে জড়া প্রকৃতির দিকে দৃক্‌পাত করলেন তখন তিন মহান ব্যক্তিত্ব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সহ আবির্ভূত হলেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তখন তিন প্রভাবশালী দেবতার মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্যের ভার বণ্টন করে দিলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে আবির্ভূত হলেন।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু! আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। 'নার' নামে দিব্য বারিতে শায়িত বলে আপনি নারায়ণরূপে পরিচিত। আবার সকল কারণের মূল বলে আপনি আদি-পুরুষ। হে ভগবান, আমি পাপী এবং প্রচণ্ড আবেগ পূর্ণ, তবুও আপনি আমাকে সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করেছেন। তাই আপনার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে আমার এই সৃষ্টির কাজ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

দেবগুরু বললেন—"ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর কাছে এই সকল প্রার্থনা করার পর ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দান করে তাঁকে বললেন, 'তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বদা এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কর।' শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি পেয়ে ব্রহ্মা অতীব সন্তুষ্ট হলেন। কৃষ্ণ প্রাপ্তি এবং সপ্ত লোক ভেদের আশায় তিনি সাতদিন ধরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলেন। সাতদিন হোম-যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার পর ব্রহ্মার সকল বাসনা পূর্ণ হল। তখন থেকে তিনি সর্বদা সৃষ্টির বিস্তার কার্যে রত হলেন এবং বারম্বার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে থাকলেন। ব্রহ্মার মতো ভগবান বিষ্ণুও তাঁর বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি সৃষ্টি-পালন কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারেন।"

ভগবান বিষ্ণু বললেন—"হে প্রভু, ফলপ্রসূ কাজ এবং দার্শনিক জ্ঞানের জন্য আমি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করব। আপনার আদেশক্রমে আমি যথাযথভাবে জীবের পালন করব। কালক্রমে যখনই ধর্মের অধঃপতন ঘটবে, তখনই সেই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হব। যারা জড় জাগতিক উপভোগের প্রত্যাশী আমি অবশ্যই তাদের যজ্ঞের ফল দান করব এবং যারা ত্যাগী ও মুক্তি প্রত্যাশী তাদের আমি সালোক্য থেকে শুরু করে পাঁচ প্রকারের মুক্তি দান করব। অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন কিভাবে আমার প্রেমময়ী লক্ষ্মী এবং পাঁচ প্রকার মুক্তির প্রতি অনাগ্রহীদের পালন করি।"

বিষ্ণুর প্রার্থনা শোনার পর বিশ্বের আদিম যুগের প্রভু নারায়ণ তাঁকে বললেন—"তোমার সকল বাসনা পূরণের জন্য কেবল 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ কর। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নারায়ণের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে খুবই তুষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে প্রতি মাসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মগ্ন হলেন। এইভাবে তিনি সৃষ্টি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। যখনই ভগবান বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, লক্ষ্মীদেবী শ্রবণ করেন। এতে পুরো এক মাস সময় লাগল। আবার যখন লক্ষ্মীদেবী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তখন বিষ্ণু শোনেন। এতে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদনে সময় লাগে দুমাস। তখন সেই সব বিষয় খুবই রুচিকর হয়ে ওঠে। এর কারণ হল বিষ্ণু সৃষ্টি পালনে নিযুক্ত বলে বহু ভাবনাই তাঁর থাকে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর ক্ষেত্রে এমন হয় না। তিনি পরিপূর্ণ শান্ত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় বিশদভাবে তাঁর অন্তরে বিকশিত হয়।"

"তারপর শ্রীনারায়ণ শিবকে ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত করলেন। নিজের ক্ষমতা বিস্তারে শিবও শ্রীনারায়ণের কাছে প্রার্থনা করলেন।"

শ্রীরুদ্র বললেন—"হে ঈশ্বরের ঈশ্বর, চিরস্থায়ী, আকস্মিক ও আংশিক—এই তিন প্রকার ধ্বংসের কাজে নিয়োগের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হে প্রভু, চরম ধ্বংসের ক্ষমতা আমার নেই। এই কারণে আমি খুবই অসুখী। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—"রুদ্রদেবের প্রার্থনা শুনে ভগবান নারায়ণও শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। শ্রীরুদ্রদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে অজ্ঞানতাকে জয় করলেন। তারপর সদাশিব রুদ্র বৎসরাধিক কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে তিনি চরম ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির মুখে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি, কারণ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে এক মাস শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করেছি। এই সেবা-প্রভাবে আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হয়েছি, তাই তিনি তাঁর প্রিয় গোপীদের সেবার জন্য আমাকে বৃন্দাবনে পাঠালেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ অবিরাম লীলা উপভোগ করলেও গোপীরা বিচ্ছেদ আশঙ্কায় নিদারুণ

যন্ত্রণা ভোগ করেন। তাই তিনি আমাকে গোপীদের শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিতে এখানে পাঠিয়েছেন। এইভাবে ব্রজের গোপীরা তাদের নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা গ্রহণ করে বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে রেহাই পেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য আমি বুঝতে না পারলেও এই মহান সাহিত্যের অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হল। ব্রহ্মাকে মুখপাত্র করে দেবতারা যখন ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন যে তিনি যেন তাঁর নিজ ধামে ফিরে যান। সেই সময় এক বটবৃক্ষ তলে ভগবান আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য শিখিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের ফলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ় নিশ্চল হল এবং আমি বদরিকাশ্রমে গিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। তখন থেকে এই ব্রজধামে আমি লতারূপে বাস করছি। হে পরীক্ষিৎ, আমি তাই এখানে নারদ-কুণ্ডে বাস করছি। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে ভক্তদের ভগবান কৃষ্ণের উপলব্ধি হবে। সুতরাং ভগবানের ভক্তদের মঙ্গলের জন্যই আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করব। শুধু আপনার সাহায্যেই এটা সম্ভব হবে।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"এ কথা শোনার পর, মহারাজ পরীক্ষিৎ উদ্ধবকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'হে হরিসেবক উদ্ধব! আপনার অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করা উচিত। এই বিষয়ে আমার কি করণীয় কৃপা করে তা আদেশ করুন।' "

পরীক্ষিৎ মহারাজের এই ধরনের কথায় উদ্ধব অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—"হে রাজন্, ভগবান কৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করার পর কলিযুগের প্রভাব খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। যখনই কোন শুভ মঙ্গলজনক কাজ করা হয় কলি তখনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সেইজন্য আপনাকে বেরিয়ে এসে সর্বত্র কলির প্রভাবকে দমন করতে হবে। আপনার ব্যবস্থা মতে আমি এখানে থেকে বৈষ্ণবীয় ধারানুসারে একমাস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করব। এইভাবে শ্রোতাগণ শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করে ভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।"

"শ্রীউদ্ধবের নির্দেশ শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ কলি দমনের ভাবনায় খুশি হলেন, আবার কিছুটা দুশ্চিন্তার কথাও উদ্ধবকে বললেন।"

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"হে প্রভু, আপনার নির্দেশ মতো কলিযুগকে আমার বশে আনতে আগ্রহী, কিন্তু তাহলে কিভাবে আমি শ্রীমদ্ভাগবত শুনব? আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিতেও এসেছি, তাই আমার প্রতি আপনার কৃপালু হওয়াও উচিত।"

রাজার কথা শুনে, উদ্ধব বললেন—"হে রাজন্, আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণের আপনিই হলেন সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী। এই ব্রহ্মাণ্ডে লোকেরা সর্বদা বিভিন্ন প্রকার ফলদায়ী কর্মে নিযুক্ত। তারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের গুরুত্ব বোঝেও না। হে রাজন্, আপনার কৃপায় এই ভারত-ভূমির অনেক লোক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে নিত্য সুখ লাভ করবে। নন্দ-সুত ভগবান কৃষ্ণের প্রতিনিধি মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আপনাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে শোনাবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। হে রাজন্, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে আপনি ব্রজরাজ ভগবান কৃষ্ণের নিত্যধাম প্রাপ্ত হবেন এবং পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হবে। অতএব, হে রাজন্, কলিকে দমন করতে নিজে নিজে প্রস্তুত হন। এইভাবে উদ্ধবের বলার পর, মহারাজ পরীক্ষিৎ উদ্ধবকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে চতুর্দিকে কলির প্রভাব বিদূরিত করতে বেরিয়ে পড়লেন।"

"বজ্রনাভ তখন পুত্র প্রতিবাহুকে মথুরার সিংহাসনে বসালেন। আর তিনি শুধুমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের উদ্দেশ্যেই পিতামহীদের সঙ্গে থেকে গেলেন। তারপর সেইস্থানে গোবর্ধন সন্নিকটে শ্রীউদ্ধব একমাস কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় উপভোগের সময় শ্রোতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দিব্য-লীলা সহ সর্বত্র প্রকাশিত হতে ও নিজেদের সেই দিব্য-লীলার অংশ গ্রহণ করতে দেখল। বজ্রনাভ নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত দেখলেন। এইভাবে বিচ্ছেদ বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেলেন এবং ঐ দৃশ্য-সৌন্দর্যে তৃপ্ত হলেন। রোহিণীকে অগ্রণী করে তাঁর সকল পিতামহীরাই নিজেদের রাস-নৃত্য রাত্রির উদ্বোধক ইন্দু সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের দ্যুতি ও অংশরূপে অবস্থিত দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁদের জীবন-সদৃশ প্রিয়তমের বিরহ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের পরম লক্ষ্যে প্রবেশ করেন। উপস্থিত অন্য

সকলেও অদৃশ্য হয়ে ভগবানের নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। বৃন্দাবনের গোচারণভূমি গোবর্ধন কুঞ্জে তারা সকলে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন। দিব্য প্রেমাকাঙ্ক্ষী লোভাতুর ভক্তগণ সর্বদা এই লীলা দর্শন করতে পারে।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের লীলাকাহিনী যে কীর্তন ও শ্রবণ করে, নিশ্চিতই তার সেই চরণকমল প্রাপ্তি হবে এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সঞ্চিত তার সব দুঃখ-কষ্ট চিরদিনের মতো বিনষ্ট হবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ এবং শ্রবণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা

শৌনক ঋষির নেতৃত্বে মুনিগণ বললেন—"হে সূতমুনি, আপনি দীর্ঘজীবী হোন এবং আমাদের নির্দেশ দিতে থাকুন। আজ আমরা আপনার মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব মহিমার কথা শুনলাম। হে সূতমুনি, কৃপা করে এখন এর বৈশিষ্ট্য, প্রামাণিকতা, শ্রবণ-পদ্ধতি এবং বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ বর্ণনা করুন।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীমদ্ভাগবত এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ের বৈশিষ্ট্যই শাশ্বত, জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনাদের জানা থাকা উচিত যে কৃষ্ণের সঙ্গে যাদের মন-প্রাণ যুক্ত, তাদের মুখ থেকেই অপার্থিব মধুর বুলি নির্গত হয়, আর এই সব বাক্যই শ্রীমদ্ভাগবত। আপনাদের আরও জানা উচিত যে জ্ঞান, উপলব্ধ জ্ঞান এবং শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদির ন্যায় চতুরঙ্গ ভগবৎ সেবা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রীমদ্ভাগবতই মায়ার প্রভাব, অলীক শক্তি দূর করতে সুদক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা কে বুঝতে পারে, যা কিনা ভগবানের অসীম শব্দ-প্রতিভূ? সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান হরি ব্রহ্মাকে চারটি শ্লোক বলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, অন্য কেউ নয়, শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মতো ব্যক্তিত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের অসীম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। শ্রীল বেদব্যাস পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শুকদেব গোস্বামীর কথোপকথনের মাধ্যমে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সে সবই স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপকারার্থে, আর সেটাই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে পরিচিত। আঠারো হাজার শ্লোক সম্বলিত এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কলির কুমিরে ধরা লোকদের একমাত্র আশ্রয়।"

"এখন আমি প্রকৃত শ্রোতাদের কাছেই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করব। দুই প্রকারের শ্রোতা আছে—উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট শ্রোতা আবার চার প্রকার—যথা, চাতক পাখি, রাজহাঁস, তোতাপাখি এবং মীন। অপকৃষ্ট শ্রোতাও আবার চার প্রকার—যেমন, নেকড়ে, ভুরুণ্ডা পাখি, বৃষ ও উট। চাতক পাখি যেমন বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য কোন জলাশয়ের জল পান করে না তেমনি ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থ যাঁরা শ্রবণ করেন না, তাদের বলা হয় চাতক-শ্রোতা। রাজহাঁস দুধ ও জলের মিশ্রণ থেকে কেবল দুধকেই নিষ্কাষণ করে, তেমনি যে শ্রোতা বিভিন্ন বিষয় থেকে ভগবান কৃষ্ণ বিষয়ক সারাৎসার গ্রহণ করেন তাঁকে রাজহংস-শ্রোতা বলা হয়। তোতাপাখি যেমন তার মালিক এবং অন্যদের কাছে যা শেখে তাই আবৃত্তি করে, তেমনি যে ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে যা শুনেছে, তার গুরু বা অন্যদের কাছে

সুন্দরভাবে তারই যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে বলে তোতা-শ্রোতা। ক্ষীর সমুদ্রে মাছ যেমন পলকহীন চোখে নীরবে দুধ পান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বক্তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে নীরবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে তার রসাস্বাদন করে, তাকে মীন-শ্রোতা বলা হয়। বনাঞ্চলে সুমিষ্ট মুরলী ধ্বনিতে আকৃষ্ট মৃগ যেমন নেকড়ের ডাকে ভীতত্রস্ত হয়, তেমনি মূর্খ শ্রোতার উচ্চারিত শব্দ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর বিষয় শ্রবণে রত ভক্তের মনে মর্মবেদনার সৃষ্টি করে, তবে সেই শ্রোতাকে নেকড়ে-শ্রোতা বলে। হিমালয়ে বাসকারী ভুরুণ্ড পাখি যেমনটি নির্দেশবাক্য শোনে নিজে আচরণ না করে তেমন নির্দেশ বাক্য অপরকে বলে। যে ব্যক্তি নিজে যে সকল নির্দেশ মানে না, কিন্তু অন্যকে তাই শিক্ষা দেয়, তাকে ভুরুণ্ড-শ্রোতা বলে। ষণ্ডের কাছে সুমিষ্ট আঙ্গুর বা কটু গন্ধ যুক্ত খোলের কোন পার্থক্য নেই; অন্ধেরও সকল শ্রুত বিষয়ের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করার বুদ্ধি নেই বলে এরূপ শ্রোতাকে ষণ্ড বা বৃষ শ্রোতা বলে। মিষ্ট আম্র পল্লব পরিত্যাগ করে উষ্ট্র তিক্ত নিম্ব পত্র চর্বণ করে, তেমনি ভগবান সম্বন্ধে মধুর বাক্য বর্জন করে জাগতিক বিষয় শ্রবণে আগ্রহী ব্যক্তিকে উষ্ট্র বা উট-শ্রোতা বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর শ্রোতা ছাড়াও আরও অনেক উপশ্রেণী আছে। যেমন, ভ্রমর ও গর্দভ—যাদের স্বাভাবিক আচরণের লক্ষণ দ্বারাই চেনা যায়। বক্তারা বলেন যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা, যিনি বক্তার সামনে এসে তাঁকে যথাযোগ্য প্রণাম নিবেদন করেন এবং যিনি সব রকমের জাগতিক বিষয় বর্জন করে ভগবান হরির লীলাকথা শ্রবণে আগ্রহী ও দক্ষ। তিনি বিনীতভাবে শিষ্যের ন্যায় জোড়হস্তে ভগবৎকথা শ্রবণে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ভগবানে তার পূর্ণ আস্থা আছে। বিভিন্ন প্রশ্ন করতে তার আসক্তি আছে এবং যা তিনি শোনেন গভীরভাবে তার চিন্তা করেন। ভগবানের ভক্তদের তিনি একজন প্রিয় সখা। তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা, মুনি-ঋষিরা যাদের শ্রদ্ধা করেন এবং যারা বাসনাশূন্য মনে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তারা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পতিতের প্রতি করুণাময় এবং বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা সত্য অবগত হতে তারা দক্ষ।"

"হে ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ভারত ভূখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি কৃপা করে শ্রবণ করুন। এই সব নিয়মাবলী শ্রবণ করলেই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা যায়। চার প্রকারের ভাগবত সেবা আছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এবং নির্গুণ। বিভিন্ন প্রকার পূজার উপকরণ ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জাঁকজমকপূর্ণ যজ্ঞের ন্যায় সাতদিনে সানন্দে সম্পাদিত স্বতঃস্ফূর্ত সেবাকে বলা হয় রাজসিক ভাগবত-সেবা। যে সেবা একমাস বা দুমাস ব্যাপী প্রসঙ্গ উপলব্ধি সহ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা হয় এবং এইভাবে কারও আনন্দ বৃদ্ধি পায়, তাকে বলে সাত্ত্বিক ভাগবত-সেবা। এক বছর ধরে যে সেবা ধীরে কিন্তু বিশ্বস্ততার সঙ্গে চলতে থাকে, যে সেবা আনন্দ দেয় এবং যেখানে স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয়ই বর্তমান, সেই সেবা হল তামসিক-সেবা। আর যে সেবায় সময়ের কোন হিসাব নেই—প্রেম ও ভক্তিতে অবিরাম অনুবর্তিত হতে থাকে সেটা হল নির্গুণ ভাগবত-সেবা। নিশ্চিত জেনো যে মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোস্বামী নির্গুণ ভাগবত-সেবা করেছিলেন, বাস্তবে যদিও মহারাজ পরীক্ষিতের মাত্র সাতদিন এই ভাগবত শ্রবণের সুযোগ হয়েছিল, কারণ তাঁর আয়ু ওই সাতদিন মাত্রই অবশিষ্ট ছিল। যে কোন স্থানে বা ইচ্ছামতো যে কোন ভাবে কেউ ভাগবত শ্রবণ করতে পারে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বা নির্গুণ যেভাবেই হোক না কেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাদের কাছেই একমাত্র সম্পদ যারা সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনাশূন্য এবং ভগবান কৃষ্ণের লীলা কীর্তন ও জপের রসাস্বাদনে লোভী। জড় অস্তিত্বের দুঃখ-কষ্ট ও মুক্তির বাসনার প্রতি নির্লিপ্ততাই জাগতিক রোগারোগ্যের ওষুধ। কাজেই প্রত্যেককেই সতর্কতার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সেবা করতে হবে। কলি-যুগে জড় উপভোগ ও জড় জাগতিক জীবনে উন্নতি-অভিলাষী কর্মীরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে তাদের কাঙ্ক্ষিত সকল বস্তুই লাভ করবে। শারীরিক অক্ষমতা, সম্পদ ও জ্ঞানের অভাবে কলি-যুগে কর্মের পথে পূর্ণতা প্রাপ্তি খুবই বিরল। সুতরাং যারা মঙ্গলকামনা প্রত্যাশী তাদের সর্বতোভাবে ভাগবত-সেবা করা উচিত। ভাগবত প্রসঙ্গ কাউকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, কলত্র, হস্তি, অশ্ব, যশ রাজপ্রাসাদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য দানে সক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা দ্বারা কেউ জড়বাসনা

নিয়েই এই বিশ্বে তার সকল বাসনা উপভোগ করতে পারে এবং দেহত্যাগের পর পরম পুরুষ ভগবদ্ধাম লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে কায়মনোবাক্যে অন্যের সেবা করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে নিমগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করেও শ্রীমদ্ভাগবত সেবার ফল লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দুই শ্রেণীর পাঠক ও শ্রোতা আছে। কেউ কৃষ্ণকে চায়, কেউ চায় জাগতিক উন্নতি। কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন যে কোন প্রকার উন্নতিকেই জাগতিক উন্নতি বলা হয়। সুতরাং পাঠক ও শ্রোতা যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার সুখ বেড়ে যায়। পাঠক ও শ্রোতা একই শ্রেণীভুক্ত না হলে অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং কোন ফল লাভ হয় না। এমন পরিস্থিতিকেই রসাভাস বলে। কিন্তু কৃষ্ণকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি-বক্তাই হোক বা শ্রোতাই হোক—বিলম্বে হলেও সে নিশ্চিতই তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে। নিয়মানুবর্তিতা মেনে কাজ করলে সম্পদ অভিলাষী বক্তা এবং শ্রোতা তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। কিন্তু অপার্থিব বক্তা ও শ্রোতা যাঁরা কৃষ্ণকেই পেতে চান, তাঁরা নিয়ম-কানুন না মানলেও তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেন, কারণ ভগবৎ প্রেমই তাঁদের কাছে একমাত্র নিয়ম। জড়-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সকল নিয়ম-কানুন অবশ্য খুব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাকে প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রাতঃস্নান করতে হবে এবং রোজকার পূজা-পাঠ সমাপনান্তে ভগবান শ্রীহরির চরণামৃত গ্রহণ করতে হবে। তারপর বক্তা বা শ্রোতাকে উপযুক্ত উপকরণাদি দিয়ে তাদের গুরুদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করতে হবে। আনন্দপূর্ণ মানসিকতায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। মৌনব্রত অবলম্বন করে শুধু দুধ অথবা মিষ্টান্ন ভোজন করা উচিত। তাকে ভূমিশয্যায় শয়ন করে, ক্রোধ ও লোভ পরিহার করে ব্রহ্মচর্য-ব্রত অনুশীলন করতে হবে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শেষে অবিরাম ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে এবং শেষদিন তাকে বিনিদ্র রজনী যাপন করে ব্রাহ্মণদের ভোজন ও দান-দক্ষিণার দ্বারা তুষ্ট করতে হবে। গুরুদেবকে পূজার্চনা করে তাঁকে বস্ত্র, অলংকার ও গো-দান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সকল বিধি-নিয়ম মেনে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে নিশ্চিতই তার সকল বাসনা পূর্ণ হবে। জাগতিক বাসনাযুক্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সুন্দরী ভার্যা, সন্তান-সন্ততি, রাজ্য বা সম্পদ পেতে পারে। কিন্তু এইরূপ বাসনা শ্রীমদ্ভাগবতের গুণমানের কাছে উপহাসের সামিল। শ্রীমদ্ভাগবত হল বৈদিক সাহিত্যের বাসনা-বৃক্ষের সুপক্ক ফল। শ্রীশুকদেব গোস্বামী কলিযুগে এই ফলটি বিশ্বকে অর্পণ করেছেন। তাঁর অধর স্পর্শে এটি সুধাতুল্য হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার এটি হল প্রত্যক্ষ উপায় এবং এটি নিত্য ভগবৎ প্রেম প্রদান করে থাকে।"

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলাফল ও এই শ্রবণ-বিরোধীদের অবস্থার বর্ণনা

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—"হে পিতামহ ব্রহ্মা, বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি শ্রবণ করা উচিত। নিশ্চয় জেনো যে এরূপ শ্রবণই আমাকে তুষ্ট করার একমাত্র পন্থা। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে পিঙ্গলবর্ণের গো-দানের ফল সে অক্ষরে অক্ষরে লাভ করে থাকে। যে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও পাঠ বা শ্রবণ করে, এক সহস্র গো-দান জনিত ফল সে লাভ

করে। প্রিয় বৎস, যে সম্পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল তার লাভ হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় বৈষ্ণব যেখানে ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা হয় সেখানে গিয়েই হাজির হন। শ্রীমদ্ভাগবত অর্চনকারীরা কলির এক্তিয়ার বহির্ভূত। নিজ গৃহে বসে যারা বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়, এমন কি তারা দেবতাদেরও পূজ্যই হয়ে থাকে। এই কলিযুগে যারা নিজ গৃহে নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পূজা করে এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে নৃত্য করে, তাদের প্রতি আমি অতীব তুষ্ট।"

"হে প্রিয় বৎস, যতদিন পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কারও গৃহে থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষেরা দুধ, ঘি, মধু ও জল উপভোগ করে। ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত কোন বৈষ্ণবকে দান করে, লক্ষ লক্ষ কল্প সে আমার আলয়ে বাস করে। নিজ গৃহে যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত অর্চনা করে, এক কল্পকাল ধরে সে দেবতাদের তুষ্ট করে। কারও গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও যদি থাকে তবে সেটা গৌরবের। অন্য সাহিত্যের হাজার হাজার গ্রন্থ সংগ্রহের কী প্রয়োজন? কলি-যুগে কেউ যদি তার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি না রাখে তবে সে কখনও যমরাজের কবল মুক্ত হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি যে নিজগৃহে রাখে না কলি-যুগে সে কি করে বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হতে পারে? সে চণ্ডাল অপেক্ষাও ঘৃণ্য।"

"প্রিয় বৎস, বিশ্বপতি, আমার ও বৈষ্ণবদের আনন্দের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি ভক্তিসহকারে কারও সংরক্ষণ করা উচিত। কলি-যুগে যেখানেই পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেখানেই সকল দেব-দেবী সমভিব্যাহারে আমি বাস করি। প্রিয় বৎস, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কথা আলোচনা হয়, সেখানেই সকল পবিত্র নদ-নদী, কুণ্ড, হ্রদ, সকল যজ্ঞ, সপ্ত তীর্থ ক্ষেত্র—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী (উজ্জয়িন) ও দ্বারকা—এবং পবিত্র পর্বতসমূহ উপস্থিত থাকে। হে বিশ্বপতি, যশ, ধার্মিকতা, বিজয়, পাপমুক্তির জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত। ভাগবত শ্রবণের ফলে ধার্মিক হয় এবং সর্ব রোগ ও পাপ মুক্ত হয়ে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। হে বিশ্বপতি, আমি সত্য বলছি : যারা শ্রীমদ্ভাগবতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য শ্রবণ করে না, অথবা এটি শ্রবণের পর সুখ প্রকাশ করে না, সে যমরাজের এক্তিয়ারে আবদ্ধ থাকে। হে প্রিয় বৎস, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে বিশেষত একাদশীর দিনে অন্য কোথাও যেতে না পারে তার মতো পাপী আর কেউ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি, অর্ধ, বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও যার গৃহে আছে আমি সেখানেই বাস করি। ভাগবত শ্রবণে যে বিশুদ্ধতা অর্জন করা যায়, বদরিকাশ্রম দর্শনে বা প্রয়াগ-সঙ্গমে অবগাহন করেও সেই শুদ্ধতা অর্জন করা যায় না।"

"হে চতুরানন ব্রহ্মা, গাভী যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বৎসকে অনুসরণ করে আমিও তেমনই যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা হয় সেখানেই গমন করি। শ্রীমদ্ভাগবত কথন ও শ্রবণ উপভোগকারীকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না। পবিত্র ভাগবত গ্রন্থ দেখে যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে না, তার অতীতের সঞ্চিত পুণ্য সে হারিয়ে ফেলে। ভাগবতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যে দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের প্রতি প্রণাম নিবেদন করে অন্তিমে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে যে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করে, প্রতি পদক্ষেপে তার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ-সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রণাম নিবেদন করে, আমি তাকে ধন-সম্পদ, ভার্যা, সন্তানাদি ও ভক্তিপূর্ণ সেবা দান করি।"

"প্রিয় বৎস, যারা ষোড়শোপচারে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে ও ভক্তি সহকারে ভাগবত শ্রবণ করে তাদের দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত। হে ব্রহ্মা, হে সুব্রত, সব রকম উৎসবের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা উৎসবই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ও ভক্তিসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে এবং যারা বস্ত্র, অলংকার, পুষ্প, প্রদীপ ও ধূপ-ধুনা ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সতীনারী তার পতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।"

অমল পুরাণ মাহাত্ম্য সমাপ্ত

বংশপরম্পরা সারণী

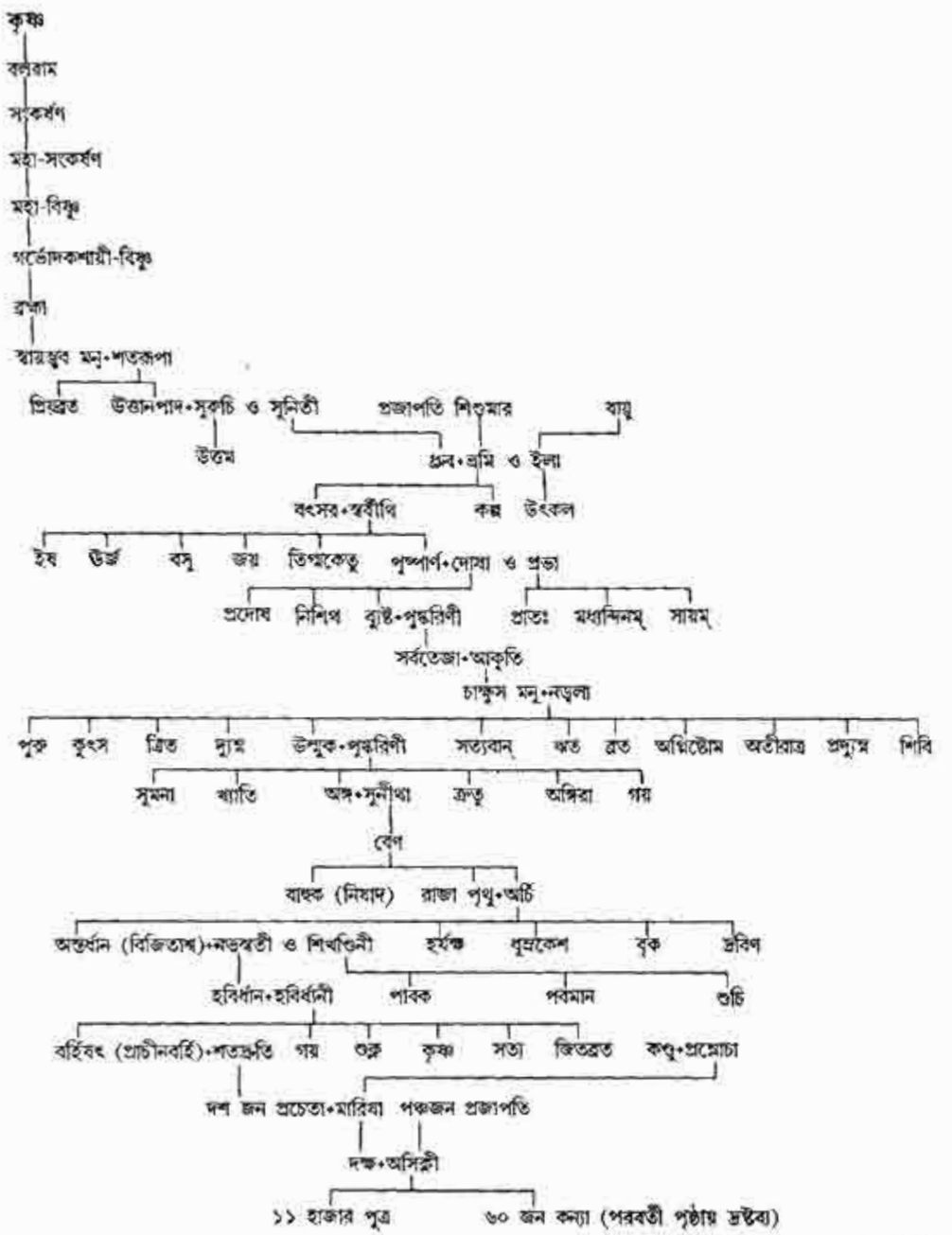

• চিহ্নটি নির্দেশ করছে বিবাহিত

(দক্ষকন্যাদের বংশ)

ভূত
২জন পত্নী
- সরূপা → কোটি রুদ্র। এদের মধ্যে এগারজন প্রধান। (রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, বহুরূপ এবং মহান্।)
- অন্য পত্নী → প্রেত, বিনায়ক

অঙ্গিরা
২জন পত্নী
- স্বধা → সমস্ত পিতা
- সতী → অথর্বাঙ্গিরস বেদ

কৃশাশ্ব
২জন পত্নী
- অর্চিস → ধূমকেতু
- ধিষণা → দেবশিরা, দেবল, বয়ুন এবং মনু

চন্দ্রদেব
২৭জন পত্নী
- কৃত্তিকা আদি নক্ষত্রগণ

ধর্মরাজ(যমরাজ)
(১০জন পত্নী)
- ভানু → দেবঋষভ•পত্নী → ইন্দ্রসেন
- লম্বা → বিদ্যোত•পত্নী → মেঘসমূহ
- ককুদ্ → সঙ্কট•পত্নী → কীকট•পত্নী → দুর্গা নামক দেবতা
- যামি → স্বর্গ•পত্নী → নন্দি
- বিশ্বা → বিশ্বদেবগণ
- সাধ্যা → সাধ্যগণ•পত্নী → অর্থসিদ্ধি
- মরুত্বতী → মরুত্বান্, জয়ন্ত (জয়ন্ত ভগবান বাসুদেবের অংশ, তিনি উপেন্দ্র নামে পরিচিত)
- মুহূর্তা → মৌহূর্তিক নামক দেবতা
- সঙ্কল্পা → সঙ্কল্প•পত্নী → কাম
- বসু →
  - দ্রোণ•অভিমতি → হর্ষ, শোক, ভয়
  - প্রাণ•ঊর্জস্বতী → সহ, আয়ু, পুরোজব
  - ধ্রুব•ধরণি → বিবিধ পুরসমূহ
  - অর্ক•বাসনা → তর্ষ এবং বহুপুত্র
  - অগ্নি•ধারা → দ্রবিণক আদি বহু পুত্র
    - কৃত্তিকা → কার্তিকেয় (স্কন্দ)•পত্নী → বিশাখ
  - দোষ•শর্বরী → ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত শিশুমার
  - বাস্তু•অঙ্গিরসী → শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা•আকূতী → চাক্ষুষ মনু → বিশ্বদেব এবং সাধ্যগণ
  - বিভাবসু•ঊষা → ব্যুষ্ট, রোচিষ এবং আতপ•পত্নী → পঞ্চযাম বা দিবস

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা তিন

দক্ষকন্যাদের বংশ (পরবর্তী অংশ)

কশ্যপ ১৭জন পত্নী

- বিনতা → গরুড়, অরুণ
- কদ্রু → নাগ
- পতঙ্গী → পক্ষী
- যামিনী → শলভগণ
- কাষ্ঠা → অশ্ব আদি পশু, যাদের খুর বিভক্ত নয়
- অরিষ্টা → গন্ধর্ব
- সুরসা → রাক্ষস
- ইলা → বৃক্ষ-লতা
- মুনি → অপ্সরা
- ক্রোধবশা → সরীসৃপ, সর্প এবং মশা
- তাম্রা → শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি বিশাল শিকারী পক্ষী
- সুরভি → মহিষ, গাভী এবং দুই খুরবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তু
- সরমা → সিংহ, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু
- তিমি → জলচর প্রাণী
- দিতি →
  - হিরণ্যাক্ষ
  - হিরণ্যকশিপু+কয়াধু →
    - সংহ্লাদ+কৃতি → পঞ্চজন
    - অনুহ্লাদ+সূর্যা → বাষ্কল, মহিষ
    - হ্লাদ+ধমনী → বাতাপি, ইল্বল
    - প্রহ্লাদ+পত্নী → বিরোচন+দ্রবী → বলি+অশনা → বাণ, ৯৯জন
  - মরুৎগণ
  - সিংহিকা+বিপ্রচিৎ → রাহু এবং একশত কেতু
- অদিতি →
  - বিবস্বান+
    - সংজ্ঞা → শ্রাদ্ধদেব, যমদেব ও যমুনা → অশ্বিনীকুমারদ্বয়
    - ছায়া → শনৈশ্চর, সাবর্ণি মনু, তপতী+সংবরণ
  - অর্যমা+মাতৃকা → মনুষ্য জাতি
  - ত্বষ্টা+রচনা → সন্নিবেশ, বিশ্বরূপ
  - সবিতা+পৃশ্নি → অগ্নিহোত্র, পশু, সোম, চাতুর্মাস্য, ৫মহাযজ্ঞ, সাবিত্রী ব্যাহৃতি, ত্রয়ী
  - ভগ+সিদ্ধি → মহিমা, বিভু, প্রভু, আশী
  - ধাতা+
    - কুহূ → সায়ম্
    - সিনীবালী → দর্শ
    - রাকা → প্রাতঃ
    - অনুমতী → পূর্ণমাস
  - বিধাতা+ক্রিয়া → পুরীষ্য নামক পাঁচজন অগ্নিদেব
  - বরুণ+
    - চর্ষণী → ভৃগু (দ্বিতীয় জন্ম)
    - বল্মীক → বাল্মীকি
    - (মাতা নেই) → অগস্ত্য, বশিষ্ঠ (বরুণ ও মিত্রের সাধারণ পুত্র)
  - মিত্র+রেবতী → উৎসর্গ, অরিষ্ট, পিপ্পল
  - শক্র+পৌলোমী → জয়ন্ত, ঋষভ, মীঢুষ
  - পূষা
  - উরুক্রম+কীর্তি → বৃহৎশ্লোক+পত্নী → সৌভগ আদি বহু পুত্র
- দনু → দ্বিমূর্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, অরুণ, পুলোমা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, দুর্জয়
  - স্বর্ভানু → সুপ্রভা+নমুচি
  - বৃষপর্বা → শর্মিষ্ঠা+যযাতি
  - বিপ্রচিত্তি+সিংহিকা → রাহু এবং একশত কেতু
  - বৈশ্বানর →
    - উপদানবী+হিরণ্যাক্ষ
    - হয়শিরা+ক্রতু
    - পুলোমা +কশ্যপ
    - কালকা

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা চার

(বৈবস্বত মনুর বংশধরগণ)

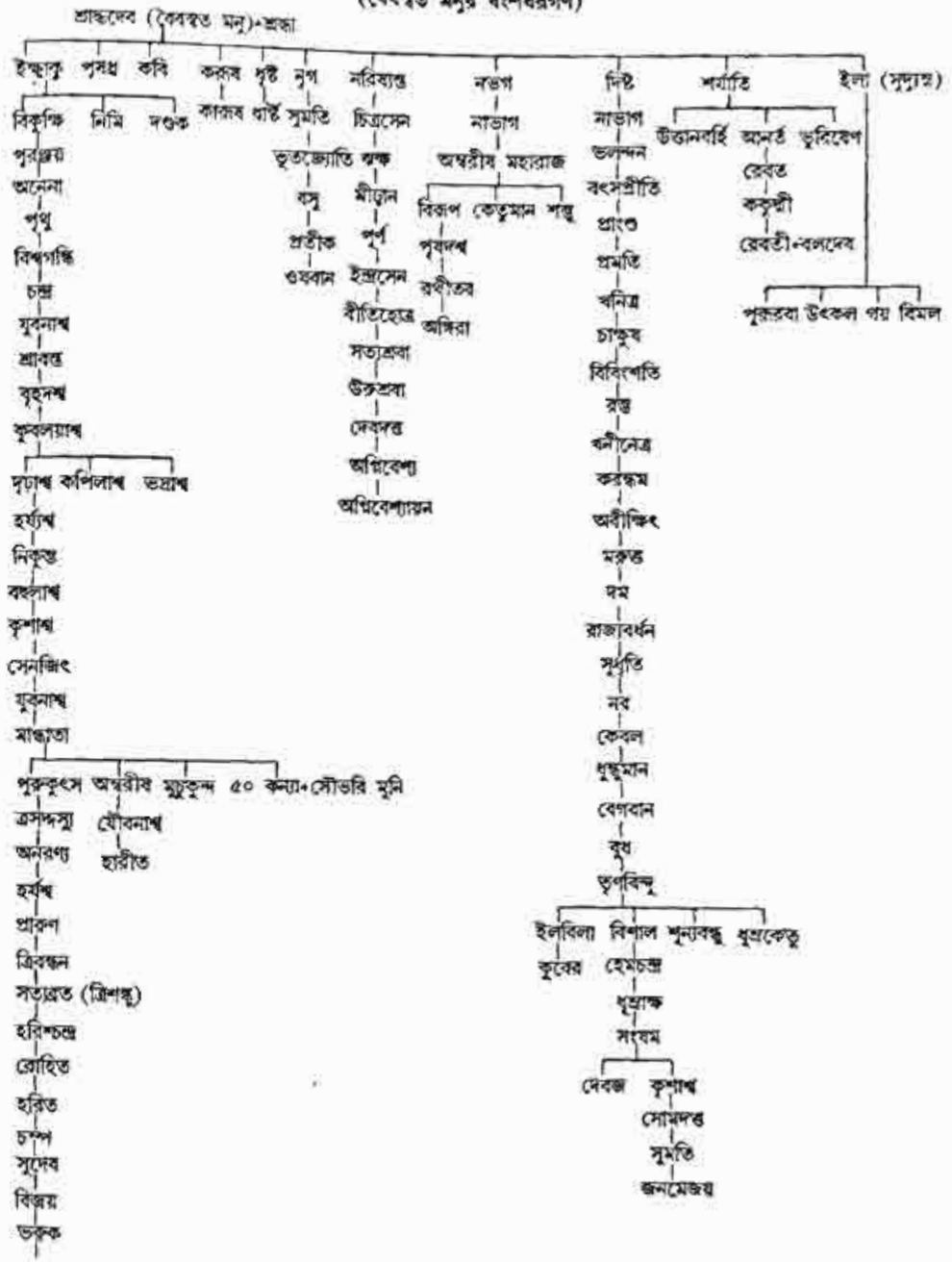

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা পাঁচ
বৈবস্বত মনুর বংশধরগণ (পরবর্তী অংশে)

বৃক
বাহুক
সগর
অসমঞ্জস
অংশুমান
দিলীপ
ভগীরথ
শ্রুত
নাভ
সিন্ধুদ্বীপ
অযুতায়ু
ঋতুপর্ণ
সর্বকাম
সুদাস
সৌদাস+দময়ন্তী (বশিষ্ঠমুনির দ্বারা)
অশ্মক
বালিক
দশরথ
ঐডাবিড়ি
বিশ্বসহ
খট্বাঙ্গ
দীর্ঘবাহু
রঘু
অজ
দশরথ+কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা

- ভগবান শ্রীরামচন্দ্র+সীতা
  - লব
  - কুশ
    - অতিথি
    - নিষধ
    - নভ
    - পুণ্ডরীক
    - ক্ষেমধন্বা
    - দেবানীক
    - অনীহ
- ভরত
  - তক্ষ
  - পুষ্কল
- লক্ষ্মণ
  - অঙ্গদ
  - চিত্রকেতু
- শত্রুঘ্ন
  - সুবাহু
  - শ্রুতসেন

পারিযাত্র
বলস্থল
বজ্রনাভ
সগণ
বিধৃতি
হিরণ্যনাভ
পুষ্প
ধ্রুবসন্ধি
সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্র
মরু
প্রসুশ্রুত
সন্ধি
অমর্ষণ
মহাস্বান্
বিশ্ববাহু
প্রসেনজিৎ
তক্ষক
বৃহদ্বল
বৃহদ্রণ
উরুক্রিয়
বৎসবৃদ্ধ
প্রতিব্যোম
ভানু
দিবাক
সহদেব
বৃহদশ্ব
ভানুমান্
প্রতীকাশ্ব
সুপ্রতীক
মরুদেব
সুনক্ষত্র
পুষ্কর
অন্তরিক্ষ
সুতপা

অমিত্রজিৎ
বৃহদ্রাজ
বর্হি
কৃতঞ্জয়
রণঞ্জয়
সঞ্জয়
শাক্য
শুদ্ধোদ
লাঙ্গল
প্রসেনজিৎ
ক্ষুদ্রক
রণক
সুরথ
সুমিত্র (শেষ বংশ)

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা ছয়
(মিথিলার রাজা নিমির বংশধরগণ)

বিবস্বান
বৈবস্বত মনু
ইক্ষ্বাকু
নিমি
জনক (মিথিলা)
উদাবসু
নন্দিবর্ধন
সুকেতু
দেবরাত
বৃহদ্রথ
মহাবীর্য
সুধৃতি
ধৃষ্টকেতু
হর্যশ্ব
মরু
প্রতীপক
কৃতরথ
দেবমীঢ়
বিশ্রুত
মহাধৃতি
কৃতিরাত
মহারোমা
স্বর্ণরোমা
হ্রস্বরোমা
শীরধ্বজ (জনক)

- কুশধ্বজ
  - ধর্মধ্বজ
    - কৃতধ্বজ
      - কেশিধ্বজ
      - ভানুমান
      - শতদ্যুম্ন
      - শুচি
      - সনদ্বাজ
      - ঊর্জকেতু
      - অজ
    - মিতধ্বজ
      - খাণ্ডিক্য
- সীতাদেবী+ভগবান রামচন্দ্র

পুরুজিৎ
অরিষ্টনেমি
শ্রুতায়ু
সুপার্শ্বক
চিত্ররথ
ক্ষেমাধি
সমরথ
সত্যরথ
উপগুরু
উপগুপ্ত
বসুনন্ত
যুযুধ
সুভাষণ
শ্রুত
জয়
বিজয়
ঋত
শুনক
বীতহব্য
ধৃতি
বহুলাশ্ব
কৃতি
মহাবশী

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা সাত
(চন্দ্রদেব সোমের বংশধরগণ)

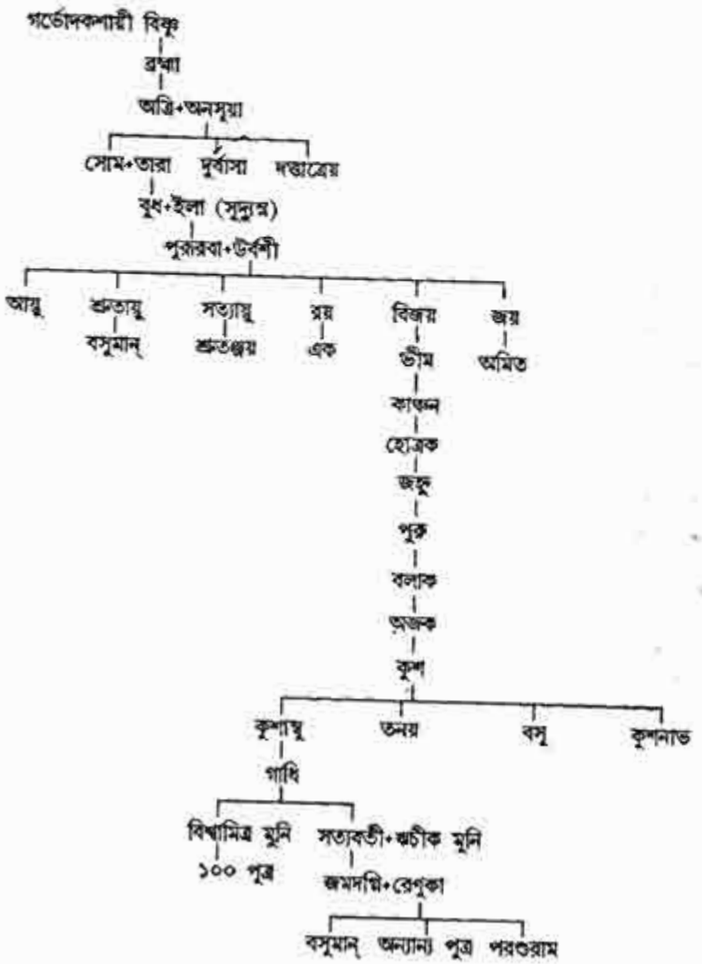

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা আট
(পুরূরবার বংশধরগণ)

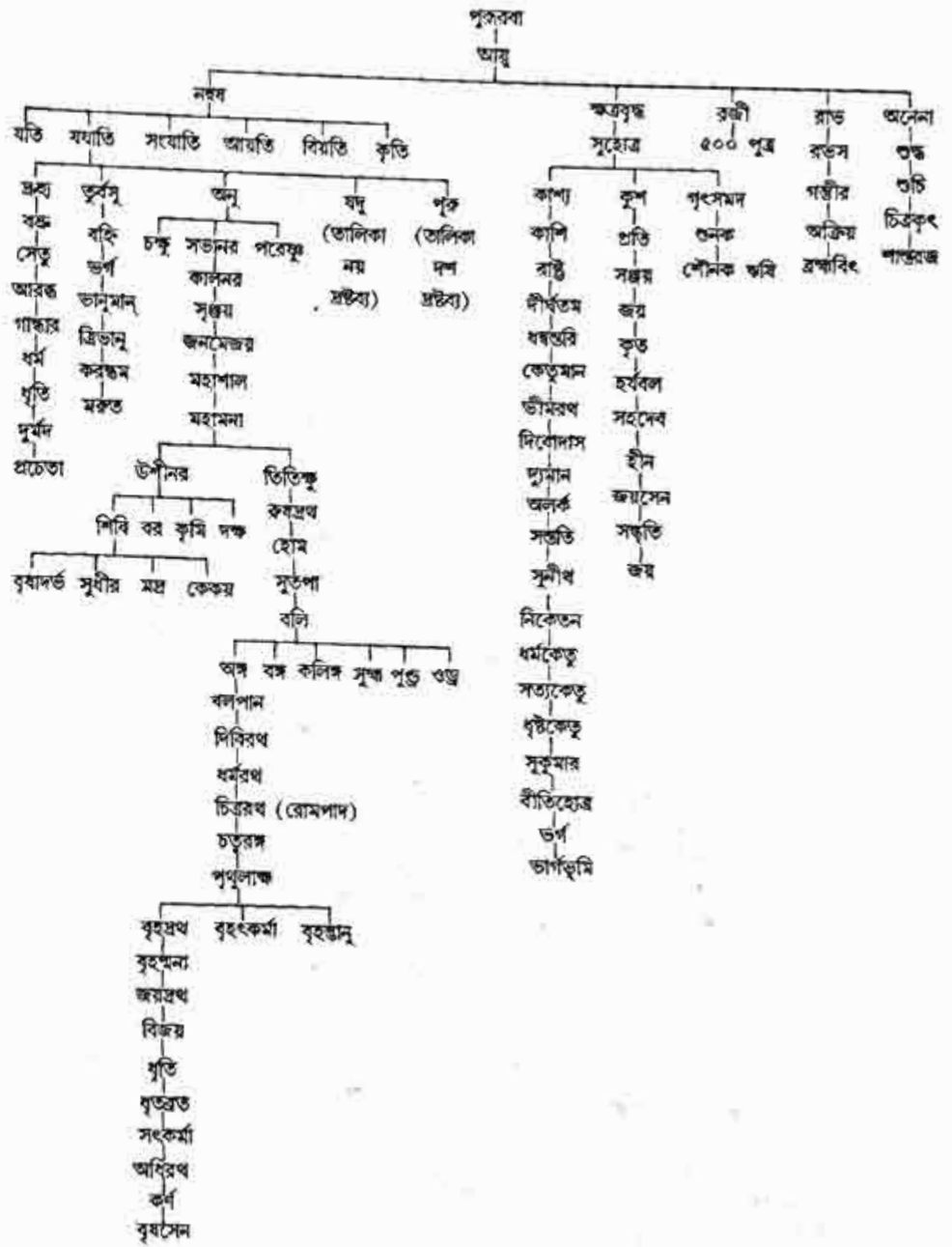

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা নয়
(যদুর বংশধরগণ)

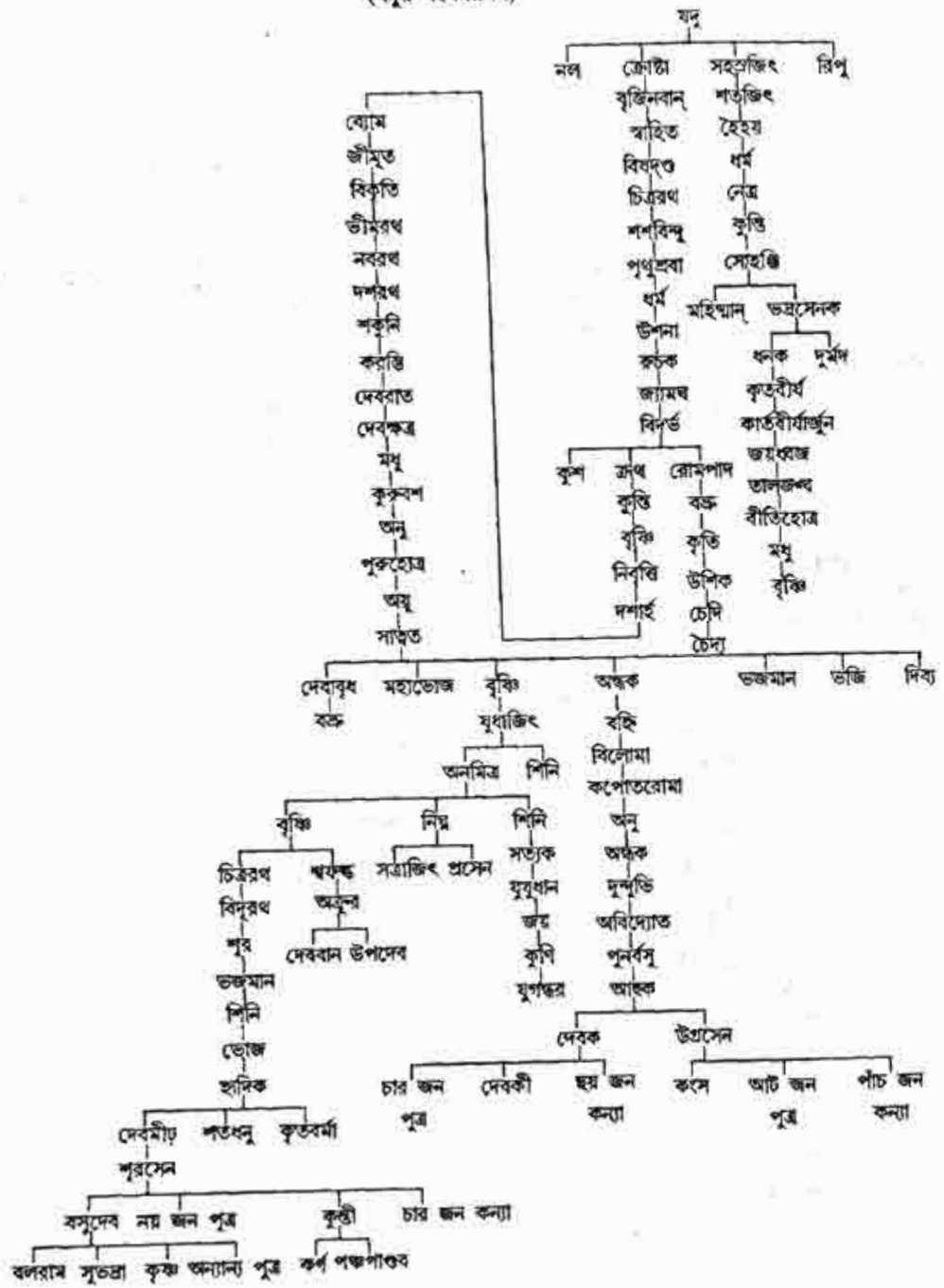

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা দশ
(পূরুর বংশধরগণ)

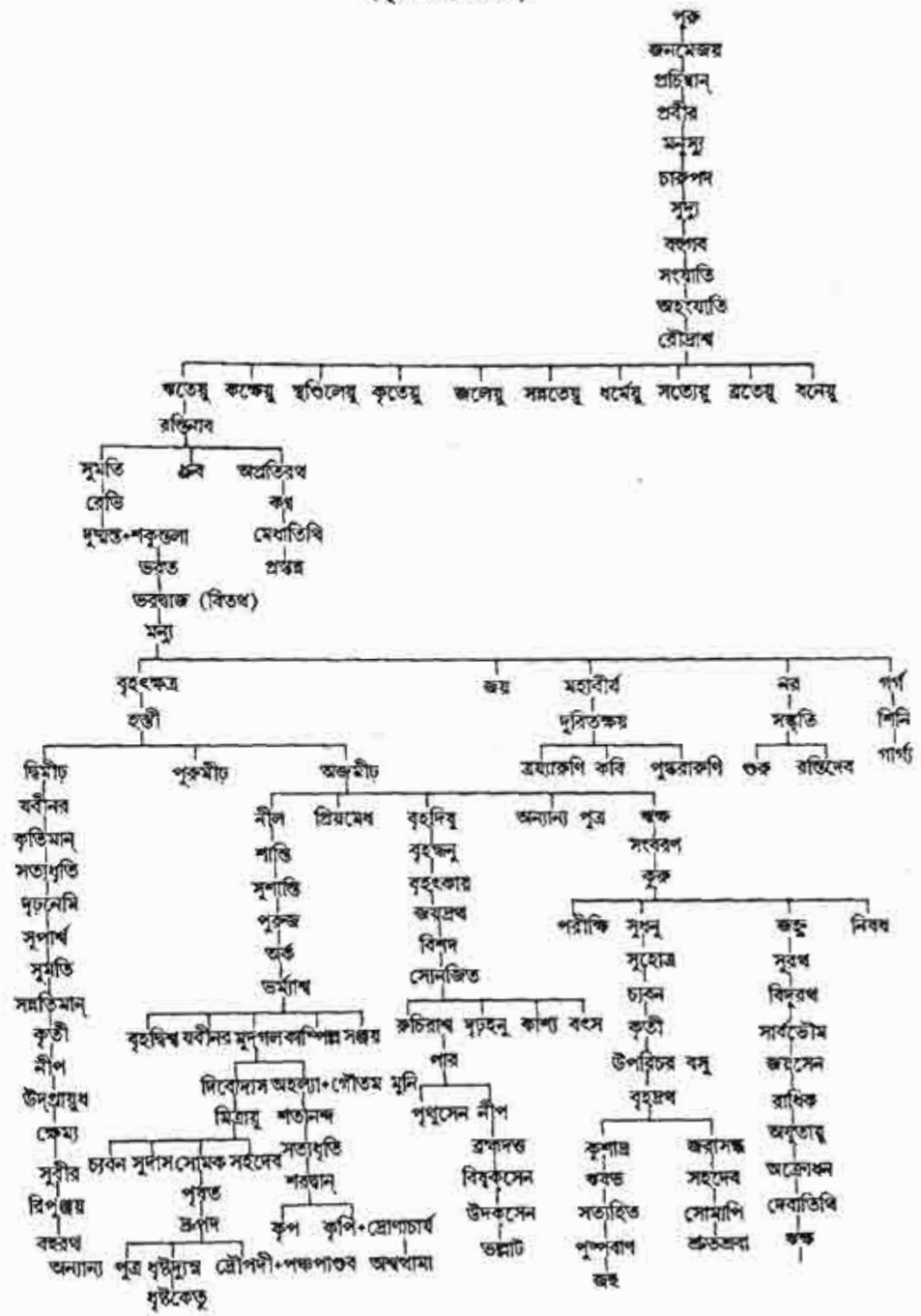

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা এগারো
(প্রতীপের বংশধরগণ)

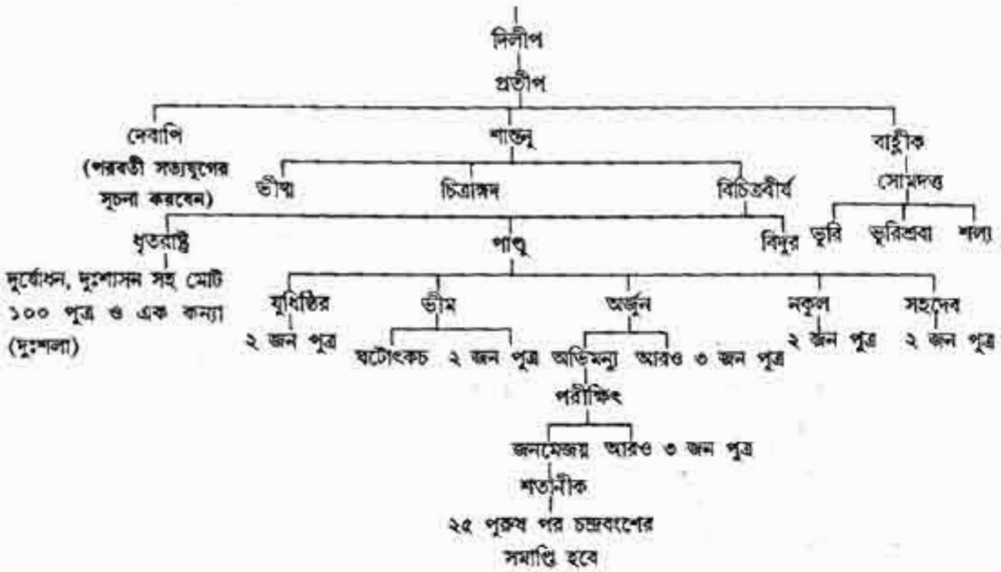

বংশপরম্পরা সারণী সমাপ্ত

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'পরলোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা ক'রে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।